




৺ অক্ষয়কুমার দত্ত।





ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,—৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত

১৩১৪।

কলিকাতা
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,
মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব সংস্করণে যে সকল বিবরণ পরিশিষ্টাংশে সন্নিবেশিত ছিল, এবারে সে সমুদায় মূল গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে দেওয়া গেল।

নানকপন্থী, জৈন প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায় বিবরণ, যাহা স্বর্গীয় অক্ষয় বাবুর জীবদ্দশায়, এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল।

প্রকাশক।

শুদ্ধিপত্র।

উপক্রমণিকা।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	৮	অপসর্পণমনুপসর্ত্তণম্	অপসর্পণমনুপসর্পণম্
২০	৩	কোণ্ড্	কোস্ত্
৩৮	৩১	জুড়ি	জুরি
৪৭	৯	বৈদ্যান্তিক	বৈদান্তিক
৪৯	১৪	বল্যামোদ	বাল্যামোদ
৫৩	২	ন ব	ন ঘ
৫৪	২৭	সুর্মিমু	সুর্মিমু
১২২	১২	আগ্রায়	আগ্রার
১৪২	২৬	উচ্ছাসে	উচ্ছাসে
১৮৪	৯	পুষ্কয়	পুষ্কর
১৬৭	২৯ পংক্তির পর এই কয় পংক্তি বসিবে :—		

কিরূপে শূদ্র শব্দ শোকোৎপত্তি-প্রতিপাদক হইল এইটি বিজ্ঞাপনার্থ বেদান্তসূত্রকার উল্লিখিত সূত্রের মধ্যে "তদা দ্রবণাৎ" বলিয়া শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি করেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, জানশ্রুতি শোক দ্রাবিত অর্থাৎ প্রাপ্ত হন, অথবা শোক জানশ্রুতিকে প্রাপ্ত হয়, কিম্বা জানশ্রুতি শোকাবিষ্ট হইয়া রৈক-সমীপে দ্রবণ অর্থাৎ গমন করেন। এই নিমিত্ত রৈক তাঁহাকে শূদ্র অর্থাৎ শোক-প্রাপ্ত বলিয়া সম্বোধন করেন।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে শূদ্রবর্ণ বেদাধিকার হইতে এরূপ ভ্রষ্ট হইয়া যায় যে, শূদ্র শব্দের উল্লিখিত রূপ ব্যুৎপত্তি না করিয়া পার পাইবার উপায় ছিল না।

সূচী।

উপক্রমণিকা।

পরিশিষ্ট।

টিপ্পনি।

ভারতবর্ষীয়-উপাসক-সম্প্রদায়।

প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১০৫ পৃষ্ঠার ৮ পঙক্তির পর।

উপনিষদে হিন্দু জাতির বুদ্ধি-বিকাশের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বুদ্ধি-জ্যোতিঃ একবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, আর স্থির থাকে না; নানা দিকে কিরণ-জাল বিকীর্ণ করিতে থাকে। তদনুসারে, বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে পরমার্থ-সংক্রান্ত কয়েকটি মত উৎপাদিত হয়, তাহার নাম দর্শন। তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শন প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত আছে; সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত।

পরমার্থ-তত্ত্ব-অনুসন্ধানই ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র সমুদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। জগতের কারণ-নিরূপণ ও মনুষ্যের মুক্তি বা পারলৌকিক সদ্গতি-সাধনের উপায়-নির্দ্ধারণ-বিষয় সেই সমুদায়ে বিচারিত হইয়াছে। এ প্রবন্ধটি পরমার্থ-বিষয়ক; অতএব এ স্থলে সেই দুইটি পারমার্থিক বিষয় ক্রমশঃ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

সাঙ্খ্য।

মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্য-মতের প্রবর্ত্তক। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই,

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ৯২ সূত্র।

কেন না ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না *।

যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ না হইল, তবে কিরূপে জগতের সৃষ্টি

* কপিল ঋষির এই নাস্তিকতা-বাদ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে সাংখ্যপণ্ডিতেরা নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন, শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর নির্গুণ ও জগৎ

হয়, এ বিষয় সুতরাং তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন,

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ১। ৭৮ সূত্র।

পূর্ব্ব-স্থিত বস্তু না থাকিলে, কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না।

নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ১। ১১৪ সূত্র।

মনুষ্যের শৃঙ্গ থাকা যেমন অসম্ভব, অসৎ অর্থাৎ অবস্তু হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব।

উপাদাননিয়মাৎ।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ১। ১১৫ সূত্র।

ভাষ্য। মৃদেব ঘট উৎপদ্যতে তন্তুভ্য এব পট ইত্যেবং কার্য্যাণামুপাদানকারণং প্রতি নিয়মোঽস্তি।

কেন না, প্রত্যেক বস্তুরই উপাদান-কারণ* থাকে এইরূপ নিয়ম আছে; যেমন মৃত্তিকা ঘটের ও সূত্র পটের উপাদান।

সগুণ অর্থাৎ নানাপ্রকার গুণ-বিশিষ্ট; অতএব নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ সংসারের উৎপত্তি হইল?

সাঙ্খ্যাচার্য্যা আহুঃ নির্গুণত্বাদীশ্বরস্য কথং সগুণাঃ প্রজা জায়েরন্।

৬১ সাংখ্য-কারিকার ভাষ্য।

সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা বলিয়া গিয়াছেন, নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ প্রজা উৎপন্ন হইল।

কোন কোন ব্যক্তি বলেন, জগতে কেহ বা সুখী ও কেহ বা দুঃখী হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে জীবের সুখ দুঃখের এরূপ বৈষম্য-দোষ ঘটিত না। অতএব ঈশ্বর নাই। কিন্তু ঘটিকা-যন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র, গ্রন্থকারের গ্রন্থ ইত্যাদি বস্তুতে যেরূপ বুদ্ধি-কৌশল বিদ্যমান আছে, যাঁহারা এই বিশ্ব-যন্ত্রে তদপেক্ষা শত সহস্র গুণ কৌশল রাশি দর্শন করিয়া প্রজ্ঞাবান্ বিশ্ব-কারণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন, এবং সেই সমস্ত অদ্ভুত কৌশল অনির্ব্বচনীয়-কৌশল-সম্পন্ন নৈসর্গিক আদিম নিয়মের কার্য্য জানিয়া বিশ্ব-নিয়ন্তার অচিন্ত্য মহিমার অতিমাত্র আধিক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সাংখ্য-পণ্ডিতদিগের উল্লিখিত আপত্তি তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন, ঐ আপত্তি ঈশ্বরের স্বরূপনির্দ্ধারণ বিষয়ে একদিন উত্থাপিত হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব-নিরূপণবিষয়ে কোন রূপেই নিয়োজিত হইতে পারে না।

* যে বস্তু অবস্থান্তরিত হইয়া অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহার নাম উপাদান।

নাশঃ কারণলয়ঃ ॥

সাংখ্যপ্রবচন। ১। ১২১ সূত্র।

কারণে লয় পাওয়াকে নাশ বলে।

এই কয়েকটি সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে কিছু না থাকিলে, অকস্মাৎ অমনি কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। সকল বস্তুই পূর্ব্ব-স্থিত কোন না কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট, দুগ্ধ হইতে দধি, রজত হইতে মুদ্রা ইত্যাদি।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময়ের পক্ষে এই ভাবটি অতীব প্রগাঢ়। ইহা কপিল ঋষির গুরুতর চিন্তার ফল। উল্লিখিত সূত্র-গুলির ভাবার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, মহর্ষি যেন বুদ্ধি-যোগে জগতের সৃজন-রহস্যের তল-স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু তাহার উপায় নাই!

কপিল ঐ কয়েক মূল সূত্রানুসারে প্রকৃতিপুরুষ নামে দুইটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন। প্রকৃতি অচেতন-স্বরূপ অর্থাৎ জড়। ইহারই পরিণাম অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমুদায় বিশ্ব-ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছে।

এই প্রকৃতি আদি কারণ; ইহার আর কারণ নাই। কপিল ইহাকে অমূল-মূল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্।

সাংখ্যপ্রবচন। ১। ৬৭ সূত্র।

মূলের অর্থাৎ প্রকৃতির মূল নাই, অতএব প্রকৃতি মূল-শূন্য।

ফলতঃ সেই আদি কারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্য-পরম্পরার উৎপত্তি হয় বলিয়াই, কপিল ঋষি তাহারই নাম প্রকৃতি * রাখিয়াছেন। উহা আদি কারণের নামমাত্র।

পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্।

সাংখ্যপ্রবচন। ১। ৬৮ সূত্র।

কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণ-পরম্পরা

---

* প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ। সাংখ্য।

থাকে, তাহা হইলেও একস্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবে। প্রকৃতিই সেই আদি কারণের সংজ্ঞামাত্র বই আর কিছুই নয়*।

যেমন দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত ও নবনীত হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, সকল বস্তুই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ঐ প্রকৃতিরই পরিণাম দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতের যাবতীয় পদার্থ মূল প্রকৃতিরই কার্য্য-পরম্পরা মাত্র †।

জগতের বস্তু সমুদায়ের উত্তম, মধ্যম, অধম তিন প্রকার স্বভাব দেখিয়া মহর্ষি কপিল উহার মূল-স্বরূপ উত্তম, মধ্যম, অধম তিনটি গুণ স্বীকার করেন; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। পূর্ব্বোক্ত মূল প্রকৃতি এই তিনের সাম্যাবস্থা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

সাঙ্খ্যপ্রবচন। ১।৬১ সূত্র।

প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা-স্বরূপ।

প্রকৃতি জড় পদার্থ, অথচ কিরূপে গুণের স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সংশয় কেন? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অক্লেশেই বলিতে পারেন, এ কথাটি তো বুঝিবার কথা নয়। কিন্তু সহসা শুনিলে এ বিষয়টি যতদূর অবোধ-গম্য বোধ হয়, বাস্তবিক ততদূর নয়। সচরাচর গুণ শব্দের যেরূপ অর্থ প্রচলিত আছে, সাঙ্খ্য-শাস্ত্রোক্ত ঐ তিন গুণের সেরূপ অর্থ নয়। ঐ তিনটি উত্তম, মধ্যম, অধম তিন প্রকার বস্তু-স্বরূপ। লোকে যেমন গুণ অর্থাৎ রজ্জু দিয়া গো-মহিষাদি পশু বন্ধন করে, সেইরূপ, পুরুষ অর্থাৎ জীব ঐ সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি তিন বস্তু দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে; এই নিমিত্ত ঐ তিনটি পদার্থ গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব সাঙ্খ্য-শাস্ত্রোক্ত ঐ তিনটি গুণ প্রকৃত গুণ নয়; গুণবিশিষ্ট বস্তু।

---

* প্রকৃতিরিত্যি মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থঃ॥

বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য।

† অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ সর্ব্বপ্রধান ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিবিষয়ক মত The Theory of Evolution: কিয়দংশে কি এই সাংখ্য-মতের অনুরূপ বোধ হয় না? তাঁহারা বলেন, যেমন শূক কীট রূপান্তরিত হইয়া প্রজাপতি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক বস্তু ও এক প্রাণী পরিণত হইয়া অন্য বস্তু ও অন্য প্রাণী উৎপন্ন হইয়া আসিয়াছে। কপিল ঋষি তাঁহাদের ঐ মতের একটি সঙ্কুচিত অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন একথা বলিলে কি বলা যায় না?

সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি ন বৈশেষিকা গুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ লঘুত্বচলত্বগুরুত্বাদি-ধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষ্বত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধক-ত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে॥

সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি পদার্থ দ্রব্য; বৈশেষিক-মতানুযায়ী গুণ নয়, কেন না তাহারা সংযোগ, বিয়োগ, লঘুত্ব, চলত্ব, গুরুত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট। লোকে যেমন গুণ অর্থাৎ রজ্জু দিয়া বন্ধন করে, সেইরূপ, পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মারূপ পশু সেই সত্ত্বাদি তিন দ্রব্যে প্রস্তুত মহত্ত্বাদি * ত্রিগুণ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে, এই নিমিত্ত সাংখ্য ও বেদাদি শাস্ত্রে সেই তিন দ্রব্য গুণ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

জগতের চেতনাচেতন সমুদায় বস্তুতে ঐ তিন গুণের শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে; যেমন সত্ত্ব গুণের শক্তিতে অগ্নির ঊর্দ্ধ-গতি এবং মনুষ্যের সুখ ও পুণ্যের উৎপত্তি হয়। রজোগুণের প্রভাবে বায়ুর প্রচণ্ড বেগ এবং মনুষ্যের পাপ জন্মে। তমোগুণের পরাক্রমে জল ও মৃত্তিকার অধোগতি এবং মনুষ্যের মূঢ়তা ও মনস্তাপ উৎপন্ন হয়।

এই তিনটি গুণের কার্য্য ও পরস্পর সম্বন্ধাদি লইয়া সাংখ্য-শাস্ত্রে সবিশেষ আন্দোলন সহকারে অনেক তর্ক, বিতর্ক, বিচার ও সিদ্ধান্ত আছে। সেই সমস্ত কুটিল ও জটিল অবাস্তবিক বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিলে, পাঠকগণের অসুখ বই সুখের বিষয় হইবে না। ফলতঃ একবার মনে হয়, চিরকাল এই সমস্ত ভ্রান্তি-ভার বহন করিবারই বা প্রয়োজন কি? পুনর্ব্বার ভাবি, ইতিহাস-রচয়িতা-দিগকে সত্য মিথ্যা সকলই কীর্ত্তন করিতে হয়। সূর্য্য-জ্যোতিঃ বিশুদ্ধাশুদ্ধ সকল বস্তুই স্পর্শ করিয়া থাকে। মানবীয় মনের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে কখন বা সুখী ও কখন দুঃখিত হইতে হয়। এই পুস্তকের অধিকাংশই তো ভ্রান্তি-ভূধরের বর্ণনা বই আর কিছুই নয়। মানুষে বুঝি ঐ অতি দুর্ভেদ্য ভূধর-শ্রেণীর বহুতর শৃঙ্গ অতিক্রম না করিলে, তত্ত্ব-ভুবন আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। অনেকেই ভৃগুপাত-ঘটনা প্রযুক্ত চিরদিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে লুণ্ঠিত হইতে থাকে।

পুরুষ চেতন-স্বরূপ, কিন্তু সুখ-দুঃখাদি-শূন্য। ইনি অপরিণামী অর্থাৎ বিকার-শূন্য, এবং অকর্ত্তা অর্থাৎ কোন কার্য্যই করেন না। সমুদায় বিশ্ব-ব্যাপারই প্রকৃতির কার্য্য। এই পুরুষই প্রাণীদিগের আত্মা-স্বরূপ; সুতরাং

---

* মহত্তত্ত্বের অর্থ পশ্চাৎ দেখিতে পাইবে।

যত প্রাণী, ততই পুরুষ বলিতে হয়। কপিল ঋষি জগতের সচেতন অচেতন দুই প্রকার পদার্থ দেখিয়া তাহার মূলস্বরূপ ঐ দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বোধ হয়।

ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর-সাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুম্বক-সমীপস্থ হইলে চুম্বকের দিকে গমন করে, সেইরূপ, প্রকৃতি ঐ পুরুষ-সন্নিধান প্রযুক্ত বিশ্ব-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পঙ্গু ও অন্ধ প্রত্যেকে যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছা-মত কোন স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু যদি অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গুকে নিজ স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া তাহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে উভয়েই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে সক্ষম হয়। সেইরূপ, প্রকৃতি নিজে জড় হইলেও পুরুষ-সহযোগে সংসার-ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

সাঙ্খ্য-শাস্ত্রকার ঐ প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি পঁচিশটি পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার নাম তত্ত্ব রাখিয়াছেন। সেই পঁচিশ তত্ত্ব এই ; প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ *, অহঙ্কার † মন, এবং পশ্চাল্লিখিত পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র।

মহাভূত	জ্ঞানেন্দ্রিয়	কর্ম্মেন্দ্রিয়	তন্মাত্র
মৃত্তিকা	চক্ষু	হস্ত	রূপ
জল	কর্ণ	পদ	রস
বায়ু	নাসিকা	বাক্	গন্ধ
অগ্নি	রসনা	পায়ু	স্পর্শ
আকাশ	ত্বক্	উপস্থ	শব্দ

এই দর্শনে ঐ পঁচিশটি তত্ত্বের সংখ্যা আছে, এই নিমিত্ত ইহা সাঙ্খ্যদর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

যে অবস্থায় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ সমান ভাবে থাকে, অর্থাৎ উহার কোনগুণের উদ্রেক বা ক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থাকে তাহাদের সাম্যাবস্থা বলে। পরে ক্রমশঃ গুণের উদ্রেক হইয়া জগতের সৃষ্টি হইতে থাকে।

---

* মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি-স্বরূপ। তদ্দ্বারা যাবতীয় বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারিত হয়।

† আমি করিতেছি, আমার গৃহ, আমার পুত্র, আমি ধনী, আমি পণ্ডিত ইত্যাদি অভিমান

সাঙ্খ্য-শাস্ত্রে যেরূপ সৃষ্টি-প্রক্রিয়া লিখিত আছে, পশ্চাৎ বিবরণ করা যাইতেছে।

"প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার হয়, সত্ত্ব-গুণোদ্রিক্ত ঐ অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়, রজোগুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত জন্মে। তাহারও প্রণালী এইরূপ; শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ হয়, আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ-তন্মাত্র ও স্পর্শ-তন্মাত্র এই উভয় হইতে বায়ু জন্মে, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। ঐ দুই তন্মাত্রের সহিত রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজ জন্মে, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। ঐ তিন তন্মাত্রের সহিত রস-তন্মাত্র হইতে জল হয়, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ আর রস। ঐ চারিটি তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী হয়, পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পঞ্চ মহাভূত হইতেই চতুর্দ্দশ ভুবন ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী কার্য্যজাত হয়।"

সাঙ্খ্য-শাস্ত্রের কোন কোন অংশে সমধিক বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অংশটি নিতান্ত মনঃকল্পিত একথা এখন বলা বাহুল্য। যে সময়ে, ভূমণ্ডলে বিজ্ঞান-রাজ্যের পথ-প্রদর্শক বেকন্ ও কোম্তের জন্ম হয় নাই, সে সময়ে আর অধিক প্রত্যাশা করাই বা কেন?

সাঙ্খ্য-পণ্ডিতেরা সংসারের যাবতীয় তাপ অর্থাৎ দুঃখ তিন ভাগে বিভক্ত করেন; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। জ্বরাদি রোগ, প্রিয় বস্তুর বিয়োগ ও অপ্রিয় বস্তুর সংঘটন, এবং কাম, ক্রোধ, লোভাদি দ্বারা যে সকল দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। অগ্নি, বায়ু, জলাদি স্থাবর এবং পশু, পক্ষী, কীটাদি অস্থাবর বস্তু হইতে যে সমস্ত দুঃখ-ঘটনা হয়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্রপাতাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ সমুদায় আধিদৈবিক দুঃখ বলিয়া উল্লিখিত হয়।

दुःखत्रयम्। आध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकञ्चेति। तत्राध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसञ्चेति। शारीरं वातपित्तश्लेष्मविपर्ययकृतं ज्वरातिसारादि। मानसं प्रियवियोगाप्रियसंयोगादि। आधिभौतिकं चतुर्व्विधं भूतग्रामनिमित्तं मनुष्यपशुमृगपक्षि-सरीसृपदंशमशकयूकामत्कुणमत्स्यमकरग्राहस्थावरेभ्यो जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्जेभ्यः

सकाशादुपजायते । आधिदैविकं देवानामिदं दैविकम् । दिवःप्रभवतीति वा दैवं तदधिकृत्य यदुपजायते शीतोष्णवातवर्षाशनिपातादिकम् ॥

ঈশ্বরকৃষ্ণ-প্রণীত সাংখ্যকারিকার অন্তর্গত প্রথম কারিকার গৌরপাদকৃত ভাষ্য।

দুঃখ তিন প্রকার; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ঐ আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার; শারীরিক ও মানসিক। বাত পিত্ত ও শ্লেষ্ম-ধাতুর ব্যতিক্রম জনিত জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগের নাম শারীরিক দুঃখ। স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি প্রিয় পদার্থের বিয়োগ এবং কারারোধ ও কলঙ্ক-রটনাদি অপ্রিয় ঘটনার নাম মানসিক দুঃখ। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ-জনিত চারি প্রকার দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। তাহা মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, দংশ, মশক, উৎকুণ, মৎকুণ, মৎস্য, মকর, কুম্ভীর ও বৃক্ষাদি স্থাবর বস্তু হইতে উদ্ভূত হয়। দেবতা অথবা দিব্, অর্থাৎ আকাশ হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে; যেমন শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্রপাতাদি নিবন্ধন দুঃখ।

ব্যক্তিমাত্রেই এই তিন প্রকার তাপে সন্তপ্ত। মনুষ্যদিগকে এই ত্রিতাপ হইতে মুক্ত করা সাঙ্খ্য-দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য।

दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा ॥

সাংখ্যকারিকা। ১।

ত্রিবিধ-দুঃখ-বিনাশের উপায় জিজ্ঞাস্য।

বিবেক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই এই রূপ মুক্তি-সাধনের একমাত্র উপায়।

জীবের সুখ-দুঃখ পূর্ব্বোল্লিখিত মূল প্রকৃতির কার্য্য। ঐ উভয়ের নিঃশেষে নিবৃত্তি হওয়াকেই মুক্তি কহে। তত্ত্বজ্ঞান ঐ মুক্তির কারণ। প্রকৃতির সহিত পুরুষের ভেদ-জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে।

এই দর্শনের মতে ধর্ম্ম দুই প্রকার; অভ্যুদয়-হেতু ও নিঃশ্রেয়স-হেতু। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্ম-সাধন হয়, তাহাকে অভ্যুদয়-হেতু বলে; তদ্দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পন্ন হয়। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিঃশ্রেয়স-হেতু কহে; তদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া মুক্তি লাভ হয়।

যেরূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে মুক্তি লাভ হয়, ঈশ্বরকৃষ্ণ তাহার পশ্চাল্লিখিতরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্ অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।

সাংখ্যকারিকা। ৬৪।

এইরূপ তত্ত্বানুশীলন করিলে, আমি নাই ; আমার শরীর নাই, কেন না আমি ভিন্ন, শরীর ভিন্ন ; আমি অহঙ্কার-বর্জ্জিত এই শেষ-সিদ্ধান্ত-স্বরূপ এবং নিঃসংশয়িতা-প্রযুক্ত বিশুদ্ধ একমাত্র জ্ঞানটি উৎপন্ন হয়। (এই জ্ঞানে মুক্তি হয়)।

চিরকাল হিন্দু-সমাজে বেদের কি অতুল প্রভাব ও দুর্জ্জয় পরাক্রমই চলিয়া আসিয়াছে! কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অক্লেশে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু বেদের মহিমা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও বেদার্থ প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশঃ॥

সাংখ্যপ্রবচন। ১। ৯৮ সূত্র।

ভাষ্য—হিরণ্যগর্ভাদীনাং সিদ্ধরূপস্য যথার্থস্য।

বেদবাক্যের অর্থোপদেশ প্রমাণ, কেন না তদীয় কর্ত্তা যথার্থ অর্থ জানিতেন।

সাংখ্য একটি প্রাচীন দর্শন। সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ, মহাভারত ও অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে উহার প্রসঙ্গ আছে।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৬।১৩

যিনি সমুদয় অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য ও সমস্ত সচেতন পদার্থের চেতনস্বরূপ এবং যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কামনা পূর্ণ করেন, সেই সাংখ্যযোগের অধিগম্য ও কারণ-স্বরূপ ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে সকল পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

কেবল সাংখ্যযোগ কেন ? ঐ যোগ-প্রবর্ত্তক কপিল ঋষির নাম পর্য্যন্ত ঐ উপনিষদে বিনিবেশিত আছে।

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৫। ২।

যিনি প্রসূত কপিল ঋষিকে প্রথমে জ্ঞান দ্বারা পোষণ করেন।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে সাংখ্যযোগের সবিশেষ বিবরণ ও যার পর নাই প্রশংসাবাদ সন্নিবেশিত আছে *।

* শান্তিপর্ব্ব। মোক্ষধর্ম্ম। ২২২।২২৫ অধ্যায়।

নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্।

মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব। মোক্ষধর্ম্ম। ৩১৮ অ। ২।

সাংখ্য বিদ্যার পর আর বিদ্যা নাই। যোগ-বলের পর আর বল নাই।

পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে, মনুসংহিতা-রচনার সময়েও সাংখ্যদর্শন প্রচারিত থাকিবার বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে।

কপিল সগর-বংশ ধ্বংস করেন * এইরূপ লিখিত আছে। গঙ্গাসাগরে কপিলাশ্রম নামে একটি স্থানও বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতি বৎসর তথায় কার্ত্তিক মাসে ও মকর সংক্রান্তিতে মহাসমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। কপিল সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিকতাবাদী হইলেও, স্বধর্ম্ম-পক্ষপাতী হিন্দুজাতির পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন ইহা সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়।

কপিল-প্রণীত সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমাস, বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত সাংখ্য-সার ও সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য, ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদ-কৃত সাংখ্য-কারিকা-ভাষ্য, নারায়ণতীর্থ-কৃত সাংখ্যচন্দ্রিকা, ত্রিহুতনিবাসী বাচস্পতি মিশ্র কৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ইত্যাদি অনেকানেক সাংখ্যশাস্ত্রে এই দর্শনের বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পাতঞ্জল দর্শন।

পতঞ্জলি মুনি এই দর্শন প্রবর্ত্তিত করেন এই নিমিত্ত ইহাকে পাতঞ্জল দর্শন বলে। ইহা যোগ-শাস্ত্র।

সাংখ্যদর্শনের সহিত এই দর্শনের অনেক বিষয়ের ঐক্য আছে। কপিল যেমন প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি পঁচিশটি মূল তত্ত্ব স্বীকার করেন, পতঞ্জলিও সেইরূপ অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ এই যে, কপিল মুনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, পতঞ্জলি বিশ্বাতীত বিশ্ব-নির্ম্মাতা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার পূর্ব্বক মনুষ্যের পরিত্রাণ-সাধন উদ্দেশে যোগশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন। এই নিমিত্ত পাতঞ্জলদর্শন সেশ্বর ও কপিল-দর্শন নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

* ভাগবত-পুরাণ-কর্ত্তা এই কথাটি অবিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি এইরূপ বলেন, রাজপুত্রেরা মুনির কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিল এ প্রবাদটি সত্য নয়। যিনি মুমুক্ষু লোকের ভব-সমুদ্র উত্তরণ উদ্দেশে সাংখ্যরূপ নৌকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনিই কিরূপে ক্রোধের বশীভূত হইতে পারেন ?—ভাগবত। ৯।৮।১২৩১৩।

পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর লইয়া ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব হয়। তিনি বলিয়া গিয়াছেন জগদীশ্বর স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করেন। অতএব তাঁহাকে একরূপ সাকারবাদী বলিলেও বলিতে পারা যায়।

ষড়্‌বিংশস্তু পরমেশ্বরঃ ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় লৌকিকবৈদিকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ সংসারাঙ্গারে তপ্যমানানাং প্রাণভৃতামনুগ্রাহকশ্চ।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ। পাতঞ্জল।

পরমেশ্বর ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব। সেই পুরুষ ক্লেশ*, কর্ম্ম, বিপাক† ও আশয়‡ বর্জ্জিত; বিশ্ব-রচনার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ পূর্ব্বক বৈদিক ও লৌকিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন এবং সংসারানলে দহ্যমান প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মনুষ্যের নানারূপ চিত্তবৃত্তি আছে এবং সেই সমস্ত বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্দ্ধারিত আছে; যেমন দর্শনের বিষয় রূপ, শ্রবণের বিষয় শব্দ, ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি। অন্তঃকরণকে ঐ সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া পরমেশ্বরাদি ধ্যেয় বস্তুতে সংস্থাপন পূর্ব্বক তন্মাত্র ধ্যান করাকে যোগ বলে। ঐ যোগের যম নিয়মাদি আটটি অঙ্গ আছে। পাঠকগণ এই পুস্তকের অন্তর্গত যোগি-সম্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন।

পাতঞ্জলের মতেও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা জড়ময় জগৎ হইতে নিতান্ত পৃথক্‌ভূত এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। ইহার অন্য একটি নাম বিবেকখ্যাতি। স্ফটিক যেমন স্বভাবতঃ শুভ্র, সেইরূপ জীব স্বভাবতঃ চিন্ময়মাত্র। অজ্ঞানবশতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা ইত্যাদি বোধ হইতে থাকে। উল্লিখিতরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্রেক হইলে অজ্ঞান রহিত হইয়া কেবল ঐ চিন্ময় স্বরূপই বিদ্যমান থাকে। ইহাকেই কৈবল্য ও ইহাকেই মুক্তি বলে। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে তাঁহার এইরূপ বোধ হইতে থাকে, আমি যাহা কিছু জানিবার জানিয়াছি, আমার সমুদয় ক্লেশ ও সমুদয় অনিষ্ট বিনষ্ট হইয়াছে, আমার

* ক্লেশ পাঁচ প্রকার; (১) অনিত্যে নিত্য-বোধ, দুঃখে সুখ-বোধ ইত্যাদি ভ্রম, (২) আমি দেহাদির স্বরূপ এইরূপ বোধ, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ, (৫) মরণ-ত্রাস।

† বিপাকের অর্থ জন্ম, আয়ু ও সুখ-দুঃখ-ভোগরূপ কর্ম্ম-ফল।

‡ আশয়ের অর্থ কর্ম্ম-জনিত বাসনা-নামক সংস্কার-বিশেষ। উহা অন্তঃকরণে অবস্থিতি করে এবং উহা হইতে কর্ম্ম-ফলের উৎপত্তি হয়।

বুদ্ধির গুণ সকল চরিতার্থ হইয়াছে, আমার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন ও সমাধি সুসম্পন্ন হইয়াছে, এবং আমার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

এক পতঞ্জলি পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য করেন। উহা ফণিভাষ্য ও মহাভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ গ্রন্থ সুন্দর কৌশলক্রমে খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিরচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে *। উল্লিখিত গ্রন্থ ও

---

* অভিমন্যু নামে এক নৃপতি ন্যূনাধিক খাট্ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজ্যে রাজত্ব করেন; তিনি তথায় পতঞ্জলি-কৃত পাণিনি-ভাষ্য প্রচারিত করিয়া যান। অতএব ঐ সময়ের পূর্ব্বে উহা বিরচিত ও প্রচলিত হয় বলিতে হইবে। ইহা হইলে, পতঞ্জলি ঐ সময়ের পূর্ব্বকার লোক বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত হন। তাহার কত পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, এখন তাহা লিখিত হইতেছে।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যের উদাহরণ-স্থলে লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে যবনেরা অযোধ্যা নগর ও মাধ্যমিকদিগকে অবরোধ করে।

পাণিনি ব্যাকরণে এই একটি সূত্র আছে যে,

অনদ্যতনে লঙ্।

৩।২।১১১।

অনদ্যতন ভূতকালে, অর্থাৎ অদ্যকার পূর্ব্ব-ঘটিত বিষয় বুঝিতে লঙ্ সংজ্ঞক বিভক্তি হয়। (পাণিনির লঙ্ মুগ্ধবোধে দী বলিয়া উক্ত হইয়াছে)।

পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শনবিষয়ে।

কাত্যায়ন-কৃত বার্ত্তিক।

যদি কোন বিষয় লোক-প্রসিদ্ধ হয় ও বক্তার পরোক্ষে অর্থাৎ অসাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া থাকে, অথচ তাঁহা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও হইতে পারিত, তাহা হইলে সে স্থলে ঐ লঙ্ সংজ্ঞক বিভক্তি হইবে।

পতঞ্জলি ইহার দুইটি উদাহরণ প্রদর্শন করেন, তাহার একটি এই যে,

অরুণদ্যবনঃ সাকেতম্॥

যবনে অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছে। অপর একটি এই যে,

অরুণদ্যবনো মাধ্যমিকান্॥

যবনে মাধ্যমিকদিগকে (অর্থাৎ মধ্যদেশীয় লোকদিগকে অথবা মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে) অবরোধ করিয়াছে (১)।

---

(১) মাধ্যমিক শব্দের একটি অর্থ মধ্যদেশীয়। ঐ দেশের উত্তর সীমা হিমালয়, দক্ষিণ সীমা বিন্ধ্যাচল, পশ্চিম সীমা বিনশন অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র এবং পূর্ব্ব সীমা প্রয়াগ। (মনু ২।২১।) বৌদ্ধ সম্প্রদায়-বিশেষের নামও মাধ্যমিক।

পাতঞ্জলদর্শন উভয়ই এক ব্যক্তির প্রণীত বলিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের

যে ঘটনা পতঞ্জলির দৃষ্টি-গোচর হইলে হইতে পারিত, তিনি তাহারই ঐ দুইটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকগণ পশ্চাৎ দেখিতে পাইবেন, বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা গ্রীকদিগকেই যবন বলিয়া জানিতেন। এখন, কোন্ সময়ে কোন্ গ্রীক নরপতি অযোধ্যা নগর অবরোধ করেন ইহা নিরূপিত হইলেই, পতঞ্জলির সময় নিরূপিত হইবে।

জগদ্বিখ্যাত গ্রীক সম্রাট্ আলেক্‌জাণ্ডার দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষ মধ্যে পঞ্জাব দেশ পর্য্যন্ত আগমন করেন এবং সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। অতএব তাঁহার বিষয় উল্লেখ করা পতঞ্জলির ঐ দুই উদাহরণের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তাহার পরে অন্য কোন গ্রীক নৃপতি অযোধ্যা নগর ও মাধ্যমিকদিগকে অবরোধ করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্টাব্দের ২৫০ (সার্দ্ধ দুই শত বৎসর) পূর্ব্বে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরাংশে বাল্‌খ্ প্রদেশে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। ঐ রাজ্য ক্রমশঃ ভারতবর্ষের মধ্যে সিন্ধু, পঞ্জাব ও তাহার পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐ রাজ্যের নয় জন গ্রীক নৃপতি খৃ, পু, ১৬০ এক শত ষাট অবধি খৃ, পু, ৮৫ পঁচাশি পর্য্যন্ত ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর ভারতবর্ষ-মধ্যে রাজত্ব করেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্ট্রেবো লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মেনেণ্ডর্ নামক রাজা যমুনা নদীর নিকট পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ইদানীং মথুরায় তাঁহার একটি মুদ্রাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্রীমান্ লেসেন্ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ রাজা খৃষ্টাব্দের ন্যূনাধিক ১৪৪ একশত চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বিংশতি বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করেন। অতএব ইঁহাকেই অযোধ্যার অবরোধক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারা যায়।

যে ঘটনা পতঞ্জলির দৃষ্টিগোচর হইলে হইতে পারিত, তিনি তাহারই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ঐ সময়ে অর্থাৎ খৃ, পু, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়।

পাণিনির অন্য একটি সূত্রে লিখিত আছে।

বর্ত্তমানে লট্।

৩ অ, ২ পা, ১২৩ সূত্র।

বর্ত্তমান কালে লট্ সংজ্ঞক বিভক্তি হয়। (পাণিনির লট্ মুগ্ধবোধের তী সংজ্ঞক বিভক্তি।)

কোন্ কোন্ স্থলে এই বিভক্তির প্রয়োগ হইবে, পতঞ্জলি তাহার একটি নিয়ম করিয়া দেন। তিনি লিখেন, যে ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু শেষ হয় নাই, তাহাতেই এই বিভক্তি প্রয়োজিত হইবে। তিনি তাহার পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করেন।

ইহাধীমহে। ইহ বসামঃ। ইহ পুষ্পমিত্রং যাজয়ামঃ॥

মহাভাষ্য।

এস্থলে আমরা অধ্যয়ন করি, এস্থলে আমরা বাস করি, এস্থলে আমরা পুষ্পমিত্রের যজ্ঞে যাজন করি।

দৃঢ় সংস্কার আছে *। তাহা হইলে যোগশাস্ত্রের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর হয়। কিন্তু ঐ উভয় গ্রন্থ যে এক পতঞ্জলিরই কৃত, পণ্ডিতগণের চিরসংস্কার ব্যতিরেকে তাহার অন্য কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পতঞ্জলি-কৃত যোগসূত্র, বেদব্যাস-কৃত বলিয়া প্রচলিত পাতঞ্জলভাষ্য, বিজ্ঞান-ভিক্ষু-কৃত যোগবার্ত্তিক, ভোজরাজ রণরঙ্গমল্ল-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজমার্ত্তণ্ড, নাগোজী ভট্ট-কৃত পাতঞ্জল-সূত্র-বৃত্তি ইত্যাদি যোগশাস্ত্রে এই দর্শনের মত বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে।

এই শেষোক্ত উদাহরণ-পাঠে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পতঞ্জলি যে সময়ে উল্লিখিত সূত্রের ভাষ্য লিখেন, সে সময়ে তিনি পুষ্পমিত্রের যজ্ঞে যাজন করিতে ছিলেন।

পুষ্পমিত্র মগধ রাজ্যের অধীশ্বর। মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণানুসারে খৃষ্টাব্দের ১৪২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রাজত্ব শেষ হয়। ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে যবন রাজা অযোধ্যা আক্রমণ করেন, তিনি খৃষ্টাব্দের ১৪৪ বৎসর পূর্ব্বে রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই দুইটি ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া বিবেচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া উঠে যে, পতঞ্জলি খৃ, পূ, ১৪৫ বৎসরের পরে এবং খৃ, পূ. ১৪১ বৎসরের পূর্ব্বে মহাভাষ্যের ঐ ঐ অংশ রচনা করেন (১)।—Theodor Goldstücker's Preface to Ma'nava-Kalpa-Sutra, pp. 229—235 and an Article by Ra'mkrishna Gopa'l Bha'nda'rkar in the Indian Antiquary for October 1872, pp. 299—302.

* ষড়্গুরুশিষ্য কাত্যায়ন-কৃত অনুক্রমণিকার ভাষ্যে লিখিয়া গিয়াছেন,

যৎপ্রণীতানি বাক্যানি ভগবাংস্তু পতঞ্জলিঃ।
ব্যাখ্যাৎ * * * * * * ॥
যোগাচার্য্যঃ স্বয়ং কর্ত্তা যোগশাস্ত্রনিদানয়োঃ।

যাঁহার (অর্থাৎ পাণিনির) প্রণীত বাক্য সমুদায় ভগবান্ পতঞ্জলি ব্যাখ্যা করেন। * * *। তিনি স্বয়ং যোগাচার্য্য এবং নিদান ও যোগশাস্ত্রের প্রণয়ন-কর্ত্তা।

(১) পুষ্পমিত্র সংক্রান্ত প্রমাণটি শ্রীযুত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরের প্রদর্শিত। ঐ রাজার রাজত্ব-কালের বৎসর-সংখ্যাটি পুরাণোক্ত; কোন প্রামাণিক ইতিহাসে লিখিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সে বিষয়ে মত-ভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সংখ্যাটি মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণানুসারে ৩৬ ছত্রিশ এবং বায়ু পুরাণানুসারে ৬০ ষাট্। (Wilson's Vishnu Purana 1840, p. 471) যদিও এই উভয় সংখ্যার কোনটি একবারে অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু কেবল মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণানুসারে পুষ্পমিত্র ও পতঞ্জলির সময় যত নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত নিশ্চিত ও নিঃসংশয় বলিয়া উল্লেখ করা যায় না।

বৈশেষিক।

কণাদ ঋষি এই দর্শনের প্রবর্ত্তক। কিছু পরেই দৃষ্ট হইবে, তিনি বিশেষ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন এই নিমিত্ত ইহাকে বৈশেষিক দর্শন বলে।

কপিল যেমন প্রকৃতি পুরুষকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, কণাদ সেইরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকাদি প্রভৃতি নয়টি পদার্থ নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই নয়টির নাম দ্রব্য পদার্থ *।

* বৈশেষিক পণ্ডিতেরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব এই সাতটির নাম পদার্থ রাখিয়াছেন। দ্রব্য তাহারই প্রথম পদার্থ।

গুণ।—গুণ-পদার্থ চব্বিশটি; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সঙ্খ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, (১অ, ১আ, ৬সূ।) শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার (১) পাপ ও পুণ্য।

কণাদ প্রথম ১৭টি গুণ পদার্থ গণনা করিয়া যান; পরে তাহার সহিত শেষ সাতটি সংযোজিত হয়।

কর্ম্ম।—সমুদায়ে পাঁচটি কর্ম্ম; উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।—১ অ ১ আ, ৭সূ।

সামান্য।—বস্তুর জাতি অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্মকে সামান্য পদার্থ বলে; যেমন ঘটত্ব, গোত্ব, পশুত্ব ইত্যাদি। ঘট-জাতির নাম ঘটত্ব, গো-জাতির নাম গোত্ব, পশু-জাতির নাম পশুত্ব ইত্যাদি।—১ অ, ২ আ, ৩সূ।

বিশেষ।—বিশেষ-পদার্থের বিষয় পশ্চাৎ লিখিত হইবে।—১অ, ২আ, ৩সূ।

সমবায়।—সম্বন্ধ-বিশেষের নাম সমবায়; যেমন গুণের সহিত গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের সম্বন্ধ, দ্রব্যের সহিত তদীয় পরমাণুর সম্বন্ধ, ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ, বস্ত্রের সহিত তদীয় সূত্রের সম্বন্ধ, দ্রব্যের সহিত তদীয় অংশের সম্বন্ধ, জাতির সহিত তদন্তর্গত ব্যক্তির সম্বন্ধ, কর্ত্তার সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ ইত্যাদি।—৭অ, ২আ, ২৬ সূত্র।

অভাব।—অভাবের অর্থ নিষেধ অথবা না থাকা। ইহা চারি প্রকার। প্রথমতঃ—ঘটাদি কোন বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে প্রাগভাব বলে। দ্বিতীয়তঃ—ঘট পটাদি কোন বস্তু নষ্ট হইলে তাহার যে অভাব হয়, তাহার নাম ধ্বংসাভাব। তৃতীয়তঃ—গৃহ ঘট নয় এইরূপ কথায় দুই বস্তুর পরস্পর যে প্রভেদ বোধ হয়, তাহা ভেদাভাব বলিয়া

(১) সংস্কার তিন প্রকার; স্মরণ-শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা ও বেগ। বেগ ক্রিয়াদি দ্বারা উৎপন্ন হয়। উহা গতির কারণ-স্বরূপ।

পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।

বৈশেষিক দর্শন। ১ অধ্যায়। ১ আহ্নিক। ৫ সূত্র।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন এই গুলি দ্রব্য পদার্থ।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে বৈশেষিক শাস্ত্রের মতে এই নয়টি পদার্থই নিত্য*। কিন্তু তন্মধ্যে জল, বায়ু, মৃত্তিকা, তেজ এই চারি প্রকার জড় পদার্থের পরমাণু মাত্র নিত্য; আর পরমাণু সমষ্টি-স্বরূপ ঘট পটাদি সাবয়ব দ্রব্য সমুদায় অনিত্য।

নিত্যাঽনিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা।
অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥

ভাষাপরিচ্ছেদ। ৩৫ ও ৩৬ শ্লোক।

পৃথিবী দুইপ্রকার; নিত্য ও অনিত্য। পৃথিবীর পরমাণু নিত্য, আর (সেই পরমাণুর সমষ্টি-স্বরূপ ঘট-পটাদি) সাবয়ব পার্থিব দ্রব্য সমুদয় অনিত্য।

জলত্বং দ্বিবিধং নিত্যমনিত্যঞ্চ। পরমাণুরূপং নিত্যম্। দ্ব্যণুকাদিকং সর্ব্বমনিত্যম্ অবয়বসমবেতঞ্চ॥

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। (ভা, প, ৩৯ শ্লোকের টীকা।)

উল্লিখিত হয়। চতুর্থতঃ—এ গৃহে বস্ত্র নাই এরূপ কথা বলিলে যে অভাব বুঝায়, তাহা অত্যন্তাভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বৈশেষিক শাস্ত্রে প্রথমে অভাব-পদার্থ পরিগণিত ছিল না; শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কণাদ ঋষি সূত্রের মধ্যে কেবল ছয়টি পদার্থ গণনা করিয়া যান।

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।

বৈশেষিক দর্শন। ১ অ। ১ আ। ৪ সূ।

ধর্ম্ম-বিশেষ হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই কয়েক পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য হইতে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

জগতের যথার্থ স্বরূপ ও প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্টে এ বিভাগগুলি নির্দ্ধারিত হয় নাই। অন্যান্য পদার্থের কথা দূরে থাকুক, অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কাল ও মৃত্তিকা এক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া ভ্রমেও মনে করিতে পারেন না।

* বৈশেষিক দর্শন। ২ অধ্যায়। ২ আহ্নিক, ৭ সূত্র। ২ অ, ২ আ, ১১ সূ। ২ অ, ১ আ, ২৮ সূ। ২ অ, ১ আ, ১৩ সূ। ৩ অ, ২ আ, ২ সূ। ৩ অ, ২ আ, ৫ সূ। ৫ অ, ২ আ, ১ সূ। ৭ অ, ১ আ, ৪ সূ।

জল দুই প্রকার; নিত্য ও অনিত্য। জলের পরমাণু নিত্য, আর (তদীয় পরমাণুর সমষ্টি-স্বরূপ) দ্ব্যণুকাদি * সমুদায় সাবয়ব বস্তু অনিত্য।

তদ্‌দ্বিবিধং নিত্যমনিত্যঞ্চ। নিত্যং পরমাণুরূপম্। তদন্য দনিত্য-মবয়বি ॥

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। (ভা, প, ৪০ শ্লোকের টীকা।)

তাহা অর্থাৎ তেজ দুই প্রকার; নিত্য ও অনিত্য। তাহার পরমাণু নিত্য, আর (ঐ পরমাণুর সমষ্টি-স্বরূপ) সাবয়ব তেজ সমুদয় অনিত্য।

বায়ুর্দ্বিবিধো নিত্যোঽনিত্যশ্চ। পরমাণুরূপোনিত্যস্তদন্যোঽনিত্যঃ সমবেতশ্চ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। (ভা, প, ৪২ শ্লোকের টীকা।)

বায়ু দুই প্রকার; নিত্য ও অনিত্য। বায়ুর পরমাণু নিত্য, আর ঐ পরমাণুর সমষ্টি সমুদয় অনিত্য।

মনও সূক্ষ্ম পরমাণু-বিশেষ। মহর্ষি কণাদই এই পরমাণুবাদ প্রবর্ত্তিত করেন এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। পরমাণু রূঢ় ও মূলপদার্থ। উহা নিত্য; কাহার কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই।

সদকারণবন্নিত্যম্ ॥

বৈশেষিক দর্শন। ৪ অ, ১ আ, ১ সূত্র।

পরমাণু সৎ-স্বরূপ নিত্য পদার্থ; তাহার আর কারণ নাই।

প্রত্যক্ষ-গোচর যাবতীয় জড়-পদার্থ উহারই সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কুণ্ডল, কটাহ প্রভৃতি সমুদয় বস্তুর আকার দেখিলেই তাহা-দিগকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু পরমাণুর তো আকার দেখা যায় না, তবে কিরূপে জল, বায়ু ও মৃত্তিকাদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়া নিশ্চয় হয় এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া কণাদ ঋষি কল্পনা করিলেন, বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্নরূপ পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া নিশ্চয় হয়।

তাঁহার মতে, অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃষ্ট কারণ-বিশেষ দ্বারা উল্লিখিত পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হইয়া বিশ্ব-সংসার উৎপন্ন হয়। পশ্চাৎ কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত হইতেছে; পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

---

* দুই পরমাণু একত্র সংযুক্ত হইলে তাহাকে দ্ব্যণুক বলে।

নোদনাভিঘাতাৎ সংযুক্তসংযোগাচ্চ পৃথিব্যাং কর্ম্ম। তদ্বিশেষেণাদৃষ্টকারিতম্ ॥

৫ অ, ২ আ, ১ ও ২ সূ।

পৃথিবীতে সঞ্চালন, অভিঘাত ও সংযুক্ত বস্তুর পরস্পর সংযোগ হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যরূপে (ভূমি-কম্পাদি) যে কোন ক্রিয়ার ঘটনা হয়, অদৃষ্ট তাহার কারণ।

বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম্ ॥

৫ অ, ২ আ, ৭ সূত্র।

বৃক্ষেতে যে রস সঞ্চরণ হয়, অদৃষ্ট তাহার কারণ।

অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি ॥

৫ অ, ২ আ, ১৭ সূত্র।

অপসর্পণ *, উপসর্পণ †, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সংযোগ, অন্য অন্য কার্য্যের সংযোগ ‡ এই সমুদায় ব্যাপার অদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন হয়।

অগ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্ পবনমণূনাং মনসশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতম্ ॥

৫ অ, ২ আ, ১৩ সূত্র।

অগ্নি-শিখার, উর্দ্ধ-গমন, বায়ুর তির্য্যক্ গতি, পরমাণু ও অন্তঃকরণের আদিম অর্থাৎ সৃষ্টি-কালীন ¶ ক্রিয়া অদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন হয় §।

এইরূপ অদৃষ্ট কারণ-বিশেষ দ্বারা, অথবা কোন কোন গ্রন্থানুসারে ঈশ্বরেচ্ছা, কাল বা অন্য কারণ দ্বারা জড়-পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হয়। দুই

---

* মৃত্যু-কালে দেহ হইতে মনের বহির্গমন।—শঙ্করমিশ্র-কৃত উপস্কার।

† দেহান্তরে মনের প্রবেশ।—শ, উ।

‡ কার্য্যান্তরাভ্যামিন্দ্রিয়প্রাণাভ্যাং দেহস্য সংযোগাঃ ॥

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-কৃত কণাদ-সূত্র-বিবৃতি।

দেহের সহিত অন্য অন্য কার্য্যের অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সংযোগ।

¶ আদ্যমিতি সর্গাদ্যকালীনমিত্যর্থঃ ॥

৫। ২। ১৩ সূত্রের উপস্কার।

আদ্য শব্দের অর্থ সৃষ্টির প্রথম-কালীন।

§ অদৃষ্ট-প্রতিপাদক সূত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, দুই প্রকার অদৃষ্ট কারণ অথবা অদৃষ্ট কারণের দুই প্রকার স্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। এস্থলে যেরূপ অদৃষ্ট ক্রিয়ার উদাহরণ সমুদয় দর্শিত হইল, তাহা জড়পদার্থের গুণ-বিশেষ বা শক্তি-বিশেষ বলিয়া অধুনাতন লোকের প্রতীয়মান হইতে পারে। আর একরূপ অদৃষ্ট যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার

পার্থিব পরমাণু সংযুক্ত হইয়া এক দ্ব্যণুক হয়। তিন দ্ব্যণুকে এক ত্রসরেণু হয়। এইরূপ উত্তরোত্তর স্থূলতর অবয়ব উৎপন্ন হইয়া অবশেষে সমুদয় পার্থিব বস্তু বিরচিত হয়। এই প্রকারে জলীয় পরমাণুর যোগে জলের অবয়ব, তৈজস পরমাণুর যোগে তেজের অবয়ব ও বায়বীয় পরমাণুর যোগে বায়ুর অবয়ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়াছে।

ইয়ুরোপের মধ্যে পরমাণুবাদ এখন সর্ব্ববাদি-সম্মত। শ্রীমান্ ডেল্‌টন্ ইদানীং * ইহার পুনরুদ্ভাবন করেন এবং রসায়ন-বিদ্যা-সংক্রান্ত বিচারক্রমে একরূপ সপ্রমাণ অথবা অতিমাত্র সম্ভাবিত করিয়া তুলেন। তাহার দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মহর্ষি কণাদ এই মত প্রবর্ত্তিত করেন তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে গ্রীস্ দেশে শ্রীমান্ ডেমক্রিটস্ এই-রূপ পরমাণুবাদ প্রকাশ করিয়া যান। কণাদের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ, স্থির করা কঠিন। এই উভয়ের মধ্যে কেহ কাহার নিকট ঋণ-বন্ধনে বদ্ধ আছেন কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্ব স্ব দেশে নিজ নিজ মত প্রচলিত করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। ডেমক্রিটস্ গ্রীস-দেশীয় কণাদ এবং কণাদ ভারতবর্ষীয় ডেমক্রিটস্।

অন্যান্য দর্শনকার অপেক্ষা কণাদের জড় পদার্থের জ্ঞানানুশীলনে সমধিক প্রবৃত্তি জন্মে দেখা যাইতেছে। তিনি পরমাণুবাদ সংস্থাপন করিয়া সে বিষয়ের সূত্রপাত করেন। মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, বৃক্ষের রস-সঞ্চরণ, করকা ও হিমশিলা, চুম্বক ও চৌম্বকাকর্ষণ, জড়ের সংযোগ-বিভাগাদি গুণ ও গত্যাদি ক্রিয়া প্রভৃতি নানা ব্যাপারে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ হয়। † কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সূত্রপাতেই অবশেষ হইল। অঙ্কুর রোপিত হইল,

---

অনুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন হয় এইরূপ লিখিত আছে। বোধ হয়, যেরূপ কারণ দৃষ্ট হয় না তাহাই অদৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। টীকাকারেরাও দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই উভয় প্রকার কারণের পরস্পর প্রভেদ ও বৈপরীত্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যে বিষয়ের কারণ দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহারই সেই কারণ অদৃষ্ট বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

দৃষ্টে কারণে সত্যদৃষ্টকল্পনানবকাশাৎ ॥

ঐ উপস্কার।

কেন না, দৃষ্ট কারণ সত্ত্বে অদৃষ্ট কারণ কল্পনার প্রয়োজন নাই।

* অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

† বৈশেষিক দর্শনের। ১ অ, ১ আ, ৬ সূত্র। ১ অ, ১ আ, ৭ সূ। ৪ অ, ১ আ, ৭ সূ। ৫ অ, ১ আ, ১৫ সূ। ৫ অ, ২ আ, ৭ সূ। ৫ অ, ২ আ, ৮ সূ। ৫ অ, ২ আ, ৯ সূ। ৫ অ, ২ আ, ১২ সূ। ইত্যাদি।

কিন্তু বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইল না। উহা সংস্কৃত, পরিবর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া ফল-পুষ্প-শোভায় সুশোভিত করা ভারতভূমির ভাগ্যে ঘটিল না। কালক্রমে সে সৌভাগ্য বেকন্, কোণ্ট্ ও হম্বোল্টের জন্মভূমিতে গিয়া প্রকাশিত ও প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল। তথাপি আমাদের সুশ্রুত, চরক, আর্য্যভট্টাদির পদকমলে বার বার নমস্কার!

জগতের কারণ নিরূপণ দর্শন-শাস্ত্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে, কণাদ পদার্থ-গণনার মধ্যে আস্তিক-মাত্রেরই স্বীকৃত পরম-পদার্থ পরমেশ্বরের নাম উল্লেখ না করিলেন কেন? কেবল গণনা কেন, সমুদায় বৈশেষিক সূত্রের মধ্যে কুত্রাপি পরমেশ্বরের নাম সুস্পষ্ট উল্লিখিত নাই। উত্তরকালীন বৈশেষিক পণ্ডিতেরা দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত আত্মা শব্দের দুই প্রকার অর্থ করেন; জীবাত্মা ও পরমাত্মা। টীকাকারেরা কণাদ-কৃত সূত্র-বিশেষের শব্দ-বিশেষ হইতে ঈশ্বরের বিষয় নিষ্পন্ন করেন * একথা যথার্থ বটে, কিন্তু যখন জগতের কারণ নির্দ্ধারণ করা দর্শন-শাস্ত্রের একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্ব-কারণ বলিয়া তাঁহার স্থির নিশ্চয় থাকিত, তাহা হইলে সে বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ না করা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

ঈশ্বর-বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস থাকাতে টীকাকারেরা সূত্রের মধ্যে তদীয় প্রসঙ্গ না দেখিয়াও তাহা হইতে যোগে যোগে কোনরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কণাদ ঋষির সেইরূপ বিশ্বাস থাকিলে,

---

* এ বিষয়ে একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় সূত্রের অন্তর্গত 'তৎ' শব্দের নিম্ন-লিখিতরূপ অর্থ করেন।

তদিদানীমনুপক্রান্তমপি প্রসিদ্ধিসিদ্ধতয়েশ্বরং পরামৃশতি ॥

তৎশব্দের অর্থ ঈশ্বর ইহা প্রসিদ্ধই আছে অতএব পূর্ব্বে সূচনা না থাকিলেও, এস্থলে উহা ঈশ্বর-বাচক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

কিন্তু যখন উহার পূর্ব্ব সূত্রে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে, তখন এই "তৎশব্দ" ধর্ম্মবাচকই বলিতে হইবে। পশ্চাৎ উভয় সূত্র উদ্ধৃত করিয়া যথাশ্রুত অর্থ করা হইতেছে, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন।

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ ॥

১ অ, ১ আ, ২ সূ।

যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম্ম।

তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্ ॥

১ অ, ১ আ, ৩ সূ।

বেদে তদ্বচন অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিষয়ক বচন আছে বলিয়া, বেদ প্রামাণিক।

সূত্রের মধ্যে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ সুস্পষ্ট না লিখিয়া তাহার অন্তর্গত শব্দ বিশেষের অভ্যন্তর-গুহায় তাহা প্রচ্ছন্ন রাখা কি কোনরূপে সম্ভব হয়? টীকাকারেরা যদি নিজে ঐ সূত্রগুলি রচনা করিতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, একবার ভেবে দেখিলেই হয়। বারংবার ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতেনই করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। না করিবেনই বা কেন? যাঁহার যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলিত ভক্তি থাকে, সুযোগ ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল ঈশ্বরের নাম তো অল্প কথা; তাঁহারা 'গোপবধূটীদুকূলচৌরায়' ও অন্য অন্য বিশেষণে বিশেষিত কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ষষ্ঠী, পঞ্চানন প্রভৃতি কত কত দেবতার পদ-যুগলে প্রণিপাত করিয়া গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করিতে পারিতেন। যদি তাঁহাদের ন্যায় কণাদ ঋষির ঈশ্বরেতে আস্থা থাকিত, তাহা হইলে তিনি পদার্থ-গণন সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-বর্ণন ও মুক্তি সাধনাদি সংক্রান্ত কোন না কোনসূত্রে ঈশ্বরের বিষয় সুস্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রত্যুত তাঁহার মতে পরমাণু-পুঞ্জের সংযোগে জড়ময় জগতের উৎপত্তি হয়; অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃষ্ট কারণ বিশেষ সেই সংযোগের প্রবর্ত্তক। তাহাতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব-প্রসঙ্গও কিছুমাত্র লিখিত নাই। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতেন না এইরূপই প্রতীয়মান হইয়া উঠে।

যদিও বৈশেষিক দর্শনে অচেতন সচেতন নানাবিধ পদার্থের বিষয়ই সমধিক বর্ণিত ও বিচারিত হইয়াছে, তথাচ ধর্ম্ম-নিরূপণ ও মুক্তি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণই এ শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

কণাদ প্রথম সূত্রেই লিখেন,

অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥

বৈশেষিক দর্শন। ১ অ, ১ আ, ১ সূত্র।

অতঃপর ধর্ম্মের বিষয় ব্যাখ্যা করিব।

ধর্ম্ম দুই প্রকার; অভ্যুদয়-হেতু ও নিঃশ্রেয়স-হেতু *। ইহার মধ্যে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি পরম পুরুষার্থ। অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির নাম মুক্তি। মুক্তি-লাভ হইলে কোন কালেই কিছুমাত্র দুঃখ থাকে না। শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ-নাশ হইলেই উহার উৎপত্তি হয়।

* ২০ পৃষ্ঠা দেখ।

অয়মেব শরীরমনোবিভাগঃ।

৬ অ, ২ আ, ১৬ সূত্রের উপস্কার।

শরীর ও মনের বিচ্ছেদই মোক্ষ।

কণাদ এ বিষয়ের নিম্নলিখিত সূত্রটি প্রণয়ন করেন।

আত্মকর্ম্মসু মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ॥

বৈশেষিক দর্শন। ৬ অ, ২ আ, ১৬ সূত্র।

আত্ম-কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে মুক্তি হয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। *

টীকাকারেরা শ্রবণ, মনন, যোগাভ্যাস, নিদিধ্যাসন, আসন, প্রাণায়াম, শম, দম, আত্ম-সাক্ষাৎকার, পূর্ব্বোৎপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ইত্যাদি কতকগুলি বিষয় আত্ম-কর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রুত্যাদি-প্রতিপন্ন আত্মার গুণ ও স্বরূপ শ্রবণকে শ্রবণ বলে এবং কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে উপদৃষ্ট দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মাদি পদার্থ চিন্তনকে মনন বলে। এইরূপ মননই প্রথম আত্ম-কর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ষট্‌পদার্থতত্ত্বজ্ঞানমাদ্যমাত্মকর্ম্ম॥

ঐ সূত্রের উপস্কার।

(পূর্ব্বোক্ত) ছয় প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রথম আত্ম-কর্ম্ম।

এইরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি সম্পন্ন হইলে, তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ দেহাদি যে আত্মা নয় এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানের উদয় হইলে রাগ-দ্বেষ থাকে না; রাগ-দ্বেষ নষ্ট হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না; ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তি রহিত হইলে আর পুনরায় জন্ম-গ্রহণ হয় না; তাহা হইলেই আর কিছুমাত্র কোন রূপ দুঃখ থাকে না। এইরূপ আত্যন্তিক দুঃখ-বিনাশই মোক্ষ †।

ন্যায় দর্শন।

মহর্ষি গোতম এই দর্শন প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার অন্য একটী নাম অক্ষপাদ, এই নিমিত্ত ইহা গোতম-দর্শন ও অক্ষপাদ-দর্শন বলিয়াও প্রচলিত আছে।

---

* আগমেঽভিহিতঃ।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-কৃত বিবৃতি।

বেদে উক্ত হইয়াছে।

† জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-কৃত ৬ অ, ২ আ, ১৬ সূত্র-বিবৃতি।

গোতম ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতেন এমন বোধ হয় না। পশ্চাৎ সে বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। উত্তরকালীন নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মতে, তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা * নন, নির্ম্মাণকর্ত্তা।

তাঁহারাও বৈশেষিক পণ্ডিতদের সহিত একমতস্থ হইয়া, পরমাণুবাদ স্বীকার করেন, বিশেষ পদার্থ ব্যতিরেকে অপরাপর সমস্ত পদার্থ অঙ্গীকার করেন এবং মৃত্তিকাদি চারিটি জড় পদার্থের পরমাণু এবং অবশিষ্ট সমুদয় দ্রব্য-পদার্থ নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। বৈশেষিক দর্শনের বিবরণ-মধ্যে সে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, অতএব এ স্থলে আর পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই।

স্থপতিরা যেমন ইষ্টকাদি লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে, পরমেশ্বর সেইরূপ ঐ মৃত্তিকাদি জড়-পরমাণু লইয়াই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন। তিনি অশরীরী অর্থাৎ মনুষ্যাদির ন্যায় তাঁহার শরীর নাই, সুতরাং শরীর-সাধ্য সুখ, দুঃখ রাগ দ্বেষাদিও বিদ্যমান নাই। জীবের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার ইচ্ছার উৎপত্তি ও ভঙ্গ হয় না। তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্নাদি সকলই নিত্য। তিনি যাহা জানিবার ও ইচ্ছা করিবার, একবারেই জানিয়া ও করিয়া রাখিয়াছেন।

বৈশেষিক শাস্ত্রোক্ত উল্লিখিত পদার্থ সমুদয় ব্যতিরেকে ন্যায়-শাস্ত্রে আর একরূপ ষোলটি পদার্থ পরিগণিত হইয়াছে। পদার্থ শব্দ শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, ঐ ষোলটি বুঝি জল, বায়ু, মৃত্তিকাদির মত কোনরূপ জড় পদার্থ হইবে। না, তা নয়। ন্যায়-দর্শন প্রকৃত তর্ক-শাস্ত্র। উহাতে তর্ক অর্থাৎ বিচার প্রণালী বিশেষরূপে উপদৃষ্ট হইয়াছে। সেই বিচার-প্রণালী প্রদর্শনই প্রকৃত ন্যায় দর্শন। তাহারই প্রমাণ, প্রমেয়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ষোলটি অঙ্গ ষোল পদার্থ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যাহার দ্বারা কোন বিষয়ের নির্ণয় করা যায়, তাহাকে প্রমাণ বলে; যেমন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানই বলবৎ প্রমাণ। অনুমান খণ্ড ন্যায়-দর্শনের প্রধান অংশ। তাহার আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত বিচার-প্রণালী লইয়াই ঐ দর্শনের বাহুল্য ও গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে।

---

* প্রথমে কেবল ঈশ্বরই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না, তিনি সমুদায় সৃষ্টি করেন এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা।

অনুমানের লক্ষণ সহজ করিয়া বলিলে এইরূপ বলা যায় যে, কার্য্য দেখিয়া কারণ নিরূপণ করাকে অনুমান বলে; যেমন কুত্রাপি ধূম দৃষ্টি করিলে তথায় তাহার কারণ স্বরূপ অগ্নি বিদ্যমান আছে এইরূপ নিশ্চয় হয়।

অনুমানের পাঁচটি অঙ্গ, তাহার নাম অবয়ব। সেই পাঁচটির নাম প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। পশ্চাৎ সেই সমুদায়ের উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। প্রত্যেক অবয়বের অর্থ ও লক্ষণ লেখা অপেক্ষায় ঐ উদাহরণ দ্বারাই তাহার তাৎপর্য্যার্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে।

১—প্রতিজ্ঞা। পর্ব্বতে অগ্নি আছে।

২—হেতু। কেননা ইহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে।

৩—উদাহরণ। যাহা হইতে ধূম নির্গত হয়, তাহা অগ্নি-বিশিষ্ট; যেমন রন্ধন-শালা।

৪—উপনয়। এই পর্ব্বত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে।

৫—নিগমন। অতএব এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে *।

গ্রীস-দেশীয় ন্যায়দর্শন-প্রবর্ত্তক শ্রীমান্ এরিস্টটল এইরূপ অনুমান-প্রণালী প্রচার করেন। গোতমের সহিত তাঁহার বিশেষ এই যে, তাঁহার তর্ক-প্রণালীতে প্রথম দুইটি অবয়ব বিদ্যমান নাই। ফলতঃ সে দুইটি তাদৃশ আবশ্যকও বোধ হয় না। গোতম-কৃত অনুমান-প্রণালী শোধন করিয়া গ্রহণ করিলে যেরূপ হয়, এ অংশে এরিস্টটলের অনুমান-প্রণালী সেইরূপ।

কোন জ্ঞাত বস্তুর সাদৃশ্য দ্বারা কোন জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান-সাধনকে উপমান বলে; যেমন গো সদৃশ গবয়। এস্থলে গোটি জ্ঞাত অর্থাৎ জানা বস্তু এবং গবয় জ্ঞেয় বস্তু। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে শুনিয়াছে, গবয়-পশু গো-সদৃশ, সে সহসা ঐরূপ কোন অজ্ঞাত পশু দেখিলে বুঝিতে পারে, ঐটি গবয়।

বেদাদি আপ্ত-বাক্যের উপদেশকে শব্দ বলে।

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ॥

ন্যায়সূত্র। ১।৭ সূত্র।

---

* ন্যায়শাস্ত্রে কার্য্য কারণ স্থলে দুইটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ব্যাপ্য ও ব্যাপক। উক্ত উদাহরণে ধূম ব্যাপ্য এবং অগ্নি ব্যাপক। কোন স্থানে ধূম থাকিলেই তথায় অগ্নি থাকে; কুত্রাপি তাহার ব্যভিচার নাই; এই নিমিত্ত অগ্নি ধূমের ব্যাপক এবং ধূম অগ্নির ব্যাপ্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। তদ্ভিন্ন আরও দুইটি শব্দ প্রয়োজিত হয়; সাধ্য ও সাধন। উল্লিখিত উদাহরণে অগ্নি সাধ্য এবং ধূম সাধন।

আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকে শব্দ বলে *।

প্রমাণ দ্বারা যে সকল বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমেয় বলে; যেমন আত্মা, দুঃখ, মুক্তি ইত্যাদি। ন্যায়শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের বিষয় বিচারিত হইয়াছে।

আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।

ন্যায়সূত্র। ১ অ, ৯ সূ।

আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়, বুদ্ধি; মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব (অর্থাৎ বারংবার মরণোৎপত্তি), ফল, দুঃখ, অপবর্গ এই সমুদয় প্রমেয়।

অনিশ্চিত বিষয়ের নিশ্চয় করাকে সিদ্ধান্ত বলে। এইরূপ, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, বাদ, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতি অপর তেরটি পদার্থ অর্থাৎ বিচারের অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার মধ্যে অনেক গুলি তর্কপ্রবাহ বৃদ্ধি করিবার প্রবল উপায়।

মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদের এই ষোড়শ পদার্থের বিষয় বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। জানিলে কি হয়? না, শরীর যে আত্মা নয় এইটি নিঃসংশয়ে জানিতে পারা যায়। জানিলে মুক্তি লাভ হয়।

দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর-পদার্থ পরিগণিত নাই কেন একথাটি বিবেচ্য। উত্তরকালীন নৈয়ায়িকেরা উহার অন্তর্গত আত্মা শব্দটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়-প্রতিপাদক বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন †। কিন্তু যখন বিশ্ব-কারণ নিরূপণ দর্শন-শাস্ত্রের একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন প্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের নাম পৃথক নির্দ্দেশ না করা কোনরূপেই সঙ্গত ও সম্ভাবিত নয়। একটি সূত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহার পর-সূত্রেই আবার মনুষ্য-কৃত কর্ম্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পশ্চাৎ ঐ উভয় সূত্র যথাক্রমে উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে, প্রথম সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ ও পর সূত্রটি সিদ্ধান্ত।

* কণাদ এই চারি প্রমাণের মধ্যে উপমান ও শব্দ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। চার্ব্বাকেরা কেবল প্রত্যক্ষ এবং সাংখ্য-পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

† আস্তিকতাবাদী গ্রন্থ-ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতেরা মূল গ্রন্থে সুস্পষ্ট ঈশ্বর-প্রসঙ্গ নাই দেখিলে, শব্দ বিশেষ হইতে তদীয় সত্তা নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইবেন ইহা অসম্ভব নয়।

পূর্ব্বপক্ষ।

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।

ন্যায়সূত্র। ৪ অ, ১৯ সূ.

ঈশ্বর কারণ; কেন না মনুষ্য-কৃত কর্ম্ম সর্ব্বদা সফল হয় না।

সিদ্ধান্ত।

ন, পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।

ন্যায়সূত্র। ৪ অ, ২০ সূ।

না, তা নয়। মনুষ্য কৃত কর্ম্ম ব্যতিরেকে ফলোৎপত্তি হয় না *।

অতএব গোতম কণাদের ন্যায় নাস্তিকতাবাদী ছিলেন এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া উঠে। এ দিকে ত নাস্তিক, কিন্তু বেদ উভয়ের পরম শিরোধার্য্য বস্তু। এ তো একটি সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়। ভাবিলে বোধ হয় যেন, কণাদ ও গোতম নামে দুইটি গুপ্ত বুদ্ধ বেদ-বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন †।

* গোতম অন্য সূত্রেও লিখিয়াছেন,

পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ।

৩।১৬২।

পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্ম-ফলে জীবের শরীরোৎপত্তি হয়।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য উপরোক্ত দুই সূত্রের টীকায় ঈশ্বর ও পুরুষ-কৃত কর্ম্ম উভয়কেই জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই বা কি? একে ঈশ্বর পরমাণু প্রভৃতি মূল পদার্থের স্রষ্টা নন, তাহাতে আবার তিনি জীবের পূর্ব্ব-কৃত কর্ম্মের সহকারিতা ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারেন না, ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কি রহিল? ফলতঃ ঐ উভয় সূত্রের উল্লিখিত রূপ যথাশ্রুত সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে, গোতমকে নিরীশ্বর বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

† বৌদ্ধ শাস্ত্রের সহিত ন্যায় বৈশেষিকাদি হিন্দু শাস্ত্রের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। উভয় শাস্ত্রের মতেই, কর্ম্ম-ফলে জন্ম গ্রহণ ও নানাবিধ যোনি ভ্রমণ হয়; উভয়ের মতেই, জন্ম গ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়; উভয়ের মতেই, জীবে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নানাপ্রকার নরক ও সুখাস্পদ জীবলোকে গিয়া দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; উভয়ের মতেই জন্ম গ্রহণ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি (১) লাভই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়; এবং উভয়ের মতেই, মুক্তি পরম পুরুষার্থ ও জ্ঞানোদয় হইলে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী ইহা প্রসিদ্ধ আছে। গোতম ও কণাদও যদি তাঁহার ন্যায় নিরীশ্বরবাদী হন, তাহা হইলে, বুদ্ধের সহিত তাঁহাদের মূল বিষয়ে অধিক প্রভেদ থাকে না।

(১) বৌদ্ধমতানুযায়ী মুক্তির নাম নির্ব্বাণ। হিন্দুশাস্ত্রে উহা মুক্তি, মোক্ষ, নিঃশ্রেয়স, অপবর্গ ও নির্ব্বাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই দর্শনের মতেও, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। কিন্তু এ শাস্ত্রে শরীর যে আত্মা নয় এইরূপ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ।

ন্যায়সূত্র। ৪ অ, ৬৮ সূত্র।

দোষাকর শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ শরীরাদি যে আত্মা নয় এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান * হইলে অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য স্পষ্ট বলিয়াছেন, ন্যায় দর্শনের মতে জীবাত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানাকেই বিবেক বলে।

অস্মন্মতে তু দেহাদিভিন্নাত্মসাক্ষাৎকারঃ।

১১১ ন্যায়সূত্রের বৃত্তি।

আমাদিগের মতে দেহাদি হইতে ভিন্ন জীবাত্মার সাক্ষাৎকারই বিবেক।

সমাধি-বিশেষ অভ্যাস করিলে ঐ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় †। নৈয়ায়িকেরা নিজে উহার কোন সাধন উদ্ভাবন না করিয়া যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন‡।

তদর্থং যমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারোযোগাচ্চাত্মবিধ্যুপায়ৈঃ।

ন্যায়সূত্র। ৪ অ, ১১১ সূ।

সমাধি সাধনার্থ যম নিয়মাদি যোগানুষ্ঠান ও আত্মসাক্ষাৎকার বিধায়ক বাক্য দ্বারা মুক্তি-লাভের ক্ষমতা জন্মে।

এক দিকে বেদ ও বেদান্ত, অপর দিকে বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকশাস্ত্র, গোতম ও কণাদ দর্শন ঐ উভয়ের মধ্য-স্থল-বর্ত্তী।

গোতমসূত্র ও কণাদসূত্র ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মূল গ্রন্থ। পরে শঙ্কর মিশ্র-কৃত কণাদ সূত্রোপস্কার, বল্লভাচার্য্য-কৃত লীলাবতী, উদয়নাচার্য্য কৃত বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি, বাচস্পতি-মিশ্রকৃত বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা, কেশব-মিশ্র কৃত তর্ক-ভাষা, গোবর্দ্ধনমিশ্র-কৃত তর্ক-ভাষা-প্রকাশ, কোণ্ডভট্ট-কৃত পদার্থ-দীপিকা, গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত চিন্তামণি, জয়দেবমিশ্র-কৃত ঐ চিন্তামণির আলোক নামক টীকা, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-কৃত কণাদসূত্র-বিবৃতি ইত্যাদি

---

* তত্ত্ব দোষনিমিত্তানাং শরীরাদীনাং তত্ত্বস্য অনাত্মত্বস্য জ্ঞানাদ্নিবর্ত্ততি।

বৃত্তি।

† সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ।

ন্যায়সূত্র। ৪ অ, ১০৩ সূ।

সমাধি-বিশেষের অভ্যাস হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

‡ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ন্যায়সূত্র-বৃত্তির মধ্যে মুক্তি-প্রকরণে বারংবার যোগসূত্র ও যোগ-মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অনেক গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত ব্যাখ্যাত, সঙ্কলিত ও বিচারিত হইয়াছে।

ন্যায় দর্শনে বাঙ্গালা দেশকে ও বিশেষতঃ সরস্বতীর গৌড় পীঠ-স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপ ভূমিকে জগদ্বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে। এক সময়ে ঐ স্থানে ঐ দর্শন ও উহার প্রিয় সহোদর বৈশেষিক দর্শনের সবিশেষ অনুশীলন ও সমধিক আন্দোলন সহকারে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ হইতেছিল। তথায় অনেকানেক প্রধান পণ্ডিত উৎপন্ন ও প্রাদুর্ভূত হইয়া বহুতর প্রগাঢ় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া যান। পণ্ডিত-প্রবর মথুরানাথ তর্কবাগীশ কৃত চিন্তামণি-টীকা *, সার-গ্রাহী ও ফল সংগ্রাহী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য-রচিত ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ও ন্যায়সূত্র-বৃত্তি এবং কুশাগ্রবুদ্ধি রঘুনাথ শিরোমণি-প্রণীত চিন্তামণি-দীধিতি, এবং তদীয় সহযোগিস্বরূপ গদাধর, জগদীশ, কৃষ্ণদাস, ভবানন্দ প্রভৃতি-বিরচিত দীধিতি-টীকা ইত্যাদি নবদ্বীপ-সম্ভূত বহুবিধ পুস্তক-রত্নে ন্যায়-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, পঞ্জাব প্রভৃতি নানাদিকের নানাস্থানের পাঠার্থিগণ ঐ সরস্বতী-পীঠ নবদ্বীপ-ভূমি সমাগমন পূর্ব্বক শিক্ষা-গুরুর আশ্রয়ে অধিবাস করেন এবং তদীয় সন্নিধানে পাঠ স্বীকার করিয়া অপ্রচলিত পুরাতন ব্রহ্মচর্য্যের যেন পুনরুদ্ভাবন করিয়া যান।

মীমাংসা দর্শন।

এই দর্শন মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত। এই নিমিত্ত ইহাকে জৈমিনি-দর্শনও বলিয়া থাকে। তর্ক-প্রণালীর উদ্ভাবন করা যেমন ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য, সেইরূপ, শ্রুতি-বিশেষের অর্থ-সমর্থন ও স্থল-বিশেষে শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করা এই দর্শনের প্রধান প্রয়োজন। তদর্থ শ্রুতি-বিশেষের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ এবং শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ সংক্রান্ত কোনরূপ সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করিয়া তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারকে অধিকরণ বলে †। এই দর্শনে এইরূপ অনেক অধিকরণ আছে।

---

* পূর্ব্বোক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত চিন্তামণি গ্রন্থের টীকা।

† ন্যায়শাস্ত্রোক্ত অনুমানের ন্যায় মীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত অধিকরণেরও পাঁচটি অঙ্গ; বিষয়, বিশয় (অর্থাৎ সংশয়), পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি (অর্থাৎ মীমাংসা)। পশ্চাৎ এই পাঁচ অঙ্গের উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই অধিকরণের বিষয় সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

এই দর্শনে কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক শ্রুতিরই সবিশেষ আন্দোলন, বিচার ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই নিমিত্ত ইহাকে কর্ম্মমীমাংসা বলে। ইহার মতে স্বর্গভোগই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে, উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাবিধানে ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অবশ্যই অবশ্য ফল-লাভ ঘটে; তদ্ভিন্ন অন্য কোন ফলদাতা নাই।

পশ্চাৎ কোন কোন মীমাংসক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যে কোন কর্ম্ম করিবে তাহা ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে। করিলে মুক্তি লাভ হয়।

এই দর্শনের মতে বেদ নিত্য। বেদের যে অংশ যে ব্যক্তির কৃত স্পষ্টই লিখিত আছে, এবং তন্মধ্যে নানা স্থানে ও নানা কালে বিদ্যমান লোকসমূহের ভক্তি শ্রদ্ধা, রাগ দ্বেষ, কাম ক্রোধ, বিপদ আপদ, যুদ্ধ বিবাদ, ব্যসন বাণিজ্য ইত্যাদি অশেষ প্রকার ব্যাপারের বিবিধ বৃত্তান্ত বিনিবেশিত রহিয়াছে, তথাপি জৈমিনি মহাশয়ের মত-প্রভাবে তাহা অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোন পুরুষের কৃত নয়, স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ, তাহার আদিও নাই অন্তও নাই এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হইবে। দর্শনকার বেদের নিত্যতা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশে শব্দও নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেই নিত্য শব্দ, সমুদায় অনিত্য শব্দের অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।

জৈমিনিসূত্র ১। ১। ১৮ সূত্র।

শব্দ নিত্য, কেননা অন্যকে উহার অর্থ-বোধ করাইবার উদ্দেশে উচ্চারণ করা হয়। যদি

বেদে ব্যবস্থা আছে, ইন্দ্রযাগে ঔডুম্বরী স্পর্শ করিবে, কিন্তু কাত্যায়নস্মৃতিতে লিখিত আছে, ঐ যাগে ঔডুম্বরীকে আবৃত করিবে। এখন এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ-স্থলে কিরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ইহার মীমাংসাবিষয়ক অধিকরণের পাঁচটি অঙ্গ পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

বিষয়।—ঔডুম্বরী আবরণ ও স্পর্শ করণ বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধি।

বিশয়।—ঔডুম্বরী স্পর্শ কি আবরণ করা কর্ত্তব্য এই সংশয়।

পূর্ব্ব পক্ষ।—উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ প্রতিপাদন করা; যেমন ঔডুম্বরী স্পর্শমাত্র করিলে স্মৃত্যুক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করা হয়, এবং আবরণ করিলে, শ্রুত্যুক্ত বিধানের অন্যথাচরণ করা হয়।

উত্তর।—পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

সঙ্গতি।—শ্রুতিতে ঔডুম্বরীর যে যে স্থান স্পর্শ-যোগ্য বলিয়া লিখিত আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর সমস্ত স্থান আবৃত করা কর্ত্তব্য।

এই অধিকরণকে বিরোধাধিকরণ বলে। এক এক বিষয়ে অধিকরণ অবলম্বন করিয়া [illegible]

উচ্চারণ মাত্রেই উহার বিনাশ হইত তাহা হইলে কেহ কাহাকে উহার অর্থ-বোধ করাইতে সমর্থ হইত না * ।

এরূপ দর্শনের কাল অতীত হইয়া যে, বিজ্ঞানের অধিকার বিস্তৃত হইতেছে, ইহাতে বিশুদ্ধ-বুদ্ধি সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এক প্রকার নিস্তার পাইতেছেন। সাধে কি রামমোহন রায় সংস্কৃতকালেজ সংস্থাপনের বিরোধী হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ অনুরোধ করেন † ? তিনি বলেন, কেবল সংস্কৃত শিক্ষা দিলে লোককে নির্ব্বোধ করিয়া রাখা হইবে।

Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta ;—in what manner is the soul absorbed in the deity ? What relation does it bear to the Divine Essence ? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better. Again, no essential benefit can be derived by the student of the *Mimansa* from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta, and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas, &c.

The student of the Nyaya Shastra can not be said to have improved his mind after he has learned from it into how many *ideal classes the objects* in the universe are divided and what *speculative relation* the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, &c.

---

* মানুষের মনের গতি অনেক স্থানে একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। চীনেদেরও এই রূপ একটি বচন আছে যে, একবার শব্দোচ্চারণ করিলে, গগন-মণ্ডলে চির দিন তাহার প্রতিধ্বনি চলিতে থাকে।

† ইংলণ্ডস্থ রাজপুরুষেরা এদেশীয় লোকের শিক্ষা-সাধনার্থ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা প্রদান করেন এবং অত্রত্য রাজপুরুষেরা তদ্দ্বারা একটি সংস্কৃতকালেজ সংস্থাপন করিতে উদ্যত হন। এই সংবাদ অবগত হইয়া, রামমোহন রায় সে সময়ের শাসনকর্ত্তা লর্ড এম্‌হর্ষ্টকে এক খানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি সংস্কৃতকালেজের পরিবর্ত্তে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত রাখিবার উদ্দেশে এদেশীয় চতুষ্পাঠী সমুদায়ের অধ্যাপকগণের আনুকূল্য-প্রার্থনা লিখিয়া দেন।

In order to enable Your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterized, I beg Your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a College furnished with necessary books, instruments and other apparatus.

In representing this subject to Your Lordship, I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land. *

সংস্কৃত একটি প্রধান ভাষা। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকাংশ সেই ভাষায় রচিত। এদেশীয় লোকের তাহাতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। অতএব উল্লিখিত বাক্যগুলি অনেকের রুচিকর না হইলে না হইতে পারে। কিন্তু না হইলেই বা কি হইবে? ঐ কথাগুলি অবিনশ্বর হীরকময় অক্ষরে লিখিত। উহার এক একটি বাক্য এক এক গাছি হীরক-মালা। "ভাষা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নয়; জ্ঞান শিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা জ্ঞানরূপ ভাণ্ডারের দ্বার-স্বরূপ। সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হয়। চির জীবনই কেবল দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিলে, কিরূপে জ্ঞানরূপ মহারত্ন লাভের

* Ram Mohun Roy's letter to Lord Amherst.

সম্ভাবনা থাকে? জ্ঞানরত্ন লাভার্থে যত্ন না করিয়া কতকগুলি ভাষা শিক্ষায় কালক্ষেপ করিলে, অসিদ্ধ কাম ভিক্ষুকের ন্যায় কেবল দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা হয় *।" যে ভাষা প্রকৃত জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধ রত্নে পরিপূর্ণ, তাহাই সমধিক আদরণীয় ও সর্ব্বতোভাবে শিক্ষণীয়। যেরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে, বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, ভ্রম ও কুসংস্কার দূরীকৃত হয়, এবং জগতের প্রকৃত নিয়ম-প্রণালী অবগত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ পূর্ব্বক নিজের ও জন-সমাজের সর্ব্ব-বিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞান শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ভ্রম, কল্পনা ও কুসংস্কার সংস্কৃত শাস্ত্রের সর্ব্ব স্থানে ওতপ্রোত-ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যাঁহারা ইংরেজী, ফরাশী অথবা জর্মেন্ ভাষায় সুশিক্ষিত হন, প্রকৃত জ্ঞান-লাভ উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের শিক্ষণীয় অল্পই বিষয় আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান-সংজ্ঞার উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা বিদ্যমান আছে, উল্লিখিত তিনটি ইউরোপীয় ভাষার একটিতে অধিকার থাকিলে, তাহার শত সহস্রগুণ অক্লেশে একত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্তূপাকার শুভ্র অন্ন প্রস্তুত পাইলে, তুষাবঘাত করিয়া কতকগুলি কণিকামাত্র সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন কি? তাহাও নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া ইউরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত বিশুদ্ধ বুদ্ধির কার্য্য। যদি কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি শব্দবিদ্যার বা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত বিদ্যার অথবা অত্রত্য কোন দেশ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে কৃত-সংকল্প হন, কিংবা ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে উত্তম উত্তম ঔষধ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সংস্কৃতাদি অন্য অন্য ভাষার অনু-শীলন করা উচিত বটে, কিন্তু জ্ঞান-রত্নের আকর-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত তিনটি ভাষার একটি শিক্ষা করিবার উপায় থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান-লাভ উদ্দেশে অপর সাধারণ সকলের সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া কাল-ক্ষেপ ও আয়ু-ক্ষয় করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইউরোপীয়েরা খ্রীষ্টাব্দের ঊনবিংশ শতাব্দী বলিয়া মনের তেজে যে জ্ঞানোজ্জ্বলিত সময়ের মহিমা প্রকাশ করেন, এই সেই সময়ে নিষ্প্রয়োজন কেবল ভাষা শিক্ষা করাকে বাস্তবিক শিক্ষা মনে করা উপহাসের বিষয়।

এই কারণেই রামমোহন রায় সংস্কৃত কালেজ সংস্থাপনের পরিবর্ত্তে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। তিনি কোন্

* ধর্ম্মনীতি।

কালে কিরূপ বিজ্ঞানোৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ভাবিলে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। যে সময়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলে হয়, এবং যখন হিন্দু-সমাজে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নামোচ্চারণমাত্রও ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ, এই দেশে সেই অন্ধকারময় সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে এরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ আশ্চর্য্যের বিষয় *। ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময় পঙ্কিল-ভূমি পরিবেষ্টিত একটি অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ-কুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তুবরীধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশেও জয় সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ি-স্বরূপে রণ-দুর্ম্মদ বীর পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যক্‌রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়-ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দু জাতির মনো-রাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে † পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না, নিয়তই একভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা

* এখন তো বিদ্যালোক-প্রকাশে সেই তিমির-রাশির কিয়দংশে ছেদ-ভেদ হইয়াছে, তথাপি এখনও তাঁহার সাম্প্রদায়িক লোক বলিয়া পরিচিত কয়েক ব্যক্তি আমার সমক্ষে বিলজ্জভাবে ও মুক্তকণ্ঠে বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। ধিক্! ধিক্! শতবার ধিক্!

† প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-ব্যবস্থাপকদিগকে।

তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।

"The promotion of human welfare and especially the improvement of his own countrymen, was the habit of his life.
Rev. Carpenter.

"An ardent well-wisher to the cause of freedom and improvement everywhere." *

এক দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত করিয়া জন্ম-ভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্রসমূহ উত্তরণ পূর্ব্বক বৃটিস্-রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানাবিষয়ে রাজশাসনপ্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ †। সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড!

---

* Miss. Lucy Aikin's letter to Dr Channing.

† স্বদেশের কল্যাণ-সাধন ও বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় রাজ্য-শাসন-প্রণালীর সংশোধনই রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-পক্ষপাতী ব্যক্তিরা সহমরণ-নিবারণ-বিষয়ক রাজনিয়মের প্রতিকূল পক্ষে ইংলণ্ডে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন; সেই বিষয়ের সুবিচার সম্পাদন উদ্দেশে, ও ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার্ পরিবর্ত্তন সময়ে তৎসংক্রান্ত বিচারে লিপ্ত হইয়া যদি ভারতবর্ষীয়দের হিত-সাধন করিতে সমর্থ হন এই অভিপ্রায়ে, এবং বিশেষতঃ ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি বিষয়ের অনুসন্ধানার্থে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। দিল্লীর বাদসাহ একটি মোকদ্দমার ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দেন; ইহাতেই তাঁহার মনোরথ পুরণের সুবিধা ও সদুপায় ঘটিয়া উঠে। তিনি যত দিন তথায় অবস্থিতি করেন, তত দিনই ঐ সকল মহৎ ব্যাপার সাধনার্থই ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব ও বিচার-প্রণালী সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল্ নামক রাজকীয় কার্য্যালয়ে অর্পণ করেন এবং সেই কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষেরা হৌস্ অব কমন্স্ নামক সভায় সেই সমস্ত পাঠাইয়া দেন। তদ্ভিন্ন তিনি রাজপুরুষদের অনুরোধক্রমে পার্লিএমেণ্ট ভবনে নিজে বারংবার উপস্থিত হইয়া শাসন-প্রণালী সংক্রান্ত আপন অভিপ্রায় প্রকাশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজকীয় ব্যাপারের গুণাগুণ বিচার ও উত্তরকালীন শাসন-পদ্ধতি বিষয়ক নানাবিধ প্রস্তাব, যুক্তি ও পরামর্শ লিখিয়া বিভাগাদির নক্সা-সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ সমুদায় ব্যতিরেকে, হিন্দুদের দায়াধিকার ও ভারতবর্ষীয় বিচার-প্রণালীসংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকও রচনা করেন।

তিনি উল্লিখিত সমুদায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে ভারতবর্ষীয় লোকের পদ-বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ ও ব্যাকুল চিত্তে কৃষিজীবীদের দুঃখ-হরণার্থ প্রার্থনা করেন।

সেই সময়ে পার্লিএমেণ্টে ভারতবর্ষের শাসনসংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তাবিত হয়; তিনি তদর্থে এত চিন্তিত থাকিতেন যে, অনেকে স্বার্থ-সাধন বিষয়েও তত চিন্তিত থাকে কি না সন্দেহ।

তাঁহার ঐ পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি অল্প উপকারী হয় নাই। বৃটিস্ রাজপুরুষেরা তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে ক্রমে ক্রমে অনেক কার্য্য করিয়াছেন ও তদ্দ্বারা বিশেষ উপকারও দর্শিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

কি ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণ-গ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জন-সমাজে চমৎকার-সম্বলিত এরূপ একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস্ বা নিউটন্ ধরণী-মণ্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন *। তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্ম-গ্রহণ অবনী-মণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় না †।

"They" (Ram Mohun Roy's Communications to British Legislature) "show him to be at once the philosopher and the patriot. They are full of practical wisdom; and there is reason to believe that they were highly valued by our Government, and that they aided in the formation of the new system."

Dr. Carpenter.

* "Monthly Repository" of June, 1831.

† যে সময়ে গুরুপাঠশালায় শুভঙ্করী অঙ্ক ও কচিৎ পার্সী কায়দা (১) শিক্ষাবধি সর্ব্বসাধারণ বিষয়ী-লোকের বিদ্যাশিক্ষার চরম সীমা ছিল, সেই সময়ে যিনি পৃথিবীর প্রাচীন ও অপ্রাচীন বহুতর প্রধান প্রধান ভাষা প্রভৃতি দশ ভাষায় ও বিবিধ বিজ্ঞানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন (২); যিনি ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাষায় স্বদেশের কল্যাণকর বিবিধ পুস্তক প্রস্তুত করেন, আপনার দেশ-ভাষায় রীতিমত গদ্য-গ্রন্থ-রচনার পথ প্রদর্শন করেন, সেই ভাষায় ব্যাকরণ-রচনাদি দ্বারা তাহার শিক্ষা-প্রচলনের উপায়ানুষ্ঠান করেন (৩) এবং যেরূপ শিক্ষায় লোকের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও কুসংস্কার বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান-পথে প্রবৃত্তি জন্মে, ইংরেজী বিদ্যালয়-সংস্থাপনাদি দ্বারা স্বদেশে সেইরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা পান যে সময়ে তাহারা ঘোরতর অজ্ঞান ও অশেষ প্রকার কুসংস্কারে অন্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে যিনি আপনার বুদ্ধি, বিদ্যা ও তেজস্বিতা প্রভাবে সমুদায় কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মাদি সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, ও সে বিষয়ে সুনিপুণ ও কৃতকার্য্য হইবার উদ্দেশে স্থল-পথে ও সমুদ্র-পথে কত কত অতিদূর-স্থিত দুর্গম দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানাজাতির ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রীতি নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করেন (৪); যিনি স্বদেশীয় স্ত্রীলোকের ব্যথায় ব্যথিত ও কারুণ্য-রসে অভিষিক্ত হইয়া তদীয় শিক্ষা বিষয়ে

---

(১) পার্সী ব্যাকরণ

(২) "The wide field over which his acquirements spread comprising sciences and languages, which individual knowledge rarely associates together." W. J. Fox.

(৩) রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় গৌড়ীয় ব্যাকরণ ব্যতিরেকে খগোল ও জ্যাগ্রাফী নামে জ্যোতিষ ও ভূগোল বিদ্যা বিষয়ক অপর দুইখানি শিক্ষা-পুস্তক প্রস্তুত করেন।

(৪) ভোট দেশে তিন বৎসর ও ইউরোপে সার্দ্ধ দুই বৎসর অবস্থিতি করেন। সে সময়ে নানাবিধ দুর্গম দেশে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভোট দেশ পর্য্যন্ত গমন [illegible]

"Strange is it that such a man should have been given by India to the world.
Strange it is—but he was not of India, so much as for India."

Rev. W. J. Fox's Sermon.

"Such an instance is probably unparalleled in the history of the world." Mary Carpenter.

সহমরণ-নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংস্থাপন, দেশীয় লোকের পদোন্নতি সাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। না জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপন উদ্দেশে অর্দ্ধ-ভূমণ্ডল অতিক্রম করিতে* কৃতসংকল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদূর-স্থিত ভূখণ্ড-বাসী সুপ্রতিষ্ঠিত সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া, প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিল। মনে মনে কতই শুভ সঙ্কল্প সঞ্চারিত ও কতই দয়াস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলে। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে সমুদায় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইল না।

সমুচিত যুক্তি প্রদর্শন ও নিতান্ত সানুকূল ভাব প্রকাশ করেন, বহুবিবাহ-রীতি ও বর্ত্তমান দায়াধিকার বিষয়ক ব্যবস্থা তাহাদের অশেষ ক্লেশের মূল ও অনেক অনর্থের কারণ বলিয়া প্রচার করেন, অসঙ্গত নিগ্রহ সহ্য করিয়াও প্রাণপণে সহমরণরূপ বিষময় প্রথা নিবারণ করেন এবং দেশময় এই জন-প্রবাদ প্রচলিত হয় যে, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ পাইবেন এইরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন; যে সময়ে স্বদেশীয় লোকে সাধারণ হিতানুষ্ঠান-ধর্ম্মের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতেই পারিত না, সেই সময়ে যিনি ঐ ধর্ম্মটি আপনার চির-জীবনের একমাত্র নিত্যব্রত-স্বরূপ অবলম্বন করেন ও তাহাদের বিষম বিদ্বেষ ও ঘোরতর প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া তাহাদেরই দুঃখ-হরণ, সুখ-বর্দ্ধন ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিতে নিরন্তর প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন; কেবল স্বজাতির শুভান্বেষণ নয়, যিনি ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সংশোধন ও অন্য দেশীয় লোকের হিতানুষ্ঠান বিষয়েও উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করেন; কেবল ধর্ম্মাদির পরিবর্ত্তন নয় যিনি স্বয়ং স্বাধীন দেশের অধিবাসী ও রাজপুরুষের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও নিজের বুদ্ধি বিদ্যা ও ক্ষমতা প্রভাবে রাজশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও উন্নতি সাধন করিয়া স্বদেশীয় লোকের দুঃখহরণ ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ অতিশয় সাহসিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পান, ও অসাধারণ বুদ্ধি-গৌরব, রাজনীতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও উপচিকীর্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত অসামান্য বিষয়ে চিরজীবন অনুরক্ত থাকিয়া সে সময়ে ও আপনার জীবিত-কাল মধ্যে যতদূর সম্ভব কৃত-কার্য্য হন, এবং যিনি উল্লিখিতরূপ মহৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান, সর্ব্ব-হিতৈষিতা সদাশয়তা শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপগুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসভ্য-জাতীয় বিশিষ্ট লোকের প্রীতি-পাত্র ও ভক্তি-ভাজন হইয়া যান, তাঁহার সদৃশ উক্তরূপ অসাধারণ বহুতর গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ব্যক্তি ভূমণ্ডলে এবং বিশেষতঃ এরূপ অযোগ্য দেশে আর কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। একাধারে এরূপ অশেষ প্রকার অসামান্য-বিষয়িণী অলোক-সামান্য বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতার একত্র সংযোগ আর কখন ঘটে নাই বোধ হয়।

* আমেরিকা গমন করিতে।

বৃস্টল!—বৃস্টল *! তুমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ ফল-রাশি উৎপৎস্যমান হইয়াছিল, সেই অলোক-সামান্য বৃক্ষমূলে সাজ্যাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ!

সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে! সেই দিন ভারতরাজ্যের কল্যাণ শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে! এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজিৎ-শূন্য শিক্ সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ! দুঃখজীবী কৃষিজীবিগণ যে সময়ে তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজে স্বচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রুনয়নে অত্যপকৃষ্ট তণ্ডুল গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি ঐ দুঃসহ দুঃখ-রাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, এবং তজ্জন্য বৃটিস রাজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ করেন, † সেই দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়ভূমির আশ্রয় লাভে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ! ভারতবর্ষীয় চিরী-নিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখ-বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতি-সাধন যাঁহার অন্তঃকরণের একটি প্রধান সঙ্কল্প ছিল, এবং যে হৃদয়-বিদীর্ণ-কারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত ব্যবস্থা ‡ ও তন্নিবন্ধন স্বজনবর্গের শোক-সন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রু-বারি সমস্তই নিবারণ পূর্ব্বক ভারতমণ্ডলের মাতৃ-হীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান, সেই দিনে তোমার সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারা হইয়াছ। বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত জননী ভারতভূমি! যে আশা নরলোকের জীবন-স্বরূপ, সেই দিন তোমার সেই আশাবল্লী বুঝি নির্মূল হইয়াছে!

পূর্ব্বতন শোক-সংবাদ নবীভূত হইয়া উঠিল! অশ্রু-জল নিবারণে একে-

---

* ইংলণ্ডের অন্তর্গত বৃস্টল নামক স্থানে রামমোহন রায়ের মৃত্যু ও সমাধি হয়।

† Appendix to the Report from the Select Committee of the House of Commons on the affairs of the East India Company, published in 1831.

‡ সহমরণ প্রথা।

বারেই অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। এ সময়ে বিষয়ান্তর স্মরণ করিয়া উহা বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক। একটি প্রবোধের বিষয়ও আছে। আমাদের রাজা একেবারে নির্ব্বাণ হইবার বস্তু নন। তিনি ভূ-লোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন তথাচ চিরাবলম্বিত হিত-ব্রত উদযাপন করিয়া যান নাই। তদীয় সমাধি-ক্ষেত্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় সুপবিত্র মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া কতই হিতোৎসাহ উদ্দীপন ও কতই শুভ সঙ্কল্প সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে *! অতএব তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; জীবৎ-কালের সদভিপ্রায়-বলে ও নিজ চরিতের দৃষ্টান্ত-প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার সাধন ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া রহিয়াছেন। কেবল আমাদের নয়, ইয়ুরোপ ও আমেরিকাও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

" 'Being dead, he yet speaketh' with a voice to which not only India but Europe and America will listen for generations"

Fox's Sermon.

" 'Though dead, he yet speaketh'; and the voice will be heard impressively from the tomb, which, in his life, may have excited only the passing emotions of admiration or respect."

Dr. Carpenter's Sermon.

তিনি জীবদ্দশায় স্বদেশীয় লোক কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, উত্তরকালীন লোকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তাহার তাদৃশ কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। ভাগ্যে সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলণ্ড ভূমিতে গমন করেন, তাই তাঁহার একটি রীতিমত সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয়। ভাল, ভারতবর্ষীয়গণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের স্মরণার্থ তদীয় প্রতিরূপাদি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ

* অর্থাৎ রামমোহন রায়ের অভিপ্রেত, তাঁহা কর্ত্তৃক সূচিত, প্রস্তাবিত, অথবা তাঁহার প্রার্থনা, যত্ন ও পরিশ্রমে রাজনিয়মে বিনিবেশিত অনেক বিষয় তাঁহার মৃত্যুর পরেও আন্দোলিত, প্রচলিত বা প্রবল হয়; যেমন স্ত্রী-শিক্ষা বিজ্ঞান-শিক্ষা, ইংরাজি শিক্ষার সুবিস্তার, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি, বিষয় বিশেষে স্ত্রীলোকের শ্রীবৃদ্ধি, কৃষিজীবীদের দুঃখোপশম বিষয়ক রাজনিয়ম বিশেষ, বিচারালয়ে জুড়ি দ্বারা বিচার সম্পাদন ইত্যাদি।

হয় না ? স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ ! সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন-চরিত সঙ্কলন করিয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র করা এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ঋণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা কি অতিমাত্র উচিত বোধ হয় না ? আমরা কি অকৃতজ্ঞ ! কি নরাধম !

আনুষঙ্গিক কথা-প্রবাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে সত্য বটে, কিন্তু প্রিয়তম পাঠকগণ ! যিনি ভারতভূমির দুঃখহরণ ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন, "মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা" এই মহার্থ-বোধক পরম পবিত্র পার্সিক বচনটি যিনি সতত আবৃত্তি করিয়া নিজ চরিতে নিরন্তর সম্যকরূপে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতা গুণের একত্র সংযোগ ভূমণ্ডলে আর কখন ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় না; যিনি একাধারে সেইরূপ ঐ সমস্ত গুণ ধারণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন *, এবং ভূ-স্বর্গ সমান ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ভক্তি পূর্ব্বক যে অসামান্য পুরুষের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়, মনের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শ্রদ্ধা সহকারে যাঁহার গুণ বর্ণন ও মহিমা কীর্ত্তন করে, যাঁহার সর্ব্ব-শুভকর উদার চরিত্র আদর্শ-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণের সহিত তাহার অনুকরণ প্রার্থনা করে এবং এক সময়ে যাঁহার সহিত সহবাস ও সদালাপ বহুমূল্য সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া তল্লাভার্থে যার পর নাই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে ও পরে যাঁহার অসদ্ভাবে শোকাকুল হইয়া দুঃসহ ক্লেশানুভব পূর্ব্বক বিলাপ ও ক্রন্দন করে, উল্লিখিত কথাগুলি তাঁহারই পুণ্য-প্রসঙ্গ বলিয়া আমারে ক্ষমা করিও। †

এখন, বেদ-প্রাণ হিন্দুমণ্ডলি ! শ্রবণ কর। তোমাদের প্রাচীন মীমাংসকগণ অর্থাৎ বেদ-মন্ত্রের মীমাংসাকারী পূর্ব্বকালীন আচার্য্যগণ না ঈশ্বরই মানিতেন, না দেবতাই স্বীকার করিতেন। তাঁহারা নির্দেব ও নিরীশ্বর।

যে মীমাংসায় যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং সেই বিষয়েরই বিধি, নিষেধ ও ফলাফল বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছে, সেই মীমাংসাদর্শন যে নাস্তিকতাবাদী একথা শুনিলে আপাততঃ অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন বোধ হয়। কিন্তু একথার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। মীমাংসা-পণ্ডিতেরা বিশেষতঃ

* ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† এ প্রস্তাবে রামমোহন রায়ের গুণ-গ্রাম-সংক্রান্ত যে কয়েকটি কথা ইঙ্গিতমাত্রে লিখিত হইল, রেবেরেণ্ড কার্পেণ্টর্ ও বিশেষতঃ মেরি কার্পেণ্টর্ কর্ত্তৃক বিরচিত তদীয় জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যাইবে।

প্রাচীনতর মীমাংসকগণ, মুক্তকণ্ঠে ও সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চসংখ্যক জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যে বেদ পৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণীত কি না এই বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, ভাষ্যকার শবর স্বামী বৃত্তিকারের কথিত অনুক্ত অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'অপৌরুষেয়: এষ: সম্বন্ধ:' ইতি পুরুষস্য সম্বন্ধাভাবাৎ। কথং সম্বন্ধো নাস্তি। প্রত্যক্ষস্য প্রমাণস্যাভাবাৎ তৎপূর্ব্বকত্বাচ্চেতরেষাম্।

এই শব্দার্থের সম্বন্ধ * অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত নয়, কেননা ঐরূপ সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই। যদি বল, সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে, সে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে, অন্যান্য প্রমাণেরও সম্ভাবনা থাকে না †।

পূর্ব্বেই এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, কেবল ঈশ্বর নয়, এই দর্শনের মতে দেবতাও নাই বলিলে বলা যায়। যাবতীয় দেবতা মন্ত্র-স্বরূপ; শরীর-বিশিষ্ট নয়। মীমাংসাদর্শনে এই অভিপ্রায়ের উপযুক্ত যুক্তি-প্রদর্শনেরও ত্রুটি হয় নাই। যদি ইন্দ্রদেব যজমানের আহ্বান গ্রহণ করিয়া ঘটে বা প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহা হইলে ঐরাবতের ভার-বলে ঘট ও প্রতিমা একবারে চূর্ণায়মান হইয়া যাইত।

জৈমিনিসূত্র, শবর স্বামি-কৃত শাবরভাষ্য, কুমারিল ভট্ট-কৃত বার্ত্তিক, সোমনাথ-কৃত ময়ূখমালা, পার্থসারথি-কৃত শাস্ত্রদীপিকা, ভবনাথ মিশ্র-কৃত মীমাংসা ন্যায় বিবেক, রাঘবানন্দকৃত ন্যায়াবলী দীধিতি, মাধবাচার্য্যকৃত ন্যায়-মালাবিস্তার ইত্যাদি বহুতর গ্রন্থে এই দর্শনের মত প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বেদান্ত।

অবশিষ্ট প্রধান দর্শনটির নাম বেদান্ত। মীমাংসা যেমন কর্ম্ম-মীমাংসা, বেদান্ত সেইরূপ ব্রহ্ম-মীমাংসা ‡।

---

* বেদোক্ত শব্দ-বিশেষের যে অর্থ-বিশেষ নিরূপিত আছে, সেই শব্দ ও অর্থের ঐরূপ সম্বন্ধ।

† পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, মীমাংসার মতে একটি নিত্য শব্দ সকল অনিত্য শব্দের অন্তর্ভূত আছে; কেহ কেহ সেই শব্দকেই ব্রহ্ম বলেন।

‡ জৈমিনি দর্শন পূর্ব্ব মীমাংসা এবং বেদান্ত-দর্শন উত্তর মীমাংসা বলিয়া প্রসিদ্ধ

যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥

বেদান্তসূত্র ১অ। ১পা। ২সূ।

যাঁহা হইতে এই জগতের জন্মাদি (অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ) হয়, তিনি ব্রহ্ম।

বেদান্তের ভাষায় ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলে। তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ। তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। তিনিই সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা। যেমন রাত্রিকালে সহসা রজ্জু দেখিলে, সর্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, অথবা শুক্তিকা দেখিলে, রজত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, সেইরূপ, সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন বলিয়া জগৎও বিদ্যমান আছে এইরূপ ভ্রম হইতেছে।

যিনি কোন সামগ্রী প্রস্তুত করেন, তিনি তাহার নিমিত্ত-কারণ। আর যে বস্তুতে ঐ সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহা উহার উপাদান-কারণ। কুম্ভকার কলসীর নিমিত্ত-কারণ ও মৃত্তিকা উহার উপাদান-কারণ। এরূপ উপাদানকে পরিণাম-উপাদান বলে। "প্রথমে একমাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরই ছিলেন, আর

আছে। বেদান্তসূত্রের মধ্যে পুনঃ পুনঃ জৈমিনির নামোল্লেখও দেখা যায় (১)। ইহাতে অগ্রে মীমাংসা এবং পশ্চাৎ বেদান্ত দর্শন প্রকাশিত হয় এইরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে, অথচ জৈমিনিসূত্রের মধ্যেই বেদান্ত-প্রণেতা বাদরায়ণ, ব্যাসের নাম বিনিবেশিত আছে। (মীমাংসা ৫ম সূত্র)।

এই উভয়কে সমকালবর্ত্তী বলিয়া মনে করিলে, এ বিরোধের একরূপ ভঞ্জন হইয়া যায়। কিন্তু কেবল মীমাংসা ও বেদান্ত নয়, ভিন্ন ভিন্ন নানা দর্শনের সূত্র-গ্রন্থের মধ্যেই পরস্পরের মত-প্রসঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। বেদান্তসূত্রের অনেক স্থানে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত ও অভিপ্রায় উল্লিখিত আছে (২), সেইরূপ আবার ন্যায়সূত্রের মধ্যেও অর্থাপত্তি প্রভৃতি (৩) বেদান্ত মতের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় (৪)। এই বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সমস্ত দর্শনের সমুদয় সূত্রগুলি একসময়ে ও একজনের কৃত বলিয়া কদাচ প্রতীয়মান হয় না।

---

(১) বেদান্তসূত্র। ১অ, ২পা, ২৮ ও ৩১ সূত্র ; ১অ, ৩পা, ৩১ সূত্র ইত্যাদি।

(২) বেদান্তসূত্র। ২অ, ২পা। ১১, ১৩, ১৪ সূত্র ইত্যাদি।

(৩) স্থূলকায় দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করেন না, একথা বলিলে এইটি বোধ হয় যে, তিনি রাত্রিযোগে ভোজন করেন ; কেননা একেবারে নিরাহার থাকিলে, স্থূলকায় হওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়টি উল্লিখিত বাক্যের অর্থাধীন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহাকেই অর্থাপত্তি-প্রমাণ বলে। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারি প্রমাণ ব্যতিরেকে বৈদান্তিকেরা এইরূপ অতিরিক্ত কয়েকটি প্রমাণ স্বীকার করেন। ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে, সে গুলি বাস্তবিক স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়।

(৪) ন্যায়সূত্র। ২অ, ৬৯সূ। ৩অ, ২৫সূ। ৪অ, ৯৭সূ।

কিছুই ছিল না ; অতএব তাঁহাকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই বলিতে হয়। কিন্তু তিনি নিজে পরিণত অর্থাৎ বিকৃত হইয়া জগৎ উৎপাদন করেন নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে মৃত্তিকা যেমন কলসীর পরিণাম-উপাদান, তিনি জগতের সেরূপ পরিণাম-উপাদান হইতে পারেন না।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের মত পরব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম হইতেছে *। রজ্জুকে সর্পের ও পরব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ উপাদানকে বিবর্ত্ত-উপাদান বলে। পরব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্ত-উপাদান কারণ।

এই মতকেই মায়াবাদ বলে। বেদে অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণে এ মতের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। উপনিষদ-ভাগই বেদান্ত-দর্শনের প্রধান প্রমাণ। তাহাতে পরব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন † কিন্তু মায়াবাদের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। প্রথমকার বৈদান্তিকেরাও এ মতটি প্রবর্ত্তিত করেন নাই। বেদান্তসূত্র এই দর্শনের আদি গ্রন্থ ; তাহাতেও মায়াবাদের প্রসঙ্গ নাই। উত্তরকালীন শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাপক বৈদান্তিকেরা উহা উদ্ভাবন বা সংগ্রহ করিয়া বেদান্তমতে বিনিবেশিত করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম

---

* বেদান্তের ভাষায় এইরূপ ভ্রমকে অধ্যারোপ বা অধ্যারোপ-ন্যায় বলে।

অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ।

বেদান্তসার।

রজ্জু সর্প নয় অথচ তাহাতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম হওয়াকে অধ্যারোপ বলে।

আর যেমন ঐ সর্প-ভ্রম দূরীকৃত হইলে রজ্জুমাত্র বোধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ঐ সংসার-ভ্রম বিনষ্ট হইয়া পরব্রহ্মমাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে। বেদান্তশাস্ত্রে ইহা অপবাদ বা অপবাদ-ন্যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অপবাদোনাম রজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রবৎ, বস্তুবিবর্ত্তস্যাবস্তুনোঽজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বম্।

বেদান্তসার।

যদি রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, তবে সেই ভ্রম বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জুমাত্র বোধ হয়, সেইরূপ, পরব্রহ্মেতে যে সংসার-ভ্রম জন্মিয়াছে, তাহা দূরীকৃত হইলে, ব্রহ্মমাত্রের প্রকাশ থাকে। ইহাকেই অপবাদ বলে।

† যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

মুণ্ডোপনিষৎ। ১। ৭।

ঊর্ণনাভি যেমন ঊর্ণজাল সৃজন ও গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে যেমন ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, এবং জীবিত মনুষ্যের শরীর হইতে কেশ ও লোম সমুদায় সমুদ্ভূত হয়, সেইরূপ, অবিনাশী পরব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রবর্ত্তক শাক্য সিংহ এইরূপ মত প্রচার করেন; তাহা হইতে ইহা হিন্দুধর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়।

মায়া পরব্রহ্মের শক্তি-স্বরূপ; তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্থলান্তরে তিনি আবার নিত্য-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বৈদান্তিকেরা একটি উপমা দিয়া এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষ-শ্রেণীর অভ্যন্তর দিয়া উহার অন্তরালস্থ মহান্ আকাশ দর্শন করিলে, সেই আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন হন না; তিনি যেমন স্বভাবতঃ পূর্ণ ও মুক্তস্বরূপ, সেই রূপই থাকেন।

বেদান্তের মতে পরব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার ও চিন্ময়-স্বরূপ। জগৎ যদি ভ্রমমাত্র হইল তাঁহা হইলে, তিনি আর জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারেন না। তবে তিনি সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া যে উক্ত হইয়াছেন, তাহা আরোপমাত্র; বাস্তবিক স্বরূপ নয়। যদি জগতের সৃষ্টিই মিথ্যা হইল, তবে আর সৃষ্টিকর্ত্তা কিরূপে সম্ভবে? ঐ সকল বিশেষণ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অধ্যারোপ ন্যায়ানুসারে তাহার আরোপিত স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। আর তিনি অকর্ত্তা, অরূপ, অস্থূল, অসূক্ষ্ম, অদীর্ঘ, অহ্রস্ব, নির্গুণ, নির্বিশেষ ও বাক্যমনের অগোচর বলিয়া যে উক্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের বর্ণন।

জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। এই উভয়ের অভেদজ্ঞান সাধন পূর্ব্বক আনন্দ-লাভই এই দর্শনের প্রয়োজন। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" অর্থাৎ এই জীবাত্মা ব্রহ্ম, "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি ব্রহ্ম, "তত্ত্বমসি" তুমি সেই ব্রহ্ম, এইরূপ জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদক কতকগুলি বাক্য উপনিষদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই সকল বাক্যকে মহাবাক্য বলে। এইরূপ মহাবাক্য সমুদায়ের অর্থ চিন্তন পূর্ব্বক জীব-ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান করাকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের উদয় হইলেই জীব-ব্রহ্মে আর প্রভেদ থাকে না। "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়া কেবল চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মমাত্রেরই স্ফূর্ত্তি থাকে। এই অবস্থা হইলেই মুক্তি-লাভ হয়। ইহাকেই নির্ব্বাণ মুক্তি বলে।

যাঁহারা একেবারে এরূপ জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ, তাঁহারা প্রথমে প্রণব অর্থাৎ ওঁকার অবলম্বনপূর্ব্বক পরমাত্মার উপাসনা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা আছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই উপাসনার সবিস্তর বিবরণ আছে। ঐ উপনিষদের সমগ্র তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা ও সৃষ্টি-

স্থিতি-প্রলয়-কারণ অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরমাত্মাই প্রণবের প্রতিপাদ্য। ঐ প্রণব অর্থাৎ ওঁকার অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা দুর্ব্বলাধিকারী ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

কঠোপনিষৎ।২।১৭।

এই অর্থাৎ প্রণব অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ইহাই পরম অবলম্বন। এই অবলম্বন জ্ঞাত হইলে, ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোকে গিয়া পূজিত হন।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ। ২। ২। ৪।

প্রণব ধনু-স্বরূপ, জীবাত্মা শর-স্বরূপ এবং ব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব প্রমাদ-শূন্য হইয়া পরব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে জীবাত্মারূপ শর বিদ্ধ করিবে, এবং শর যেমন লক্ষ্যেতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবাত্মা পরব্রহ্মেতে প্রবিষ্ট অর্থাৎ লীন হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি অভ্যাস করিতে হয়।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।

বেদান্তসূত্র। ৩অ। ৪পা। ২৭সূ।

জ্ঞান-সাধনার্থ শম-দমাদি-বিশিষ্ট হইবে, কেন না শম-দমাদি জ্ঞান-সাধনের অঙ্গ-স্বরূপ এই নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে *।

---

* কেবল জ্ঞান-সাধনের সময়ে কেন? পরমহংস সদানন্দের মতে শমদমাদি-বিশিষ্ট না হইলে এ শাস্ত্রে অধিকারই হয় না। যিনি বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ জানিয়াছেন, ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার পাপ-ক্ষয় ও চিত্ত-শুদ্ধি ঘটিয়াছে, এবং যাঁহার সাধন চতুষ্টয় অর্থাৎ পশ্চালিখিত চারিপ্রকার সাধন সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি এই বেদান্ত শাস্ত্রে অধিকারী।

সাধন চতুষ্টয়।

১। নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য এবং অন্য সমুদয় বস্তু অনিত্য এইরূপ বিচার।

অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ দমন করাকে শম, বহিরিন্দ্রিয়ের শাসন করাকে দম, জ্ঞানাভ্যাসের সময়ে কর্ম্ম ত্যাগ করাকে উপরতি, শীতোষ্ণাদি সহ্য করাকে তিতিক্ষা, এবং আলস্য ও প্রমাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রমনে পরব্রহ্ম চিন্তন করাকে সমাধি বলে।

একটি বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের সমধিক ঔদার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেটি এই যে, হিন্দুধর্ম্মোচিত আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া না চলিলেও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান-সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। আপন আপন বর্ণ ও আশ্রমের উপযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান কর আর না কর, তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের ইচ্ছা হইলেই সে বিষয়ে সম্যক্ অধিকারী হইবে।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।

বেদান্তসূত্র। ৩অ। ৪পা। ৯সূ।

বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগ করিলেও, ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনে অধিকার থাকে, কেন না রৈক্য বাচক্নবী প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যক্তিদিগেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে দেখা গিয়াছে।

ইহার অনুরূপ অন্য একটি বিষয়েও বিশুদ্ধ বুদ্ধির অনুমোদিত তাদৃশ উদার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।

বেদান্তসূত্র। ৪অ, ১পা, ১১সূ।

যে স্থানে ও যে সময়ে মন স্থির হয়, সেই স্থানে ও সেই সময়েই উপাসনা করা বিধেয়; কেননা ব্রহ্মোপাসনায় দেশ-কালাদির বিচার নাই।

বিশ্ব ও বিশ্ব-কারণ সম্বন্ধে যিনি যে কোন মনঃকল্পিত মত উদ্ভাবন করুন না কেন, সংসারের দুঃখ-রাশির পরাক্রম-চিন্তা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না এবং বিশ্ব-বিরাজিত সুখ-দুঃখ-ঘটিত সমস্যা * পূরণেও প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

২। ইহামুত্র ফল-ভোগ-বিরাগ অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-ভোগ-বিরাগ।

৩। শম-দমাদি সাধন-সম্পত্তি অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান অর্থাৎ ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণাদিতে একাগ্রচিত্ততা এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরূপদেশে ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস।

৪। মোক্ষাভিলাষ।

এই চারি সাধনকে সাধন-চতুষ্টয় বলে।—পরমহংস সদানন্দ-কৃত বেদান্তসার।

* যদি পরমেশ্বরের দয়াও অনন্ত এবং শক্তিও অনন্ত হইল, তবে সংসারে দুঃখ থাকে কেন এই সমস্যা।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে * সাংখ্য-পণ্ডিতেরা জগতে ক্লেশ ও জীবের সুখ-দুঃখের ইতর বিশেষ দেখিয়া অন্যান্য অনেক দার্শনিক পণ্ডিতের স্বীকৃত ঈশ্বরীয় স্বরূপের প্রতি নৈর্ঘৃণ্য ও বৈষম্য দোষ অর্পণ করেন। বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা তাহার নিম্ন-লিখিত রূপ প্রত্যুত্তর দিয়া গিয়াছেন।

জীবগণ স্বকৃত কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ফল ভোগ করে, পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, পর জন্মে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব পরমেশ্বর নিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করেন না; তাহাদের সেই সমস্ত সুকৃত-দুষ্কৃতসাপেক্ষ হইয়া কার্য্য করেন, অর্থাৎ তাহারা যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ সুখ-দুঃখ বিতরণ করিয়া থাকেন।

सापेक्षोहीश्वरो विषमां सृष्टिं निर्मिमीते। किमपेक्षत इति चेद्धर्म्माधर्म्मावपेक्षत इति वदामः। अतः सृज्यमानप्राणिधर्म्माधर्म्मापेक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमीश्वरस्यापराधः। ईश्वरस्तु पर्जन्यवद्द्रष्टव्यः यथा हि पर्जन्यो व्रीहियवादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवति व्रीहियवादिवैषम्ये तु तत्तद्बीजगतान्येवासाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति एवमीश्वरो देवमनुष्यादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवतिदेवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येवासाधारणानि कर्म्माणि कारणानि भवन्ति। एवमीश्वरः सापेक्षत्वान्न वैषम्यनैर्घृण्याभ्यां दुष्यति।

শারীরিক ভাষ্য। ২অ, ১পা, ৩৪ সূত্রের ভাষ্য।

ঈশ্বর সাপেক্ষ হইয়াই অসমান সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি বল, কাহার অপেক্ষা করেন? আমরা বলি, ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা করেন। সৃজ্যমান প্রাণি-বর্গের (পূর্ব্ব-কৃত) ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে এই অসমান সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে ঈশ্বরের অপরাধ নাই। ঈশ্বরকে মেঘের ন্যায় দেখিতে হইবে। মেঘ, যেরূপ ব্রীহি-যবাদির পুষ্টি-সাধনের সাধারণ কারণ, আর ব্রীহি-যবাদি সমুদায় যে পরস্পর সমান হয় না, তাহাদের বীজগত শক্তি-ভেদই যেমন তাহার অসাধারণ কারণ, সেইরূপ, ঈশ্বর দেব-মনুষ্যাদি-সৃষ্টির সাধারণ কারণ; আর সেই দেব-মনুষ্যাদির অবস্থা যে সমান হয় না, তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মই তাহার অসাধারণ কারণ।

---

* ২ পৃষ্ঠা দেখ।

এইরূপ সাপেক্ষতা প্রযুক্ত ঈশ্বর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষে দূষিত হইতে পারেন না।

বৈদান্তিকদের বিচার-প্রণালী একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া, সাংখ্যপণ্ডিতেরা এইরূপ প্রত্যুত্তর করিতে পারেন, জীব যে সময়ে প্রথম সৃষ্ট হইল, সে সময়ে তো তাহার পূর্ব্ব-কৃত সুকৃত দুষ্কৃত থাকা কোন রূপেই সম্ভবে না। অতএব উল্লিখিত যুক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বৈদান্তিকেরা বলেন ঈশ্বরও অনাদি, সৃষ্টিও অনাদি। ইহাতে সাংখ্য-পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিতে পারেন, যে বস্তু সৃষ্ট হইল, তাহা আবার অনাদি এ কথাটি সুনির্ম্মল সরল বুদ্ধির গম্য নয়। বিশেষতঃ বৈদান্তিক মতের প্রমাণভূত উপনিষদে স্পষ্টই লিখিত আছে প্রথমে এক মাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, তিনি সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

ফলতঃ অতর্কনীয় বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিলেই বুদ্ধি বিপাক ঘটিয়া উঠে। যে বিষয় অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয়, তাহা জানিতে ও নির্ব্বাচন করিতে গিয়া, মানুষে বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। লোকে পরমেশ্বরকে একটি অসামান্ত মনুষ্যের মত * মনে করিয়া এই বিপদ উপস্থিত করিয়াছে। রোমকরাজ্য-বিনাশের অবিনশ্বর-ইতিহাস-রচয়িতা শ্রীমান্ গিবন্ মুসলমান ধর্ম্মের বিষয়ে যে নিম্নলিখিত কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা প্রধান প্রধান অনেক ধর্ম্মের বিষয়েই তাহা নিয়োজন করিতে পারেন।

"They struggle with the common difficulties, *how* to reconcile the prescience of God with the freedom and responsibility of man; *how* to explain the permission of evil under the reign of infinite power and infinite goodness."

Gibbon, 1820, Vol, IX, Chap. L, p. 263.

পরমার্থ-পরায়ণ ভক্ত লোকের মধ্যেও কেহ লিখিয়াছেন,

"To think that God is, as we can think him to be, is blasphemy."

আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ মনে করিতে পারি, তাঁহাকে সেইরূপ বলিয়া বিবেচনা করিলে, তাঁহার নিন্দা করা হয়।

* মনুষ্যের যেরূপ উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তি আছে, অনেকেই ঈশ্বরকেও সেইরূপ মনোবৃত্তিশালী বলিয়া বিবেচনা করেন।

"A God understood would be no God at all."

ঈশ্বর যদি বুদ্ধি-গম্য হইলেন, তবে তিনি আর ঈশ্বর নন।

উপনিষৎ-কর্ত্তারা সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় এক একবার এ কথা স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন *।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ব্রহ্মবল্লী। ৯ শ্রুতি।

যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়।

যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি, তলবকার ঋষি তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন,

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।

তলবকারোপনিষদ্। ২।

যদি মনে কর, আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপ জানিয়াছি, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্ম-স্বরূপ অল্পই জানিয়াছ।

ফলতঃ অবিজ্ঞেয়-স্বরূপ বিশ্ব-কারণের অতলস্পর্শ স্বরূপ-সাগরের তলস্পর্শ করিতে পারি এরূপ মনে করিতেও নাই। অন্য একজন অনির্ব্বচনীয় বিশ্ব-কারণকে নির্ব্বাচন করিতে গিয়া তদর্থ অপরাধ-মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়াছেন।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

তোমার রূপ নাই, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপ বর্ণন করিয়াছি; বিশ্ব-গুরু! স্তুতি করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের খণ্ডন করিয়াছি; এবং তীর্থ-যাত্রাদি করিয়া তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব-গুণের নিরাকরণ করিয়াছি। অতএব জগদীশ! আমার সেই বিকলতা-নিবন্ধন তিনটি অপরাধ মার্জ্জনা কর।

কিন্তু যদিও বিশ্ব-করণ অজ্ঞেয়-স্বরূপ তাহার সন্দেহ নাই, তথাচ সে বিষয় চিন্তা না করিয়া একেবারে নিরস্ত থাকা উচিত নয়। তাহাতে স্থির-নিশ্চয় হইবার উদ্দেশে যত দূর সাধ্য জানিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। জ্ঞানাচল

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকাংশের ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

আরোহণ করিতে করিতে যখন শিখর-দেশ তিমিরময় কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন দেখিবে, তখন জানিবে আর আরোহণ করিবার অধিকার নাই।

"Man is not born to solve the mystery of Existence; but he must nevertheless attempt it, in order that he may learn how to keep within the limits of the Knowable."

Goethe.

সাকারবাদীরাও সদসৎ পাঁচ কথা বলিতে বলিতে এক একটি অতি প্রধান কথা বলিয়া বসেন এবং কখন কখন বিশ্ব-কারণকে সুস্পষ্টরূপে অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করেন।

কে জানে কালী কেমন। ষড়্‌দর্শনে না পায় দর্শন। * * * প্রসাদ ভাবে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-গমন। আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধোরবে শশী হোয়ে বামন *।

রামপ্রসাদ।

ঈশ্বরের স্বরূপ বাক্যমনের অগোচর, বিশুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে এটি অতীব সহজ কথা। তবে তাঁহার শারীরিক বা মানসিক রূপ কল্পনা করিয়া প্রবীণ বয়সেও বাল্যক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া বল্যামোদে আমোদিত থাকিলে আর উপায় কি?

বেদান্তের কোন কোন সূত্রে † বৌদ্ধধর্ম্মের মত-প্রসঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। ভাষ্যকারেরা ও টীকাকারেরাও স্পষ্টই তাহা লিখিয়া গিয়াছেন।

* রামপ্রসাদ সেন একটি সরল লোক ছিলেন; তাঁহার যখন যেরূপ নিশ্চয় বোধ হইত, সেইরূপ কীর্ত্তন করিতেন। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ প্রধানতম পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এখন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানুষের ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়; লোকে নিজ প্রকৃতি ও অন্য অন্য কারণের বশীভূত হইয়াই কার্য্য করে। যিনি যে অবস্থায় যে কারণে যে কার্য্য করেন, তিনি কিছুতেই তাহা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা হইলে, মানুষে আর অপরাধী হইতে পারে না। রামপ্রসাদ রামপ্রসাদীভাবে ইহার অনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মন গরিবের দোষ কি আছে? তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমন নাচাও তেমনি নাচে। তুমিই ধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম মর্ম্ম-কথা বুঝা গেছে। তুমিই ক্ষিতি, তুমিই জল, ফল ফলাচ্ছ ফলাগাছে। * * * * * প্রসাদ বলে, কর্ম্ম-সূত্র সূত্রর কাটনা কে কেটেছে। মায়াডোরে বেঁধে জীব ক্ষেপা ক্ষেপী খেল খেলেছে (১)।

রামপ্রসাদ।

† বেদান্তসূত্র। ২অ, ২পা, ২৮, ২৯ ও ৩০ সূ ইত্যাদি।

(১) এই গানটি বিশ্ব-প্রকৃতির উদ্দেশে রচিত মনে করিলে, বিশেষ অসঙ্গত বোধ হয় না।

ঐ দর্শন ও স্তায়দর্শনের কোন কোন স্থল * শূন্তবাদীর মত-প্রস্তাব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত হয়। নাগার্জ্জুন যে মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, শূন্ত-বাদটি সেই সম্প্রদায়ের মত †। নাগার্জ্জুন উত্তরদেশীয় বৌদ্ধদিগের মতক্রমে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চারিশত বৎসর পরে এবং দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধদিগের অভি-প্রায়ানুসারে ঐ ঘটনার পাঁচ শত বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন। প্রচলিত মতানুসারে, ঐ বুদ্ধ শাক্য মুনি খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ পাঁচশত তেতাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন। তদনুসারে নাগার্জ্জুন খৃষ্টাব্দের ১৪৩ এক শত তেতাল্লিশ অথবা কেবল ৪৩ তেতাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত থাকিয়া শূন্তবাদ প্রচার করেন বলিতে হয়। কিন্তু শ্রীমান্ ম, মূলরের মতে, বুদ্ধদেব খ্রীষ্টাব্দের ৪৭৭ চারি শত সাতাত্তর বৎসর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন। ইহা হইলে নাগার্জ্জুন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত শূন্তবাদ এবং স্তায় ও বেদান্তসূত্রের উল্লিখিত স্থল সমুদায়কে অধিকতর অপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ব্যাস-কৃত ব্রহ্মসূত্র, বৌধায়ন-কৃত বলিয়া প্রচলিত তদীয় বৃত্তি, শঙ্করাচার্য্য-কৃত শারীরকমীমাংসাভাষ্য ও উপনিষদ্ভাষ্যাদি, আনন্দগিরি-কৃত তদীয় টীকা, অদ্বৈতানন্দ-কৃত ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, অমলানন্দ-কৃত বেদান্তকল্পতরু, বিদ্যানাথ ভট্টাচার্য্য-কৃত বেদান্তকল্পতরুমঞ্জরী, রঙ্গনাথ-কৃত ব্যাসসূত্রবৃত্তি, গোবিন্দানন্দ-কৃত ভাষ্যরত্নপ্রভা, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী-কৃত বেদান্তসূত্র মুক্তাবলী, ভাস্করাচার্য্য-কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ভবদেব মিশ্র-কৃত বেদান্তসূত্রব্যাখ্যাচন্দ্রিকা, ধর্ম্মরাজ দীক্ষিত-কৃত বেদান্তপরিভাষা, সদানন্দ-কৃত বেদান্তসার, রামকৃষ্ণ দীক্ষিত-কৃত বেদান্তশিখামণি, মধুসূদন-কৃত বেদান্তসিদ্ধান্তবিন্দু ও বেদান্তকল্পলতিকা ইত্যাদি অনেকানেক গ্রন্থে বেদান্ত দর্শনের মত বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত রূপ দার্শনিক গ্রন্থকারেরা অনেকেই সতেজ বুদ্ধির সুপুষ্ট বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি তত্ত্বানুসন্ধানের প্রকৃত পথাবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-মার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, তবে বহুকাল পূর্ব্বে ভারত-ভূমিও ইয়ুরোপ-ভূমির স্তায় এ অংশে ভূ-স্বর্গ-পদে অধিরূঢ় হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণের নিশ্চিত উপায় চেষ্টা না করিয়া কেবল আপ-

* স্তায়সূত্র। ৪অ, ১৪ সূ ইত্যাদি।
† এই মতে কোনবস্তুই সত্য নয়; সকলই শূন্ত।

নাদের অনুধ্যান-বলে দুই একটি প্রকৃত মতের সহিত অনেকগুলি মনঃকল্পিত মত উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের একটি পথ-প্রদর্শকের অভাব ছিল। একটি বেকন্—একটি বেকন্—একটি বেকন্ তাঁহাদের আবশ্যক হইয়াছিল। একটি তাদৃশ গুরুর আশ্রয়-বিরহে, তাঁহারা মেঘাচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত নিশীথ সময়ে দুর্গম বনস্থলে পথ-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চিরজীবন পরিভ্রমণ করিয়াছেন। যদি কদাচিৎ এক একবার ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুল্লতা প্রকাশিত হইয়া অন্ধকারের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, পরক্ষণেই আবার ঘোরতর তিমির-রাশি উপস্থিত হইয়া সমুদায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাঁহাদের চিরস্থায়ী সূর্য্য-প্রভা আবশ্যক ছিল। সহস্র সেনাদল সুসজ্জীভূত হউক, সুকৌশলক্রমে ব্যূহ সমুদায় বিরচিত হউক, সুতীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রের তড়িৎ-সমান জ্যোতিঃ-প্রকাশে রণ-স্থল চক্‌মক্ করিতে থাকুক, রণ-পণ্ডিত সেনাপতি না থাকিলে, সে সকলই বিফল ও বিশৃঙ্খল। একটি রণজিৎ—একটি বোনাপার্ত্—একটি ওয়াশিংটন আবশ্যক! ধী-শক্তি অংশে তাদৃশ পরাক্রমশালী, দিগ্বিজয়ী, বীরপুরুষ প্রাপ্ত হইলে, ভারতভূমি অক্লেশে অজ্ঞানের অধিকার হরণ করিয়া বিজ্ঞানকে সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু বুঝি এ জল-বায়ু-মৃত্তিকায় প্রকৃত তত্ত্ব-পথ-প্রদর্শিনী, যুগ-প্রলয়-কারিণী, নবোদ্ভাবিনী, মহীয়সী বুদ্ধি-শক্তির সমুদ্ভাব হওয়া সম্ভব নয়। সে ব্যাপারটি বুঝি ইয়ুরোপেরই কার্য্য। রত্ন-গর্ভা ইয়ুরোপ দুই কালে যেরূপ দুইটি অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছেন, সেরূপ আর কস্মিন্ কালে কুত্রাপি হয় নাই। বেকন্ ও কোম্ত্, দুই ভূ-খণ্ডের * উপর দুই সূর্য্য। ঐ দুইটি পরম পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় শব্দ মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানেরই সংজ্ঞা। ঐ দুইটি নামের উজ্জ্বল মহিমায় বসুন্ধরা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন। ঐ উভয়ের অতি শুভ্র কিরণ-ঘটা বিকীর্ণ হইয়া অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে;—নিশান্ধকারে আচ্ছন্নবৎ অপরিজ্ঞাত বিশ্ব-প্রকৃতির তিমির-পুঞ্জ হরণ করিয়া অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত করিয়াছে, মানব-বুদ্ধির অধিকার-সীমা নির্দ্দেশ করিয়া পরম পরিশুদ্ধ তত্ত্ব-গিরি আরোহণে সুপ্রশস্ত সরল পথ প্রকাশ করিয়াছে, এবং তদবলম্বন পূর্ব্বক সামান্য জল-কণ-সমূহে শত সহস্র মত্ত হস্তীর বল অর্পণ করিয়াছে, সুচঞ্চল বিদ্যুল্লতাকে বশবর্ত্তিনী করিয়া দূত, ভাট ও ধাবকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূর্য্য-কিরণকে সুকৌশলক্রমে অবরুদ্ধ করিয়া সুনিপুণ চিত্রকরের ব্রতে ব্রতী করিয়াছে, বিশাল ভূধর-শ্রেণীকে এক কালের জলধি-

* ইংলণ্ড্ ও ফ্রান্স্ দেশের।

গর্দ্ভ বলিয়া নিঃসংশয়ে পরিচয় দান করিয়াছে ও যেন কি কুহকবলে, অকিঞ্চিৎকর অঙ্গার-খণ্ডকে রাজ-মুকুট-বিরাজিত জগদ্বিখ্যাত কোহিনুরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।—তথাপি, সুপ্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণ! তোমরা পূর্ব্বকালীন বুদ্ধিমান লোকের মধ্যে অগ্রগণ্য। তোমরাই মনুষ্যের বুদ্ধিচালনার পথ প্রদর্শন করিয়াছ। তোমাদের বিচার-প্রণালী ও তাহার ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া বিজ্ঞানবিৎ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা মানবকুলের জ্ঞানাধিকারের চরম সীমা অক্লেশে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা যে কয়েকটি মূল বিষয়ের * তত্ত্বানুসন্ধানে অনুরক্ত ছিলে, তাহা মনুষ্যের জ্ঞেয় বিষয় নয় এবং যে তীর্থ-পর্য্যটনে † প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তাহাও তাঁহার অধিগম্য নয়।

এই ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ-সৃষ্টিকর্ত্তা ‡ স্বীকার করেন নাই। কপিল-কৃত সাঙ্খ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ, পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্ব-স্রষ্টা না বলিয়া বিশ্ব-নির্ম্মাতামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গোতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারও কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসাপণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর সৃষ্টিকর্ত্তার সম্ভাবনা কি?

প্রথমে কিছু ছিল না, কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই বিদ্যমান ছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ সমুদয় জগৎ সৃজন করেন, যাঁহারা কেবল ইহাকেই আস্তিকতাবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে প্রায় সমুদয় ষড়্দর্শনকে নাস্তিকতা-প্রতিপাদক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। উল্লিখিত ষড়্দর্শনের প্রতি অনেকানেক আস্তিক্য-বুদ্ধি ভক্তিমান্ লোকের বিশেষরূপ শ্রদ্ধা আছে। ঐ ছয়ের মধ্যে অধিকাংশই নাস্তিকতাবাদ ও কোন কোনটির মতে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, এ কথা শুনিলে তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া উঠিবেন বোধ হয়।

এই ছয় ব্যতিরেকে আরও কতকগুলি দর্শন-শাস্ত্র বিদ্যমান আছে; তাহার মধ্যেও সমুদয় আস্তিকতাবাদ নয়। চার্ব্বাক তো ঘোর নাস্তিক; না ঈশ্বরই মানেন, না পরকালই স্বীকার করেন।

---

* বিশ্ব-কারণের স্বরূপ, আদিম সৃষ্টি-প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ে।

† মুক্তি প্রভৃতি পারলৌকিক অবস্থার জ্ঞান-লাভে।

‡ প্রথমে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না, তিনিই সমুদায় সৃষ্টি করেন এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা।

न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः।
नव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः॥
अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्।
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविका धातृनिर्म्मिता॥
पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति।
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते॥
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम्।
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्॥
स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः।
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते॥
यावज्जीवेत् सुखं जीवेद्दृणं कृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥
यदि गच्छेत् परं लोकं देहादेष विनिर्गतः।
कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः॥
ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह।
मृतानां प्रेतकार्य्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित्॥
त्रयो वेदस्य कर्त्तारो भण्डधूर्त्तनिशाचराः।
जर्फरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्॥
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्त्तितम्।
भण्डैस्तद्वत् परञ्चैव ग्राह्यजातं प्रकीर्त्तितम्॥
मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम्॥

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ। চার্ব্বাক দর্শন।

স্বর্গও নাই, অপবর্গও নাই, পরলোকে আত্মাও থাকে না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম প্রভৃতির ক্রিয়াও ফলদায়ক হয় না। অগ্নিহোত্র, ঋক্ সামাদি তিন বেদ, ত্রিদণ্ড, গাত্রে ভস্ম-লেপন এ সমুদায় বিধাতা অবোধ কাপুরুষ ব্যক্তিদের জীবনোপায় করিয়া দিয়াছেন। যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু হনন করিলে, সে পশু স্বর্গলাভ করে, তবে যজমান যজ্ঞে নিজ পিতাকে কেন না বধ করেন? শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তিদের তৃপ্তি-লাভ হয়, তবে কেহ বিদেশযাত্রা

করিলে, তাহার সঙ্গে পাথেয় দিবার ফল কি? যদি মর্ত্ত্য-লোকে দান করিলে, স্বর্গস্থিত ব্যক্তিদের তৃপ্তি-লাভ হয়, তবে নিম্নতলে আহার-সামগ্রী দিলে, গৃহের উপরিতলস্থ ব্যক্তিদিগের তৃপ্তি-লাভ হইতে পারে। যত কাল জীবন থাকে, ততকাল সুখে থাকিবে। ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। দেহ ভস্মাবশেষ হইলে, তাহার আর পুনরাগমন কোথায়? যদি জীবাত্মা শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া পরলোক গমন করিতে পারে, তবে বন্ধুগণের স্নেহ-পরবশ হইয়া পুনরাগমন না করে কেন? মৃত ব্যক্তিদের যে প্রেত-ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহা ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় জীবনোপায়ার্থ কল্পনা করিয়াছে; আর কিছুই নয়। ভণ্ড, ধূর্ত্ত, রাক্ষস এই তিনে তিন বেদ রচনা করিয়াছে। জর্ফরী তুর্ফরী প্রভৃতি (অনর্থ) বেদ-বাক্য পণ্ডিতগণের বাক্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ, এই যজ্ঞে যজমান-পত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে এই যে কথা আছে, তাহা এবং অন্যান্য ঐ রূপ গ্রাহ্য বস্তু-সমূহ ভণ্ড লোক কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। মাংস-ভোজন-পক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, তাহাও ঐরূপ নিশাচর কর্ত্তৃক প্রযোজিত হইয়াছে।

যে সময়ে উপনিষদ্ ও দর্শন-চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব ছিল, সে সময়ের মধ্যে কাল-বাদ স্বভাববাদ প্রভৃতি আর কতকগুলি মত প্রবর্ত্তিত হয়। সে সমুদায়ও এক একরূপ নাস্তিকতাবাদ।

কালঃ স্বভাবোনিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ১। ২।

কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূত-সমূহ ও পুরুষ জগৎ-কারণ বলিয়া চিন্তিত হইয়া থাকে।

অপরে স্বভাবকারণিকা ব্রুবতে। কেন শুক্লীকৃতা
হংসা ময়ূরাঃ কেন চিত্রিতাঃ। স্বভাবেনৈবেতি।

সাংখ্যকারিকা। ৬১। গৌড়পাদ-কৃত ভাষ্য।

অন্য অন্য লোকে স্বভাবকে সৃষ্টির কারণ বলে। কে হংসকে শুক্লবর্ণ করিয়াছে? কেই বা ময়ূরকে চিত্রিত করিয়াছে?—স্বভাবই করিয়াছে।

কেষাঞ্চিৎ কালঃ কারণমিত্যুক্তং চ
কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে জগৎ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥

সাংখ্যকারিকা। ৬১। গৌড়পাদকৃত ভাষ্য।

কেহ কেহ কালকেও জগতের কারণ বলিয়া গিয়াছেন। কাল পঞ্চভূত-স্বরূপ; কাল জগতের সংহার-কারণ; সকলে নিদ্রিত হইলে, কাল জাগরিত থাকেন। কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।*

পূর্ব্বকালে গ্রীস্ দেশেও কতকগুলি দর্শন-শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার সহিত ভারতবর্ষীয় দর্শনের সৌসাদৃশ্যের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই কিছু কিছু সূচিত হইয়াছে †। ফলতঃ ঐ উভয় প্রকার দর্শন ঐক্য করিয়া দেখিলে, অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। বিশ্ব-কারণ, বিশ্ব-সৃজন, সৃষ্টি ও প্রলয় পরম্পরা, নিয়তি, জড় পদার্থের নিত্যতা, উহার সহিত মনের সম্বন্ধ, পরমাণু-বাদ, পরমেশ্বর স্বতন্ত্র, তাঁহা হইতে জড় ও জীবাত্মার উৎপত্তি, পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয়-প্রাপ্তি এই সমস্ত বিষয় হিন্দু ও গ্রীক্ উভয় জাতির বিভিন্ন দর্শনে উত্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে। একটি প্রধান বিষয়ে গোতমের সহিত গ্রীক্ পণ্ডিত এরিস্টটলের মত-সাদৃশ্য পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার দর্শনে এবং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে জল মৃত্তিকাদি মহাভূত ইন্দ্রিয়, জীব, কাল, দিক্ এই সমস্ত বিষয় বিচারিত হইয়াছে।

অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এই সাংখ্য মতটি এরিস্টট্ল্ ও লিউক্রিশিয়স্ প্রভৃতি অনেকানেক গ্রীক্ ও রোমক দার্শনিক পণ্ডিত স্বীকার করিতেন। প্লেটো, এরিস্টট্ল্, থেলিজ্, ডায়জিনিজ্, লিউক্রিশিয়স্, এনেক্সিমিনিজ্, হেরাক্লাইটস্, হিসিয়ড্, আনেক্সিমেণ্ডর্, এম্পেডোক্লিজ্, পার্ম্মেনাইডিজ্, ইহাঁরা সকলেই কপিল, গোতম ও কণাদাদির ন্যায় একটি

---

* এই সমস্ত দর্শন ব্যতিরেকে, এই পুস্তকে বর্ণিত বা বর্ণনীয় কোন কোন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নব্য দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে; যেমন রামানুজ দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য) দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, শৈব দর্শন, রসেশ্বর দর্শন, নকুলীশপাশুপত দর্শন ও আর্হত দর্শন। রামানুজ দর্শন ও পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন বিষ্ণু-প্রধান। প্রত্যভিজ্ঞা, শৈব, রসেশ্বর ও নকুলীশপাশুপত দর্শন শিব-প্রধান। এই সমুদায় দর্শনের মত রামানুজ, মধ্বাচারী, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিবরণ-মধ্যে কিয়দংশ লিখিত হইয়াছে ও পশ্চাৎ কতক হইবার সম্ভাবনাও আছে। কোন দর্শনের (১) মতে বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে অঙ্গ-বিশেষে তপ্ত মুদ্রা গ্রহণ করা এবং অপর কোন দর্শনের (২) মতে মহাদেবের উপাসনার্থ শরীরে ভস্ম-লেপন, ভস্ম-শয্যায় শয়ন, হ হ হা-করিয়া হাস্য, ষাঁড়ের ন্যায় বিকট চীৎকার ও সুন্দরী স্ত্রীলোক দর্শনে কামাতুরের ন্যায় ভাব প্রদর্শন ও তাদৃশ অন্যান্য অনেক রূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। রসেশ্বর দর্শনের মতে পারদই পরমেশ্বর ও সংসার-সমুদ্রের পার-কর্ত্তা। এই সমুদায়ও মানুষের বুদ্ধি-নিষ্পন্ন দর্শন শাস্ত্র। আর্হত দর্শন জৈনাদি-মত-প্রতিপাদক।

† ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠা দেখ।

(১) রামানুজ দর্শনের। (২) নকুলীশপাশুপত দর্শনের।

অনাদি উপাদান-কারণ অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। ইলিয়েটিক্ নামক সম্প্রদায়ীরা সৃষ্টি বিষয়ে বৈদান্তিক মতের অনুরূপ একটি অভিপ্রায় প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারা বলিতেন, জগৎই ঈশ্বর, ঈশ্বরই জগৎ।

ভারতবর্ষীয় দার্শনিকেরা জীবের দুইটি শরীর স্বীকার করেন; স্থূলশরীর ও সূক্ষ্ম-শরীর। স্থূল-শরীর নষ্ট হইলে, জীবাত্মা সূক্ষ্ম-শরীর লইয়া যোনি-ভ্রমণ করেন। প্লেটো ও অন্যান্য গ্রীক্ ও রোমক দার্শনিকেরা তদনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যান। তাঁহারাও বলেন, মৃত্যুর পরে জীবাত্মা একটি সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া বিচরণ করিতে থাকে।

গ্রীস্ দেশীয় পিথাগোরসের মত-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, হিন্দুশাস্ত্রই অধ্যয়ন করিতেছি বোধ হয়। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, জীবের বহুতর যোনি-ভ্রমণ ও স্বকৃত কর্ম্মের ফল-ভোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরেতে লয়-প্রাপ্তি, দেব ও মনুষ্য ভিন্ন অন্তরীক্ষস্থ অন্য অন্য নানা প্রকার জীব-যোনির অস্তিত্ব, মন ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বত্র ব্যাপী, জীবকে দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেব-স্বরূপে মিলিত করা দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, গুপ্ত মন্ত্রদীক্ষা, দীর্ঘ-কাল-ব্রহ্মচর্য্য, আমিষ ভক্ষণে অশ্রদ্ধা, বৃথামাংস-ভোজনের অবৈধতা, শিষ্যদের প্রতি বৃক্ষাদি ছেদন ও তাহাতে আঘাত প্রতিষেধ এই সমস্ত মত ও অভিপ্রায় পিথাগোরস্ স্বদেশে প্রচার করেন। তাঁহার সম্প্রদায়ীরা ও বিশেষত ওসেলস্ নামক গ্রীক্ পণ্ডিত বিশ্ব-সংসার তিন ভাগে বিভক্ত করেন; পৃথিবী, স্বর্গ ও ঐ উভয়ের মধ্য-স্থল। এই তিনটি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" অর্থাৎ ভূলোক, স্বর্গলোক ও অন্তরীক্ষ বই আর কিছুই নয়। প্লেটোও পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটি মত ব্যতিরেকে যোনি-ভ্রমণের বিষয়ও বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান। লোকে মরণোত্তর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহ জন্ম-কৃত নিজ নিজ শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, তিনি কেবল এই সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া নিরস্ত হন নাই; হিন্দুশাস্ত্রের অনুরূপ এইরূপ বিধান করেন যে, তাহারা আপন আপন অজ্ঞান ও অধর্ম্মের তারতম্যানুসারে পশু, পক্ষী, মৎস্যাদি বিশেষ বিশেষ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত যে ভারতবর্ষীয় মত ইহা প্রসিদ্ধই আছে।*

* এস্থলে যে সমস্ত গ্রীক্-মতের নামোল্লেখ মাত্র করা হইল, Enfield's History of Philosophy, Stanley's School of Philosophy, Lewe's Biographical History of Philosophy এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যাইবে।

নানা অংশে হিন্দু ও গ্রীক্ দর্শনের পরস্পর এরূপ অভেদ ভাব বিনা কারণে সহসা সংঘটিত হইয়াছে, ইহা মনে করা সুকঠিন। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা গ্রীকদের নিকট ঐ সকল বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ ও সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত, গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দের নিকট দর্শন বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহাই অনেকে যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। পিথাগোরস্ স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, এইরূপ একটি প্রবাদও বহুকালাবধি প্রচলিত আছে।

That the Hindus derived any of their philosophical ideas from the Greeks seems very improbable ; and if there is any borrowing in the case, the latter were most probably indebted to the former.

H. H. Wilson.

The Indians were in this instance teachers rather than learners.

H. T. Colebrooke *

উপনিষদ্ ও দর্শন-শাস্ত্রে যেরূপ জ্ঞান-প্রকরণ ও যোগ-বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তত্ত্বপথাবলম্বী অল্প লোকেই এবং বিশেষতঃ তাদৃশ উদাসীন ব্যক্তিরাই তাহা সাধন করিতে সমর্থ হন। সাধারণ লোকে কোন না কোন প্রকার সাকার দেবতার উপাসনা ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছে। অতি প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত ভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে †। পরে অনতিপ্রাচীন পৌরাণিক ধর্ম্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও তদীয় শক্তিগণের আরাধনাই সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া প্রচারিত হয়। ঐ পূর্ব্বকালীন বৈদিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালের অব্যবহিত পরেই যে উক্তরূপ পৌরাণিক ধর্ম্ম একবারেই প্রবর্ত্তিত হয়, এমন নয়। ঐ উভয়ের মধ্যস্থলে হিন্দুধর্ম্মের আর একরূপ

* H. H. Wilson's preface to the Sànkhya Kàriká, 1837, p. IX ; H. T. Colebrooke's article in the Transactions of the Royal Asiatic Society, 1827, Vol. I. p. 579 ; H. M. Elphinstone's History of India, 1866, pp. 137-138 ; M. William's Indian Wisdom, pp. 68, 72 and 73 ইত্যাদি দেখ।

† এই পুস্তকের প্রথমভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় ঐ অবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অবস্থায় ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র।

যে সময়ে মনুসংহিতা রচিত ও সঙ্কলিত হয়, সে সময়ের মধ্যে হিন্দুরা হিমালয় ও বিন্ধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত সমুদয় স্থান অধিকার পূর্ব্বক গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া উপনিবেশ করিয়াছেন *, হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণে ও নানাবিধ বর্ণসঙ্করে বিভক্ত হইয়াছে †, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন প্রধান জাতির মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, ভৈক্ষুক এই চারি আশ্রম ও ঐ সমস্ত বর্ণ ও বর্ণসঙ্করের অবলম্বিত নানাপ্রকার জীবন-বৃত্তি সুপ্রণালীক্রমে চলিয়া গিয়াছে, এবং তন্মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা সমুদ্র-যাত্রাদি অবলম্বন ও দূর দূরান্তর গমন পূর্ব্বক বিভিন্নদেশী ও বিভিন্নভাষী নানাজাতীয় লোকের সহিত বিস্তৃত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ‡

সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥

মনুসংহিতা। ৯। ৩৩১ ও ৩৩২।

বৈশ্যেরা দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশের গুণাগুণ, পণ্য দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা লাভালাভের বিষয়, পশুদিগের উৎকর্ষ-সাধন, ভৃত্যদের ভৃতি, বিবিধ প্রকার ভাষা, দ্রব্যের স্থান-যোগ অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য কিরূপে স্থাপন করিলে বহুকাল থাকে তদ্বিষয়, ও ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অবগত হইবে।

সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥

মনুসংহিতা। ৮। ১৫৭।

---

* মনুসংহিতা। ২। ১৭—২৩।

† বেদসংহিতার প্রাচীনতম ভাগে যে বর্ণ-বিচার-ব্যবস্থার সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হয় না, মনুসংহিতা-রচনার সময়ে তাহা এরূপ প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল যে, সেই ব্যবস্থাটি ব্রহ্মার কৃত বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারিয়াছে।

‡ মনুসংহিতা। ১, ২, ৬, ৯ ও ১০।

সমুদ্র-গমন বিষয়ে নিপুণ এবং দেশ, কাল ও লাভালাভদর্শী বণিকেরা ভাড়ার বিষয়ে যে ব্যবস্থা দেন, তাহাই প্রমাণ।

কিন্তু সে সময়ে যে বর্ণ যত প্রবল হউক না কেন, ব্রাহ্মণের মহিমা ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব একবারে গগন স্পর্শ করিয়াছিল। এমন কি সে বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলে, মনুসংহিতাখানি কোন স্বজাতি-পক্ষপাতী সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের সঙ্কলিত বলিয়া স্বতঃই প্রতীয়মান হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

মনুসংহিতা। ১। ৯৯।

ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলের অধিপতি হন। তিনি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর; কেননা তিনি ধর্ম্মরূপ ধনাগার রক্ষা করেন।

লোকানন্যান্ সৃজেয়ুর্যে লোকপালাংশ্চ কোপিতাঃ।
দেবান্ কুর্য্যুরদেবাংশ্চ কঃ ক্ষিণ্বংস্তান্ সমৃধ্নুয়াত্॥

মনুসংহিতা। ৯। ৩১৫

যাঁহারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা রুষ্ট হইলে অন্য অন্য জীব-লোক ও লোকপাল সৃজন করিতে পারেন, এবং দেবগণকেও অভিসম্পাত করিয়া অদেব অর্থাৎ মনুষ্যাদি নিকৃষ্ট জীব করিতে পারেন। কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিয়া সমৃদ্ধি-শালী হইতে পারে?

এইরূপ ভূরি ভূরি বচনে ব্রাহ্মণের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে *। অন্যে যদি ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ করিত, তাহা হইলে তাহার আর শাস্তির সীমা থাকিত না। কোন অপরাধে হস্ত-চ্ছেদন, কোন অপরাধে বা পদ-চ্ছেদন, কোন অপরাধে বা মুখে ও কর্ণ-যুগলে তপ্ত তৈল-ক্ষেপণ এবং কোন অপরাধে বা রজ্জু-বিশেষে বন্ধন করিয়া দগ্ধ করা হইত †। পরকালে তো তাহার আর আর নিস্তার থাকে না, এইরূপ লিখিত আছে ‡।

যে সময়ে গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম ও উপনয়নাদি সংস্কার, উপনয়ন-কালে প্রণব ও গায়ত্র্যুপদেশ-গ্রহণ, ব্রাহ্মণাদির নিজ গৃহে অগ্নি-স্থাপন, প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যা

* মনুসংহিতা। ১ অ, ৯৮; ১ অ, ১০০; ৮ অ, ৩৮০; ৯ অ, ৩১৭ ইত্যাদি শ্লোক দেখ।
† মনুসংহিতা। ৮। ২৭২, ২৮৩, ৩২৫, ৩৭৭ ইত্যাদি।
‡ মনুসংহিতা। ১১। ২০৬ ও ২০৭।

এবং প্রতিদিন দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञञ्च सर्व्वदा।
नृयज्ञं पितृयज्ञञ्च यथाशक्ति न हापयेत्॥

মনুসংহিতা। ৪। ২১।

ঋষিযজ্ঞ *, দেবযজ্ঞ †, ভূতযজ্ঞ ‡, নৃযজ্ঞ §, পিতৃযজ্ঞ ¶ এই পঞ্চযজ্ঞ পার্য্যমাণে কখন পরিত্যাগ করিবে না।

সে সময়ে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, পৈশাচ, রাক্ষস এই আট প্রকার বিবাহ, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর উদ্বাহ-সম্বন্ধ অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা গ্রহণ এবং বিধবা-বিবাহ ও বিধবা-জাত পুত্রের বিধি-বিহিত পুত্রত্ব স্বীকার প্রচলিত ছিল।

आच्छाद्य चार्च्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयम्।
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्म्मः प्रकीर्त्तितः॥
यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म्म कुर्व्वते।
अलङ्कृत्य सुतादानं दैवं धर्म्मं प्रचक्षते॥
एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्म्मतः।
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्म्मः स उच्यते॥
सहोभौ चरतां धर्म्ममिति वाचानुभाष्य च।
कन्याप्रदानमभ्यर्च्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः॥
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः।
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म्म उच्यते॥
इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च।
गान्धर्व्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः॥

---

* অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনা।
† অর্থাৎ দেবোদ্দেশে অগ্নিতে হোম।
‡ অর্থাৎ ভূতগণের উদ্দেশে বলি-প্রদান।
§ অর্থাৎ অতিথি-সেবা।
¶ অর্থাৎ অন্ন জলাদি দ্বারা পিতৃ-লোকের তর্পণ।

হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

মনুসংহিতা। ৩। ২৭—৩৪।

সদাচারী সুপণ্ডিত পাত্রকে আহ্বান করিয়া ও কন্যা-পাত্র উভয়কে বিধি-বিহিত বস্ত্র পরিধান করাইয়া সেই পাত্রকে কন্যা দান করা হয়; ইহাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। যে পাত্র আরব্ধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেছে, সেই পাত্রে অলঙ্কার-ভূষিতা কন্যা-দান করাকে দৈব বিবাহ বলে। ধর্ম্ম-সাধনার্থ পাত্রের নিকট হইতে এক বা দুই গো মিথুন অর্থাৎ এক একটি বা দুই দুইটি বৃষ ও গাভী উভয়ই গ্রহণ করিয়া যথাবিধি কন্যা-দান করাকে আর্ষ বিবাহ বলে। উভয়ে একসঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর এই কথা বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক কন্যা-দান করাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। কন্যাকে ও কন্যার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে যথাশক্তি ধন-দান পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে কন্যা গ্রহণ করাকে আসুর বিবাহ বলে। পরস্পরের ইচ্ছা ও কামানু-রাগ-বশতঃ সম্ভোগার্থ বর-কন্যার পরস্পর মিলনকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিয়া জানিবে। যে বিধানক্রমে লোকে কন্যা-পক্ষীয়দিগকে ছেদ, ভেদ ও বিনাশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমানা কন্যাকে বল দ্বারা গৃহ হইতে হরণ করিয়া আনে, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। যদি কোন কন্যা শয়ন করিয়া থাকে অথবা মদিরামত্ত বা প্রমত্ত হয়, আর কোন ব্যক্তি সেই সময়ে গুপ্ত ভাবে তাহার সংসর্গ করে, তাহা হইলে সেই বিবাহকে পৈশাচ বিবাহ বলে। সেই অষ্টম প্রকার পাপময় বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধম বিবাহ।

পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহ নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বলপূর্ব্বক স্ত্রীসম্ভোগ যে বিবাহ-সংস্কারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, ইহা এক্ষণকার লোকের পক্ষে সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥

মনুসংহিতা। ৩। ১২ ও ১৩।

দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের পক্ষে অগ্রে নিজ বর্ণেতেই বিবাহ করা প্রশস্ত। কিন্তু পরে যাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা অনুলোম ক্রমে পশ্চাল্লিখিত নিয়মানুসারে বর্ণান্তরের কন্যা গ্রহণ করিবেন। শূদ্র-কন্যা শূদ্রের, শূদ্র ও বৈশ্যকন্যা বৈশ্যের, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়-কন্যা ক্ষত্রিয়ের, এবং শূদ্র, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-কন্যা ব্রাহ্মণের ভার্য্যা হইতে পারে।

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥
যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেদাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥

মনুসংহিতা। ৯। ৬৯ ও ৭০

যে কন্যার বাগ্দান হইলে, বিবাহের পূর্ব্বে তদীয় পতির মৃত্যু হয়, তাহার দেবর এই বিধান ক্রমে তাহাকে পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণ করিবে। শুক্ল-বস্ত্র-পরিধানা ও কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারিণী সেই কন্যার যাবৎ সন্তান না জন্মে, তাবৎ তাহার দেবর যথাবিধি বিবাহ করিয়া প্রত্যেক ঋতু-কালে এক একবার তাহার সহিত নির্জ্জনে সহবাস করিবে।

যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ॥

মনুসংহিতা। ৯। ১৬৭।

স্বামী যদি নপুংসক, বন্ধ্য, বা মৃত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র-বিধান ক্রমে, অন্য পুরুষ সংসর্গে গুরুজনের নিয়োগানুসারে তাহার ভার্য্যার যে পুত্র জন্মে, তাহাকে স্মৃতিকারেরা ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্॥

মনুসংহিতা। ৯। ১৭২

অবিবাহিতা কন্যা পিতৃ গৃহে থাকিতে গুপ্তভাবে পুরুষ-সংসর্গে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে কানীন পুত্র কহে।

या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती।
वोढुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते॥

মনুসংহিতা। ৯। ১৭৩।

যে ব্যক্তি জ্ঞাত-গর্ভা বা অজ্ঞাত-গর্ভা কোন স্ত্রীলোকের পাণি-গ্রহণ করে, সেই গর্ভ-জাত পুত্র সেই ব্যক্তির সহোঢ় পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়।

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया।
उत्पादयेत् पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते॥

মনুসংহিতা। ৯। ১৭৫।

যে স্ত্রীলোক বিধবা বা পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, সে যদি স্বেচ্ছানুসারে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রকে পৌনর্ভব বলে।

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा।
पौनर्भवेण भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति॥

মনুসংহিতা। ৯। ১৭৬।

সেই স্ত্রীলোক যদি পুরুষ-সংসর্গ না ঘটিতে অন্য ব্যক্তিকে অবলম্বন করে অথবা পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ব্যক্তির সহিত সহবাস করিয়া পুনর্ব্বার নিজ পতির নিকট প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বা সেই পতির সহিত তাহার পুনরায় উদ্বাহ-সংস্কার আবশ্যক।

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्।
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्म्मो व्यवस्थितः॥

মনুসংহিতা। ৯। ১৭৯।

নিজ দাসীর অথবা দাস-সম্বন্ধীয় কোন স্ত্রীলোকের সংসর্গে যদি কোন শূদ্রের পুত্রোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র নিজ পিতার আজ্ঞানুসারে তাহার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভ-জাত পুত্রের সহিত সমান ধনাধিকারী হইবে।

উদ্বাহ-সংক্রান্ত আর একটি বিষয়ও লেখা আবশ্যক হইতেছে। পূর্ব্বকালে এক্ষণকার মত বাল্য-বিবাহের রীতিও সচরাচর প্রচলিত ছিল না। ব্রাহ্মণের পক্ষে অষ্টম অবধি ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একাদশ

অবধি দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের পক্ষে দ্বাদশ অবধি চতুর্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল নিরূপিত ছিল *। তাঁহারা ঐরূপ বয়সে উপনয়ন-সংস্কারসম্পন্ন হইয়া গুরু-গৃহে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন; তথায় ছত্রিশ, অষ্টাদশ অথবা নয় বৎসর অধিবাসপূর্ব্বক পাঠ সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন † এবং পরে ইচ্ছানুসারে যথাবিধানে দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেন। এরূপ হইলে, তখন পুরুষদের এখনকার মত দশম বা দ্বাদশ বর্ষে অথবা তাদৃশ অল্প বয়সে উদ্বাহরূপ লৌহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সংসার-ভারে ভারাক্রান্ত হওয়া সম্ভবই ছিল না বলিতে হয়।

সে সময়ে এক্ষণকার মত স্ত্রীলোকেরও বাল্য-বিবাহ যে আবশ্যক ছিল না, গান্ধর্ব্ব ও স্বয়ম্বর-বিবাহাদির ব্যবস্থায় সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। একটি বচনে লিখিত আছে, কন্যা ঋতুমতী হইয়া চিরজীবন পিতৃ-গৃহে বাস করিবে সেও ভাল, তথাচ তাহাকে নির্গুণ পাত্রে দান করিবে না।

কামমামরণাত্তিষ্টেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনুসংহিতা। ৯। ৮৯।

কন্যা ঋতুমতী হইয়া যাবজ্জীবন পিতৃ-গৃহে বাস করে সেও ভাল, তথাচ তাহারে গুণ-হীন পাত্রে সম্প্রদান করিবে না।

সে সময়ের হিন্দু-সমাজ সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ ছিল না সত্য বটে, কিন্তু কোন কোন অংশে এক্ষণকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। উহার কি অধোগতিই হইয়া আসিয়াছে! এখন বিধবা-বিবাহ রহিত, অসবর্ণ-বিবাহ রহিত, গান্ধর্ব্ব-বিবাহ রহিত, স্বয়ম্বর-বিবাহ রহিত, বাল্য-বিবাহের ‡ প্রাদুর্ভাব, ও কৌলীন্য-প্রথার পৈশাচী কাণ্ড! ফলতঃ ঐ পুরাতন সমাজটি ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া এমন পচিয়া উঠিয়াছে যে, চতুর্দ্দিকে তাহার দুর্গন্ধে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না।

---

* মনুসংহিতা। ২। ৩৬ ও ৩৮।

† মনুসংহিতা। ৩। ১।

‡ কলিকাতার দক্ষিণে কোন স্থানে বর্ণ-বিশেষের সদ্যঃপ্রসূত শিশুর বিবাহের বিষয় প্রস্তাবিত এবং দুই তিন মাসের বালক বালিকার উদ্বাহ-সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের আতিশয্য ঘটিলে, তাহা উপহাস-স্থল হইয়া হাস্যোদয় করিতে থাকে। অতএব পাঠকগণ, এখন এই বিষয়-সূচক ইতিবৃত্তের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কথাটি পাঠ করিয়া কিছু হাস্য করিতে থাকুন। সন্তান গর্ভে থাকিতেই তাহার পিতা মাতা অন্য শিশুর পিতা মাতাকে কহিয়া থাকেন, এবার আমার কন্যা হইলে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। কি ঘৃণা ও কি লজ্জার বিষয়!—এখন হাস্য দূরে গিয়া অনর্গল অশ্রু-পাত উপস্থিত হইল।

হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ অবস্থায় মদ্য-পান ও গো-মাংসাদি নানাবিধ মাংসভোজন সচরাচর প্রচলিত ছিল।

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

মনুসংহিতা। ৫। ৫৬।

মাংস-ভোজন, মদ্য-পান ও স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গে দোষ নাই। এই সকল বিষয়ে প্রাণীদিগের স্বভাব-সিদ্ধ প্রবৃত্তিই আছে, কিন্তু নিবৃত্ত হইতে পারিলে মহাফল জন্মে।

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥

মনুসংহিতা। ৫। ৪১।

মধুপর্কে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে, পিতৃ-কৃত্যে ও দৈব-কর্ম্মে পশু বধ করা বিধেয়, কিন্তু অন্য স্থলে নয়, এই কথা মনু বলিয়াছেন।

পূর্ব্বে মধুপর্কে অতিথিকে গোমাংস দান করিবার রীতি ছিল। প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অনেকানেক গ্রন্থে এবিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত অতিথির অন্য একটি নাম গোঘ্ন অর্থাৎ গোহত্যাকারী। ভবভূতি এক স্থলে এবিষয়টি অতীব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

সমাংসো মধুপর্কঃ ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়াভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্ব্বপন্তি গৃহমেধিন ইতি হি ধর্ম্ম-সূত্রকারাঃ সমাদিশন্তি।

উত্তরচরিত, চতুর্থ অঙ্ক।

"সমাংসোমধুপর্কঃ" এই বেদ-বাক্যে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া গৃহস্থ লোকে বেদজ্ঞ অতিথিকে একটি নই-বাছুর বা বড় বৃষ অথবা বৃহৎছাগল প্রদান করে; ধর্ম্মসূত্ররচয়িতা পণ্ডিতেরা এই ব্যবস্থা দেন। *

ফলতঃ আমাদের ঋষি-মুনি প্রভৃতি সকলেই গো-খাদক ছিলেন তাঁহারা

* এদিকে আবার গো-বধে গুরুতর পাপ ও তাহার সুকঠিন প্রায়শ্চিত্তের বিষয় লিখিত হইয়াছে।—(মনুসংহিতা। ১১। ১০৮—১১৭।) অতএব মনুসংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ও ভিন্ন ভিন্ন মতের বচন সমুদয় একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে বলিতে হয়।

সন্দেহ নাই! সে বিষয়ে পাদ্রি উইল্‌সন্‌ ও শেখ অলিউল্লার সহিত ঋষিরাজ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কিছুমাত্র প্রভেদ দেখা যায় না।

তদ্ভিন্ন, সে সময়ে ছাগ, নানাপ্রকার মৃগ, শশারু, কূর্ম্ম, গণ্ডার, মেষ, বহুপ্রকার পক্ষী, শূকর ও মহিষের মাংস-ভোজন প্রচলিত ছিল। মহিষ-ভক্ষণটি বৈদিক ব্যবহার বোধ হয় *। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উল্লিখিত মাংস সমুদায় দ্বারা পিতৃ-লোকের তৃপ্তি-সাধন করিবার বিশেষরূপ ব্যবস্থা আছে †।

মনুসংহিতায় পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বপ্রধান পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এমন কি দ্বিজগণ অন্য অন্য সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

सर्व्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्।
तद्ध्यग्र्यं सर्व्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः॥

মনুসংহিতা। ১২। ৮৫।

এই সমুদায়ের মধ্যে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কেননা আত্মবিদ্যাই সকল বিদ্যার প্রধান; তাহা হইতে মুক্তি লাভ হয়।

यथोक्तान्यपि कर्म्माणि परिहाय द्विजोत्तमः।
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान्॥

মনুসংহিতা। ১২। ৯২।

দ্বিজবরেরা শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে যত্নবান হইবেন।

जप्येनैव तु संसिध्येत् ब्राह्मणोनात्र संशयः।
कुर्य्यादन्यन्न वा कुर्य्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते॥

মনুসংহিতা। ২। ৮৭।

প্রণবাদি জপ করিলেই ব্রাহ্মণের সিদ্ধি-লাভ হয় ইহাতে সংশয় নাই। তিনি অন্য কর্ম্ম করুন, বা নাই করুন, সর্ব্বপ্রাণীর মিত্র হইয়া পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে।

---

* ঋগ্বেদসংহিতায় দেবগণের মহিষ মাংস রন্ধন ও ভোজনের বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত আছে। (৮ম, ১২ সূ, ৮ ঋ ও ৬৬ সূ ১০ ঋ)। তাঁহারা উহা ভক্ষণ করিলে, তদীয় উপাসকেরা কেননা প্রসাদ গ্রহণ করিবেন? বিশেষতঃ যখন মনুসংহিতায় তদ্দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি-সাধন করিবার ব্যবস্থা আছে, তখন পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজে তাহা প্রচলিত ছিল ইহা অক্লেশেই মনে করিতে পারা যায়।

† মনুসংহিতা। ৩। ২৬৮—২৭২।

মনুসংহিতায় সাংখ্য ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু শ্লোক-বিশেষে ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত মত ও অভিপ্রায় প্রচলিত থাকিবার সুস্পষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। বচন-বিশেষে ব্যবহৃত অব্যক্ত, অহঙ্কার, মহৎ, ত্রিগুণ প্রভৃতি সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দ ও প্রত্যক্ষ অনুমানাদি তিন প্রকার সাংখ্য-প্রমাণের উল্লেখে ঐ শাস্ত্র-প্রচারের পরিচয় দিতেছে *। এমন কি মনুসংহিতার সৃষ্টি-প্রণালী অনেকাংশে সাংখ্য শাস্ত্রের অনুরূপ †।

শ্লোক-বিশেষে আন্বিক্ষিকী ও আত্মবিদ্যা ‡ অর্থাৎ ন্যায় শাস্ত্র ও ব্রহ্ম-বিদ্যা এবং হৈতুক ¶ ও তর্কি নামে দুই প্রকার ধর্ম্ম-মীমাংসক পণ্ডিতের নাম উল্লিখিত আছে §। কুল্লূকভট্ট এই শেষোক্ত দুইটি পদ ন্যায়জ্ঞ ও মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে, মনুসংহিতা রচনার সময়ে বৌদ্ধাদি নাস্তিক সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল।

পাষণ্ডিনো বেদবাহ্যব্রতলিঙ্গধারিণঃ শাক্যভিক্ষুক্ষপণকাদয়ঃ।

মনুসংহিতা। ৪ অ। ৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

পাষণ্ডী শব্দের অর্থ বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-চিহ্নধারী অর্থাৎ শাক্য, ভিক্ষু, ও ক্ষপণকাদি ‖।

* মনুসংহিতা। ১ অ। ৬, ১৪, ১৫ ও ১৬ শ্লোক এবং ১২ অ। ১০৫ শ্লোক দেখ।

† বেদান্তের মতে, পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ। সাংখ্য-শাস্ত্রানুসারে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত প্রভৃতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। এই দুইটি মত একত্র মিলিত হইলে যেরূপ হয়, মনুসংহিতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-বর্ণন প্রায় সেইরূপ।

‡ মনুসংহিতা। ৭ অ। ৪৩ শ্লোক।

¶ স্থলান্তরে আবার হৈতুকদের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করা হইয়াছে।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

মনুসংহিতা। ২ অ। ১১ শ্লোক।

যে ব্যক্তি হেতু-শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রুতি ও স্মৃতির অবমাননা করে, সেই বেদ-নিন্দক নাস্তিককে সাধু-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

§ মনুসংহিতা। ১২ অ। ১১১ শ্লোক।

‖ এই তিনই বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। ঐ মত-প্রবর্ত্তক বুদ্ধের নাম শাক্য। মনুসংহিতার অন্যান্য স্থলেও বেদ-বিরোধী কুতর্কী লোকের প্রতি কটাক্ষপাত আছে(১); তাহারও কিয়দংশ বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক হওয়া সম্ভব। বুদ্ধ খৃ, পু, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাণত্যাগ করেন। অতএব কুল্লুকভট্টের উল্লিখিত ব্যাখ্যানুসারে মনুসংহিতা ঐ সময়ের পরে রচিত বা সঙ্কলিত বলিতে হয়। ফলতঃ ঐ সংহিতাখানি তদপেক্ষা অধিক প্রাচীন বোধ হয় না। উহা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ একরূপ পুরাতন, তদীয় অবস্থা অনেকাংশে উন্নত, আর্য্যভূমিতে

(১) যেমন। ১২অ। ৯৫ শ্লোক।

হিন্দুধর্ম্মের উল্লিখিত অবস্থায় যেমন বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক ব্যবহারের প্রচার ছিল, সেইরূপ আবার পৌরাণিক অথবা ইদানীন্তন ধর্ম্ম ও ব্যবহারেরও

সভ্যতা-সুলভ দোষ সমুদয় পরিব্যাপ্ত এবং বহু-কাল-ব্যাপী বুদ্ধি-চালনার ফল-স্বরূপ ন্যায় সাংখ্যাদি দার্শনিক মতও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ একটি অতি প্রাচীন বৈদিক প্রথা (১)। মনুসংহিতা-রচনার পূর্ব্বে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐ সংহিতা যদি সমধিক প্রাচীন হইত ও সে সময়ে যদি ঐ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত বিবাহ-ব্যবস্থা ও পুত্রোৎপাদন-প্রকরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকিতই থাকিত। কিন্তু যখন মনুসংহিতায় বিন্ধ্যাচল আর্য্যকুলের আবাস-ভূমির দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে (২), তখন ঐ গ্রন্থ অধিক অপ্রাচীন হওয়াও সম্ভাবিত নয়। বরাহমিহির খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি বৃহৎসংহিতার মধ্যে বারংবার মনুর নামোল্লেখ ও এক স্থানে তদীয় গ্রন্থের ও প্রসঙ্গ করিয়াছেন। (বৃহৎসংহিতা। ৭৪।৬।) খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু যবদ্বীপে ও পরে তথা হইতে বালিদ্বীপে গিয়া বাস করে। এখন ঐ শেষোক্ত দ্বীপে মনুসংহিতা নামে কোন পুস্তক বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু তথায় প্রবুমনু আদিম ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন (৩), এবং পূর্ব্বদিগম নামে একখানি গ্রন্থও তাঁহারই প্রণীত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। হিন্দুসমাজে সহমরণ-প্রথা প্রথমে বিদ্যমান ছিল না; কালক্রমে প্রচলিত ও প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে (৪)। যে সময়ে গ্রীক্ দূত মিগেস্থিনিজ্ ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি সে সময়ে, অর্থাৎ খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে, উল্লিখিত প্রথা মগধ পর্য্যন্ত বলবৎ দেখিতে পান। মনুসংহিতায় সে বিষয়ের প্রসঙ্গ নাই। যদি ঐ গ্রন্থ রচনা ও সঙ্কলনের সময়ে ঐ রীতি প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে, বর্ণাশ্রমের বিবরণ ও শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সমুদয় সংস্কারের ব্যবস্থা করা যে শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাতে উল্লিখিত রীতির বিধান না থাকা কোনরূপেই সম্ভব হইত না। অতএব মনুসংহিতা ঐ সময়ের পূর্ব্ব-রচিত গ্রন্থ বলিয়া অক্লেশেই বিবেচনা করিতে পারা যায়। কিন্তু কত পূর্ব্ব, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া

(১) প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) মনুসংহিতা। ২। ১৭—২৪।

(৩) The Journal of the Indian Archipelago, February, 1849. p. 137.

(৪) বেদসংহিতায় সে বিষয়ের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। কৌতুক দেখ, যে বেদ-মন্ত্রগুলি তাহার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহাতে সে প্রথার পোষকতা করা দূরে থাকুক, বিপরীত মতই সমর্থন করিয়া দিতেছি, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির শোকাকুল ভার্য্যাকে নিজ পতির অনুগমন-ব্যবস্থা না দিয়া পুনরায় সংসারে অর্থাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিতেছে।

উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূব ॥

ঋগ্বেদসংহিতা। ১০ম। ২অনু। ২সূ। ৮ঋ।

নারি! তুমি নির্জ্জীবের নিকট শয়ন করিয়া আছ। উত্থিত হও; জীবলোকে (অর্থাৎ জীবিতদিগের স্থানে) আগমন কর। এস, পাণিগ্রাহী ও গর্ভাধানকারী পতি হইতে তোমার জননীত্ব সম্ভূত হইয়াছে।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ বিধবা পত্নীর গৃহ-প্রত্যাগমনাদেশ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই বোধ হয় না।—The Journal of the Royal Asiatic Society, Vol XVI. pp. 201—214 and Vol. XVII. Part I. pp. 209—220 দেখ।

সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে যে গায়ত্রী সবিতা অর্থাৎ সূর্য্যদেবের স্তুতি-মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল *, ঐ অবস্থায় তাহা ব্রহ্মগায়ত্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ ও কল্পাদি † কাল-বিভাগ সম্যক্‌রূপে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং স্ত্রীজাতির বেদ-পরিচিত বহুবিবাহ এক বারেই অপ্রচলিত হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় ব্রহ্মাদি-কয়েকটি পৌরাণিক দেবতাও হিন্দুদের দেব-মণ্ডলীর মধ্যে সন্নিবেশিত হন। পুরাণের মতে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতার মধ্যে শিব ও বিষ্ণুই প্রধান দেবতা। এমন কি ঐ শাস্ত্রে তাঁহারা প্রকৃত পরমেশ্বর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। প্রামাণিক উপনিষদ্‌ ও মনুসংহিতা প্রচলিত পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; বাস্তবিকও তাহাই বটে। ঐ দুই শাস্ত্রে ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মারই প্রসঙ্গ ও প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥

মণ্ডূকোপনিষদ্। ১। ১।

দেবতাদিগের অগ্রে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তিনি জগতের কর্ত্তা ও পালয়িতা। তিনি অথর্ব্ব নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল বিদ্যার আশ্রয়-স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন।

বলা যায় না। ঐ শাস্ত্রের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মা নিজে উহা উৎপাদন করিয়া নিজ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে অর্থাৎ প্রথম মনুষ্যকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি পুনরায় ভৃগু মরীচি প্রভৃতিকে শিক্ষা দেন এবং তন্মধ্যে ভৃগু ঋষিগণকে উহা শ্রবণ করান (১)। ঐ গ্রন্থ অতিমাত্র প্রাচীন বলিয়া প্রচার করাই একথার উদ্দেশ্য। প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৯২ পৃষ্ঠায় ঐ পুস্তক-রচনার বিষয় দেখ। তথায় উহা মানব-কল্পসূত্র হইতে সংগৃহীত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহা হইলে, সংগ্রহকার মানব নামক ব্রাহ্মণ-কুলের কোন ব্যক্তি হইবেন বোধ হয়। কিন্তু উহাতে যে নানা সময়ের রচিত বচন-সমূহ সন্নিবেশিত আছে একথা ইতিপূর্ব্বেই একবার সূচিত হইয়াছে। (৬০পৃষ্ঠা দেখ)। টীকাকারেরা বৃহন্মনু ও বৃদ্ধমনু নামে অপর একখানি পুস্তকের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

* ঋগ্বেদসংহিতা। ৩ম, ৬২ সূ, ১০ ঋ।

† বেদের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ভাগে অর্থাৎ উপনিষদে কাল-বিশেষ-বাচক কল্প শব্দের প্রয়োগ আছে।

"পুরাকল্পে প্রণীহিতম্।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ৬। ২২।

(১) মনুসংহিতা। ১। ৫৮—৬০।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ৬। ১৮।

যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃজন করেন ও তাঁহাতে বেদ সমুদায় সংস্থাপন করেন।

মনুসংহিতাতেও ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মাকেই প্রথম ও প্রধান দেব বলিয়া পরিচয় দিতেছে। বেদশাস্ত্রের প্রাচীনতম ভাগে ব্রহ্মার নাম মাত্রও বিদ্যমান নাই, কিন্তু মনুসংহিতায় তিনিই সৃষ্টি ও সংহারের কর্ত্তা প্রধান দেব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥

মনুসংহিতা। ১। ৯।

(স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক জলে বিসৃষ্ট) সেই বীজ সহস্র সূর্য্য-সদৃশ স্বর্ণময় অণ্ডরূপে পরিণত হইল; তাহাতে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।

যত্তৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥

মনুসংহিতা। ১। ১১।

সেই সৎ ও অসৎ-স্বরূপ, নিত্য, অব্যক্ত * কারণ হইতে উৎপন্ন সেই পুরুষ ভূ-মণ্ডলে ব্রহ্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনোধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্ দ্বিধা॥

মনুসংহিতা। ১। ১২।

ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে এক বৎসর অবস্থিতি করিয়া আপনার চিন্তাবলে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন।

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥

মনুসংহিতা। ১। ১৩।

* অব্যক্তং বহিরিন্দ্রিয়াগোচরং।

অব্যক্ত শব্দের অর্থ বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর।

তিনি সেই দুই ভাগ দ্বারা ভূলোক ও দ্যুলোক এবং তাহার মধ্যস্থলে আকাশ, অষ্টদিক্ ও নিত্য জল-স্থান নির্ম্মাণ করিলেন।

প্রথমতঃ।—প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ অপেক্ষায় প্রাচীনতর মনুসংহিতায় ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ—পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে প্রামাণিক উপনিষদেরও স্থানে স্থানে তিনি জগৎকর্ত্তা ও প্রথম দেবতা বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ।—বাল্মীকি রামায়ণ শিবপ্রধান ও বিষ্ণু-প্রধান প্রচলিত পুরাণ সমুদয় অপেক্ষা প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। সেই রামায়ণের একখানি পুরাতন পুস্তকে * ব্রহ্মাই সমস্ত জগতের সৃজন-কর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

অসৃজচ্চ জগৎসর্ব্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ।

(ব্রহ্মা) কৃতাত্মা পুত্রগণ সম্বলিত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

চতুর্থতঃ।—পাঠকগণ বিষ্ণ্বতারের প্রসঙ্গে দেখিতে পাইবেন, এক্ষণকার পুরাণাদিতে যে সমস্ত কথা বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে, প্রাচীনতর গ্রন্থে ও প্রাচীনতর উপাখ্যানে তাহা ব্রহ্মারই মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক বলিয়া বর্ণিত আছে।

পঞ্চমতঃ।—এক্ষণে নারায়ণ বলিলে কেবল বিষ্ণুকেই বুঝায়, উক্ত সময়ে ঐ শব্দটি কেবল ব্রহ্মারই প্রতিপাদক ছিল। নারা শব্দের অর্থ জল, ব্রহ্মা জলশায়ী ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম নারায়ণ।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

মনুসংহিতা। ১। ১০।

আপ অর্থাৎ জল নরের অর্থাৎ পরমাত্মার অপত্য-স্বরূপ এই নিমিত্ত উহা নারা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা উহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ছিলেন এই নিমিত্ত তিনি নারায়ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মাই প্রথম দেবতা। ঐ তিনের মধ্যে তাঁহার মহিমা ও তাঁহার উপাসনাই সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হয়। পরে শিব ও বিষ্ণুর উপাসকেরা প্রবল হইয়া তাঁহার মহিমা খর্ব্ব ও তাঁহার-উপাসনা লুপ্ত-প্রায় করিয়া ফেলে। অগ্রে ব্রহ্মার পাঁচটি মস্তক

* শ্লেগেল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড, ১১০ সর্গ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে।

ছিল, মহাদেব ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাহার একটি ছেদন করিয়া ফেলেন, এই পৌরাণিক উপাখ্যানে উল্লিখিত ব্যাপারই প্রকাশ করিতেছে বোধ হয়।

ব্রহ্মা একটি নূতন দেবতা কি কোন প্রাচীন বৈদিক দেবতার রূপান্তর ইহা সহজেই জানিতে ইচ্ছা হয়। বাজসনেয়ী সংহিতায়, ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলে ও শতপথ-ব্রাহ্মণে পুরুষ নামে একটি দেবতার প্রসঙ্গ আছে। তাঁহা হইতে এই জগৎ ও জগতের অন্তর্গত বস্তু সমুদায় উৎপন্ন হয়। সেই সৃষ্টি-প্রকরণের সহিত মনুসংহিতাপ্রোক্ত সৃষ্টি-প্রকরণের বেদ, বর্ণ, বিরাট্ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ উভয়কে কখনই অসম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না। পশ্চাৎ ঐ উভয়ের অন্তর্গত সেই কয়েকটি বিষয় পার্শ্বাপার্শ্বী করিয়া লিখিত হইতেছে, দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

পুরুষ	ব্রহ্মা
ততঃ সংবৎসরে পুরুষঃ সমভবত্ স প্রজাপতিঃ। শতপথ-ব্রাহ্মণ। ১১। ১। ৬। ২।	তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ মনুসংহিতা। ১। ৯।
সম্বৎসর পরে সেই অণ্ড হইতে পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনিই প্রজাপতি।	সেই বীজ সহস্র-সূর্য্য-সদৃশ স্বর্ণময় অণ্ডরূপে পরিণত হইল; তাহাতে সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন †।
তস্মাদ্‌বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ভূমিমথো পুরঃ॥ ঋগ্বেদসংহিতা ১০ ম। ৯০ সূ*। ৫ ঋ।	দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহ- মর্দ্ধেন পুরুষোঽভবত্। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজত্ প্রভুঃ॥ মনুসংহিতা। ১। ৩২।

* এই সূক্তের নাম পুরুষসূক্ত।

† ব্রহ্মাও পুরুষের ন্যায় এক বৎসর সেই অণ্ডে অবস্থিতি করেন। ৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

পুরুষ।

তাঁহা হইতে বিরাট জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং বিরাট হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। উৎপন্ন হইয়া, পশ্চাৎ ও সম্মুখ উভয় দিকেই ভূমণ্ডল অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইলেন।

তস্মাদ্ যস্মাত্ সর্ব্বহুত-
ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্
যজুস্তস্মাদজায়ত॥

ঋগ্বেদ সংহিতা। ১০ ম। ৯০ সূ। ৯ঋ।

সেই সর্ব্বময় যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম, যজু ও ছন্দ সমুদায় উৎপন্ন হইল।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্
বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ
পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

ঋগ্বেদসংহিতা। ১০ম। ৯০সূ। ১২ ঋ।

ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়কে তাঁহার বাহু করা হয় এবং বৈশ্য তাঁহার উরু। শূদ্র তাঁহার পদ-যুগল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা নিজ দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধে পুরুষ ও অপরার্দ্ধে নারী হইলেন, এবং সেই নারী-সহযোগে বিরাট্ উৎপাদন করিলেন।

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং
ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্যজুঃ
সামলক্ষণম্॥

মনুসংহিতা। ১। ২৩।

তিনি যজ্ঞ-সাধনার্থ অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে ঋক্, যজু, সাম এই তিন সনাতন বেদ উদ্ধৃত করিলেন।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং
মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং
শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ত্॥

মনুসংহিতা। ১। ৩১।

লোক-বৃদ্ধির উদ্দেশে আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপাদন করিলেন।

পুরুষসূক্তের বচনানুসারে, পুরুষের সহস্র মস্তক *। ব্রহ্মারও চারি দিকেই মুখ। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের একাশী সূক্তে বিশ্বকর্ম্মার প্রসঙ্গ আছে। তাহাতে সকল দিকেই তাঁহার মুখ, সকল দিকেই চক্ষু, সকল দিকেই

* ঋগ্বেদসংহিতা ১০ ম। ৯০ সূ। ১ ঋ।

বাহু ও সকল দিকেই পদ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনিই ভূলোক ও দ্যুলোক উৎপাদন করেন।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

ঋগ্বেদসংহিতা। ১০ম। ৮১ সূ। ৩ ঋ।

(বিশ্বকর্ম্মার) সকল দিকেই চক্ষু, সকল দিকেই মুখ, সকল দিকেই বাহু এবং সকল দিকেই পদ।

এই বচনানুসারেও ব্রহ্মার সকল দিকে মুখ ও সকল দিকে চক্ষু কল্পিত হওয়া অসম্ভব নয়।

ইতি পূর্ব্বেই দৃষ্টি করা গিয়াছে, মনুসংহিতায় যেমন অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি প্রসঙ্গ আছে, শতপথ-ব্রাহ্মণে পুরুষের বিষয়ও অবিকল সেইরূপ লিখিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি প্রজাপতির সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

সএব পুরুষঃ প্রজাপতিরভবদ্ অয়মেব স যোঽয়মগ্নিশ্চীয়তে।

শতপথ-ব্রাহ্মণ। ৬।১।১।৫।

সেই পুরুষই প্রজাপতি হইলেন। এই যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেই পুরুষই এই অগ্নি।

উল্লিখিত শতপথ-ব্রাহ্মণ বা তাদৃশ কোন প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণানুসারে মনুসংহিতায় অণ্ডোৎপত্তির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষসূক্ত ও শতপথ-ব্রাহ্মণের পুরুষ মনুসংহিতার ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মারও অন্য একটি নাম প্রজাপতি।

এই দুই একরূপ দেবতার মধ্যে প্রাচীনতর শাস্ত্রে পুরুষের প্রসঙ্গ ও তদপেক্ষা অপ্রাচীন শাস্ত্রে ব্রহ্মার বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। অতএব অগ্রে পুরুষ পরে ব্রহ্মা হিন্দুদের দেব-মণ্ডলীর মধ্যে অবতীর্ণ হন। সুতরাং ব্রহ্মা পুরুষ দেবেরই পরিণাম বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মার অন্য একটি নাম পুরুষ * এবং জন-সমাজে তিনি আদি-পুরুষ বলিয়া প্রবাদও আছে।

---

* ভাগবতাদি অপ্রাচীন গ্রন্থে বিষ্ণুও পুরুষ ও পুরুষের অনুরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (ভাগবত ২স্ক। ১, ৫ ও ৬অ)। পাঠকগণ পশ্চাৎ দেখিতে পাইবেন, এক্ষণে যে সমস্ত উপাখ্যান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-প্রতি-পাদক বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কতক-

ইতি পূর্ব্বে ব্রহ্মার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে যে, পূর্ব্বকালে শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা প্রাদুর্ভূত হইবার অগ্রে ব্রহ্মার উপাসনা প্রচলিত ছিল। গ্রন্থ-বিশেষে ব্রহ্মমহোৎসব নামে একটি মহোৎসবের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তদুপলক্ষে মল্লগণ নানা স্থান হইতে উপস্থিত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিত এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বলবান্ জন্তুর সহিতও যুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ বল-বিক্রমের পরিচয় দিত এইরূপ লিখিত আছে *। শঙ্করাচার্য্যের সময়েও ব্রহ্মার উপাসক-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল; তাহারা চতুর্ম্মুখ, কমণ্ডলু এবং শ্মশ্রু প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকিত।

चतुर्मुखकमण्डलुश्मश्र्वादिचिह्नधरोमुक्तः क्रीड़ति।

শঙ্করবিজয়। ১১ একাদশ প্রকরণ।

চতুর্ম্মুখ, কমণ্ডলু, শ্মশ্রু প্রভৃতি চিহ্ন-ধারী হিরণ্যগর্ভোপাসক মুক্ত হইয়া ক্রীড়া করেন।

এক্ষণে ব্রহ্মার উপাসনা এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। কেবল এদেশে গৃহ-দাহ-নিবারণ উদ্দেশে গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে ব্রহ্মার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। আজমীরের অন্তর্গত পোখর ও দোয়াবের অন্তঃপাতী বিঠুর এই দুই স্থানে অদ্যাপি কিয়ৎপরিমাণে ব্রহ্মার পূজা প্রচারিত আছে। বিঠুরের মধ্যে ব্রহ্মবর্ত্তঘাট নামে একটি ঘাট আছে, তথায় প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণী পৌর্ণমাসীতে একটি উৎসব হইয়া থাকে। লোকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, ব্রহ্মা সৃষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিয়া সেই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। নবদ্বীপের সন্নিকট ব্রহ্মাণীতলা নামে একটি পীঠস্থান আছে, তথায় শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে একটি মহোৎসব হয়। চতুষ্পার্শ্বের অন্ত্যজ অবধি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকল বর্ণেই তথায় ব্রহ্মাণীর পূজা দেয় এবং দূরদূরান্তর হইতে ব্যবসায়ী লোকে নানা-বিধ দ্রব্যজাত লইয়া বিক্রয় করিতে যায়। এই উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়া থাকে।

গুলি পূর্ব্বে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য প্রতিপাদক বলিয়া প্রচারিত ছিল। এস্থলেও অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছে। পুরুষ দেবের যে সমস্ত গুণ প্রথমে ব্রহ্মার গুণ বলিয়া বর্ণিত হয়, সেই সমস্ত পরে আবার বিষ্ণুতে আরোপ করা হইয়াছে। রামায়ণের একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন স্থলে অর্থাৎ যুদ্ধকাণ্ডের ১১৯ সর্গে রামও পুরুষ এবং নানা অংশে পুরুষ গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

* মহাভারত। বিরাট পর্ব্ব। ১৩ অধ্যায়।

ব্রহ্মার মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক মনুসংহিতায় শিব বিষ্ণুর নাম উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থের রচনা ও সঙ্কলনের সময়ে তাঁহারা এক্ষণকার মত উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা ঐ শাস্ত্রে কেবল অঙ্গ-বিশেষের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্।
বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্॥

মনুসংহিতা। ১২। ১২১।

মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র, কর্ণের অধিষ্ঠাতা দিক্, পদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, বলের অধিষ্ঠাতা হর, বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি, পায়ু-দেশের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও অপত্যোৎপাদন স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি। এই সমস্ত দেবতাকে ঐ ঐ অঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করিবে।

উক্ত শ্লোকেই দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি প্রধান বৈদিক দেবতাদের আর পূর্ব্ব-গৌরব ছিল না; তাঁহারা সে সময়ে সামান্য দেবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। অন্যত্র ইন্দ্র, বরুণাদি অন্যান্য বৈদিক দেবতারও প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাঁহারাও তথায় বেদ-প্রসিদ্ধ উচ্চ পদ হইতে প্রচ্যুত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন *। ঐ দুইটি সর্ব্বপ্রধান বৈদিক দেব প্রত্যেকে কেবল দিগ্বিশেষের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন †।

বচন-বিশেষে লক্ষ্মী ও ভদ্রকালীর নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে ‡। পৌরাণিক মতে লক্ষ্মী বিষ্ণু-শক্তি ও ভদ্রকালী শিব-শক্তি। এখন যে দুইটি বিষ্ণ্বতারের উপাসনা অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, মনুসংহিতায় সেই রাম ও কৃষ্ণের নাম গন্ধও বিদ্যমান নাই। কিন্তু উহা রহিত হইবার পূর্ব্বে প্রতিমা-পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বোধ হয়। উহাতে দেব প্রতিমা ও দেবল ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ আছে ¶, কিন্তু দেবলের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে। দেবগণকে ঘৃতাহুতি প্রদান করাই প্রচলিত ছিল, এক্ষণকার মত পুষ্পচন্দন নৈবেদ্যাদি প্রদানের রীতি থাকিবার কোন নিদর্শন লক্ষিত হয় না।

---

* ইন্দ্র, বায়ু, যম, বরুণ, ধন্বন্তরি, দ্যৌ, পৃথিবী, কুহু, অনুমতি, জলদেবতা ও বনস্পতি অর্থাৎ বনদেবতার নামোল্লেখ এবং তাঁহাদের উদ্দেশে হোম ও বলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। (মনুসংহিতা। ৩। ৮৫—৮৮ এবং ৯।৩০৩।)

† মনুসংহিতা। ৩। ৮৭।

‡ মনুসংহিতা। ৩। ৮৯।

¶ মনুসংহিতা। ৩। ১৫২ এবং ৯। ২৮৫।

যে বিষ্ণু ও শিব মনুসংহিতা-সঙ্কলনের সময়ে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা মাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রে তাঁহাদের মহিমা পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাৎপর পরমেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

যে প্রকার ভাষায় ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিরচিত হয় এবং যাহা কিছু কিছু রূপান্তরিত ও পরিষ্কৃত হইয়া পশ্চাৎ সংস্কৃত নামে প্রসিদ্ধ হয় *, সেই সুপ্রাচীন আর্য্য-ভাষা পূর্ব্বকালে জনসমাজ-বিশেষের দেশ-ভাষা ছিল †। যেমন বাঙ্গালায় বাঙ্গলা, হিন্দুস্থানে হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রী ভাষা কথোপকথনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এককালে আর্য্য-সমাজে ঐ বৈদিক ভাষা সেইরূপ হইত। ঐ ভাষাই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমুদায় উৎপন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই ‡। বৈদিক ভাষার সহিত ঐ দুই

* যেমন বাঙ্গালার দেশ-ভাষা পরিষ্কৃত ও সংস্কৃতানুগত করিয়া তাহার নাম সাধুভাষা দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ, পূর্ব্বকালে কথোপকথনে ব্যবহৃত আর্য্যভাষা পরিষ্কৃত ও ব্যাকরণানুগত করিয়া তাহার নাম সংস্কৃত রাখা হয়। সংস্কৃত শব্দের অর্থ পরিষ্কৃত বই আর কিছুই নয়। রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর কোন গ্রন্থে এই নামটি বিদ্যমান নাই। এখন বৈদিক ও সারসিক উভয় প্রকার ভাষাই সংস্কৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; যেমন বৈদিক সংস্কৃত ও সারসিক সংস্কৃত। তদনুসারে, এই প্রবন্ধের মধ্যে স্থানে স্থানে বৈদিক ভাষাও সংস্কৃত বলিয়া লিখিত হইবে।

† যত সময় ব্যাপিয়া ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিরচিত হয়, তাহার মধ্যে সিন্ধু নদের পশ্চিমোত্তর হইতে গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্গত অন্তর্ব্বেদী পর্য্যন্ত আর্য্যবংশীয় হিন্দুদের বসতি-বিস্তার হইয়া যায় (১)। এইরূপ বিস্তৃত ভূমি-খণ্ডে এরূপ একটিমাত্র অভিন্ন ভাষা প্রচলিত যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাহার শব্দ ও বিভক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না এটি একটি অসম্ভব কথা। কথোপকথনে প্রচলিত ভাষা স্থান-ভেদে ও সময়-ভেদে পরিবর্ত্তিত না হইয়া যায় না, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও ইহা একরূপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, উত্তর দেশের ভাষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। যাস্ক ঋষি বলেন; অন্য স্থানে অপ্রচলিত গত্যর্থ ক্রিয়া-বিশেষ কাম্বোজ দেশে প্রচলিত ছিল। দেশ বা প্রদেশ বিশেষে সংস্কৃত ভাষার যে অবস্থা বিশেষ উৎপন্ন হয়, ঐ সকল বাক্য-প্রমাণে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে (২)।

‡ লেসেন্ ও বিওর্ন্‌ফ্ প্রণীত Essai Sur le Pali নামক পুস্তকখানি এ বিষয়ের একখানি সুন্দর গ্রন্থ। শ্রীমান্ বেবের এবিষয়ের একটি স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রাকৃত ভাষা সমুদায় বৈদিক ভাষার সমকালবর্ত্তী। তাঁহার এই অভিপ্রায়টি না ভারতবর্ষীয় প্রাচীনপণ্ডিতগণের মতানুযায়ী না অধুনাতন ইউরোপীয় প্রধান প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ

---

(১) প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৬৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় এবিষয়ের প্রমাণ দেখিতে পাইবে।

প্রকার ভাষার অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় *। অতএব বৈদিক ভাষা হইতেই সেই সমুদায়ের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। সেই সমস্ত পুনরায়

পণ্ডিতগণেরই অনুমোদিত শ্রীমান্ ওফ্রেষ্ট্ স্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন (১)। প্রাকৃত যে সংস্কৃতের রূপান্তর, একথা ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণেরাও অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, প্রাকৃতের মধ্যে তিন প্রকার শব্দ সন্নিবেশিত আছে; তৎসম অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংস্কৃত, তদ্‌ভব অর্থাৎ সংস্কৃতসম্ভূত এবং দেশ অর্থাৎ দেশ-প্রচলিত অসংস্কৃত শব্দ। তাঁহাদের এ অভিপ্রায়টি নিতান্ত প্রমাণ-সিদ্ধ। পূর্ব্বতন পালি ও প্রাকৃতে এবং অধুনাতন দেশ ভাষা সমুদায়ে এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

* এবিষয়ের দুই চারিটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পালিতে গো শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে গোণাং হয়। এটি বৈদিক গোনাং পদেরই অনুরূপ। পালি ভাষায় ফল, অস্থি, মধু এই সকল ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারকের বহুবচনে ফলা অথী ও মধূ হয়। এ সমুদায়ই বৈদিক রূপ। সংস্কৃত কৃত্বা পদের পরিবর্ত্তে পালি ও প্রাকৃতে কর্ত্তান বা কাতুন হয়। এটিও বৈদিক শব্দরূপের অনুরূপ। সারসিক পীত্বা ও ইষ্ট্বা পদের স্থলে বেদে পীত্বাতম্ ও ইষ্টীনম্ পদের প্রয়োগ আছে। নিরুক্তে (৬।৭) লিখিত আছে, বয়ম্ পদের সকল কারকেই অস্মে হয়। পালিতেও সকল কারকেই অম্হে হইয়া থাকে; যেমন কর্ত্তা কারকে অম্হে কর্ম্ম কারকে অম্হে ও অম্হাকম্, করণে অম্হেভি অথবা অম্হেহি এবং সম্বন্ধ কারকে অম্হাকম্। সারসিক সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দের করণ কারকের বহুচনে ঐ অকারের পরিবর্ত্তে ঐঃ আদেশ হয়। যেমন শিবৈঃ। বেদে ঐঃ এবং এভিঃ উভয়ই হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যোনূতনৈরুত। (ঋ—সং ২ ঋক।) পালিতেও এস্থলে এভি ও এহি আদিষ্ট হইয়া থাকে; যেমন বুদ্ধেভি বা বুদ্ধেহি।

ছন্দের অনুরোধেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, দুই, তিন ও চারি অক্ষরের সংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষর-বিশেষের স্থানে অযুক্তাক্ষর আদিষ্ট হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ যথাক্রমে তিন, চারি ও পাঁচ অক্ষরের শব্দ হইয়াছে, যেমন যত্নে, রত্নে, ধর্ম্মে, শ্বশ্রূঃ, কুব্জা, দর্শনে ও অদর্শনে পদের পরিবর্ত্তে যতনে, রতনে, ধরমে শাশুড়ী, কুবুজা; দরশনে ও অদরশনে পদ, বৈদিক ভাষাতেও অবিকল সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; যেমন ত্বম্, তূর্যাম্, মত্যায়, বরেণ্যম্, অমাত্যম্ ইত্যাদি পদের স্থানে তুঅম্, তুরিয়ম্, মর্তিআয়, বরেনিঅম্ ও অমাতিঅম্ পদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষা সমুদায়েও শব্দ সমূহের ঐরূপ অক্ষর-বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রী, ত্বম্, জ্ঞাত্বা, চন্দ্রেণ, শক্নোমি, চৈত্রঃ, কায়স্থঃ, শ্যাল, ক্রিয়া, নিরাকৃত্য ইত্যাদি সংস্কৃত পদের স্থানে সিরি, তুমং, জাণিঅ, চাঁদএণ, সকণোমি, চইত্তো, কাঅথও, সালঅ, কিরিআ, ণিরাকরিঅ ইত্যাদি পদ প্রচলিত দেখা যায়।

এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৈদিক ভাষাই প্রাকৃত ভাষার মূল এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। পালি ও প্রাকৃত যে নিতান্ত অপ্রাচীন নয় তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে পালি যে, দেশ ভাষা ছিল ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (২)। ললিত বিস্তর নামক বুদ্ধচরিত গ্রন্থে গাথা নামক কতকগুলি বচন বিনিবেশিত আছে। চীন-দেশীয় বৌদ্ধদিগের পুস্তকে লিখিত আছে, ঐ গ্রন্থ ৭৬ খৃষ্টাব্দে চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহা হইলে খৃষ্টাব্দ-প্রবর্ত্তনের অর্থাৎ ১৯০০ উনিশ শ বৎসরের পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ ও সুতরাং উহার

(১) Professor Aufrecht's remarks on Professor Weber's opinion inserted in Muir's Original Sanskrit Texts, Vol. II, 1871, p. 131,

(২) উপক্রমণিকাংশের ৮০ পৃষ্ঠা দেখ।

ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া অধুনাতন হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ-ভাষায় পরিণত হইয়াছে। সেই মূলীভূত বৈদিক ভাষা সমুদায় কথোপকথনে প্রচলিত না থাকিলে কখনই এরূপ ঘটিতে পারে না। লেসন্, ওয়েষ্ট্, বেন্‌ফি, কুন্, মিয়র্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা

অন্তর্গত গাথা সমস্ত প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। পালিমহাবংশ নামক পুস্তকের ৩৭ সাঁইত্রিশ পরিচ্ছেদে গাথার প্রসঙ্গ আছে (১)। অশোক রাজার খোদিত অনুশাসনপত্রে মুনিগাথা অর্থাৎ মুনিপ্রণীত গাথার উল্লেখ আছে (২)। অতএব খৃষ্টাব্দের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে গাথার ভাষা প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। গাথার মধ্যে অনেকানেক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ এবং অবিকল পালি ও প্রাকৃত পদ বা তাহার অনুরূপ শব্দ-সমূহ সন্নিবেশিত আছে। উহার ভাষা এক দিকে সংস্কৃত ও অপরদিকে পালি ও প্রাকৃত এই উভয়ের মধ্যস্থলবর্ত্তী। সংস্কৃত ভাষা কথোপকথন-ক্রমে ক্রমশঃ অপভ্রষ্ট হইয়া যে সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, গাথা তাহার একটি সুপ্রাচীন ভাষা। সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃত অপেক্ষা পালি ভাষার অধিক সাদৃশ্য ও নৈকট্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন,—

সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
জীবিতম্	জীবিতং	জীবিঅং, জীঅং
পিতা	পিতা	পিআ
কথয়িতুম্	কথেতুং	কধেদুং
যষ্টিঃ	যট্ঠি	লট্ঠি

অতএব পালি ভাষা সংস্কৃত, সাহিত্যে ব্যবহৃত সমুদায় প্রকার প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাচীন এবং গাথার ভাষা পালি অপেক্ষা প্রাচীন হওয়াই সম্ভব।

যখন অশোক রাজার অনুশাসনপত্রে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ-প্রবর্ত্তনের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে একরূপ পালি ভাষা প্রচলিত ছিল দেখা গিয়াছে (৩), তখন গাথার ভাষা খৃ, পূ, পঞ্চম শতাব্দী অপেক্ষা অপ্রাচীন হওয়া সম্ভব নয়। ফলতঃ উহা শাক্যমুনির সময়ের অর্থাৎ খৃ, পূ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর দেশ-ভাষা-বিশেষ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে (৪)।

বেদের ব্রাহ্মণভাগের মধ্যেও নিকৃষ্ট ভাষা-কথনের প্রসঙ্গ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শ্যাপর্ণ নামক সত্ব-বংশীয়েরা অপবিত্র-ভাষী (পূতায়ৈ বাচো বদিতারঃ) এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ব্রাত্যেরা ইতর-ভাষী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (৩, ২, ১, ২৪)

(১) Turnour's Mahavanso, 1837, p, 252.

(২) বিওর্ন্‌ফ এই "মুনিগাথা" মুনি-প্রণীত অর্থাৎ শাক্য-প্রণীত বলিয়া অর্থ করেন। কিন্তু প্রিন্সেপ্ ও উইলসন্ হিন্দু-শাস্ত্র-বিশেষ বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—Journal of the Royal Asiatic Society, Vol, XVI., pp. 359, 363 and 367.

(৩) বৌদ্ধ শাস্ত্রের পালি ও অশোক রাজার খোদিত লিপির পালি এই উভয়ে কিছু কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি পালির কতকগুলি শব্দরূপ খোদিত লিপি অপেক্ষা প্রাচীন এবং খোদিত লিপির কতকগুলি শব্দরূপ পালি অপেক্ষা প্রাচীন।

(৪) Rajendra Lall Mitra's dissertation on the Gatha dialect in No 6 of the Journal As. Soc., Bengal. 1854. and Muir's Original Sanskrit Texts, Vol., II., 1871, chap. I., sec. VII পাঠ কর।

অনেকে এবিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ ও অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমান্ মিয়র্ তাঁহার সুপ্রমাণ-সিদ্ধ সমীচীন গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের একটি প্রবন্ধ মধ্যে সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন, লাটিন্-ভাষা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া ইটালীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সংস্কৃত-ভাষা-সম্ভূত পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও অনেক স্থলে অবিকল সেইরূপ শব্দ-পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়টি বাঙ্গালা-দেশীয় পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার উদ্দেশে ঐ প্রবন্ধ হইতে তাহার কয়েকটি শব্দ এই প্রস্তাবসংক্রান্ত অন্য অন্য বিষয় সম্বলিত পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে।

সংস্কৃত ও লাটিন্ উভয় ভাষার শব্দের ক্ত্ বা ক্ট্, প্ত্ বা প্ট্ প্ন্ বা ক্ন্, জ্ এই সমস্ত যুক্ত বর্ণ স্থানে পালি, প্রাকৃত ও ইটালীয় ভাষায় ত্ত বা ট্, ত্ত্ বা ট্ট্, প্, বা ক্ এবং জ্জ্ বর্ণের আদেশ হয়। শব্দ-বিশেষের ক্, প্, ল্, ও ব্, বর্ণ লুপ্ত হইয়া পর-বর্ণের ও কদাচিৎ পূর্ব্ব-বর্ণেরও দ্বিত্ব হয়।

লাটিন্	ইটালীয়	সংস্কৃত	পালি বা প্রাকৃত
পর্ফেক্টস্	পের্ফেট্টো	মুক্তস্	মুত্তো
জক্টস্	জুণ্টো	ভক্তস্	ভত্তো
ট্রেক্টস্	ট্রাট্টো	ভুক্তস্	ভুত্তো
রুপ্টস্	রোট্টো	উপ্তস্	উত্তো
কেপ্টাই্বস্	কাট্টিবো	তৃপ্তিস্	তিত্তি

অসুরেরা এরূপ নীচ ভাষী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। (১) যদি ঐ সমস্ত ইতর ভাষা অপভ্রষ্ট সংস্কৃত অর্থাৎ প্রাকৃতাদি দেশ-ভাষা হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ-রচনের পূর্ব্বে অর্থাৎ সারসিক সংস্কৃত উৎপন্ন হইবার অগ্রেই বৈদিক ভাষা রূপান্তরিত হইয়া ক্রমশঃ গাথা, পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমুদায়ের উৎপত্তি হয় এরূপ স্বীকার করিতে হইতেছে। কিছু পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে দেব ও মনুষ্য উভয় ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন। ইহা ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে লিখিত আছে। সেই মনুষ্য-ভাষা যদি প্রাকৃত হয়, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ-বচনকেও উক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

সারসিক সংস্কৃতে সন্ধি-সমাসের যেরূপ আড়ম্বর, কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষায় সেরূপ থাকা সম্ভব নয়। তাহা হইলে লোকের বোধগম্যই হয় না। বৈদিক সংস্কৃত সেরূপ নয়; অতি সরল। সুতরাং কথোপকথনে ব্যবহৃত হইবার নিতান্ত উপযুক্ত। এ বিবেচনা অনুসারেও, সারসিক অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতই দেশ ভাষা স্বরূপ প্রচলিত থাকা অধিকতর সম্ভব ও সঙ্গত।

(১) Weber's History of Indian Literature, p 180.

লাটিন্	ইটালীয়	সংস্কৃত	পালি বা প্রাকৃত
এস্সম্প্টস্	আস্সন্টো	তপ্তস্	তত্ত
প্লেক্‌টস্	পিয়াণ্টো	বিক্রবস্	বিক্কবো
সব্জেক্টস্	সোড্জেট্টো	কুব্জস্	খুজ্জো
অব্জেক্টস্	ওড্জেট্টো	অব্জস্	অজ্জো
ডিক্টস্	ডেট্টো	যুক্তস্	জুত্তো
ফ্রুক্টস্	ফ্রুট্টো	সিক্থক্	সিত্থও
ফেক্টস্	ফাট্টো	সক্তস্	সত্তো
এপ্টস্	আট্টো	সুপ্তস্	সুত্তো
সেপ্টেম্	সেট্টে	লুপ্তস্	লুত্তো
সব্টস্ *	সট্টো	সপ্তমস্	সত্তমো

উল্লিখিত লাটিন্ ও সংস্কৃত পদ সমূহের অন্তস্থিত অস্ভাগের স্থানে ইটালীয়, পালি ও প্রাকৃত পদে ওকারের আদেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ বিভক্তি-পরিবর্ত্তনেরও সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

জগতের কোন পদার্থই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত নয়। ইটালি ও আর্য্যাবর্ত্তে ভাষার পরিবর্ত্তন একরূপেই ঘটিয়াছে। যখন ইটালি দেশে কথোপকথন-ক্রমেই ভাষার ঐরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তখন আর্য্যাবর্ত্তেও ঐ কারণেই পালি ও প্রাকৃত শব্দরূপ উৎপন্ন হইয়াছে বই আর কি মনে করিতে পারা যায়?

একরূপ সংস্কৃত যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যকুলের দেশ-ভাষা স্বরূপ প্রচলিত ছিল, প্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যাস্ক ও পাণিনি নিজ নিজ সময়ের প্রচলিত সংস্কৃতকে ভাষা এবং বৈদিক সংস্কৃতকে অন্বধ্যায়, ছন্দস্ ও নিগম প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তৈষামিতে চত্বার: উপমার্থে ভবন্তি ইতি। 'ইব' ইতি ভাষায়াঞ্চ অন্বধ্যায়ঞ্চ 'অগ্নিরিব' 'ইন্দ্র: ইব' ইতি। 'ন' ইতি প্রতিষেধার্থীয়ো ভাষায়ামুভয়মন্বধ্যায়ম্।

নিরুক্ত। ১। ৪॥

সেই সমুদায় নিপাত শব্দের মধ্যে চারিটি উপমার্থে ব্যবহৃত হয়। ভাষা ও অন্বধ্যায় (অর্থাৎ বেদ) উভয়েতেই ইব শব্দের এই অর্থ। অগ্নিরিব, ইন্দ্র-

---

* লাটিন্ শব্দ গুলির প, ট, ক প্রভৃতি অকার সংযুক্ত হল বর্ণ সমুদায়ের উচ্চারণ সমধিক হ্রস্ব জানিতে হইবে। সব্জেক্টস্ ও সেপ্টেম্ শব্দের একারও ঐরূপ হ্রস্ব।

ইব, অর্থাৎ অগ্নিসদৃশ, ইন্দ্রসদৃশ। ন শব্দ ভাষায় কেবল প্রতিষেধার্থে প্রয়োজিত হয়। বেদে নিষেধ ও উপমা উভয়ার্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এইরূপ পাণিনি ব্যাকরণেরও 'ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ (৩।২।১০৮।), "স্থে চ ভাষায়াং" (৬।৩।২০।), "বিভাষা ভাষায়াং" (৬।১।১৮১।), "প্রথমায়াশ্চ দ্বিবচনে ভাষায়াং" (৭।২।৮৮।) এই সমুদায় সূত্রে ভাষার উল্লেখ করিয়া ভাষা পদ সমুদায় সিদ্ধ করা হইয়াছে। সে সমুদায় পদ এই, সেদিবান্, অধ্যূষিবান্, শুশ্রুবান, সমস্থঃ, কূটস্থঃ, পঞ্চভিঃ, তিসৃভিঃ, চতসৃভিঃ, যুবাং, আবাং, যুবয়োঃ, আবয়োঃ। এ সমুদায়ই সংস্কৃত পদ দেখা যাইতেছে। আর পাণিনি সূত্রবিশেষে যে সমস্ত বৈদিক পদ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ছন্দস্, নিগম, মন্ত্রাদির প্রয়োগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে *। এই সমুদায় শব্দের অর্থ বেদ। অতএব যাস্কের ন্যায় তাঁহারও সময়ে বৈদিক পদ ও ভাষা পদ পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল ইহা স্পষ্টই জানিতে পারা যাইতেছে।

উল্লিখিত ভাষা শব্দ দেশ-ভাষা-বাচক ভিন্ন আর কি হইবে? অদ্যাবধি ভারতবর্ষে দেশ-ভাষা ভাষা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ব্রজভাষার অর্থ বৃন্দাবন অঞ্চলের দেশ-ভাষা। বাঙ্গলা-দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা গ্রন্থকে ভাষা-গ্রন্থই বলিয়া থাকেন। রামমোহন রায় মাণ্ডুক্যোপনিষদ ও বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা-বিবরণ প্রচার করেন। সেই "ভাষা-বিবরণ" পদের অর্থ বাঙ্গলা অনুবাদ বই আর কিছুই নয়। অতএব যখন যাস্ক ও পাণিনি গ্রন্থে সংস্কৃত পদ সমুদায় ভাষা-পদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের সময়ে ভারতভূমিতে † সংস্কৃত ভাষা দেশ-ভাষা স্বরূপ প্রচলিত ছিল বলিতে হইবে।

---

* "বিভাষাচ্ছন্দসি" (১২।৩৬।) "অয়স্ময়াদীনি ছন্দসি" (১।৪।২০।), "মন্ত্রে ঘসহ্বর-ণশবৃদহাদ্বৃচ্ কৃগমিজনিভ্যো লেঃ" (২।৪।৮০।), "ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং" ... "বহুলং ছন্দসি" ... "ছন্দসে চর্ষৌ" (৪।৪।৯৬।), "সাঢ্যৈ সাঢ্বা সাঢেতিনিগমে" (৬।৩।১১৩), "ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং" (৬।৩।১৩৩), "বা বপূর্ব্বস্য নিগমে" (৬।৪।৯।) এই সমুদায় সূত্রে ছন্দঃ, মন্ত্র, নিগমাদি বেদ-বাচক শব্দের উল্লেখ করিয়া বৈদিক পদ সমুদায় সিদ্ধ করা হইয়াছে; যেমন অয়স্ময়, সাঢ্বা, সাঢা ইত্যাদি। সারসিক সংস্কৃতে এই সকল শব্দের স্থলে অয়োময়, সোঢ্বা, সোঢা ইত্যাদি প্রচলিত আছে।

† অশোক রাজার অনুশাসনপত্র যে কয়েক প্রকার দেশ-ভাষায় বিরচিত হয়, তাহার একটি আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব খণ্ডে, অন্য একটি পেসোয়ার প্রদেশে এবং অপর একটি গুজরাট অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। অতএব ঐ সময়ের পূর্ব্বে কথোপকথন ক্রমে উৎপন্ন সে সমস্ত ভাষার মূলীভূত সংস্কৃতও ভারতভূমির ঐ সমস্ত ভাগের দেশ-ভাষা ছিল বলিতে হইবে।

সিন্ধু নদের পশ্চিম প্রদেশের অনেকানেক গ্রাম নগরাদির সংস্কৃত নাম ছিল, ঐ অঞ্চলের অধুনাতন কোন কোন ভাষা সংস্কৃত-মূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণ বিবরণে ঐ অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত থাকিবার নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত

মনুসংহিতা-কারক আর্য্য ও ম্লেচ্ছ দুই প্রকার ভাষার প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

মনুসংহিতা। ১০। ৪৫॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যাহারা ক্রিয়া-লোপাদি দোষে সমাজ-বহির্ভূত হয়, তাহারা আর্য্য-ভাষী বা ম্লেচ্ছ-ভাষী হউক, সকলেই দস্যু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নিরুক্ত-পরিশিষ্টের ভাষ্যে উদ্ধৃত একটি ব্রাহ্মণ-বচনে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণেরা দুই প্রকার ভাষায় কথোপকথন করেন; দেবভাষা ও মনুষ্য-ভাষা।

ব্রাহ্মণা উভয়ীং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণাম্।

নিরুক্ত-পরিশিষ্ট-ভাষ্য। ১। ৯॥

বোধ হয়, এই ব্রাহ্মণ-রচনার সময়ে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ও প্রচলিত সংস্কৃত অথবা প্রচলিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা * উভয়ই ব্যবহার করিতেন ইহাই নির্ব্বাচন করা এই বচনের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বেই (২৫৮ পৃষ্ঠায়) অন্যান্য ব্রাহ্মণেও অসংস্কৃত-কথনের প্রসঙ্গ আছে দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব শেষোক্ত কল্পই সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবিত বোধ হয়। যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা যে এক সময়ে সংস্কৃত-ভাষী ছিলেন, এই বচনে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজের যেরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোক ও শূদ্র-জাতীয়েরা বেদ-রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে †, সুতরাং যে অবস্থায় অপর সাধারণ সকলেই সংস্কৃতভাষী ‡ ছিল, উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-বচনটি তাহার উত্তরকালীন অবস্থার পরিচায়ক।

প্রমাণানুসারে জানিতে পারা যাইতেছে, পূর্ব্বকালে সংস্কৃতই ঐ প্রদেশে দেশ-ভাষা ছিল। অধুনাতন মহারাষ্ট্রীয় ভাষা সংস্কৃত-মূলক। সুতরাং পূর্ব্বকালে উহার মূল-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষা সেখানেও প্রচলিত ছিল বলিতে হয়। অতএব এক সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত সম্বলিত বহু-বিস্তৃত ভূমি-খণ্ড-নিবাসী কোটি কোটি লোক একরূপ সংস্কৃত ভাষী ছিল ইহা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইতেছে। উজ্জয়িনী, কাশ্মীর, কান্যকুব্জ প্রভৃতি নানাস্থানে বিরচিত নাটক মধ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত-মূলক প্রাকৃত ভাষাতে ঐ সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করিতেছে।

* ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা সর্ব্বপ্রকার সংস্কৃতকেই দেব-ভাষা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তদনুসারে, এস্থলে উল্লিখিত মনুষ্য-ভাষা প্রাকৃত ভাষাই বোধ হয়।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৭৩ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত।

ভোজদেব প্রণীত বলিয়া প্রচলিত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের একটি শ্লোকে লিখিত আছে,

কেঽভূবন্নাঢ্যরাজস্য রাজ্যে প্রাকৃতভাষিণঃ।
কালে শ্রীসাহসাঙ্কস্য কে ন সংস্কৃতবাদিনঃ॥

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ। ২ পরিচ্ছেদ। ১৬ শ্লোক।

অবনিমণ্ডলে প্রথম রাজার রাজ্যে কে প্রাকৃত-ভাষী ছিল? সাহসাঙ্কের অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের সময়ে কে না সংস্কৃত কহিত?

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ-রচয়িতা খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর লোক। এককালে যে, হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিত, তাদৃশ অপ্রাচীন সময়ের পণ্ডিতেরাও ইহা বিশ্বাস করিতেন।

নাটক-নাটিকায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তি সকলে সংস্কৃত-ভাষী এবং স্ত্রীলোক ও নিকৃষ্ট-শ্রেণীস্থ লোক প্রাকৃত-ভাষী দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে ভারতবর্ষে ঐ শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়, সে সময়ে ভাষা-বিষয়ে জনসমাজের ঐরূপ অবস্থা বিদ্যমান ছিল ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই মনে করিতে পারা যায় না। তখনও উচ্চ শ্রেণীস্থ পুরুষেরা সংস্কৃত ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন।

ভারতবর্ষে প্রাকৃত-ভাষা সমুদায় যেমন প্রচলিত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সংস্কৃত-ভাষা কথোপকথন-স্থলে অপ্রচলিত হইয়া আসিল। শূদ্রাদি ইতর জাতীয়েরা সংস্কৃত-কথনে অসমর্থ হইয়া প্রাকৃতভাষী হইয়া উঠিল, কিন্তু সে সময়ে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ জাতীয়েরা কিয়ৎকাল সংস্কৃত-ভাষী ছিলেন। রামায়ণের কোন কোন স্থলে হিন্দু-সমাজের এইরূপ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই উপক্রমণিকাংশের ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যভাষাকে বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাচীন সংস্কৃত বলিয়া উল্লেখ করি বটে, কিন্তু প্রথমে উহার এ নামটি বিদ্যমান ছিল না। সংস্কৃত শব্দের অর্থ পরিষ্কৃত। বোধ হয়, প্রাচীন আর্য্য-ভাষা যে সময়ে পরিষ্কৃত হইয়া সারসিক সংস্কৃতে পরিণত হইতে লাগিল, সেই সময়ে উহার ঐ নামটি উৎপন্ন হয়। রামায়ণে এই বিষয়ের সুন্দর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত শব্দ কোন স্থলে ভাষার গুণবাচক ও কোন স্থলে উহার সংজ্ঞা স্বরূপ উক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃতং হেতুসম্পন্নমর্থবচ্চ মহদ্গুণবান্।
প্রহস্তস্তদ্বচঃ সর্ব্বমস্মদ্বাক্যৈঃ কৃতং গতম্॥

সুন্দরকাণ্ড। ৮২। ৩॥

প্রহৃষ্ট হেতু-সম্পন্ন সদর্থ-বিশিষ্ট সংস্কৃত (অর্থাৎ পরিষ্কৃত) যে সমস্ত বাক্য বলিলেন, আমার বাক্যের সহিত তাহার ঐক্য আছে।

সংস্কৃতং মধুরং শ্লক্ষ্ণমর্থবদ্ধর্ম্মসংহিতম্।
স্বয়ম্ভূরিতি ভগবান্ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥

যুদ্ধ-কাণ্ড। ১০৪। ২॥

ভগবান্ ব্রহ্মা হৃষ্টান্তঃকরণে সংস্কৃত, মধুর, নম্র, অর্থ-বিশিষ্ট ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য বলিলেন।

শ্রীমান্ জ, মিয়র্ বিবেচনা করেন, এই দুই স্থলের সংস্কৃত শব্দের অর্থ পরিষ্কৃত; ভাষা-বিশেষ বলিয়া বোধ হয় না।

সুন্দর কাণ্ডের ১৮ সর্গের ১৮ শ্লোকে লিখিত আছে,

দুঃখেন বুবুধে চৈনাং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥
সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্তরং গতাম্।
তিষ্ঠন্তীমনলঙ্কারাং দীপ্যমানাং স্বতেজসা॥

সুন্দরকাণ্ড। ১৮। ১৮ ও ১৯॥

বাক্য যেমন সংস্কার-শূন্য (অর্থাৎ ব্যাকরণ-দুষ্ট) হইয়া অর্থান্তর প্রাপ্ত হইলে, কষ্টে তাহার অর্থ-বোধ হয়, পবন-পুত্র হনুমান্ সেই রূপ কষ্টে সীতাকে জানিতে পারিলেন। তিনি বেশভূষা-বিবর্জ্জিত হইয়াও কেবল নিজ তেজঃ-প্রভাবে দীপ্তি পাইতেছিলেন।

এ স্থলে সংস্কার শব্দ ভাষা-বিশেষের পরিচায়ক বা সংজ্ঞা-প্রতিপাদক নয়। কিন্তু শ্রীমান্ বেবের্ ও মিয়র্ বিবেচনা করেন, সংস্কৃত শব্দ যে, ক্রমে ক্রমে উত্তর কালে সংস্কৃত-ভাষা-বাচক হইয়া উঠে, উল্লিখিত সংস্কার শব্দে তাহাই লক্ষিত হইতেছে। কোন স্থলে সংস্কৃত পদ পরিষ্কৃত অর্থে, কোন স্থলে সংস্কার শব্দ ব্যাকরণ-শুদ্ধি অর্থে এবং অপর কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দ ভাষা-বিশেষ বাচক অর্থে প্রযোজিত দেখা যাইতেছে। অতএব ঐ নামটি ক্রমশঃ যে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষার সংজ্ঞা হইয়া উঠিয়াছে, রামায়ণের মধ্যে ঐ সকল স্থলে তাহারই নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে বোধ হয়। হয়তো উহার কোন কোন স্থল রচিত হইবার সময়ে সংস্কৃত-ভাষার নাম সংস্কৃত বলিয়া প্রচলিতই হয় নাই।

রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ, মহাভারত ও বিশেষতঃ পুরাণ-প্রচারের সহিত শিব, বিষ্ণু ও তদীয় শক্তিদের উপাসনা প্রচারিত হয়। এই তিন প্রকার গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বাস্তবিকও তাহাই বোধ হয়।

প্রথমতঃ। যে সময়ে আদিম রামায়ণ বিরচিত হয়, সেই সময়ে দক্ষিণাপথে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আর্য্য-জাতীয়দের বাস-বিস্তার হয় নাই। তখন উহা অরণ্যময় ও স্থানে স্থানে অসভ্য অনার্য্য লোকের বাস-ভূমি ছিল *। রামায়ণে ঐ অরণ্য দণ্ডকারণ্য বলিয়া লিখিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ। ঐ গ্রন্থের কোন কোন স্থানে উল্লিখিত আছে, ব্রাহ্মণাদি আর্য্য-জাতীয়েরা সে সময়ে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন। অরণ্যকাণ্ডে লিখিত আছে, ইল্বল নামে এক রাক্ষস ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক সংস্কৃত কথা কহিয়া বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিল।

धारयन् ब्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृतं वदन्।
आमन्त्रयति विप्रान् स श्राद्धमुद्दिश्य निर्घृणः॥

অরণ্যকাণ্ড। ১১ সর্গ। ৫৬ শ্লোক।

নির্দ্দয়-স্বভাব ইল্বল ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক সংস্কৃত কথা কহিয়া শ্রাদ্ধ-উদ্দেশে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করে।

সুন্দরকাণ্ডে লিখিত আছে, হনূমান্ লঙ্কাপুরী প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার সহিত সাক্ষাৎকার বাসনায় ভাবিতেছেন,

अहं ह्यतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः।
वाचञ्चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्॥
यदि वाचं वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्।
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति॥
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्।
मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता॥

সুন্দরকাণ্ড। ৩০ সর্গ। ১৭, ১৮ ও ১৯ শ্লোক।

* রামায়ণে লিখিত বানর ও রাক্ষস ঐ রূপ অনার্য্য লোক বই আর কিছুই নয়।

আমি ক্ষুদ্রকায়, তাহাতে আবার বানর, তথাচ মনুষ্যের ন্যায় সংস্কৃত কথা কহিব। যদি আমি দ্বিজগণের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় কথা কই, তাহা হইলে জানকী আমাকে রাবণ বিবেচনা করিয়া ভীত হইবেন। অতএব অপর মনুষ্যের ন্যায় অর্থ-সঙ্গত (সংস্কৃত) বাক্য বলাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে ইহাঁকে সান্ত্বনা করিতে পারিব না।

খৃ, পূ, ২৬৩ অবধি ২২৩ পর্য্যন্ত অশোক নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ রাজা ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে রাজত্ব করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং গির্নার, পেশোয়ার, দিল্লি, প্রয়াগ, উড়িষ্যা প্রভৃতি নানাস্থানে আপনার ধর্ম্ম ব্যবস্থা ও রাজ্য-শাসন-প্রণালী সংক্রান্ত কতকগুলি অনুশাসনপত্র খোদিত করাইয়া যান। ঐ পত্রগুলি একরূপ পালি ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত ভাষা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া ঐ ভাষাটি উৎপন্ন হয় *। এরূপ ঘটনা কিছু একেবারেই ঘটিতে পারে না। ইহা সম্পন্ন হইতে অনেক কাল অতীত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, তৃতীয় শতাব্দীতে ও সুতরাং তাহার পূর্ব্বেও ঐ ভাষা প্রচলিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের কথোপকথনে ব্যবহৃত ছিল। রামায়ণে উল্লিখিত সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন-প্রসঙ্গ হিন্দুসমাজের তদপেক্ষা পূর্ব্বতন অবস্থার পরিচায়ক বলিতে হয়। যদি ঐ গ্রন্থ-রচনার সময়ে পালি ভাষা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে হনুমান্ অপর মনুষ্যের ন্যায় পালি-ভাষায় কথা কহিতে কৃতসংকল্প হইলেন এইরূপই লিখিত হইত। এই যুক্তি অনুসারে, আদি রামায়ণ খানি খৃ, পূ, তৃতীয় এবং বোধ হয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ব-বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কত পূর্ব্ব তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন।

তৃতীয়তঃ। সে সময়ে বৈদিক ভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া সংস্কৃত অর্থাৎ পরিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও সর্ব্বতোভাবে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয় নাই। রামায়ণের ভাষা শূদ্রক কালিদাসাদির অপেক্ষায় অনেক প্রাচীন। তাহাতে সারসিক প্রয়োগ-বিরুদ্ধ অনেকানেক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চাৎ উদাহরণ-স্বরূপ কতকগুলি প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

* Essai sur le Pali par Burnouf et Lassen.

সর্গ	...	শ্লোক	...	সারসিক-প্রয়োগ-বিরুদ্ধ	...	সারসিক......

বালকাণ্ড

১	...	৮৫	...	প্রমুমোদ	...	প্রমুমুদে।
২	...	৯	...	অনপায়িনম্	...	অনপায়ি।
২	...	১৪	...	করুণবেদিত্বাৎ	...	করুণাবেদিত্বাৎ
২	...	২৯	...	হন্যাৎ	...	হতবান্।
৪	...	১৭	...	প্রশস্তবো	...	প্রশংস্তবো।
৯	...	২১	...	সোচ্যতাং	...	স-উচ্যতাং।
১০	...	১৫	...	আশ্রমপদঃ	...	আশ্রমপদং।
১৬	...	৯	...	পুত্রিয়াং	...	পুত্রীয়াং।
১৭	...	৩৪	...	অর্দ্দয়ন্	...	আর্দ্দয়ন্।
১৮	...	২৮	...	লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ	...	লক্ষ্মীবর্দ্ধনঃ।
১৯	...	২১	...	ততোত্থায়	...	তত-উত্থায়।
১৯	...	২১	...	ব্যষীদত্ত	...	ব্যষীদৎ।
২১	...	৮	...	করিষ্যেতি	...	করিষ্যইতি।
২১	...	১৩	...	প্রশাসতি	...	প্রশাস্তি।
২১	...	১৭	...	দুরাক্রামান্	...	দুরাক্রমান্।
২৩	...	৬	...	তপ্যতাং	...	তপতাং।
২৩	...	৮	...	বসতে	...	বসতি।
২৩	...	২০	...	অভিরঞ্জয়ন্	...	অভ্যরঞ্জয়ন্।
২৬	...	২৭	...	অভিপূজয়ন্	...	অভ্যপূজয়ন্।
৩৭	...	১৯	...	অভিজায়ত	...	অভ্যজায়ত।
৩৮	...	২৩	...	সমভিজায়ত	...	সমভ্যজায়ত।
৩৯	...	১৪	...	অনুগচ্ছথ	...	অনুগচ্ছত।
৪০	...	৯	...	করিষ্যাম	...	করিষ্যামঃ।
৪০	...	১১	...	নিবর্ত্তত	...	নিবর্ত্তধ্বং।
৪৩	...	প্রথমে	...	সমুপাসত	...	সমুপাস্তে।
৪৩	...	৬	...	তস্যাবলেপনং	...	তস্যাঅবলেপনং।
৪৩	...	১৫	...	অম্বব্রজৎ	...	অম্বব্রজৎ।

সর্গ		শ্লোক	সারসিক-প্রয়োগ-বিরুদ্ধ		সারসিক......
৪৮	...	৯	উষ্য	...	উষিত্বা।
৪৮	...	১১	দৃশ্য	...	দৃষ্ট্বা।

অযোধ্যাকাণ্ড।

১	...	৩	স্মরতাং	...	অস্মরতাং।
৮	...	২৬	সপত্নি	...	সপত্নী।
১৬	...	২১	অভিদধ্যুষী	...	অভিধ্যায়ন্তী।
৩১	...	৮	গচ্ছতী	...	গচ্ছন্তী।
৩২	...	২১	মেখলীনাং	...	মেখলিনাং।
৩২	...	৪২	জিজ্ঞাসিতুং	...	জ্ঞাতুং।
৪১	..	৯	নপায়য়ন্	...	নাপায়য়ন্।
৫১	...	৮	ততোবাচ	...	তত উবাচ।
৫২	...	২৮	বৎস্যামহেতি	...	বৎস্যামহ ইতি।
৫২	...	৭৯	প্রণমৎ	...	প্রাণমৎ।
৫৫	...	৩১	আনুয়ামাস	...	আনিন্যে।
৫৬	...	১৬	অভিবাদয়ন্	...	অভ্যবাদয়ন্।
৬৩	...	৫২	উদ্ধরং	...	উদধরং।
৬৭	...	২৬	সংবদন্তোপতিষ্ঠন্তে		সংবদন্তউপতিষ্ঠন্তে। *

অনেক স্থলে ছন্দের অনুরোধে এরূপ অশুদ্ধ-পদ-প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছিল মনে হইতে পারে, কিন্তু কালিদাসাদির সময়ে কোন বিষয়ের অনুরোধেই এরূপ ব্যবহার চলন-সহ হইতে পারিত না। অতএব, এরূপ অসারসিক-পদ-ব্যবহার সংস্কৃত ভাষার একরূপ পূর্ব্বাবস্থার পরিচায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

* যে সময়ে আমি বাল্মীক রামায়ণ দেখিয়া যাই, সে সময়ে কুত্রাপি উহা সমগ্র মুদ্রিত হয় নাই। শ্রীমান গোরেশিও সমস্ত রামায়ণ মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহা সমাপ্ত হইয়া উঠে নাই। তাহার অনেক পূর্ব্বে শ্রীরামপুরে শ্রীমান কেরি ও মার্শমেন দুই কাণ্ড ও তৃতীয় কাণ্ডেরও কিয়দংশ প্রচার করেন, এবং তাহার বিংশতি বৎসর পরে সুবিখ্যাত জর্ম্মেন পণ্ডিত শ্রীমান শ্লেগেল প্রথম দুই কাণ্ড মাত্র প্রকাশ করিয়া যান। এই নিমিত্ত আমি একখানি হস্ত-লিখিত রামায়ণ পাঠ করিয়া যাই। তাহা হইতে অন্য অন্য বিষয়ের সহিত সারসিক-প্রয়োগ-বিরুদ্ধ কতকগুলি পদ লিখিয়া রাখি। তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। এখন আর নানারূপ মুদ্রিত পুস্তকের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিতে পারিলাম না। রামায়ণের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে পাঠ-ভেদাদি নানা বিষয়ের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উল্লিখিত পদগুলি যে সমস্ত শ্লোকের অন্তর্গত, রামায়ণের পুস্তক বিশেষে তাহার পাঠান্তর, সংখ্যান্তর বা অন্য কোন রূপ ব্যতিক্রম-ঘটনা অসম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ। রামায়ণ প্রায় অনুষ্টুপ্ নামক প্রাচীন সহজ ছন্দে বিরচিত। উহার ভাষা সরল, রীতি-শুদ্ধ এবং সমুচিত বিভক্তি-বিশিষ্ট। উহাতে নৈষধাদি আধুনিক সাহিত্যের ন্যায় দীর্ঘ ছন্দ, কৃত্রিমভাব, উৎকট বর্ণন এবং শব্দ ও অনুপ্রাসের আড়ম্বর নাই। এই কয় লক্ষণে উহাকে প্রাচীন বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যের মধ্যে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ১২৮ সর্গের একটি শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটি এই,

কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মাম্।
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি॥

পাণিনি। ৩। ১। ৬৭ সূত্রের ভাষ্য।

পতঞ্জলি পাণিনি সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের সাতষট্টি সূত্রের ভাষ্যে এই শ্লোকের শেষার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাল্মীকি-রামায়ণের প্রাচীনতর অংশ বিদ্যমান ছিল বলিতে হয়। কিন্তু একটি কথা আছে। ঐ শ্লোকার্দ্ধটি একটি গাথা। গোরেশিও কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামায়ণে উহা পুরাতন গাথা বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।

পৌরাণী চৈব গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মে।

যুদ্ধকাণ্ড। ১১০ সর্গ। ২ শ্লোক।

অতএব ঐ গাথাটি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল; বাল্মীকি ও পতঞ্জলি নিজ নিজ গ্রন্থে স্বতন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছেন ইহা অসম্ভব নয়।

রামায়ণের ভাষার প্রাচীনত্ব, তন্মধ্যে সংস্কৃত কথা-প্রচলনের নিদর্শন *, তাহাতে লিখিত আর্য্য কুলের বাস-সীমা এই কয়েকটি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পুরাণাদি পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ সমধিক প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে।

গ্রীক্ দূত মিগেস্থিনিজ্ যে সময় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগমন করেন, সে সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে সহমরণ-গমনের প্রথা পূর্ব্ব দিকে মগধ দেশ পর্য্যন্ত প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল। সমগ্র রামায়ণে এ বিষয়ের

* কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র হনুমানের অপশব্দ-শূন্য, ব্যাকরণ-শুদ্ধ, বিশুদ্ধ শিষ্টালাপের যেরূপ প্রশংসা করেন লিখিত আছে (৩ সর্গ, ২৮-৩২ শ্লোক), তাহাও পাঠ করিলে, সেই অংশ রচিত হইবার সময় সংস্কৃত-ভাষা প্রচলিত ছিল এইরূপ প্রতীয়মান হইতে থাকে।

একটি উদাহরণও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ঐ গ্রন্থ-রচনার সময়ে ঐ প্রথা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে দশরথের মৃত্যু ঘটনার বিবরণ স্থলে তাঁহার কোন না কোন মহিষী সহগামিনী বলিয়া বর্ণিত হইতেন *। অতএব ঐ মহাকাব্য খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীর সমধিক পূর্ব্বে বিরচিত হয় এ কথা সর্ব্বতো-ভাবে বিবেচনা-সিদ্ধ বলিতে পারা যায়।

ডিয়ন্ ক্রিসস্টোমস্ খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর মধ্য ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে এইরূপ লিখিত ছিল যে, ভারতবর্ষীয়েরা হোমর্-কৃত কাব্যের অনুবাদ বা অনুকরণ-স্বরূপ মহাকাব্য-বিশেষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীমান্ লেসেন্ প্রদর্শন করিয়াছেন, এই কথাগুলি মিগেস্থিনিজের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত বা অনুবাদিত। হোমর্-প্রণীত ইলিয়ড্ ও অডিসি কাব্যের সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে †। পূর্ব্ব কালে লোকে রামায়ণ গান ও কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইত ইহা ঐ গ্রন্থেই সুস্পষ্ট লিখিত আছে ‡। অতএব তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে ও তাহার পূর্ব্বে ঐ দুই সংস্কৃত মহাকাব্যের মূল উপাখ্যান প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় §; তবে গ্রীকেরা যেমন দুইটি হিন্দু-দেবতাকে বেকস্ ও হরকিউলিজ্ বলিয়া উল্লেখ করেন, সেইরূপ, এস্থানে ঐ দুই ভারতবর্ষীয় মহা-কাব্যকেও হোমরের অনুকরণ বা অনুবাদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া যান। নতুবা হিন্দুরা গ্রীক্ কাব্যের অনুবাদ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত প্রস্তুত করিয়াছেন এ কথাটি কোন রূপেই যুক্তি-সিদ্ধ নয়। ফলতঃ ঐ দুই গ্রীক্ গ্রন্থকারের উল্লিখিত কথাতেও রামায়ণকে খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ব-রচিত পুস্তক বলিয়া সাক্ষ্য দান করিতেছে।

যখন মনুসংহিতা-রচনার সময় পর্য্যন্ত শিব ও বিষ্ণুর মহিমা পরিবর্দ্ধিত

---

* অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৬ সর্গের ১২ শ্লোকে লিখিত আছে, কৌশল্যা কহিতেছেন, আজি আমি স্বামীর এই শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নি-প্রবেশ করিব। এই কথাটি কৌশল্যার প্রবল শোক-বর্ণন হওয়াই সম্ভব। যদি বাস্তবিক সহমরণ-সূচক হইত, তাহা হইলে, হয়, কৌশল্যার প্রকৃত অনুমরণ-বৃত্তান্ত, নয়, সে প্রসঙ্গের সমধিক আন্দোলনের বিষয় বর্ণিত থাকিত। বরং বানর অর্থাৎ অনার্য্য বর্ব্বর লোকের মধ্যে ঐ প্রথা প্রচলনের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। (কিষ্কিন্ধ্যা ২১। ১৩—১৬)।

† Indian Wisdom by Monier Williams, Lecture XIV-দেখ।

‡ বালকাণ্ড। ৪ সর্গ। ৮ ও ২৮ শ্লোক।

§ Indian Wisdom by Monier Willams, P. 316. দেখ।

হয় নাই *, তখন রামায়ণোক্ত সে বিষয়ের কথা গুলি ঐ সংহিতা অপেক্ষা অপ্রাচীন ইহা সহজেই স্বীকার করিতে হয়। রামায়ণে মনুর নাম সুস্পষ্ট লিখিত ও মনুসংহিতার শ্লোক প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ।
गृहीतौ धर्म्मकुशलैस्तथा तच्चरितं मया॥
राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः।
निर्म्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा॥
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापात् प्रमुच्यते।
राजा त्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्विषम्॥

কিষ্কিন্ধ্যা। ১৮। ৩০, ৩১ ও ৩২।

ইহার মধ্যে শেষোক্ত দুইটি বচন মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ৩১৬ ও ৩১৮ শ্লোক।

পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, রামায়ণের প্রাচীনতর ভাগে বৈদিক ধর্ম্মই প্রধান ও প্রচলিত ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিদর্শন অতীব বিরল। শ্রীমান্ লেসেন উহার প্রাচীনতর ভাগ "বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারের পূর্ব্বতন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। যদিও উহার অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত বচনে বুদ্ধ-দেবের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু সেটি প্রক্ষিপ্ত বচন বোধ হয়।

यथाहि चौरः स तथाहि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि।

অযোধ্যাকাণ্ড। ১০৯ সর্গ। ৩৪ শ্লোক।

চোর যেরূপ, বুদ্ধও সেইরূপ, নাস্তিককেও সেইরূপ জানিও।

যদি এই বচন আদিম রামায়ণের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীর অপেক্ষায় অপ্রাচীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইয়ুরোপীয় প্রধান প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ঐ বচনটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

শাস্ত্রকারদের মতে অগ্রে রাম, পশ্চাৎ বুদ্ধাবতার। অতএব গ্রন্থকার সেই রামের উক্তির মধ্যে বুদ্ধের নাম সন্নিবেশিত করিবেন ইহা কোন রূপেই সঙ্গত ও সম্ভব নয়। জাবালি রামচন্দ্রকে চার্ব্বাক-মত উপদেশ দেন। তাহার

---

* ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রত্যুত্তর-স্থলে বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ঐ বচনটি প্রক্ষিপ্ত হওয়াই সম্ভব *।

আদিম রামায়ণ সমধিক প্রাচীন হইলেও অপরাপর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও উল্লিখিতরূপ নূতন নূতন বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই †। এই জন্য, এই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভূরি ভূরি পাঠ-ভেদ

---

* স্থলান্তরের শ্লোক-বিশেষও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারের পরিচায়ক বোধ হইতে পারে। আদি-কাণ্ডের চতুর্দ্দশ সর্গের দ্বাদশ শ্লোকে শ্রমণ শব্দ আছে। ঐ শব্দের অর্থ বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী।

ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে।
তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে।

ব্রাহ্মণ, শূদ্র, তপস্বী ও শ্রমণগণে নিরন্তর ভোজন করিতে লাগিল।

কিন্তু রামানুজ এই শ্রমণ শব্দ বিকল্পে সন্ন্যাসিমাত্র-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যদ্বা শ্রমণপদং সন্ন্যাস্যুপলক্ষণম্।

বাল, ১৪, ১২ শ্লোকের টীকা।

† রামায়ণে যে মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন শ্লোক ও সর্গ-বিশেষ সন্নিবেশিত হইয়াছে এটি একটি প্রসিদ্ধ প্রথা। টীকাকারেরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন ও অনেকানেক বচন ও কোন কোন সর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন; যেমন আরণ্য, ৫স, ২৩; ৩১স, ৩৩ ও ৩৪; কিষ্কিন্ধ্যা, ৫৮স, ২৪ ও ২৫; সুন্দর, ১স, ৯৭ ও ৯৮; ২৪স, ৪২; ২৭স, ২০; ২৭স, ৩১ ও ৩২; ৫৭স, ৯; ৫২স, ১৮ ও ১৯ ইত্যাদি। রামচন্দ্রের অলৌকিক অথবা দেব সদৃশ-গুণ-বর্ণনাত্মক কতকগুলি শ্লোক ও তদ্বিশিষ্ট কয়েকটি সর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কতকাদি টীকাকার তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই।

বস্তুতস্তু এতেষাং শ্লোকানাং তদ্বতাং সর্গাণাঞ্চ প্রক্ষিপ্তত্বাত্ ন তে প্রমাণভূতাঃ অতএব তে সর্গাঃ কতকাদিভিস্তীর্থৈর্ন চ ন ব্যাখ্যাতাঃ।

আরণ্যকাণ্ড। ৩১ সর্গের ৩৩ ও ৩৪ শ্লোকের রামানুজ-কৃত টীকা (১)।

বস্তুতঃ এই সমস্ত শ্লোক ও তদ্বিশিষ্ট সর্গ সমুদায় প্রক্ষিপ্ত। অতএব সে সমস্ত প্রামাণিক নয়। এই হেতু তীর্থ ও কতকাদি পণ্ডিতেরা তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই।

রামায়ণের পুস্তক-বিশেষে যে নূতন নূতন শ্লোক রচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহাও টীকাকারেরা স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

---

(১) রামানুজ যে প্রকার রামায়ণের টীকা করেন, এই প্রবন্ধে ঐ গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় প্রমাণগুলির অধিকাংশ তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

ও মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক দেশ-প্রচলিত রামায়ণের সহিত অন্য দেশ-প্রচলিত রামায়ণের সর্ব্বতোভাবে ঐক্য নাই। গৌড়ীয় রামায়ণের সহিত পশ্চিম-দেশীয় রামায়ণের এবং ঐ উভয়ের সহিত দক্ষিণ-দেশীয় রামায়ণের বিশেষ রূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল এই তিন প্রকার নয়, পাঠ-ভেদ ও শ্লোকভেদাদি বশতঃ বহুতর প্রকার রামায়ণ উৎপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই গ্রন্থ এখন যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সহস্র বা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অবিকল সেইরূপ ছিল এমন বলিতে পারা যায় না।

শ্রীমান্ বেবের্ তাঁহার রামায়ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছেন, কবিরামায়ণ প্রাচীন বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ নয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের তামিল্, তেলগু কর্ণাটি, মলয়ল্ প্রভৃতি ভাষায় বালরামায়ণ, সংগ্রহ-রামায়ণ ও প্রসন্ন-রামায়ণ নামে কতকগুলি রামোপাখ্যান প্রচলিত আছে। কোন খানি ৭ সর্গ কোন খানি ২১ সর্গ ও কোন খানি ১০৬ শ্লোক মাত্রে সম্পূর্ণ। কবিরামায়ণও সেইরূপ একখানি রামোপাখ্যান মাত্র।—On the Ramayana by Dr. Albrecht Weber, translated from the German by the Rev. D. C. Boyd M. A., 1873, pp. 97—99.

কতকগুলি হিন্দু ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যব* ও বালিদ্বীপে গিয়া অধিবাস করেন। বালিদ্বীপে হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-শাস্ত্র অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে†। তথায় কবি-ভাষায় বিরচিত এক খানি রামায়ণ আছে। ভারতবর্ষের বাল্মীকি রামায়ণ যেরূপ কাণ্ডাদি বিভাগে বিভক্ত, বালিদ্বীপের বাল্মীকি

अत्र मध्ये साधुं भुवनमित्यादयो बहवः श्लोका रामानुजसम्प्रदायपुस्तकेषु दृश्यन्ते ते प्रक्षिप्ता इति कतकादयोऽन्ये च ।

সুন্দর কাণ্ড। ২৭ সর্গের ২৮ শ্লোকের রামানুজ-কৃত টীকা।

ইহার মধ্যে 'সাধুং ভুবনং' ইত্যাদি বহুসংখ্যক শ্লোক রামানুজ-সম্প্রদায়ীদের পুস্তকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কতকাদি ও অন্য অন্য পণ্ডিতের মতে, সে সমুদায়ই প্রক্ষিপ্ত।

* যব অর্থাৎ যবদ্বীপ এই নামটি সংস্কৃতানুযায়ী। গ্রীক্ গ্রন্থকার টলেমি গ্রীক্ ভাষায় ঐ দ্বীপের নাম যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারও অর্থ অবিকল যবদ্বীপ। তিনি খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব হিন্দুরা তাহার পূর্ব্বে ঐ দ্বীপে গমন করাতে, উহার ঐ নামটি প্রচলিত হইয়াছে বোধ হয়। রামায়ণেও যবদ্বীপের প্রসঙ্গ আছে। (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। ৪০। ৩০।) অতএব হিন্দুরা তথায় গমন করিবার পরে ঐ নামটি তাহাতে সন্নিবেশিত হয় বলিতে হইবে।

† এই পুস্তকের অন্তর্গত শৈব-সম্প্রদায়-বিবরণের ১৩—১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

রামায়ণ সেরূপ নয়। তাহাতে ক্রমাগত সমগ্র পুস্তক একত্র বর্ণনা করিয়া কয়েকটি সর্গে বিভাগ করা হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড উহার সহিত সংযোজিত নাই; ঐ কাণ্ড খানি বাল্মীকি-কৃত একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক বলিয়া প্রচলিত আছে। বালকাণ্ডের অন্তর্গত গঙ্গাবতরণ ও সাগর-বংশবর্ণন প্রভৃতি অনেকানেক উপাখ্যানও বালিদ্বীপের রামায়ণে সন্নিবেশিত নাই *। যে সময়ে হিন্দুরা ঐ প্রাচীন গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া যবদ্বীপে গমন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষীয় রামায়ণের ঐ রূপ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল এই কথা ব্যতিরেকে আর কি বলিতে পারা যায়? উত্তরকাণ্ড সে সময় পর্য্যন্ত উহার অন্তর্নিবেশিত হয় নাই। ঐ কাণ্ড অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বোধ হয়। টীকাকারেরাও উহার অন্তর্গত অনেক গুলি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার টীকা করেন নাই।

হিন্দুরা অগ্রে যবদ্বীপে, পশ্চাৎ বালিদ্বীপে গিয়া বাস করেন। চীন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রী ফাহিয়ন্ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ যবদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ও হিন্দু-দিগকেই প্রাদুর্ভূত দেখিতে পান †। যদি তাঁহারা প্রথমেই অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ঐ মহাকাব্যও সঙ্গে লইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে সময় অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ঐ মহাকাব্যের উল্লিখিত রূপ অবস্থা ছিল বলিতে হইবে।

রামায়ণের স্থানে স্থানে ফলিত-জ্যোতিষ সংক্রান্ত বহুতর শব্দ ‡ এবং তন্মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ভরতাদির জন্ম-বিবরণে মীন কর্কটাদি রাশির নামও দেখিতে পাওয়া যায় ¶। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, হিন্দুরা গ্রীক্‌দের নিকট জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অন্তর্গত রাশিচক্রাদি নানা বিষয় শিক্ষা করেন। গ্রীকেরা খৃ, পূ, প্রথম শতাব্দীতে ঐ রাশিচক্রের বিষয় সম্পূর্ণ রূপ অবগত হন। অতএব রামায়ণের ঐ স্থলটি ঐ সময়ের পরে বিরচিত বলিয়া সহজেই স্বীকার করিতে হয়।

* The Journal of the Indian Archipelago, February 1849, pp. 131 & 132.

† The Pilgrimage of Fa Hian, 1848, pp. 358, 359 & 363.

‡ বালকাণ্ড। ৭১স, ২৪। অযোধ্যা। ৪স, ২১; ১৫ স, ৩ ও ৮০স, ১৭। আরণ্য। ৬৮স, ১৩ ইত্যাদি।

¶ বালকাণ্ড। ১৮স, ৯ ও ১৫।

রামায়ণের বালকাণ্ডের ১৮ সর্গে কয়েকটি রাশির উল্লেখ আছে। হিন্দুরা গ্রীক্‌দিগের নিকট রাশিচক্রের বিষয় শিক্ষা করেন এই বিবেচনা করিয়া শ্রীমান্ বেবের্ সেই অংশ খৃ, পূ. প্রথম শতাব্দীর উত্তর কালে বিরচিত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন *। কিন্তু শ্রীমান্ লেসেনের অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষীয়েরা *কেল্‌ডিয়া † দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদদিগের নিকট ঐ বিষয় শিক্ষা করেন।* তিনি বলেন, হিন্দুরা তাদৃশ সেমেটিক্ ‡ জাতি-বিশেষকেই যবন বলিয়া জানিত। কিন্তু শ্রীমান্ বেবের্ এই কথা বলিয়া প্রত্যুত্তর দেন যে, উক্ত অভিপ্রায়ের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। এলেগ্‌জেণ্ডরের ভারতবর্ষ-আক্রমণের পর হিন্দুরা গ্রীক্‌দিগকে সবিশেষ অবগত হয়। প্রিয়দর্শীর খোদিতলিপি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। হিন্দুরা গ্রীক্‌দিগের নিকট জ্যোতিষ সংক্রান্ত নানাবিষয় শিক্ষা করে, হিন্দু শাস্ত্রেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা যে, কেল্‌ডিয়া-দেশীয় পণ্ডিতগণের সন্নিধানে ঐ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ঐ মতের অনুকূল পক্ষীয়েরা উহার প্রতিপোষক বচনাদি উদ্ধৃত করুন তখন বিবেচনা করা যাইবে ¶। হিন্দুরা প্রথমে গ্রীক্‌দিগকে যবন বলিয়া জানিত না এই বিষয় প্রতিপাদনার্থ রাজেন্দ্র-লাল বাবু একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন § বেবের্ সাহেব তাহাতেও অবজ্ঞা ও উপহাস-প্রকাশ করিয়াছেন **।

---

* উপক্রমণিকার ৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।

† পারসীক-উপসাগরের উত্তর দিকে বাবিরুষ অর্থাৎ ব্রেবিলন্ দেশ (১) ছিল। তাহারই অন্য নাম কেলডিয়া। এখন তাহাকে ইরাক্ আরবি কহে। খৃ, পূ, ৬৮০ অব্দে এসিরিয়া-দেশীয়েরা তাহা অধিকার করে। কিছু কাল পরে সেই দেশ আবার পারসীকদিগের অধিকারস্থ হয়। পরে গ্রীক্ সম্রাট্ এলেগজেণ্ডর্ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া তাহা জয় করিয়া লন। পূর্ব্বকালে কেলডিয়াতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চা ও সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ টলেমির গ্রন্থে ঐ দেশীয় পণ্ডিতগণের কৃত কয়েকটি গ্রহণ-গণনার বিবরণ আছে; খৃ, পূ, ৭২০ অব্দে তাহার একটি সংঘটিত হয়। এলেগজেণ্ডর্ তাহাদের কৃত ১৯০৩ বৎসরের গ্রহণ-গণনা সংগ্রহ করেন এইরূপ লিখিত আছে। তাহা কতদূর প্রামাণিক বলিতে পারা যায় না।

‡ এসিরিয়া, কেলডিয়া, বেবিলন্, সিরিয়া, ফিনিশিয়া, আরব, ইথিওপিয়া এই সমস্ত দেশীয় লোক এবং য়িহুদিয়া সেমেটিক জাতি বলিয়া উল্লিখিত হয়।

¶ Indian Antiquary, 1875, p. 244 and pp. 246-279.

§ Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1874

** Weber's History of Indian Literature, 1878, p. 220.

---

(১) ইহার উত্তর সীমা ইউফ্রেটিস নদী ও মাদ অর্থাৎ মীডিয়া-দেশীয় দীর্ঘ প্রাচীর, পূর্ব্ব সীমা টাই গ্রিস্ নদী, দক্ষিণ সীমা পারসীক উপসাগর এবং পশ্চিমসীমা আরব-দেশীয় মরুভূমি।

ঐ মহাকাব্যের কোন কোন স্থলে শক যবনাদির প্রসঙ্গ আছে *। যবন অর্থাৎ গ্রীক্‌ জাতীয়েরা খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে সসৈন্য ভারতবর্ষে আগমন করে এবং পরে খৃ. পূ, তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বাহ্লিকরাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষেরও অন্তর্গত কয়েক প্রদেশের অধিকারী হয়। শক, জাট প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতীয় লোকে খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ৫ম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত সিন্ধুনদের পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়া থাকে †। ইহাতেই ভারতবর্ষীয়েরা ঐ সমস্ত জাতির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হন। অতএব ঐ সমস্ত ঘটনার সূত্রপাত হইবার পর কোন সময়ে উল্লিখিত গ্রন্থের ঐ সকল স্থল রচিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রামায়ণে পরস্পর এত ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন নানা বিষয় বিরচিত ও সংযোজিত হইয়া আসিয়াছে ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না। উত্তরোত্তর এত বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, কোন প্রকার প্রচলিত রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়া আদিম রামায়ণের ‡ তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করা সহজ কর্ম্ম নয়। রামচন্দ্রকে বিষ্ণু-অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা প্রচলিত রামায়ণের প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয়, কিন্তু প্রথমে উহার সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল এরূপ বলিতে পারা যায় না। রাজা দশরথ পুত্র-কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন ও তদর্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন পূর্ব্বক বরণ করেন। ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হইল;

* বালকাণ্ড। ৫৪স, ২১ ও ২৪ এবং ৫৫স, ৩। কিষ্কিন্ধ্যা। ৪৩স, ১২।

এই উভয় স্থলে শক যবনাদির সহিত কাম্বোজদিগের নাম উল্লিখিত আছে। তাহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরাংশের সংস্কৃতভাষী জাতি-বিশেষ ছিল (১)। অদ্যাপি হিন্দুকুশ পর্ব্বতে কোমোজি, কামতোজ, কামোজ প্রভৃতি নামে কতকগুলি জাতির অধিবাস আছে; তাহাদেরও ভাষা সংস্কৃত-মূলক। অতএব যবন ও শক শব্দে বাহ্লিক দেশস্থ গ্রীক্‌ ও ভারতবর্ষ-আক্রমণকারী জাতিই বুঝিতে হইবে।

† এই পুস্তকের অন্তর্গত শৈব-সম্প্রদায়ের ৯ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি সংযোজিত হইবার পূর্ব্বে রামায়ণ যেরূপ অবস্থাপন্ন ছিল, এ প্রবন্ধে তাহাই আদিম রামায়ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(১) এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৯ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্রাহ্মণগণ অপর্য্যাপ্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন: যজ্ঞের ফল-প্রত্যাশা ব্যতিরেকে আর কিছুই বর্ণনা করিবার প্রয়োজন রহিল না। শাস্ত্রের মতে যথাবিধানে সম্পন্ন এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অশ্বমেধের ফল অবশ্যই উৎপন্ন হয়। ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে না হইতেই এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ গৃহ-প্রত্যাগমন না করিতে করিতেই, মহারাজ ঐ যজ্ঞের ফলাফল প্রতীক্ষা না করিয়াই ঐ মহর্ষিকে পুত্র-লাভার্থ পুনরায় পুত্রেষ্টি যাগে ব্রতী করেন। এই উপলক্ষে দেবগণ ভগবান বিষ্ণুকে রাবণ-বিনাশার্থ দেহ পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন, এবং তদনুসারে তিনি রাজমহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন।

বিশেষ হেতু নির্দ্দেশ ও কোন অভিনব প্রয়োজন উত্থাপন ব্যতিরেকে ঐ শেষোক্ত পুত্রেষ্টি যাগের বিবরণটি সহসা আরব্ধ হইয়াছে। উহা পরিত্যাগ করিলে রামোপাখ্যানের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। বালকাণ্ডের চতুর্দ্দশ সর্গে অশ্বমেধ-বিবরণ এবং অষ্টাদশ সর্গের প্রথমে অশ্বমেধ-ভঙ্গের পর দেবগণের স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ, রাজা দশরথ ও রাজমহিষীদের পুর-প্রবেশ ও নিমন্ত্রিত নৃপতিগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে অর্থাৎ ১৫, ১৬ ও ১৭ সর্গে পুত্রেষ্টি যাগ, বিষ্ণ্বতরণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক বানর-সৈন্য উৎপাদনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঐ শেষোক্ত তিনটি সর্গ না থাকিলে, কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় না, বরং সুসঙ্গতই হয়। যদি রামকে বিষ্ণ্বতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা আদিম রামায়ণের উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে পূর্ব্বেই অর্থাৎ অশ্বমেধ-বর্ণনা-স্থলেই এ কথার সূচনা করা হইত। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, রামলক্ষ্মণাদিকে বিষ্ণু-অবতার বলিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশে, উত্তরকালে কোন ব্যক্তি রামায়ণের ঐ অংশগুলি তাহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠে।

রাম আপনাকে দশরথপুত্র প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়াই জানিতেন। যুদ্ধকাণ্ডের ১১৯শ সর্গে লিখিত আছে, তিনি যে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ এ কথাটি ব্রহ্মা তাঁহাকে অবগত করেন। ঐ স্থলে রামচন্দ্র যার পর নাই ঈশ্বরোচিত ভূরি ভূরি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বিষ্ণু ও সীতাকে লক্ষ্মী বলিয়া প্রতিপন্ন করাই উহার উদ্দেশ্য। উহা পাঠ করিয়া দেখিলে বোধ হয়, ঐ সর্গটি রচিত হইবার পূর্ব্বে পৌরাণিক দেব-মণ্ডলী কল্পনা একরূপ সম্পন্ন হইয়া যায়। রামায়ণের ঐ অংশটিও প্রক্ষিপ্ত না হইয়া যায় না। উহার

মধ্যে কৃষ্ণের নামোল্লেখ থাকাতে *, এ অভিপ্রায়টি সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হইতেছে। রামচন্দ্রের সর্ব্বত্র প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার বর্ণনা দেখিয়া, কোন ভক্তিমান্ ব্যক্তি রামায়ণের মধ্যে উহা সন্নিবেশিত করিয়াছেন বোধ হয়।

সুবিচক্ষণ পণ্ডিত শিরোমণি শ্রীমান্ লেসেন্ বিবেচনা করিয়াছেন, রামায়ণ ও মহাভারতের যে যে স্থলে রাম ও কৃষ্ণ বিষ্ণু্বতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন সেই সমুদায় স্থল এরূপ অসম্বদ্ধ ও মূল উপাখ্যান কীর্ত্তন বিষয়ে এরূপ অনাবশ্যক যে, সেই সমুদায় অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন মনে না করিয়া থাকা যায় না। সেই অংশগুলি আদিম রামায়ণাদির অন্তর্গত ছিল না; ঐ দুইটি বীর পুরুষের ঈশ্বরত্ব-সংস্থাপন-উদ্দেশে পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শ্রীমান্ শ্লেগেল বারংবার বলিয়াছেন, যে সকল বচনে রাম বিষ্ণু্বতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিলে, রামোপাখ্যানের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না †। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে মনুসংহিতায় রাম কৃষ্ণের নাম-গন্ধও নাই। অতএব রামায়ণ ও মহাভারতে রাম, কৃষ্ণ, পরশুরামাদির যে ঐশী শক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মনুসংহিতা-সঙ্কলনের পর কল্পিত হইয়াছে বোধ হয়।

বৌদ্ধদের দশরথ জাতকের অন্তর্গত রামোপাখ্যান বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন, রামায়ণোক্ত রাম-রাবণের যুদ্ধ বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরস্পর বিরোধ-বিজ্ঞাপক, রাম ও কৃষিকার্য্য-প্রবর্ত্তক বলরাম একই ব্যক্তির নাম, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ ও রাম-রাবণের যুদ্ধ-ব্যাপার গ্রীস্ দেশীয় হোমর্-কৃত ইলিয়ড্ কাব্যের অন্তর্গত হেলেন্-হরণ ও ট্রয়্-সংগ্রামের অনুকরণ, বর্ত্তমান প্রচলিত রামায়ণ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর উত্তরকালীন গ্রন্থ, শ্রীমান্ লেসেন্ স্পষ্টাক্ষরে শ্রীমান্ বেবেরের এই সমস্ত অভিপ্রায়ের ‡ প্রতিবাদ করিয়াছেন।—

---

* সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
যুদ্ধকাণ্ড ১১৯ সর্গ।

সীতা লক্ষ্মী এবং তুমি বিষ্ণু, দেব-কৃষ্ণ ও প্রজাপতি।

হিন্দুশাস্ত্রের মতে, রামের অনেক কাল পরে কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব এস্থলে তদীয় প্রসঙ্গ এমন অসঙ্গত যে, টীকাকার ঐ শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

† Lassen's Indian Antiquities, Vol I. pp. 488 and 489 extracted and translated in Muir's Original Sanscrit Texts, Part IV. 1863, pp. 142 and 143.

‡ Weber's History of Indian Literature, 1878, pp. 1929 and on the Ramayana in the Indian Antiquary for 1872.

Prof. Lassen on Weber's dissertation on the Ramayana translated from the German by J. Muir, in the Indian Antiquary for 1874, pp. 102 and 103.

রামায়ণ-সংক্রান্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই রূপ প্রতীতি জন্মিতে পারে যে রামোপাখ্যানটি একটি সুপ্রাচীন উপাখ্যান; তাহাতে পুনঃ পুনঃ নানালোক কর্ত্তৃক নানাবিধ বিষয় সংযোজিত হইয়া নানারূপ প্রচলিত রামায়ণ প্রস্তুত হইয়াছে। *

---

* শ্রীমান্ বেবের রামায়ণ কাব্যখানি দক্ষিণাপথে আর্য্য-সভ্যতা ও বিশেষতঃ কৃষি-জ্ঞান বিস্তার বিষয়ক একটি রূপক মাত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সীতা ব্যক্তি-বিশেষের নাম নয়. সীতা হল-পদ্ধতি এবং রাম হলধর বলরাম History of Indian Literature 1878 P. 192. তিনি ও হুইলর্ প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত রামায়ণ-রচনার বিষয়ে অনেকানেক অশ্রুতপূর্ব্ব বা অপ্রচলিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন, বাল্মীকি রামায়ণ বৌদ্ধদিগের দশরথজাতক (১) নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত বা তদবলম্বন পূর্ব্বক বিরচিত। কেহ বা কহেন, রামোপাখ্যানটি হিন্দু ও সিংহলস্থ বৌদ্ধদিগের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদেরই বিজ্ঞাপক রূপকবিশেষ। কেহ বা লিখেন, ঐ গ্রন্থ হোমর-কৃত গ্রীক্ কাব্যেরই অনুকরণ। কিন্তু অনেকে এ সমস্ত অভিপ্রায় উপযুক্ত যুক্তি-মূলক বলিয়া বিবেচনা করেন না; প্রত্যুত, একেবারেই অস্বীকার করিয়া থাকেন।

বেদ-শাস্ত্রেও এক সীতার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২) লিখিত আছে, সীতা সবিতার অর্থাৎ প্রজাপতির কন্যা; চন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রণয়-সঞ্চার হয়; এ দিকে চন্দ্র শ্রদ্ধাকে ভাল বাসেন। ইহাতে সীতা প্রজাপতি-সমীপে গমন করিয়া আপনার মনস্কামনা অবগত করিলেন এবং প্রজাপতি মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধদ্রব্য বিশেষ দ্বারা তাঁহার অঙ্গরাগ করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি চন্দ্র-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, চন্দ্র তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন।

সীতা সাবিত্রী সোমং রাজানং চকমে। শ্রদ্ধামু স চকমে।

* * আত্মানং বভ্রাজ। তাঁডীত্যোবাচ। উপনামবর্ত্তস্বেতি।

প্রজাপতি-কন্যা সীতা চন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু চন্দ্র শ্রদ্ধার প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিলেন। * * * * সীতা চন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চন্দ্র বলিলেন, তুমি আমার সমীপে অবস্থিতি কর।

---

(১) ঐ গ্রন্থানুসারে রাম সীতার সহোদর, তিনি বনবাসের পর স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া আপনার সেই সহোদরাকে বিবাহ করেন। শ্রীমান্ বেবের ঐ গ্রন্থও প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণের কতকগুলি শ্লোক একরূপ অভিন্ন বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

(২) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ২। ৩, ১০, ১—৩।

মহাভারত বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রচলিত আছে, কিন্তু সমগ্র মহাভারত এক সময়েরও রচিত নয়, এক জন কর্ত্তৃকও সঙ্কলিত হয় নাই। মহাভারত-কর্ত্তারা নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

मन्वादि भारतं केचिदास्तिकादि तथापरे।
तथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सम्यगधीयते॥
विविधं संहिताज्ञानं दीपयन्ति मनीषिणः।
व्याख्यातुं कुशलाः केचिद्ग्रन्थान् धारयितुं परे॥

আদি পর্ব্ব। ১ম অধ্যায়। ৫২ ও ৫৩ শ্লোক।

কোন কোন ব্রাহ্মণ প্রথম মন্ত্র অবধি, কেহ কেহ আস্তিক পর্ব্ব অবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি এই ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা অশেষ প্রকারে সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ গ্রন্থ ব্যাখ্যা বিষয়ে পটু, কেহ বা গ্রন্থার্থ ধারণা বিষয়ে নিপুণ।

কাজে কাজেই বলিতে হয়, যিনি এই দুইটি বচন রচনা করেন, তিনি মহাভারতের উল্লিখিত দুই প্রকার অবস্থা ঘটনার পরের নিজের রচিত শ্লোক গুলি তাহাতে সন্নিবেশিত করিয়া যান। আরও দেখ, ঐ গ্রন্থেরই অন্তর্গত অনুক্ত বচনে লিখিত আছে, প্রথমে ভারত-সংহিতা চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র-শ্লোকময়ী ছিল। অতএব বোধ হয়, কোন সময়ের পণ্ডিতেরা মহাভারত চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র-শ্লোক-বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, পরে সময়ে সময়ে অনেকানেক বচন ও উপাখ্যান সঙ্কলিত ও প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে, উহা লক্ষাধিক শ্লোক বিশিষ্ট এতাদৃশ বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে।

चतुर्व्विंशतिसाहस्रीं चक्रे भारत-संहिताम्।
उपाख्यानैर्व्विना तावद्भारतं प्रोच्यते बुधैः॥
ततोऽध्यर्द्धशतं भूयः संक्षेपं कृतवानृषिः।
अनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तानां सपर्व्वणाम्॥

আদিপর্ব্ব। ১ ম অধ্যায়। ১০১ ও ১০২ শ্লোক।

এই উপাখ্যান অনুসারে, সীতা চন্দ্রের পত্নী। রামায়ণে রামও স্থল-বিশেষে রাম 'চন্দ্র' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

প্রথমে ব্যাসদেব চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র-শ্লোকময়ী ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা কহেন, উপাখ্যান-ভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের সংখ্যা এইরূপ হয়। অনন্তর তিনি সংক্ষেপে সর্ব্বার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক সার্দ্ধ-শত-শ্লোক-বিশিষ্ট অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন।

এই শ্লোকে মহাভারতের অনুক্রমণিকা-ভাগ ১৫০ শ্লোক বিশিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু এইক্ষণকার মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ন্যূনাধিক ২৬৮ টা শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহে ৯৬৮৩৬ শ্লোক লিখিত আছে, কিন্তু প্রচলিত মহাভারত গণনা করিয়া দেখিলে ১০৭৩৯০ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বসংগ্রহে প্রতিপর্ব্বে যেরূপ শ্লোক-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, আর এক্ষণে গণনা করিয়া সেই সেই পর্ব্বে যত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, উভয়ই পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে। পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

পর্ব্ব		পর্ব্বসংগ্রহে লিখিত শ্লোক-সংখ্যা			গণিত শ্লোক-সংখ্যা
১ আদি	পর্ব্ব	৮৮৮৪	...	...	৮৫৭৯
২ সভা	"	২৫১১	...	...	২৭০৯
৩ বন	"	১১৬৬৪	...	...	১৭৪৭৮
৪ বিরাট	"	২০৫০	...	...	২৩৭৬
৫ উদ্যোগ	"	৬৬৯৮	...	...	৭৬৫৬॥
৬ ভীষ্ম	"	৫৮৮৪	...	...	৫৮৫৬
৭ দ্রোণ	"	৮৯০৯	...	...	৯৬৫৯
৮ কর্ণ	"	৪৯৬৪	...	...	৫০৪৬
৯ শৈল্য	"	৩২২০	...	...	৩৬৭১
১০ সৌপ্তিক	"	৮৭০	...	...	৮১১
১১ স্ত্রী	"	৭৭৫	...	...	৮২৭॥
১২ শান্তি	"	১৪৭৩২	...	...	১৩৯৪৩
১৩ অনুশাসন	"	৮০০০	...	...	৭৭৯৬
১৪ অশ্বমেধিক	"	৩৩২০	...	...	২৯০০
১৫ আশ্রমবাসিক	"	১৫০৬	...	...	১১০৫
১৬ মৌষল	"	৩২০	...	...	২৯২

১৭ মহাপ্রস্থানিক	"	৩২০	...	...	১০৯
১৮ স্বর্গারোহণ	"	২০৯	...	...	৩১২
১৯ খিলহরিবংশ	"	১২০০০	...	...	১৫৩৭৪
		৯৬৮৩৬	...	...	১০৭১৯০

অতএব পর্ব্বসংগ্রহ সমাপ্ত হইবার পরেও অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত ও অনেক বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আদিপর্ব্বের অন্য এক স্থানে * লিখিত আছে, ভূমণ্ডলে লক্ষ-শ্লোক-বিশিষ্ট মহাভারত প্রচারিত হয়। এটি একটি প্রকৃত কথা বলিয়া বিবেচনা করিলে ইহাকে ঐ গ্রন্থের অন্য এক অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

বালি দ্বীপের কবি-ভাষায় মহাভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বের অনুবাদ আছে। ঐ সকল পর্ব্বের নাম যে মহাভারত, তথাকার লোকেরা তাহা অবগত নয় †। ঐ গ্রন্থ যে সময়ে যবদ্বীপে নীত হয়, সেই সময়ে কি ঐ পর্ব্ব সমুদায় একত্র সঙ্কলিত হইয়া মহাভারত নামে প্রচলিত হয় নাই? পরিমাণ-বিষয়ে ঐ সমস্ত পর্ব্বের সহিত এক্ষণকার প্রচলিত সংস্কৃত মহাভারতীয় পর্ব্বের অনেক ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমুদায় যে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, হয়ত, তাহা ঐরূপ অবস্থাপন্ন ছিল।

মহাভারতেরই অন্তর্গত উল্লিখিত কয়েকটি প্রমাণ অনুসারে ঐ গ্রন্থের চারি পাঁচ প্রকার অবস্থা লক্ষিত হইতেছে। ফলতঃ ঐ সমস্ত প্রমাণ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানিতে পারা যায় এবং পশ্চাৎ ঐ গ্রন্থের বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইবে, তদ্দ্বারা এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে যে, ক্রমাগতই নূতন নূতন উপাখ্যান ও নূতন নূতন শ্লোক রচিত ও সংযোজিত হইয়া ঐ গ্রন্থকে এরূপ বৃহদাকার করিয়া তুলিয়াছে।

যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক মহাভারতের ১০।১৫ অধ্যায় আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর কখনই তাহা এক গ্রন্থকর্ত্তার প্রণীত বোধ করিতে পারেন না। তাহাতে এক এক বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে ‡, এক

* আদিপর্ব্ব, ১ম অধ্যায়, ১০৫ শ্লোক।

† The Journal of the Indian Archipelago, February 1849, p. 135.

‡ যেমন আদিপর্ব্বের ১৩ হইতে ১৫ অধ্যায় এবং ৪৫ হইতে ৫৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত জরৎকারুর উপাখ্যান।

উপাখ্যান কথিত হইতে হইতে বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্য উপাখ্যান উত্থাপিত হইয়াছে *, পূর্ব্ব সূচনা ব্যতিরেকে সহসা ব্যক্তি-বিশেষের বাক্য সমাবিষ্ট হইয়াছে †, এবং পরস্পর অসম্বদ্ধ উপাখ্যান সমুদায় একত্র স্থাপিত হইয়াছে ‡। এক্ষণকার প্রচলিত সমগ্র মহাভারত এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রণীত হইলে এরূপ অব্যবস্থা কখনই হইতে পারে না। প্রত্যুত, এরূপ বিশৃঙ্খলায় উল্লিখিত গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখনী-চালনারই পরিচয় দান করিতেছে।

আদি পর্ব্বে সুস্পষ্ট লিখিত আছে ¶ ঐ গ্রন্থ বেদব্যাস প্রথমে বাচনিক বলেন, বৈশম্পায়নও উহা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে বাচনিক কীর্ত্তন করেন, উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্য-বাসী ঋষিগণকে উহা বাচনিক শ্রবণ করান, এবং অন্য অন্য কত কত পণ্ডিতও ঐ পুস্তক বাচনিক বর্ণনা করিয়া যান। ইহাতে এইপ্রকার জানিতে পারা যাইতেছে যে, আদিম রামায়ণের ন্যায় § আদিম মহাভারতও প্রথমে লিপি-বদ্ধ ছিল না; শ্রুতি-পরম্পরা ক্রমে বাচনিক উপদেশ দ্বারা চলিয়া আইসে।

ইদানীং কেহ কেহ রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা অধুনিক বলিয়া বিবেচনা করেন; কিন্তু তাঁহাদের এমতে অনেক গুলি আপত্তি উপস্থিত আছে। মহাভারতে তো বহুকাল ব্যাপিয়া ক্রমাগতই নূতন নূতন নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া আসিয়াছে। রামায়ণেও মধ্যে মধ্যে সর্গ ও শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে, এই উভয়ের মধ্যে অমুক গ্রন্থ প্রাচীনতর অথবা অমুক গ্রন্থ খানি অপ্রাচীনতর এরূপ নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত বোধ হয় না;

* যেমন পৌষ্য পর্ব্বে আরুণি ও উপমন্যুর উপাখ্যান।

† যেমন আদি পর্ব্বে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে রুরু ও প্রমতির কথোপকথন। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে এরূপ উক্তি আছে বটে যে, রুরু বীয় পিতা প্রমতির নিকট আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে তাহার আর কোন প্রসঙ্গ নাই, প্রত্যুত, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা কহিতেছেন, আমি পিতা লোমহর্ষণের নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণনা করিতেছি।

‡ যেমন পৌষ্য পর্ব্বে সর্প সত্রানুষ্ঠান-সূচনার পরেই পৌলম পর্ব্বে ভৃগু-বংশের বর্ণনা।

¶ আদিপর্ব্ব ১। ১০, ১১, ১৭, ২০ ও ২৬।

§ শ্রীমান্ বেবের্ বিবেচনা করেন, রামায়ণ প্রথমে লিপি-বদ্ধ ছিল না বলিয়াই, দেশ-ভেদে তাহার এ প্রকার পাঠ-ভেদ ও অবস্থা-ভেদ ঘটিয়াছে।— Weber's History of Indian Literature. 1878, P. 194.

তথাচ এই দুই পুস্তকের পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে, রামায়ণের অধিকাংশ মহাভারতের অধিকাংশ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে।

প্রথমতঃ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, রামায়ণ রচনার সময়ে আর্য্য-বংশীয়েরা পূর্ব্বদিকে অঙ্গ ও মিথিলা এবং দক্ষিণে কেবল যমুনা তট-পর্য্যন্ত উপনিবেশ করেন; সে সময়ে সমস্ত দক্ষিণাপথ কেবল অরণ্য ও স্থানে স্থানে অসভ্য অনার্য্য লোকের আবাস-ভূমি ছিল *। কিন্তু মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা উহার মধ্যে অনেকানেক জনপদে, এমন কি প্রায় উহার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্তও, আপনাদের আবাস ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যত কাল ব্যাপিয়া মহাভারত রচিত ও সঙ্কলিত হয়, তন্মধ্যে আর্য্য-বংশীয়েরা দক্ষিণাপথে অন্য অন্য নানা দেশ ও নানা রাজ্যের সহিত কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, পাণ্ড্য † ও কেরল এবং পূর্ব্ব দিকে অঙ্গ, বঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মণিপুর ও সাগরতট পর্য্যন্ত আপনাদের বাস ও অধিকার বিস্তার করেন এইরূপ লিখিত আছে ‡ মহাভারত পাঠ করিয়া গেলে, ভারতবর্ষের অধিকাংশেই আর্য্য-বাস, আর্য্য ধর্ম্ম ও আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের যে সকল স্থলে এই বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে, ঐ সমুদায় স্থান ঐ ঐ নামে বিখ্যাত হইবার পরে তাহা রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। যদিও ভাষা-বিষয়ে মহাভারতের বহুতর স্থলের সহিত রামায়ণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে; এমনকি, উভয়েতেই পারসিক-প্রয়োগবিরুদ্ধ প্রাচীন পদাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাচ অনেক ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ভাষা সরল বটে, কিন্তু অনেক স্থানে রামায়ণের অপেক্ষা রচনার বৈচিত্র্য ও চাতুর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদিও অধিকাংশই সুপ্রাচীন অনুষ্টুপ § ছন্দেই রচিত, কিন্তু স্থলবিশেষে অপেক্ষাকৃত ইন্দ্রবজ্রাদি দীর্ঘ ছন্দও ব্যবহৃত

* ৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† পাণ্ড্যরাজ্য খ্রী. পূ. ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে সংস্থাপিত হয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শৈব সম্প্রদায় ১০ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ সভাপর্ব্ব, ২৫—৩০ এবং ৫০—৫১ অধ্যায়; উদ্যোগপর্ব্ব, ১৯৬ ও ১৯৭ অধ্যায়; আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ৭৩—৮৪ অধ্যায় ইত্যাদি।

§ মনু, রামায়ণ ও মহাভারতাদি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে যে সকল ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারই মধ্যে অনুষ্টুপ ছন্দ প্রাচীন। ঐ সকল শাস্ত্রেই ঐ ছন্দের শ্লোকাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদ মন্ত্র-রচনার সময়ে তাদৃশ রচনা প্রণালীর সৃষ্টি হয় নাই।

হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণেরও প্রতি সর্গের শেষে এক একটি সুমধুর দীর্ঘ ছন্দের কবিতা আছে এবং তাহা সাহিত্য-রচনার বহুকাল-সাধ্য সমুন্নতি ও পরিপাটির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিতে হয় সত্য বটে, কিন্তু মহাভারতের বহুতর স্থলে উল্লিখিতরূপ দীর্ঘ-ছন্দ শ্লোকাবলী ক্রমাগত চলিয়া গিয়াছে। এমন কি, এক এক বা উপর্য্যুপরি বহু অধ্যায় তাদৃশ শ্লোক সমূহে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় *।

তৃতীয়তঃ। সহমরণ ধর্ম্মটি হিন্দুজাতির আদিম ধর্ম্ম নয় ইহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে †। রামায়ণে আর্য্যবংশীয়দের মধ্যে উহা প্রচলিত থাকিবার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, কিন্তু মহাভারতে ঐ প্রথা-প্রচলনের সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পাণ্ডু রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় প্রিয় পত্নী মাদ্রী তাঁহার চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন ‡।

চতুর্থতঃ। রামায়ণে আন্বীক্ষিকীর ¶ উল্লেখ ও লোকায়তিক দর্শনের প্রসঙ্গ আছে §; কিন্তু মহাভারতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্তাদি দর্শনের সবিস্তর বিবরণ ও রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও অন্য অন্য নানা বিদ্যার বহুল বৃত্তান্ত বিনিবেশিত রহিয়াছে **। রামায়ণ-রচনার সময়ে ঐ সকল শাস্ত্র উৎপন্ন বা সমুন্নত হয় নাই বোধ হয়। অতএব এ বিষয়টিও মহাভারতের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনত্বের পরিচায়ক বলিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ। মহাভারতের মধ্যেই রামোপাখ্যান সন্নিবেশিত আছে ††। যদিও তাহাতে বাল্মীকির নাম বিদ্যমান নাই, এবং কোন কোন অংশে বাল্মীকি রামায়ণের সহিত তাহার ঐক্যও দেখিতে পাওয়া যায় না ‡‡; কিন্তু ঐ গ্রন্থের অন্য অন্য স্থলে পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

* আদিপর্ব্ব, ১ অ, ১৪৮—২১৫ শ্লোক ও ৮১ অ—৯৩ অ; সভাপর্ব্ব, ৫৫—৫৭ অ; বনপর্ব্ব, ১১৯, ১২০ ও ২৬৭ অ ইত্যাদি।

† ৬৭ ও ৬৮ পৃষ্ঠা।

‡ আদিপর্ব্ব, ১২৫ অধ্যায়, ৩০ ও ৩১ শ্লোক।

¶ অযোধ্যাকাণ্ড ১০০। ৩৯।

§ অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮।

** সভাপর্ব্ব, ৫ অধ্যায়; ভীষ্মপর্ব্ব, ১৩—৪২ অধ্যায়; শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, ও আপদ্ধর্ম্মের অন্তর্গত বহুতর স্থল ইত্যাদি।

†† বনপর্ব্ব ২৭৩—২৯১ অধ্যায়।

‡‡ ঐ রামায়ণের মতে রাম ও লক্ষ্মণ শর-জালে বদ্ধ হইলে, হনুমান্ ঔষধ আনয়ন করিয়া তাহার প্রতীকার সাধন করে, কিন্তু মহাভারতীয় উপাখ্যানানুসারে, কপিরাজ সুগ্রীব বিশল্য

অপিচায়ং পুরা গীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।
ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয় ইতি যদ্ ব্রবীষি প্লবঙ্গমম্॥

দ্রোণপর্ব্ব। ১৪৩ অধ্যায়। ৬৯ শ্লোক।

পূর্ব্বকালে বাল্মীকিও ভূমণ্ডলে এই শ্লোক বলিয়া গিয়াছেন যে, বানর! যাহা বলিতেছ, স্ত্রীলোকের প্রাণ বধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নয়।

শ্লোকশ্চায়ং পুরা গীতো ভার্গবেণ মহাত্মনা।
আখ্যানে রামচরিতে নৃপতিং প্রতি ভারত॥

শান্তিপর্ব্ব। ৫৭ অধ্যায়। ৪০ শ্লোক।

ভারত! পূর্ব্বকালে ভার্গব অর্থাৎ বাল্মীকিও রামোপাখ্যানের মধ্যে নৃপতিকে উদ্দেশ করিয়া এই শ্লোক বলিয়াছেন।

এই উভয় শ্লোকেই বাল্মীকি পূর্ব্বকালের লোক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন, আদি পর্ব্বের ৫৫ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে, সভা পর্ব্বের ৭ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে, উদ্যোগ পর্ব্বের ৮২ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে ও শান্তি পর্ব্বের ২০৭ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে বাল্মীকির নাম লিখিত আছে। এ সমস্ত ব্যতিরেকে, বন পর্ব্বের ১৪৭ অধ্যায়ে ও দ্রোণ পর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে রামোপাখ্যান বর্ণিত

নামক মহৌষধ প্রদান পূর্ব্বক শল্য বিমোচন করিয়া দেন (১)। বাল্মীকি রামায়ণে লিখিত আছে, রাবণ-বধ সম্পন্ন হইলে, রামচন্দ্র সীতার সতীত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু মহাভারতানুসারে, রামচন্দ্র সীতাকে পরিত্যাগ করিতে কৃত-সংকল্প হইলে, সীতা অগ্নি, বায়ু, বরুণাদি দেবগণকে স্মরণ করেন; তাঁহারা উপস্থিত হইয়া সীতার সুচরিত্রতার বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য দেন, এবং তদনুসারে রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া অযোধ্যা পুরী প্রত্যাগমন করেন (২)।

এইরূপ অন্যান্য কোন কোন অংশেও ঐ উভয় উপাখ্যানের পরস্পর বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়ের পরস্পর ঐরূপ বিভিন্নতা দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে একটি প্রাচীন রামোপাখ্যান বিদ্যমান ছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া এক দিকে বাল্মীকি রামায়ণে ও অপর দিকে ঐ মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক মহাভারতের এই অংশটি সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে একরূপ রামোপাখ্যান বিদ্যমান ছিল; ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

---

(১) বনপর্ব্ব। ২৮৮ অধ্যায়। (২) বনপর্ব্ব। ২৯০ অধ্যায়।

হইয়াছে। অতএব মহাভারতের এই সমুদায় উপাখ্যান সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে একরূপ রামোপাখ্যান প্রচলিত হয় এবং উল্লিখিত বাল্মীকির সংজ্ঞা-বিশিষ্ট স্থলগুলি এবং তাহার পূর্ব্ব ও সমকালে রচিত সমুদায় স্থল বিরচিত হইবার পূর্ব্বে বাল্মীকি-কৃত কোনরূপ রামায়ণ বিদ্যমান থাকে ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। মহাভারতীয় উপাখ্যানের স্থানে স্থানে রামচন্দ্র বিষ্ণ্বতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন *। অতএব রামকে বিষ্ণ্বতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা যখন আদিম রামায়ণের উদ্দেশ্য ছিল না বোধ হইতেছে †, তখন মহা-ভারতীয় উপাখ্যান বা তাহার অন্তর্গত ঐ সকল স্থল উহার অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যখন মহাভারতে রামোপাখ্যান পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে ও বাল্মীকি-কৃত রামায়ণের বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে, অথচ রামায়ণে মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানের কোন অঙ্গ বিদ্যমান নাই, তখন রামায়ণকে প্রাচীনতর গ্রন্থ বলিয়া সহজেই মনে হইতে পারে। এই সমস্ত কথার সহিত এ বিষয়ের চির-প্রবাদ ‡ ও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমূহের ঐক্য করিয়া দেখিলে, ঐ গ্রন্থের অধিকাংশ মহাভারতের অধিকাংশ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

রামায়ণের অযোধ্যা-বর্ণনাদি কতকগুলি বিষয় মহাভারতোক্ত কুরু-পাণ্ডবের বৃত্তান্ত অপেক্ষায় সভ্যতা-সঞ্চারের পরিচায়ক বোধ হয়। তাদৃশ পূর্ব্বকালে বিস্তৃত ভারতভূমির সমস্ত জন-সমাজ কিছু একেবারে সমানরূপ সভ্য হইয়া উঠে নাই। তন্মধ্যে অপেক্ষা-কৃত উন্নত জনপদ-বিশেষের উপা-খ্যান লইয়া রামায়ণ রচিত হইলে এরূপ হইতে পারে। পূর্ব্বকালীন পার-সিকদের অবস্তা শাস্ত্রে সরযূ নদীর নামোল্লেখ থাকাতে ¶, ভারতবর্ষমধ্যে অযোধ্যা প্রদেশ আর্য্য-কুলের একটি প্রাচীন আবাস-ভূমি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কোন দেশ অগ্রে উপনিবিষ্ট হইলে ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অনুকূল কারণ ঘটিলে, অগ্রে উন্নত হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব।

রামায়ণের ন্যায় মহাভারত-রচনারও প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন।

* বনপর্ব্ব, ২৯ অধ্যায়, ৪৩, ৬৩, ৬৭ ও ৭৪ শ্লোক, ১৪৭ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক ও ২৭৫ অধ্যায়, ৫ শ্লোক। † ৮৮—৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ মহাভারতের অপেক্ষায় রামায়ণ সমধিক প্রাচীন গ্রন্থ এই প্রচলিত প্রবাদ।

¶ প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ২৮ পৃষ্ঠা।

আশ্বলায়নাদি কল্পসূত্রে বৈদিক ধর্ম্মেরই সবিস্তর বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে, আর রামায়ণাদিতে অভিনব ধর্ম্ম-প্রণালী সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন, রামায়ণ ও মহাভারত সমগ্রই কল্পসূত্র সমুদায় সমাপ্ত হইবার সমধিক কাল পরে বিরচিত হয়। কিন্তু এরূপ মীমাংসা কদাচ সুযুক্তি-সম্ভূত নহে। বেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-ভাগ যেমন সংহিতা-ভাগ-সাপেক্ষ, কল্পসূত্র সমুদায় সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ভাগ-সাপেক্ষ। অতএব এই তিনের পারম্পর্য্য বিষয়ে সংশয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত সেরূপ কল্পসূত্র-সাপেক্ষ নয়। অতএব কল্পসূত্রের সহিত ঐ উভয়ের সেরূপ পারম্পর্য্য-সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীনতর অংশ-বিশেষ কল্পসূত্র অপেক্ষা প্রাচীন হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত নয়। মনুসংহিতা ও আশ্বলায়নাদির গৃহ্যসূত্রেও ইতিহাস-পাঠের ব্যবস্থা আছে *। মহাভারত ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত। তদনুসারে কুল্লুক ভট্ট ঐ ইতিহাস শব্দের অর্থ মহাভারতাদি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন †। কিন্তু সেটি সন্দেহ-স্থল। ঐ বর্ত্তমান বৃহৎ পুস্তকের অনেকাংশ শিব ও বিষ্ণুর মহিমা বর্ণনে পরিপূর্ণ। যদি ঐ পুস্তক মনুসংহিতা রচনা বা সঙ্কলনের সময়ে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তাহাতেও ঐ উভয় দেবতার মাহাত্ম্য-বিবরণ ও উপাসনা-প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হইত। তবে ঐ ইতিহাস শব্দ বর্ত্তমান মহাভারত-বাচক না হউক, উহার অন্তর্ভূত মূল উপাখ্যান ও অন্য অন্য প্রাচীন উপাখ্যান-বিশেষ প্রতিপাদক হওয়া সম্ভব। পশ্চাৎ পুরাণ-প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে, প্রচলিত পুরাণ ও মহাভারত রচিত ও সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে প্রাচীনতর গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-বিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সেই সমস্ত ইতিহাস এক্ষণকার প্রচলিত মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট থাকা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। এরূপ জনপ্রবাদই আছে যে, "ভারত ছাড়া কথা নাই।"

পশ্চাৎ হরিবংশের প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে, বাসবদত্তা-রচয়িতা সুবন্ধু খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন ও তাঁহার সময়ে হরিবংশ-পুস্তকও সচরাচর প্রচলিত ছিল। মহাভারতের অপরাপর অংশ তদপেক্ষায় প্রাচীন ইহাও ঐ স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব আদি, সভা, বন প্রভৃতি অষ্টাদশ পর্ব্ব ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে সঙ্কলিত ও বিরচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। বাসবদত্তায় অন্তর্গত কুরু-বংশ, ভরত-বংশ,

* আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র।৩।৩॥ † মনুসংহিতা।৩।২৩২ শ্লোকের টীকা।

শান্তনু-সন্তান, ভীম, অর্জ্জুন, দ্রোণ, কর্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কীচক, বৃহন্নলা বিরাট, উত্তরগোগ্রহ, উত্তরগোগ্রহে বৃহন্নলার প্রকাশ, ভারত-যুদ্ধ, মহাভারত-যুদ্ধ, দ্যূত-ক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের রাজ্য-চ্যুতি, দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গ, ভীষ্মের শর-শয্যা উলূক, দ্রোণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সম্বলিত কুরু-সৈন্যের অধ্যক্ষ, অর্জ্জুনের বাণ দ্বারা কুরু-সৈন্য সমাক্রান্ত ইত্যাদি মহাভারতীয় মূলোপাখ্যান সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম ও যুদ্ধাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ এবং ঐ গ্রন্থের প্রসঙ্গাধীন উপস্থিত নহুস, পুরোরবা, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা-প্রসঙ্গ, নল ও দময়ন্তী-প্রস্তাব প্রভৃতি মহাভারত সংক্রান্ত বিষয়ের প্রসঙ্গে উল্লিখিত অনুমান একরূপ সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। সুবন্ধুর ঐ পুস্তকে এইরূপ বিষয় সমস্ত উত্তরোত্তর পাঠ করিতে করিতে, তাঁহার সময়ে কোনরূপ অবস্থাপন্ন বর্ত্তমান মহাভারতই প্রচলিত ছিল এই রূপ প্রতীতি হইতে থাকে। ফলতঃ ঐ গ্রন্থে পর্ব্ব-সম্বলিত মহাভারতের নামও সুস্পষ্ট লিখিত আছে।

"ভারতীনেব সুপর্ব্বণা। *"

ধার্‌বার্ প্রদেশের অন্তর্গত ইবল্লী নামক স্থানের একটি শৈব মন্দিরে খোদিত শিলালিপি-বিশেষে কালিদাস ও ভারবির নাম উল্লিখিত আছে। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। উহা পাঁচ শত ছয় শতাব্দে অর্থাৎ পাঁচ শত চুরাশী খৃষ্টাব্দে খোদিত হয় †। অতএব তাঁহারা ঐ সময়ের পূর্ব্বতন লোক। যখন বাসবদত্তার প্রমাণানুসারে খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ও তাহার পূর্ব্বে মহাভারত বিদ্যমান ছিল স্বীকার

---

* ঐ সময়ে একরূপ রামায়ণও বিদ্যমান ছিল। বাসবদত্তায় কেবল রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, জনক, জনক-যজ্ঞভূমি, সীতা, দশরথ, রাবণ, কনক-মৃগ কর্ত্তৃক রামের চিত্তাকর্ষণ, সুগ্রীব, সুগ্রীব-সেনা, তারাপতি প্রভৃতি রামায়ণ-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম ও তৎসংক্রান্ত কিছু কিছু উপাখ্যান-সূচনা সন্নিবেশিত আছে এমন নয়, বাল্মীকি কর্ত্তৃক ইক্ষ্বাকু-বংশ-বর্ণন-বিষয়ক গ্রন্থ-রচনা এবং রামায়ণ ও তাহার অন্তর্গত সুন্দরকাণ্ডের নাম সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

"রামায়ণীব সুন্দরাকাণ্ডচারুণা।"

অতএব সুবন্ধুর সময়ে ও তাহার কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ ন্যূনাধিক চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে কোনরূপ অবস্থাপন্ন বর্ত্তমান রামায়ণ ও মহাভারত সচরাচর প্রচলিত ছিল ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে দেশ-সম্বন্ধীয় কোন প্রাচীন বিষয়ের সময় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য ব্যাপার, সে দেশের পক্ষে এটি একটি আদরণীয় কথা।

† The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vo. IX, p. 315.

করিতে হইতেছে, তখন উহার দুই এক শত বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থকারেরা * নিজ সময়ে প্রচলিত মহাভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছেন এ কথাও সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবিত ও যুক্তি-সিদ্ধ বলিতে হয়। মৃচ্ছকটিক এই সমুদায় অপেক্ষায় প্রাচীন গ্রন্থ †। এমন কি, খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী অপেক্ষায় কোন মতেই অপ্রাচীন বোধ হয় না। তাহাতেও রামায়ণোক্ত রাম ও হনুমানাদির ন্যায় মহাভারতোক্ত ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, সুভদ্রাদির ‡ নাম সন্নিবেশিত আছে। পশ্চাল্লিখিত শ্লোকটিতে কুরু ও পাণ্ডব বংশীয়দের প্রসঙ্গ-সহকারে যুধিষ্ঠিরের দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজয় ও পাণ্ডবদিগের বনবাস পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

কালিদাসের সময় নিরূপণ বিষয়ে ইউরোপীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত কর্ত্তৃক এত বিভিন্ন মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে, এটি নির্দ্ধারিত হইবার বিষয় বলিয়াই মনে হয় না। কেহ § তাঁহাকে খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় কেহ বা ¶ তৃতীয় বা ষষ্ঠ, কেহ কেহ বা ‖ পঞ্চম ও কেহ বা ** ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। কালিদাস উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বিক্রমাদিত্য নামে নানা রাজা নানা সময়ে উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন; এই নিমিত্তই, কালিদাস কোন্ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন; ইহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য অথবা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় লোকের বিশ্বাস এই যে, এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, অমর, কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্ন তাঁহারই সভাসদ ছিলেন। কিন্তু সেই প্রবাদটি যে, কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়

* অভিজ্ঞানশকুন্তল-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর পর ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

† শৈব-সম্প্রদায় ৬ পৃষ্ঠা দেখ। তথায় মৃচ্ছকটিক কেনর্কি অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত কনিষ্ক রাজার উত্তরকালে রচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শ্রীমান্ লেসেনের বিচারানুসারে বিবেচনা হয়, ঐ রাজা খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করেন।

‡ প্রথম অঙ্কে শকারের উক্তি দেখ।

§ লেসেন্।

¶ বেবের্।

‖ প্রিন্‌সেপ্, উইল্‌ফোর্ড্ ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্।

** টড্। ইঁহার মতানুসারে কালিদাস ৫৭৫, ৬০৫ ও ১০৪৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ৩টি ভোজ রাজার একটির সভাসদ ছিলেন।

ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে *। শ্রীদেব-প্রণীত বিক্রমচরিত নামে একখানি গ্রন্থে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের চরিত-বর্ণন আছে, কিন্তু তাহাতে কালিদাসের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। ভাওদাজি কালিদাসকে খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং ঐ উজ্জয়িনীবিরাজিত কবি-কেশরী ও কাশ্মীর-রাজ্যাধিপতি মাতৃগুপ্ত এই উভয়ের চরিত-বিষয়ক উপাখ্যানের যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যিনি কালিদাস, তিনিই মাতৃগুপ্ত †। এই উভয় এক ব্যক্তির নাম হইলে, অভিজ্ঞানশকুন্তল-প্রণেতা ভারতবর্ষীয় কবি-সম্রাটের সময় নির্দ্ধারণটি নিঃসংশয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাঁহার এই মত-টিও সুদৃঢ় যুক্তি-সম্পন্ন ও সর্ব্বতোভাবে বিচার-সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কোন বিষয় যেরূপ সংশয়চ্ছেদী যুক্তি সহকারে সুসিদ্ধ হইলে, নিশ্চিত মনে করিতে পারা যায়, ভাওদাজির প্রবন্ধে সেরূপ প্রদর্শিত হয় নাই ‡। স্থল-বিশেষে কালিদাসের অন্য অন্য নাম লিখিত আছে; কিন্তু মাতৃগুপ্ত কুত্রাপি নাই।

যে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের এখন ১৯৩৮ অব্দ চলিতেছে, কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন তাঁহার সভাসদ ছিলেন এইরূপ জন-প্রবাদ আছে একথা ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সে প্রবাদের উপর যে নির্ভর করিতে পারা যায় না, তাহাও পূর্ব্বে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, ভোজ নামক নৃপতি-বিশেষের সভাতে কালিদাস প্রভৃতি নয় জন পণ্ডিত নবরত্ন নামে বিখ্যাত ছিলেন এইরূপ একটি জনশ্রুতিও প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একটি সংস্কৃত প্রবন্ধে কালিদাসের ভোজ-সাক্ষাৎকার-সংঘটনের কৌতুকাবহ বর্ণন আছে। কালিদাস একটি অকিঞ্চিৎকর কবিতার রচনা করিয়া ভোজ-সভাসদ শঙ্কর পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করেন। শঙ্কর কালিদাসকে হাস্যাস্পদ করিবার উদ্দেশে সেই শ্লোক-সম্বলিত রাজসভায় লইয়া যান।

---

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৫২ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১৭৬ ও ১৭৭ পৃষ্ঠা।

† The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 1861, pp. 19—30 and 207—230.

‡ Bhau Daji's identification of him (Matrigupta) with Kalidasa does not rest on any reasonable foundation.—A. Weber on the Ramayana, 1873. Page 81,

ক্বালিদাসেন সহিতো ভোজরাজসভাং যযৌ।
অথ দৃষ্ট্বা স রাজানমাশিষং প্রজগাদ হ॥

মহাপদ্যের উপক্রম। ৪।

(শঙ্কর) কালিদাসকে সমভিব্যাহারে করিয়া ভোজ রাজার সভায় উপস্থিত হইলেন। কালিদাস রাজাকে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।'

বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ভোজ নামে নানা রাজা নানা স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীর, মালব, উৎকল, রাজস্থান, কান্যকুব্জ প্রভৃতি বহুতর দেশের ইতিহাসে বা উপাখ্যানে ও কোন কোন স্থানের খোদিত লিপিতেও ভোজ-নামধারী ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ৫৭৫*, কেহ ৪৮৬ †, কেহ ৬৭০ ‡, কেহ ৪৮৩ ¶, কেহ ৮৭৬ §, কেহ সহস্রাধিক ‖, কেহ ১১৬০ ** ও কেহ ১৫৭৬ †† খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এইরূপ লিখিত আছে ‡‡। তন্মধ্যে মালব রাজ্যের অধীশ্বর ধারা-নগর-নিবাসী ভোজ রাজা নিজে সুপণ্ডিত ও পণ্ডিতগণের আশ্রয়-ভূমি বলিয়া বর্ণিত হন। কালিদাসাদিকে তাঁহারই সভাসদ করা পূর্ব্বলিখিত প্রবাদের উদ্দেশ্য §§।

* প্রমার-বংশীয় মালব-রাজ (Tod's Rajasthan, 1829, vol. I., p. 800)।

† মালব রাজ্যের অন্য এক রাজা (Journal Asiatique, Mai, 1844, p. 354)।

‡ Description Historique et Geographyque de l'Inde, par Teiffenthaler vol. I., p. I.

¶ মুঞ্জ রাজার উত্তরাধিকারী (Prinsep's Indian Antiquities by Edward Thomas. vol. II., Part II., p. 250)।

§ কান্যকুব্জ ও গোয়ালিয়রের রাজা (Colonel Cunningham's plates, pl. II., fig. 4. and Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XXXI., p. 397)।

‖ ভোজপ্রবন্ধ, ভোজচম্পূ ও ভোজচরিতে বর্ণিত ভোজ রাজা। ১১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

** লোডোরবার রাজা (Tod's Rajasthan, 1832, vol. II., p. 242)।

†† হারৌতির রাও ভোজ (Tod's Rajasthan, 1832, vol. II., p. 475)।

‡‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XXX II., pp. 93—101 দেখ।

§§ কিন্তু গ্রন্থকার-বিশেষে কালিদাসকে অপর ভোজ-বিশেষেরও সভাসদ্ করিয়া দিতে ছাড়েন নাই। উৎকলের পুস্তক-বিশেষে লিখিত আছে, তথায় একটি ভোজ

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকায় ভোজদেব বিক্রমাদিত্যের উত্তরকালীন লোক এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু কত উত্তর, তাহা নির্দ্দেশিত নাই। খোদিতলিপি-প্রমাণে প্রতিপন্ন হয়, ঐ রাজা খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন *। সুতরাং তদনুসারে, ঐ নবরত্ন ঐ সময়ের লোক হইয়া পড়েন। অতএব এ বিষয়ের,

রাজা খ্রী, পূ. প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর কিয়দংশে রাজত্ব করেন। তাঁহার সভায় ৭০টি কবি বিদ্যমান ছিলেন; কালিদাস তাহার সর্ব্বপ্রধান।—Asiatic Researches, vol. XV., P. 259. রাসলীলার চিত্রপটে এক এক সখীর পার্শ্ব-দেশে যেমন এক একটি কৃষ্ণরূপ চিত্রিত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় উপাখ্যানে সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিদ্যমান বিভিন্ন ভূপতির সভায় এক একটি কবি কালিদাসকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

* অল্‌বীরূণী খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভোজ রাজাকে আপনার সমকালীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১)। সৌভাগ্যক্রমে ভোজ-রাজার অধস্তন পুরুষ-পরম্পরার নাম ও সময় নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মেজর্ টড্ উজ্জয়িনী হইতে ইংলণ্ডের রএল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটি নামক প্রসিদ্ধ সমাজে তিন খানি খোদিতলিপি প্রেরণ করেন এবং সুবিখ্যাত কোল্‌ব্রুক্ তাহার অর্থোদ্ভেদ করিয়া প্রকাশ করেন (২)। সেতারা হইতেও ভোজবংশের যে খোদিতলিপি (৩) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত উল্লিখিত তিন খোদিত-লিপির বিশেষ কিছু বিভিন্নতা নাই। নাগপুর সন্নিহিত ওয়েন্‌গঙ্গা নদীর পশ্চিমতীরস্থ একটি দেবমন্দিরের একখানি খোদিতলিপিতেও ভোজবংশের বিবরণ আছে (৪)। শুজলপুর পরগণার অন্তর্গত পিপ্লিয়ানগর গ্রামের একখানি তাম্রপত্রে ঐ বংশীয় উদয়াদিত্য, নরবর্ম্মা, যশোবর্ম্মা, জয়বর্ম্মা দেব প্রভৃতি নৃপতি-পরম্পরার প্রসঙ্গ আছে। তাহাতে লিখিত আছে, জয়বর্ম্মা দেবের উত্তরাধিকারী হরিশ্চন্দ্র দেব ১২৩৫ সম্বতে অর্থাৎ ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গোদান ও ভূমিদান করেন (৫)। এই সমস্ত খোদিতলিপি-প্রমাণে জানিতে পারা গিয়াছে, লক্ষ্মী-

(১) Journal Asiatique, Sept. 1844, p. 250.

(২) The Transactions of the Royal Asiatic Society, vol. I., pp. 230-239 and 462-466. (Colebrooke's Essays, 1873, vol. 2., pp. 263 265.)

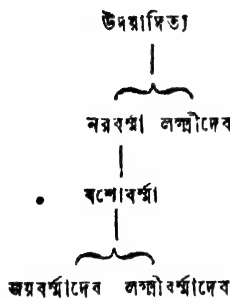
(৩) Deciphered and noticed by Prof. Lassen, and alluded to by Rajendra Lala Mitra in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XXXII., p. 104.

(৪) Journal Bombay B. R. A. Society, Vol. I., pp. 259- 281 (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1863, No. II., p. 103.)

(৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol., VII. p. 736,

লিখিতই হউক বা বাচনিকই হউক, পরম্পরাগত প্রবাদের প্রমাণ একবারেই

বর্ম্মার পিতা যশোবর্ম্মা, যশোবর্ম্মার পিতা নরবর্ম্মা, নর বর্ম্মার পিতা উদয়াদিত্য এবং উদয়াদিত্যের পিতা ভোজ।



ঐ সমস্ত খোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মীবর্ম্মা ১২০০ সম্বতে অর্থাৎ ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁহার পিতা যশোবর্ম্মা ১১৯১ সম্বতে অর্থাৎ ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। যশোবর্ম্মার পিতা নরবর্ম্মা ১১৬১ সম্বতে অর্থাৎ ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ যশোবর্ম্মার প্রপৌত্র অর্জ্জুনবর্ম্মা ১২৭২ সম্বতে অর্থাৎ ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। যশোবর্ম্মা ১১৯১ সম্বতে অর্থাৎ ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে নিজ পিতা নরবর্ম্মার শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণবিশেষকে দুইখানি গ্রাম দান করেন। অতএব নরবর্ম্মা ঐ বৎসরে অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন বলিতে হইবে। পুরুষ-পরম্পরার আয়ুঃ-সংখ্যা বা নৃপতি-পরম্পরার রাজত্বকাল গণনা করিতে হইলে, গড়ে ২৫।৩০ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর করিয়া পড়ে। তদনুসারে, নরবর্ম্মা ও তদীয় পিতা উদয়াদিত্যের রাজত্ব-কাল-সমষ্টি ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর হইতে পারে। ইহা হইলে উদয়াদিত্যের পিতা ভোজ রাজার রাজত্বকাল খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অতীত হওয়া সম্ভব। ভোজচরিত ও ভোজপ্রবন্ধে নির্দ্দিশিত আছে, ঐ রাজা ৫৫ বৎসর ৭ মাস ৩ দিন রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন। তদনুসারে খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। অতএব অল্‌বীরুনী যে তাহাকে আপনার সমকালবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা ঐ সমস্ত খোদিতলিপির প্রমাণদ্বারা সর্ব্বতোভাবেই সঙ্গত ও বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইতেছে। যাহা হউক, মালব রাজ্যের অন্তর্গত ধারানগর নিবাসী ভোজ রাজা একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরিত্যাগ করিয়া যুক্তি-পথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। নবরত্ন * নামে নয় জন পণ্ডিত বিক্রমাদিত্য-বিশেষের সভাসদ ছিলেন, এ প্রবাদটি নিতান্ত অল্প প্রাচীন নয়। খৃষ্টাব্দের ১০ম শতাব্দীতে বিরচিত বুদ্ধগয়ার একখানি খোদিতলিপিতে তাহা লিখিত আছে †। তাদৃশ সময়ে বিরচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-প্রণেতা শ্রীহর্ষ নিজ গ্রন্থের শেষভাগে কালিদাস-কৃত কুমারসম্ভবের শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পূর্ব্বৈরপি লোকসিদ্ধত্বাদ্ব্যবহৃতা: কেবলমস্মাভিরেব তর্কপদব্যামভিষিক্তাস্ততো ন প্রবন্ধেন নিরস্যন্তে "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং চ্ছেত্তুমসাম্প্রতম্।"

সে সমুদায় লোক-প্রসিদ্ধ বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা তাহা ব্যবহার করিয়াছেন। কেবল আমরাই তাহা তর্ক-পদবীতে অভিষিক্ত করিয়াছি। এখন আর প্রবন্ধ-রচনা দ্বারা নিরাস করা যায় না। যে বৃক্ষ সম্বর্দ্ধন করা যায়, তাহা বিষবৃক্ষ হইলেও আর স্বয়ং ছেদন করা যায় না।

উদ্ধৃতি-চিহ্নে চিহ্নিত এই শ্লোকার্দ্ধ কালিদাসের কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গের ৫৫ শ্লোকের শেষ দুই চরণ। সুতরাং কুমার হইতেই উদ্ধৃত।

এই শ্রীহর্ষই নৈষধ-রচয়িতা। তদীয় টীকাকার প্রেমচন্দ্রের ব্যাখ্যানুসারে, নৈষধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১১৩ শ্লোকে খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থের আভাস পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। সুতরাং কালিদাস ঐ সময়ের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বকীয় কীর্ত্তি-পতাকা উড্ডীয়মান করেন বলিতে হয়।

বাণভট্ট খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাংশে বিদ্যমান ছিলেন ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ‡। তিনি হর্ষচরিতের প্রারম্ভেই কালিদাসের প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥

পুষ্পমঞ্জরীতে লোকের যেরূপ প্রীতি জন্মে, নিসর্গ দেবনন্দন অর্থাৎ স্বভাব

---

* নবরত্ন নামে নয় জন পণ্ডিত সম্বৎ-সংস্থাপক বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। এ প্রবাদটি জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ব্যতিরেকে অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থে বিদ্যমান নাই।

† উপক্রমণিকা ১৭৬ পৃষ্ঠা।

‡ উপক্রমণিকা ১৫২-১৫৩ পৃষ্ঠা।

সিদ্ধ-শক্তিশালী কালিদাসের মধুর রসাভিষিক্ত সুচারু বচনেও সেইরূপ হয়।

অতএব কালিদাস ঐ শতাব্দের পূর্ব্বতন লোক তাহার সন্দেহ নাই।

৫০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ৫৮৫। ৮৬ খৃষ্টাব্দে: বিরচিত খোদিত লিপিতে কালিদাস ও ভারবির নাম সুস্পষ্ট লিখিত আছে *। অতএব তিনি ঐ অব্দের উত্তরকালীন লোক নন, এইটিই নিঃসংশয়ের নিরূপিত হইল। উঁহার কত পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার নির্ব্বাচন করিবার উপায় নাই বলিলেই হয়। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবে ফলিত জ্যোতিষ-সংক্রান্ত এরূপ কতকগুলি কথা আছে যে, শ্রীমান্ হ, যেকোবি একটি প্রবন্ধে সেই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বিবেচনা করেন, ঐ দুই কাব্য খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ অপেক্ষা প্রাচীন হওয়া কোন রূপেই সম্ভব নয় †। শ্রীমান্ বেবেরও এই অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিয়াছেন। ‡ উল্লিখিত দুই কাব্যে এইরূপ লিখিত আছে যে,

ग्रहैस्ततः पञ्चभिरुच्चसंश्रयैरसूर्य्यगैः सूचितभाग्यसम्पदम् ।
असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम् ॥

রঘুবংশ। ৩। ১৩॥

যেমন প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি অক্ষয় ফল উৎপাদন করে, সেইরূপ, শচী-তুল্য রাজমহিষী সুদক্ষিণা যথাসময়ে পুত্র প্রসব করিলেন। সেই সময়ে অসূর্য্যাভিগামী পাঁচটি গ্রহ উচ্চ স্থান-স্থিত হইয়া তাহার সৌভাগ্য-সম্পদ সূচিত করিয়া দিল।

अथौषधीनामधिपस्य वृद्धौ तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम् ।
समेतबन्धुर्हिमवान् सुताया: विवाहदीक्षाविधिमन्वतिष्ठत् ॥

কুমারসম্ভব। ৭। ১॥

* The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, vol. IX.. p. 315.

† Monatsberichte der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1873, pp. 554–558. আমার পরমাত্মীয় নিত্যসদয় শ্রীযুত আনন্দকৃষ্ণ বসু বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ যেকোবিরচিত প্রবন্ধের যুক্তি বিবরণগুলি আমাকে লিখিয়া পাঠান; ইহাতেই এস্থলে প্রস্তাবিত বিষয় প্রতিপাদন পক্ষে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়াছে।

‡ Weber's History of Indian Literature. 1878, P. 195.

হিমালয় চন্দ্রের শুক্লপক্ষীয় জামিত্রগুণান্বিত তিথিতে বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে কন্যার বিবাহ-সংস্কার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন।

বহুগ্রহ উচ্চস্থিত হইলে রাজ্যাদি সম্পদ লাভ হয়, এমন কি পঞ্চগ্রহ উচ্চস্থ থাকিলে যে সে ব্যক্তিও রাজ্যপদ প্রাপ্ত হয়। এ কথাটি লঘুজাতক নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থে সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

ত্রিপ্রভৃতিভিরুচ্চস্থৈর্নৃপবংশভবা ভবন্তি রাজানঃ।
পঞ্চাদিভিরন্যকুলোদ্ভবাশ্চ তদ্বত্ ত্রিকোণগতৈঃ॥

লঘুজাতক। ৯। ২৩॥

ন্যূন সংখ্যা তিন গ্রহ উচ্চ * স্থানে থাকিলে রাজকুলোদ্ভব ব্যক্তিগণ রাজা হন। পঞ্চগ্রহ উচ্চস্থানে থাকিলে অন্য বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণও রাজা হন। পঞ্চগ্রহ যদি ত্রিকোণস্থ † হয়, তাহা হইলেও ঐরূপ ফলপ্রদ হইবে।

ভারতবর্ষীয়েরা যে গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করেন, এই পুস্তকের উপক্রমণিকার মধ্যে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে ‡। উল্লিখিত কুমারসম্ভবোক্ত বচনের অন্তর্গত জামিত্র শব্দটি গ্রীক্‌-ভাষার ঐ অর্থ-প্রতিপাদক শব্দ বিশেষের সংস্কৃতরূপ বই আর কিছুই নয়। মল্লিনাথ জামিত্রই শব্দের এরূপ অর্থ করিয়াছেন যে,

* এক এক রাশি এক এক গ্রহের উচ্চস্থান বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে; যেমন রবির মেষ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মকর, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির কর্কট, শুক্রের মীন ও শনির তুলা।

অজবৃষমৃগাঙ্গনাকর্কিমীনবণিজোংশকৈর্দিনকরাদীনাম্। (?)

মেষোবৃষোমৃগঃ কন্যা কর্কিমীনতুলাধরাঃ।
ভাস্করাদেরিবন্তুাচ্চা রাশয়ঃ ক্রমশস্ত্রিমী॥

রঘুনন্দন-কৃত জ্যোতিষতত্ত্ব।

† এক এক রাশি এক এক গ্রহের ত্রিকোণ বলিয়া ব্যবস্থিত আছে; যেমন রবির সিংহ, চন্দ্রের বৃষ, কুজের মেষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা ও শনির কুম্ভ।

সিংহো বৃষশ্চ মেষশ্চ কন্যা ধন্বী ঘটী ঘটঃ।
অর্কাদীনাং ত্রিকোণানি মূলানি রাশয়ঃ ক্রমাত্॥

রঘুনন্দন-কৃত জ্যোতিষতত্ত্ব।

‡ উপক্রমণিকার ১১২—১১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

জামিত্রং লগ্নাৎ সপ্তমস্থানম্।

লগ্ন * হইতে সপ্তম স্থানের নাম জামিত্র।

গ্রীক্ ডিয়ামিট্রস শব্দেরও অর্থ অবিকল এইরূপ। উহার লাটিন্ রূপ ডিয়ামিটম্। শ্রীমান ফ, মেটর্নস্ লাটিন্ ভাষায় উহার যেরূপ অর্থ করেন, তাহা পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে। সেই অর্থ পূর্ব্বোক্ত মল্লিনাথ-কৃত জামিত্র শব্দের ব্যাখ্যার অবিকল অনুরূপ।

A Signe ad aliud signum. quod septimum fiuerit. hoc est diametrum.

এক রাশি হইতে সপ্তম স্থান স্থিত অন্য রাশিকে ডিয়ামিট্রম্ বলে।

কি সুন্দর ঐক্য!—কি সম্পূর্ণরূপ সুন্দর ঐক্যই দৃষ্ট হইতেছে! পরস্পর দূরস্থিত উভয় দেশীয় বিষয় বিশেষের এতাদৃশ অবিদিতপূর্ব্ব ঐক্য-প্রতিপাদন অপার উল্লাসের বিষয়। ইহাতে কি অপারজ্ঞাত গুপ্তকথাই ব্যক্ত করিয়া দিতেছে! আরও দেখ। কুমারসম্ভবে জামিত্রের যেরূপ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, লঘুজাতকেরও বচন-বিশেষে তাহার অনুরূপ তাৎপর্য্য নির্দ্দেশিত আছে †। গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদেরা ডিয়ামিট্রস্ রাশিরও সেইরূপ শক্তি বর্ণন করিয়াছেন। কুমারসম্ভব ও গ্রীক্ জ্যোতিষ উভয়ের মতেই উহা উদ্বাহ-পক্ষে শুভকর। ফ, মেটর্নস্ স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ডিয়ামিট্রম্ অর্থাৎ ঐ সপ্তম রাশি বা সপ্তম স্থান হইতে উদ্বাহকাল নির্ণয় করিতে পারা যায়।

ex hoc loco quantitatem quaeramus nuptiarum (Firm. Mat. II, 22, 7.)

কুমারসম্ভবের পূর্ব্বোক্ত বচনে রাশি-বিশেষস্থ চন্দ্রকলা স্ত্রীলোকের উদ্বাহ-পক্ষে শুভকর বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে। লঘুজাতকেও স্ত্রীলোকের পক্ষে চন্দ্রের বিশেষরূপ শক্তি বর্ণিত হইয়াছে ‡। গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ টলেমিও চন্দ্রকে

---

* মেষ, বৃষ, মিথুনাদি রাশির উদয়কে লগ্ন বলে।

† পশ্চাল্লিখিত বচন দেখ।

‡ স্ত্রীপুংসোর্জন্মফলং তুল্যং কিন্ত্বত্র চন্দ্রলগ্নস্থম্।
তদ্বলযোগাদ্বপুরাকৃতিশ্চ সৌভাগ্যমস্তময়ে॥

লঘুজাতক। ২। ১।

স্ত্রী ও পুরুষের জন্ম ফল তুল্য, কিন্তু এস্থলে (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পক্ষে) লগ্ন ও চন্দ্র উভয়ই ফলপ্রদ। তাহাদের বলানুসারে শরীর ও আকৃতি হয়। আর যদি লগ্ন হইতে সপ্তম রাশিতে চন্দ্রের অবস্থিতি হয়, তাহা হইলে স্ত্রী সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে।

এই বচনটি জ্যোতিষার্থদীপিকায় স্ত্রীলোকের জন্ম-ফল-কথন প্রস্তাবে উদ্ধৃত হইয়াছে

স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন কি, কুমারসম্ভবের ন্যায় তাঁহারও গ্রন্থে লিখিত আছে, শুক্লপক্ষীয় চন্দ্র স্ত্রীজাতির পক্ষে শুভপ্রদ।

সংস্কৃত জাতকগুলি গ্রীক্ শাস্ত্রের অনুযায়ী। ঐ জ্যোতিষ শাস্ত্রের নাম হোরাশাস্ত্র। ভারতবর্ষীয় হোরাশাস্ত্র গ্রীক্ জ্যোতিষ অবলম্বন করিয়া রচিত হয় জানা গিয়াছে *। হোরাটি গ্রীক্ শব্দ। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, বরাহ-মিহিরের একখানি গ্রন্থের নাম হোরাশাস্ত্র। যেকোবি গ্রীক্ জ্যোতিষের সহিত ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের ঐক্য করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, গ্রীক্-দিগের ঐ শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইবার পর, ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাদের নিকট উহা গ্রহণ করেন †। গ্রীস্ দেশীয় হোরাশাস্ত্র খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতা-ব্দীতে সম্পূর্ণ হয়। অতএব ভারতবর্ষে উহা ঐ শতাব্দীর পর ভিন্ন পূর্ব্বে কদাচ অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। উল্লিখিত দুই কাব্য গ্রন্থে ঐ শাস্ত্রে গ্রন্থকারের যেরূপ পারদর্শিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার সময়ে ভারত-বর্ষে ঐ বিষয় বিলক্ষণ প্রচারিত হইয়াছিল বলিতে হয়। এই সমস্ত পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে, ঐ দুই গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে বিরচিত হওয়া কোনরূপেই সম্ভব বোধ হয় না। ইতি পূর্ব্বেই খোদিতলিপির প্রমাণানুসারে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, কালিদাস খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বতন লোক ‡। অতএব তিনি ¶ খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর ও ও ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন এইটিই একরূপ প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই উভয় সীমার মধ্যস্থলে কোন্

* উপক্রমণিকার ১১২—১১৫ পৃষ্ঠার এবিষয় দেখ।

† Dissertation de Astrologiae Indicae "Hora." Bonn 1872, pp. 12 and 13.

‡ ২৭৩ পৃষ্ঠা।

¶ কালিদাস-প্রণীত সুপ্রচলিত কয়েকখানি কাব্য-নাটক ব্যতিরেকে অপর কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহারই বিরচিত বলিয়া লিখিত আছে; যেমন জ্যোতির্ব্বিদাভরণ, শক্রপরাভব, রাত্রি-লগ্ননিরূপণ ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলি নানাকারণে অপরাপর লোকের রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব-প্রণেতা কালিদাস খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর উত্তরকালীন লোক এইটিই প্রতিপাদন করা এস্থলের উদ্দেশ্য জানিতে হইবে। শ্রীমান্ বেবের্ অনুমান

নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি প্রাদুর্ভূত হন, তাহার নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিবার উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত নবরত্নের অন্তর্গত অমর ও বরাহমিহিরের সমকালবর্ত্তী বলিয়া যে চির-প্রবাদ আছে, তাহার সহিত ঐ উভয় সীমা-নির্ণয়ের কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই বলিতে হইবে। সেই প্রবাদটি প্রামাণিক হইলে, যখন বরাহমিহির খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন *, তখন তাঁহাকেও খৃষ্টাব্দের ঐ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

কালিদাসের নামোচ্চারণ মাত্র তদীয় গুণ-গ্রাম স্মরণ হইয়া শরীর ও মন পুলকিত হইয়া উঠে। পূর্ব্বকালে ভারতমণ্ডলে যত বিষয়ের যত গ্রন্থ রচিত হয়, তাহার মধ্যে সাহিত্য-বিষয়ক রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তল সদৃশ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নিষ্কলঙ্ক প্রধান পুস্তক কোন বিষয়েই বিদ্যমান নাই। ঐ উভয় পাঠ করিতে করিতে নিরন্তর একরূপ অপূর্ব্ব চিত্ত-চমৎকার উপস্থিত হইয়া নিরুপম সুনির্ম্মল স্বর্গ-সুখ অনুভূত হইতে থাকে। তাঁহার উপমার তো উপমা নাই। অবনিমণ্ডলে উটি একটি অদ্বিতীয় পদার্থ হইয়া রহিয়াছে। উৎপ্রেক্ষাও সেই-রূপ। তাঁহার স্বভাববর্ণন অতীব মনোহর। তদীয় বলবৎ ভ্রমণোৎসাহ ও নৈসর্গিক বস্তু পর্য্যবেক্ষণ-বাসনাও তাঁহার অসাধারণ প্রকৃতির পরিচায়ক। ভারতবর্ষে এখন তাদৃশ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বুঝি আর বিদ্যমান নাই। ফলতঃ তিনি ভারতভূমির অসাধারণ শ্লাঘাস্থল।

কেহ কেহ তদীয় গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কবিত্ব-গুণের সর্ব্বাংশে সমানরূপ প্রধান শক্তিশালী বলিয়া বর্ণন করেন; এমন কি, ভূমণ্ডলের কোন কবি

করেন, রঘুবংশ ভোজ-বংশীয় নৃপতি-বিশেষের প্রীতি-সাধন উদ্দেশে বিরচিত হয় (১)। আর দিকে, শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ্ পণ্ডিত একটি প্রবন্ধে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের নানা অংশে পরস্পর সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া ঐ তিনই এক গ্রন্থকারের গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন (২)।

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৫২ পৃষ্ঠা।

(১) Weber's History of Indian Literature, 1178, p. 195.

(২) Transactions of the London Congress of Orientalists, 1876, pp 227—254 দেখ।

কোন বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু মানবীয় মনের তল-স্পর্শী সেক্স্‌পিয়র, গাম্ভীর্য্য-মহার্ণব মিল্‌টন্‌, প্রচণ্ড তেজশ্চূলী ঔৎসুক্যশালী বায়্‌রন্‌ ও করুণ, গাম্ভীর্য্য, রৌদ্রাদি বিবিধ-রস-সিন্ধু সারল্য-নিধান বাল্মীকির নাম বিদ্যমান থাকিতে উল্লিখিত অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিতে পারা যায় না। কিন্তু মধুরতা বিষয়ে কালিদাস কোন দেশের কোন কবি অপেক্ষা ন্যূন নন। রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের সুধাময় স্বভাব-বর্ণনাদি অধ্যয়ন করিতে করিতে সংশয় হয়, কালিদাস কি ভারতবর্ষীয়? যদি সংস্কৃত সারসিক কাব্য-প্রণেতা অপরাপর সমস্ত কবি ভারতবর্ষীয় হন, তবে কালিদাস ইয়ুরোপীয়! কিন্তু ইয়ুরোপীয় কবিত্ব কি এত মধুর? ফলতঃ নৈসর্গিক শোভানুরাগিণী গুণবতী ইয়ুরোপীয় কবিতা কবিত্ব-সামগ্রী পরিপূর্ণা রসবতী ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলে যেরূপ চমৎকারিণী হওয়া সম্ভব, কালিদাসের কবিতা সেইরূপই! ইয়ুরোপীয় স্থপতিগণেই অদ্বিতীয় আগ্‌রার তাজ্‌ প্রস্তুত করিয়াছে।

एतत्तद्धृतराष्ट्रचक्रसदृशं मेघान्धकारं नभो
हृष्टो गर्ज्जति चापि दर्पितबलो दुर्य्योधनो वा शिखी।
अक्षद्यूतजितो युधिष्ठिर इवाध्वानं गतः कोकिलो
हंसाः सम्प्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्य्यं गताः।

মৃচ্ছকটিক পঞ্চম অঙ্ক।

মেঘান্ধকারময় গগনমণ্ডল ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলচক্রের সদৃশ হইয়াছে। ময়ূর বল-দর্পে দর্পিত দুর্য্যোধনের ন্যায় হৃষ্ট মনে গর্জ্জন করিতেছে। কোকিল দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বন-মধ্যে গমন করিয়াছে। পাণ্ডবেরা যেরূপ বনবাস পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাসে অবস্থিতি করেন, সম্প্রতি হংসগণ সেই-রূপ বন (অর্থাৎ জল) পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত-চর (অর্থাৎ অদৃশ্য) হইয়াছে।

এই গ্রন্থে রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত উল্লিখিতরূপ বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত থাকিয়া মৃচ্ছকটিক-প্রণয়ন-কালে ও তাহার কিছু পূর্ব্বে ঐ দুই মহাকাব্য বা তদীয় মূলোপাখ্যান-প্রচলন পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ঐ ইবল্লীর খোদিত লিপির তারিখে ভারত-যুদ্ধের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঐ লিপি ঐ যুদ্ধের ৩৭৩০ তিন হাজার সাতশত ত্রিশ বৎসর পরে খোদিত বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে খোদিত চালুক্য ও গুর্জ্জর রাজ-বংশীয়দের তাম্রপত্রে কতকগুলি শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। তাহা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক লিখিত ও বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত * বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে †। অতএব ঐ সমুদায় তাম্রপত্রাদি খোদিত হইবার সময়ে মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানটি, এবং ব্যাসোক্তির উল্লেখ থাকাতে বোধ হয় যে, এক রূপ মহাভারত গ্রন্থই প্রচলিত ছিল। আর নাসিক নামক স্থানের গিরি-গুহায় খৃষ্টাব্দের প্রথম বা চতুর্থ শতাব্দীতে ‡ খোদিত কতকগুলি লিপি বিদ্যমান আছে, তাহার এক খানিতে ভীম, অর্জ্জুন, জনমেজয়ের সহিত মহারাজ গোতমী পুত্রের তুলনা করা হইয়াছে ¶।

অষ্টাদশ পর্ব্বের কোন পর্ব্বে ন্যূনাধিক সতর শত বৎসরের মধ্যে সংঘটিত কোন সুনির্দ্দিষ্ট ঘটনা ও সুনিশ্চিত বিষয়ের কিছুমাত্র নিদর্শন লক্ষিত হয় না। অতএব ঐ সমস্ত ঐ সময়ের মধ্যে বিরচিত বলিয়া অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, পূর্ব্বোল্লিখিত কল্পসূত্রকার আশ্বলায়ন ও বৈয়াকরণ পাণিনি প্রায় এক সময়ে অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ জীবিত ছিলেন। সেই পাণিনির ব্যাকরণে মহাভারতীয় মূলোপাখ্যানের বহুবিধ বিষয় লক্ষিত

---

* "उक्तञ्च भगवता वेदव्यासेन व्यासेन"।

† The Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, vol. I. pp. 269, 270 and 276.

‡ উহার তারিখ ঊনবিংশ সংবৎসর বলিয়া লিখিত আছে। উটি প্রচলিত সংবৎ হইলে, সাতাত্তর খৃষ্টাব্দ এবং বলভি অব্দ হইলে তিন শত সাঁইত্রিশ খৃষ্টাব্দ হয়।

¶ राम केसवे जुन भीमसेन तुलपरकमस ****** णभाग नहुस जनमेजय सकार (कारि ?) ययाति रामा बरिस समतेजस।

রাম, কেশব, অর্জ্জুন ও ভীমসেনের তুল্য পরাক্রমশালী * * * *। নভাগ, নহুস জনমেজয়, শকারি অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য, যযাতি ও বলরামের তুল্য তেজস্বী। Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, vol. V. p. 41.

হইয়া থাকে। তদীয় সূত্রের মধ্যেই কুরু-বংশ, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, বাসুদেব ও মহাভারতাদি নামের প্রসঙ্গ বা সুস্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ ॥ (৪।১।১৪৪।)

ঋষি, অন্ধক, বৃষ্ণি, কুরু এই সমস্ত বংশ-বাচক শব্দের উত্তর অপত্যার্থে অণ্ হয়; যেমন বাসুদেব, নাকুল, সাহদেব ইত্যাদি।

বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্। (৪।৩।৯৮)

বাসুদেব ও অর্জ্জুন এই দুই শব্দের ষষ্ঠ্যর্থে বুন্ আদেশ হয়; যেমন বাসুদেবের প্রতি যাহার ভক্তি, সে বাসুদেবক, এবং অর্জ্জুনের প্রতি যাহার ভক্তি সে অর্জ্জুনক।

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু। (৬।২।৩৮।)

ব্রীহি, অপরাহ্ণ, গৃষ্টী, ঘাস, জাবাল; ভার, ভারত, হৈলিহিল, রৌরব, প্রবৃদ্ধ এই দশ শব্দ পরে থাকিলে, তাহাদের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ সংযুক্ত হয়; যেমন মহাব্রীহি, মহাপরাহ্ণ, মহাভারত * ইত্যাদি।

নভ্রাণ্নপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু প্রকৃত্যা। (৬।৩।৭৫।)

নভ্রাজ, নপাত্, নবেদস্, নাসত্যা, নমুচি, নকুল, নখ, নপুংসক, নক্ষত্র, নক্র, নাক এই সকল শব্দের প্রকৃতি-ভূত নঞ অর্থাৎ নিষেধার্থক নকারের লোপ হয় না; যেমন যার কুল নাই, সে নকুল ইত্যাদি।

গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ। (৮।৩।৯৫।)

গবি ও যুধি শব্দের উত্তর স্থির শব্দের সকার স্থানে ষকারের আদেশ হয়; যেমন গবিষ্ঠির ও যুধিষ্ঠির।

---

* শ্রীমান্ বেবের এস্থলের মহাভারত শব্দটি ভারত-কুলোদ্ভব প্রধান ব্যক্তিবাচক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। (History of Indian Literature translated by Mann and Zachariae, p. 185.) ইহা হইলে, মহাভারতে বর্ণিত ভারত-বংশের বিষয় পাণিনির সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিল ইহাই বিজ্ঞাপন করা এই সূত্র উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য মনে করিতে হইবে।

এই কয়েকটি সূত্রের মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রে প্রকাশ করিতেছে, পাণিনির সময়ে অর্থাৎ তাদৃশ পূর্ব্বকালেও অর্জ্জুন ও বাসুদেব পূজাস্পদ ও শ্রদ্ধাস্পদ এবং সুতরাং পূর্ব্বকালীন মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। পাণিনি-সূত্রের ব্যাখ্যাতে উল্লিখিত সমুদায় নাম এবং ভীম, সহদেব, কুন্তী, মাদ্রী সুভদ্রার নাম ও ভারতসংগ্রামের বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে *। ফলতঃ পাণিনি ব্যাকরণ পাঠ করিয়া গেলে, তাহা রচিত হইবার সময়ে মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানটি একটি লোক-প্রসিদ্ধ পুরাতন কথা বলিয়া প্রচলিত ছিল, ইহা স্বতই প্রতীয়মান হইতে থাকে।

পতঞ্জলি ঐ পাণিনি-সূত্রের মহাভাষ্যের মধ্যে নকুল, সহদেব, ভীমসেন, দুঃশাসন ও দুর্য্যোধনের নাম লিখিয়া গিয়াছেন †। তিনি ভীম, নকুল ও সহদেবকে কুরু-বংশীয় এবং যুধিষ্ঠিরকে অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ‡। তাঁহার সময়ে ঐ সমস্ত ব্যক্তির নাম সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ ছিল এইরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ¶। কেবল কৌরব ও পাণ্ডবগণের নামোল্লেখ করিয়া নিরস্ত হন নাই; ভারত যুদ্ধের বিষয়ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ধর্ম্মেণ স্ম কুরবো যুধ্যন্তে। (৩।২।১১৮। সূত্রের ভাষ্য।)

কুরু-বংশীয়েরা ন্যায়-সঙ্গত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এইরূপ প্রচুর প্রমাণ ব্যতিরেকেও, মহাভাষ্যের মধ্যে একটি স্থলে § গ্রন্থ-বিশেষ হইতে উদ্ধৃত ও পাণ্ডব-যুদ্ধের বর্ণনাত্মক একটি বাক্য পদ্যছন্দে রচিত দেখিয়া, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বিবেচনা করিয়াছেন, পতঞ্জলির সময়ে মহাভারতীয় উপাখ্যান-বিষয়ক কাব্য-বিশেষ বিদ্যমান ছিল, তাহা হইতে তিনি উক্ত চরণটি উদ্ধৃত করেন। সে চরণটি এই,

অসিদ্বিতীয়োঽনুসসার পাণ্ডবম্।

খড়্গ হস্তে করিয়া পাণ্ডবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন ‖।

---

* পাণিনি।৪।১।৬৫, ১৭৬ ও ১৭৭॥ ৪।১।১১৪॥ ৪।২।৫৬॥ ৪।৩।৮৭॥ ৬।১।২০৫॥

† ৪, ১, ৪ এবং ৩, ৩, ১ সংখ্যক পাণিনি-সূত্রের ভাষ্যে।

‡ ২, ২, ৩৪ সংখ্যক পাণিনি সূত্রের-ভাষ্যে।

¶ ৮, ১, ১৫ সংখ্যক পাণিনি-সূত্রের ভাষ্যে।

§ পাণিনির দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের চব্বিশ সূত্রের ভাষ্যে।

‖ পতঞ্জলির ও তাঁহার পূর্ব্বতন গ্রন্থকার-বিশেষের গ্রন্থে পাণ্ডব শব্দ দেখিতে পাওয়া

ঐ মহাভাষ্য-রচয়িতা মহাভারতীয় উপাখ্যান বিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ অবগত ছিলেন এমন নয়, যেমন, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও সামবিধান ব্রাহ্মণে সন্নিবিষ্ট

যাইতেছে। কাত্যায়নও পাণ্ডু ও পাণ্ডু-সন্তান-বাচক পাণ্ড্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনি-সূত্রে পাণ্ডু ও পাণ্ডব নাম বিদ্যমান নাই। বেদ শাস্ত্রে কুরু ও ভারত-বংশীয়দিগের নাম সন্নিবেশিত আছে, কিন্তু পাণ্ডব নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাতে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-প্রসঙ্গও দৃষ্ট হয় না।—Muller's Ancient Sanskrit Literature, p. 44.

বৌদ্ধ-গ্রন্থকারেরা পাণ্ডব নামে পর্ব্বত-বাসী একটি জাতির নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাহারা উজ্জয়িনী ও কোশল-বাসীদের শত্রু ছিল। (Weber's H. I. Literature 1878, p. 185.) মহাভারতে পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরও স্থল-বিশেষে লিখিত আছে, প্রথমে তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতে থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হন।

এবং পাণ্ডোঃ সুতাঃ পঞ্চ দেবদত্তা মহাবলাঃ। * * *
* * বিবর্দ্ধমানাস্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ॥

আদিপর্ব্ব। ১২৪।২৭—২৯।

এইরূপে, পাণ্ডুর দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুত্র, * * * সেই পবিত্র হিমালয় পর্ব্বতে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন।

প্লিনি ও সোলিনস্ নামে গ্রীক্ গ্রন্থকারেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহ্লীক দেশের উত্তরাংশে সোগ্‌ডিয়েনা দেশের একটি নগরের নাম পাণ্ডা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর মুখ-সমীপস্থ জাতি-বিশেষকেও পাণ্ড্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ভূগোলবিৎ টলেমি পাণ্ড্য নামক লোকবিশেষকে বিতস্তা নদীর সমীপস্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিকে পাণ্ডু হইতে পাণ্ড্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন *। লক্ষ্মীধর স্বকৃত ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকার মধ্যে কেকয় বাহ্লীকাদি উত্তর দিকৃস্থ কতকগুলি জনপদের সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে সমুদায়কে পিশাচ অর্থাৎ অসভ্য দেশ-বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

"পাণ্ড্যকেকয়বাহ্লীক * * * এতে পৈশাচদেশাঃ স্যুঃ।"

হরিবংশে দক্ষিণ দিকৃস্থ চোল কেরলাদির সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। (হরিবংশ, ৩২অ, ১২৪ শ্লো।) অতএব উহা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশ। শ্রীমান্ উইল্‌সন্ বিবেচনা করেন, ঐ জাতীয় লোক প্রথমে সোগ্‌ডিয়েনা দেশের অধিবাসী ছিল, তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে এবং উত্তরোত্তর ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস করিয়া পশ্চাৎ হস্তিনাপুর-বাসী হয়, ও অবশেষে দক্ষিণাপথে গিয়া পাণ্ড্য রাজ্য সংস্থাপন করে।—Asiatic Researches, Vol. XV, pp. 95 and 96.

রাজতরঙ্গিণীর মতে কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরু-বংশীয়। অতএব তৎপ্রদেশ হইতে পাণ্ডবদের হস্তিনায় আসিয়া উপনিবেশ করা সম্ভব। তাঁহারা মধ্যদেশ-বাসী অথচ

---

* পাণ্ডোর্ড্যণ্ বক্তব্যঃ।—বার্ত্তিক।

'ব্যাস পারাশর্য্য' শব্দ দৃষ্টে প্রতীতি হয়, তাদৃশ প্রাচীন গ্রন্থকারেরাও ব্যাস-সংক্রান্ত কথা জানিতেন, সেইরূপ ঐ ভাষ্যের অন্তর্গত 'শুক বৈয়াসকি' শব্দ পাঠে জানিতে পারা যায়, পতঞ্জলি ব্যাস-বিষয়ক উপাখ্যানও জ্ঞাত ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই *।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, পতঞ্জলি ও পাণিনির সময়ে মহাভারতের মূল বৃত্তান্তটি একটি পুরাতন কথা বলিয়া প্রচলিত ছিল। পাণিনি ব্যাকরণ-সূত্র ও কাত্যায়ন তাহার বার্ত্তিক করেন, এবং পতঞ্জলি ঐ উভয় লক্ষ্য করিয়া মহাভাষ্য প্রস্তুত করিয়া যান। পতঞ্জলি খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন †। পাণিনি তাঁহার বহু

কিরূপে পাণ্ডব বলিয়া পরিচিত হইলেন এই সমস্যা-পূরণার্থেই কি পাণ্ডু-পুত্র পাণ্ডব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাঁহাদের জন্ম-বৃত্তান্ত-ঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

যদা চিরমৃত: পাণ্ডু: কথং তস্যেতি চাপরে।

আদিপর্ব্ব। ১। ১১৭।

অন্য অন্য লোকে বলিল, বহুকাল অতীত হইল, পাণ্ডু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ইঁহারা কিরূপে তদীয় পুত্র হইতে পারেন?

ইয়ুরোপীয় কোন কোন প্রধান গ্রন্থকার অনুমান করেন, পাণ্ডু ও পাণ্ডব শব্দ সংক্রান্ত কথাগুলি প্রথমকার মহাভারতে সন্নিবিষ্ট ছিল না।—Muller's Ancient Sanskrit Literature, PP. 44—45 দেখ।

* Weber's History of Indian Literature, p. 184 দেখ।

কেবল হিন্দুরা নয়, হিন্দুদ্বেষী বৌদ্ধেরাও ব্যাস নামের মহিমা স্বীকার করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের বুদ্ধদেবের একটি জন্মান্তরীণ নাম কণ্হ-দিপায়ন। এটি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের রূপান্তর বই আর কিছুই নয়।—Ibid.

† ১৩ পৃষ্ঠা দেখ। পতঞ্জলি মগধ-রাজ্যের মৌর্য্যবংশীয় রাজাদের বিষয় যেরূপ লিখিয়াছেন, * তাহাতে বোধ হয়, তিনি সেই সমস্ত নৃপতিকে অথবা তন্মধ্যে কতকগুলিকে পূর্ব্বতন লোক বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা খৃ, পূ, তিনশত পোনর হইতে খৃ, পূ, একশত পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এ কথাটির সহিত উল্লিখিত অভিপ্রায় সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত দেখা যাইতেছে। রাজতরঙ্গিণীর ১। ১৭৬ শ্লোকে লিখিত আছে, কাশ্মীরের রাজা অভিমন্যুর সময়ে ঐ রাজ্যে মহাভাষ্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি চৌষট্টি

* মৌর্য্যৈর্হিরণ্যার্থিভিরর্চ্চা: প্রকল্পিতা:।

৫। ৩। ৯৯ পাণিনি-সূত্রের ভাষ্য।

সুবর্ণাভিলাষী মৌর্য্যবংশীয়েরা দেব-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব্বের লোক তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দু জাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বিষয়েরই সময় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য ব্যাপার। পাণিনির সময়টিও তাহার মধ্যে পরিগণিত। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, পাণিনি ও কাত্যায়ন উভয়েই মহারাজ নন্দের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। নন্দ খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে মগধ-রাজ্যে রাজত্ব করেন। অতএব ঐ কথানুসারে পাণিনিও সেই সময়ে জীবিত ছিলেন বলিতে হয়। একখানি উপাখ্যান-গ্রন্থের উপাখ্যান বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তটি করা হইয়াছে। কিন্তু কাত্যায়ন যখন পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিক অর্থাৎ অর্থপরিষ্কার করেন, তখন পাণিনি, তাঁহার অপেক্ষায় পূর্ব্বতন লোক হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। কাত্যায়নের পূর্ব্বে পাণিনি-সূত্রের অর্থ-স্বরূপ কতকগুলি পরিভাষা প্রচলিত হয়; কাত্যায়ন মধ্যে মধ্যে তাহা উদ্ধৃত করিয়া যান *। সেই সমস্ত পরিভাষা-রচয়িতাদের নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাত্যায়নও তাহা অবগত ছিলেন না। অতএব তাঁহার সময়েও সে সমুদায় পুরাতন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। অতএব পাণিনির ঠিক পরেই যে কাত্যায়ন বার্ত্তিক করেন এমন নয়; তাঁহার পূর্ব্বে ঐ সমস্ত পরিভাষা বিরচিত হয়। ইহা হইলে ঐ উভয়কে কোন মতেই সমকালবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। কথাসরিৎসাগরের বচনানুসারে তাহার অন্যথা স্বীকার

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব এ বিষয়টির সহিতও ঐ সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই। মহাভাষ্যের রচনা কালটি সুন্দররূপ কৌশল ক্রমে একরূপ নির্দ্ধারিত হইলেও তাহা একেবারে অবিসম্বাদিত নাই। শ্রীমান্ বেবের ভারতবর্ষীয় অনেক বিষয়েরই প্রাচীনত্ব-সম্ভাবনার প্রতিকূল পক্ষে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি এবং বর্নেল ঐ গ্রন্থকে একখানি অপ্রাচীন সংগ্রহ-পুস্তক ও এমন কি, খৃষ্টাব্দের সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে সংকলিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শেষোক্ত কথাটির ত কিছুমাত্র প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমান্ কিল্‌হরন্ ও রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁহাদের যুক্তিগুলি একাদিক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া সতেজভাবে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকারে এ বিষয়ে অনেক দিন ব্যাপিয়া উভয় পক্ষের বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে।—Indian Antiquary August 1876, pp. 241—251. December 1876, pp. 345-350. October 1877, pp. 301-307, Kielhorn's Essay on Katyayana and Patanjali, December 1876 এই সমস্ত দেখিও।

* যেমন ১।১।৬৫ পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিকে উক্ত "নানর্থকে অলো অন্ত্যবিধিঃ" ইত্যাদি পরিভাষা।

---

* In the Essay on the Aindra School of Grammarians, p. 91.

করিবার প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা ও বিশেষতঃ উপন্যাস রচয়িতারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ব্যক্তিদিগকে একত্র মিলিত ও পরস্পর সাক্ষাৎ করাইয়া দেন এ বিষয়ের উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। শ্রীমান্ গোল্ডস্টুকর পাণিনিকে কাত্যায়ন অপেক্ষা বহু পূর্ব্বের লোক—এমন কি, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারেরও পূর্ব্বকালীন মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। শ্রীমান্ বেবের্ একটি পাণিনি-সূত্রে শ্রমণ ও কুমারী শ্রমণার প্রসঙ্গ দেখিয়া তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই পরিচায়ক বিবেচনা করিয়াছেন *। শ্রমণ শব্দের অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও শ্রমণা শব্দের অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। অতএব এই যুক্তি-প্রমাণে ঐ সূত্র-রচয়িতা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের উত্তরকালীন লোক হইয়া পড়েন। সে সূত্রটি এই,

কুমারশ্রমণাদিভিঃ।

পাণিনি। ২। ১। ৭০॥

শ্রমণা প্রভৃতি শব্দের সহিত কুমার শব্দের সমাস হয়; হইলে, শ্রমণা প্রভৃতি যে লিঙ্গ-বাচক, কুমারও সেই লিঙ্গ বাচক জানিতে হইবে; যেমন কুমার-শ্রমণা অর্থাৎ কুমারী-শ্রমণা।

শ্রমণ শব্দটি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসি-বাচক বলিয়া অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। জেনেরেল্ কনিংহেম্ তো একটি প্রবন্ধে এবিষয় প্রতিপাদনার্থ সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন †। এটি প্রতিপন্ন হইলে শ্রীমান্ বেবের্ কৃত উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অন্যথা-ঘটনার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাতো বোধ হয় না। শ্রমণ শব্দ যে কেবল বৌদ্ধ-সন্ন্যাসি-বাচক, শ্রীমান্ স, বীল্ ও নারায়ণ ঐয়েঙ্গর্ ষিমোগ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া এক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তদনুসারে, এই অভিপ্রায়টি না হিন্দু না গ্রীক্ কোন শাস্ত্রের বা কোন গ্রন্থেরই অনুমোদিত নয় ‡। শ্রমণ শব্দের আভিধানিক অর্থ যতি ও ভিক্ষু অর্থাৎ সন্ন্যাসী §।

* History of Indian Literature, 1878, p. 305.

† Bhilsa Topes, p. xii.

‡ Indian Antiquary, May, 1880, p. 122 and May, 1881, pp. 143-145.

§ হেমচন্দ্র ও মেদিনী।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় প্রপাঠকের সপ্তম অনুবাকে শ্রমণগণ ঋষিদের শ্রদ্ধাস্পদ ও মন্ত্রোপদেষ্টা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

वातरशना ह वा ऋषयः श्रमणा ऊर्द्ध्वमन्थिनो बुभूषस्तानृषयोऽर्थमायंस्तेऽनिलायमचरंस्तेऽनुप्रविशुः कुष्माण्डानि तांस्तेष्वन्वविन्दञ्छ्रद्धया च तपसा च तानृषयोऽब्रुवन् कयानिलायं चरथेति त ऋषीनब्रुवन्नमो वोऽस्तु भगवन्तोऽस्मिन्धाम्नि केन वः सपर्य्यामेति तानृषयोऽब्रुवन् पवित्रन्नोब्रूत येनारेपसस्यामेति त एतानि सूक्तान्यपश्यन् यद्देवा देव हेलनं यदीव्यन् ऋणमहं बभूवा युष्टे विश्वतो दधदित्येतैराज्यं जुहुत वैश्वानराय प्रतिवेदयाम इत्युपतिष्ठत यदर्वाचीनमेनो भ्रूणहत्यायास्तस्मान् मोक्ष्यध्व इति त एतैरजुहवुस्तेऽरेपसोऽभवन् कर्मादिष्वेतैर्जुहुयात् पूतो देवलोकान् समश्नुते॥

তৈত্তিরীয় আরণ্যক। দ্বিতীয় প্রপাঠক। সপ্তম অনুবাক।

বাত-রশনা অর্থাৎ বিবস্ত্র ও ঊর্দ্ধমন্থী অর্থাৎ ঊর্দ্ধরেতা নামে দুই প্রকার শ্রমণ ছিলেন। ঋষিগণ তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করেন। তাঁহারা অর্থাৎ শ্রমণগণ অনিলায় ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ও কুষ্মাণ্ড মন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঋষিগণ শ্রদ্ধা ও তপস্যা সহকারে তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন, কি কারণ তোমরা অনিলায়-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছ? তাঁহারা (অর্থাৎ শ্রমণগণ) ঋষিগণকে কহিলেন, ভগবন্! তোমাদিগকে নমস্কার। এই ধামে কিরূপে তোমাদের সেবা করি? ঋষিগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, যাহাতে আমরা নিষ্পাপ হই, আমাদিগকে এইরূপ কোন পবিত্র মন্ত্র উপদেশ কর। তাঁহারা (অর্থাৎ শ্রমণগণ) এই সকল সূক্ত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, "যদ্দেবা দেবহেলনং" "যদীব্যন্ ঋণমহং বভূবা" "যুষ্টে বিশ্বতোদধদি" এই সকল মন্ত্রদ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিও। "বৈশ্বানরায় প্রতিবেদয়াম" এই মন্ত্র দ্বারা বৈশ্বানরের অর্চ্চনা করিও। ইহাতে ভ্রূণহত্যা ব্যতিরেকে অপর সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। তাঁহারা (অর্থাৎ ঋষিগণ) এই সমুদায় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হবন

করিয়া নিষ্পাপ হইলেন। কর্ম্মারম্ভে এই সকল মন্ত্র দ্বারা দেবার্চ্চনা করিবে। করিলে, পবিত্র হইয়া দেবলোকে গমন করে।

সায়নাচার্য্য এস্থলে শ্রমণ শব্দ তপস্বি-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রমণাঃ তপস্বিনঃ।

যে শ্রমণগণ বেদ-মন্ত্রের উপদেষ্টা, তাঁহারা কদাচ বৌদ্ধসন্ন্যাসী নন। ভাগবতেও উল্লিখিত ঊর্দ্ধমন্থী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত এইরূপ শ্রমণগণেরই প্রসঙ্গ আছে।

বর্হিষি তস্মিন্নেবং বিষ্ণুদত্ত ভগবান্ পরমর্ষিভিঃ প্রসাদিতো নাভেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া তদবরোধায়নে মেরুদেব্যাং ধর্ম্মান্ দর্শয়িতুকামো বাতবসনানাং শ্রমণানামৃষীণামূর্দ্ধমন্থিনাং শুক্লয়া তন্বা অবততার।

ভাগবত। ৫। ৩। ২১॥

বিষ্ণুদত্ত! এই যজ্ঞে ভগবান্ প্রধান প্রধান ঋষি কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া নাভির প্রীতি-সাধন ও ঊর্দ্ধমন্থী অর্থাৎ ঊর্দ্ধরেতা বাত-বসন অর্থাৎ বিবস্ত্র শ্রমণগণকে ধর্ম্ম-প্রদর্শন-উদ্দেশে সেই রাজার অন্তঃপুরে মেরু দেবীর গর্ভে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

নবাভবন্মহাভাগা মুনয়োহ্যর্থশংসিনঃ।
শ্রমণা বাতবসনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ।
কবির্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ বিপ্‌পলায়নঃ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রবিড়শ্চমসঃ করভাজনঃ॥

ভাগবত ১১। ২। ১৯।

কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, বিপ্‌পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন এই নয়জন পরমার্থ-নিরূপক, আত্মবিদ্যা-বিশারদ, বাত-বসন অর্থাৎ বিবস্ত্র ও মহাভাগ্যশালী শ্রমণ হইয়াছিলেন।

রামায়ণের মধ্যেও স্থানে স্থানে শ্রমণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞে শ্রমণগণকে ভোজন করান এইরূপ লিখিত আছে *। অরণ্য-

* রামায়ণ। বালকাণ্ড। ১৪ সর্গ

কাণ্ডের ৭৩ সর্গে শবরী নামে একটি শ্রমণার উপাখ্যান আছে। তিনি পম্পাতীরস্থ একটি আশ্রমে ঋষিগণের পরিচারিকা ছিলেন ; রাম লক্ষ্মণকে দর্শন পূর্ব্বক নিজ আত্মাকে পবিত্র ও চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন।

তেষাং গতানামদ্যাপি দৃশ্যতে পরিচারিণী।
শ্রমণা শবরী নাম কাকুৎস্থ! চিরজীবনী॥

অরণ্য কাণ্ড। ৭৩। ২৬॥

রাম! সেই পরলোক-গত ঋষিগণের শবরী নামে একটি চিরজীবনী শ্রমণা তথায় অবস্থিতি করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকাকার রামানুজ এস্থলে তাপসী মাত্র বলিয়া শ্রমণা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শবরী নাম শবরীত্যাখ্যা শ্রমণা তাপসী।

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে লিখিত আছে, রাম বালিকে বলিতেছেন,

আর্য্যেণ মম মান্ধাত্রা ব্যসনং ঘোরমীপ্সিতম্।
শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া॥

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড। ১৮। ৩৩॥

তুমি যেরূপ পাপকর্ম্ম করিয়াছ, কোন শ্রমণ সেরূপ করিলে, তাহার ঘোরতর শাস্তি হয়। আমার পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

যে শ্রমণা চিরদিন ঋষিগণের পরিচর্য্যা করেন, তাঁহার বৌদ্ধমতাবলম্বিনী হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। মহাভারতীয় অর্জ্জুনবনবাসপর্ব্বে শ্রমণের উল্লেখ আছে।

কথকাশ্চাপরে রাজন্ শ্রমণাশ্চ বনৌকসঃ।
দিব্যাখ্যানানি যে চাপি পঠন্তি মধুরং দ্বিজাঃ॥
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ সহায়ৈঃ পাণ্ডুনন্দনঃ॥

আদি পর্ব্ব। ২১৫। ৩ ও ৪॥

অন্য অন্য কথকগণ, বনবাসী শ্রমণগণ, সুমধুর-দিব্যাখ্যান-বক্তা ব্রাহ্মণগণ ও অপরাপর অনেক লোক পাণ্ডুনন্দনের সহিত প্রস্থান করিল।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, প্রথমে শ্রমণ শব্দটি সাধারণ সন্ন্যাসি-বাচকই ছিল, পরে বৌদ্ধ ও জৈনেরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে ঐ নামেই বিখ্যাত করেন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ঐ উপাধির প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, হিন্দুরা তাহা পরিত্যাগ করেন।

উল্লিখিত পাণিনি-সূত্রে শ্রমণা অর্থাৎ কুমারী শ্রমণার প্রসঙ্গ আছে। যাহারা চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া কৌমার-কাল অবধি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে, তাহারাই কুমার-শ্রমণা ; রোমান্ কেথলিক্ নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ী ননেরা যেমন চিরজীবন সন্ন্যাস-ব্রত পালন করে, বৌদ্ধদেরও সেইরূপ একটি সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তদনুসারে, পাণিনি-সূত্রের শ্রমণা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হওয়া সম্ভব। ঐরূপ কৌমারসন্ন্যাস যদি কেবল বৌদ্ধ-শাস্ত্র-সম্মত হয় এবং হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে, ঐ সূত্র-রচয়িতা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারের পূর্ব্বকালীন লোক হইতে পারেন না। কিন্তু তাত নয়। পূর্ব্ব-কালে হিন্দুদিগেরও যে শ্রমণা নামে সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায় ছিল, শবরীর উপাখ্যান প্রমাণেই তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। হিন্দু স্ত্রীলোকেও যে, কৌমার কাল অবধি চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া সন্ন্যাস-ব্রত পালন করিত, তাহারও প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। শবরীর উপাখ্যান যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে, তাহার যে কোন উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। রামায়ণে তিনি "চিরজীবনী" "পরিচারিণী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শান্তিপর্ব্বের ৩২২ অধ্যায়ে সুলভা-ধর্ম্মধ্বজ নামে একটি উপাখ্যান আছে, সুলভা একটি ভিক্ষুকা অর্থাৎ সন্ন্যাসিনী ; সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নানা-দেশ পরিভ্রমণ করিয়া জনক-বংশোদ্ভব ধর্ম্মধ্বজ রাজার সভায় আগমন করেন। তিনি পাণিগ্রহণ করেন নাই ; কৌমারাবস্থাতেই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

সাহং তস্মিন্ কুলে জাতা ভর্ত্তর্য্যসতি মদ্বিধে।
বিনীতা মোক্ষধর্ম্মেষু চরাম্যেকা মুনিব্রতম্॥

শান্তিপর্ব্ব। ৩২২। ১৮৫

সেই আমি তাঁহার (অর্থাৎ প্রধান নামক রাজর্ষির) বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার অনুরূপ পাত্র উপস্থিত না থাকাতে, মোক্ষধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়া একাকী মুনি-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি।

এই উপাখ্যানের মধ্যে বেদ, উপনিষদ্, যজ্ঞ, মোক্ষ, ইন্দ্রাদি দেবতা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত নানাবিষয়ে সুলভার ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশিত আছে। অতএব তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বেদাবলম্বী হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের কৌমারাবস্থায় সন্ন্যাস-গ্রহণের ব্যবস্থা না থাকিলে, এরূপ বর্ণন করা সম্ভব হইত না। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও ঐ ব্যবস্থার সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। কি জানি শকুন্তলা বৈখানস অর্থাৎ বাণপ্রস্থ ব্রত অবলম্বন করিয়া চিরজীবন পাণিগ্রহণে বিরত থাকেন এই আশঙ্কায় দুষ্মন্ত তদীয় সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

> বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাত্
> ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।
> অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণবল্লভাভি
> রাহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ ॥

প্রথম অঙ্ক।

ইনি কি পাণিগ্রহণ-কাল পর্য্যন্ত পুরুষ-সংসর্গ-বিবর্জ্জিত বানপ্রস্থব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন? না চিরজীবনই সদৃশ-নয়ন প্রীতি-ভাজন হরিণীগণের সহিত একত্র বনবাসিনী হইয়া থাকিবেন।

কৌমার-সন্ন্যাস অবলম্বনের নিয়ম প্রচলিত না থাকিলে, এরূপ আশঙ্কা ও প্রশ্ন করা কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত হয় না। অতএব উল্লিখিত পাণিনি-সূত্রের শ্রমণা ও কুমার-শ্রমণা শব্দ বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচায়ক বলিয়া কোনরূপেই নির্দ্ধারণ করা যায় না। বেদাবলম্বী প্রাচীনতর ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন শাস্ত্রকারদের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মাধিকারে বঞ্চিত করেন নাই তাহাদের বেদে অধিকার ছিল জ্ঞানেও অধিকার ছিল এবং ভিক্ষা-শ্রমের সৃষ্টি হইলে, তাহাতেও সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। বিশ্ববারা প্রভৃতি বেদ

রচনা করেন *, গার্গী ও মৈত্রেয়ী তত্ত্বজ্ঞানে উপদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হন † এবং শবরী সুলভা প্রভৃতি কৌমারাবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক চির-জীবন তদীয় ধর্ম্ম পরিপালন করেন এইরূপ লিখিত আছে।

ফলতঃ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিষয়ের সময়-নিরূপণ-প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই প্রমাদ ঘটিয়া উঠে। পাণিনি বুদ্ধের পূর্ব্ব কি উত্তরকালীন লোক এবিষয়ে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত-সমাজে অদ্যাবধি মত-ভেদ চলিতেছে। লেসেন্ ও বেন্‌ফি পাণিনিকে বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করেন না।

পাণিনির সময়ে যে সকল শব্দরূপ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের পূর্ব্বে তাহার মধ্যে কতকগুলি অপ্রচলিত বা অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়; যেমন বাগ্ময়,ত্বগ্ময় ও ক্লীবলিঙ্গ বাচক একতরদ্ ‡। পাণিনির সময়ে যে শব্দের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের পূর্ব্বে তাহার মধ্যে কতকগুলির অর্থান্তর উপস্থিত হয়; যেমন ভক্ষ্য ও পেয় উভয় অর্থে ভক্ষ্য শব্দ §। পাণিনির সময়ে প্রচলিত অনেক শব্দ ও শব্দার্থ কাত্যায়নের সময় মধ্যে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়; যেমন ভক্ষণার্থ প্রত্যবসান শব্দ ||, বেদমন্ত্র-বাচক ঋষি শব্দ ¶, ঋত্বিক-বাচক হোত্রা শব্দ ** কাত্যায়নের সময়ে কোন কোন প্রচলিত শাস্ত্রই পাণিনির সময় পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই; যেমন আরণ্যক †† উপনিষদ, বাজসনেয়ি সংহিতা ও শতপথ-ব্রাহ্মণ। পাণিনি আরণ্যক ও উপনিষদ্ ‡‡ শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন; শাস্ত্র-বিশেষ বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহার সময়ে ঐ দুই শাস্ত্র প্রচলিত থাকিলে, তাহা না করা কোনরূপেই সম্ভব নয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পাণিনিকে কাত্যায়নের বহু পূর্ব্বের লোক বলিয়া সহজেই বিশ্বাস করিতে হয়। এমন কি শতাধিক বৎসরের অপেক্ষা অল্প পূর্ব্বের অনুমান করিতে পারা যায় না। পাণিনি-সূত্রের কোন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৮২ পৃষ্ঠা।

† প্রথমভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১১৭ পৃষ্ঠা।

‡ পাণিনি সূত্র। ৭।১।২৫ ও ৮।৪।৪৫। § ৭।৩.৬৯। || ৩।৪।৭৬।

|| ৪।৪।৯৬। ** ৫।১।১৩৫।

†† এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

‡‡ পাণিনিসূত্র। ১।৪।৭৯।

শাক্য মুনির নাম উল্লিখিত নাই। বৌদ্ধমতানুযায়ী মুক্তির নাম নির্ব্বাণ। পাণিনি একটি সূত্রে (অথাৎ ৮। ২। ৫০ সূত্রে) ঐ শব্দের-অন্যরূপ অর্থ করেন; উল্লিখিতরূপ মুক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে, তাহা না করা কোন মতেই সম্ভব নয়। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণটি ক্লীবলিঙ্গবাচক বিশেষ্য-পদ, কিন্তু পাণিনি-প্রোক্ত নির্ব্বাণ শব্দটি ত্রিলিঙ্গ-বাচক বিশেষণ। অতএব তাঁহাকে ঐ ধর্ম্ম-প্রচলনের অর্থাৎ খৃ, পূ, পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বতন লোক বলিয়া বিবেচনা করাই যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয় *।

যাহা হউক, খৃ, পূ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাভারতের মূল উপাখ্যানটি একটি পুরাতন উপাখ্যান বলিয়া প্রচলিত ছিল এ কথা অক্লেশেই স্বীকার করা যায়। পূর্ব্বেও মিগেস্থিনিজ ভারতবর্ষীয় মহাকাব্য-কীর্ত্তনের বিষয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ইহার সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়া দিতেছে। † ইহা হইলে আদিম মহাভারতের বয়ঃক্রম চব্বিশ বা পঁচিশ শত বৎসর অপেক্ষা ন্যূন হয় না।

উল্লিখিত বৈয়াকরণ কাত্যায়নই কল্পসূত্রকার কাত্যায়ন। তিনি যেমন পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক করেন, সেইরূপ কল্পসূত্র প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পুস্তকও প্রস্তুত করিয়া যান, এইরূপ লিখিত আছে। পণ্ডিতসমাজেও তাহা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ষড়্গুরুশিষ্য কাত্যায়ন-কৃত সর্ব্বানুক্র মুনির বিবরণে লিখিয়া গিয়াছেন।

कात्यायनमुनिर्मने त्रयोदशकमत्र तु ॥
शौनकीयं च दशकं तच्छिष्यस्य त्रिकं तथा ।
द्वादशाध्यायकं सूत्रं चतुष्कगृह्यमेव च ॥
चतुर्थारण्यकं चेति ह्याश्वलायनसूत्रकम् ।
सशिष्यशौनकाचार्य्यत्रयोदशकविन्मुनिः ॥
वाजिनां सूत्रकृत्साम्नामुपग्रन्थस्य कारकः ।
स्मृतेश्च कर्त्ता श्लोकानां भ्राजमानां च कारकः ॥

* Goldstucker's Manava Kalpa Sutra. Preface pp. 112—140.

† ৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

অথর্ব্বণাং নির্ম্মমে যঃ সম্যগ্‌ব্রহ্মকারিকাঃ।
মহাবার্ত্তিকনৌকারঃ পাণিনীয়মহার্ণবে॥

কাত্যায়ন মুনি ত্রয়োদশ খানি সূত্র-গ্রন্থ স্বীকার করেন ; তন্মধ্যে দশখানি শৌনকের কৃত ও তিনখানি তদীয় শিষ্য আশ্বলায়নের * প্রণীত। দ্বাদশ-অধ্যায়-বিশিষ্ট সূত্র, চারি-অধ্যায়-বিশিষ্ট গৃহ্যসূত্র এবং চতুর্থ আরণ্যক এই তিন প্রকার গ্রন্থ আশ্বলায়নের কৃত। শৌনক ও তদীয় শিষ্য আশ্বলায়নের ত্রয়োদশ খানি গ্রন্থ অবগত হইয়া কাত্যায়ন মুনি বাজিন্‌ নামক শুক্ল-যজুর্ব্বেদী আচার্য্য-দিগের সূত্র সমুদয়, সামবেদের উপগ্রন্থ, স্মৃতির শ্লোক, * * * আথর্ব্বণ-দিগের সম্যক্‌ ব্রহ্মকারিকা এবং পাণিনি-সূত্র-রূপ মহাসাগরের পোত-স্বরূপ মহাবার্ত্তিক প্রস্তুত করেন।*

ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আশ্বলায়ন কাত্যায়নের পূর্ব্বতন লোক। অগ্রে শৌনক, পরে আশ্বলায়ন, অনন্তর কাত্যায়ন কল্পসূত্র রচনা করেন। যদি কাত্যায়ন খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীর লোক হন, তাহা হইলে আশ্বলায়নকে তদপেক্ষা প্রাচীন বলিতে হইবে। কত প্রাচীন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। চরক † ও বৃহদ্দেবতাদি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থে আশ্বলা-য়নের নাম উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য আশ্বলায়ন-গুরু শৌনকের প্রণীত বলিয়া কীর্ত্তিত রহিয়াছে। গ্রন্থ-বিশেষের স্থানে স্থানে আশ্বলায়নব্রাহ্মণ নামক ব্রাহ্মণ-বিশেষের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। একখানি আরণ্যকের নাম আশ্বলায়ন-আরণ্যক। ‡ এই সমস্ত প্রমাণানুসারে, আশ্বলায়নকে একটি সমধিক প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু পাণিনির সময় পর্য্যন্ত আরণ্যক-শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই §। অতএব পাণিনিকে ঐ

---

* শৌনকস্য তু শিষ্যোঽভূদ্‌ভগবানাশ্বলায়নঃ।
স তস্মাচ্ছ্রুতসর্ব্বস্বঃ সূত্রং কৃত্বা ন্যবেদয়ৎ। *
ষড়্‌গুরুশিষ্য।

† চরকসংহিতা। ১ অ, ৭ শ্লোক।

‡ ঐতরেয় আরণ্যক পাঁচ ভাগে বিভক্ত ; তাহারই চতুর্থ ভাগ আশ্বলায়ন-আরণ্যক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

§ প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৯৭ পৃষ্ঠা।

আরণ্যক রচয়িতা আশ্বলায়ন অপেক্ষা পূর্ব্বতন লোক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অধিক পূর্ব্বতনও বোধ হয় না। পাণিনি তদীয় গুরু শৌনকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। * ইহা হইলে পাণিনি ও আশ্বলায়ন উভয়কে প্রায় সমকালবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। তবে আশ্বলায়ন কিছু পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবেন। সেই আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের মধ্যে মহাভারতের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উপনয়ন-কালে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার সময়ে ঋষিদিগের তৃপ্তি সাধন করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে অন্য অন্য ঋষির সহিত ভারত বা মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যগণের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সুমন্তুজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈলসূত্রভাষ্যভারতধর্ম্মাচার্য্যাঃ †
* * * * * যে চান্যে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্ত্বিতি।

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র। ৩। ৪।

সুমন্তু, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈলসূত্রভাষ্য, ভারত-ধর্ম্মাচার্য্য এবং অন্যান্য যত আচার্য্য সকলে তৃপ্ত হউন।

ভারত-বক্তা বলিয়া কীর্ত্তিত ঐ বৈশম্পায়নের নাম সাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রেও উল্লিখিত আছে কল্পসূত্র বৈদিক ধর্ম্মেরই বিবরণ-বিষয়ক। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, বর্ত্তমান মহাভারতে তাহার সহিত অনুরূপ নূতনতর ধর্ম্ম-বিবরণ মিশ্রিত রহিয়াছে। অতএব কল্পসূত্রকার আশ্বলায়নের উল্লিখিত মহাভারত এক্ষণকার এই বৃহদাকার প্রচলিত মহাভারত বোধ হয় না; তবে ইহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিতে পারে। তাহাই ক্রমাগত পরিবর্দ্ধিত ও নূতন নূতন সংকলিত বিষয়ের সহিত সংযোজিত হইয়া এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। ‡ আশ্বলায়নের

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৬৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† আশ্বলায়ন-সূত্রের কোন কোন পুস্তকে মহাভারতাচার্য্য বলিয়া লিখিত আছে:—Muller's Ancient Sanskrit Literature pp. 42—43 দেখ।

‡ শ্রীমান্ মূলর বলেন, পাণিনির ব্যাকরণে পাণ্ডু ও পাণ্ডব শব্দ বিদ্যমান নাই; অতএব তাঁহার সমকালবর্ত্তী অথবা কিছু অগ্র পশ্চাৎ জীবিত আশ্বলায়নের গ্রন্থে যে মহাভারতের নাম লিখিত আছে, তাহা এক্ষণকার মহাভারতের সহিত অবশ্যই ভিন্ন হইবে। (A. S. L. pp. 44 and 45.) শ্রীমান্ বেঁবের্ ঐ আশ্বলায়নোক্ত মহাভারতকে বর্ত্তমান মহাভারতের মূল স্বরূপ একখানি অনুরূপ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। History of Indian Literature, 1878, p. 57.

সময় অপেক্ষা অনেকানেক অপ্রাচীনতর ঘটনা ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব-ঘটিত অথবা তদপেক্ষাও অপ্রাচীন অনেক বিষয় ইহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মহাভারতের মধ্যে যবন-জাতি ও যবন ভূমির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। * এমন কি, ভারত-যুদ্ধে শক ও যবন সৈন্য কুরুসৈন্যের মধ্যে সন্নিবেশিত হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যবনদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে, গ্রন্থের মধ্যে এরূপ বর্ণন করা সম্ভব হয় না। কেবল আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা নয়, বচন-বিশেষে পরস্পর প্রতিকূলতারও সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাম্বোজরাজঃ কমঠঃ কম্পনশ্চ মহাবলঃ।
সততং কম্পয়ামাস যবনানেক এব যঃ॥

সভাপর্ব্ব। ৪। ২২।

কাম্বোজরাজ কমঠ ও মহাবল কম্পন (রাজসূয় যজ্ঞের সভায় উপস্থিত হন)। কম্পন রাজা একাকী যবনদিগকে সতত যুদ্ধে কম্পমান করিয়াছিলেন।

এই বচনটি হিন্দু-যবনের যুদ্ধ-ঘটনার বিজ্ঞাপক বোধ হয়। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয়েরা গ্রীকদিগকেই যবন বলিয়া জানিতেন। † ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরাংশে বাহ্লীক অর্থাৎ বাল্‌খ্‌ প্রদেশে গ্রীক্‌দিগের একটি রাজ্য সংস্থাপিত হয়। তাহা কিয়ৎকাল ভারতবর্ষ মধ্যে পঞ্জাব ও দক্ষিণে গুজরাট পর্য্যন্ত

---

* সভাপর্ব্ব, ৪ অ, ২১ ও ২৫; ৫০ অ, ১৪; ৩০ অ, ৭১। উদ্যোগ পর্ব্ব, ১৯৬ অ, ৭। আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ৭৩ অ, ২৭।

† ইদানীন্তন সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা পাঠান, আরব, তুর্ক প্রভৃতি সকল জাতীয় মোসলমান্‌দিগকে যবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মোসলমান্‌ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বকালীন রামায়ণ মহাভারতাদি অনেকানেক গ্রন্থে জাতিবিশেষকে যবন বলা হইয়াছে। অতএব সে যবন কদাচ মোসলমান্‌ হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অশোক রাজা স্থানে স্থানে কতকগুলি অনুশাসনপত্র খোদিত করিয়া দেন; তাহার মধ্যে লিখিত আছে,

"অন্তিযোকো নাম যোন রাজয বাপি তস অন্তিযকস সামন্তা রাজানো ইবানম্পিযস পিযদাসিনোবনো দ্বে চিকিচ্ছা কতা।"

ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ গ্রীক্‌দিগেরই সহিত হিন্দুদের আলাপ পরিচয়, বিবাদ

অন্তিয়োকনামক যোন রাজার রাজ্যে তদীয় সমিন্তেরা রাজ্য করিতেন, সেই রাজ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র-দেবপ্রিয় পিয়দসি অশোক রাজার দুই প্রকার চিকিৎসা স্থাপিত হইল (১)।

গ্রীক্‌ ও পারসিক ইতিহাসে এই (অর্থাৎ Antiochus) নামে একটি গ্রীক্‌ রাজার রাজত্ব-বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। তাঁহার রাজত্ব-কাল ও তৎসংক্রান্ত অন্য অন্য ব্যাপারের সহিত অশোক রাজার রাজত্ব-কালাদির ঐক্য করিয়া এই স্থির করা হইয়াছে যে, অশোক রাজার অনুশাসন-পত্রে ঐ গ্রীক্‌ রাজাই যোন রাজা বলিয়া লিখিত হয়। কেবল এণ্টিয়োকস্‌ নয়, তুরমায়ো, অন্তিকোন, মকো ও অলিকস্থনরি নামে আর চারিটি রাজার উল্লেখ আছে। ইহারা টলেমি, এণ্টিগোনস্‌, মেগেস্‌ ও এলেগ্‌জেণ্ডর নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্‌ রাজা বই আর কেহই নয়। উল্লিখিত অনুশাসন-পত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার প্রাকৃত অর্থাৎ দেশ ভাষায় বিরচিত। প্রাকৃত ভাষার যোন শব্দ সংস্কৃত যবন শব্দেরই রূপান্তর। অতএব ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থকারেরা গ্রীক্‌দিগকেই যবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ গর্গ যবনদিগকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্‌ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্‌।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্দ্বিজঃ॥

গর্গসংহিতা।

যবনেরা অবশ্যই ম্লেচ্ছ ; তাঁহাদের মধ্যে এই শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে প্রচলিত আছে ; অতএব তাঁহারাও ঋষির ন্যায় পূজিত হইয়া থাকেন। ইহাতে জ্যোতিষজ্ঞ দ্বিজ কেন না হইবেন ?

এক দিকে গর্গ মুনি যেমন যবনদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, অপর দিকে সেইরূপ পুরাণ-বিশেষে গার্গ্যের সহিত যবন-জাতীয় নৃপতি-বিশেষের সমধিক ঘনিষ্ঠতার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ। ৫ অংশ। ২৩ অধ্যায়।১—৫ শ্লোক।

যাঁহারা ভূমণ্ডলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, তাঁহারা অক্লেশেই বুঝিতে পারিবেন,

(১) শ্রীমান্‌ জেম্‌স্‌ প্রিন্‌সেপ্‌ এই বাক্যের এই রূপ অর্থ করিয়া যান। (Journal A. S. No. 74.) কিন্তু হ, হ, উইল্‌সন্‌ ইহার কিছু অন্যথা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উভয়ের ব্যাখ্যাতেই যোন অর্থাৎ যবন রাজা অন্তিয়োক গ্রীক্‌ রাজা এণ্টিয়োকস্‌ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অনুশাসন-পত্র দেব-প্রিয় পিয়দসির কৃত বলিয়া লিখিত আছে। উল্লিখিত প্রিন্‌সেপ ঐ পত্রের অর্থোদ্ভেদ করেন। তিনি এবং শ্রীমান্‌ লেসেন্‌ প্রভৃতি অন্য অন্য পণ্ডিতেরা নানারূপ যুক্তি-সহকারে ঐ পিয়দসিকে মগধ রাজ্যের অধীশ্বর অশোক রাজা বলিয়া একরূপ অবধারণ করেন। তাঁহাদের সেই অভিপ্রায়টি প্রথমাবধি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে শ্রীমান্‌ হ, হ, উইল্‌সন সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।—Royal Asiatic Society's Journal, Vol, XII, 1850, pp. 153—251 and Vol. XVI, 1856, pp. 357—367 দেখ। শ্রীমান্‌ কর্ন্‌ সেই সমস্ত লিপির পুনরায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি তাহা অশোক রাজার পত্র বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও অন্য অন্য স্থলে ঐ রাজার যেরূপ বর্ণন আছে, তাহার সহিত অনুশাসন-পত্রোক্ত অশোকের প্রকৃতি ও ব্যবহার পরস্পর ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—Indian Antiquary, vol. III. pp. 77-81, and vol. V. pp. 257-276.

বিসংবাদ ও আত্মীয়তা-ঘনিষ্ঠতা-সংঘটিত হওয়া সম্ভব। নানা গ্রন্থে যবন ও

গ্রীকেরাই এইরূপ জ্যোতিষজ্ঞ যবন জাতি হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। সংস্কৃত শাস্ত্রে এ বিষয়ের আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতাদি গ্রন্থে পুলিশসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত ও মনিথ নামে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম লিখিত আছে। পুলিশ সংস্কৃত শব্দ নয়; হয় গ্রীক, নয় রোমক। অল্‌বীরূনী তাঁহাকে গ্রীক্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন্। আর একখানি গ্রন্থ মনিথ-কৃত বলিয়া লিখিত আছে। একটি গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদের নাম মানীথো ছিল। পূর্ব্বোক্ত মনিথ সেই মানীথো বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। দিন-গণনারম্ভ-প্রসঙ্গে যবনপুর নামে একটি নগরের নাম লিখিত আছে। শ্রীমান্ করন্ বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদের অভিপ্রায় অবলম্বন পূর্ব্বক উহা এলেগ্‌জেণ্ড্রিয়া বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। বরাহমিহির-কৃত বৃহৎ সংহিতায় ছত্রিশটি গ্রীক্ শব্দ সন্নিবেশিত আছে; যেমন ক্রিয়, তাবুরি, জিতুম, হেলি, হিম্ন, কোণ, হোরা, কেন্দ্র, দ্রেক্কাণ, লিপ্তা, অনফা, সুনফা ইত্যাদি। বাদরায়ণের কৃত বলিয়া লিখিত একখানিজাতকে আপোক্লিম,* পণফর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রীক্ শব্দ বিদ্যমান আছে। Transactions of the Madras Literary Society Part 1. pp. 67—73, Madras Journal, vol. 14, p. 151, Asiatic Society's Journal, No 167, p. 109 and Kern's Preface to the Brihat Sanhita of Varahamihira, pp. 28, 29, 48, 51, 52 and 54.

সমধিক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে রাশিচক্রের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। সুবিচক্ষণ জর্ম্মন্ পণ্ডিত শ্রীমান্ হল্‌টুজ্‌মেন্ গ্রীক ও সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত রাশিচক্রের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট ঐ বিষয় শিক্ষা করেন। এইরূপ কারণবশতই ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। বরাহমিহির-কৃত একখানি গ্রন্থের নামের অর্দ্ধাংশ গ্রীক ভাষা। এখানির নাম হোরাশাস্ত্র। হোরাটি গ্রীক্ শব্দ। ঐ শাস্ত্রে তিনি গ্রহ ও রাশি সমুদায়ের গ্রীক নাম ব্যবহার করেন, গ্রহগণের সংস্কৃত নামের সহিত গ্রীক নাম প্রয়োগ করেন, এবং রাশিগণের গ্রীক নাম সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লিখেন (১)।—Transactions of M. L. Society, pp. 72 and 73 and Weber's H. I. Literature, p. 254.

এক দিকে হিন্দুরা যেমন উল্লিখিত রূপে যবনদের অর্থাৎ গ্রীকদের নিকট জ্যোতিষ-বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ গ্রহণের বিষয় স্বীকার করেন, ও নিজ গ্রন্থে গ্রীক শব্দ প্রয়োগ ও গ্রীক জ্যোতিষের অন্তর্গত বহুতর বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া যান, আর দিকে গ্রীকেরাও সেইরূপ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, হিন্দু গ্রীক শাস্ত্রে সবিশেষ শ্রদ্ধা করেন ও উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি সকলে উহা শিক্ষা করিয়া থাকেন (২)। Weber's History of Indian Literture, p. 252.

---

(১) শ্রীমান্ লেটোন্ অবধারণ করেন, গ্রীকদের রাশিচক্র-বিষয়ক জ্ঞান খৃ, পূ, প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হয় নাই। অতএব হিন্দুরা ঐ সময়ের কিছু পরে স্বীয় গ্রন্থে ঐ বিষয় সংগ্রহ করেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা হইলে, খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান বরাহমিহিরাদির পুস্তকে এ বিষয় সন্নিবেশিত হওয়া সর্ব্বতোভাবেই সম্ভব; কোন রূপেই অসঙ্গত নয়।

(২) ফিলস্ট্রাটস্ নামক গ্রন্থকার খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এপলোনিয়স নামক পণ্ডিত বিশেষের জীবনচরিতের মধ্যে এই কথা লিখিয়া যান।

কাম্বোজের নাম একত্র লিখিত দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত পিয়দসি রাজার অনুশাসন-পত্রেও উহাদের নাম ঐরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। *

১৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মহাভারতীয় শ্লোকে কাম্বোজ-রাজের পরেই যবন-বৈরী কম্পনের নাম সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কাম্বোজেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, গর্গ মুনির পূজাস্পদ ও শ্রদ্ধাস্পদ জ্যোতির্ব্বিৎ যবনেরা যে গ্রীক জাতি এবং সুতরাং প্রাকৃত যোন ও সংস্কৃত যবন শব্দটি যে গ্রীকজাতি-প্রতিপাদক ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

আযোনিয়া-দেশীয় সুবিখ্যাত গ্রীকদিগের নাম হইতেই এই শব্দটি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। হিব্রু ভাষায় উহাদের নাম যবন, পারসী ও আরবীতে যুনানী, এবং পারসীক দেশের প্রাচীন কীলরূপা শিলালিপির ভাষায় যুনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিয়াছে। দরায়ুষ্ নামে সুপ্রসিদ্ধ পারসীক নরপতি খৃ, পূ ৫২১ হইতে ৪৮৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সেনাদল মধ্যে ভারতবর্ষীয় সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল। অতএব যখন গ্রীকদের পারসীক ও ভারতবর্ষীয় নাম প্রায় একরূপ, তখন ঐ ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা পারসীকদের নিকট ঐ নামটি অবগত হইয়া আসিয়াছে ইহাই সমধিক সম্ভব বোধ হয়।

গ্রীকদের পঞ্জাবাধিকারের উত্তর কালে আরব ও পারসীক প্রভৃতি অন্য অন্য জাতি ও অবশেষে সকল জাতীয় মোসলমান এবং এমন কি মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষীয়েরাও যবন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কালিদাস পারসীক স্ত্রীলোকদিগকে যবনী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।

রঘুবংশ ।৪।৬১।

তিনি যবনীগণের মদ্য-পান-নিবন্ধন মুখ-পদ্ম-রাগ সহ্য করিতে পারিলেন না।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলেও হিন্দু নৃপতিদিগের নিয়োজিত যবনপরিচারিকাগণের প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

এসো বাণাসণহত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্সো।

অভিজ্ঞানশকুন্তল। দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রিয়বয়স্য এই আগমন করিতেছেন। যবনীগণ শরাসন ও বনপুষ্পমালা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া আসিতেছে।

দশকুমারচরিতের প্রথম ও চতুর্থ উচ্ছ্বাসে কালযবনদ্বীপ এবং ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে যবন ও যবন পোতের প্রসঙ্গ আছে। হ, হ, উইল্সন ঐ যবন জাতি ও যবনপোতকে আরব জাতি ও আরব-পোত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।—H. H. Wilson's Introduction to the Dasa Kumara Charita reprinted in his Essays, Vol. I., 1864, p. 371.

* The Khalsi inscription in Cunningham's Archaeological Survey, I, 247, PI, XLI., line 7.

প্রদেশীয় লোক। * অতএব তাঁহাকেও ঐ প্রদেশীয় নৃপতি-বিশেষ বিবেচনা করাই মহাভারত-রচয়িতাদিগের. অভিপ্রেত হইবে। তাহা হইলে তিনি যে যবন জাতির সহিত যুদ্ধ করেন, তাহারা এবং অন্যান্য স্থলে উল্লিখিত যবন-জাতীয়েরা ঐ দিকের ঐ বাহ্লীক রাজ্যের যবন অর্থাৎ গ্রীক্ ব্যতিরেকে অন্য লোক হওয়া সম্ভব নয় ঐ রাজ্য খৃ,পূ প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর হইতে খৃ, পূ ন্যূনাধিক সাতান্ন বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতএব মহাভারতের অন্তর্গত যবন-সংক্রান্ত কথাগুলি ঐরূপ সময়ে অথবা উহার কিছু পরে লিখিত হইয়াছে বলিতে হয়। †

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেও স্থানে স্থানে ‡ শক ও পহ্লব নামক

---

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১১ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ এই ভাগের উপক্রমণিকাংশের ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ। শেষোক্ত পৃষ্ঠায় কাম্বোজ-বংশীয় বলিয়া অনুমিত হিন্দুকুশ-নিবাসী কৌমোজি, কামোজ, কামোজ্ প্রভৃতি নামে পরিচিত যে সমস্ত লোকের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে. তাহারা মোসলমান-দের কর্তৃক কান্দাহারের সন্নিহিত দেশ-বিশেষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ঐ পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতেছে।—Journal R. A. S. No. 13, and Elphinstone's Cabul, Vol. 2. p. 376.

† কিন্তু ঐ বাহ্লীক রাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বেও গ্রীকদিগের ভারতবর্ষে গমনাগমন ছিল। গ্রীক রাজারা মগধ-রাজ্যাধিপতি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তাদির সভায় বারংবার দূত প্রেরণ করেন। গ্রীক নৃপতি সিলিউকস্ খ্রীষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের সভায় মিগেস্থিনিজকে প্রেরণ করেন। পরে এণ্টিয়োকস্ ডিউমাকস্ নামক এক ব্যক্তিকে এবং দ্বিতীয় টলেমি ডিয়োনিসিয়সকে ও বোধ হয় বেসিলিস নামক অন্য এক দূতকে ঐ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র অমিত্রঘাতের নিকট পাঠাইয়া দেন। এণ্টিয়োকস একটি ভারতবর্ষীয় রাজার সহিত সন্ধিবন্ধন করেন। ঐ রাজা সুভগসেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। উল্লিখিত সিলিউকস চন্দ্রগুপ্তকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। ঐ কন্যার সহচরী বা পরিচারিকা স্বরূপ অপরাপর গ্রীক স্ত্রীলোক মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের কোন কোন খোদিত লিপিতে যবনীগণকে অর্থাৎ গ্রীক যুবতীদিগকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিবার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।--(Weber's H. I. Literature, p. 251. দেখ) অতএব বাহ্লীক রাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বেও গ্রীকদিগের সহিত হিন্দুদের আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সৈন্যের মধ্যে গ্রীক সৈন্য সন্নিবেশাদি কতকগুলি বিষয়ের কথা নিকটস্থ বাহ্লীক রাজ্যের গ্রীক্দিগের সহিত আলাপ পরিচয়ের বিজ্ঞাপক হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। কাম্বোজাদি শব্দের নিকটে যবনদিগের নাম উল্লিখিত থাকাতে, তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

‡ সভাপর্ব্ব। ৩১। ১৭॥ ৫০। ২৩॥ ৫১। ১৫ ও ॥১৬ উদ্যোগপর্ব্ব। ১৯৬। ৭॥ ভীষ্ম-পর্ব্ব। ৯। ৪৪, ৪৭ ও ৫১॥

দুইটি জাতির প্রসঙ্গ আছে। যবন, কাম্বোজ ও পারদ * জাতির সহিত ঐ দুইটি জাতির নাম নানা সংস্কৃত গ্রন্থে একত্র লিখিত হইয়া থাকে। † ইহারা সকলেই ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর-নিবাসী লোক। খৃষ্টাব্দের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে শকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশ অধিকার করিয়া ক্রমশঃ উত্তরে হিন্দুকোহ্ পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে সিন্ধু নদের মোহনা পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। পূর্ব্বে তাহাদের বিষয় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, ‡ তদনুসারে মহাভারতের ঐ স্থল গুলি দুই সহস্র অথবা তদপেক্ষাও অল্প কালের মধ্যেই বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ইদানী পহ্লব্ জাতির পহ্লব্ নামটি খৃষ্টাব্দ-প্রবর্ত্তনের পর প্রবর্ত্তিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে §। ইহা হইলে রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিতার যে যে স্থলে পহ্লব্ শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা ঐ সময়ের পরে প্রক্ষিপ্ত ¶ হইয়াছে বলিতে হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত মুক্তাবলী-সমাকীর্ণ দূর্ব্বাময় শাদ্বল-বিশেষ। ঐ উভয়ে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের বিষয় ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। একদিকে বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক উপাখ্যান বিদ্যমান থাকিয়া নিজ নিজ পূর্ব্ব গৌরব প্রকাশ করিতেছে, অপর দিকে পৌরাণিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক উপাখ্যান অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণু শিবাদি পৌরাণিক দেবতাদিগকে হিন্দু সমাজস্থ

* কোন কোন গ্রন্থে পারদ-জাতি পরান্ত এবং পহ্লব-জাতি পল্লব ও পহ্নব বলিয়া লিখিত আছে।—Wilson's Vishnu pura'na, 1840, pp. 189, 194, 195 and 374.

† মনু। ১০। ৪৪। বিষ্ণুপুরাণ। ৪। ৩।

‡ ৯৭ পৃষ্ঠা।

§ জর্ম্মেন্ পণ্ডিত শ্রীমান অল্স্হৌজেন্ বিবেচনা করেন, সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত পহ্লব শব্দটি পহ্লবী ভাষার পহ্লব শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং ঐ পহ্লব পর্থব (১) শব্দের অপভ্রংশ। শ্রীমান্ নেলডিকিও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই বিষয় সম্বন্ধীয় ও বিশেষতঃ ঐ অপভ্রংশ-ঘটনার কাল-নিরূপণ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এস্থলে পর্থব শব্দের থকারের স্থানে হকার ও রকারের স্থানে লকার আদিষ্ট হইয়া পহ্লব শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ থকারের স্থানে হকার আদেশ হওয়াটি খ্রীষ্টাব্দ-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ঘটিবার কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমান্ বেবের অনুমান করেন, খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর পর ও পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে ঐ শব্দটি ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যবহৃত হয়।— Weber's H. I, Literature pp. 187, 188 and 318.

¶ বালকাণ্ড। ৫৪।২০॥ সভাপর্ব্ব। ৩১।১৭ ও ৫১।১৫॥ মনুসংহিতা ১০।৪৪॥

(১) Parthians.

ধর্ম্ম-বেদির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেছে। উভয় গ্রন্থেই বৈদিক ধর্ম্ম সমধিক প্রবল দৃষ্ট হয়। রামায়ণের মধ্যে স্থানে স্থানে দেবগণের সংখ্যা তেত্রিশটি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যথাক্রমেণ শপসি বরং মম দদাসি চ।
তৎ শৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥
অযোধ্যাকাণ্ড। ১১।১৩।

তুমি যথাক্রমে শপথ করিয়া আমাকে বর প্রদান করিতেছ; ইহা ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতা শ্রবণ করুন।

অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ ॥
আরণ্যকাণ্ড। ১৪। ১৪ ও ১৫

অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিন-যুগল এই রূপ তেত্রিশটি দেবতা জন্ম গ্রহণ করিলেন।

দেবগণের এই সংখ্যাটি বেদোক্ত ও অতি প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই *। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেব-সংখ্যা কল্পিত হইবার বহু পূর্ব্বে উল্লিখিত সংখ্যাটি প্রচলিত ছিল। ঐ তেত্রিশটি দেবতাও বৈদিক দেবতা। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অন্তর্গত "ইন্দ্রপুরোগমাঃ" পদে তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। অতএব এই কথাটি নিতান্ত বেদানুগত ও অতিমাত্র প্রাচীন কথা। দশরথ. রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত অশ্বমেধ-যজ্ঞ, রাজসূয়-যজ্ঞ, পুত্রেষ্টি-যাগ এই সমুদায়ই বৈদিক ক্রিয়া। পূর্ব্বতন হিন্দু সমাজে প্রচলিত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত স্বয়ম্বর †, বিধবা-বিবাহ ‡, স্বামি-

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৩৪ পৃষ্ঠা।

† যেমন দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর বিবাহ।—বনপর্ব্ব। ৫৪—৫৭ ও আদিপর্ব্ব। ১৮৪-১৯২-অ।

‡ যেমন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ।—ভীষ্মপর্ব্ব। ৯১।৮ ও ৯।

সহোদরের সংসর্গ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি *, গান্ধর্ব্ব-বিবাহ †, অসবর্ণ-বিবাহ ‡, স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ §, ও বয়ঃস্থা হইয়া বিবাহ ¶, অবিবাহিতাবস্থায় স্ত্রীগণের সন্তানোৎপত্তি-প্রচলন ‖, পতি নিরুদ্দেশ হইলে তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহ **, বলপূর্ব্বক কন্যাপহরণ-প্রথা ††, পরক্ষেত্রে

* যেমন বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ও ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম-গ্রহণ। —আদিপর্ব্ব। ১০৬ অ।

† যেমন শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের বিবাহ।—আদিপর্ব্ব। ৭৩অ।

‡ যেমন অঙ্গরাজ-লোমপাদ-কন্যা শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির ও বৈশ্যকন্যা বিশেষের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ।—রামায়ণ, ১।১০।৩২। মহাভারত। ১। ১১৫। ১।

§ যেমন পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ। মহাভারতে ঐ প্রথাটি সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত ও উহার অন্যান্য উদাহরণও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এষ ধর্ম্মো ধ্রুবো রাজংশ্চরৈনমবিচারয়ন্।

আদিপর্ব্ব। ১৯৫। ৩১।

রাজন্। ইহা (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ) সনাতন ধর্ম্ম। ইহার অনুষ্ঠান করুন; আর বিচার করিবেন না।

শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাম্বরা।
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৄনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ॥

আদিপর্ব্ব। ১৯৬। ১৪ ও ১৫।

এইরূপ পুরাণ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, জটিলা নামে গৌতম-বংশীয় একটি ধর্ম্ম পরায়ণা কন্যা সাত ঋষিকে বিবাহ করেন। সেইরূপ বার্ক্ষী নামে একটি মুনি-কন্যা প্রচেতা নামক তপস্বি-প্রধান দশ সহোদরের সহধর্ম্মিণী হন।

¶ যেমন কুন্তী, শকুন্তলা, দ্রৌপদী ও দময়ন্তীর বিবাহ।

‖ যেমন কন্যা-কালে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের ও সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসের জন্ম।—আদিপর্ব্ব। ১১১। আদিপর্ব্ব। ৬৩। ৬৪—৮১।

** যেমন নল নিরুদ্দেশ হইলে, দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর-কল্পনা।—বনপর্ব্ব। ৭০। ২৪ ইত্যাদি।

†† যেমন অর্জ্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণ এবং ভীষ্ম কর্তৃক কাশীরাজ কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার অপহরণ এবং দুর্য্যোধন কর্তৃক কলিঙ্গ দেশের রাজা চিত্রাঙ্গদের কন্যা-হরণ।—আদিপর্ব্ব। ২১৯, ২২০ ও ১০২ অধ্যায় এবং শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়, ৪র্থ অধ্যায়।

পূর্ব্বতন হিন্দু সমাজে বলপূর্ব্বক কন্যাপহরণ সাতিশয় প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য ছিল।

প্রমথ্য তু হৃতামাহুর্জ্জ্যায়সীং ধর্ম্মবাদিনঃ।

আদিপর্ব্ব। ১০২। ১২।

ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতেরা বলপূর্ব্বক অপহৃত কন্যাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

*, ও দাসী গর্ভে †, সন্তানোৎপাদন, সচরাচর মদ্য-পান ও গোমাংসাদি নানাবিধ মাংস-ভক্ষণ ‡ এ সমস্তও বেদোক্ত ও মনুসংহিতাপ্রোক্ত ধর্ম্ম-ব্যবহার। বেদসংহিতায় ইহার অধিকাংশেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বয়ম্বর।—কিয়তি যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্য্যেণ। ভদ্রাবধূর্ভবতি যত্‌সুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিত্॥

ঋ—সং। ১০ম, ২৭সূ। ১২।

* যেমন বলিরাজের মহিষী সুদেষ্ণা ও তদীয় ধাত্রেয়ী শূদ্রার গর্ভে দীর্ঘতম ঋষির দ্বারা সন্তানোৎপাদন।—আদিপর্ব্ব। ১০৪ অ।

যে সময়ে লোক-সংখ্যা অল্প ছিল, সেই সময়ে এইরূপ ব্যবহারের সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। জনসমাজের যখন যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া উঠে, অনেকস্থলে সেইরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। জাতীয় ধর্ম্মের তো এই দশা।

† যেমন দাসী গর্ভে ও ব্যাসের ঔরসে বিদুরের উৎপত্তি।—আদিপর্ব্ব। ১০৬ অ।

‡ যেমন অযোধ্যাকাণ্ডের ৯১ একানব্বই সর্গে ভরত-সৈন্য-ভোজন-বৃত্তান্তে এবং সভাপর্ব্বের ৩২ বত্রিশ অধ্যায়ে রাজসূয়-যজ্ঞ-বিবরণে ও শান্তিপর্ব্বের ২৯ উনত্রিংশ অধ্যায়ে রন্তিদেব রাজার উপাখ্যানে নানাবিধ মদ্য ও ছাগ, মৃগ, শূকর, গো, কুক্কুটাদির মাংস ব্যবহারের প্রসঙ্গ।

পূর্ব্বতন ও অধুনাতন হিন্দু-সমাজে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-প্রভেদ। ঐ উভয়ের ব্যবহার দৃষ্টে, এ জাতি যেন সে জাতি নয় বোধ হয়। ইতি পূর্ব্বে মহিষ মাংসের বিষয় লিখিত হইয়াছে (১) চরকাদি প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্রে গো, বরাহ, কুক্কুট মাংসাদি ভোজনের ভূরি ভূরি ব্যবস্থা আছে। চরকের অন্নপান বিধ্যধ্যায়ের তৃতীয় সর্গে এ সমস্ত ও মেষাদি অন্য অন্য বহুবিধ মাংসের গুণ-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। চরকের স্নেহাধ্যায়ে লিখিত আছে।

(১) ৬৬ পৃষ্ঠা দেখ।

যদি প্রবৃদ্ধ সত্পতে সহস্রং মহিষাঁ অঘঃ।
আদিত্ত ইন্দ্রিয়ং মহি প্র বাবৃধে॥

ঋ—সং।৮।১২।৮

হে সৎপতি মহান ইন্দ্র! যখন তুমি সহস্র-সংখ্যক মহিষ-ভক্ষণ কর, তখন তোমার বীর্য্য বহুপ্রকার হইয়া বৃদ্ধি পায়।

লাবতিত্তিরিমায়ূরহংসবারাহকৌক্কুটাঃ।
গব্যাজাবিকমাত্স্যাশ্চ রসাঃ স্যুঃ স্নেহনে হিতাঃ।

স্নেহাধ্যায়।

লাবপক্ষী, তিত্তিরপক্ষী, ময়ূর, হংস, বরাহ কুক্কুট, গো, অজা, মেষ মৎস্য এই সকল পশু-পক্ষ্যাদিরকাথ স্নেহ-পান বিষয়ে হিতকারী।

কত স্ত্রীলোক আপনার প্রণয়াভিলাষী ঐশ্বর্য্য-ভোগ-শালী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়। যে নারী রূপবতী, সেই ভাগ্যবতী। সে নিজে লোক মধ্যে আপনার বন্ধুরে বরণ করে।

মাধবাচার্য্য এই ঋকের ভাষ্যে নল ও অর্জ্জুন এবং দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর নাম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

দেবর-সংসর্গ।—কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ।

ঋ-সং। ১০ম। ৪০সূ। ২ ঋ।

(অশ্বিন্ !) যেমন বিধবা স্ত্রীলোকে আপন শয্যায় দেবরকে আকর্ষণ করে, অথবা যেমন নারী নরকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কে তোমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ?

মাধবাচার্য্য এই ঋকের ভাষ্যে দ্বিতীয় বর বলিয়া দেবর শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

অসবর্ণ-বিবাহ ও স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ।—উত যৎ পতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্ব্বে অব্রাহ্মণাঃ। ব্রহ্মা চেদ্ হস্তং অগ্রহীৎ সএব পতিরেকধা॥

অথর্ব্ববেদ।৫।১৭।৮।

ভাবপ্রকাশ, রাজনির্ঘণ্ট, রাজবল্লভ এই সমস্ত গ্রন্থ-রচয়িতারা প্রত্যেকে গোমাংসের বা কুক্কুট মাংসের নানারূপ স্বাস্থ্যকর গুণ বর্ণন করিয়াছেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর নিজ গ্রন্থে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া যান (১)।

এ বিষয়ের একটি কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে। রন্তিদেব নামে একটি রাজা যার পর নাই ধার্ম্মিক ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন। রাত্রি-কালে তদীয় গৃহে অতিথি সমাগম হইলে, তাঁহাদের ভোজনার্থ বিংশতি সহস্র একশত সংখ্যক গো-বধ করা হইত, ইহাতেও তাঁহাদের সকলের সমাবেশ ও তৃপ্তি-সাধন হইত না। পাচকেরা এই বলিয়া চীৎকার করিত যে, অদ্য আপনারা সুপ-সম্বলিত অন্নমাত্র ভোজন করুন; পূর্ব্বের মত মাংস ভক্ষণ করিতে পাইবেন না (২)। লিখিত আছে, ঐ রাজার যজ্ঞে এরূপ বহুসংখ্যক পশু-বধ হয় যে, সেই সমস্ত পশুর চর্ম্ম-ক্লেদ হইতে একটি মহানদী উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার নাম চর্ম্মণ্বতী (৩)। ঐ চর্ম্মণ্বতীর বর্ত্তমান নাম চম্বল। মেঘদূত-প্রণেতা কালিদাস উহাকে রন্তিদেবের "সুরভিতনয়ালম্ভজাং" অর্থাৎ গোবধ-জনিত রক্তোদ্ভবা নদী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।—(মেঘদূত।৪৬।)

(১) শব্দকল্পদ্রুম গো ও কুক্কুট শব্দ।

(২) শান্তিপর্ব্ব।২৯।১২৮ ও ১২৯।

(৩) শান্তিপর্ব্ব।২৯।১২৪।

এবং কোন স্ত্রীলোকের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় দশটি পূর্ব্বস্বামী থাকিতে যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহার পাণি-গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনিই তাহার পতি। *

স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে বিবাহ।—যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথু র্বিশ্বকায়। ঘোষায়ৈ চিৎপিতৃষদে দুরোণে পতিং জূর্য্যন্ত্যা অশ্বিনাবদত্তং।

ঋ-সং। ১ম। ১১৭সূ। ৭ ঋ।

অধিনায়ক অশ্বিন্‌-যুগল! তোমাদের স্তবকর্ত্তা কৃষ্ণ-তনয় বিশ্বককে তাহার বিষ্ণাপ্ব নামক বিনষ্ট পুত্র দান করিয়াছিলে। ঘোষা নামে (একটি স্ত্রীলোক) জরা-গ্রস্ত অর্থাৎ প্রাচীন হইতেছিল, তোমরা তাহাকে পতি প্রদান করিয়াছিলে।

বিধবা-বিবাহ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ।—যখন স্ত্রীলোকে স্বামিসত্বে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিত, তখন বিধবা স্ত্রীর পুনঃ সংস্কারের প্রথা প্রচলিত থাকা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভব! এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের মধ্যে † এবিষয় একবার আলোচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত দশম সূক্তে সন্নিবেশিত যম-যমী-সংবাদ গান্ধর্ব্ববিবাহ-প্রচলনেরই বিজ্ঞাপক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। তাহাতে লিখিত আছে, যমী যমের প্রতি কামানুরক্ত হইয়া বিবাহার্থে প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু যম কিছুতেই সে বিষয় স্বীকার পাইতেছেন না।

বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ।—যস্যানক্ষা দুহিতা জাত্বাস কস্তাঁ বিদ্বাঁ অভিমন্যাতে অন্ধাং। কতরো মেনিম্‌ প্রতি তম্‌ মুচাতে য ঈম্‌ বহাতে যঃ ঈম্‌ বা বরেয়াৎ।

ঋ—সং। ১০ম। ২৭সূ। ১১ ঋ।

যাহার দুহিতা দৃষ্টি-হীন, কে জ্ঞাতসারে তাহার সেই অন্ধ দুহিতাকে

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ। † ৮৮ পৃষ্ঠায়

অভিলাষ করে? যে ব্যক্তি এরূপ কন্যাকে লইয়া যায় বা তাহার সহিত বিবাহ কামনা করে, কে তাহার প্রতি মেনি * নিক্ষেপ করে?

দাসী-গর্ভে সন্তানোৎপাদন।—কবষ ঋষি ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত কতকগুলি সূক্ত রচনা করেন। তিনি দাসী-পুত্র। ঐতরেয় ও কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে তাঁহার প্রসঙ্গ আছে। † যজ্ঞ-স্থলে ঋষিগণ তাঁহাকে বলেন,

दास्या वै त्वं पुत्रोऽसि न वयं त्वया सह भक्षयिष्यामः।

কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ। ১১।

তুমি দাসী-পুত্র। আমরা তোমার সহিত একত্র ভোজন করিব না।

কক্ষীবান্‌ও ঐ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একটি ঋষি; তিনি দীর্ঘতমার ঔরসে ও অঙ্গরাজমহিষীর দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এইরূপ লিখিত আছে। ‡

মদ্যপান।—हृत्सु पीतासो युध्यंते दुर्मदासो न सुरायां। ऊधर्न नग्ना जरंते॥

ঋ—সং। ৮ম। ২সূ। ১২ ঋ।

(ইন্দ্র!) তুমি সোম সমস্ত পান করিলে, তাহারা তোমার উদরে গিয়া মদোন্মত্ত ব্যক্তিদের মত যুদ্ধ করিতে থাকে। তুমি দুগ্ধ-পূর্ণ গোস্তনের সদৃশ হও। স্তোতৃগণ তোমার স্তুতি করে।

नकी रेवन्तं सख्याय विंदसे पीयंति ते सुराश्वः।

ঋ-সং। ৮ম। ২১সূ। ১৪ ঋ।

ইন্দ্র! তুমি কোন ধনী ব্যক্তিকে বন্ধু-ভাবে প্রাপ্ত হও না। সুরাসক্ত ব্যক্তিরা তোমার দ্বেষ করে।

গোমাংসভক্ষণ।—शकमयं धूममारादपश्यं विषूवता पर एनावरेण। उक्षाणं पृश्निमपचंत वीरास्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्।

ঋ—সং। ১ম। ১৬৪সূ। ৪৩ ঋ।

---

* অস্ত্র বিশেষ।

† ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ২।১৯ ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ। ১১।

‡ মুদ্রিত ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম খণ্ডের ৯১৭ পৃষ্ঠা।

অনতিদূরে গোময়-ধূম দেখিতেছি এবং সেই ব্যাপ্তিমান্ নিকৃষ্ট ধূম দ্বারা অগ্নি দর্শন করিতেছি ঋত্বিকেরা শুক্লবর্ণ বৃষ রন্ধন করিতেছেন। সে সমুদায় প্রথমকার ধর্ম্ম।

কি আশ্চর্য্য! এই অবসন্ন-প্রায় নিস্তেজ হিন্দু জাতি কি এতই বীর্য্যবান্ ও এতই তেজীয়ান্ ছিল যে, অশ্বমেধ, রাজসূয়, ব্রহ্মোৎসব, সর্পসত্র, স্বয়ম্বর, লক্ষ্য-ভেদ, ধনুর্ব্বেদপণ এই শব্দগুলি পরমার্থ-বোধক ও সামাজিক ব্যবহার-প্রতি-পাদক হইলেও, তাহাতে কেবল বল-বিক্রম ও শৌর্য্য-বীর্য্যই প্রকাশ করিতেছে। ফলতঃ রামায়ণের সমধিক ভাগ রণ-প্রতিজ্ঞা, রণোদ্যোগ, রণোৎসাহ ও রণ-ক্রিয়ার বিবরণেই পরিপূর্ণ বলিলে, অসঙ্গত হয় না। একটি ভয়ানক যুদ্ধ-বর্ণনই সমগ্র মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য। বালি দ্বীপে ঐ গ্রন্থ ভারতযুধ্ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মূর্ত্তিমান্ বীর্য্য-স্বরূপ চিরপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র চির-দিনের নিমিত্ত হিন্দু জাতির পরম পবিত্র মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে। উহাতে কত বীর-দম্ভ ও কিরূপ শূর-কীর্ত্তি প্রকাশিত হয় কে জানে? ঐ নামটি উচ্চারণ মাত্র, বল, বীর্য্য, বিক্রমাদিকে মস্তকে করিয়া উৎসাহ-তরঙ্গ উল্লম্ফন করিতে থাকে। ভীম ও অর্জ্জুন ভীষ্ম ও কর্ণ, কৃপ ও দ্রোণ, রাম ও পরশুরাম * এই তেজোময় শব্দ গুলিতে সে সময়ের কি অপূর্ব্ব প্রভাব ও অপূর্ব্ব সৌরভই প্রকাশ করিতেছে! তাঁহাদের নামোচ্চারণ মাত্র শরীরের শিরা সমুদয় চঞ্চল হয়, শোণিত-প্রবাহ প্রবল হইয়া উঠে, নয়ন-যুগল অরুণ-প্রভাব প্রকাশ করে, গাত্র হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয় এবং চির-নির্ব্বাণ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় উৎসাহানল প্রধাবিত হইতে থাকে। আমাদেরও কত মেরাথন্ ও কত থর্ম্পলির † নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কে

* হিন্দু জাতির তো প্রকৃত ইতিহাস নাই। সুতরাং ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি যে কিরূপ গুণ-শালী ছিলেন, কে নিশ্চয় বলিতে পারে? তবে, পাঠকগণ! পূর্ব্বকালে যে সমস্ত বীরপুরুষ বীর-প্রসূতা ভারতভূমির স্বাধীনত্ব-সুখ সম্ভব করিয়া যান, ঐ উৎসাহ-প্রদীপক সংজ্ঞাগুলি তাঁহাদেরই বিজ্ঞাপক বলিয়া বিবেচনা হইতে হইবে। কবিত্ব-রূপ সুরম্য-গগন-মণ্ডলে যতই উড্ডীয়মান হও না কেন, তত্ত্ব-পথ বিস্মৃত হইও না।

† গ্রীকেরা পারসিকদের সহিত সংগ্রাম-কালে এই দুই স্থানে অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য ও স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রকাশ করেন।

জানে? কত লিওনাইডস * ও কত কোডরস্ † এই বীরভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই বা কে বলিতে পারে? একটি হিরোডোটসের অসদ্ভাবে সে সমস্ত বীর-কীর্ত্তি হয় তো একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylæ, and scarcely a city that has not produced its Leonidas; but the mantle of ages has shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration: Somnath might have rivalled Delphos; the spoils of Hind might have vied with the wealth of the Lybian king; and compared with the array of the Pandus, the array of Xerxes would have dwindled into insignificance. But the Hindus either never had or have unfortunately lost their Herodotus and Xenophon.—Tod, vol. I. Introduction.

এককালে বীর-কেশরী গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দের বীরত্ব ও রণ-পাণ্ডিত্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে যেরূপ গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে যেরূপ দীর্ঘ-কায়, পরাক্রম-শালী ও রণ-পণ্ডিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ‡, এখন তাহা কেবল পুরাবৃত্তের বিষয় ও উপাখ্যানের স্থল হইয়া পড়িয়াছে। সে আকার নাই, প্রকার নাই, বীর্য্য নাই ও আত্ম-রক্ষারও ক্ষমতা নাই। ¶ ভারতভূমি! তোমার মহিমা-সূর্য্য একবারেই অস্ত গিয়াছে! তোমার কীর্ত্তি-চন্দ্র আর সঞ্চরণ করে না! কেবল তোমার ভুবন-বিখ্যাত বহুমূল্য দৃশ্যমান

* লিওনাইডস্ নামক গ্রীক্ বীর পারসীকদের সহিত যুদ্ধ-উপলক্ষে রণক্ষেত্রে অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত বীরত্ব ও অসামান্য দেশ-হিতৈষিতা প্রদর্শন করেন।

† কোডরস্ নামে গ্রীক রাজা স্বদেশের স্বাধীনত্ব-সুখ-রক্ষণার্থ স্বেচ্ছানুসারে কৌশলক্রমে প্রাণত্যাগ করেন।

‡ Elphinstone's History of India, 1866, p. 266.

¶ এস্থলে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার স্মরণ হইতেছে। ইদানী একশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দের যেরূপ বল-ক্ষয় ও বীর্য্য-ক্ষয় ঘটিয়াছে, পূর্ব্বে সহস্র বৎসরেও কোন কারণে সেরূপ কিছুই হয় নাই। বাঙ্গলা-দেশীয়েরা তো এ বিষয়ে একটি অতিমাত্র হীন জাতি হইয়া পড়িয়াছে। ৫০।৬০ পঞ্চাশ ষাট্ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে যেরূপ বলবান্ লোক বিদ্যমান ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। এদেশীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কেহ যদি স্বদেশীয় পূর্ব্বতন

কহিনুরই অন্তরিত হইয়াছে এমন নয়, তাহার বহু পূর্ব্বে চির-সঞ্চিত অমূল্য অন্তরস্থ কোহিনুর্ * একেবারে অন্তর্হ্ত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকায় এখন অতি ক্ষীণ হ্রস্ব কায়ে পরিণত হইয়াছে। কোথায় সিংহ-শার্দুলের ভয়াবহ গর্জ্জন-ধ্বনি, আর কোথায় ঝিল্লীগণের মৃদু-মন্দ আর্ত্ত-স্বর! কোথায় বীরগণের বীর-দর্প ও স্পর্দ্ধা-সহকৃত সাহঙ্কার হুঙ্কার-ধ্বনি, আর কোথায় দীন হীন আশ্রিত জনের কৃতাঞ্জলিপুটে কৃপা-প্রার্থনা! সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! এক কালের সিংহ-শার্দুল-প্রসবিনী ভারতভূমি এখন শশ-মূষিক-প্রসবিনী হইয়া কতই লাঞ্ছিত হইতেছেন। তদীয় পূর্ব্ব-প্রতাপের চিতাগ্নি হইতে কি সুদীর্ঘ ও ঘনীভূত ধূমাবলী উত্থিত হইতেছে। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অগ্নিময়; ভবিষ্যৎ গাঢ়তর ধূমে আচ্ছন্ন।

বৃদ্ধ-কায় ভারতভূমি আর অধর্ম্মের ভার বহন করিয়া কুপোষ্য-পোষণ

লোকের শারীরিক অবস্থা ও তৎসংক্রান্ত রাজা রঘুরাম রামচন্দ্র, (১) রাধাগোয়ালা, আশানন্দ ঢেঁকি, রামদাস বাবু, তারিণী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত বিষয় লোকের স্মৃতিপথ হইতে একেবারে অন্তর্হ্ত হয় না। কেবল উপন্যাস লিখিয়া ও যাত্রা করিয়া আয়ুঃশেষ করা কি গ্রন্থকারের কার্য্য।

অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এদেশীয় লোকের শরীর কোন স্থলে অর্দ্ধ-হস্ত ও কোথাও বা এক-হস্ত প্রমাণ হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বল-বীর্য্যের পরিমাণের তো কথাই নাই। বাঙ্গালা-দেশীয় পল্লীগ্রামস্থ পাঠকগণ! নিজ নিজ গ্রাম ও অন্য অন্য পরিচিত স্থানের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখিবেন দেখি, ভদ্রলোকের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে কি না? ও বংশ-বিশেষের লোপাপত্তি সম্ভাবনা ঘটিয়াছে কি না? আমি নিজে এ বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা কোন-রূপেই শুভসূচক নয়। কোন কোন বিচক্ষণ আত্মীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহাও সেইরূপ। অনেক স্থলে ইতর লোকের বিষয়ও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এক এক স্থানের বৃত্তান্ত অতীব শোচনীয়। স্বজাতির উন্নতি প্রত্যাশার পূর্ব্বে তদীয় শারীরিক অবস্থা ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় একবার লক্ষ্য করা আবশ্যক। শারীরিক উন্নতি সকল উন্নতির মূলীভূত।

"বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু গৃহ ক্ষয়মূল হইতেছে দিনে দিনে"

ফলতঃ সম্মুখে ঘোর অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার!

* জ্যোতিঃ-পর্ব্বত অর্থাৎ তেজোরাশি।

(১) রঘুরাম ও রামচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ। তিনি ঐ রঘুরামেরই পুত্র। শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র রায় বাবুর প্রণীত ক্ষিতীশবংশাবলীর ৮৭ ও ৯২।৯৫ পৃষ্ঠায় ইঁহাদের বল বিক্রমের বিষয় দেখিতে পাইবে।

করিতে সমর্থ হন না। ভীম-জননী ও অর্জ্জুন-মাতা আর কাহার মুখাবলোকন করিয়া আশা-পথ অবলম্বন করিবেন? গগনস্পর্শিবৎ হিমালয় ও আর্য্যাবর্ত্তের বপ্র-বিশেষ বিন্ধ্যাচল যাহাদের বল ও বিক্রম, বীর্য্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, সেই মহাপুরুষদের বংশে এখন এই অধম পামর-স্বরূপ আমরাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের শোণিত-কণা হিন্দু জাতির রক্ত শিরা হইতে একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। তদীয় চিতা-ভস্ম-কণাও বিদ্যমান্ নাই। সে সমস্ত পুরাতন মহত্তর পদার্থ একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আর কণামাত্রও সংযোজিত হইল না, কখনও হইবেও না! তাহার কিছু কিছু কেবল ভারত-কথায় পরিণত হইয়াছে ও শ্রুতি-পথমাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে। অস্ত্র-শিক্ষা ও অস্ত্র-পরীক্ষা যে জাতির বালক-সমূহের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই উৎসাহ-স্থল ছিল এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-ক্রিয়া ও সামাজিক ব্যবহার বল-বিক্রম, তেজস্বিতা ও রণোৎসাহেরই পরিচায়ক ছিল * সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! যে জাতীয় লোকের সমগ্র তৃতীয়াংশ যুদ্ধ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত যুদ্ধামোদে আমোদিত ও যুদ্ধ-মদে উন্মত্ত ছিল, যাহারা যুদ্ধে বিমুখ ও যুদ্ধস্থলে ভয় প্রাপ্ত হইলে, ক্ষত্রিয়-কুল-বহির্ভূত কুলাঙ্গার বলিয়া ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হইত, ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ-লাভ হইবে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করিত এবং সুসভ্য বিদেশীয় বীর পুরুষেরা যাহাদিগকে মহাপরাক্রমশালী প্রধান যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,† সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! যাহারা অভূতপূর্ব্ব প্রভূত শৌর্য্য বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে তুষার-মণ্ডিত হিমালয় অবধি সমুদ্র-সলিল-সুস্নিগ্ধ কন্যাকুমারী ও সাগর-পার-স্থিত দ্বীপ-দ্বীপান্তর পর্য্যন্ত আপনাদের জয়-পতাকা ও ধর্ম্মপতাকা উড্‌ডীয়মান করিয়া অতুল কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং বলবৎ নদী প্রবাহের পুরস্থিত তৃণ-পুঞ্জ-সদৃশ আদিম নিবাসীদিগকে নির্ভয়ে ও নৃশংস ভাবে গহন ও গিরি-গুহায় তাড়িত করিয়া যার পর নাই রণ-প্রতাপ ও জিগীষা-প্রভাব-প্রদর্শন করিয়াছে, সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! তদীয় পূর্ব্ব-প্রভাব ও পূর্ব্ব-মহিমার ভগ্নাবশেষও বিদ্যমান নাই। সমস্ত বাষ্পীভূত হইয়া গিয়াছে! কোথায় সে হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ? কোথায় বা সে মথুরা ও উত্তর-কোশলা? কোথায় বা সে উজ্জয়িনী ও পাটলিপুত্র? নাম আছে, কিন্তু পদার্থ

নাই। অঙ্গার আছে, তাহাতে অগ্নি নাই। দেহ আছে তাহাতে জীবন নাই। সাকারবাদীর অশ্বত্থ-মূল-বিদ্ধ কবাট-শূন্য জরা-জীর্ণ দেবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে দেব-বিগ্রহ বিরাজমান নাই। জয়শ্রী ও রাজশ্রী দেবী একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।—মামুদশা ও সবক্তিজীন্*। তোমারা ঐরাবতের পদে লৌহ-শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়াছ। তাহার আর মোচন হইল না; বোধ হয় হইবেও না। মোগল্ ও পাঠান্-কুল!—দুর্দ্ধর্ষ যবন-রাজ-কুল! তোমরা ক্রমাগতই তদীয় কঠিন বন্ধনের উপর কঠিনতর বন্ধন সংঘটন করাইয়াছ! তাহার আর পদ-চারণ ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনেরও সামর্থ্য নাই। তোমরা তাহাকে পরবশতারূপ কঠিন কারাগৃহে চির কালের মত রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ। এস্থলে পরবশ কি ভয়ানক শব্দ! হিন্দুদের নরক, খৃষ্টীয়দের হেল্ ও মোসলমান্‌দের জাহান্নম্‌ও বুঝি সেরূপ ভয়ানক নয়! নর-কুলের কাল-স্বরূপ জঙ্গিজ্, তৈমুর ও নাদির্ শার ভীষণ নামওসেরূপ ভীষণতর ভাব ধারণ করিতে পারে না! যে দিন তোমরা তাহাকে † স্পর্শ করিয়াছ, সেই দিন তাহার স্বাধীনতা-সুখের মৃত্যু দিবস! —জননী ভারতভূমি! সেই দিন তোমার চির-দিনের মত দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। সেই দিন তোমার চির-সঞ্চিত সুপ্রসন্ন ভাগ্য-জ্যোতিঃ ঘোরান্ধকারে পরিণত হইল। সেই দিন আমাদের ভারত-গৃহে অসীম-কাল-ব্যাপী মৃতাশৌচের ক্রন্দন কোলাহল উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তোমার অবিশ্রান্ত অশ্রু-বর্ষণ আর নিরস্ত হইল না! কত শিলা-পাত, ঝন্ঝাবাত ও বজ্রাঘাত ‡ প্রভাবে সুমহান্ আশা-বৃক্ষ একেবারে উন্মূলিত ও বিনষ্ট হইয়া আকাশ-পথে উড্ডীয়মান ও অন্তর্হিত হইয়া গেল। জননী! এখন অভিষেক-বারির পরিবর্ত্তে কেবল অশ্রুজলে তোমার চরণ-যুগল অভিষিক্ত করিতেছি!—একি!—জাগ্রত স্বপ্ন! প্রবল চিন্তা-বেগে মনের ভাবকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তোলে। সম্মুখে যেন একটি মহীয়সী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ-গোচর হইল। বিদ্যুতের ন্যায় নিমেষ মাত্রে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া গেল। মূর্ত্তিখানি পরম পবিত্র, কিন্তু শোক-দুঃখে সমাকীর্ণ হইয়া অতিমাত্র ম্লান হইয়া গিয়াছে। মলিন বদন, সজল নয়ন, দুই চক্ষে

* মোসলমান্ রাজাদের মধ্যে প্রথমে এই দুই জনে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

† ভারতবর্ষকে।

‡ তৈমুর, নাদির্ শা প্রভৃতির ভয়ঙ্কর উপদ্রব স্মরণ কর।

শতধারা বহিতেছে, ও চক্ষের জল বক্ষঃস্থলে আসিয়া শ্রম-ক্লেশ-জনিত স্বেদ-ধারায় মিলিতেছে। যেন কতই দুঃখ ও কতই মনস্তাপ ঘটিয়াছে। মুখে বাক্য স্ফুরিতেছে না। যেন উপস্থিত বিপদ-চিন্তায় ও উত্তর-কালীন অশুভ আশঙ্কায় মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ ও ললাট-দেশ কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন রাজরাজেশ্বরী রাজমহিষী ভাগ্য-দোষে রাজ্য-চ্যুত হইয়া কুপোষ্যবর্গের প্রতিপালনার্থ পর-পরিচর্য্যা অবলম্বন করিয়াছেন। দেখিয়া কোন দৃশ্যমান উৎকট পীড়ায় পীড়িত বোধ হয় না। কিন্তু যেন কোন অন্তর্ভূত ক্ষয়কর রোগে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া আনিতেছে।—কি দুঃসহ দর্শনই সংঘটিত হইল!—চক্ষের জল বক্ষঃস্থলের স্বেদ-ধারায় আসিয়া মিলিতেছে!—ভারতভূমির * এমনি শ্রম-ক্লেশই ঘটিয়াছে বটে!—এক সময়ে রাজ-সিংহাসন বিলাসিনী এখন দেশ-কাল-বিরুদ্ধ নিয়মাবলির বশবর্ত্তিনী হইয়া শরীর-পীত করিতেছেন, তথাচ রাজ-ভক্তি-গুণে মুখ-ব্যাদন করেন না; নিরন্তরই ভয় ও ভাবনায় কাতর হইয়া আপনার অশ্রু-জলে আপনিই প্লাবিত হইতেছেন।—ইংলণ্ড! ইংলণ্ড! তুমি অক্লেশে দুঃসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিয়াছ। বহুদূর স্থিত লক্ষ্য অনায়াসে বিদ্ধ করিয়াছ। জগজ্জনের চির-বাঞ্ছিত সম্পত্তি সুকৌশলে করস্থ করিয়াছ। বলিতে কি, তুমি অসাধ্য সাধন ও অঘটন-সংঘটন করিয়া বিশ্ব-জনের নয়ন-যুগল বিস্ফারিত করিয়াছ। সমগ্র ভারতভূমিকে একচ্ছত্রা করিয়া ভারতবর্ষীয় কবীন্দ্রগণের মনঃ-কল্পনা সফল করিয়াছ এবং বাল্মীকি, কালিদাস, কণাদ ও আর্য্যভট্টের স্বজাতীয়বর্গকে পদাবনত করিয়া নিজ সিংহাসন উজ্জ্বল ও উন্নত করিয়াছ। আমরা মন্ত্রণা-বলে তোমাকে রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া রাজমুকুট প্রদান করিয়াছি ও প্রীত মনে তোমারে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া তোমার বশতাপন্ন হইয়া রহিয়াছি। একবার ভাবিয়া দেখ, কত কোটী লোকের সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভদ্রাভদ্র, মানাপমান ও এমন কি, জীবন-মরণও তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্য-ক্ষয়, বল-ক্ষয়, আয়ুঃ-ক্ষয় ও ধর্ম্ম-ক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দান

* অর্থাৎ ভারতবর্ষীয়দের।

করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ *, অর্থোপার্জ্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফল-পুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ, বাণিজ্য-বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া অশেষ-দোষাকর দুর্ম্মূল্যতাদোষ † ও তৎসহ কৃত অধর্ম্ম-বংশের বৃদ্ধি করিতেছ, এবং সভ্যতা-সুখের পরিচায়ক সুখ-সামগ্রী সকলের সংঘটন করিতে গিয়া ভোগাভিলাষ প্রদীপন পূর্ব্বক পাপের স্রোত প্রবল করিতেছ। ভারতরাজ্যের আব্‌গারি-ব্যবস্থার কলঙ্কময় ফল-পুঞ্জে তোমার রাজমুকুট-বিরাজিত উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড সমুদায়কে গাঢ়তর কলুষ-কালিমায় প্রকৃত অঙ্গার-খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রজারা স্বচ্ছন্দে নাই। প্রায় যাবৎ জাগ্রৎ-কাল নানারূপ ক্লেশ করিয়া কষ্ট-শ্রেষ্ঠে দিনপাত করা কোটি কোটি ব্যক্তির জীবন-ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। বহুতর স্থলেই দেখিতে ও শুনিতে পাই, প্রায় সকলেই রুগ্ন, সকলেই বিব্রত এবং সকলেই নানা চিন্তায় চিন্তাকুল। একটু আরাম নাই, আরাম নাই, আরাম নাই! দুর্ম্মূল্যতা-দোষে অনেকেই উচিত মত ও আবশ্যক মত আহার সামগ্রী প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে, ধর্ম্ম-চিন্তা, ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা যেন একবারে উঠিয়া যাইতেছে। নর-কুলের নিতান্ত আবশ্যক নিয়মিত ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণের তো সম্পর্কই নাই। বিদ্যালয়ে অধর্ম্মের সঞ্চার, লোকালয়ে তাহার সুপ্রকাশ ও বহু-বিস্তার এবং বিচারালয়ে তাহার পরীক্ষা ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দুর্ব্বিনীত বাল্য-কালের পাপ যৌবনে পরিপক্ক হয় এবং সঙ্গের সঙ্গী হইয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। কেবল বিদ্যালয়ের কথা কেন?

* অধুনাতন যেরূপ শিক্ষা-প্রণালীকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রণালী বলে, তাহা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেও এইরূপ ঘটে; পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে। পঠদ্দশাতেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট জানিতে পারি এবং ত্রিশ বৎসরের অধিক হইল, প্রবন্ধ-বিশেষের মধ্যে ইহার প্রসঙ্গ করি। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৭১ শক, পৌষ, ১৩৯ পৃষ্ঠা ও ১৭৭২ শক, আশ্বিন, ৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।)

† There seems to be a vague idea, that when prices rise, values rise also, and every one grows richer. But such a thing as a general rise of *values* is impossible; and with regard to the rise of prices, instead of being an advantage, it is a great evil.—The elements of Social Science, 1865, p.569.

তাহার বাহিরেই বা কি?—ততোধিক।* ইতর লোকের কুব্যবহারে ভদ্র লোকে অস্থির হইতেছে। পল্লী মধ্যেই প্রবিষ্ট হই বা রাজপথেই ভ্রমণ করি। প্রায়ই, স্বার্থ সূচক, বিরোধবোধক ও ব্যসন-বিজ্ঞাপক বই অন্য শব্দ কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে না। যাবতীয় জাগ্রৎকাল পয়সা টাকা, দর দাম, আকাল আক্রা, দলিল দস্তাবেজ, সাক্ষী সাবুদ, উকিল কৌন্সিলি, কোর্ট্ মোকদ্দমা, জাল জালিয়াত এই সমস্ত অভিচার-মন্ত্রাদি জপ ও পুরশ্চরণ করাই কি মানব-কুলের পরম পুরুষার্থ হইল? ধর্ম্ম-চিন্তা ও ধর্ম্মোপদেশ-গ্রহণের অবসর ও অভিলাষ উভয়ই অন্তর্হ্ত হইতেছে। এই সমুদায় প্রত্যক্ষভূত বাস্তবিক ব্যাপার। ইহার অন্যথা হইবার বিষয় নাই। যে সুসভ্য বা সভ্যতাভিমানী রাজার রাজ্যতন্ত্রে মানবীয় মনের এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হয়, সে রাজারও কলঙ্ক সে রাজ্যেরও কলঙ্ক, সে সভ্যতারও কলঙ্ক।—দেখিতে দেখিতে কি পরিবর্ত্তনই ঘটিয়া উঠিল! সে বিষয়ের পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্য্যালোচনা ও প্রদর্শন করা আমার এ নিস্তেজ মনের কার্য্য নয়। তাহা করিতে হইলে, সুদীর্ঘ-কায় সতেজ জন-সমাজের পরিবর্ত্তে মানব-নামের অযোগ্য একটি রোগ-জীর্ণ বামন-সমাজের উৎ-পত্তিপ্রসঙ্গ ও তদীয় ভয়ঙ্কর পরিণাম-সম্ভাবনা কীর্ত্তন করিতে হয়, সুমূল্যতা-সুখে সুখী, স্বচ্ছন্দ-চিত্ত, প্রশান্ত লোকের শান্ত ভাব প্রকাশের পরিবর্ত্তে দুর্মূল্য-তারূপ অগ্নি-শিখায় চির-দগ্ধ, রাজকীয় কর-পুঞ্জ-ভারে ভারাক্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির প্রজা-মণ্ডলের হাহাকার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে হয়, গুণ-গ্রাহী,

* ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইল। ইহার পূর্ব্ব আট বৎসরের প্রত্যেক বৎসর যত লোকের কারা-প্রবেশ ও হাজত হয় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

খৃষ্টাব্দ	১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩	১৮৭৪	১৮৭৫	১৮৭৬	১৮৭৭	১৮৭৮
লোক সংখ্যা	৫৭৯২৬	৬৭৮৯১	৬৮৮৩৩	৮২২০৭	৭৩৫৮৫	৭৫২২১	৬৮৭৫০	৭৮০৪৫

-Administration Report on the Jails of Bengal for 1871 – 1878.

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাতান্ন হাজার নয় শত ছাব্বিশ এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আটাত্তর হাজার পঁয়-তাল্লিশ ব্যক্তিকে রুদ্ধ করা হয়, যে সমস্ত দোষের সুকঠিন রাজদণ্ড নিরূপিত আছে, তাহারও পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে দেখ। যে সমুদায় দোষের সেরূপ রাজদণ্ডের ব্যবস্থা নাই, তাহার তো বন্যা আসিয়াছে; সেই পাপময় বন্যার বাঙ্গলা দেশ প্লাবিত হইয়া গেল।

গুণোৎসাহী, গুণাশ্রয়, আত্ম-পর-হিতৈষী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দান-শীল পূর্ব্বতন ধনি-সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে আহার্য্য-শোভানুরক্ত, বিলাস-প্রিয়, স্বকীয় স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি-বিনাশক অন্য এক রূপ লঘু-চেতা ধনি-সম্প্রদায়ের জীবন-বৃত্তান্ত প্রণয়ন করিতে হয়, নদীতরঙ্গে নিমজ্জমান তরীসমূহের ন্যায় সুরা-নদীর তরঙ্গ-প্রবাহে প্লবমান ও মজ্জমান লক্ষ লক্ষ সুরাসক্ত লোকের অঙ্গ-ভঙ্গি, মুখ-বৈকল্য এবং শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নিতান্ত অধঃপাতের চিত্র-পট প্রস্তুত করিতে হয়, অস্থি, পঞ্জর ও চিতা-ভস্ম দ্বারা, বারম্বার দুর্ভিক্ষ-পীড়ায় প্রপীড়িত, উৎকলদেশাদি-সমন্বিত, বর্ত্তমান ভারত-রাজ্যের অত্যুন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে হয়, এবং মারিভয়-সমাক্রান্ত, অশ্বত্থ-মূল-বিদ্ধ, বন্য-তৃণাদি-সমাকীর্ণ, বিষাদ চ্ছায়ায় সমাবৃত পরিত্যক্ত গৃহসমূহের ভগ্নভাব-দর্শনে, শোক-মুগ্ধ ও বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক হাহাকার রবে নিরন্তর মাতম্ * করিতে হয়। এ সমুদায়ই মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক দুরবস্থার পরিচায়ক। আহার্য্য শোভা ও বাহ্য আড়ম্বরে কি ইহার প্রতিকার হইতে পারে? স্বাস্থ্য-নাশ ও ধর্ম্ম-নাশের কি প্রতিশোধ আছে? উভয়ের কি ভীষণ পরিণাম! কি ভীষণ পরিণাম! যাহা হউক, ইংলণ্ড! তোমার দয়া-প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের উপায় নাই। আমরা কৃপা-পাত্র; আমাদিগকে কৃপা-দৃষ্টে দৃষ্টি কর এই প্রার্থনা। আমাদের রীতিমত রোদন-স্বর নির্গত করিবারও সামর্থ্য নাই। তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বেদনা সমুদায় নিরূপণ ও নিবারণ কর। তুমি আমাদের প্রতি নির্দ্দয় নও ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তোমার বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাজপথ, বাষ্পীয়-রথ, অপূর্ব্ব সেতু ইত্যাদি কত বস্তু ও কত ব্যাপার সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। কিন্তু আমাদের সন্নিপাতের তৃষ্ণা। প্রদোষ-কালের কিছু পূর্ব্বে কোন বিহঙ্গম সূর্য্যাভিমুখে বৃক্ষ-শাখায় উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে গান করিতে-ছিল শুনিয়া, ভাব-সিন্ধু ফরাশী গ্রন্থকার মিশলে ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি কবীন্দ্র গেটির মৃত্যুকালীন একটি কথা † স্মরণ পূর্ব্বক মানব-কুলের অজ্ঞান-বিমোচন-প্রার্থনায় বলিয়া উঠেন, "জ্যোতিঃ! জগদীশ! আরও জ্যোতিঃ!"‡

* শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করাকে মাতম্ বলে। মোসলমানেরা মহরমের সময়ে মাতম্ করিয়া থাকে।

† গেটি মুমূর্ষু অবস্থায় সর্ব্বশেষে "জ্যোতিঃ! আরও জ্যোতিঃ!" এই কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

‡ The People by J. Michelet, 1846, p. 46.

সেইরূপ, ইংলণ্ড! আমরাও ঘোর রজনী সম্মুখীন দেখিয়া আরও দয়া আরও দয়া বলিয়া তোমার চরণ-সন্নিধানে রোদন করিতেছি।

এক কালে যিনি অপর্য্যাপ্ত অন্ন-বস্ত্র ও নানাবিধ বিলাস-দ্রব্য বিতরণ করিয়া কত কত নর-কুলের রক্ষণ, পরিপালন ও সুখ-সাধন করিয়াছেন; * যিনি জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিস্তার ও আরোগ্য-ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, বিদেশীয় লোকের অজ্ঞান বিমোচন ও রোগ, মৃত্যু ও তন্নিবন্ধন অশেষবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছেন; † যাঁহার সমীপে হিতোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সভ্য ও

* বহু পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশ হইতে পশ্চিম দিকে পারসীক, বেবিলন্, আরব, ফিনিশিয়া, কৃষ্ণসাগরের সমীপস্থ বহুতর নগর, মিশর, ইয়ুরোপের অন্তর্গত রোমক প্রভৃতি বহুতর দেশ এবং উত্তর ও পূর্ব্বদিকে বোখারা, সমরকন্দ, তাতার, চীন, বর্ম্মা, যবদ্বীপাদি নানা দ্বীপ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে ধান্য, কার্পাস, শর্করা, নীল, লাক্ষা, তিল-তৈল, কাশ্মীরি শাল, পৈষ্টিক সুরা, তাল-মদ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, বৈদূর্য্যাদি বহুমূল্য রত্ন, চন্দন, দারুচিনি, ত্বচ, এলাচ, প্রভৃতি তেজস্কর গন্ধদ্রব্য, লোবানাদি আগ্নেয় গন্ধদ্রব্য, শৃঙ্গ, কেন্দু, জটামাংসী, বানর, কুক্কুর ইত্যাদি ভক্ষ্য, পেয়, ব্যবহার্য্য ও কৌতুক-প্রদ নানাবিধ বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী নীত ও প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে।

অনেক কাল অতীত হইল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই বিষয়-সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তাহাতে সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। এই পুস্তকের এই ভাগ প্রচারিত হইবার কিছু পরে, অন্য দুই একটি প্রবন্ধ-সম্বলিত তাহা পুনরায় মুদ্রিত করাইবার ইচ্ছা রহিল।

† ভারতবর্ষীয় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ক বহুতর পুস্তক আরব ও পারসীক দেশের ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সেই সেই দেশে প্রচারিত হয়। উয়ুন্ অল্ অম্বা ফি তল্ কাতুল অত্ বা নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগ্দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও বৈদ্যক-শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঙ্কঃ, কাহারও বা কঙ্কঃ, কাহারও নাম বা বাথর্ বলিয়া লিখিত আছে। মঙ্কঃ মাণিক্য এবং বাথর্ ভাস্কর (অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। আরব-রাজ্যেশ্বর হরূন্ অল্ রসীদের উৎকট পীড়া হয়। কোনরূপেই তাহার প্রতীকার না হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মঙ্কঃকে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তদীয় চিকিৎসার গুণে সে রোগ হইতে মুক্ত হন। তদ্ভিন্ন, ঐ আরবী পুস্তকে দাহর্, জব্ হর, রাহঃ, অঙ্কর, অন্দি, সকঃ, জঙ্গল্, জারি, জও দর্, যানাক্, সনজহল্ এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত আরবী গ্রন্থে ঐ নাম গুলি বিকৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। উহাতে আরব দেশে নীত সিরক্, সসর্দ ও যেদান্ নামে তিন খানি ভারতবর্ষীয় বৈদ্যক-গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে; তাহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান বই আর কিছুই নয়। ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বা কিছু পরে অল্ মনুসুর্ নামক আরবীয় নরপতির অনুমতিক্রমে আরবী ভাষায় এক খানি জ্যোতিষ-শাস্ত্র অনুবাদিত হয়, উহার আরবী নাম সিন্দ্ হিন্দ্। কোলব্রুক্ উহাকে সংস্কৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। যাক্ব্ নামে একটি গ্রন্থকার ঐ সিন্দ্ হিন্দ্ পুস্তক অবলম্বন করিয়া একখানি জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রস্তুত করেন।

অসভ্য কতকত নর-জাতি আপনাদিগকে বিশুদ্ধ ও চরিতার্থ জ্ঞান

বীজগণিত বিদ্যা প্রথমে ভারতবর্ষেই প্রবর্ত্তিত হয়। ডায়োফেণ্টস্ নামে একটি গ্রীক্ গণিত-বেত্তা গ্রীস্ দেশে ঐ বিদ্যা প্রথম প্রচার করেন; তিনি নিজ পুস্তকে ভারতবর্ষীয় বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারম্বার উদ্ধৃত করিয়াছেন *। অতএব গ্রীকেরা এ বিষয়েও হিন্দুদের নিকট ঋণী আছেন; অলমামুন্ নামক বাদসাহের সময়ে একখানি সংস্কৃত বীজগণিত আরবীতে অনুবাদিত হয়। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই নয় অঙ্ক-মূর্ত্তি এবং একং দশং শতং সহস্রং ইত্যাদি দশগুণোত্তর সংখ্যা গণনার যেরূপ প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাই তাহা উদ্ভাবন করেন। আরবী ও পারসীক পাটিগণিত-প্রণেতারা সকলেই এক বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (A. R. vol. XII., pp. 183 and 184.) আরবীয়েরা হিন্দুদের নিকট উহা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রকাশ করিয়া দেন ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ-রচনা ও বাণিজ্য-বিস্তার দ্বারা বোগদাদ্ নগর হইতে স্পেনের অন্তর্গত কর্‌ডোবা নগর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া যান। খুলাসৎ-উল-হিসাব নামক আরবী পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্যান্য পারসীক গ্রন্থে তাঁহাদের ঐ অঙ্ক-প্রণালী-শিক্ষার বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। সুবিখ্যাত গ্রীক্ পণ্ডিত পিথাগোরস্ একখানি গ্রন্থে অঙ্ক-গণনার যেরূপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন এবং বিথিয়সের জ্যামিতি শাস্ত্রে তাহা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা ঐ ভারতবর্ষীয় অঙ্ক-প্রণালীর সহিত একরূপ অভিন্ন। একটি ফরাসী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত † বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের খ্রীষ্টানেরা আরবীয়দের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষীয় অঙ্ক-প্রণালী অবগত হইয়াছিলেন। ৭৮৬—৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আরবীয় নরপতি হরুন্ অল্ রষীদের আদেশানুসারে পূর্ব্বোক্ত সুশ্রুত ও চানক্য-কৃত বিষ-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ উল্লিখিত মঙ্কঃ কর্ত্তৃক পারসীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। চানক্য-কৃত বলিয়া লিখিত পশু-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং চরক নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক-শাস্ত্রও আরবী ও পারসীক উভয় ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়া প্রচলিত হয়। ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে সুশ্রুত-গুরু কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত পশু চিকিৎসা বিষয়ক অপর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। অলবীরূনী নামক আরবীয় পণ্ডিত ৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন, সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র বিষয়ক এক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং হিন্দুদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিবরণাত্মক অন্য একখানি পুস্তক রচনা করিয়া যান। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবু সালেহ্ রাজগণের শিক্ষা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সমস্ত গণিত ও চিকিৎসা বিদ্যা আরব হইতে পুনরায় মিশর দেশীয় এলেগজেণ্ড্রিয়া নগরের বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হয়, এবং মোসলমানেরা স্পেন্ দেশ অধিকার করিয়া তথায় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলে, তাহাতে আরবী ভাষায় বিরচিত ভারতবর্ষীয় ঐ সমস্ত জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হইয়া ইয়ুরোপে প্রচারিত হইয়া যায়; পীজানগরনিবাসি লিয়োনার্ড নামে একটি পণ্ডিত বার্বারি দেশে গিয়া আরবী ভাষায় বিরচিত বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দে তাহা লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার করিয়া যান। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণ পণ্ডিত হম্বোল্‌ট্ বলিয়া গিয়াছেন. আরবীয়দের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় অঙ্ক-প্রণালী এবং গ্রীস্ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশীয় বীজগণিত প্রচারিত হইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণিতাংশের

* Asiatic Researches, vol. XII. pp. 161—164.

† Chasles.

করিয়াছে;* যাঁহার যশঃ-সৌরভে বিমুগ্ধ হইয়াও তদর্থ যাঁহার উদ্দেশে অগাধ

বিশেষরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং জ্যোতিষ, দৃষ্টিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, তেজো-বিজ্ঞান ও চুম্বকবিজ্ঞানের দুরূহতর ভাগ সমুদায় মনুষ্যের বুদ্ধি-গম্য করিয়া দিয়াছে। নচেৎ ঐ সকল বিদ্যার ঐ সমস্ত অংশের, হয় ত দ্বারোদ্ঘাটনই হইত না*। না হইলে, দুরারোহ বিজ্ঞান বেদীর ঐ দুইটি ভারতবর্ষীয় অনশ্বর সোপানের অসদ্ভাবে অনেকানেক অতীব গুরুতর অংশে মানবীয় বুদ্ধির অসামান্য মহিমা প্রকাশই পাইত না। পশ্চিমের ন্যায় পূর্ব্বদিকেও ভারতবর্ষীয় গণিত বিদ্যা প্রচলিত হয়। শ্রীমান্ রেনো নামে একটি ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ বিদ্যা ৭২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়†। মোগল সম্রাট আকবর রামায়ণ, মহাভারত, অমরকোষ এবং অথর্ব্ববেদ (বা কতকগুলি উপনিষদ) পারসীক ভাষায় অনুবাদ করান। তাঁহার প্রপৌত্র দ্বারা ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পারসীক ভাষায় উপনিষদ্ সকল অনুবাদ করেন, এবং পশ্চাৎ আঁকেতীই দু পের্ঁ কর্তৃক ঐ পারসীক অনুবাদের লাটিন ও ফরাসী অনুবাদ সম্পন্ন হয়।—Revd. W. Cureton's Extract from the Arabic work entitled Ayun ul Amba &c with H. H. Wilson's remarks in the Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 6, pp. 105—119, Max Muller's Lectures on the science of Language, first series 1862, pp. 145—153. Colebrooke's dissertation on the Arithmetic and Algebra of the Hindus Strachey's early History of Algebra in the Asiatic Researches, vol. XII., pp. 159—185, Alexander Von Humboldt's Cosmos translated by E. C. Otté, vol. II., 1849, pp. 535 and 593—600, Mémoire sur l' Inde par Reinaud, pp. 312—322 and Elliot's Historians of India, pp. 259 and 260.

গ্রীকেরা হিন্দুদের নিকট দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন ইহা সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা সিদ্ধ বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্যাম-দেশীয় ভাষায় বিরচিত বিশেষ বিশেষ পুস্তকের অন্তর্গত রাম ও লক্ষ্মণ-চরিত্র, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ-বর্ণন, অনিরুদ্ধ উপাখ্যান ভগবতী-মাহাত্ম্য কথন, সুগ্রীব-সহোদর বালী রাজার বৃত্তান্ত, এবং কামধেনু, নাগ-কন্যা, যক্ষ, রাক্ষসাদি সংক্রান্ত নানা বিষয়ক প্রস্তাবে সংস্কৃত শাস্ত্রেরই সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের ভাষায়ও রামচরিত্রাদি বিষয়ক অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত উভয় ভাষাতেই ঐ সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত বহুতর কাব্য ও নাটক বিদ্যমান আছে। ঐ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয়, অতএব মুখ্য বা গৌণ রূপে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে সংকলিত তাহার সন্দেহ নাই।—Asiatic Researches, London, vol. X., 1811 pp, 234 and 248—251.

* সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র একখানি সুন্দর নীতি গ্রন্থ। ইহা হইতেই প্রচলিত হিতোপদেশ

---

* Both these effects—the simultaneous diffusion of the knowledge of the science of numbers and of numerical symbols with value by position—have variously, but powerfully favoured the advance of the mathematical portion of natural science, and facilitated access to the more abstruse departments of astronomy, optics, physical geography, and the theories of heat and magnetism, which, without such aids, would have remained unopened.—Cosmos translated by E. C. Otté, vol. II., 1849. pp. 599 and 600.

† Relation des Voyages faits par les Arabes dans l' Inde et á la Chine, par Reinaud, tome I,, p., cix ; tome II., p. 36.

সিন্ধু সন্তরণ করিয়া সুসভ্য জাতীয়েরা অর্দ্ধ ভূমণ্ডলের আবিষ্ক্রিয়া ও তদীয় অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; এবং ইংলণ্ড! তুমি ও তোমার সহোদরাগণে বহুকালাবধি যাহার অনুগ্রহ-প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন ছিলে, এই সেই এককালের রাজমহিষী মহীয়সী ভারতভূমি এখন নিতান্ত দীন ভাবে তোমার শরণাগত ও চরণাবনত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। এখন, ইংলণ্ড! তোমার উচিত কর্ম্ম তুমি কর। বিজ্ঞান-বিশোধিত দয়া প্রকাশ কর, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা কর, রাজভাবকে এক পার্শ্বে রাখিয়া প্রজা-

সঙ্কলিত হয়। এই পঞ্চতন্ত্র গ্রীক, লাটিন, পহ্লবী, আরবী, পারসীক, সীরিয়িক, হিব্রু, স্পেনিশ, ইটালিক, জর্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজী, তাতার, তুরকী, মলে এই সমস্ত বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভূমণ্ডলের বহুতর অংশে নীতি-বিদ্যা প্রচার করে। ইহার ও কথাসরিৎ-সাগরের অন্তর্গত বহুতর উপন্যাস আরবীক ও পারসীক বিবিধ পুস্তকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ আরব্য উপন্যাস অনেক স্থলে এই ভূষণে বিভূষিত। এমন কি, ঐ উপন্যাস পুস্তকের প্রথম উপাখ্যানই অর্থাৎ শাহরিয়ার ও শাহজেমানের কথাই সংস্কৃত কথাসরিৎসাগর হইতে সঙ্কলিত। ঐটি উক্ত সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত দুই যুবা ব্রাহ্মণ ও এক যক্ষের উপাখ্যান বই আর কিছুই নয়*। তদ্ভিন্ন, ঐ আরবী পুস্তকের অন্তর্গত এস্ সিন্দি-বাদের আখ্যান, রাজা, রাজপুত্র, যুবতী ও সপ্ত মন্ত্রীর উপন্যাস, জেলীয়াদ্, তদীয় পুত্র ও মন্ত্রী যেখাসের উপকথা ইত্যাদি উপাখ্যান এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান করিতেছে।—The Oriental Magazine and Calcutta Review, vol. I., pp. 493—506, H. H. Wilson's Essays on subjects connected with Sanskrit Literature, vol. II., 1864, pp. 1—80, Colebrooke's Introductory remarks to his edition of the Hitopadesa, Essai sur les Fables Indiennes, par M. Loiseleur Des Long-champs , British and foreign Review vol. XI., p. 227 ff. and The Thousand and one Nights, translated by E. W. Lane, vol. III., 1841, pp. I—117. 160 and 741—747.

ভারতবর্ষীয় রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য শাস্ত্র প্রভৃতি সমুদ্র অতিক্রম পূর্ব্বক যবদ্বীপ ও বালি দ্বীপে নীত হইয়া ধর্ম্ম ও নীতি প্রকাশ করিয়াছে। (এই পুস্তকের অন্তর্গত শৈব সম্প্রদায় বিবরণের ১৩—১৭ পৃষ্ঠা দেখ।) কেবল যব ও বালি দ্বীপে নয় ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপস্থ লোকেরও শিক্ষা ও সভ্যতা সাধন বিষয়ে যে হিন্দুদিগের বিশেষরূপ কার্য্যকারিত্ব ছিল, নানা বিষয়ে তাহার অনেকানেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি সুমাত্রা, সেম্বা, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপের বর্ণাবলীও দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের ন্যায় কবর্গ চবর্গাদি বর্গ-বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়।—The Journal of the Indian Archipelago. vol. II., No XII., pp. 770—774.

* British and foreign Review, No, XXI.. p. 266.

গণের প্রতি মাতৃভাব প্রদর্শন কর এবং যদি সম্ভব হয়, অবসন্ন-প্রায় ভারত-ভূমিকে রক্ষা করিয়া তাহার অশ্রুজল বিমোচন কর।

ভাল এক অপ্রাসঙ্গিক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া অধীর হইয়া পড়িতেছি। শোচনীয় বিষয়ের প্রসঙ্গ ও হৃদয়-ভেদী আর্ত্ত-নাদের উদ্গীরণ আর সহ্য হইতেছে না। এখন আমার অন্তঃকরণ একটি জাজ্বল্যমান অগ্নি-ক্ষেত্র হইয়াছে। আমার হৃদয়-স্থল একটি ভয়ানক আগ্নেয়গিরি হইয়া উঠিয়াছে! আমার জ্বলিত মস্তক ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। ব্যথায় ব্যথিত পাঠকগণ! কি বিষাগ্নি-স্রোতই প্রবাহিত করিয়া তোমাদিগকে দগ্ধ করিতেছি। এখন অপেক্ষাকৃত শীতলতর প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

রামায়ণ ও মহাভারতে পূর্ব্ব-লিখিত বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক ব্যবহার-বৃত্তান্তের ন্যায় অন্যান্য অনেক রূপ সুপ্রাচীন বৈদিক কথা-প্রসঙ্গও বিদ্যমান

যে বৌদ্ধ-সম্প্রদায় অদ্যাপি ভূমণ্ডলের অন্য অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অপেক্ষা বিস্তৃত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে *, ভারতবর্ষেই তাহা প্রবর্ত্তিত, হইয়াছিল। এই স্থান হইতে তাহা চীন, জাপান্, বর্ম্মা, সিংহল, তাতার প্রভৃতি নানা দেশে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারকেরা সেই সমস্ত দেশে উৎসাহ সহকারে গমন পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়া আইসে।

খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত চীন দেশীয় ভূরি ভূরি তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়।

আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়া দেশে প্রচলিত 'রামসিতোয়া' নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতিগণের সূর্য্যবংশ হইতে উৎপত্তি প্রবাদ †, ঐ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু, আসিয়ার অন্তর্গত ফ্রিজিয়া দেশীয়দের একটী উপাস্য দেবতার নাম সেবা বা সেবাজিয়স্, ঐ দেবোপাসকদের দীক্ষা কালে সর্প-ঘটিত ব্যাপার-বিশেষের অনুষ্ঠান-প্রথা, মিশর্ দেশীয়দের একটী দেবতার নাম সেব্ বা সেব্রা বা সোবক্ ‡ এই সমস্ত কথা এই প্রস্তাব-সম্বন্ধে লিখিয়া রাখা অসঙ্গত নয়।

ভারতভূমি ভূমণ্ডলে কেবল জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আরোগ্য বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হন নাই, বিদেশীয়দিগকে দোষ-শূন্য আমোদ-প্রমোদের উপায়ও শিক্ষা দিয়াছেন। তারীখুল্ হোক্‌মা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আরবীয়েরা এখান হইতে সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশেষ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। উহার নাম বিয়াকর্, অর্থাৎ বিদ্যাফল বলিয়া লিখিত আছে।

* এখন প্রায় ৪৫৫০০০০০০ পঁয়তাল্লিশ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ লোক বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীকার করে। —physical Atlas by Berghaus extracted in Max Muller's "Chips from a German Workshop," 1868, Vol. I.,p. 216 দেখ।

† A. R. vol. I. p. 426.

‡ Serpent and Siva worship and Mythology in Central America' Africa and Asia, by Hyde Clerke, pp 10—11

আছে। জনক, জনমেজয়, পরিক্ষিৎ প্রভৃতি বৈদিক সময়ের * লোক। যে সময়ে তাঁহারা জীবিত ছিলেন, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ সে সময়ের পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু সম্পন্ন হয় নাই। ঐতরেয় ও শতপথ-ব্রাহ্মণে পরিক্ষিৎ জনমেজয়াদির প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তাঁহারা ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষ ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠিরাদি ঐ ব্রাহ্মণ-রচনার পূর্ব্বতন লোক স্পষ্টই জানা যাইতেছে।

एतेन ह्वा ऐंद्रेण महाभिषेकेन तुरः कावषेयो जनमेजयं पारिक्षितमभिषिषेच तस्मादु जनमेजयः पारिक्षितः समंतं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयाय।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৮ পঞ্চিকা। ২১।

কবষ †-পুত্র তুর এই ঐন্দ্র মহাভিষেক-ক্রিয়া দ্বারা পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের অভিষেক কার্য্য-সম্পন্ন করিয়া দেন। তদীয় ফলে পরিক্ষিৎ পুত্র জনমেজয় সমস্ত ভূমণ্ডল সর্ব্বাংশে জয় করিয়া পরিভ্রমণ করেন।

एतेन ह्वा ऐंद्रेण महाभिषेकेन दीर्घतमा मामतेयो भरतं दौष्मंतिमभिषिषेच तस्मादु भरतो दौष्मंतिः समन्तं सर्व्वतः पृथीवीं जयन् परीयाय।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৮ পঞ্চিকা। ২৩।

মমতা-পুত্র দীর্ঘতমা এই ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা দুষ্মন্ত-তনয় ভরতের রাজ্যা-

বহুকালাবধি অনেকানেক সভ্য জাতীয়েরা যে শতরঞ্চ ক্রীড়ার আমোদে আমোদিত হইয়া আসিতেছেন ও জ্ঞানোজ্জ্বলিত ইউরোপ খণ্ডেও অধুনা যে আমোদ-তরঙ্গের প্রবাহ চলিতেছে, তাহা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। পারসীক গ্রন্থকারেরা এ বিষয় একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ড হইতে ঐ ক্রীড়াটি পঞ্চতন্ত্রের সহিত পারস্যানে নীত হয়। উহার সংস্কৃত নাম চতুরঙ্গ। প্রাচীন পারসীকেরা উহাকে বিকৃত করিয়া চতরঙ্গ্ করেন এবং আরবী ভাষায় ঐ শব্দের আদ্যন্ত অক্ষর না থাকাতে, আরবীয়েরা পরে উহা শত্রঞ্জ্ বলিয়া উচ্চারণ করেন। তদনুসারে, পারস্যানে ও ভারতবর্ষে উহা সতরঞ্চ বলিয়া প্রচলিত হয়।—Asiatic Researches, London vol. II., pp. 159—165.

* যে সময়ে কেবল বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল; পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সেই সময়কে বৈদিক সময় বলিয়া উল্লেখ করা গেল।

† ঋষি বিশেষের নাম কবষ। ঋগ্বেদের মন্ত্র-বিশেষের মধ্যেও কবষের নাম সন্নিবেশিত আছে।

ভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন। তদীয় ফলে দুষ্মন্ত-পুত্র ভরত সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিয়া পরিভ্রমণ করেন।

অধ শ্রুতং কবষং বৃদ্ধমপ্স্বনু দ্রুহ্যুং নি বৃণগ্বজ্রবাহুঃ। (৭ম। ১৮সূ। ১২ঋ।)

বজ্রবাহু ইন্দ্র শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে যথাক্রমে জলমগ্ন করিয়াছিলেন।

তিনি দাসী-পুত্র। ঐতরেয় * ও কৌষিতকি ব্রাহ্মণে তাঁহার প্রসঙ্গ আছে। লিখিত আছে, একবার সরস্বতী-তীরে যজ্ঞস্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন, ঋষিগণ তাঁহাকে দাসী-পুত্র বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক বলেন,

দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যামঃ।

কৌষিতকি ব্রাহ্মণ। ১১।

তুমি দাসী-পুত্র; আমরা তোমার সহিত ভোজন করিব না।

এই কবষ ঋষি ঋগ্‌বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত ৩০ ত্রিংশ, ৩১ একত্রিংশ, ৩২ দ্বাত্রিংশ, ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ ও ৩৪ চতুস্ত্রিংশ † সূক্ত রচনা করেন, ও তদীয় পুত্র তুর পরিক্ষিৎ-তনয় মহারাজ জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, কক্ষীবান্ ঋষি ঋগ্বেদ-সংহিতার কতকগুলি সূক্ত রচনা করেন; তিনিও একটী দাসী-পুত্র ‡। ছান্দোগ্যোপনিষদে চতুর্থ প্রপাঠকের অন্তর্গত জানশ্রুতি আখ্যায়িকায় লিখিত আছে, রৈক্ক ঋষি জানশ্রুতি রাজাকে শূদ্র জানিয়া ও বার বার তাঁহাকে শূদ্র সম্বোধন করিয়া পশ্চাৎ বেদবাক্য দ্বারা সংবর্গ বিদ্যা উপদেশ দেন।

স তস্মৈ হোবাচ বায়ুর্বাব সংবর্গঃ (ইত্যাদি)

তিনি (অর্থাৎ রৈক্ক) তাঁহাকে (অর্থাৎ শূদ্র কুলোদ্ভব জানশ্রুতিকে) বলিলেন বায়ুই সংবর্গ ইত্যাদি।

অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন শাস্ত্রানুসারে, স্ত্রী-শূদ্রের বেদাধিকার নাই, অথচ রৈক্ক ঋষি শূদ্রজানশ্রুতিকে বেদোপদেশ করেন এই বিরোধ ভঞ্জনউদ্দেশে,শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চৌত্রিশ সূত্রের ভাষ্যে সূত্রকারের অভিপ্রায়ানুসারে শূদ্র শব্দের প্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাচ্ছন্ন বলিয়া ঐ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আত্মনোঽনাদরং শ্রুতবতো জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য শুগুৎপেদে তামৃষী রৈক্কঃ শূদ্রশব্দেনানেন সূচয়াম্বভূব আত্মনোঽপরোক্ষতাখ্যাপনায়।

আপনার অনাদর-বাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতির শোক অর্থাৎ মনঃপীড়া উপস্থিত হয়। রৈক্ক অপরোক্ষ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ উদ্দেশে তাঁহাকে (শোক-সূচক) শূদ্র শব্দে সম্বোধন করিয়া সেইটি বিজ্ঞাপন করিলেন §।

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ২। ১৯।

† ৩৪ চৌত্রিশ সূক্তটি কবষ বা মুজবৎ-পুত্র অক্ষ ঋষির কৃত বলিয়া লিখিত আছে।

‡ ঔশিক্সংজ্ঞায়াসংগরাজস্য মহিষ্যা দাস্যাং দীর্ঘতমসোৎপাদিতঃ কক্ষীবানস্য সূক্তস্য ঋষিঃ।—সর্ব্বানুক্রম

§ আচার্য্য-প্রবর নিজের ব্যুৎপত্তি-বলে শুচ্ অর্থাৎ শোক এবং দ্রু ধাতুর যোগে শূদ্র শব্দ শোকাচ্ছন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

एतेन हैन्द्रोतो दैवापः शौनकः। जनमेजयं पारिक्षितं याजयांचकार तेनेष्ट्वा सर्वां पापकृत्यां सर्वां ब्रह्महत्यामपजघान।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৩। ৫। ৪। ১।

ইন্দ্রোতো দৈবাপ শৌনক পরিক্ষিত-পুত্র জনমেজয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞে যাজন করেন। তদ্দ্বারা জনমেজয় সমস্ত পাপ ও সমস্ত ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হন।

মহাভারতের সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় অনুসারে, পরিক্ষিতের অপর তিন পুত্রের নাম ভীমসেন, উগ্রসেন, ও সুসেন *। শতপথ ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশ কাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়েও তাঁহাদের প্রসঙ্গ আছে; বিশেষ এই যে মহাভারতোক্ত সুসেনের পরিবর্ত্তে শ্রুতসেন সন্নিবেশিত দেখা যায়। ইহাঁরা সকলেই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান দ্বারা গুরুতর পাপ হইতে মুক্ত হন এইরূপ লিখিত আছে †। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঐ ব্রাহ্মণ-রচয়িতা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বকালীন লোক বলিয়া অবগত ছিলেন।

এইরূপ, জনক-বৈদেহ অর্থাৎ মিথিলাধিপতি জনক, দুষ্মন্ত শকুন্তলা ‡ ও তদীয় পুত্র ভরত, রাজা ধৃতরাষ্ট্র § ইত্যাদি রামায়ণ ও মহাভারতের মূলো-

বিশ্ববারা, রোমশা, যমী, উর্ব্বশী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরাও বেদ মন্ত্রের রচয়িত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই ঋগ্বেদ-মন্ত্র * প্রণয়ন করেন। ইহাঁদের বাক্যই বেদ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে ও চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে বিনিবেশিত গার্গী ও মৈত্রেয়ীর বাক্যগুলিও বেদ বলিয়া পরিগণিত হয়। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণেরা যে স্ত্রী-শূদ্রের বিরচিত বেদ-মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া আসিয়াছেন, পশ্চাৎ তাহাদিগকেই বেদাধিকারে একেবারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে বেদ পাঠ দূরে থাকুক, শ্রবণও বিষম পাতক। ভাল! ব্রাহ্মণ ঠাকুর! ভাল!

* আদিপর্ব্ব। ৯৪। ৫৩ ও ৫৪।

† শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৩। ৫। ৪। ৩ কণ্ডিকা।

‡ শতপথ ব্রাহ্মণে শকুন্তলা অপ্সরা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। "শকুন্তলা নাডপিত্যপ্সরা ভরতং দধে" (শ. প. ব্রা। ১৩। ৫। ৪। ১৩)। "তেন হৈ তেন ভরতো দৌঃষন্তিরীজে" (শ. প. ব্রা। ১৩। ৫। ৪। ১১)।

§ আদিপর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোক অনুসারে, জনমেজয়ের এক পুত্রের নাম ধৃতরাষ্ট্র।

कथं पुनः मुद्रमब्देन मुगुत्पन्ना मुच्यन इति उच्यते। यदा द्रवणात् मुचमभिदुद्राव मुचावाभिदुद्रुवे मुचा वा रैक्कमभिदुद्रावेति।

* পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সূক্ত, ও প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋক্ এবং দশম মণ্ডলের ১০. ও ৯৫ সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রসমূহ।

পাখ্যানোক্ত নানা ব্যক্তি সম্বন্ধীয় নানা বিষয় শতপথ ব্রাহ্মণাদির মধ্যে সূচিত দেখা যায়।

মহাভারতানুসারে, অর্জ্জুন কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রা* হরণ করেন এবং ভীষ্ম কাশীরাজ-কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বল-পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনেন এবং তদীয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন করিয়া দেন। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু জন্ম গ্রহণ করেন *। বাজসনেয়িসংহিতার অন্তর্গত অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রকরণে ঐ চারিটি স্ত্রীলোকেরই নাম একত্র সন্নিবেশিত আছে। রাজমহিষী বলিতেছেন,

অম্বেঽম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন।
সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীলবাসিনীম্ ॥

বাজসনেয়িসংহিতা। ২৩। ১৮।

অম্বে! অম্বিকে! অম্বালিকে! কেহ আমাকে অশ্ব-সন্নিধানে লইয়া যায় না। (যদি আমি নিজে না যাই), তাহা হইলে, সেই নিন্দিত অশ্ব-কাম্পীল-নগর নিবাসিনী বিনিন্দিত সুভদ্রার মত অন্যের সহিত সহবাস করিবে।

একত্র সন্নিবেশিত এই সমস্ত নামাদির সহিত মহাভারতোক্ত ঐ সমস্ত ব্যক্তির নামাদি কোনরূপেই অসম্বদ্ধ মনে করিতে পারা যায় না। বাজসনেয়িসংহিতার একটি মন্ত্রে (১০।২১) অর্জ্জুনের নাম আছে, কিন্তু সেটি ইন্দ্র-বাচক। মহাভারতোক্ত অর্জ্জুনও ইন্দ্র-পুত্র বলিয়া পরিগণিত। এইরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের আনুসঙ্গিক কথা সংক্রান্ত বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, দীর্ঘতমা, কক্ষীবান্ প্রভৃতি অনেক অনেক ঋষির প্রসঙ্গ, এবং জল-প্রলয়-বৃত্তান্ত পুরুরবা ও উর্ব্বশীর উপাখ্যান, শুনঃশেপের বিষয়, চ্যবনের পুনঃ যৌবন-প্রাপ্তি ইত্যাদি বহুতর উপাখ্যানও বেদ-মূলক। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয় ভাগের মধ্যেই এই সমস্ত বিষয় বিনিবেশিত আছে। পশ্চাৎ পার্শ্বাপার্শ্বি করিয়া তাহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

* আদিপর্ব্ব ১০৩।

বেদ।	রামায়ণ ও মহাভারত।

বসিষ্ঠ (বশিষ্ঠ)।

সর্ব্বানুক্রমানুসারে, ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের অন্তর্গত এক হইতে একশত চারি পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় সূক্তের রচয়িতা। বসিষ্ঠ ও বসিষ্ঠ-সন্তানেরা ঐ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১১২ সূ, ৯ ঋ; এবং সপ্তম মণ্ডলের ৭ সূ, ৭ ঋ; ৯, ৬; ১২, ৩; ১৮, ৪; ২৩, ১; ২৬, ৫; ৩৩, ১—১৪; ৩৭, ৪ ইত্যাদি বহুতর ঋকে উল্লিখিত। তৈত্তিরীয় সংহিতার সপ্তমাষ্টক, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৮, ২১), কৌষীতকি ব্রাহ্মণের ৪র্থ অধ্যায়, শতপথ ব্রাহ্মণের দ্বাদশ কাণ্ডের ষষ্ঠাধ্যায় (১, ৩৮), সামবেদের ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ (১, ৫) ইত্যাদি বহুতর বেদ-শাস্ত্রে কীর্ত্তিত ও উপাখ্যাত।

বালকাণ্ডের ৫২—৫৬ ও অন্য অন্য নানা সর্গের নানা স্থানে এবং আদি পর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে ও ৯৯ অ, ৫ শ্লোকে এবং ১৭৩, ১৭৪ ও ১৭৫ অধ্যায়ে ও অন্য অন্য স্থানে উপাখ্যাত। শান্তি পর্ব্বের ৩০৩—৩০৯ অধ্যায়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেষ্টা স্বরূপে পরিকীর্ত্তিত।

বিশ্বামিত্র।

সর্ব্বানুক্রমানুসারে, ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত ১ এক হইতে ১২ বার এবং ২৪ চব্বিশ হইতে ৬২ বাষট্টি পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় সূক্তের রচয়িতা*। ঋ-সং, ৩ম, ১সূ, ২১ঋ; ৩ম,

বালকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গের ৬৯ শ্লোক অবধি ৭৪ সর্গের ১ প্রথম শ্লোক পর্য্যন্ত এবং আদি পর্ব্বের ১৭৫ একশত পঁচাত্তর অধ্যায়ে উপাখ্যাত বালকাণ্ডের ৬২ সর্গের ১৭ শ্লোকে বিশ্বা-

* ইহার মধ্যে, দুর্গাচার্য্য নিরুক্ত ভাষ্যে তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ২৩ ঋক্‌টি 'বসিষ্ঠ-দ্বেষিণী' এবং সায়নাচার্য্য উহার ২১, ২২, ২৩, ২৪ এই চারিটি ঋক্‌ই 'বসিষ্ঠ-দ্বেষিণ্যঃ' অর্থাৎ

বেদ	রামায়ণ ও মহাভারত।
১৮সূ, ৪ঋ, ৩ম, ৫৩সূ, ৭, ১২ ও ১৩ঋ; ১০ম, ৮৯সূ, ১৭ঋ; ১০ম, ১৬৭সূ, ৪ঋ ইত্যাদি ঋকে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকার অন্তর্গত শুনঃশেপ-প্রস্তাবে (১৩—১৮) উল্লিখিত ও পরিকীর্ত্তিত। ঐ ব্রাহ্মণের ঐ স্থলে বিশ্বামিত্র-সন্তানেরা নানা প্রকার দস্যু বলিয়া লিখিত আছে। (বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।)	মিত্র নিজ সন্তানগণকে নীচ জাতি প্রাপ্ত হইবি বলিয়া অভিসম্পাত করেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ কাণ্ডের নানা স্থানে উপদেষ্টা স্বরূপে উপাখ্যাত।	শান্তি পর্ব্বের ৩১১—৩১৯ অধ্যায়ে উপদেষ্টা ও যজুর্ব্বেদ-প্রকাশক বলিয়া উপাখ্যাত।

দীর্ঘতমা।

সর্ব্বানুক্রমানুসারে, ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত ১৪০ হইতে ১৬৪ পর্য্যন্ত সমুদায় সূক্তের রচয়িতা।	আদি পর্ব্বের ১০৪ অধ্যায়ে উপাখ্যাত।

বশিষ্ঠের প্রতি বিদ্বেষ-সূচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব রামায়ণ ও মহাভারতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের যে বিরোধ বর্ণন আছে, উল্লিখিত উভয় ভাষ্যকারের অভিপ্রায়ানুসারে বেদসংহিতার মধ্যেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে বলিতে হয়। রাজা সুদাস্ কখন বসিষ্ঠকে ও কখন বিশ্বামিত্রকে আপনার পৌরহিত্য পদে নিযুক্ত করেন (ঋ-সং, ৭, ১৮, ৪ ও ৫ এবং ২১—২৫; ৮, ৩৩, ১—৬; ঐ, ব্রা, ৮, ২১; এবং ঋ-সং, ৩, ৫৩, ৯—১৩)। কিন্তু আবার বিশ্বামিত্রকে দূরীভূত করিয়া দেন ও কোন সময়ে বসিষ্ঠতনয়ের প্রাণনাশ করেন এইরূপ লিখিত আছে (ঋ-সং, ৭, ৩৩, ৬; তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৭ অষ্ট; কৌষীতকি ব্রাহ্মণ, ৪ অ; এবং সায়নাচার্য্য কর্ত্তৃক ঋ-সং, ৭ম, ৩২।সূক্তের ভাষ্যে উদ্ধৃত শাট্যায়ন ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ)। (Muir's S. texts, vol. I., 1872, pp. 371—375 দেখ)। এই ব্যাপারটি ঐ উভয় ঋষির পরস্পর প্রতিযোগিতা ও বিবাদ-বিসম্বাদের সঙ্কারক ও বিজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

বেদ	রামায়ণ ও মহাভারত।
কক্ষীবান্।	
সর্ব্বানুক্রমানুসারে, ঋ, সংহিতার ১ম, ১১৬—১২৬ * সূক্তের রচয়িতা।	সভাপর্ব্ব, ৪অ, ১৭ শ্লোক এবং অনুশাসন পর্ব্ব, ১৫০অ, ৩০ শ্লোক ও ১৬৫অ, ৩৭ শ্লোকে উল্লিখিত।
জলপ্রলয়।।	
শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডের অষ্টমাধ্যায়ে উপাখ্যাত।	বনপর্ব্বের ১৮৭ অধ্যায়ে বর্ণিত।
পুরূরবা ও উর্ব্বশী।	
ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ম, ৯৫ সূক্ত; বাজসনেয়সংহিতার ৫, ২; ১৫, ১৯; শতপথ ব্রাহ্মণের ৩, ৪, ১, ২২; ১১, ৫, ১, ১ এই সকল স্থলে প্রস্তাবিত।	আদিপর্ব্বের ৭৫ অধ্যায়ের ১৮—২৪ শ্লোকে, বনপর্ব্বের ১১০ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে এবং শান্তিপর্ব্বের ৭২ ও ৭৩ অধ্যায়ে উপাখ্যাত বা উল্লিখিত।
শুনঃশেপ।	
ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠানুবাকের ১—৭ সূক্ত-প্রণেতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকায় (১৩—১৮) উপাখ্যাত।	বালকাণ্ডের ৬১ ও ৬২ সর্গে উপাখ্যাত।
অশ্বিন্-যুগলের প্রসাদে চ্যবন বা চ্যবানের পুনর্যৌবন-প্রাপ্তি।	
ঋ-সংহিতার ১, ১১৭, ১৩ (**যুবং চ্যবানমশ্বিনা জরন্তং পুনর্যুবানং চক্রথুঃ শচীভিঃ**); ১, ১১৮, ৬; ৫, ৭৫, ৫; ৭, ৬৮, ৬; এবং ৭, ৭১, ৫ ঋকে পরিকীর্ত্তিত।	বনপর্ব্বের, ১২২ ও ১২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত।

* ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋক্‌টি রোমশা কর্ত্তৃক বিরচিত।

বেদ	রামায়ণ ও মহাভারত।
	উদ্দালক-আরুণি ও শ্বেতকেতু।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮, ৭; শতপথ ব্রাহ্মণ, ১, ১, ২, ১১; ২, ৩, ১, ৩১; ৩, ৩, ৪, ১৯; ৪, ৫, ৭, ৯; ৫, ৫, ৫, ১৪; ১১, ২, ৬, ১২; ১১, ৪, ১, ১; ১১, ৫, ৩, ১; ১২, ২, ২, ১৩; ১৪, ৯, ৩, ১৫; ১৪, ৯, ৪, ৩৩; বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৩, ৭, ১; এবং কঠোপনিষদ্, ১, ১১ শ্রুতিতে কথিত।	আদিপর্ব্বের, ৩ ও ১২২ অধ্যায়ে উপাখ্যাত।

ফলতঃ মহাভারতের মধ্যে এরূপ প্রাচীনতম কথা বিনিবেশিত আছে যে, বেদ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে সেরূপ বিদ্যমান নাই। হয় ত, অন্য অন্য সকল শাস্ত্রেরই অপেক্ষা অধিকতর পূর্ব্বতন কথা ভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। যে সময়ে আর্য্য-বংশে দম্পতির সম্বন্ধ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল ছিল, মহাভারতে সে সময়েরও স্মরণ-সূচক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে সে সময়ে স্ত্রীলোকেরা পরপুরুষ গমন করিলে প্রত্যবায় হইত না; পরে উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু নিজ জননীকে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া এই নিয়ম করিলেন, অদ্যাবধি যে স্ত্রীলোক পরপুরুষ-সংসর্গ করিবে, এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীতে অনুরক্ত হইবে, উভয়েই ভ্রূণহত্যা সদৃশ গুরুতর পাপে পরিলিপ্ত হইবে *। স্ত্রী-পুরুষের উল্লিখিতরূপ স্বেচ্ছাচার-প্রথা যদি একটি বাস্তবিক কথা হয়, তাহা হইলে এই উপাখ্যানটি হিন্দু-সমাজের একটি অতীব প্রাচীন অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারতে যে সমস্ত উপাখ্যানের সবিস্তর বর্ণন আছে, বেদ

* আদিপর্ব্ব। ১২২। ৯—১৭।

শাস্ত্রে তাহার অনেকগুলির সূত্রপাত মাত্র, কতকগুলির বা অপেক্ষাকৃত অল্প প্রসঙ্গ, ও কোন কোনটির বা সবিশেষ বৃত্তান্তও বিদ্যমান দেখা যায়। অনেক অনেক বৈদিক উপাখ্যান নানা অংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ঐ দুই মহাকাব্যের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য। এই সমুদায়ের মধ্যে কোন কোন প্রাচীনতর বৈদিক কথা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনতর পৌরাণিক দেব-বিশেষের মহিমাপ্রকাশ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। পশ্চাৎ বিষ্ণ্বতারের প্রসঙ্গ মধ্যে তাহার কিছু কিছু উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে।

মহাভারতীয় অনেক উপাখ্যানে বেদোক্ত ধর্ম্ম-লক্ষণই লক্ষিত হইয়া থাকে। নলোপাখ্যান ও বিশেষতঃ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-বৃত্তান্তটি একটি প্রাচীন প্রবন্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে নিষধ-পতি নল "নলনৈষিধ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। উল্লিখিত স্বয়ম্বর-সভার বর্ণনায় ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বায়ুকে দেখিতে পাইবে। তাঁহারা দময়ন্তীর প্রণয়াভিলাষী হইয়া তথায় উপস্থিত হন। ঐ স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত-রচনার সময়ে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে, গণপতি হস্তি-শুণ্ড লইয়া গমন করিতে পারুন আর না পারুন, রূপের সাগর কার্ত্তিক সর্ব্বাগ্রে সভাস্থ হইয়া গল-দেশ প্রসারিত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন এইরূপ বর্ণিত হইতই হইত তাহার সন্দেহ নাই।

প্রথমে আর্য্য-সমাজে বর্ণ-বিচার ছিল না; কালক্রমে উহা প্রবর্ত্তিত হয়। হইলে, ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহারা যাজন-ধর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয়াদির পৌরহিত্য-পদে নিযুক্ত হইয়া উদ্বাহাদি সংস্কার সমুদায় সম্পন্ন করিয়া দিতে থাকেন। নলোপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা দৌত্য-কর্ম্মে ব্রতী হইয়া নলের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে গমন করেন, কিন্তু তাঁহাদের পৌরহিত্য-পদ লাভের উল্লেখ নাই। পুরোহিত ধৌম্য যেমন যুধিষ্ঠিরাদির সহিত দ্রৌপদীর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দেন, নলদময়ন্তীর বিবাহ সেরূপ কোন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের দ্বারা সম্পন্ন হইবার কথা লিখিত নাই; রাজা নিজেই কন্যা সম্প্রদান করেন। যখন মহাভারতীয় নলোপাখ্যানের প্রাচীনত্ব-বোধক পূর্ব্ব-লিখিত অন্য অন্য লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন এ বিষয়টিকেও তাদৃশ একটি লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। মনুসংহিতা-রচনার সময়ে ব্রাহ্মণের

মহিমা ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব গগন স্পর্শ করিয়াছিল ইহা পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে *। অতএব নলোপাখ্যানের মূল বৃত্তান্তটি ঐ সময়ের পূর্ব্বে উৎপন্ন বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। যযাতি ও দেবযানীর উপাখ্যানে ব্রাহ্মণ-বর্ণের মহিমা ও গরিমা অতিমাত্র প্রবল দেখিতে পাওয়া যায় †। অতএব সে উপাখ্যান এবং তাদৃশ অন্য অন্য উপাখ্যান অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ‡।

রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি অত্যন্ত প্রাচীন এ কথা পূর্ব্বেই একরূপ লিখিত হইয়াছে। এমন কি, মনুসংহিতা-প্রোক্ত ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেও তাহার কোন কোন বিষয় প্রচলিত ছিল। যে সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতে সেই সমস্ত বিষয়ের উপাখ্যান সঙ্কলিত হয়, সে সময়ের পূর্ব্বে হিন্দু সমাজ হইতে সে সমস্ত তিরোহিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত ঐ উভয় গ্রন্থ-সংগ্রহকারেরা সেই উপাখ্যানগুলি পরিবর্ত্তন পুরঃসর নিজ সময়ের উপযুক্ত ও নিজ মতের প্রতিপোষক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এ স্থলে এ বিষয়ের দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে; পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ হিন্দু-সমাজের একটি প্রচলিত প্রথা ছিল। বেদ-সংহিতায় সে বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে ও মহাভারতের মধ্যেও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে §। তদনুসারে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব এক দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। মহাভারতে ঐ উপাখ্যান সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত উদ্বাহ-ব্যবস্থা নিবারিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত সংগ্রহকার এস্থলে লিখিলেন, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে গৃহ-প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ জননীকে কহিলেন, মা! আমরা অদ্য অমূল্য নিধি লাভ করিয়াছি। তদীয় মাতা এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কহিলেন, বৎস! তোমরা পাঁচ সহোদরে উহা বিভাগ করিয়া

* ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

† আদিপর্ব্ব। ৮১ অধ্যায়।

‡ Talboys Wheeler's History of India, vol. I., 1867, Part III, Chapters II and III দেখ।

§ ১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

লও। মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নাই, অতএব পাঁচ সহোদরে এক দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন *।

রামায়ণে লিখিত আছে, রাজা দশরথ একটি ঋষি-কুমারের প্রাণবধ করেন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম-বধের পর গুরুতর দুষ্কর্ম আর কিছুই নাই †। রাজা দশরথ পরম ধার্ম্মিক পুণ্যাত্মা পুরুষ, তাঁহার এইরূপ অযশস্কর অসঙ্গত পাপ-কর্ম্ম-সংঘটন সম্ভব নয়। এই নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে, সেই ঋষি-কুমার ব্রাহ্মণ-তনয় নয়; বৈশ্যের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে তাহার জন্ম হয় ‡; তাহারে বধ করিলে ব্রহ্ম-হত্যার ফলভাগী হইতে হয় না।

পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে স্ত্রীলোকেরও অধিক বয়সে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। কখন কখন কন্যা-কালেও পুরুষ-সংসর্গ ঘটিয়া সন্তান জন্মিলে, সেই সন্তান কানীন বলিয়া উল্লিখিত হইত। মনুসংহিতায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ ও ব্যবস্থা আছে ¶। কর্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র। যে সময়ে এ বিষয়ের বৃত্তান্ত বিরচিত

* বৈদিক সমাজে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ একটি প্রচলিত প্রথা ছিল। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামি-গ্রহণ যদি একটি বাস্তবিক ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রাচীন সমাজেই উহা সম্পন্ন হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। কালক্রমে উহা অপ্রলিত হইয়া গেলে, মহাভারত-সংগ্রহকার পণ্ডিত-বিশেষ মহাভারতের মধ্যে দ্রৌপদীর বহুবিবাহটি কৌশলক্রমে প্রচলিত-প্রথা-বিরুদ্ধ একটি অসামান্য ব্যাপার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভোট দেশে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তথাকার ঐ প্রথাটি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামি-গ্রহণেরই অবিকল অনুরূপ। সচরাচর দুই কিম্বা তিন সহোদরে এক ভার্য্যা লইয়া একত্র সংসার ধর্ম্ম করে এইরূপ দেখা যায়। কোন কোন পরিবারের মধ্যে পাঁচ ছয় সহোদরকেও এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। সিংহল দ্বীপে ও বিশেষতঃ তথাকার ধনি-লোকের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তথায় সহোদর ব্যতিরেকে স্বপরিবারস্থ অপরাপর স্ব-সম্পর্কীয় ব্যক্তিতেও এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া থাকে। কালমুখ, টাস্‌মেনিয়াবাসী, উত্তর আমেরিকা-বাসী ইরাকোয়া ইত্যাদি বহুদূরস্থ জাতির মধ্যে এই কৌতুকাবহ রীতি বিদ্যমান বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তোদা নামক দাক্ষিণাত্য লোকের মধ্যে অদ্যাপি ইহা বিলক্ষণ চলিত রহিয়াছে। ভুবন-বিখ্যাত রোমক-সম্রাট সিজর্ বলিয়া গিয়াছেন, গ্রেটব্রিটেনেও এই প্রথা প্রচলিত আছে *।

† মনুসংহিতা। ৮।৩৮১।

‡ অযোধ্যাকাণ্ড। ৬৩ সর্গ। ৫১ শ্লোক।

¶ ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

---

* The Abode of Snow by A Wilson 1875, pp. 224—236 দেখ।

ও মহাভারতে সন্নিবেশিত হয়, সে সময়ের পূর্ব্বে ঐ ব্যবহারটি রহিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে, দুর্ব্বাসা কুন্তীর অতিথি-সৎকারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রোৎপাদন বিষয়ের একটি মন্ত্র উপদেশ দেন; কুন্তী কন্যা-কালেই সেই মন্ত্র পাঠ দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করেন; সূর্য্য সেই মন্ত্র প্রভাবে তৎসান্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভাধান করিয়া যান, এবং মহাবীর কর্ণ সেই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ জননীর উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই ভূমিষ্ঠ হন *। অতীব পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে যে সমস্ত আচার ব্যবহার সচরাচর প্রচলিত ছিল, তদনুযায়ী ক্রিয়া-বিশেষ যখন ব্যক্তি-বিশেষের কারণাধীন দৈব-ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তখন তাহার উল্লিখিত রূপ মীমাংসা ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপ মীমাংসা সম্ভব ও সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ ও মহাভারত কেবল বৈদিক ধর্ম্মের বৃত্তান্ত নয়। এই উভয়ই বৃক্ষরুহা-সমাকীর্ণ বিশাল বৃক্ষের ভূমিস্বরূপ। বৈদিক ধর্ম্ম রূপ প্রাচীনতর তরু-স্কন্ধে পৌরাণিক ধর্ম্মরূপ প্রবল বৃক্ষরুহা বদ্ধমূল হইয়া ঐ মহাবৃক্ষকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিতেছে এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ অভিনব ধর্ম্মের মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও তদায় শক্তি সমুদায়ই প্রধান দেবতা ও মনুষ্যের প্রধান উপাস্য। ঐ তিনটি দেবতার সমবেত নাম ত্রিমূর্ত্তি। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতানুযায়ী ব্যাখ্যানুসারে, ঐ ত্রিমূর্ত্তি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য। পশ্চাৎ পুরাণ-প্রসঙ্গের পর ঐ বিষ্ণু শিবাদির মূল বৃত্তান্তের বিষয় বিবেচিত হইবে। মহাভারতের ব্রহ্মার মহিমা অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব দেখা যায়; শিব ও বিষ্ণু-উপাসনারই প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে ব্রহ্মার পূর্ব্ব মহিমার কিছু কিছু নিদর্শনও লক্ষিত হইয়া থাকে। এই অনতি প্রাচীন মতে বৈদিক দেবগণ একবারে অগ্রাহ্য নয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদে অবস্থাপিত হইয়াছেন। ইন্দ্র দেবরাজ বলিয়া লিখিত বটে, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তদপেক্ষা অতিমাত্র উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত। বরুণ আর্য্য-কুলের অতি প্রাচীন প্রধান দেবতা †। বেদ-মন্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, তিনি কখনও ভূলোক ও দ্যুলোক সৃজন ও রক্ষণ এবং রাজা ও

---

* আদিপর্ব্ব। ১১১ অধ্যায়।

† প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১৯—২১ এবং ৭৫—৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

সম্রাট সংজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জের শাসন করিতেছেন [১], কখনও বা নিশাধিপতি হইয়া চন্দ্রমণ্ডল পরিচালন এবং নক্ষত্রগণ প্রকটন ও অপ্রকটন করিতেছেন [২], কখনও বা মিত্র দেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত ও সূর্য্যমণ্ডলের পথ প্রশস্ত করিতেছেন [৩], কখনও বা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও পাপপুণ্যের শাস্তা ও পুরস্কর্ত্তা স্বরূপে লোকের সত্য মিথ্যা ও শুভাশুভ ক্রিয়া সমুদায় অনুসন্ধান পূর্ব্বক দণ্ড-পুরস্কার বিধান করিতেছেন, এবং কখনও বা অপরাধী ব্যক্তির স্তুতি-শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া গুরুতর অপরাধও মার্জ্জনা করিতেছেন[৪]। কিন্তু ঐ অভিনব ধর্ম্ম-প্রণালীর বিবরণে দৃষ্ট হয়, তিনি এই সমস্ত বিভিন্ন ক্ষমতাধারণে বঞ্চিত হইয়া কেবল জলদেবতাস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব রামায়ণ ও মহাভারতের যে সকল স্থলে বিষ্ণু শিবাদি পৌরাণিক দেবাদির মাহাত্ম্য-কথন ও তন্মধ্যে রাম-কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদন-কথা বিনিবেশিত হইয়াছে, অথবা সেই সকল স্থলের যে সকল অংশে ঐ সমুদায় বিষয় সুস্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া অক্লেশেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কিরাত-অর্জ্জুন-সংবাদ[৫], যুধিষ্ঠির-কৃত বলিয়া উল্লিখিত দুর্গা-স্তুতি[৬], ঐরূপ দক্ষ-কৃত শিব-স্তোত্র[৭], অর্জ্জুন-কৃত দুর্গা-স্তব[৮], মহাদেব কর্তৃক পাণ্ডবশিবিরের দ্বার-রক্ষা ও অশ্বত্থামার সহিত তাঁহার যুদ্ধ ও তৎকর্তৃক শিবস্তোত্রাদি-বর্ণন[৯], বিষ্ণুর রামরূপে অবতরণ[১০], কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট ভগবদ্গীতা[১১], শুক্রাচার্য্য-

১। ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৪। ৪২। ৩ ও ৪॥ ৫। ৮৫। ১॥ ৬। ৭০। ১॥ ৭। ৮৬। ১॥ ৭। ৮৭। ৫ ও ৬ ইত্যাদি।

২। ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ২৪। ১০॥ ১। ৪৪। ১৪॥ ২। ১। ৪। ৩। ৫৪। ১৮ ইত্যাদি।

৩। ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ২৪। ৮॥ ১০। ৬৫। ৫ ইত্যাদি।

৪। ঋগ্বেদ-সংহিতা। ১। ২৫। ৭, ৯ ও ১১॥ ২। ২৮। ৫, ৭ ও ৯॥ ৭। ৪৯। ৩॥ ১০। ৮৫। ২৪ ইত্যাদি। অথর্ব-সংহিতা। ৪। ১৬॥

৫। বনপর্ব্ব। ৩৮—৪১ অধ্যায়।

৬। বিরাটপর্ব্ব। ৬ অধ্যায়।

৭। শান্তিপর্ব্ব। ২৮৫ অধ্যায়।

৮। ভীষ্মপর্ব্ব। ২৩। ৪—১৬।

৯। সৌপ্তিক পর্ব্ব। ৬ ও ৭ অধ্যায়।

১০। রামায়ণ। বালকাণ্ড। ১৬ ও ১৭ সর্গ।

১১। ভীষ্মপর্ব্ব। ১৩—৪২ অধ্যায়।

কথিত বিষ্ণু-মাহাত্ম্য[১], অন্য অন্য নানাস্থলে লিখিত বিষ্ণু ও কৃষ্ণের নানারূপ মাহাত্ম্য-বর্ণন[২], ইত্যাদি রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত অনেকানেক বিষয় অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন ধর্ম্ম-প্রতিপাদক অপ্রাচীনতর কথা বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা সহকারে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ অবতার[৩], কল্পভেদ[৪], সত্যত্রেতাদি যুগ-ভেদ ও যুগ-ধর্ম্ম[৫], মনুষ্যের অসম্ভব ও অসঙ্গত পরমায়ুঃ-সংখ্যা এই সমস্ত অপেক্ষাকৃত অভিনব বিষয় প্রচলিত হয়। লোকে সহস্র বৎসর ও তন্মধ্যে কেহবা দশসহস্রবর্ষ বা ততোধিক কাল জীবিত ছিল এইরূপ লিখিত আছে[৬]। কেহ সহস্র[৭], কেহ বা দশ সহস্র, অপর কেহ ষষ্টি সহস্র বৎসর[৮] তপস্যা করেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। একথা গুলি অতীব

১। শান্তিপর্ব্ব। ২৮০ অধ্যায়।

২। সভাপর্ব্ব। ৩৭ ও ৩৮ অধ্যায়॥ উদ্‌যোগ পর্ব্ব। ১২৯ ও ১৩০ অধ্যায়॥ শান্তিপর্ব্ব। ২০৭ অধ্যায় ইত্যাদি।

৩। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, কৃষ্ণাদি।

৪। শান্তিপর্ব্ব। ২৮০, ৩০৩ ও ৩১২ অধ্যায়।

৫। শান্তিপর্ব্ব। ২৩১। বাজসনেয় সংহিতার ত্রিংশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ অনুবাকে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিনটি শব্দ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাঁহা অক্ষ-বাচক। সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের প্রথমাষ্টকের পঞ্চমাধ্যায়ের একাদশ অনুবাকে বিশেষ বিশেষ চারি স্তোমের নাম কৃত ও অপর একটি স্তোমের নাম কলি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে বৈ চত্বারস্তোমা: কৃতং তত্।
অথ যে পঞ্চ কলি: স:।

সায়নাচার্য্য উহার ভাষ্যে ঐ স্তোমগুলিকে কৃত-যুগ স্বরূপ ও কলিযুগ স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বহুপূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্য ও টীকার মধ্যে ঐ সকল শব্দ অক্ষ-বিশেষবাচক বলিয়া বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"কৃতায়" কৃতনামা যো দ্যূতসময়ে প্রসিদ্ধশ্চতুরঙ্ক:।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৪ প্র পা, ৪ শ্রুতির শঙ্কর-ভাষ্য ।৮

দ্যূত-সঙ্কেত বিষয়ে যে অক্ষভাগ চারি চিহ্ন বিশিষ্ট, তাহাকে কৃত বলে।

অত্রয়া যস্মিন্ ভাগে ত্রয়োঽঙ্কা: স বৈ ত্রেতানামায়ী ভবতি। যত্র তু দ্বাবঙ্কৌ স দ্বাপরনামক:। যত্রৈকোঽঙ্ক: স কলিসংজ্ঞ ইতি বিভাগ:।

উল্লিখিত শ্রুতির আনন্দগিরি-কৃত টীকা।

অক্ষের যে ভাগে তিন চিহ্ন থাকে, তাহা ত্রেতা, যে ভাগে দুই অঙ্ক থাকে, তাহা দ্বাপর, আর যে ভাগে এক অঙ্ক থাকে তাহা, কলি বলিয়া উল্লিখিত হয়।

৬। শান্তিপর্ব্ব। ২৯। ৫৬, ৬২ ও ১১৫। ৩০। ২॥

৭। যেমন বিশ্বামিত্র। বালকাণ্ড। ৫৭। ৪।

৮। যেমন গৌতম। শান্তিপর্ব্ব। ১২৯। ৫।

প্রাচীন নয়। অতিপূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে শতায়ুঃই দীর্ঘায়ুঃ বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীনতম সংস্কৃত শাস্ত্রে ও তাদৃশ অপর বৈদিক শাস্ত্রে উর্দ্ধসংখ্যা শতবর্ষই লোকের দীর্ঘায়ুঃ বলিয়া কীর্ত্তিত রহিয়াছে। (এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃশতম্।

ঋ—সং। ৭। ৬৬। ১৬।

আমরা যেন শত-সংখ্যক শরৎ দর্শন করি। যেন শতসংখ্যক শরৎ জীবিত থাকি।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্। ২।

ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে।

মহাভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেও কোন কোন মত গৃহীত হয়। শান্তিপর্ব্বে অহিংসা-ধর্ম্মের বিস্তর প্রশংসা আছে[১]। কিন্তু এটি হিন্দুদিগের আদিম ধর্ম্মের অন্তর্ভূত ছিল না। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয়েতেই অশ্বমেধ, গোমেধাদি হিংসা-ক্রিয়ার ভূরি ভূরি ব্যবস্থা আছে। বৌদ্ধেরাই প্রথমে অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যায়; সুতরাং তাহা হইতেই এটি হিন্দু-ধর্ম্মে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিতে হয়। এইরূপ মায়াবাদ ও নির্ব্বাণ-মুক্তিও * বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

মহাভারতের বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইল, সমস্তই অষ্টাদশ পর্ব্ব বিষয়ক জানিতে হইবে। হরিবংশ একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উহা উত্তর কালে বিরচিত; এই নিমিত্তই উহার নাম খিল হরিবংশ। খিল শব্দের অর্থ উত্তর কালে সংযোজিত †। অষ্টাদশ পর্ব্বের সহিত হরিবংশের অভিধেয় বিষয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে, ইহা অন্য সময়ের অপ্রাচীনতর পুস্তক বলিয়া স্বতই প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ এখানি একখানি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী পুস্তক বলিলেই হয়।

১। শান্তিপর্ব্ব। ২৭২।

* ভীষ্মপর্ব্ব। ২৬। ৭২॥ ৩১। ১৪॥

† পূর্ব্বানুক্তপরিশিষ্টে।

যদিও ইহা অষ্টাদশ পর্ব্ব অপেক্ষা অপ্রাচীন, তথাচ নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ নয়। খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্বোক্ত আরবীয় গ্রন্থকার অল্‌বীরুনী নিজ গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন *। কিছু পরেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, ঐ সময়েরও অনেক পূর্ব্বে বাসবদত্তা-প্রণেতা সুবন্ধু উপমা স্থলে ইহার নামোল্লেখ করিয়া যান। কাদম্বরী ও হর্ষচরিত রচয়িতা বাণভট্ট বাসবদত্তার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।

হর্ষচরিত। ২ শ্লোক।

বাসবদত্তা প্রকাশ হইলে, কবিগণের দর্প একবারেই চূর্ণ হইয়া গেল।

অতএব বাণভট্টের সময় নিরূপিত হইলেই সুবন্ধুর সময় নিরূপণের উপায় নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ নামক চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, কান্যকুব্জের রাজা শিলাদিত্য ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিয়া ৬৫০ ছয় শত পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ঐ শিলাদিত্যের অন্য নাম হর্ষবর্দ্ধন ও তদীয় পিতার নাম প্রভাকরবর্দ্ধন। এদিকে শ্রীমান্ ফ, হল্‌ হর্ষচরিতের মধ্যে প্রতাপশীল প্রভাকরবর্দ্ধন ও তদীয় পুত্র হর্ষবর্দ্ধনের নাম প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রকাশিত বাসবদত্তার উপক্রমণিকার মধ্যে তাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। অন্য এক পুত্রের নাম রাজ্যবর্দ্ধন ও কন্যার নাম মহাদেবী বা রাজ্যশ্রী। হর্ষচরিতের চতুর্থ উচ্ছ্বাসে ইহাঁদের জন্ম-বৃত্তান্তাদি বিনিবেশিত আছে। চীন দেশীয় উল্লিখিত তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ফরাশী অনুবাদক শ্রীমান্ জুলিএঁ এক স্থলে † লিখেন, দুই পুরুষে তিন রাজা। এ কথাটিও সুন্দররূপ সঙ্গত হইতেছে। প্রভাকরবর্দ্ধন উর্দ্ধতন পুরুষ এবং হর্ষবর্দ্ধন ও রাজ্যবর্দ্ধন তাঁহার অধস্তন পুরুষ। অতএব প্রভাকরবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন ‡ এই তিন

* Journal Asiatique, Tome IV, August 1844, p. 130.

† Voyages des Pelerins Bouddhistes par Stanislas Julien, Vol. II., p. 247.

‡ শ্রীহর্ষের নাম কোন স্থলে কেবল হর্ষ, কুত্রাপি হর্ষদেব ও কোন কোন স্থলে সুস্পষ্ট হর্ষবর্দ্ধন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

পিতা পুত্রের সংজ্ঞা বিষয়ে হর্ষচরিতের সহিত উল্লিখিত তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। হিউএন্থ্সঙ্গ্ ও বাণভট্টের প্রদর্শিত প্রমাণ পার্শ্বাপার্শ্বী করিয়া লিখিত হইতেছে, দেখিলেই সুস্পষ্ট জানিতে পারা যাইবে।

হর্ষচরিত।			হিউএন্থ্সঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।	
প্রতাপশীল প্রভাকর বর্দ্ধন			প্রভাকরবর্দ্ধন	
রাজ্যবর্দ্ধন	হর্ষ বা হর্ষবর্দ্ধন	মহাদেবী বা রাজ্যশ্রী	রাজবর্দ্ধন	এবং শিলাদিত্য বা হর্ষবর্দ্ধন

উল্লিখিত তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অনুসারে, হর্ষবর্দ্ধন খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। দক্ষিণাপথের চালুক্য-বংশীয় রাজা বিজয়াদিত্যের তাম্রপত্রে খোদিত দান-পত্রে লিখিত আছে, তদীয় প্রপিতামহ রাজা সত্যাশ্রয় উত্তরদেশীয় হর্ষবর্দ্ধনকে পরাভব করেন। বিজয়াদিত্য ৬২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ৭০৫।৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। এই প্রমাণ অনুসারেও খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বা প্রথম চতুর্থাংশে শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের বিদ্যমান থাকা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব ও সঙ্গত হয় *। আর একটি প্রমাণে এ বিষয়টি একরূপ নিঃসংশয় করিয়া তুলিতেছে। বাণ-কৃত হর্ষচরিতে লিখিত আছে, হর্ষবর্দ্ধন প্রাগ্জ্যোতিষে অর্থাৎ কামরূপে উপস্থিত হইয়া অবশেষে তদীয় রাজা ভাস্কর বর্ম্মার সহিত মিত্রতা করেন †। ওদিকে উল্লিখিত চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিও কামরূপের অধীশ্বর ভাস্কর বর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করেন ‡। প্রাগ্জ্যোতিষের অন্য এক নাম কামরূপ।

राज्यवर्द्धन इति हर्षवर्द्धन इति सर्व्वस्यामेव पृथिव्यामाविर्भूतः मन्दप्रादुर्भावौ स्वल्पीयसैव कालेन द्वीपान्तरेष्वपि प्रकाशताङ्गमतुः।

হর্ষচরিত। চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

* The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society 1851, pp. 203—210.

† হর্ষচরিত। সপ্তমোচ্ছ্বাস।

‡ Voyages des Pelerins Bouddhistes, Vol. I., pp. 390—391; and Vol. III.; pp. 76—77.

পশ্চাৎ বাম ভাগে হর্ষচরিতের অন্তর্গত উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ও দক্ষিণ ভাগে চীনদেশীয় তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিত ঐ ভাস্কর বর্ম্মা-সংক্রান্ত কথাগুলির তাৎপর্য্যার্থের ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে; দেখিলেই, বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

হর্ষচরিত সপ্তমোচ্ছ্বাস।

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মার প্রেরিত হংসবেগ নামক দূত কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনকে কহিলেন,

× × × **तस्य च सुगृहीतनाम्नो देवस्य महादेव्यां श्यामादेव्यां भास्करद्युतिर्भास्करवर्मापरनामा शान्तनो स्तनयो भीष्म इव कुमारः समभवत्।**

× × × সেই (মৃগাঙ্ক নামক) সুবিখ্যাত রাজার ঔরসে মহাদেবী শ্যামাদেবীর গর্ভে শান্তনু-পুত্র ভীষ্মের মত সূর্য্য-সদৃশ তেজোবিশিষ্ট কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার অন্য এক নাম ভাস্কর বর্ম্মা।

× × **प्राग्ज्योतिषेश्वरो देवेन सह × × अजय्यमित्रमिच्छति।**

প্রাগ্‌জ্যোতিষের (অর্থাৎ কামরূপের) অধীশ্বর, মহারাজের সহিত × × × × অজয্যমিত্রতা * করিতে অভিলাষ করেন।

হংসবেগ এই কথা বলিলে পর, হর্ষবর্দ্ধন কহিলেন,

हंसवेग! कथमिव नाद्रिये

উল্লিখিত চীনদেশীয় তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের প্রমাণ।

Hiouen Thsang × × × × thence proceeds eastward to Kamarupa (Assam), × × × × Its king was a Brahman, named Bhaskaravarma, and he bore the title of Kumara; although not a follower of Buddha, he received Hiouen Thsang with kindness and treated him with every mark of respect, *Elphinstone's History of India, edited by E. B. Cowell*, 1866, p 294.

হিউএন্ থ্সঙ্ × × × × তথা হইতে পূর্ব্বমুখে কামরূপ যাত্রা করেন। × × × × ভাস্কর বর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ তথাকার রাজা ছিলেন; তাঁহার উপাধি কুমার

তিনি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী ছিলেন না, তথাচ হিউএন্ থ্সঙের প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ ও সর্ব্বতোভাবে সম্মান-চিহ্ন প্রদর্শন করেন।

* দুর্জ্জয় শত্রুর সহিত মিত্রতাকে অজয্যমিত্রতা বলে।

হর্ষচরিত সপ্তমোচ্ছ্বাস।

মহাত্মনি × × × × পরোক্ষসুহৃদি স্নিহ্যতি সতি মদ্বিধস্যান্যথা স্বপ্নেঽপি বর্ত্তনং।

হংসবেগ! তাদৃশ মহাত্মা যখন সুহৃদের অসাক্ষাৎকারে স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন তখন মাদৃশ ব্যক্তির স্বপ্নেও কিরূপে তাহার অন্যথাচরণ করা যাইতে পারে?

হর্ষচরিতের সপ্তমোচ্ছ্বাসের নানা স্থানে ভাস্কর বর্ম্মার নামান্তর বা উপাধি-বিশেষ কেবল কুমার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নরেন্দ্রস্তাবদিতি বিসর্জ্জ্যানুজীবিনো হংসবেগমাদিষ্টবান্ কথয় কুমারসন্দেশ ইতি।

রাজা আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হংসবেগকে কহিলেন, কুমারের কথা কি?

এরূপ অসম্বদ্ধ, বিভিন্ন, দূর-দেশীয় গ্রন্থ হইতে তিমিরাচ্ছন্ন অবিদিত-পূর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বাংশে পরস্পর এমন নিতান্ত নির্ব্বিশেষ প্রমাণ-যুগল প্রাপ্ত হওয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। উক্ত প্রমাণানুসারে, হিউএন্ থ্সাঙ্গ্, ভাস্কর বর্ম্মা, হর্ষবর্দ্ধন ও তাঁহার সভাসদ বাণভট্ট এক সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে * বিদ্যমান ছিলেন ইহা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত বলিতে পারা যায়। সুতরাং ঐ বাণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত বাসবদত্তা-প্রণেতা সুবন্ধু তাঁহার সমকালীন বা কিছু পূর্ব্বকালীন লোক হইতে পারেন। যাহা হউক, উভয়ের রচনা এরূপ সুসদৃশ যে, কোনমতেই অধিক পূর্ব্বতন

* হিউএন্ থ্সঙ্গ্ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে নিজ গৃহে প্রত্যাগত হন।

বলিয়া মনে হয় না। বিশেষণ-ঘটা, উপমাচ্ছটা, দুরান্বয়-দোষ, কৃত্রিম ভাবের প্রাদুর্ভাব, সারল্য-ভাবের বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি অসরল ও অস্বাভাবিক রচনা-চাতুর্য্য উভয়েরই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কালিদাসাদি * পূর্ব্বতন কবির রচনায় সেরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব বাণ ও সুবন্ধু যদিও সমকালবর্ত্তী না হন, তথাচ পরস্পর নিকট সময়ে প্রাদুর্ভূত হন বলিতে হয়; অগ্রে সুবন্ধু, পরে বাণভট্ট। †

ঐ সুবন্ধু এক স্থলে হরিবংশ ও তাহার অন্তর্গত পুষ্করোপাখ্যানের বিষয় উল্লেখ করেন।

হরিবংশৈরিব পুষ্করপ্রাদুর্ভাবরমণীয়ৈঃ।

বাসবদত্তা। ফ,হল্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তকের ৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থ-ব্যাখ্যাতা ত্রিপাঠি শিবরাম এস্থলে পুষ্কর শব্দের অর্থ হরিবংশ পক্ষে পুষ্করোপাখ্যান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‡ হরিবংশের ১৯৭ অধ্যায় অবধি ৩১৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত পুষ্করোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। অতএব খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে কোন রূপ „অবস্থাপন্ন বর্ত্তমান হরিবংশই অথবা তাহার প্রচুর ভাগ প্রচলিত ছিল ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

এখানি একখানি বিষ্ণু-প্রধান পুরাণ-বিশেষ এরূপ কথা পূর্ব্বেই একরূপ সূচিত হইয়াছে। ইহার ভূরি ভাগ বিষ্ণুর বরাহ, বামন, নৃসিংহাদি অবতার,

---

* কালিদাস বাণের ন্যায় সুবন্ধুরও পূর্ব্বকালীন কবি ছিলেন। ইহার প্রমাণ উভয়েরই গ্রন্থে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বাণ যেমন হর্ষচরিতের প্রারম্ভে কালিদাসের প্রসঙ্গ করেন, সুবন্ধু সেইরূপ বাসবদত্তার মধ্যস্থলে অভিজ্ঞান শকুন্তলের অন্তর্গত শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া যান *। এ বিষয়টি ঐ কালিদাসের কৃত সুপ্রসিদ্ধ নাটকেরই কথা; মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যানের কথা নয়।

† Fitz Edward Hall's preface to Vásavadattá, 1859, pp. 11—17 and 51—52, and the first article of the Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1862 পাঠ কর।

‡ হরিবংশৈরিব পুষ্করপ্রাদুর্ভাব আখ্যানবিশেষস্তৈন।
পূর্ব্বোক্ত মুদ্রিত বাসবদত্তা। ৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা।

---

* অফলমিব দুষ্মন্তস্য় কৃতে শকুন্তলা দুর্বাসসঃ শাপমলভবভূব।
বাসবদত্তা। ফ, হল্ক প্রকাশিত পুস্তকের ১৫৩ পৃষ্ঠা।

নানা প্রকার দৈত্য দানবাদির সহিত যুদ্ধ ও অন্য অন্য বিবিধ সৎকীর্ত্তি বর্ণনে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ ৬০ ষাট্ অধ্যায় অবধি ৩২৬ অর্থাৎ শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রায়ই কৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবন-লীলা, মাথুরলীলা, দ্বারকা-কীর্ত্তি প্রভৃতি তদীয় মাহাত্ম্য-বিবরণ বই আর কিছুই নয়।

পুরাণ।

সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ একত্র করিলে একটি স্তূপ হইয়া উঠে। সুবিখ্যাত উইল্সন্ ও বিওর্ন্ফ্ সে সমস্ত বিলোড়ন করিয়া তৎসংক্রান্ত বহুতর তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন। পুরাণ শব্দের অর্থ পূর্ব্বতন; তদনুসারে পূর্ব্বতন ঘটনাদির বিবরণ করা পুরাণের উদ্দেশ্য হইতে পারে। পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রচলিত পুরাণ সমুদয় কোনরূপেই অধিক প্রাচীন নয়, কিন্তু অন্য প্রকার গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-বিশেষ-বাচক পুরাণ শব্দটি সমধিক প্রাচীন। ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র ও প্রামাণিক উপনিষদ্ প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ অপেক্ষায় প্রাচীনতর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহারও মধ্যে কোন কোন গ্রন্থে গ্রন্থ-বিশেষ বা প্রবন্ধ-বিশেষ পুরাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শতপথ ও গোপথ-ব্রাহ্মণে এবং সাংখ্যায়ন ও আশ্বলায়ন-সূত্রে * পুরাণবেদ বলিয়া একরূপ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের নবম দিবসে অধ্বর্য্যু তাহা আবৃত্তি করেন।

अध्वर्यु स्तार्क्ष्यो वैपश्यतो राजेत्याह * * * *
पुराणं वेदः सोऽयमिति किंचित् पुराणमाचक्षीत।

শতপথব্রাহ্মণ। ১৩। ৪। ৩। ১৩।

অধ্বর্য্যু "তার্ক্ষ্যো বৈপশ্যতোরাজা" ইত্যাদি কথা বলিতে থাকেন। * * * * পুরাণবেদ; এই সেই বেদ; এই কথা বলিয়া পুরাণ-বিশেষ কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

এইরূপ শতপথব্রাহ্মণের অন্যান্য স্থানে ও অথর্ব্বসংহিতাদি অপরাপর বৈদিক গ্রন্থেও নানাবিধ শাস্ত্র-সংজ্ঞার মধ্যে পুরাণ ইতিহাসাদির উল্লেখ আছে।

---

* গোপথ-ব্রাহ্মণ। ১। ১০। সাংখ্যায়ন-সূত্র। ১৬। ১। আশ্বলায়ন সূত্র। ১০। ৭।

"ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি।"

শতপথব্রাহ্মণ।১৪।৬।১০।৬।

"ইতিহাসস্য পুরাণং চ গাথাস্য * নারাশংসীস্য।"

অথর্ব্ব-সংহিতা। ১৫। ৬।

"ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথানারাশংসীঃ॥"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ২। ৯।

"ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি।"

বৃহদারণ্যক। ২। ৪। ১০।

---

* গাথা শব্দটি অতীব প্রাচীন। হিন্দু ও পারসীরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিতেই উহার উৎপত্তি হয় দেখা গিয়াছে *। ধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতিগণের প্রশংসা-সূচক সংগীত-বিশেষের নাম গাথা। ঋগ্বেদসংহিতায় চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্তে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ পরিচ্ছেদে, শতপথ ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশ কাণ্ডে এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ঐ সকল গাথা সন্নিবিষ্ট আছে; তবে কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় †। এই উপক্রমণিকায় যে সকল ধর্ম্ম-পরায়ণ নৃপতির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভীমসেন, উগ্রসেন, শ্রুত-সেন, দুষ্মন্ত, ভরত, ধৃতরাষ্ট্র ও জনমেজয়ের প্রসঙ্গ গাথারই অন্তর্গত। রামায়ণোক্ত একটি গাথার প্রসঙ্গ কিছু পূর্ব্বেই উপস্থিত করা হইয়াছে। ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধশাস্ত্রেও গাথা নামে কতকগুলি বচন বিনিবেশিত আছে। শ্রীমান ম,মুহর্ বৈদিক ও সেই বৌদ্ধ গাথা এই প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ‡।

গাথা শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ সঙ্গীত বা গেয়-শ্লোক। তদনুসারে গাথা সমুদয় পূর্ব্বে গীত হইত বোধ হয়।

---

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৩৫ পৃষ্ঠা।

† Weber's History of Indian Literature, 1878 p. 124 দেখ।

‡ Indian Antiquary, November 1880, p. 289,

যদিও বেদের উপনিষদ্ ভাগ অন্যান্য ভাগের অপেক্ষা নব্য, কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের মতে তৎসমুদায়ও পুরাণের অপেক্ষায় প্রাচীন। বাস্তবিকও এক্ষণে যে সকল পুরাণ ও উপপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা প্রামাণিক উপনিষদ্ সমুদায়ের পরে সঙ্কলিত হইয়াছে। উল্লিখিতরূপ কোন কোন উপনিষদের মধ্যেও পুরাণ শাস্ত্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

সহোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। সপ্তম প্রপাঠক।

তিনি কহিলেন, ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, আথর্ব্বণ নামক চতুর্থ বেদ এবং পঞ্চম বেদ-স্বরূপ ইতিহাস-পুরাণ জ্ঞাত আছি।

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ।

এই পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছে।

হিন্দু সমাজে রামায়ণ ও মনুসংহিতা পুরাণ অপেক্ষায় পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া প্রবাদ আছে। বাস্তবিকও, তাহাই বটে। রামায়ণের স্থানে স্থানে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের সারথি সুমন্ত্র পুরাণবিৎ বলিয়া বারংবার পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ইত্যন্তঃপুরদ্বারমাজগাম পুরাণবিৎ।
সদাসক্তঞ্চ তদ্বেশ্ম সুমন্ত্রঃ প্রবিবেশ হ॥

অযোধ্যাকাণ্ড। ১৫ সর্গ। ১৯ শ্লোক।

এই কথা বলিয়া, পুরাণজ্ঞ সুমন্ত্র অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং সেই সতত-অবারিত-দ্বার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপ, উক্ত কাণ্ডের ষোড়শ সর্গের প্রথম শ্লোকে সুমন্ত্রের পুরাণাভিজ্ঞতা, বালকাণ্ডের নবম সর্গের প্রথম শ্লোকে সুমন্ত্র কর্ত্তৃক পুরাণকথন এবং ঐ কাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গের বিংশ শ্লোকের ও অযোধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গের ষষ্ঠ

শ্লোকের টীকায় "সূতাঃ পৌরাণিকাঃ" বলিয়া সূতগণের পুরাণ-ব্যবসায় উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল স্থলের পুরাণ শব্দ কদাচ বর্ত্তমান পুরাণ-বাচক হওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ, মনুসংহিতার মধ্যেও পুরাণ ও ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে।

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥

মনু। ৩ অ। ২৩২ শ্লোক।

শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াতে ব্রাহ্মণদিগকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ ও খিল * নামক শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন।

অতএব প্রচলিত পুরাণ সমুদায় অপেক্ষায় প্রাচীনতর বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, কল্পসূত্র, উপনিষদ্, রামায়ণ ও মনুসংহিতায় যখন পুরাণের প্রসঙ্গ আছে, তখন সেই পুরাণ কদাচ প্রচলিত পুরাণ হইতে পারে না। অধুনাতন অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ রচিত বা সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে অন্যরূপ গ্রন্থবিশেষ পুরাণ বলিয়া প্রচলিত ছিল বলিতে হইবে।

মহাভারতেরও মধ্যে লিখিত আছে, ইহাতে ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন করা গিয়াছে † এবং মহাভারতে বর্ণিত অনেকানেক নির্দ্দিষ্ট উপাখ্যান পৌরাণিক কথা বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ ও মহাভারত রচিত বা সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে পুরাতন কথা বিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ফলতঃ পূর্ব্বে যে অন্য পুরাণ ছিল, এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণের মধ্যেও তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। কিছু পরেই দৃষ্ট হইবে, পুরাণের মধ্যেই এরূপ একটি উপাখ্যান সন্নিবেশিত আছে যে, প্রথমে বেদব্যাস একখানি পুরাণ-সংহিতা প্রস্তুত করিয়া সূত-কুলোদ্ভব লোমহর্ষণকে প্রদান করেন; লোমহর্ষণ তদনুসারে এক সংহিতা

* কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন, শ্রীসূক্ত, শিবসঙ্কল্প প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম খিল।

† সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়াঃ।
ইতিহাসপুরাণানামুন্মেষং নির্ম্মিতঞ্চ যৎ।
মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ৬২ ও ৬৩ শ্লোক।

এবং তাঁহার তিন শিষ্য তিন সংহিতা প্রস্তুত করেন; এই চারি সংহিতার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক বিষ্ণুপুরাণ রচিত হয়।

পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহার কোন বচনে পুরাণ ও ইতিহাসের সংখ্যা নিরূপিত নাই। ইহাতে বোধ হইতে পারে, পূর্ব্বে এই উভয়েরই সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না; নানা প্রকার পুরাতন কথা ঐ ঐ নামে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয় বিচক্ষণ পণ্ডিতেরাও কেহ কেহ ঐরূপ আদি পুরাণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের মধ্যে যে পুরাণ ইতিহাসের প্রসঙ্গ আছে, তদ্বিষয়ে সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, বেদের অন্তর্গত দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতির নাম ইতিহাস, আর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-বিবরণের নাম পুরাণ।

देवासुराः संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासाः। इदं वाअग्रे नैव किञ्चिदासीदित्यादिकं जगतः प्रागवस्थामुपक्रम्य सर्गप्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणं।

ঋগ্বেদোপোদ্ঘাত।

শঙ্করাচার্য্যও পুরাণের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, উর্ব্বশী পুরুরবার কথোপকথনাদিস্বরূপ ব্রাহ্মণ-ভাগের নাম ইতিহাস আর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-ঘটিত বৃত্তান্তের নাম পুরাণ।

इतिहास इत्युर्व्वशीपुरूरवसोः संवादादिरुर्व्वशीहाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमेव पुराणमसद्वा इदमग्र आसीदित्यादि।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্য।

অতএব, শঙ্করার্য্য ও সায়নাচার্য্যের অভিপ্রায়ানুসারে, বেদের অন্তর্গত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-ঘটিত কথা সমুদায়ের নাম পুরাণ এবং দেব, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্যাদির কার্য্যসম্বন্ধীয় পরম্পরাগত পুরাবৃত্তের নাম ইতিহাস ছিল। রামায়ণের বালকাণ্ডের নবম সর্গ অবধি একাদশ সর্গের একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র, লোমপাদ রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি, তাঁহার কন্যা শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির বিবাহ ইত্যাদি পুরাতন ব্যাপার সকল পুরাণ বলিয়া বর্ণিত আছে। যেরূপ স্থলে যে প্রকারে সেই সমস্ত বিষয় পুরাণোক্ত বলিয়া

লিখিত হইয়াছে, তাহাতে রামায়ণ-রচনার সময়ে পুরাবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থ ও উপাখ্যান- বিশেষের নাম যে পুরাণ ছিল, ইহা একরূপ অবধারিত বলিতে হয়।

রামায়ণে সূত সুমন্ত্র পুনঃ পুনঃ পুরাণবিৎ বলিয়া বর্ণিত আছেন, টীকাকারেরাও সূতদিগকে পৌরাণিক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ইহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে *। অধুনাতন পুরাণ সমুদায়ে এই প্রকার বর্ণনা আছে যে, বেদব্যাস পুরাণ প্রস্তুত করিয়া সূত লোমহর্ষণকে সমর্পণ করেন, এই হেতু তিনি পুরাণ-বক্তা হন। তদনুসারে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, কেবল ব্যাস-শিষ্য লোমহর্ষণই পুরাণ-বক্তা; তাঁহার অন্য একটি নাম সূত; তদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের সে ব্যবসায় ছিল না; তবে তাঁহার পুত্র উগ্রশ্রবাঃ যে পুরাণ বক্তা হন, তাহার কারণ এই যে, বলদেব ঋষিদিগের অনুরোধে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অধিকারী করেন। কিন্তু এ সমুদায় অভিপ্রায় যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। এই সকল কথা কত দূর প্রামাণিক তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, কিন্তু সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণ ও উগ্রশ্রবার পুরাণ-ব্যবসায়-বিষয়ক বৃত্তান্তের সহিত সূত সুমন্ত্রোক্ত পুরাণ-বিষয়ক উপাখ্যানের ঐক্য করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, পুরাণ-কথন সূত জাতির একটি ব্যবসায় ছিল। আর যদি ব্যাসদেব যথার্থই পুরাণ সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে শিক্ষা না দিয়া লোমহর্ষণকে সমর্পণ করিয়া থাকেন, তাহারও কারণ এই যে, লোমহর্ষণ পুরাণব্যবসায়ী সূতের সন্তান। সূত যে জাতি-বিশেষের নাম স্মৃতি ও পুরাণে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহা যে লোমহর্ষণের কৌলিক নাম, প্রকৃত নাম নয় তাহারও বিস্তর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথা চৈব সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।
বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষেঽভূৎ স্ববাঞ্ছয়া॥

কল্কিপুরাণ। ২৭ অধ্যায়।

সেইরূপ, সূত-পুত্র লোমহর্ষণ স্বেচ্ছানুসারে নৈমিষ ক্ষেত্রে বলরামের অস্ত্র দ্বারা হত হইয়াছিলেন।

---

* ১৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।

আজগাম মহাতেজা: সূতপুত্রো মহামতি:।
ব্যাসশিষ্য: পুরাণজ্ঞো রোমহর্ষণসংজ্ঞক:॥

নারসিংহ পুরাণ। প্রথম অধ্যায়।

সূত-পুত্র, ব্যাস-শিষ্য, মহামতি, মহাতেজস্বী, পৌরাণিক লোমহর্ষণ * আগমন করিলেন।

ব্যাসশিষ্যং সুখাসীনং সূতং বৈ রোমহর্ষণম্।
তং পপ্রচ্ছ ভরদ্বাজো মুনীনামগ্রতস্তদা॥

নৃসিংহ পুরাণ। প্রথম অধ্যায়

ব্যাস-শিষ্য সূত লোমহর্ষণ সচ্ছন্দে উপবিষ্ট হইলে, সর্ব্বাগ্রে ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই দুই বচন প্রমাণে লোমহর্ষণ সূতের পুত্র। তাঁহার নিজ নামও যে সূত ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধ আছে এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সবান্তে সূতমনঘং নৈমিষীয়া মহর্ষয়:।
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং পপ্রচ্ছ লোমহর্ষণম্॥
ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধে ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তম:।
ইতিহাসপুরাণার্থং ব্যাস: সম্যগুপাসিত:॥

কূর্ম্মপুরাণ। প্রথম অধ্যায়। ২ ও ৩ শ্লোক।

যজ্ঞ সাঙ্গ হইলে পর, নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ নিষ্পাপ শরীর সূত লোমহর্ষণকে পবিত্র পুরাণসংহিতা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামতি সূত! তুমি ইতিহাস পুরাণ শিক্ষার্থে পরম ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাস দেবের উপাসনা করিয়াছিলে।

লোমহর্ষণের ন্যায় তাঁহার পুত্র উগ্রশ্রবারও সূত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায় †।

---

* ইহাঁর নাম কোন কোন স্থানে লোমহর্ষণ এবং কোন কোন স্থানে রোমহর্ষণ বলিয়া লিখিত আছে।

† মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১ অধ্যায় ৯৩ শ্লোক, ৫ অধ্যায় ৪ শ্লোক, ৮ অধ্যায় ১, ১৭ অধ্যায় ১, ১৮ অধ্যায় ৩৩, ২৩ অধ্যায় ১, ৩৬ অধ্যায় ২, ৪০ অধ্যায় ৬, ৪২ অধ্যায় ২৩, ৪৪ অধ্যায় ১, ৪৫ অধ্যায় ১, ৪৬ অধ্যায় ১১, ৫০ অধ্যায় ৪১, ৫৮ অধ্যায় ২৭, আর ভাগবতের ১ স্কন্ধ ১ অধ্যায় ৫ শ্লোক, ১ স্কন্ধ ২ অধ্যায় ২ শ্লোক, ১ স্কন্ধ ৪ অধ্যায় ১ ও ২ শ্লোক, ৩ স্কন্ধ ২০ অধ্যায় ৮ শ্লোক ইত্যাদি।

শৌনক উবাচ।

সূত সূত মহাভাগ বদ নো বদতাং বর।
কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবান্ শুকঃ॥

ভাগবত। ১ স্কন্ধ। ৪ অধ্যায়। ২ শ্লোক।

শৌনক উগ্রশ্রবাকে কহিলেন সূত! তুমি অতি ভাগ্যবান্ এবং সদ্বক্তাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। ভগবান্ শুকদেব যে পবিত্র ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের সমীপে তাহা বর্ণন কর।

শৌনক উবাচ।

তস্মাৎ নাম যথা পূর্ব্বং সর্ব্বং তচ্ছ্রুতবানহম্।
যথা তু জাতো হ্যাস্তীক এতদিচ্ছামি বেদিতুম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সূতঃ প্রোবাচ শাস্ত্রতঃ॥

মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ৪০ অধ্যায়। ৬ শ্লোক।

শৌনক কহিলেন, তুমি যাহা যাহা কহিলে, সমুদায় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আস্তীকের জন্ম-বৃত্তান্ত জানিতে অভিলাষ হইয়াছে। সূত উগ্রশ্রবা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে লাগিলেন।

কূর্ম্ম পুরাণে লিখিত আছে, সূত বংশোদ্ভব লোমহর্ষণ কহিতেছেন,

মদন্বয়ে চ যে সূতাঃ সম্ভূতা বেদবর্জ্জিতাঃ।
তেষাং পুরাণবক্তৃত্বং বৃত্তিরাসীদজাজ্ঞয়া॥

কূর্ম্মপুরাণ। ১২ অধ্যায়। ৩৮ ও ৩৯ শ্লোক।

আমার বংশে যে সকল সূতের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাঁহাদের বেদে অধিকার ছিল না; তাঁহারা ভগবানের আজ্ঞানুসারে পুরাণ ব্যবসায় করিতেন।

অতএব, কেবল সূত নামক ব্যক্তি-বিশেষ পুরাণ-বক্তা ছিলেন এ কথা কোন ক্রমেই প্রামাণিক নয়। প্রত্যুত, পুরাণ-কথন সূত নামক জাতি-বিশেষের ব্যবসায় ছিল, ইহাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তি সিদ্ধ। সুমন্ত্র, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা ইহাঁরা সূত-কুলোদ্ভব, অতএব পৌরাণিক ছিলেন। ইহাঁরা কি প্রকার পুরাণ ব্যবসায় করিতেন, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। পুরাণে সূত জাতির যেরূপ

বৃত্তি নিরূপিত আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রথম প্রকার পুরাণের স্বরূপ ও তাৎপর্য্যার্থ অবশ্যই কিছু না কিছু জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

তস্য বৈ জাতমাত্রস্য যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ॥
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ।
প্রোক্তৌ তদা মুনিবরৈস্তাবুভৌ সূতমাগধৌ॥
স্তূয়তামেষ নৃপতিঃ পৃথুর্ব্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্।
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ম্॥

বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ। ১৩ অধ্যায়। ৫০—৫৩ শ্লোক।

সদ্যোজাত পৃথু রাজার শুভ যজ্ঞে সোমাভিষব-ভূমিতে ভূপতির জন্মদিবসেই সূতের উৎপত্তি হইল এবং জ্ঞানবান্ মাগধও সেই মহাযজ্ঞে উৎপন্ন হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই যজ্ঞের দেবতা। তখন মুনি সকলে তাঁহাদের উভয়কে কহিলেন, তোমরা এই বেণ-তনয় পৃথু রাজার স্তুতি কর, ইহাই তোমাদের যথার্থ কার্য্য এবং ইনি তোমাদের স্তুতির উপযুক্ত পাত্র।

তে ঊচুঋষয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
তৈর্নিযুক্তৌ সুকর্ম্মাণি পৃথোর্যানি মহাত্মনঃ।
তুষ্টুবুস্তানি সর্ব্বাণি আশীর্ব্বাদাংস্ততঃ পরান্॥

বহ্নিপুরাণ পৃথুর উপাখ্যান নামক অধ্যায়।

সেই ঋষিগণ সূত ও মগধকে কহিলেন, তোমরা এই ভূপতির স্তব কর। সূত ও মাগধ তাঁহাদের কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া মহাত্মা পৃথুর সৎকীর্ত্তি সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া তদীয় কল্যাণ কামনা করিলেন।

বায়ু ও পদ্মপুরাণেও সূতের এই প্রকার বৃত্তান্ত আছে। এই দুই পুরাণে লিখিত আছে, সূতের দুই প্রকার বৃত্তি নিরূপিত ছিল; পুরাণ-কীর্ত্তন ও ক্ষত্রিয়-কর্ম্ম *। রামায়ণ ও মহাভারতেও তাহাদের সারথ্য কর্ম্ম ও রাজবংশের

* যত্র ক্ষত্রাৎ সমভবৎ ব্রাহ্মণ্যা স স্বযোনিতঃ।
পূর্ব্বেণৈব তু সাধর্ম্যাদ্বিহিতস্তস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

যশোবর্ণন এই উভয় বৃত্তি থাকিবার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় *। এইরূপে তাহাদেরই কর্তৃক রাজ-বংশাবলি-বিবরণ ও তৎসংক্রান্ত কিছু কিছু পুরাবৃত্ত রক্ষিত হইয়া পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ হয়। রামায়ণের অন্তর্গত সুমন্ত্রোক্ত পৌরাণিক কথা তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। আর মহাভারতের অনেক স্থানে বংশ-বিশেষের কীর্ত্তনই যে পুরাণ বলিয়া লিখিত আছে তাহারও এই কারণ।

মহর্ষি শৌনক কহিলেন,

पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्।
कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रुतपूर्व्वाः पितुस्तव॥

মহাভারত। আদি পর্ব্ব। পঞ্চমাধ্যায়। ২ শ্লোক।

পুরাণে সমুদায় মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের আদি-বংশের বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে আমরা তোমার পিতার সন্নিধানে সে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছি।

मध्यमो ह्येष सूतस्य धर्म्मः क्षत्रोपजीविनः।
पुराणेष्वधिकारो मे दृष्टितो ब्राह्मणैरिह॥

সৃষ্টিখণ্ড। প্রথমাধ্যায়।

* पठन्ति पाणिस्वनिका मागधा मधुपर्किकाः।
वैतालिकाश्च सूताश्च तुष्टुवुः पुरुषर्षभम्॥

মহাভারত। দ্রোণপর্ব্ব। ৮২ অধ্যায়। ২ শ্লোক

तं शब्दं तुमुलं श्रुत्वा द्रौणी यन्तारमब्रवीत्।
एष सूत रथी क्रुद्धः सात्वतानां महारथः॥
दारयन् बहुधा सैन्यं रणे चरति कालवत्।
यत्रैष शब्दस्तुमुलस्तत्र सूत रथं नय॥

দ্রোণপর্ব্ব। ১২১ অধ্যায়। ৪৭—৪৮ শ্লোক

उपस्थितैर्म्मागधसूतवन्दिभिस्तथैव वैतालिकसौख्यशायिकैः।
अभिष्टवद्भिर्गुणतो नृपात्मजं समावृतं द्वारपथं ददर्श सः॥

(গোরেশিও প্রকাশিত) রামায়ণ ২। ১২ ৩৬

ভারত-বক্তা উগ্রশ্রবা কহিলেন,

ইমং বংশমহং পূর্ব্বং ভার্গবন্তে মহামুনে।
নিগদামি যথাযুক্তং পুরাণাশ্রয়সংযুতম্॥

আদি পর্ব্ব। পঞ্চমাধ্যায়। ৬ ও ৭ শ্লোক।

মহামুনি! পুরাণে এই পুরাতন ভৃগু-বংশের যেরূপ বৃত্তান্ত আছে, আমি তাহা যথোপযুক্ত বর্ণন করি।

মহাভারতের আদি পর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে, পুরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নিষধাধিপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শ্রুতি ইত্যাদি সহস্র সহস্র নরপতির কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া ও আর্জব বিদ্যাবান্ সৎকবিগণ কর্ত্তৃক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে *। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে সূত জাতির যেরূপ বৃত্তি নিরূপিত ছিল এবং রামায়ণে ও মহাভারতের স্থানে স্থানে যে প্রকার উপাখ্যান পৌরাণিক কথা বলিয়া লিখিত আছে, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতীতি হইতেছে, প্রথমে বংশ-বিশেষের যশোবর্ণনা এবং তাহার আনুষঙ্গিক কোন কোন পুরাতন কথা কীর্ত্তন করা সূত জাতির এক প্রকার ব্যবসায় ছিল।

এক্ষণে বেদ-শাস্ত্রের যেরূপ বিভাগ ও শৃঙ্খলা প্রচলিত আছে, তাহা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমুদায় অষ্টাদশ পুরাণ ও সমগ্র মহাভারত তাঁহারই প্রণীত বলিয়া বিখ্যাত আছে। কিন্তু রচনা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতামত প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের এত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত পুরাণ এক জনের রচিত বলিয়া কোন ক্রমেই স্বীকার করা যায় না। ফলতঃ এক্ষণকার অষ্টাদশ পুরাণের এক পুরাণও যে বেদব্যাসের রচিত নয়, তাহা পশ্চাৎ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে। মহাভারত

* আদিপর্ব্ব। ১ অধ্যায়। ২২৫—২৩১ শ্লোক।

যে এক জনের বিরচিত নয় ইহা ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচনাকর্ত্তা এ প্রবাদও যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, পুরাণের মধ্যেই তাহার নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ-সংহিতা প্রস্তুত করিয়া সূত-কুলোদ্ভব লোমহর্ষণকে প্রদান করেন, এবং লোমহর্ষণ তাহা স্বীয় শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। বিষ্ণু, ভাগবত ও আগ্নেয় পুরাণে এই কথাটি সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। এস্থলে বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः।
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः॥
प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत् सूतो वै लोमहर्षणः।
पुराणसंहितां तस्मै ददौ व्यासो महामुनिः॥
सुमतिश्चाग्निवर्च्चाश्च मित्रायुः शांशपायनः।
अकृतव्रणोऽथ सावर्णिः षट् शिष्यास्तस्य चाभवन्॥
काश्यपः संहिताकर्त्ता सावर्णिः शांशपायनः।
लौमहर्षणिका चान्या तिसृणां मूलसंहिता॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৩ অংশ। ৬ অধ্যায়। ১৬—১৯ শ্লোক।

পুরাণার্থবিৎ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি লইয়া একখানি পুরাণ-সংহিতা রচনা পূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণকে প্রদান করিলেন। সুমতি, অগ্নিবর্চ্চাঃ মিত্রায়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি নামে তাঁহার ছয় শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে কাশ্যপ, সাবর্ণি, শাংশপায়ন ইহাঁরা এক একখানি পুরাণসংহিতা করেন। লোমহর্ষণ লৌমহর্ষণিকা নামে যে সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই এ তিনের মূল।

ভাগবতোক্ত পুরাণ-সঙ্কলন-বিষয়ক উপাখ্যানও প্রায় এইরূপ। শ্রীধর স্বামী তাহার টীকায় এই প্রকার লিখিয়াছেন যে, বেদব্যাস ছয়খানি পুরাণসংহিতা প্রস্তুত করিয়া লোমহর্ষণকে প্রদান করেন, লোমহর্ষণ তাহা ত্র্যারুণি প্রভৃতি ছয় শিষ্যকে অধ্যয়ন করান এবং উগ্রশ্রবা তাঁহাদের নিকট ঐ

ছয়খানি সংহিতাই শিক্ষা করেন *। বেদব্যাস এক, কি চারি, কি ছয়খানি সংহিতা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাহা বিবেচিত হইবে।

উল্লিখিত পুরাণ-সঙ্কলন বিষয়ক উপাখ্যানের সমুদায় কথা যথার্থ কি না, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা সুকঠিন বটে, কিন্তু কোন সময়ের পণ্ডিতেরা যে বেদব্যাসকে কেবল একখানি পুরাণসংহিতার কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার অষ্টাদশ পুরাণ রচনা বিষয়ক উপাখ্যান যে তাহার বহুকাল পরে কল্পিত হয়, ইহা পূর্ব্বোক্ত বচন-দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। তিনি যে ছয়খানি সংহিতা করিয়াছিলেন, ইহা কোন পুরাণে লিখিত নাই †। বরং বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত বচনে স্পষ্ট লিখিত আছে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ-সংহিতা করিয়া লোমহর্ষণকে প্রদান করেন। লোমহর্ষণ তদনুযায়ী একখানি

---

* प्रथमं व्यासः षट् संहिताः कृत्वा मत्पित्रे रोमहर्षणाय प्रादात् तस्य च मुखादेते त्र्यारुण्यादयः एकैकां संहितामधीयन्त एतेषां षण्णां शिष्योऽहं ताः सर्व्वाः समधीतवान्।

১২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের টীকা।

† বিষ্ণুপুরাণের বচন পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ভাগবত ও অগ্নিপুরাণের তদ্বিষয়ক বচন পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে।

त्र्यारुणिः काश्यपश्च सावर्णिरकृतव्रणः।
वैशम्पायनहारीतौ षड् वै पौराणिका इमे॥
अधीयन्त व्यासशिष्यात् संहितां मत्पितुर्मुखात्।
एकैकामहमेतेषां शिष्यः सर्व्वाः समध्यगाम्॥
काश्यपोऽहञ्च सावर्णी रामशिष्योऽकृतव्रणः।
अधीमहि व्यासशिष्याच्चत्वारो मूलसंहिताः॥

ভাগবত। ১২ স্কন্ধ। ৭ অধ্যায়। ৫—৬ শ্লোক।

प्राप्य व्यासात् पुराणादि सूतो वै लोमहर्षणः।
सुमतिश्चाग्निवर्च्चाश्च मित्रायुः शांशपायनः॥
कृतव्रतोऽथ सावर्णिः शिष्यास्तस्य चाभवन्।
शांशपायनादयश्चक्रुः पुराणानान्तु संहिताः॥

অগ্নিপুরাণ।

সংহিতা রচনা করেন এবং তদীয় শিষ্য কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন তদ্দৃষ্টে এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিয়া যান।

অধুনাতন পণ্ডিতেরা সকলেই সমুদায় অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করেন, অতএব ব্যাস-কর্তৃক একমাত্র পুরাণ-সঙ্কলন বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বচন তাঁহাদের মতের বিরোধী বিনা কখনও পোষক হইতে পারে না; সুতরাং ঐ বচন তাঁহাদের কর্তৃক কল্পিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নয়। যাঁহারা ভাগবত, আগ্নেয় ও বিষ্ণুপুরাণ সঙ্কলন পূর্ব্বক বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কর্তৃক ঐ কথা কল্পিত হইবার নহে। একারণ ঐ উপাখ্যানটি কোনক্রমেই আধুনিক বোধ হয় না এবং উহা যেস্থলে যেরূপে বর্ণিত আছে, তাহাতে নিতান্ত অমূলকও জ্ঞান হয় না। বোধ হয়, পুরাতন গ্রন্থ-বিশেষে লিখিত ছিল, পরে অধুনাতন পুরাণকর্ত্তারা স্ব স্ব গ্রন্থে উহা উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছেন। যিনি বেদ সমুদায় সংগ্রহ ও বিভাগ করেন, তাঁহার পুরাণ ও ইতিহাস সঙ্কলন করিতেও প্রবৃত্তি হইলে হইতে পারে। সে সময়ে সূতেরা যে সমস্ত পরম্পরাগত পুরাতন ব্যাপার কীর্ত্তন করিত, তিনি তাহা সঙ্কলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিবেন ইহা অসম্ভব নয়। যাহা হউক, এক সময়ে একখানি মাত্র পুরাণ প্রচলিত ছিল. উল্লিখিত বচনে ইহাই প্রদর্শন করিতেছে।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত ঐ পুরাণ-সংহিতা কিরূপ ছিল, তাহা এতদিন পরে নিরূপণ করা একরূপ অসাধ্য বলিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণকর্ত্তা লিখিয়াছেন, বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, কল্পশুদ্ধি এই চারি বিষয় লইয়া পুরাণ-সংহিতা প্রস্তুত করেন। ঐ পুরাণের টীকাকার লেখেন, স্বয়ং দৃষ্টি করিয়া যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে তাহার নাম আখ্যান, পরম্পরা শ্রুত কথার নাম উপাখ্যান, পিতৃ-বিষয়ক ও পৃথ্বী-বিষয়ক গীত ও অন্যান্য কোন কোন গীতের নাম গাথা এবং শ্রাদ্ধ-কল্পাদি নিরূপণের নাম কল্পশুদ্ধি *। বেদব্যাস পুরাণ-সংহিতা

* स्वयं दृष्टार्थकथनं प्राहुराख्यानकं बुधाः।
श्रुतस्यार्थस्य कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते॥
गाथास्तु पितृपृथ्वीप्रभृतिगीतयः।
कल्पशुद्धिः श्राद्धकल्पादिनिर्णयः॥

প্রস্তুত করুন বা নাই করুন, যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত পুরাণ-সঙ্কলন-বিষয়ক আখ্যানটি রচিত হইয়াছিল, সে সময়ের প্রচলিত পুরাণ এইরূপ ছিল বলিতে হয়।

বহুকাল পূর্ব্বে পুরাণের এইরূপ অবস্থা থাকা সম্যক্ সম্ভব, কিন্তু তাহার পরেই যে অধুনাতন পুরাণ সমুদায় সঙ্কলিত হইয়াছে এমনও নয়। পুরাণ সমুদায় ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাতে কালে কালে নূতন নূতন বিষয় বিনিবেশিত হইয়াছে। অমরসিংহ অমরকোষে লিখিয়াছেন, পুরাণের পাঁচ লক্ষণ, "পুরাণং পঞ্চলক্ষণং।" সেই পাঁচ লক্ষণ কি কি, তাহা ঐ গ্রন্থের টীকাকারেরা সকলেই সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন।

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोमन्वन्तराणि च।
वंशानुचरितञ्चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

এই বচন-প্রমাণে প্রতীতি হইতেছে, অমরসিংহের সময়ে যে সমস্ত পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহাতে সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি*, বংশ-বিবরণ, মন্বন্তর-বর্ণনা এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদের চরিত্র-বিষয়ের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ করা ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কথন, দেবার্চ্চনা, দেবোৎসব ও ব্রত-নিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র †। যদি ধর্ম্মোপদেশ-দান ইদানীন্তন প্রচলিত পুরাণের ন্যায় পূর্ব্বতন

---

* ভাগবতের এক স্থলে সৃষ্টি ও প্রতিসৃষ্টি সর্গ ও বিসর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বর কর্তৃক পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, রূপ রসাদি গুণ-সমগ্র ও ইন্দ্রিয়াদি-সৃষ্টির নাম সর্গ এবং ব্রহ্মা কর্তৃক চরাচর-সৃষ্টির নাম বিসর্গ।

भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः।
ब्रह्मणो गुणवैषम्याद्विसर्गः पौरुषः स्मृतः॥

ভাগবত।২।১০।৩।

গুণ-ত্রয়ের বৈষম্যাবস্থা প্রযুক্ত পরমেশ্বর কর্তৃক পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সমূহ, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের যে সৃষ্টি, তাহার নাম সর্গ। পৌরুষ সৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক চরাচর-সৃষ্টি) বিসর্গ বলিয়া উক্ত হয়।

† তবে সকল পুরাণ সমান নয়। বিষ্ণু ও বায়ু-পুরাণে ঐ পঞ্চ লক্ষণের প্রায় সমুদায় বাহুল্য ভাগ আছে। কিন্তু তদ্ভিন্ন অনেকানেক নূতন বিষয়ও তাহাতে বিনিবেশিত হই-

পুরাণেরও উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা সূত জাতির ব্যবসায় না হইয়া অধুনাতন ব্রাহ্মণ কথকের ন্যায় ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ-বর্ণেরই বৃত্তি-বিশেষ বলিয়া ব্যবস্থিত হইত। ঋষি মুনি ও অপর সাধারণ ব্রাহ্মণগণকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া সূতাদি নিকৃষ্ট জাতির ব্যবসায় হওয়া কদাচ সম্ভব নয়। অতএব অমরসিংহের সময়ে, অর্থাৎ ন্যূনাধিক ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পুরাণ প্রচারিত ছিল, তাহার সহিত অধুনাতন পুরাণ সমুদায়ের আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে হয়, এই সকল পুরাণ অমরসিংহের পরে সঙ্কলিত হইয়াছে, অথবা তাঁহার উল্লিখিত পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমুদায় এত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাতে এত নূতন নূতন প্রস্তাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, সে সকলকে এক প্রকার নূতন সঙ্কলিত বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে মহাপুরাণ দশাধিক লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া লিখিত আছে। তন্মধ্যে শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তন একটি লক্ষণ ও অন্যান্য দেবতাদির বর্ণনা অপর একটি লক্ষণ। * শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন ও মাহাত্ম্য-বর্ণন করা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ-কর্ত্তার উদ্দেশ্য। তাঁহার কৃত ও অন্য কর্ত্তৃক বিরচিত সমুদায় প্রচলিত পুরাণ অমর-লিখিত পঞ্চ লক্ষণের অনুযায়ী নয় দেখিয়া, তাঁহাকে উল্লিখিত দশবিধ

য়াছে। অপরাপর অনেক পুরাণে ঐ পঞ্চ লক্ষণের অল্পই নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার পরিবর্ত্তে দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও ব্রতনিয়মাদি অন্যান্য পারমার্থিক বিষয় সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

* सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोमन्वन्तराणि च।
वंशानुचरितं विप्र पुराणं पञ्चलक्षणम्॥
एतदुपपुराणानां लक्षणञ्च विदुर्व्वुधाः।
महताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि ते॥
सृष्टिश्चापि विसृष्टिश्च स्थितिस्तेषाञ्च पालनम्।
कर्म्मणां वासना वार्त्ता मनूनाञ्च क्रमेण च॥
वर्णनं प्रलयानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम्।
उत्कीर्त्तनं हरेरेव देवानाञ्च पृथक् पृथक्॥
दशाधिकं लक्षणञ्च महतां परिकीर्त्तितम्।
संख्यानञ्च पुराणानां निबोध कथयामि ते॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ড। ১৩২ অধ্যায়।

লক্ষণ কল্পনা করিতে হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই *। যে ব্যক্তি যে গ্রন্থ রচনা করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই সে গ্রন্থের তদনুযায়ী লক্ষণ করিয়া থাকে। অতএব তাঁহার কৃত লক্ষণ দ্বারা সে গ্রন্থের প্রামাণ্য ও প্রাচীনত্ব অবধারণ করা যায় না। অমরসিংহ এক জন অভিধানকর্ত্তা ; পুরাণের লক্ষণ কল্পনা করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ও সম্ভাবিত নয়। করিলে, তাঁহার পক্ষে অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার নাই। তাঁহার সময়ে যে প্রকার পুরাণ প্রচলিত ছিল, তিনি তাহারই তদনুযায়ী লক্ষণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যদি পূর্ব্বে পুরাণের ঐ পঞ্চ লক্ষণ সর্ব্ববাদি-সম্মত না হইত, তবে অধুনাতন পুরাণকর্ত্তারা তাহার প্রতিবাদ করিতে ক্রটি করিতেন না। প্রত্যুত, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি কয়েক পুরাণে ঐ পঞ্চ লক্ষণ উদ্ধৃত বা উল্লিখিত হইয়াছে †। অতএব অধুনাতন পুরাণ সকল সঙ্কলিত বা রচিত হইবার পূর্ব্বকার পুরাণ সমুদয় পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত অনুরূপ পুরাণ ছিল এরূপ মীমাংসা করা কোন মতেই যুক্তি-বিরুদ্ধ নয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকর্ত্তা স্বপ্রণীত পুরাণানুযায়ী লক্ষণ কল্পনা করিলেন এবং পূর্ব্ব পরম্পরা ক্রমে পুরাণের যে পঞ্চ লক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কোন প্রকার মীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এইরূপ একটি কল্পিত কথা লিখিলেন যে, উপপুরাণ সকল পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত,আর মহাপুরাণ সকল দশাধিক-লক্ষণযুক্ত। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ উপপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে,তাহা অমরকোষোক্ত পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, অমরসিংহের সময়ে যে সে সকল রচিত হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। উপপুরাণ সমুদায় যে উল্লিখিতরূপ পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত নয়, পাঠ করিয়া দেখিলেই তাহা অক্লেশে জানিতে পারা যায়। পুরাণে ঐ পঞ্চলক্ষণের যাহা কিছু আছে, উপপুরাণে তাহাও নাই। এস্থলে সে বিষয়ের দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। একখানি উপপুরাণের

---

* ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে পুরাণের যে দশ লক্ষণ লিখিত আছে, বিশেষতঃ শ্রীধর স্বামী তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত দশবিধ লক্ষণের তুল্য, কিন্তু তাদৃশ সুস্পষ্ট নয়।

† দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥
ভাগবত। ১২ স্কন্ধ। ৭ অধ্যায় ৯ শ্লোক।

নাম কালিকাপুরাণ। তাহার চতুর্থ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত শিবের বিবাহ-মন্ত্রণা, সতীর জন্ম-কথন, সতীর শিবারাধনা ও শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে শিবের সহিত সতীর কৈলাস-গমন ও তাঁহাদিগের নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক-বর্ণন, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সেই যজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগ, সতী-শোকে শিবের বিলাপ ও উন্মাদ, সতীর মৃত দেহ খণ্ডন দ্বারা পীঠস্থানের উৎপত্তি ও কাম-রূপাদি ঐ সমস্ত তীর্থ-ভূমির মাহাত্ম্য-বিবরণ, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে শিবের তপস্যা-বলম্বন, ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক মায়ার স্তুতি এবং জগৎ-প্রপঞ্চের অসারত্ব চিন্তা করিয়া সার বস্তুতে শিবের চিত্তার্পণ, বত্রিশ অধ্যায় হইতে সাঁইত্রিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতার-প্রস্তাব ইত্যাদি শিব, শক্তি ও অন্যান্য দেবতা-প্রসঙ্গেই এই উপপুরাণ পরিপূর্ণ। কল্কি নামে একখানি উপপুরাণের অধিকাংশ বিষ্ণ্বতরণ, কল্কিরূপী বিষ্ণুর জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, শিব-স্তোত্র, শিব-সমীপে অশ্ব-করবালাদি-প্রাপ্তি এবং বৌদ্ধ, জৈন, ম্লেচ্ছাদির সহিত যুদ্ধ, রাম, পরশুরাম ও কৃষ্ণাবতার-কীর্ত্তন, হরিভক্তির লক্ষণ ইত্যাদি দেব-চরিত ও দেব-ভক্তিরই বিবরণ মাত্র। অপর একখানি উপপুরাণের নাম শিবপুরাণ। তাহা শিব ও শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য ও পূজা-প্রকরণ, নানাপ্রকার শিব-মূর্ত্তি ও শিবোপাখ্যান, শিব-তীর্থ ও যোগ-সাধন ইত্যাদি শিব-মহিমা ও শিবোপাসনা-সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা বই আর কিছুই নয় *।

এক্ষণে এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, পুরাণের ঐ পৃথক্ পৃথক্ দুই লক্ষণ দ্বারা তাহার দুই সময়ের অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। সৃষ্টি-বিবরণ ও বংশ-বর্ণনা পূর্ব্বকার পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল, আর এক্ষণকার দশ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারের বিবরণে পরিপূর্ণ। প্রচলিত পুরাণ সমুদায় যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচার উদ্দেশেই বিরচিত, তদীয় বিভাগ-কল্পনাতেও তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে। কতকগুলি বিষ্ণুপ্রধান, কতকগুলি শক্তি-প্রধান ও অপর কতকগুলি শিব-

* নরসিংহাদি দুই একখানি উপপুরাণ অনেকাংশে মহাপুরাণের সদৃশ বলিতে পারা যায়।

প্রধান। এখন না অমর-লিখিত পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত পুরাণই বিদ্যমান আছে, না বিষ্ণুপুরাণোক্ত সংহিতাই কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে *, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, কল্পসূত্র, রামায়ণ, মনুসংহিতা প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাচীনতর গ্রন্থে পুরাণ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার কোন স্থানে পুরাণের সংখ্যা নিরূপিত নাই †। তাহাতে আবার বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে, বেদব্যাস একখানি মাত্র পুরাণসংহিতা প্রস্তুত করেন। অতএব পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতে হইতেছে, তিনি অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ প্রস্তুত করেন এ কথাটি কোনরূপেই সমধিক প্রাচীন নয়। ঐ সমুদায়ের রচনা-সম্পত্তিতে বেদব্যাসের অংশ লক্ষিত হয় না। ঐ অষ্টাদশই যে পুরাণ ও উপপুরাণ সংখ্যার শেষসীমা তাহাও নয়। বর্ত্তমান উপাসক-সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি বা প্রাচুর্ভাব সহকারে তদীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে। পশ্চাৎ, বিদ্যমান পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায়ের নামোল্লেখ করা যাইতেছে, পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে ক্রমশঃ উভয়ের প্রত্যেকের সংখ্যা অষ্টাদশ অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

পুরাণ।

১ বিষ্ণুপুরাণ।	৬ বারাহ॥	১১ ভবিষ্য।	১৬ অগ্নি।
২ ভাগবত।	৭ ব্রাহ্ম।	১২ বামন॥	১৭ মৎস্য।
৩ নারদীয়।	৮ ব্রহ্মাণ্ড।	১৩ শিব বা বায়ু।	১৮ কূর্ম্ম॥
৪ গরুড়।	৯ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।	১৪ লিঙ্গ।	১৯ দেবীভাগবত।
৫ পদ্ম।	১০ মার্কণ্ডেয়।	১৫ স্কন্দ।	২০ বহ্নি।
			২১ পূর্ব্বতন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

---

* ১৮৯ পৃষ্ঠা।

† ফলতঃ সে সমস্ত প্রাচীন পুরাণ অন্তরূপ; তাহা এখন আর স্বতন্ত্র বিদ্যমান নাই। কত সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও কল্পসূত্রে পুরাণ, ইতিহাস, নারাশংসী, আখ্যান, পুরাণ-বেদ, ইতিহাস-বেদ, সর্প-বেদ, পিশাচ-বেদ, অসুর-বেদ* প্রভৃতি যে সমস্ত বিভিন্ন শাস্ত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখন আর তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে এমন বোধ হয় না। যদি সে সমুদায় অপর গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, তাহাও সুস্পষ্ট পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

---

* এই শেষোক্ত তিনটি সংজ্ঞা গোপথ ব্রাহ্মণে (১।১০।) দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পুরাণ-নামাবলি অনুসারে, পুরাণের সংখ্যা একবিংশতি হয়। অগ্নি ও বহ্নি এই দুইটি এক পর্য্যায়ের শব্দ ; কিন্তু অগ্নিপুরাণ ও বহ্নিপুরাণ দুইখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ। পশ্চাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-রচনার সময়-বিবেচনা-স্থলে পূর্ব্ব-কার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বিষয় লিখিত হইবে। তদ্ভিন্ন, কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ স্কন্দপুরাণের খণ্ড-বিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; যেমন কাশীখণ্ড, উৎকলখণ্ড, কুমারিকাখণ্ড, ভীমখণ্ড, রেবাখণ্ড ইত্যাদি। স্বতন্ত্র স্কন্দপুরাণ বিদ্যমান নাই। পুরাণ অষ্টাদশ এই সংখ্যাটি নিরূপিত হইবার উত্তরকালে, স্বমতানুযায়ী ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচার উদ্দেশে, ঐ সমস্ত পুরাণ অর্থাৎ দেবতা-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক বিরচিত ও স্কন্দপুরাণের খণ্ড-বিশেষ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এইরূপই অনুমান-সিদ্ধ বোধ হয়। কেবল খণ্ড নয়; মাহাত্ম্য নামে স্তূপাকার গ্রন্থ ব্যাস-প্রণীত বিশেষ বিশেষ পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে; যেমন ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত অগ্নীশ্বরমাহাত্ম্য, অঞ্জনাদ্রিমাহাত্ম্য, অনন্তশয়ন-মাহাত্ম্য, অদিপুরমাহাত্ম্য, অর্জ্জুনপুরমাহাত্ম্য, কঠোরাগিরিমাহাত্ম্য ও তুঙ্গ-ভদ্রামাহাত্ম্য; অগ্নিপুরাণের অন্তর্ভূত বলিয়া প্রচারিত অর্জ্জুনপুরমাহাত্ম্য ও কাবেরীমাহাত্ম্য; স্কন্দপুরাণের অংশ-বিশেষ বলিয়া উল্লিখিত ইন্দ্রাবতারক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, কদম্ববনমাহাত্ম্য, কমলালয়মাহাত্ম্য, কলসক্ষেত্রমাহাত্ম্য, কান্তেশ্বর-মাহাত্ম্য, কার্ত্তিকমাহাত্ম্য, কুমারক্ষেত্রমাহাত্ম্য, কৃষ্ণমাহাত্ম্য, গোকর্ণমাহাত্ম্য, চিদম্বরমাহাত্ম্য, ঐরাবতক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও ক্ষীরিণিবনমাহাত্ম্য; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় বলিয়া প্রকাশিত গরুড়াচলমাহাত্ম্য, ঘটিকাচলমাহাত্ম্য, আদিরত্নেশ্বরমাহাত্ম্য, তাপসতীর্থমাহাত্ম্য ইত্যাদি। এইরূপ শতাতিরিক্ত বহুসংখ্যক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে *। কিন্তু এই সমুদায় কখন কোন পুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল না এবং এখনও নাই। দেবীভাগবত ও রেবাখণ্ড প্রত্যেকে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম লিখিত আছে। কিন্তু ঐ উভয়ে কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ উভয় ঐক্য করিয়া নিম্ন-লিখিত নামগুলি সংগৃহীত হইল।

* H. H. Wilson's Mackenzie Collection, 1828, vol. I., pp. 61—91.

উপপুরাণ।

১ সনৎকুমার।	৭ মানব।	১৫ আদিত্য।
২ নরসিংহ বা নৃসিংহ।	৮ ঔশনস।	১৬ মাহেশ্বর।
৩ নারদীয় বা বৃহন্নারদীয়।	৯ বারুণ।	১৭ ভার্গব বা ভাগবত।
৪ শিব।	১০ কালিকা।	১৮ বাশিষ্ঠ।
৫ দুর্বাসস।	১১ শাম্ব।	১৯ ভবিষ্য।
৬ কাপিল।	১২ নন্দি বা নন্দা।	২০ ব্রহ্মাণ্ড।
	১৩ সৌর।	২১ কৌর্ম্ম *।
	১৪ পারাশর।	

ইহা ভিন্ন, ২২ আদি, ২৩ মুদ্গল †, ২৪ কল্কি, ২৫ ভবিষ্যোত্তর ও ২৬ বৃহদ্ধর্ম্ম নামে আর কয়েকখানি উপপুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বেদব্যাস অষ্টাদশ উপপুরাণ করেন এই প্রবাদ প্রচলিত হইবার পরেও অনেকগুলি উপপুরাণ রচিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রতিপাদনই যে প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য, শিবপুরাণ, শৈবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, ভাগবত, দেবীভাগবত প্রভৃতি নামেতেই তাহার স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। বিশেষ বিশেষ পুরাণ বিশেষ বিশেষ দেবতার বিশিষ্টরূপ মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক। বিষ্ণুভাগবতাদি বিষ্ণু-প্রধান ও মৎস্য কূর্ম্ম লিঙ্গাদি শিব-প্রধান। মার্কণ্ডেয়াদি কতকগুলি পুরাণে শক্তি-মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত আছে ‡। পদ্মপুরাণকর্ত্তা অষ্টাদশ পুরাণ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। বিষ্ণু-প্রধান পুরাণগুলি সাত্ত্বিক এবং শিবপ্রধানগুলি তামসিক। তিনি এই শেষোক্ত গুলিকে কেবল

---

* ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত, ভবিষ্য, কৌর্ম্ম এ গুলি মহাপুরাণ, অথচ আবার উপপুরাণের নামাবলীর মধ্যেও সন্নিবিষ্ট দেখা যাইতেছে। অতএব এ বিষয়ে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়া রহিয়াছে।

† Mackenzie Collection by H. H. Wilson, 1828, vol. I., p. 50.

‡ ব্রাহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন এই পুরাণগুলির নাম রাজস পুরাণ। এই সমুদায়ে কেবল শক্তি-মাহাত্ম্য নয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি চারি দেবতারই মাহাত্ম্য বর্ণন আছে।

তামস বলিয়া নিরস্ত হন নাই, সে সমুদায়কে নরক-সাধন বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন।

নশ্যৈব নামমাত্রেৰি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ।

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের ৪৩ অধ্যায়ের বচন।

প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় যদি অমরকোষে লিখিত পঞ্চলক্ষণা-ক্রান্ত না হইল, তবে উহার উত্তরকালীন গ্রন্থ তাহার সন্দেহ নাই। ঐ অভিধানকর্ত্তা অমরসিংহের সময় নিরূপিত হইলেই, ঐ সমস্ত পুরাণ ও উপ-পুরাণের রচনা-কালের এরূপ একটি পূর্ব্বসীমা নির্দ্ধারিত হইবে যে, ঐ সমুদায় তাহার পরে ব্যতিরেকে কোনরূপেই পূর্ব্বে রচিত হওয়া সম্ভব ও সঙ্গত নয়।

বুদ্ধগয়ার একটি বিহারে অর্থাৎ বৌদ্ধ দেবালয়ে খোদিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের নয় জন সভাসদ ছিলেন; তাঁহারা নবরত্ন বলিয়া বিখ্যাত; অমরদেব সেই নবরত্নের এক রত্ন; তিনি একটি অসাধারণ বুদ্ধিশালী প্রধান পণ্ডিত এবং মহারাজের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ও প্রিয়পাত্র; তিনি এই বিহার প্রস্তুত করেন *। যখন তিনি নবরত্নের এক রত্ন বলিয়া লিখিত হইয়াছেন, তখন তিনিই অভিধানকর্ত্তা অমরসিংহ †। উল্লিখিত লিপি-রচয়িতা লিখিয়াছেন অমরদেবই যে এই বুদ্ধ-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন এই কথা পণ্ডিতগণকে জানাই-বার উদ্দেশে,আমি প্রস্তরোপরি ১০০৫ দশশত পাঁচ সম্বতের(অর্থাৎ ৯৪৮ নয়শত আটচল্লিশ খৃষ্টাব্দের) চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থী শুক্রবারে এই পত্র খোদিত করিলাম ‡। অতএব অমরসিংহ ঐ সময়ের পূর্ব্বতন লোক উহা নিঃসংশয় অবধারিত হইতেছে। শ্রীমান্ কনিংহেম্ বুদ্ধগয়ার ঐ বিহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ¶, চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্থ্সঙ্ ৬২৮ ছয়শত আটাশ খৃষ্টাব্দের পর ও ৬৪৩ ছয়শত তেতাল্লিশ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উক্ত বিহারই

* Asiatic Researches, vol. I., p. 286.

† অভিধানকর্ত্তা অমরসিংহ যে বৌদ্ধ ছিলেন, অমরকোষের উপক্রমেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

‡ Asiatic Researches, vol. I., p. 287.

¶ Colonel A. Cunningham's Archœlogical Survey Report, published in the Supplementary Number of the Asiatic Society of Bengal for 1863, pp. VII—X.

দর্শন করিয়া যান। তিনি দেখেন, ঐ বিহারের বুদ্ধ-প্রতিমা পূর্ব্বমুখে প্রতিষ্ঠিত। এখনও ঐ দেবালয় পূর্ব্বদ্বারীই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি উল্লিখিত বুদ্ধ-প্রতিমার বেদির যেরূপ পরিমাণ দৃষ্টি করেন, কর্ণেল্ কনিংহেম্ তাহা বর্ত্তমান বেদির সহিত বিশেষ বিভিন্ন মনে করেন না। ফা হিয়ন নামে চীন-দেশীয় অন্য এক তীর্থযাত্রী ৩৯৯ তিন শত নিরনব্বই খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক ৪১৪ চারি শত চৌদ্দ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তীর্থ-ভ্রমণ করেন। তাঁহার সময়ে তথায় ঐ বিহার বিদ্যমান ছিল না। অতএব অমরসিংহ খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর পর সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন্ এইটি প্রতীয়মান হইতেছে। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে*, নবরত্নের অন্য এক রত্ন বরাহ-মিহির শকাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে জীবিত ছিলেন। অমরসিংহ তাঁহার সমকালবর্ত্তী একথাটি কোন মতে অসঙ্গত বোধ হইতেছে না।

পূর্ব্বোক্ত খোদিত লিপিতে অমরও বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন বলিয়া লিখিত আছে। ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য নামে অনেক গুলি রাজা রাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, অমর, কালিদাস, বরাহমিহিরাদি নয় জন সুবিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহারই সভাসদ্ ছিলেন এইরূপ প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু ঐ বরাহমিহিরের সময় নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হওয়াতেই, এই জন-প্রবাদের মুণ্ডোপরি বজ্রাঘাত ঘটিয়াছে। তিনি শকাব্দের পঞ্চম ও ষষ্ঠ এবং খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই †। তবে অমর বরাহমিহিরাদি কোন্ বিক্রমা-দিত্যের সভাসদ্? শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য নামে জৈন-সম্প্রদায়ের একখানি গ্রন্থ আছে। কর্নেল উইল্‌ফোর্ড্ প্রথমে তাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন এবং শ্রীমান্ বেবের্ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জর্মেন অনুবাদ সম্বলিত তাহার সারাংশ-সংগ্রহ প্রচার করিয়া দেন। তাহাতে লিখিত আছে, অন্য এক বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন ‡। অতএব তাঁহার সময়ের সহিত অমর ও

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† ঐ ঐ ঐ।

‡ Asiatic Researches, Vol. IX, p, 156.

বরাহমিহিরের সময়ের কিছুমাত্র অনৈক্য দেখা যায় না। যখন অধুনাতন পুরাণ সমুদায় অমরসিংহ-লিখিত পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত নয়,তখন সে সমুদায় অর্থাৎ প্রচলিত অষ্টাদশাধিক পুরাণ ও উপপুরাণ তাঁহার সময়ের অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তর কালে লিখিত হয় ইহা অক্লেশেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায়। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিদূন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে * তিথিতত্বের দুর্গোৎসব-প্রকরণে অষ্টাদশ পুরাণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন ও ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে অনেকানেক পুরাণের বচনও উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ বিশেষ প্রকরণে যে সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ-সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান পুরাণ ও উপপুরাণেরই নাম †। সুতরাং বলিতে হয়, অমরসিংহের উত্তরকালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর পর এবং রঘুনন্দনের সময়ের অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঐ সমুদায় গ্রন্থ প্রস্তুত হয় তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ সে সমুদায় যে অমরের অনেক পরে সঙ্কলিত ও বিরচিত হইয়াছে ইহা পশ্চাৎ কিছু কিছু প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রাহ্মপুরাণ।—ব্রাহ্মপুরাণের বিংশ অবধি ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তীর্থ-বিবরণ এবং উৎকল-মাহাত্ম্য, শিব, সূর্য্য ও বিষ্ণুর মহিমা ও তাহার আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক উপাখ্যানের বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে শিব, সূর্য্য ও জগন্নাথের মন্দিরের বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। ঐ সকল দেবালয়ে খোদিত আছে, শিব-মন্দির খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে, সূর্য্য-মন্দির খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ও জগন্নাথের মন্দির খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয় ‡। এই পুরাণানুসারে,

* চৈতন্য, রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি এই তিন জন সহাধ্যায়ী ছিলেন এইরূপ পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহারা নবদ্বীপ-সন্নিহিত বিদ্যানগর গ্রামে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চৈতন্য ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৫৫ শকে প্রাণত্যাগ করেন।—এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, চৈতন্য-সম্প্রদায়, ১৫১ পৃষ্ঠা।

† যেমন তিথিতত্বের দুর্গোৎসব-প্রকরণে মার্কণ্ডেয়, দেবী, কালিকা, লিঙ্গ, বিষ্ণু, মৎস্য, ভবিষ্য, ব্রহ্ম, বরাহ, স্কন্দ ও কূর্ম্ম পুরাণ; শ্রাদ্ধতত্বের দর্ভপ্রকরণে ব্রহ্ম ও বায়ুপুরাণ; অনুজ্ঞা-প্রকরণে ব্রহ্মাণ্ড ও গরুড়পুরাণ; আহ্নিকতত্বের দ্বিতীয়যামার্দ্ধকৃত্য-প্রকরণে নন্দি, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণ; প্রায়শ্চিত্ততত্বে নারদীয়, বরাহ, ব্রহ্ম ও স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি।

‡ Account of Orissa Proper, or Cuttack, by A. Stirling: Asiatic Researches, vol. XV., pp. 310, 327 and 315.

ঐ শিবক্ষেত্রের নাম একাম্রকানন। এক্ষণে উহা ভুবনেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উৎকলাধিপতি ললিত ইন্দ্র কেশরী ৬৫৭ ছয় শত সাতান্ন খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানের বৃহৎ শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথের মন্দির ১১৯৮ এগারশ আটানব্বই খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। উৎকলের অন্তঃপাতী কনার্ক নামক স্থানে একটি সূর্য্যমন্দির বিদ্যমান আছে; লঙ্গোর নরসিংহ দেও, ১২৪১ বার শত একচল্লিশ খৃষ্টাব্দে তাহা নির্ম্মাণ করান। অতএব যখন ব্রাহ্মপুরাণে ঐ সকল দেবালয়ের প্রসঙ্গ ও বৃত্তান্ত রহিয়াছে,তখন এই পুরাণ খৃষ্টীয় অব্দের ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রস্তুত হয় নাই ইহা সহজেই জানিতে পারা যাইতেছে।

পদ্মপুরাণ।—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গ ও বেঙ্কটাদ্রি নামক দুই স্থানের বিষ্ণু-মন্দির* ও তুঙ্গভদ্রা নদী-তীরস্থ হরিপুর নগরের প্রসঙ্গ আছে। এই পুরাণে বেঙ্কটাদ্রির তিলক-মৃত্তিকা অতিমাত্র প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

আদায় পরয়া ভক্ত্যা বেঙ্কটাদ্রৌ হ্রদে মৃদম্।
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে॥

উত্তরখণ্ড।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিবরণ-মধ্যে দেখিতে পাইবে, ঐ বেঙ্কটাদ্রির মন্দির প্রথমে শিবালয় ছিল, রামানুজ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহাতে বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন†। নানাপ্রমাণানুসারে, হরিপুরের অন্য একটি নাম বিজয়নগর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। চিত্রদুর্গের পিত্তলপত্রে এই প্রকার খোদিত আছে ও এরূপ প্রবাদও প্রচলিত রহিয়াছে যে, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত রাজ্য-বিশেষের অধীশ্বর হরিহর ও বুকরায় খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই নগর পত্তন করেন। হরিহরেরই নামানুসারে হরিপুর নামটি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে‡। অতএব এই পুরাণের অনেক অংশ ঐ

* মান্দ্রাজের প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে বেঙ্কটগিরি এবং শ্রীরঙ্গ ত্রিচীনপল্লির অন্তর্গত তীর্থ-স্থান-বিশেষ।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিবরণের ৮ পৃষ্ঠা।

‡ Asiatic Researches, Vol, IX. PP. 413—423. H. H. Wilson's Sanskrit and English Dictionary, 1819, Preface, P. XVII.

সময়ের পরে বিরচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। ইহার উত্তরখণ্ডের মধ্যে রামানুজ প্রভৃতি চারিটি প্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নামও উল্লিখিত আছে।

सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मताः।
अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः॥
श्रीमाध्वी रुद्र सनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः॥

শব্দকল্পদ্রুমের সম্প্রদায় শব্দে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচন।

এই চারিটি সম্প্রদায় রামানুজ* বল্লভাচারী, নিমাৎ ও মধ্বাচারী †। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে দেখিতে পাইবে, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামানুজ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে, মধ্বাচারী উহার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং বল্লভাচারী উহার ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন ‡। তদনুসারে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর পরে বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ঐ খণ্ডে শৈব বৈষ্ণবের বিবাদ-সূচক বিস্তর কথা আছে। দক্ষিণাপথে প্রচলিত নানা বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টাব্দের একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে অথবা তাহার কিছু অগ্র পশ্চাৎ এই বিষয় বিসম্বাদ সংঘটিত হয় §। এই সমস্ত যুক্তি অনুসারেও, এই পুরাণের অথবা ইহার এই খণ্ডের পূর্ব্বোক্ত রচনা-কালই নির্দ্ধারিত হইতেছে। শ্রীমান্ হ, হ, উইল্‌সন্ লিখিয়া গিয়াছেন, এই পুরাণের কোন স্থল খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীন নয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।—পূর্ব্বে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে একখানি পুরাণ প্রচলিত ছিল; মৎস্যপুরাণে তাহার নিম্নলিখিত লক্ষণ লিখিত আছে।

रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिकृत्य यत्।
सावर्णिना नारदाय कृष्णमाहात्म्यसंयुतम्।

---

* শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচন-বিশেষে রামানুজের নাম স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, ৫ পৃষ্ঠা।

‡ এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, ৬, ১১৬ ও ১২১ পৃষ্ঠা।

§ Mackenzie Collection, Introduction, pp. LXII and LXIII. H. H. Wilson's Essays, vol. I., 1864. pp. 80 and 81.

যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥

যে পুরাণ সাবর্ণি নারদ-সমীপে কীর্ত্তন করেন এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, রথন্তর কল্পের বৃত্তান্ত ও বারম্বার ব্রহ্মবরাহের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট পুরাণকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলে।

কিন্তু এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বিদ্যমান আছে, তাহাতে না রথন্তর কল্পই আছে, না ব্রহ্মবরাহের বৃত্তান্তই দৃষ্ট হয়, না তাহা সাবর্ণি ঋষি কর্ত্তৃকই কথিত হইয়াছে। এখানি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ; রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা ও তদীয় যুগলরূপের উপাসনা-বৃত্তান্তেই পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম্মের এই অঙ্গটি অত্যন্ত আধুনিক ও সুতরাং এই পুরাণের বয়ঃক্রমও সেইরূপ। ভাগবতে রাধার নাম গন্ধ কিছুই নাই। এই কৃষ্ণলীলা-প্রধান বৈষ্ণব-পুরাণ রচনার সময়ে তাঁহার উপাখ্যান প্রচারিত থাকিলে, ইহাতে তাহা সন্নিবেশিত না হওয়া কোন মতেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়। অতএব রাধা-সংক্রান্ত কথা গুলি এই পুরাণ অপেক্ষা আধুনিক। কিছু পরেই দৃষ্ট হইবে, ভাগবতের বয়ঃক্রম এখন ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তদপেক্ষা অপ্রাচীন। বল্লভাচারী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতেই রাধাকৃষ্ণের এইরূপ উপাসনা প্রচারিত হয়। বল্লভাচার্য্য শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সবিশেষ যত্ন-সহকারে ঐ মত প্রচার করেন।* অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ তদপেক্ষা অপ্রাচীন। এই পুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১২৭ অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ-কথন-চ্ছলে ম্লেচ্ছ রাজার অধিকার †, লোকের ম্লেচ্ছাচার-অবলম্বন ‡, দেবতা ও বর্ণ-বিচারে অনাস্থা ও হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অন্য অন্য কতকগুলি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি মোসলমানদের ভারতবর্ষাধিকার-প্রবর্ত্তন ও তাহার উত্তরকালীন হিন্দু-

---

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত বল্লভাচারি-সম্প্রদায়-বিবরণের ১২৭ পৃষ্ঠা।

† জাতিহীনা জনাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছা ভূপা ভবিষ্যন্তি।
কৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১২৭। ২৫।

‡ শালগ্রামং চ তুলসীং কুশং গঙ্গোদকং তথা।
ন স্প্রক্ষ্যন্তি মানবা ধূর্ত্তা ম্লেচ্ছাচাররতাঃ সদা॥
কৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১২৭। ২৪।

সমাজের বর্ণনা বই আর কিছু বোধ হয় না। ঐ সময়ে ভারতবর্ষীয় অনেক লোকে মোসলমান্ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় ও প্রদেশ-বিশেষে বর্ণবিচার-বিরুদ্ধ আচার ব্যবহারও প্রচলিত হইয়া যায়। ঐ সময়ে প্রবর্ত্তিত অনেকানেক উপাসক-সম্প্রদায়েও বর্ণভেদ-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের দিল্লি প্রভৃতি নানাস্থানে অদ্যাপি "পানপানির বিচার নাই" একথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা নিজ বাটিতে তাজিয়া অর্থাৎ গোয়ারা করে, পূর্ব্বকৃত মানসিক অনুসারে মহরমের সময় ফকির হয় ও মোসলমান্ ধর্ম্মোচিত অন্য অন্যরূপ অনুষ্ঠানও করিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উল্লিখিত অধ্যায়ে হিন্দুদের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পিতা, মাতা ও গুরুর প্রতি অসদ্-ব্যবহার ইত্যাদি কতকগুলি দুর্নীতির বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। তাদৃশ অধর্ম্মাচরণ ভারতবর্ষে মোসলমান্ রাজাদের অধিকার-সময়ে সমধিক প্রচলিত হয় *। কবীর খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি নিজ সময়ে বিদ্যমান কত লোকের অবিকল ঐরূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।	কবীর-কৃত ভজন।
भृत्यवत्ताड़यैत्तातं पुत्रः शिष्यस्तथा गुरुम्।	कोइ सतावे माता पिता गुरु तिया बुलायकै।
পুত্র পিতাকে এবং শিষ্য গুরুকে ভৃত্যের ন্যায় তাড়না করিবে।	কেহবা দার পরিগ্রহ করিয়া পিতা মাতা ও গুরুকে পীড়ন করে।

কৃষ্ণজন্মখণ্ডের উল্লিখিত অধ্যায় ও কবীরের গ্রন্থে † ভারতবর্ষীয় লোকের এইরূপ নানাপ্রকার কুচরিত্র-বর্ণনার অতিমাত্র সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত ম্লেচ্ছ রাজা মোসলমান্ রাজা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইহা হইলে, ভারতবর্ষে মোসলমান্-অধিকার

---

* এই পুস্তকের দশনামি-সম্প্রদায়-বিবরণে অধিকতর পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয় লোকের চরিত্র বিষয় দেখ।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগের কবীরপন্থি-বিবরণের ৫৫ ও পরিশিষ্টের ২০৭ ও ২০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

বিস্তৃত ও বদ্ধমূল হইবার পর, বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বিরচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

স্কন্দপুরাণ।—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ স্কন্দপুরাণের খণ্ড-বিশেষ বলিয়া প্রচলিত আছে; যেমন কাশিখণ্ড, উৎকলখণ্ড, রেবাখণ্ড, ব্রহ্মোত্তরখণ্ড ইত্যাদি। উৎকলখণ্ডে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ও ভুবনেশ্বর শিবের মন্দিরাদির বর্ণন আছে। ঐ দুই মন্দির খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ ও সপ্তম শতাব্দীতে প্রস্তুত হয় ইহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে *। অতএব ঐ খণ্ড খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দী অপেক্ষাও আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

কূর্ম্মপুরাণ।—কূর্ম্মপুরাণে ভৈরব, বাম, যামল প্রভৃতি তন্ত্র-শাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

एवं सम्बोधितो रुद्रो माधवेन मुरारिणा।
चकार मोहशास्त्राणि केशवोऽपि शिवेरित:॥
कापालं नाकुलं वामं भैरवं पूर्व्वपश्चिमम्।
पञ्चरात्रं पाशुपतं तथान्यानि सहस्रश:॥

কূর্ম্মপুরাণ। ১৪ অধ্যায়।

শিব বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপ সম্বোধিত ও বিষ্ণু শিব কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্ব্ব পশ্চিম ভৈরব, পঞ্চরাত্র, পাশুপত এবং অন্য সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র রচনা করেন।

এই পুরাণের বচনান্তরেও যামল, করাল, ভৈরব প্রভৃতি তন্ত্রের নাম আছে। তন্ত্র-শাস্ত্র সমধিক প্রাচীন নয়। ঐ শাস্ত্রের মধ্যেই উহা যে কলিযুগের শাস্ত্র বলিয়া লিখিত আছে † এ কথাটিও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহার আধুনিকত্বের পরিচায়ক বিবেচনা করিতে পারেন। অমরসিংহ স্বর্গবর্গের মধ্যে যে স্থলে ভিন্ন

---

* ২০৯ পৃষ্ঠা।

† निर्वीर्य्या: श्रौतजातीया विषहीनोरगा इव।
सत्यादौ सफला आसन् कलौ ते मृतका इव॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

तन्त्रोक्तं ध्यानमन्त्रञ्च प्रशस्तं भारते कलौ।

পুরশ্চরণরসোল্লাসতন্ত্র। ৩ পটল।

ভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তথায় তন্ত্রের নাম সন্নিবেশিত নাই *। ঐ শাস্ত্র সে সময়ে প্রচলিত থাকিলে, তাহা না থাকা কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত হইত না। তিনি খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব উল্লিখিত যামল ভৈরবাদি তন্ত্র-শাস্ত্র তদপেক্ষা অনেক অপ্রাচীন। সুতরাং কূর্ম্মপুরাণও সেইরূপ নব্য গ্রন্থ বলিতে হয়। খৃষ্টাব্দের অষ্টম বা নবম শতাব্দীর পর বিরচিত বা সঙ্কলিত বিষ্ণুপুরাণের † তৃতীয় অংশের ষষ্ঠাধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্রের নাম নির্দ্দেশিত আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে তন্ত্রের নাম বিদ্যমান নাই। এই সমস্ত যুক্তি অনুসারে, তন্ত্রের বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অপেক্ষা বড় অধিক হওয়া সম্ভব নয়। অনেক তন্ত্র যে বাঙ্গালা দেশেই প্রবর্ত্তিত হয়, উহার মধ্যেই সে বিষয়ের বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। কামধেনু ও বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে বর্ণ সমুদায়ের যেরূপ বর্ণন আছে, তাহা বাঙ্গালা অক্ষরের বিষয়েই অধিক সঙ্গত হয়। কেবল বর্ণনা কেন? তন্ত্র-বিশেষে বর্ণোচ্চারণের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা বাঙ্গালা-দেশীয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালা-দেশীয় অর্থাৎ বাঙ্গালার পূর্ব্ব-খণ্ডবাসী পণ্ডিতেরা যেরূপ উচ্চারণ করেন, উহাতে সেইরূপই ব্যবস্থিত হইয়াছে।

ঝতুর্য্যধ্বনিতামিতি যাদিস্থে পরমেশ্বরি।
ভতুর্য্যধ্বনিতামিতি বাদিস্থে তু বিশেষতঃ॥

বরদাতন্ত্র। দশম পটল।

হকার যদি যকারের পূর্ব্বে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণ ঝকারের সদৃশ হইবে, (যেমন উহ্য, বাহ্য ইত্যাদি)। আর বকারের পূর্ব্বস্থিত হইলে, ভকারের ন্যায় উচ্চারিত হইবে; (যেমন আহ্বান)।

---

* অমরকোষের অন্তর্গত নানার্থের মধ্যে তন্ত্র শব্দ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু তাহার অর্থ তন্ত্র-শাস্ত্র নয়; প্রধান, সিদ্ধান্ত, পরিচ্ছদ ও সূত্রবাপ অর্থাৎ তাঁত।

"তন্ত্রং প্রধানে সিদ্ধান্তে সূত্রবাপে পরিচ্ছদে।"

যদি গ্রন্থকারের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহা অবশ্যই অবশ্য লিখিতেন তাহার সন্দেহ নাই। অতএব অমর সিংহের সময় পর্য্যন্ত ঐ শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় নাই ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইল।

† কিছু পরেই বিষ্ণুপুরাণ-রচনার সময়-নিরূপণ বিষয়ক প্রস্তাব দেখিবে।

যকারস্য তৃতীয়ত্বং পদাদৌ সর্ব্বদা ভজেৎ।
কেয়ূরাদাবপি তথা অন্যত্র কণ্ঠমাশ্রিতঃ॥

বরদাতন্ত্র, দশম পটল ও প্রপঞ্চসার, তৃতীয় পটল।

পদের প্রথমে যকার থাকিলে, জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; (যেমন যদি, যব ইত্যাদি)। কেয়ূরাদি শব্দস্থিত যকারেরও ঐরূপ উচ্চারণ হয়। অন্য অন্য স্থলে ইহা কণ্ঠদেশ হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

যে প্রিন্সেপ সাহেব অতি প্রাচীন অপ্রচলিত অক্ষরে খোদিত অশোকরাজার অনুশাসন-পত্রের অর্থোদ্ভেদ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া যান, তিনি নানা সময়ের খোদিত লিপির বর্ণাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করেন, খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত হয়*। অতএব কামধেনু, বর্ণোদ্ধার, বরদা, প্রপঞ্চসার ও সেই সমুদায়ের সমকালবর্ত্তী ও তাহার উত্তরকালে বিরচিত অন্য অন্য বহুতর তন্ত্রশাস্ত্র ঐ সময়ের পর প্রস্তুত হয় তাহার সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতেরা কেয়ূরকে কেজুর এবং আহ্বানকে আভ্‌ভান বলিয়া উচ্চারণ করেন। অতএব এইরূপ উচ্চারণ-বিধায়ক বরদাতন্ত্র, প্রপঞ্চসার ও তাদৃশ অন্য অন্য তন্ত্র বাঙ্গালার পূর্ব্ব-খণ্ডে বিরচিত হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। ঐ অঞ্চলে তান্ত্রিক ক্রিয়ারও অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ অনেক অনেক তন্ত্র যে ঐ প্রদেশে বিরচিত হয় ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব ও সঙ্গত। বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংস্কৃত-বিভক্তি সংযোগ করিলে যেরূপ হয়, তন্ত্রের কোন কোন স্থলের ভাষা প্রায় সেইরূপ। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ইহার কোন নিদর্শনই লক্ষিত হয় না। অতএব বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত ঐ সমস্ত তন্ত্র-গ্রন্থ ঐ সময়ের অপেক্ষা প্রাচীনতর হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু উহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে ঐ শাস্ত্র একেবারে প্রচারিত ছিল না এরূপও বলিতে পারা যায় না। নবদ্বীপ-নিবাসী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিদূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তিথিতত্ত্বের অন্তর্গত দুর্গোৎসব-প্রকরণে ও মলমাস-তত্ত্বের অন্তর্ভূত দীক্ষা-প্রকরণে মৎস্যসূক্ত, বারাহীতন্ত্র, করাল, ভৈরব, যামল ও

* Useful tables by James Prinsep or Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol VII., part I., pp VIII and XIV.

বীরতন্ত্র এবং জ্ঞানমালা, তত্ত্বসার, সারসংগ্রহ, প্রয়োগসার, মন্ত্রমুক্তাবলী প্রভৃতি বিবিধ তন্ত্র-সংগ্রহের নামোল্লেখ বা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন *। অতএব ন্যূন কল্পে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি তন্ত্র-গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। গাজিপুরের কীর্ত্তিস্তম্ভে ন্যূনাধিক আট শত বৎসর পূর্ব্বে অথবা তাহারও পরে খোদিত লিপি-বিশেষে তন্ত্রের নাম বিনিবেশিত আছে †। ঐ শব্দটি তন্ত্র-শাস্ত্র-বাচক হইলে, সে প্রদেশে ঐ শাস্ত্র ঐ সময়ে প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। কিন্তু কোন কোন তন্ত্র আবার অতীব আধুনিক; এমন কি, এক শতাব্দী অপেক্ষা অধিক প্রাচীন নয়। একখানি তন্ত্রে ভবিষ্যৎ-কথা কীর্ত্তন-চ্ছলে লণ্ডন নগর ও লণ্ডন-বাসী ইংরেজদের নাম পর্য্যন্ত বিনিবেশিত হইয়াছে ‡। পাঠ করিলে অক্লেশেই বুঝিতে পারা যায়, ঐ তন্ত্র ইংরেজদের ভারতবর্ষাধিকার-প্রবর্ত্তনের উত্তরকালে বিরচিত হয়।

पूर्व्वाम्नाये नवशतं षड़शीतिः प्रकीर्त्तिताः।
फिरिङ्गिभाषया मन्त्रास्तेषां संसाधनात् कलौ॥
अधिपा मण्डलानाञ्च संग्रामेष्वपराजिताः।
इंरेजा नवषट् पञ्च लण्ड्रजाश्चापि भाविनः॥

শব্দকল্পদ্রুমের হিন্দু শব্দে ধৃত মেরু তন্ত্রের ত্রয়োবিংশ প্রকাশের বচন।

পূর্ব্বাম্নায়ে ফিরিঙ্গি-ভাষায় বিরচিত নয় শত ছিয়াশীটি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। লণ্ডন-নগর-জাত পাঁচশত উনসোত্তর জন ইংরেজ সেই সমস্ত মন্ত্র সাধন পূর্ব্বক যুদ্ধজয়ী হইয়া বহু রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।

যাহা হউক, যখন অমরকোষ ও বিষ্ণুপুরাণে সংস্কৃত শাস্ত্রের নামাবলির মধ্যে তন্ত্র-শাস্ত্রের নাম সন্নিবিষ্ট নাই, তখন উহার বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অপেক্ষা

---

* ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের প্রথম ভাগের ৪৪, ৪৫ ও ৪৫৩—৪৫৫ পৃষ্ঠা।

† ঐ লিপির মধ্যে স্কন্দগুপ্ত তন্ত্রবিদ্যাদর্শী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। "तान्त्रधीर्दर्शितकीर्त्तिः।"—The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI, p. 5.

‡ লণ্ডন নগরের ফরাসী নাম (Londres) লন্দ্র্ বা লণ্ড্র। তন্ত্রকার তদনুসারেই পশ্চাল্লিখিত বচনে ঐ নামের বর্ণ-বিন্যাস করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। উচ্চারণ জানিতেন না বোধ হয়।

অধিক হওয়া বিবেচনা-সিদ্ধ হয় না। সুতরাং যে কূর্ম্মপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের নাম উল্লিখিত আছে, তাহাও তদপেক্ষা অপ্রাচীন বই প্রাচীন হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নয়।

বিষ্ণুপুরাণ।—বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বৌদ্ধ ও অর্হত অর্থাৎ জৈন সম্প্রদায় সংক্রান্ত একটি উপাখ্যান আছে। ঐ উপাখ্যানটি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের নিন্দা ও বিদ্বেষ-সূচক। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখানে প্রচলিত না থাকিলে, তাদৃশ বদ্ধ-মূল বিদ্বেষ-প্রকাশক উপাখ্যান-বিশেষ কল্পনা করা সম্ভব বোধ হয় না। বৌদ্ধেরা খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থলে বিদ্যমান ছিল তাহার সন্দেহ নাই। অতএব বিষ্ণুপুরাণ অথবা তাহার এই সকল স্থল উক্ত সময়ের পূর্ব্বে বিরচিত হয়।

অন্যান্য কতকগুলি পুরাণের ন্যায় বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ-কথন-চ্ছলে মৌর্য্য, সুঙ্গ, কণ্ব, অন্ধ্রাদি রাজবংশের প্রসঙ্গ আছে। এই সমস্ত বংশাবলী যে মনঃকল্পিত নয়, নানাস্থলে লব্ধ মুদ্রা ও খোদিত লিপিতে তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মৌর্য্য-রাজ্য-প্রবর্ত্তক চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টাব্দের ৩১২ তিনশত বার বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন ইহা গ্রীক্ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ-প্রমাণে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে। মৌর্য্যবংশীয় রাজারা ১৩৭ একশত সাইত্রিশ, সুঙ্গবংশীয়েরা ১১২ একশত বার, কণ্ব-বংশীয়েরা ৪৫ পঁয়তাল্লিশ ও অন্ধ্রবংশীয়েরা ৪৩৬ চারিশত ছত্রিশ বৎসর মগধ রাজ্যে রাজত্ব করেন *। এই লিপি অনুসারে, ঐ চারি বংশের রাজত্ব-কাল ৭৩০ সাত শত ত্রিশ বৎসর হয়। চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে গণনা করিয়া দেখিলে, ৪১৮ চারি শত আঠার খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের রাজ্যাধিকার নিঃশেষিত হইয়া যায়।

* বায়ু, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে অন্ধ্রবংশীয় ত্রিশ জন রাজা ৪৫৬ চারিশত ছাপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করেন এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু ঐ প্রত্যেক পুরাণে উল্লিখিত সমস্ত নৃপতির নাম গণিয়া দেখিলে, ত্রিশ অপেক্ষা অনেক ন্যূন হয়। মৎস্যপুরাণে উনত্রিশ জন রাজার প্রত্যেকের নাম ও রাজত্ব-কাল বিশেষরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সেই সমস্ত রাজত্ব-কালের সমষ্টি করিলে চারিশত পঁয়ত্রিশ বৎসর ছয় মাস হয়।

চারি বংশের রাজত্বকাল..১৩০

চন্দ্রগুপ্তের সময়..খৃ. পূ, ৩১২

খৃষ্টাব্দ ৪১৮

অন্ধ্রবংশীয় দুইটি রাজার নাম যজ্ঞশ্রী ও পুলিমান্ *। মৎস্যপুরাণে এই শেষোক্ত নামটি পুলোমান্ বলিয়া লিখিত আছে। চীন গ্রন্থকারেরাও এই দুইটি নরপতির নাম লিখিয়া গিয়াছেন; তদনুসারে, যজ্ঞশ্রী ৪০৮ চারিশত আট ও পুলোমান্ ৬২১ ছয় শত একুশ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। যজ্ঞশ্রীর সময় বিষয়ে পুরাণ ও চীন গ্রন্থের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। পুলোমার বিষয়ে যে প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা পুরাণ-সংগ্রহ-কারদের ভ্রমপ্রমাদ জন্য সংঘটিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু পুরাণ-শাস্ত্রোক্ত ও চীন-গ্রন্থলিখিত পুলোমা যে এক ব্যক্তি, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। চীন গ্রন্থকার পুলোমার রাজধানী কুসুমপুর ও পাটলিপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহা যে মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব বিষ্ণুপুরাণে খৃষ্টাব্দের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই পুরাণে শক যবনাদি ম্লেচ্ছ জাতীয়দের ভারতবর্ষীয় রাজত্বেরও প্রসঙ্গ আছে †। শকাদি কতকগুলি অসভ্য জাতীয় লোকে খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করে ইহা স্থলান্তরে লিখিত হইয়াছে ‡। পশ্চাৎ গুপ্তনামক রাজবংশের বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে।

অনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।

বিষ্ণুপুরাণ। ৪। ২৪। ১৮।

* ততশ্চ গোমতীপুত্রঃ, তৎপুত্রঃ পুলিমান্, তস্যাপি শাতকর্ণী শিবশ্রীঃ, ততঃ শিবস্কন্ধঃ, তস্মাৎ যজ্ঞশ্রীঃ।

তাহার (অর্থাৎ শিবস্বাতির) পুত্র গোমতীপুত্র, গোমতীপুত্রের পুত্র পুলিমান্, পুলিমানের পুত্র শিবশ্রী শাতকর্ণী, শিবশ্রীর পুত্র শিবস্কন্ধ, শিবস্কন্ধের পুত্র যজ্ঞশ্রী।

† "ততঃ শীতৃষ মহামুখ্যো ভবিতারঃ। ততশ্চ অষ্টৌ যবনা. চতুর্দ্দশ তুরুষ্কাঃ" ইত্যাদি।

‡ ৯৭ পৃষ্ঠা।

মগধ-দেশীয় গুপ্তবংশীয়েরা গঙ্গা নদীর সমীপে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিবেন।

তাঁহারা খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর পর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন*। অতএব এই পুরাণ অথবা ইহার যে অংশে তাঁহাদের প্রসঙ্গ আছে, তাহা তদপেক্ষা অপ্রাচীন। ইহার কিছু পরেই লিখিত আছে, ম্লেচ্ছাদি নিকৃষ্ট জাতীয়েরা সিন্ধুতট, দার্ব্বিক-ভূমি, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর দেশ ভোগ করিবেন।

সিন্ধুতট-দার্ব্বিকোর্ব্বী-চন্দ্রভাগা-কাশ্মীরবিষয়ান্ ব্রাত্যা ম্লেচ্ছা-দয়: শূদ্রা: ভোক্ষ্যন্তি।

বিষ্ণুপুরাণ। ৪। ২৪। ১৮।

ব্রাত্য শূদ্র ও ম্লেচ্ছাদি জাতীয়েরা সিন্ধুতট, দার্ব্বিকভূমি, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর দেশ ভোগ করিবেন।

এই ম্লেচ্ছ শব্দ মোসল্মান হওয়াই সম্ভব। মোসল্মানেরা প্রথমে খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে পঞ্জাব দেশ আক্রমণ করে এবং ঐ শতাব্দীর শেষে অথবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া থাকে। চীনদিগের গ্রন্থ-বিশেষে লিখিত আছে, আরবীয়দের কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কাশ্মীরের রাজা ৭১৩ সাত শত তের খ্রীষ্টাব্দে চীন-দেশীয় নৃপতির সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠান। অতএব বিষ্ণুপুরাণ অথবা তাহার উল্লিখিত স্থল সমুদয় খৃষ্টাব্দের অষ্টম বা নবম শতাব্দীর পর বিরচিত হয় বলিতে হইবে †।

বায়ু, মৎস্য ও ভাগবত পুরাণ।—সর্ব্বাপেক্ষা বায়ু ‡ পুরাণে পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত

---

* Asiatic Researches, vol. XVII. pl. I fig. 5,7,13 and 19; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III., pp. 262 and 339; Vol. V., P., 661; Vol. VI., pp. I—17, 454—458 and 970—980; Vol. VII., pp. 37 and 634 &c. Arina Antiqua, by H. H. Wilson. 1841 pp. 419, 422, 425, 427, 410 &c.

† Wilson's Vishnu Purana, 1840, pp, 473—481 দেখ।

‡ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত পুরাণ-নামাবলীর মধ্যে কোন স্থলে বায়ু বা বায়বীয় এবং কোন স্থলে বা তৎপরিবর্ত্তে শিব বা শৈব পুরাণের নাম সন্নিবেশিত আছে। ঐ উভয়ই এক পুরাণের নাম।

চতুর্থং বায়ুনা প্রোক্তং বায়বীয়মিতি স্মৃতম্।
শিবভক্তিসমাযোগাচ্ছৈবং তচ্চাপরাখ্যয়া॥

রেবামাহাত্ম্য।

পুরাণের সমধিক লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার বিভাগের নাম পাদ। কেবল প্রাচীন গ্রন্থেই এই বিভাগসংজ্ঞাটি দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব এটিও ঐ পুরাণের প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। এই পুরাণখানি অন্যান্য সমুদায় পুরাণ অপেক্ষা পূর্ব্বতন বলিয়া অনুমিত হইলেও, ইহাতে এবং মৎস্য ও ভাগবত* পুরাণে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণোক্ত সমস্ত বংশাবলির বিবরণ ও শক যবনাদির রাজত্ব-প্রসঙ্গ বিদ্যমান আছে। অতএব এই সমস্ত পুরাণ বা এই সমুদায়ের ঐ সকল স্থল তাদৃশ অপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ভাগবতে যখন ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক সিন্ধুতট, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীরমণ্ডলাধিকারের প্রসঙ্গ আছে † তখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ঐ পুরাণ খৃষ্টাব্দের অষ্টম বা নবম শতাব্দীর পরে রচিত বলিতে হইবে। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে ঐ পুরাণ উহারও অনেক পরে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক্রমশঃ তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

রচনা-প্রণালী বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণাদির সহিত ভাগবতের বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার ভাষা কোন মতেই প্রাচীন নয়। হিন্দুসমাজে ভাগবত ও মহাভারত এক গ্রন্থকারেরই প্রণীত বলিয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু উভয়ের ভাষা পরস্পর বিস্তর বিভিন্ন। একের রচনা অত্যন্ত নব্য; অপরের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। মহাভারত সরল, ওজস্বী ও মধ্যে মধ্যে

বায়ু কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত চতুর্থ পুরাণের নাম বায়বীয় পুরাণ। তাহাতে শিবভক্তির উপদেশ আছে এই নিমিত্ত তাহার অন্য একটি নাম শৈব।

* ভাগবতে পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত-কুলোদ্ভব রাজগণের প্রসঙ্গ-সংক্রান্ত শ্লোকটির বিস্তর বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে, বিশ্বস্ফূর্ত্তি নামে এক রাজা পদ্মাবতী নগরে অনুগঙ্গ-প্রদেশে (অর্থাৎ হরিদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত গঙ্গা-সমীপস্থ দেশে) রাজত্ব করেন। সেই শ্লোকে গুপ্ত শব্দটি মেদিনীর বিশেষণ-স্বরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অনুগঙ্গামাপ্রয়াগং গুপ্তাং ভোক্ষ্যতি মেদিনীম্।

ভাগবত। ১২। ১। ২০॥

কিরূপে এরূপ পাঠান্তর ঘটিয়াছে, বলিতে পারা যায় না।

† সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছা অব্রহ্মবর্চ্চসঃ॥

ভাগবত। ১২। ১। ২২॥

সমধিক গাম্ভীর্য্যশালী। কিন্তু ভাগবত অসরল, কঠিন, অলঙ্কৃত, বিবিধ ছন্দোবিশিষ্ট ও সমধিক চিন্তা-সমুদ্ভূত। শেষোক্ত গুণ গুলি নিতান্ত অপ্রাচীন রচনারই লক্ষণ *। ভাগবতেরই প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে, ব্যাস প্রথমে পুরাণ ও ইতিহাস প্রস্তুত করেন †, তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া পশ্চাৎ এই ভাগবত রচনা করিয়া যান। অতএব ভাগবতেরই প্রমাণানুসারে, ভাগবত পুরাণ হইতে পারে না। উহা রচিত হইবার পূর্ব্বে পুরাণ সমুদায় প্রচলিত ছিল বলিয়াই, ভাগবত-রচয়িতাকে একথা লিখিতে হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নয়। বৈয়াকরণ বোপদেব ইহা রচনা করেন এইরূপ একটি প্রবাদও বহুকালাবধি চলিয়া আসিয়াছে। লোকসমাজে এই পুরাণ বিষয়ে যে সংশয় প্রচলিত ছিল, শ্রীধর-স্বামীর টীকাতেও তাহা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তিনি লিখেন,

ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্।

প্রথম শ্লোকের টীকা।

ভাগবত নামে অন্য পুস্তক আছে এরূপ সংশয় করা কর্ত্তব্য নয়।

শ্রীধর স্বামী যে পুরাণের টীকা করেন, তাহাই অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রধান প্রচলিত ভাগবতই প্রকৃত ভাগবত এ বিষয়ে সংশয় না থাকিলে, তিনি কেনই বা এরূপ কথা উপস্থিত করিবেন? সেই গ্রন্থের অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ ও ঘটিয়া গিয়াছে। সেই বিবাদ কিরূপ বিদ্বেষসূচক ও বদ্ধমূল হয়, উভয়-পক্ষের বিরচিত দুর্জ্জন-মুখ-চপেটিকা, দুর্জ্জনমুখপদ্ম-পাদুকা ভাগবতস্বরূপবিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশ ইত্যাদি বহুতর গ্রন্থের নামেতেই তাহার

---

* তবে গ্রন্থকার যে যে স্থলে নিজের ভক্তিভাবাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তথায় উল্লিখিত লক্ষণের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। আর যে যে স্থল প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত, তথায় মধ্যে মধ্যে সেই গ্রন্থের পদ-সমূহও উদ্ধৃত হইয়াছে।

† ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে॥

ভাগবত। ১। ৪। ২০॥

(ব্যাসদেব) ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ পৃথক্ করিলেন এবং পঞ্চম বেদ বলিয়া উল্লিখিত পুরাণ ও ইতিহাসও সঙ্কলন করিলেন।

স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। কিছু মূল না থাকিলে, উক্তরূপ প্রবাদ কেনই বা প্রচারিত হইবে? ব্যোপদেব যে সাতিশয় বিষ্ণু-ভক্ত ছিলেন ইহা তাঁহার ব্যাকরণেই সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে। অতএব ঐ প্রবাদ কোন রূপেই অসঙ্গত নয়।

ভাগবত সংক্রান্ত উল্লিখিত কয়েক খানি গ্রন্থের দুই খানিতে লিখিত আছে, ব্যোপদেব হেমাদ্রির আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন। ঐ হেমাদ্রি দেবগিরির (অর্থাৎ দৌলতাবাদের) রাজা রামচন্দ্রের মন্ত্রী। অনেক গুলি গ্রন্থ হেমাদ্রির কৃত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। সে সমুদায় তাঁহার অনুরোধে ব্যোপদেব কর্ত্তৃক বিরচিত এইরূপ জন প্রবাদ আছে; যেমন দানহেমাদ্রি, হেমাদ্রিশান্তি, হেমাদ্রিব্রতবিধি ইত্যাদি *। ভুবন-বিখ্যাত কোল্‌ব্রুক ব্যোপদেব কৃত হরলীলাক্রমণী নামক গ্রন্থের প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থ দেবগিরি রাজ্যের রাজা রামচন্দ্রের মন্ত্রী হেমাদ্রির অনুরোধে ব্যোপদেব কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীমান্ ওয়াল্‌টর্ এলিয়ট্ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত নানাস্থানের বহুসংখ্যক খোদিত লিপির তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে দেবগিরির যদুবংশীয় নৃপতিগণের দানপত্র বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত রাজা রামচন্দ্র ১১৯৩ এগার শত তিরনব্বই শকে অর্থাৎ ১২৭১ বার শত একাত্তর খ্রীষ্টাব্দে দেবগিরির রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন †। অতএব তিনি, তদীয় মন্ত্রী হেমাদ্রি ও হেমাদ্রির পণ্ডিত ব্যোপদেব খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং ব্যোপদেব-প্রণীত ভাগবতও ঐ সময়ে অর্থাৎ ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হয় বলিতে হইবে। ‡

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে অতীব প্রবল হইয়া উঠে। পশ্চাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে এবং অষ্টম শতাব্দী হইতে উত্তরোত্তর অতি শীঘ্র হ্রাস পাইয়া দ্বাদশ শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষ হইতে একবারে অন্তরিত হইয়া যায়। যে সময়ে ঐ ধর্ম্ম এখানে সমধিক ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময়ে ও তাহারও

* H. H. Wilson's Mackenzie collection, Vol. I., pp. 32 and 34.
† Royal Asiatic Society's Journal, vol. IV., pp. 26—28.
‡ Le Bhágavata Purana, par E. Burnouf, Preface, pp LIX—CIV.

উত্তর কালে পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব এই ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে সমধিক প্রবল করাই পুরাণকর্ত্তাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে। পুরাণে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ উপাখ্যান-বিশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে *। ঐ শাস্ত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের পর হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত প্রবর কুমারিল বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি প্রবল বিপক্ষ এবং শঙ্কর ও রামানুজ এই পুনরুদ্দীপ্ত হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রধান প্রবর্ত্তক। কুমারিল ভট্ট খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে † বিদ্যমান ছিলেন। তিনি নিজ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধ-মতের প্রতিবাদ করেন এবং বৌদ্ধদের প্রতি যার পর নাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া যান ‡।

---

* বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ, ৬ অধ্যায় এবং ৩ অংশ, ১৮ অধ্যায়।

† দক্ষিণাপথের অন্তর্গত মলয়বর দেশে কুমারিল ভট্টের বৃত্তান্ত-বিষয়ক অনেক প্রমাণ প্রচলিত আছে এবং তদনুসারে ঐ দেশীয় কেরল-উৎপত্তি নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হয় যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের এক শত বৎসর পূর্ব্বে মলয়বরে প্রাদুর্ভূত হন এবং তথা হইতে বৌদ্ধগণকে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। দক্ষিণাপথের অন্য অন্য গ্রন্থেও এবিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। তুলবাদেশীয় ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ঐ কুমারিল ভট্টেরই সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন; তাঁহাদের এইরূপ দৃঢ় সংস্কার আছে যে, কুমারিল ভট্ট শঙ্করাচার্য্যের কিছু পূর্ব্বে বৌদ্ধগণকে নিগ্রহ ও পরাভব করেন। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যে কুমারিলের নাম সুস্পষ্ট লিখিত না থাকুক, কিন্তু হ, ট, কোল্‌ব্রুক্‌ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থে তাঁহার মত-প্রসঙ্গ বিদ্যমান আছে। অতএব তিনি শঙ্করাচার্য্যের পুরাতন লোক তাহার সন্দেহ নাই। শঙ্কর খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষ বা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব কুমারিলকে ঐ অব্দের সপ্তম শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কোন যুক্তি ও কোন প্রমাণই উপস্থিত হয় নাই। প্রত্যুত, তাঁহার সংক্রান্ত সকল কথাতেই ইহা সপ্রমাণ করিয়া আসিতেছে। *

‡ হিন্দুরা যে, বৌদ্ধদিগকে নৃশংসভাবে নিগ্রহ করেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও বিস্তর বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশীর সমীপস্থ সর্নাথ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান স্থান ছিল। বুদ্ধ বর্ত্তমান থাকিতেই সর্নাথের বিহার প্রস্তুত হয়। তথায় বৌদ্ধদের অনেক দেবালয় ও দেব-প্রতিমূর্ত্তি এবং একটি অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল। ঐ সর্নাথ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার চারি দিকে এরূপ প্রভূত ভস্ম-রাশি বিদ্যমান আছে যে, দেখিয়া বোধ হয়, বৌদ্ধ-দ্বেষী শত্রু-পক্ষীয়েরা সমুদায় ভস্মীভূত করিয়াছে †।

---

* H. H. Wilson's Sanscrit and English Dictionery, 1819, Preface, pp, xviii and xix and Mackenzie Collection, Vol, I., p. LXV. H. T, Colebrooke's Miscellaneous Essays, 1873, Vol. I, p, 323. Buchanan's Mysore, Vol. III, p. 91,

† Asiatic Researches, vol. V., p. 131. Miss E. Robert's Views in India, China, and the Red Sea, vol. II. p. 8; Cunningham's Bhilsa Topes,

শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষী ছিলেন এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি নেপালবাসী বৌদ্ধগণের বিস্তর গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং বৌদ্ধেরাও তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে *। শঙ্কর-শিষ্য আনন্দগিরি বৌদ্ধদের সহিত তাঁহার বিচার-প্রস্তাব বর্ণন করিয়াছেন †। বৌদ্ধেরা এখানে প্রাদুর্ভূত বা সচরাচর বিদ্যমান না থাকিলে, এরূপ প্রতিবাদিতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ সম্ভব হয় না। তাহারা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। অতএব সে সময়ের পূর্ব্ব ভিন্ন উত্তরকালে শঙ্করাচার্য্যের জীবিত থাকা কোনরূপেই সঙ্গত হয় না।

মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা সায়নাচার্য্য দক্ষিণাপথের সঙ্গম নামক নৃপতিবিশেষের মন্ত্রী ছিলেন। সায়নাচার্য্য ধাতুবৃত্তি নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে,

इतिपूर्ब्ब-दक्षिण-पश्चिमसमुद्राधीश्वरकम्पराजसुतसङ्गमराजमहा— मन्त्रिणा मायणपुत्त्रेण माधवसहोदरेण सायनाचार्य्येण विरचिता माधवीया धातुवृत्तिः।

জগৎসিং, কনিংহেম, কিটো, টমস্ ও হল ঐ স্থান খনন ও অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অস্থি, লৌহ, অর্দ্ধদ্রব লৌহরাশি, পিত্তলপিণ্ড, কাষ্ঠ, প্রস্তর, প্রস্তুত রুটি, দগ্ধ শস্য ও অগ্নিদগ্ধ অন্ন একত্র রাশীকৃত রহিয়াছে। মনুষ্য, দেবালয় ও দেব-প্রতিমূর্ত্তি যে একত্র ধ্বংস করা হয়, ঐ সমুদয় তাহারই নিদর্শন। দক্ষিণাপথে কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধদিগকে অত্যন্ত পীড়ন ও সর্ব্বতোভাবে পরাভব করিয়া স্বদেশ হইতে বহির্ভূত করিয়া দেন। মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, কুমারিলের সহায়ভূত সুধন্বা রাজা বৌদ্ধ-সম্প্রদায় সংহার উদ্দেশে এই আদেশ দেন যে,

आसेतोरातुषाराद्रे र्बौद्धानां वृद्धबालकं।
न हन्ति यः स हन्तव्यो भृत्यानित्यन्वशान्नृपः॥

রাজা স্বকীয় কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিলেন, এক দিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অপর দিকে হিমালয় পর্ব্বত, ইহার মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে সংহার কর। যাহারা বধ করে না, তাহাদিগকে বধ কর।

* Asiatic Researches, Vol,, XVI., p. 423.

† শঙ্করবিজয়। ২৮ প্রকরণ।

chapter XII and also his Arhæological Survey Report published in the Supplementary Number of the Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1863, pp- xciv—cxix.

সেই সঙ্গম রাজার পুত্র বুক ও হরিহর বিজয় নগর পত্তন করেন। মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত গ্রন্থ সমুদায়ে এই সঙ্গম রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে চিত্র দুর্গে তিন খানি পিত্তলপত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় * তাহাতে দেবনাগর অক্ষরে সঙ্গম রাজা ও তাঁহার পুত্র হরিহর, বুক প্রভৃতির নাম ও রাজত্ব-কাল লিখিত আছে।

> अभूदस्य कुले श्रीमान् भूमौ गुरुगुणोदयः।
> अपास्तदुरितासङ्गः सङ्गमो नाम भूपतिः॥
> आसन् हरिहरः कम्पो बुक्करायो मह्यीपतिः।
> मारपोमुद्गपश्चेति कुमारास्तस्य भूपतेः॥

তাঁহার বংশে পাপ-বর্জ্জিত এবং উৎকৃষ্ট-গুণ-যুক্ত শ্রীমান সঙ্গম রাজা উৎপন্ন হন; তাঁহার পাঁচ পুত্র; হরিহর, কম্প, বুকরায়, মারপ এবং মুদ্গ।

হরিহর রাজা কিছু ভূমি-দান করেন। ঐ পিত্তলপত্রে তাহার বিবরণ ও সময়-নিরূপণ আছে। সে সময় এই,

> ऋषिभूवह्निचन्द्रे तु गणिते धातवत्सरे।
> माघमासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यां महातिथौ।
> नक्षत्रे पितृदैवत्ये भानुवारेण संयुते॥

১৩১৭ শকে, (অর্থাৎ ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে) ধাতবর্ষে, মাঘ মাসে, শুক্লপক্ষে, পৌর্ণমাসী তিথিতে, পিতৃদৈবত্য অর্থাৎ মঘানক্ষত্রে, রবিবারে †।

বেলিগোল পর্ব্বতের একখানি প্রস্তরে খোদিত আছে, ১২৯০ শকে বুক রাজা জৈন এবং বৈষ্ণবদিগের বিবাদ-ভঞ্জন পূর্ব্বক পরস্পর সন্ধিস্থাপন করিয়া দেন ‡। অতএব যখন হরিহর রাজা ১৩১৭ শকে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন এবং বুক রাজা ১২৯০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তদীয় পিতা সঙ্গম রাজার মন্ত্রী সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য শকাব্দের ত্রয়োদশ ও খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন বলিতে পারা যায়। সেই মাধবাচার্য্য

---

* Asiatic Researches, London 1809, vol, IX., p. 416.

† Asiatic Researches London, 1809. vol. IX., pp. 417-421.

‡ Asiatic Researches, London, 1809, vol. IX., p. 270.

নিজ-কৃত শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থের উপক্রমে লিখিয়া যান, "প্রাচীনশঙ্করজয়ে সারঃসংগৃহ্যতে স্ফুটম্।" প্রাচীন শঙ্করজয় গ্রন্থের সার-সংগ্রহ হইল। এবং "কৃতীঽপি সম্যক্ কবিভিঃ পুরাণৈঃ।" অন্য অন্য প্রাচীন কবি শঙ্করাচার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন।

ন্যূন সংখ্যা তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বকার লোক না হইলে প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না। অতএব শঙ্করাচার্য্যের চরিত-রচয়িতা পণ্ডিতগণ যদি এইরূপ প্রাচীন হইলেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে ৮।৯ শত বৎসর অপেক্ষায় অপ্রাচীন বলিয়া কোনমতে স্বীকার করিতে পারা যায় না। যে রামানুজ আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদ করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, তিনি খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে * প্রাদুর্ভূত হন। এ প্রমাণেও শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর লোক অপেক্ষা অপ্রাচীন হইতে পারেন না। তাঁহার সমকালবর্ত্তী আনন্দ গিরি শঙ্করবিজয়ে ভট্টের অর্থাৎ কুমারিল ভট্টের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন।

रुद्राख्यपुरात् ब्राह्मणाः समागम्य परमगुरुमिदमूचुः स्वामिन् भट्टाचार्य्याख्योद्विजवरः कश्चिदुदग्देशात्समागत्य दुष्टमतावलम्बिनो बौद्धान् जैनानसङ्ख्यातान् राजमुखादनेकविद्याप्रसङ्गभेदैर्निर्जित्य तेषां शीर्षाणि परशुभिश्छित्त्वा बहुषु उलूखलेषु निक्षिप्य कट-भ्रमणैश्चूर्णीकृत्य चैवं दुष्टमतध्वंसमाचरन् निर्भयो वर्त्तते इति।

শঙ্কর বিজয়। ৫৫ প্রকরণ।

ব্রাহ্মণগণ রুদ্র নামক নগর-বিশেষ হইতে আগমন করিয়া পরম গুরু শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন, ভট্টাচার্য্য নামে কোন ব্রাহ্মণ উত্তর অঞ্চল হইতে সমাগত হইয়া অকুতোভয়ে উপস্থিত রহিয়াছেন। ইনি নৃপতিবিশেষের আদেশ ক্রমে অনেক রূপ বিদ্যা-প্রসঙ্গ দ্বারা দুষ্ট-মতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ী অসংখ্য ব্যক্তিকে পরাজয় করেন এবং পরশু প্রহার দ্বারা তাহাদের মস্তক সমুদায় ছেদন ও উদূখল সমূহে নিক্ষেপণ পূর্ব্বক চূর্ণীকৃত করিয়া দুষ্টমত বিনাশ করেন।

উল্লিখিত শঙ্করবিজয় গ্রন্থে ঐ ব্রাহ্মণের নাম কেবল ভট্ট বলিয়া লিখিত

* প্রথম ভাগ, রামানুজ-সম্প্রদায়, ৬ পৃষ্ঠা।

আছে ; কুমারিলের নাম স্পষ্ট নাই, কিন্তু ভট্ট-উপাধি-বিশিষ্ট যাবতীয় পণ্ডিতের মধ্যে কুমারিলই বিষম বৌদ্ধ দ্বেষী ও নৃশংস ভাবে বৌদ্ধদের পীড়নকারী ছিলেন ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। শঙ্করের সমকালবর্ত্তী আনন্দগিরি যখন তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তখন শঙ্করকে কুমারিলের উত্তর-কালীন লোক বলিয়া অনুমান করিতে হয়। কিন্তু আনন্দগিরি ঐ উভয়কে পরস্পর সমকালবর্ত্তী বলিয়া বর্ণন করেন। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা শঙ্করের সহিত ভট্টের কেন ? কল্পনা বলে ব্যাসদেবের ও সাক্ষাৎকার ও বাধ্য-বাধকতা সংঘটন করাইয়া দেন *। সেটি স্বতন্ত্র কথা, বিচার-সহ নয়। শঙ্করাচার্য্য যেরূপ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ থ্সঙ্গ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষে অনেক বৎসর অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও অন্য অন্য নানা বিষয়ের যেরূপ সবিশেষ বর্ণন করেন, তাহাতে ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যদি হিন্দু সমাজে তাদৃশ ধর্ম্ম-বিপ্লব সংঘটিত বা আন্দোলিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমণবিবরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ না থাকা কোনরূপেই সঙ্গত নয়। যখন ঐ ভ্রমণ-বিবরণে সেরূপ ধর্ম্মান্দোলনের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, তখন ঐ সময়ের উত্তরকালে কোন সময়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। অতএব তিনি এক দিকে খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দী ও অপর দিকে উহার একাদশ শতাব্দী এই উভয় কালের মধ্যস্থলে কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠিল।

শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি মলয়বর দেশীয় লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, তিনি সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ মত প্রচার করেন † এবং তেলগু ভাষায় বিরচিত কেরল-উৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, মলয়বর দেশের শাসনকর্ত্তা শিওরাম যে সময়ে কৃষ্ণরাওকে পরাজয় করেন, সে সময়ে শঙ্করাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন। এই ব্যাপারটি ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। এ প্রমাণানুসারেও, শঙ্করাচার্য্য

---

* শঙ্করবিজয়, ৫২ প্রকরণ।

† Buchanan's Mysore, Vol. II., p. 424.

ন্যূনাধিক সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের লোক হইয়া পড়েন। রামমোহন রায় শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য-পরম্পরার সংখ্যা গণনা করিয়া বিবেচনা করেন, তিনি ঐ রূপ সময়েই প্রাদুর্ভূত হন।

কর্ণেল্ মেকেন্জি ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ড হইতে যে সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে একখানি গ্রন্থে কেরল-উৎপত্তির অনুবাদ আছে। তাহাতে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য মলয়বর রাজ্যের অধিপতি চেরুমন্ ও পেরুমল নামক নৃপতির সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। খৃষ্টিয়ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে সেই রাজার অনুরাগ থাকাতে, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁহার সংক্রান্ত অনেকানেক বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখিয়াছেন। একটি গ্রন্থকার * লেখেন, তিনি মলয়বরের অন্তর্গত, কলিকোড় (Calicut) নগর পত্তন করেন। কেহ † বলেন, ৯০৭ ও অপর কেহ ‡ বলেন, ৮২৫ খৃষ্টাব্দে ঐ নগর নির্ম্মিত হয়। অতএব অপরাপর যুক্তি ক্রমে শঙ্করাচার্য্যের যে সময়ে বিদ্যমান থাকা বিবেচনা-সিদ্ধ বোধ হয়, ঐ শেষোক্ত সময়ের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। ¶

শঙ্করদিগ্বিজয়ে লিখিত আছে, তিনি কাশ্মীর দেশে গমন পূর্ব্বক বিপক্ষ দিগকে জয় করিয়া সরস্বতীপীঠে অবস্থিতি করেন। রাজতরঙ্গিণীতেও ইহার অনুরূপ একটি বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষ-কালে কতকগুলি তীর্থযাত্রী কাশ্মীরস্থ সরস্বতীপীঠ-সন্দর্শনার্থ আগমন করে এবং তদু-পলক্ষে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন কারণ বশতঃ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়।

गौड़ोपजीविनामासीत् सत्त्वमत्यद्भुतं तदा।
जह्रुर्ये जीवितं धीराः परोक्षस्य प्रभोः कृते ॥
सारदादर्शनमिषात् काश्मीरान् संप्रविश्य ते।
मध्यस्थदेवावसथं संहताः समवेष्टयन् ॥

রাজতরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ। ৩২৪ ও ৩২৫ শ্লোক।

ললিতাদিত্যের সময়ে গৌড়-দেশীয় ব্যক্তিগণের অত্যদ্ভুত কার্য্য সংঘটিত হয়।

---

* Assemannus. † Scaliger. ‡ Vischerus,

¶ H. H. Wilson's Sanscrit and English Dictionary, Preface, xvii., note.

সেই পণ্ডিতগণ অপ্রত্যক্ষ দেবতার জন্য প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহারা সরস্বতী-সন্দর্শন উদ্দেশে কাশ্মীর প্রবেশ পূর্ব্বক একত্র হইয়া তন্মধ্যস্থিত দেবালয় পরিবেষ্টন করেন।

কাশ্মীর দেশ, তন্মধ্য-স্থিত সরস্বতীপাঠ, উভয় পক্ষের অবলম্বিত ধর্ম্ম-মতের অনৈক্য এই বিবাদের কারণ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে রাজতরঙ্গিণী এবং শঙ্কর-দিগ্বিজয় উভয় গ্রন্থে সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। অতএব শঙ্করাচার্য্য ও তদীয় সমভিব্যাহারী শিষ্য-সম্প্রদায় এই বিবাদের একপক্ষ থাকা নিতান্ত সম্ভব। রাজ-তরঙ্গিণীতে সেই সকল ব্যক্তি গৌড়োপজীবী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এই একটু বিশেষ দেখা যাইতেছে। হয়, শঙ্করাচার্য্যের সহিত অনেক গৌড়দেশস্থ শিষ্য ছিল, না হয়, অন্য কারণ বশতঃ তাঁহাদের জাতীয় নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রন্থকর্ত্তার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীর মতে, ললিতাদিত্য খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ * পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং তদনুসারে শঙ্করাচার্য্য সেই সময় বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়। অন্যান্য প্রমাণেও তাঁহাকে যে সময়ের লোক বলিয়া প্রতীতি জন্মে. উল্লিখিত ব্যাপারের সংঘটন-কালের সহিত তাহার অধিক অন্তর দেখা যায় না। যাহা কিছু অন্তর, তাহা ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন গ্রন্থ-কারদিগের বিরচিত ইতিহাস-পুস্তকের পক্ষে কিছু মাত্র অসম্ভব নয়।

মলয়বর দেশে আচার্য্যবাগভেদ্যা নামে একটি শক প্রচলিত আছে। ঐ শক শঙ্করাচার্য্য হইতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ঐ দেশে অভিনব প্রকার আচার ব্যবহার প্রণালী সংস্থাপন করেন বলিয়া ঐ শক প্রবর্ত্তিত হয় এইরূপ খ্যাতি আছে। এক্ষণে † ঐ শকের ন্যূনাধিক সাড়ে দশ শত বৎসর অতীত হইয়াছে ‡। ইহা হইলে, তিনি খ্রীষ্টাব্দের নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হন এইটিই প্রতি-পন্ন হইয়া উঠে। এই সিদ্ধান্তটি পূর্ব্বোক্ত অপরাপর সমুদয় যুক্তিরই অনুমোদিত।

শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টাব্দের নবম শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-ক্রমে শৈব-ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং রামানুজাচার্য্য উহার দ্বাদশ শতাব্দীতে রীতি-বিশেষ অনুসারে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত করিয়া যান। অতএব তাদৃশ অভিনব ধর্ম্ম-প্রণালীর উদ্দীপন-

* ৭১৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম মাস হইতে ৭৫১ খৃষ্টাব্দের অষ্টম মাস পর্য্যন্ত।—Asiatic Researches. Vol. XV., p. 81.

† ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে।

‡ The Transactions of the Literary Society of Madras. Part I. p, 59.

কারী বর্ত্তমান পুরাণ গুলি ঐ ঐ সময়ের পরে রচিত ও সঙ্কলিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। ইতিপূর্ব্বে ঐ সমস্ত পুরাণ রচনার সময় যেরূপ বিবেচিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই অভিপ্রায়ের সুন্দর সঙ্গতি দেখা যাইতেছে।

প্রচলিত পুরাণগুলি এরূপ অপ্রাচীন হইলেও, তদীয় রচয়িতারা সর্ব্বসাধারণের চির-প্রসিদ্ধ বাস্তবিক অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া সেই সমস্ত স্বরচিত গ্রন্থের মহিমা-বর্দ্ধন-চেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কহেন, পুরাণ স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ। কেহ কেহ বলেন, উহা বেদের অপেক্ষাও প্রাচীন; অগ্রে পুরাণ, পশ্চাৎ বেদ প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ বা নির্ভয়ে ও নির্লজ্জভাবে বলিয়া যান, তাঁহার বিরচিত গ্রন্থখানিতে বেদের দোষ সমুদায় সংশোধন করিয়াছে।

पुराणं सर्व्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्।

পদ্মপুরাণ।

ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে পুরাণ-শাস্ত্র ব্যক্ত করেন।

प्रथमं सर्व्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्।
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः॥

বায়ুপুরাণ। ১। ৫৬।

ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে পুরাণ-শাস্ত্র প্রকাশ করেন। পরে বেদ সমুদায় তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হয়।

पुराणं सर्व्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्।
नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्॥
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः।
मीमांसा न्यायविद्या च प्रमाणाष्टकसंयुता॥

মৎস্যপুরাণ। ৩। ৩ ও ৪।

ব্রহ্মা সমুদায় শাস্ত্রের মধ্যে প্রথমে শতকোটী শ্লোক-বিশিষ্ট, নিত্য, পবিত্র ও শব্দময় পুরাণ-শাস্ত্র প্রকটন করেন। পরে সমস্ত বেদ; মীমাংসা ও অষ্ট-প্রকার প্রমাণ-সংযুক্ত ন্যায়-বিদ্যা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয়।

भगवन् यत्त्वया पृष्टं ज्ञातं सर्व्वमभीप्सितम् ।

सारभूतं पुराणेषु ब्रह्मवैवर्त्तमुत्तमम् ॥

पुराणोपपुराणानां वेदानां भ्रमभञ्जनम् ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। ১। ৪৮।

ভগবন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ও যাহা ইচ্ছা করেন, আমি সেই সকল পুরাণের সার-স্বরূপ সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অবগত আছি। তাহাতে পুরাণ উপপুরাণ ও বেদ সমুদায়ের ভ্রম ভঞ্জন করিয়াছে।

যিনি বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততাবাদী হিন্দু-মণ্ডলীর অন্তর্গত হইয়াও অকুতোভয়ে ও অম্লান বদনে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার অপার সাহস।

পুরাণের বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইল, সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বেদব্যাসকে প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের রচয়িতা বলিয়া কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না; প্রত্যুত, স্বধর্ম্মানুরক্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব মতানুযায়ী ধর্ম্ম-প্রণালী-প্রচলন উদ্দেশে তাঁহার নামে সেই সমস্ত প্রচার করা হইয়াছে এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। আর এক রূপ প্রমাণেও তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ মত, ঘোরতর নিন্দাবাদ ও বিষময় বিদ্বেষভাব প্রকাশিত রহিয়াছে যে, সে সমুদায় এক মতাবলম্বী এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত হওয়া কোন রূপেই সম্ভব নয়। শিব-প্রধান সমুদায় পুরাণের প্রতি পদ্মপুরাণপ্রণেতার অভিসম্পাত-প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছে। পশ্চাৎ উল্লিখিত বিষয়ের আর দুই চারিটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে; দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

मोहाद्यः पूजयेदन्यं स पाषण्डी भविष्यति ।

इतरेषान्तु देवानां निर्माल्यं गर्हितं भवेत् ॥

सकृदेव हि योऽश्नाति ब्राह्मणो ज्ञानदुर्व्वलः ।

निर्माल्यं शङ्करादीनां स चाण्डालो भवेत् ध्रुवम् ॥

कल्पकोटीसहस्राणि पच्यते नरकाग्निना ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ৭৮ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড হইবে। বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের নির্ম্মাল্য গর্হিত। যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার মাত্রও শিবাদির প্রসাদ-সামগ্রী ভোজন করে, সে নিশ্চিত চণ্ডাল। সে নরকাগ্নিতে কোটিসহস্র কল্প দগ্ধ হয়।

সৌরস্য গাণপত্যস্য শৈবাদৈর্ভূরিমানিনঃ।
শাক্তস্য বৈষ্ণবোবারি হস্তেষ্বন্নং পরিত্যজেৎ॥
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ॥
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ।

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ১০০ অধ্যায়।

সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈবাদির হস্তে বৈষ্ণবে অন্নজল গ্রহণ করিবে না। বিষ্ণু-ভক্তে শৈব-শাক্তাদির সংসর্গ করিবে না ও তাহাদিগের নিকট প্রার্থনাও করিবে না। তাহাদিগের দ্রব্য পুরীষ-তুল্য।

ধ্যানং হোমস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকোবিধিঃ।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং যে নিন্দন্তি পিনাকিনম্॥

কূর্ম্মপুরাণ। ২০ অধ্যায়।

যাঁহারা শিব-নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের ধ্যান, হোম, তপ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি বিধি সমুদায় শীঘ্র নষ্ট হয়।

তথান্যদেবতাভক্তির্ব্রাহ্মণস্য বিগর্হিতা।
বিদূরমতিবিপ্রাণাং চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি॥
তস্য সর্ব্বাণি নশ্যন্তি পিতরং নরকং নয়েৎ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ১০৩ অধ্যায়।

বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে ভক্তি করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গর্হিত। তাহা করিলে, দুর্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়, তাহার সমুদায় নষ্ট হইয়া যায় ও তাহার পিতা নরকে গমন করে।

ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥

কলৌ কেচিৎ দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ।

স্কন্দ পুরাণ।

যে গ্রন্থেতে অনেকানেক অসুর-বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য-বর্ণন আছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভাগবত বলিয়া মানেন। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্য-যুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবত কল্পনা করিবে।

যেঽন্যদ্দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যং তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥
রুদ্রাক্ষেন্দ্রাক্ষভদ্রাক্ষস্ফাটিকাক্ষাদিধারিণঃ।
জটিলা ভস্মলিপ্তাঙ্গাস্তে বৈ পাষণ্ডিনঃ প্রিয়ে॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ৪২ অধ্যায়।

যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ ও জগৎ-পূজ্য বলিয়া ব্যক্ত করে এবং রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফাটিকাক্ষ, জটা, ভস্মাদি ধারণ করে, তাহারা নিশ্চিত পাষণ্ড।

তন্ত্রকারেরাও এই ধর্ম্ম (বা অধর্ম্ম)—যুদ্ধে শৈব ও শাক্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়া বচন-বাণ নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

গোলোকাধিপতির্দেবীস্তুতিভক্তিপরায়ণঃ।
কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ॥

নির্ব্বাণতন্ত্র।

কালিকার স্তুতি-ভক্তি পরায়ণ গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, কালী পদপ্রসাদে লোকের পালনকর্ত্তা হন।

বেদাবিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
হরের্নাম ন গৃহ্নীয়াৎ ন স্পৃশেৎ তুলসীদলম্॥
ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ।

কুলাবতীতন্ত্র।

বিষ্ণু বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া বেদের নিন্দা করিয়াছেন, অতএব হরিনাম গ্রহণ করিবে না, তুলসী-পত্র স্পর্শ করিবে না ও শালগ্রামশিলা পূজা করিবে না।

যিনি উল্লিখিতরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ পুরাণ-বচন ও বিদ্বেষ-সূচক অভিপ্রায় এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রত্যয় যান, এমন অবাস্তব বিষয় কিছুই নাই যে, তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে না পারেন।

সামবিধান ব্রাহ্মণে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ব্যাসের নাম সুস্পষ্ট লিখিত আছে এবং পরাশর-পুত্র বলিয়াও তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে *। বেদশাস্ত্রের মধ্যে সেই দুই গ্রন্থ সমধিক প্রাচীন না হউক, সেই উভয়ের প্রমাণানুসারে বোধ হয়, ব্যাস তদীয় রচয়িতাদের বহু পূর্ব্বের লোক। ইহা হইলে, তাঁহার সময়ের ভাষায় ও অধুনাতন প্রচলিত পুরাণের সংস্কৃতে বিস্তর বিভিন্নতা মানিতে হয়। বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণ-বিশেষ-প্রণয়নের সমধিক পূর্ব্বকালীন মুনি-বিশেষ প্রচলিত পুরাণ, উপপুরাণ ও পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচার করেন, হিন্দু ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত-পটু বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতে এটি একটি অসম্ভব, অসঙ্গত ও অলীক বাক্য।

পুরাণ ও উপপুরাণ কেবল মনঃ-কল্পিত অভিনব বিষয়েই পরিপূর্ণ এমন নয়। ঐ সমুদায় এবং তাদৃশ পুনরুদ্দীপ্ত ধর্ম্ম প্রণালীর অনুযায়ী অন্য অন্য গ্রন্থ-রচয়িতারা পূর্ব্বতন ঋষি, মুনি, রাজগণাদি সংক্রান্ত প্রাচীন বিষয় সমুদায় সঙ্কলন পূর্ব্বক নিজ নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং শৈব-বৈষ্ণবাদি নূতন নূতন উপাসক-সম্প্রদায় সংক্রান্ত বহুবিধ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাদের নানারূপ অভিনব বেশ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা প্রচার ও বিশেষতঃ শিব, বিষ্ণু ও তদীয় শক্তিগণের মহিমা-কীর্ত্তন ও আরাধনা-প্রচলন করাই সমস্ত পুরাণ

---

* সামবিধান ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকে একরূপ শিষ্য-প্রণালীর মধ্যে পরাশর পুত্র ব্যাসের নাম বিনিবেশিত আছে।

सोऽयं प्राजापत्यो विधिस्तमिमं प्रजापतिर्बृहस्पतये प्रोवाच;—बृहस्पतिर्नारदाय नारदोविष्वक्सेनाय विष्वक्सेनोव्यासाय पाराशर्य्याय व्यासः-पाराशर्य्योजैमिनये जैमिनिः-पौष्पिण्ड्याय पौष्पिण्ड्यः पाराशर्य्यायनाय पाराशर्य्यायनोबादरायनाय बादरायनस्ताण्डि-शाट्यायनिभ्यान्ताण्डिशाट्यायनिनौ बहुभ्यः।

৩ প্রপাঠক। ৯ খণ্ড।

ও উপপুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। মহাভারত ও পুরাণ কর্ত্তাদের নিজ নিজ মত-প্রভাব-প্রচার ও সম্প্রদায়-বর্দ্ধন-সাধন উদ্দেশে পুরাণ-বিশেষে ও উপাখ্যান-বিশেষে দেবতা-বিশেষের সমধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই হেতু, অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী পরস্পর যেরূপ বিপরীত পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সেইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ মত সমুদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শৈব গ্রন্থকার মহাদেবকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্রষ্টা, বৈষ্ণব গ্রন্থকার বিষ্ণুকে ব্রহ্মা ও মহাদেবের সৃজন-কর্ত্তা এবং শাক্ত গ্রন্থকার ভগবতীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনেরই উৎপাদন কর্ত্রী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। লিঙ্গপুরাণের মতে, শিব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর জন্মদাতা।

अथोवाच महादेवः प्रीतोऽहं सुरसत्तमौ।
पश्यतं मां महादेवं भयं सर्व्वं विमुच्यतम्॥
युवां प्रसूतौ गात्राभ्यां मम पूर्व्वं महावलौ।
अयं मे दक्षिणे पार्श्वे ब्रह्मा लोकपितामहः॥
वामे पार्श्वे च मे विष्णु विश्वात्मा हृदयोद्भवः।

লিঙ্গপুরাণ। ১৭। ১—৩॥

পরে মহাদেব বলিলেন, সুরশ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মা ও বিষ্ণু)! আমি (নারায়ণের স্তবে) সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি মহাদেব; আমাকে নির্ভয়ে দর্শন কর। পূর্ব্বকালে, তোমরা দুই মহাবল (পুরুষ) আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও জগতের আত্মাস্বরূপ হৃদয়োদ্ভব বিষ্ণু আমার বাম পার্শ্বে প্রসূত হন।

এই সেই বিধি প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রজাপতি তাহা বৃহস্পতিকে, বৃহস্পতি নারদকে, নারদ বিষক্সেনকে, বিষক্সেন পরাশর-পুত্র ব্যাসকে, পরাশর-পুত্র ব্যাস জৈমিনিকে, জৈমিনি পৌষ্পিণ্ডকে, পৌষ্পিণ্ড পারাশর্য্যায়নকে, পারাশর্যায়ন বাদরায়নকে, বাদরায়ন তাণ্ডি ও শাট্যায়নীকে এবং তাণ্ডী ও শাট্যায়নী অনেক অনেক ব্যক্তিকে উপদেশ দেন।

এই শিষ্য-প্রণালী অনুসারে বলিতে পারা যায়, যে সময়ে সামবিধান ব্রাহ্মণ বিরচিত হয়, সে সময়ে ব্যাসের পরও অনেকগুলি পুরুষ গত হইয়া গিয়াছে। তদনুসারে, ব্যাস সামবিধান ব্রাহ্মণের বহু পূর্ব্বের লোক। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও বজ্রাঘাত-মৃত্যুর কষ্টত্ব-প্রতিপাদন-প্রকরণে লিখিত আছে,

स्होवाच व्यासः पाराशर्य्यः।

১ প্রপাঠক। ৯ অনুবাক।

ঐ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, নিকৃষ্ট সম্পর্কীয়কে যেরূপ সম্বোধন করিতে হয়, মহাদেব বিষ্ণুকে সেইরূপ বাছা! বাছা! বলিয়া সম্বোধন করেন।

वत्स वत्स हरे विष्णो पालयैतच्चराचरम्।

লিঙ্গপুরাণ। ১৭। ১১॥

বৎস! বৎস! হরি! বিষ্ণু! তুমি এই চরাচর জগৎ পালন কর।

ভাগবত কর্ত্তা ইহার বিপরীত কি লিখিয়াছেন দেখ;

सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः।

ভাগবত। ২। ৬। ৩০।

আমি (অর্থাৎ ব্রহ্মা) তাঁহা (অর্থাৎ বিষ্ণু) কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃজন করিতেছি এবং মহাদেব তাঁহার নিদেশক্রমে সংহার করিতেছেন।

भ्रु कुटीकुटिलात् तस्य ललाटात् क्रोधदीपितात्।
समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्याह्नार्कसमप्रभः॥

বিষ্ণুপুরাণ। ১। ৭। ১০॥

তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) ক্রোধানলে প্রদীপ্ত ভ্রুকুটী-কুটিল ললাট-দেশ হইতে মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্য-প্রভার ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট রুদ্র উৎপন্ন হইলেন।

ब्रह्मा तस्योदरभवस्तथाचाहं शिरोभवः।

মহাভারত। অনুশাসনপর্ব্ব। ১৬৭। ৪॥

ব্রহ্মা কৃষ্ণের উদর হইতে উৎপন্ন হন এবং আমি (অর্থাৎ মহাদেব) তাঁহার শিরোদেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করি।

अशक्तोऽहं गुणान् वक्तुं महादेवस्य धीमतः।
योहि सर्व्वगतो देवो न च सर्व्वत्र दृश्यते॥
ब्रह्मविष्णुसुरेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव च।
ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते॥
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः।
चिन्त्यते यो योगविद्भिर्ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः॥

অনুশাসনপর্ব্ব। ১৪। ৩—৫॥

যিনি সর্ব্বত্র-ব্যাপী অথচ কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর নন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেবরাজের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রভু এবং ব্রহ্মা অবধি পিশাচ পর্য্যন্ত দেবগণ যাঁহার উপাসনা করেন, আমি সেই ধীমান্ মহাদেবের গুণ-বর্ণনে অশক্ত।

वासुदेवात् परोब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः।
नारायणपरावेदा देवा नारायणाङ्गजाः।

* * * * * *

सृष्टं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः।

ভাগবত। ২। ৫। ১৪, ১৫ ও ১৭॥

ব্রহ্মন্! বাসুদেবের অপেক্ষায় কেহই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ নাই। নারায়ণ হইতে বেদের উৎপত্তি হয় ও দেবগণ নারায়ণের অঙ্গ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। * * * * * * তিনি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি তাঁহার কটাক্ষপাত মাত্র আদেশ পাইয়া তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু সমুদায় পুনরায় সৃষ্টি করিতেছি।

ভগবতী শিব-ভার্য্যা একথা অনেক পুরাণেই লিখিত আছে, কিন্তু আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনেরই জননী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च।
कारिता स्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী। মধুকৈটভবধ-
প্রকরণ। ৮৩ ও ৮৪ শ্লোক।

তুমি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মার), বিষ্ণুর ও মহাদেবের শরীর উৎপাদন করিয়াছ। অতএব কে তোমার স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারে?

सर्व्वमन्त्रमयी त्वं हि ब्रह्माद्यास्त्वत्समुद्भवाः।
चतुर्व्वर्गात्मिका त्वं वै चतुर্व्वर्गफलोदया॥

কাশীখণ্ড।

তুমি সর্ব্বমন্ত্রময়ী, ব্রহ্মাদির উদ্ভব-কারিণী, চতুর্ব্বর্গাত্মিকা এবং চতুর্ব্বর্গ-ফল-দায়িকা।

এইরূপ, ভক্ত বিশেষের ভক্তি-প্রভাবে, কোন উপাখ্যানে শিব, কুত্রাপি বিষ্ণু ও কোথাওবা ভগবতী সর্ব্ব-প্রধান দেবতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। স্বমত-পক্ষপাতী পর-মত-দ্বেষী পণ্ডিতেরা প্রতিকূল পক্ষীয়দের উপাস্য দেবের মহিমা খর্ব্ব করিয়া নিজ নিজ উপাস্য দেবতার মহিমা-পরিবর্দ্ধন উদ্দেশে ঐ সমস্ত উপাখ্যান ও পরস্পর-বিরুদ্ধ পূর্ব্বোল্লিখিত মত সমুদায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। পশ্চাৎ দ্বেষবুদ্ধি-শূন্য অন্যান্য পণ্ডিতেরা সেই সমুদায় আপনাদের রুচি-বিরুদ্ধ দেখিয়া সামঞ্জস্য-সাধন উদ্দেশে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, যিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে প্রথম দেবতা ব্রহ্মার বিষয় পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে। অপর দুইটি দেবতা বিষ্ণু ও শিব। বেদসংহিতায় বিষ্ণু নামে একটি দেবতার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তিনি পুরাণোক্ত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু নন। তিনি আট্ আদিত্যের একটি আদিত্যমাত্র *; না পরমেশ্বর, না গোকুল ও বৈকুণ্ঠ-বাসী। যদি ঐ বেদোক্ত আদিত্য-রূপী বিষ্ণু উত্তর কালে পৌরাণিক বিষ্ণুরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, তথাচ সেটি ক্রমশঃ ঘটিয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে তাঁহার পদোন্নতির সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, দেবগণ বলিলেন,

যোনঃ শ্রমেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনাহুতিভির্যজ্ঞস্য উদ্বচং পূর্ব্বোব-গচ্ছাত্ স নঃ শ্রেষ্ঠো সত্ তদ্ উ নঃ সর্ব্বেষাং সহেতি তথেতি। তদ্বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোঽভবত্। তস্মাদাহুর্বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি।

শতপথব্রাহ্মণ। ১৪। ১। ১। ৪ ও ৫॥

আমাদিগের মধ্যে যিনি শ্রম, তপস্যা, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ ও আহুতি দ্বারা প্রথমে যজ্ঞ-ফল জানিতে পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ। ইহাতে আমাদের সকলেরই অধিকার থাকিবে। তাঁহারা তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন। বিষ্ণু সর্ব্ব-প্রথমে ইহা সাধন করিলেন। তিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ হইলেন। এই হেতু লোকে বলে বিষ্ণু সকল দেবতার প্রধান।

* পুরাণের মতেও আদিত্য-বিশেষের নাম বিষ্ণু।—বিষ্ণুপুরাণ।১।১৫।১৩১॥

যে সময়ের হিন্দু-শাস্ত্রে পৌরাণিক বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় নাই, অথবা যে সময়ের শাস্ত্রে বিষ্ণু-দেবের পুরাণোক্ত প্রকৃতি-কুসুম বিকশিত হয় নাই, সেই সময়ের রচিত অনেক অনেক উপাখ্যান উত্তর কালে ঐ গোলক-বাসী ও বৈকুণ্ঠ-বাসী চতুর্ভুজ বিষ্ণু-দেবের গুণ-কীর্ত্তন অভিপ্রায়ে নিয়োজিত হইয়াছে। এমন কি পূর্ব্বতন দেবতা-বিশেষের নাম পর্য্যন্ত পরে বিষ্ণু-নামাবলি-মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে নারায়ণ-শব্দটি বিষ্ণু-বাচক বলিয়া প্রচলিত আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ পদের অর্থ লক্ষ্মী ও বিষ্ণু। কিন্তু ঐটি প্রথমে ব্রহ্মার নাম ছিল ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে *। শতপথ ব্রাহ্মণের একস্থলে বেদোক্ত পুরুষ-দেবতা নারায়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

পুরুষো হ নারায়ণোঽকাময়তাতিতিষ্ঠেয়ম্। সর্ব্বাণি ভূতান্যহমেবেদং সর্ব্বং স্যামিতি।

শতপথব্রাহ্মণ। ১৩। ৬। ৬। ১॥

পুরুষ-নারায়ণ কামনা করিলেন, আমি যেন যাবতীয় বস্তু অতিক্রম করি ও আমিই যেন এই সমস্ত বস্তু হই।

নারায়ণ শব্দের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে,প্রথমে বেদোক্ত পুরুষ, পরে ব্রহ্মা এবং সর্ব্বশেষে বিষ্ণু ঐ আখ্যাটি লাভ করেন। পুরাণের মতে, বিষ্ণু প্রলয়-কালে জলশায়ী থাকেন কিন্তু প্রাচীনতর গ্রন্থ-প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, বেদোক্ত পুরুষ (প্রজাপতি) ও ব্রহ্মা জলশায়ী ছিলেন এই মতই পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল †।

নাহ তর্হি কাচন প্রতিষ্ঠাস। তদেনমিদমেব হিরণ্ময়মাণ্ডং যাবৎ সম্বৎসরস্য বেলা আসীত্ তাবদ্ বিভ্রৎপর্য্যপ্লবত।

শতপথব্রাহ্মণ। ১১। ১। ৬। ২॥

তখন তাঁহার (অর্থাৎ প্রজাপতি-সংজ্ঞক পুরুষের) অবস্থিতি করিবার স্থান ছিল না। এই হেতু তিনি এই হিরণ্ময় অণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক সম্বৎসর কাল সলিলে ইতস্ততঃ প্লবমান হইয়া ছিলেন।

---

* ৭১ পৃষ্ঠা।

† ৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

বাজসনেয়ীসংহিতায়, ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলে ও শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষ নামক বৈদিক দেবতা বিশেষের যে সমস্ত গুণ ও শক্তি বর্ণিত আছে, পরে মনুসংহিতায় যাহা ব্রহ্মার গুণ বলিয়া বর্ণিত হয় *, অবশেষে ভাগবতে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ স্বরূপে সেই সমুদায় আরোপিত হইয়াছে। পুরাণোক্ত বিষ্ণু সেই বেদোক্ত পুরুষের মত সহস্র-শীর্ষ, সহস্র-পাদ ও সহস্র-লোচন। পুরুষের ন্যায় বিষ্ণু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বস্তু। পুরুষের ন্যায় বিষ্ণু হইতেই বিরাটের সৃষ্টি এবং ঋক্ সামাদি বেদ ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হয়। দেবগণাদি যেমন পুরুষকে বা পুরুষের অঙ্গ সমুদায়কে যজ্ঞ সামগ্রী করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেইরূপ, বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে যজ্ঞসামগ্রী সকল আহরণ করিয়া তাঁহারই যজ্ঞ করা হয়। এই সমস্ত বিষয় বেদে বেদোক্ত পুরুষদেবের, এবং পরে ভাগবতে পুরাণোক্ত বিষ্ণুর, মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বেদোক্ত পুরুষ।	ভাগবতোক্ত বিষ্ণু ও বাসুদেব।
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस্রपात् ঋ-সং। ১০। ৯০। ১॥	सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्राननशीर्षवान्। ভাগবত। ২। ৫। ৩৫॥
বেদোক্ত পুরুষ।	ভাগবতোক্ত বিষ্ণু ও বাসুদেব।
पुरुष एवेदं सर्व्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। ঐ। ঐ। ঐ। ২॥	सर्व्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्। ভাগবত। ২। ৬। ১৫॥
सभूमिं विश्वतोवृत्वा- त्यतिष्ठद् दशाङ्गुलम्। ঐ। ঐ। ঐ। ১॥	तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिं† मधितिष्ठति। ভাগবত। ২। ৬। ১৫॥
तस्माद् विराळजायत विराजो अधिपुरुषः। ঐ। ঐ। ঐ। ৫॥	अण्डकोषशरीरेऽस्मिन् सप्ताव- रणसंयुते। वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान्धारणाश्रयः॥ ভাগবত। ২। ১। ২৫॥

* ১২ ও ১৩ পৃষ্ঠা।

† वितस्तिमिति दशाङ्गुलम्। শ্রীধরস্বামী।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুঃ তস্মাদজায়ত।	ঋচো যজূংষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম।
ঐ। ঐ। ঐ। ৯॥	ভাগবত। ২। ৬। ২৪।
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ। পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥	পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ। ঊর্ব্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽভ্যজায়ত॥
ঐ। ঐ। ঐ। ১২॥	ভাগবত। ২। ৫। ৩৭॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।	পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া।
ঐ। ঐ। ঐ। ৬॥	ভাগবত। ২। ৬। ২৬॥
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যাঃ ঋষয়শ্চ যে॥	ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্। তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম্।
ঐ। ঐ। ঐ। ৭*।	ভাগবত। ২। ৬। ২৭॥

উল্লিখিত উভয় গ্রন্থের বচনগুলি ঐক্য করিয়া দেখিলে, ঐ সমস্ত যে এক গ্রন্থ হইতে অন্য গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ থাকেনা। কে বা উত্তমর্ণ ও কে বা অধমর্ণ তাহা অপরিজ্ঞাত থাকিবার বিষয় নয়। বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা পরমেশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করা ভাগবত-প্রণেতার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গ্রন্থে লিখিত আছে, ব্রহ্মা সৃজনকর্ত্তা ও মহাদেব সংহারকর্ত্তা। ইহাতে ভাগবত-রচয়িতাকে অনেক সঙ্কটে পতিত হইতে ও বিস্তর কৌশল প্রকাশ করিতে হইয়াছে। তিনি এই বিরোধ-ভঞ্জন-উদ্দেশে লিখিলেন, বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ব্রহ্মা ও শিব সৃজন ও সংহার করেন। বিষ্ণু ভূমণ্ডলের ভার-মোচনার্থ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদিরূপে অবতীর্ণ হন, এ বিষয় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতর

* এই শেষোক্ত দুই (অর্থাৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম) ঋকের তাৎপর্য্যার্থ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২২ অবধি ২৯ পর্য্যন্ত কয়েক শ্লোকে পরিবর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে।

শাস্ত্র বা উপাখ্যান-বিশেষে ঐ গুলি ব্রহ্মা বা প্রজাপতির অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

মৎস্যাবতার।—শতপথ ব্রাহ্মণে মৎস্যাবতারের একটি অপূর্ব্ব উপাখ্যান আছে *। হিন্দুশাস্ত্রে ঐ বিষয়ের যত বৃত্তান্ত দেখা যায়, ঐ উপাখ্যানটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মৎস্য-অবতার কোন্ দেবের অবতার, ঐ উপাখ্যানে তাহা কিছুমাত্র উল্লিখিত নাই। কিন্তু বেদোক্ত উপাখ্যান বৈদিক দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক হওয়া কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়। বিষ্ণু মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন একথা বেদের কোন অংশে দৃষ্ট হয় না। ঐ বৈদিক উপাখ্যান অপেক্ষায় অপ্রাচীন মহাভারতীয় উপাখ্যানে লিখিত আছে, মৎস্য ব্রহ্মার অবতার।

অহং প্রজাপতির্ব্রহ্মা যৎপরং নাধিগম্যতে।
মৎস্যরূপেণ যূয়ঞ্চ ময়াঽস্মান্মোক্ষিতা ভয়াৎ॥

বনপর্ব্ব। ১৮৭। ৫২॥

(মৎস্য ঋষিগণকে কহিলেন,) আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা; মৎস্যরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তোমাদিগকে এই ভয় হইতে মুক্ত করিলাম।

যে সময়ে ব্রহ্মার উপাসনা প্রাদুর্ভূত ছিল, সেই সময়ে বনপর্ব্বের এই কথাটি বিরচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারত অপেক্ষায় অপ্রাচীন ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ মৎস্য বিষ্ণুর অবতার। হিন্দুদের জাতীয় ধর্ম্ম কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে দেখ। এক উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে। ব্রহ্মার মহিমাকে খর্ব্ব করিয়া বিষ্ণু-উপাসনার প্রচার যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তদীয় উপাসকেরা ব্রহ্মাদি অন্য অন্য দেবতার মাহাত্ম্য-সূচক প্রাচীনতর উপাখ্যান সমুদায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া আপনাদের উপাস্য দেবের মহিমা-কীর্ত্তনে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন! তদনুসারে, মহাভারতের অন্তর্গত ব্রহ্মার মাহাত্ম্য-বোধক ঐ উপাখ্যান ভাগবত আদি পুরাণে বিষ্ণুর মাহাত্ম্যপ্রতি-

---

* শতপথব্রাহ্মণ। ১। ৮।

পাদক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে *। শতপথব্রাহ্মণের মত এই যে, জলপ্রলয়ের উপক্রম হইলে, মৎস্য মনুর সমীপে উপস্থিত হন। মনু তাঁহার সমীপে প্রলয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া এক খানি অতি বৃহৎ অর্ণবযানে আরোহণ করেন, কিন্তু তাহাতে পশু, পক্ষী, বীজাদি সঙ্গে লইবার প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু ভাগবতে লিখিত আছে, মৎস্যরূপী ভগবান রাজা সত্যব্রতসন্নিধানে উপনীত হন। প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে, তিনি ভগবানের আদেশ অনুসারে মুনিগণ সঙ্গে ওষধি ও বীজাদি সমভিব্যাহারে করিয়া একখানি বৃহৎ তরণীতে আরোহণ করেন। প্রলয়-কাল অতীত হইলে, বিশ্বপাতা ভগবান ব্রহ্মার সহিত প্রলয়-সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া হয়গ্রীব অসুরকে বিনাশ পূর্ব্বক বেদ সমগ্র উদ্ধার করেন †।

* ভাগবত। ৮ স্কন্ধ। ২৪ অধ্যায়।

† এই উপাখ্যান অনুসারে ব্রহ্মার নিশাকাল উপস্থিত হইলে, ভগবান বিষ্ণু বেদ-উদ্ধার জন্য মৎস্য-রূপ ধারণ করেন, তদনুসারে এই প্রলয় নৈমিত্তিক প্রলয় হইতে পারে *। কিন্তু এই পুরাণের প্রথম স্কন্ধে লিখিত আছে,

"রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।" (ভাগবত।১।৩।১৫॥)

"চাক্ষুষ মনুর অধিকার-কালে সমুদ্র-বৃদ্ধি হইয়া জলপ্লাবন ঘটিলে পর, বিষ্ণু মৎস্য-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার দিবাকালে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার হয়, তন্মধ্যে চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনুমাত্র, সুতরাং তৎকাল ব্রহ্মার নিশাকাল কি প্রকারে হইতে পারে? এবং তৎকালে নৈমিত্তিক প্রলয়ই বা কি প্রকারে সম্ভবে? অতএব ভাগবতের দুই স্থানের এই দুইটি কথা পরস্পর-বিরুদ্ধ।

এইরূপ একটি পৃথিবী-ব্যাপী জল-প্রলয়-বৃত্তান্ত অন্যান্য নানাদেশের নানাজাতীয় শাস্ত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেল্‌ডীয়া দেশের ইতিহাস মধ্যে লিখিত আছে, ঐ দেশীয় জিসথ্রস্‌ নামে এক নৃপতি দেবতা-বিশেষের আদেশক্রমে একখানি বৃহত্তর অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া জল-প্রলয়ের সময়ে সপরিবারে ও সবান্ধবে পশু, পক্ষী ও খাদ্যসামগ্রী সমুদায় সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক প্রাণ-রক্ষা করেন। ঐ দেশীয় ওনিস্‌ নামক দেবতা-বিশেষ ভারতবর্ষীয় মৎস্যাবতারের মত অর্দ্ধাঙ্গ মৎস্যাকৃতি ও অপর অর্দ্ধাঙ্গ মনুষ্যাকৃতি।—Maurice's 'Hindustan. 1795, Vol. I. p. 543.

সীরিয়া দেশের শাস্ত্রেও ইহার অবিকল অনুরূপ একটি উপাখ্যান আছে। তথাকার যে রাজা জল-প্রলয়ের সময়ে স্বজন ও পশুপক্ষ্যাদি সঙ্গে উল্লিখিতরূপ একখানি অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া রক্ষা পান, তাহার নাম ডিউ্‌কেলিয়ন্‌ বলিয়া লিখিত আছে।—Lucian quoted in Maurice's Hindustan. Vol. I. p. 548.

* ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী ইহাকে মায়িক প্রলয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

মৎস্ত পুরাণের প্রারম্ভেই বিষ্ণুর মৎস্তাবতার-বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, তিনি মৎস্তরূপ পরিগ্রহ করিয়া মনুকে এই পুরাণ উপদেশ দেন। ঐ বৃত্তান্ত মহাভারতীয় উপাখ্যানের অনুরূপ।

কূর্ম্মাবতার।—পুরাণাদি অপেক্ষা প্রাচীনতর শাস্ত্রের মতে, কূর্ম্ম প্রজাপতির অবতার।

খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের বাইবেল্ (অর্থাৎ 'গ্রন্থ') নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে এবিষয়ের যে অবিকল এইরূপ একটি উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। যিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ক্রমে সপরিবারে পশু পক্ষী ও খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে সমুদ্রপোতে আরোহণ করিয়া রক্ষিত হন, তাঁহার নাম নোয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।—Bible Genesis. chap. 6. 7. 8.

আমেরিকাখণ্ডেও এবিষয়ের বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে। ব্রাজীল্-দেশীয় লোকের মধ্যে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এককালে সমস্ত লোক জলপ্লাবনে বিনষ্ট হয়; কেবল একটি পুরুষ ও তাহার গর্ভবতী ভগিনী রক্ষা পায়। তাহাদের হইতেই পুনরায় মনুষ্য-কুলের বৃদ্ধি হয়। কুবা-দ্বীপে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কোন সময়ে একটি প্রধান-পদস্থ বৃদ্ধ লোক প্রলয়-ঘটনার প্রসঙ্গ অগ্রে জ্ঞাত হইয়া একখানি সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বীয় পরিবার ও অন্য অন্য বহু প্রাণী সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করেন। টেরাফর্ম্মা-দেশীয় কতকগুলি লোকে কহে, প্রলয়-কালে সমস্ত নরকুল ধ্বংস হইয়া কেবল একটিমাত্র মনুষ্য সপরিবারে রক্ষা পায়; পশ্চাৎ তাহাদের হইতেই পুনরায় মনুষ্য-প্রবাহ বৃদ্ধি হইয়া আইসে। এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, আমেরিকাখণ্ডের অন্তর্গত মেক্‌সিকো, পেরুবিয়া প্রভৃতি নানাদেশে অসাধারণ বন্যা-ঘটনার নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে।—Encyclopœdia Britannica. 7th Edn. Article on Deluge.

এসিরিয়া দেশের অন্তর্গত কৌয়ুঞ্জিক্ নামক স্থানে কেল্‌ডীয়া দেশীয় জল-প্রলয়-বৃত্তান্ত খোদিত ছিল। কয়েক বৎসর হইল, শ্রীমান্ বেয়ার্ড এবং স্মিথ্ তাহা অনুসন্ধান করিয়া আনেন এবং স্মিথ্ তাহার অর্থোদ্ভেদ করিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর একটি সভায় * তাহা পাঠ করেন। ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত নানা উপাখ্যানের অনুরূপ। যিনি স্বগণ এবং পশু-পক্ষ্যাদি সমবলিত অর্ণবযান আরোহণ করিয়া প্রাণ-রক্ষা পান, তাঁহার নাম হসিসদ্র †।

গ্রীস্ দেশীয় শাস্ত্রেও এইরূপ একটি অসামান্য জলপ্লাবনের কথা বিনিবেশিত আছে, কিন্তু উল্লিখিত উপাখ্যান সমুদায়ের সহিত কোন কোন অংশে তাহার কিছু কিছু অসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, ডিউ্‌কেলিয়ন্ নামক নৃপতি-বিশেষের সময়ে মহাবন্যা উপস্থিত হইয়া মনুষ্য-কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। জল-প্রলয় নিবৃত্ত হইয়া ভূমি প্রকাশ পাইলে, দেবগণ মৃত্তিকা দিয়া নর-মূর্ত্তি সমুদায় নির্ম্মাণ করেন এবং বায়ু-প্রবেশ দ্বারা সেই সমুদায়কে সজীব করিয়া দেন। ‡

* Society of Biblical Archæology.

† The Year book of Facts of Science and the arts, for 1875, p. 285 and 286.

‡ Encyclopœdia Britannica. 7th Edn. Vol. 7.

স যৎকূর্ম্মো নাম এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত যদসৃজতাকরোত্তদ্যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ কশ্যপো বৈ কূর্ম্মস্তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্য ইতি। স যঃ স কূর্ম্মোঽসৌ স আদিত্যঃ।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ৭। ৪। ৩। ৫॥

প্রজাপতি কূর্ম্ম-রূপ ধারণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিলেন। যাহা তিনি সৃজন করিলেন, তাহা (অকরোৎ) অর্থাৎ করিলেন এই নিমিত্তই তাঁহাকে কূর্ম্ম বলে। কশ্যপ শব্দে কূর্ম্ম বুঝায় এই নিমিত্ত লোকে কহে, সকল জীব কশ্যপের সন্তান। সেই কূর্ম্মও যিনি, আদিত্যও তিনি।

এই বৈদিক উপাখ্যান অনুসারে, কূর্ম্ম আদিত্য-স্বরূপ ও প্রজাপতির অবতার। এটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কথা তাহার সন্দেহ নাই। পশ্চাৎ বিষ্ণুর উপাসনার প্রাদুর্ভাব হইলে, পুরাণে কূর্ম্ম বিষ্ণ্বতার বলিয়া প্রচারিত হয়। দেবাসুরে একত্র হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, তাহাতে মন্দর মন্থন-দণ্ড ও বাসুকি রজ্জু হয় এবং বিষ্ণু কূর্ম্ম-রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃষ্ঠোপরি মন্দর ধারণ করেন। এ বিষয়ের পৌরাণিক উপাখ্যান হিন্দু-সমাজে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে এবং অনেকানেক বাঙ্গালা গ্রন্থেও তাহা প্রচারিত হইয়াছে। অতএব এ স্থলে সবিস্তর বিবরণ করিয়া গ্রন্থ বাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। রামায়ণের বালকাণ্ডের ৪৫ সর্গে, আদিপর্ব্বের ১৭-১৯ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণের ২৪৮-২৫০ অধ্যায়ে বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের নবম অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে ও উত্তরখণ্ডের লক্ষ্ম্যুৎপত্তি নামক অধ্যায়ে, ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে ও অগ্নিপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে এবিষয়ের উপাখ্যান সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। সেই সমস্ত উপাখ্যানের পরস্পর বিস্তর অনৈক্য ও বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ সে সমুদায়ই একমতাবলম্বী এক গ্রন্থকারের বিরচিত বলিয়া প্রচলিত আছে ইহা সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়।

বরাহাবতার।—এইরূপ, বরাহও বেদ-শাস্ত্রে প্রজাপতির অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয়সংহিতার প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বোধ হয়।

আপোবাইদমগ্রে সলিলমাসীত্। তস্মিন্ প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বা-চরত্। স ইমাম্ অপশ্যত্। তাং বরাহো ভূত্বাহরত্।

তৈত্তিরীয়সংহিতা। ৭। ১। ৫॥

এই জগৎ প্রথমে জলময় ছিল। প্রজাপতি বায়ু স্বরূপ হইয়া তাহাতে বিচরণ করেন। তিনি এই পৃথিবী দর্শন করিলেন ও বরাহরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক উদ্ধার করিলেন।

আপোবাইদমগ্রে সলিলমাসীত্। তেন প্রজাপতিরশ্রাম্যত্। কথ-মিদং স্যাদিতি। সোঽপশ্যত্ পুষ্করপর্ণং তিষ্ঠত্। সোঽমন্যত। অস্তি বৈ তত্। যস্মিন্নিদমধিতিষ্ঠতীতি। স বরাহোরূপং কৃত্বো-পন্যমজ্জত্। স পৃথিবীমধ আর্চ্ছত্। তস্যা উপহত্যোদমজ্জত্। তত্ পুষ্করপর্ণে প্রথয়ত্। যদপ্রথয়ত্ তত্ পৃথিব্যৈ পৃথিবীত্বম্।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। প্রথমাষ্টক। প্রথমাধ্যায়। তৃতীয়ানুবাক।

এই জগৎ অগ্রে জলময় ছিল। প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া বিবেচনা করিলেন *, কিরূপে ইহাতে জগৎ নির্ম্মিত হইবে? তিনি দেখিলেন, একটি পদ্মপত্র রহিয়াছে। মনে করিলেন, অবশ্যই ইহার আধার-স্বরূপ কোন বস্তু বিদ্যমান আছে। তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া সলিলে নিমগ্ন হইলেন এবং নিম্নে গিয়া পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন। তাহা হইতে দন্ত দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া লইয়া উত্থিত হইলেন †। ঐ মৃত্তিকা পদ্মপত্রে প্রথিত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া রাখিলেন। সেই মৃত্তিকা প্রথিত হয় বলিয়া তাহার নাম পৃথিবী হইল ‡।

---

* "অশ্রাম্যত্" পর্য্যালোচনরূপং তপোঽকুরুত।—সায়ন-ভাষ্য।

† "উপহত্যোদমজ্জত্" কিয়তীমপ্যার্দ্রাং মৃদং দংষ্ট্রয়া পৃথক্কৃত্য সলিলস্যোপর্য্যুন্মজ্জনং কৃতবান্।—সায়ন-ভাষ্য।

‡ শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যেও এইরূপ বরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবী-উদ্ধারের প্রসঙ্গ আছে।

ইয়তীহ বৈ ইয়মগ্রে পৃথিব্যাস প্রাদেশমাত্রী। তামেমূষ ইতি বরাহ উজ্জঘান।

শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৪।১।২।১১॥

অগ্রে এই পৃথিবী এক প্রাদেশমাত্র ছিল। একটি এমূষ নামক বরাহ তাহাকে উদ্ধার করে। এই উপাখ্যানেরও সহিত প্রজাপতির সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, কেননা এই কথার পরেই লিখিত আছে,—

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বরাহ অবতারের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে বরাহ ব্রহ্মার অবতার বলিয়া স্পষ্ট লিখিত আছে।

सर्व्वं सलिलमेवासीत् पृथिवी तत्र निर्म्मिता ।
ततः समभवद् ब्रह्मा स्वयम्भूर्दैवतैः सह ॥
स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम् ।
असृजच्च जगत् सर्व्वं सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥

রামায়ণ। ২। ১১০। ৩ ও ৪ ॥

প্রথমে সমুদয় জলময় ছিল; তাহাতেই পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে উৎপন্ন হন। অনন্তর তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন ও আপনার কৃতাত্মা পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ফেলেন।

रात्रौ चैकार्णवे ब्रह्मा नष्टे स्थावरजङ्गमे ।
सुष्वापाम्भसि यत्तस्मान्नारायण इति स्मृतः ॥
शर्व्वर्य्यन्ते प्रबुद्धो वै दृष्ट्वा शून्यं चराचरम् ।
स्रष्टुं तदा मतिं चक्रे ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः ॥
उदकैराप्लुतां क्ष्मां तां समादाय सनातनः ।
पूर्व्ववत् स्थापयामास वाराहं रूपमास्थितः ॥

লিঙ্গপুরাণ। ৪। ৪৫—৪৮ ॥

सोऽस्याः पतिः प्रजापतिस्तेनैव एनमेतन्मिथुनेन प्रियेण धाम्ना समर्द्धयति कृत्स्नं करोति ।

পৃথ্বী-পতি প্রজাপতি এই এমূষকে ইহার এই প্রীতি-নিকেতন মিথুন প্রদান দ্বারা সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ করিয়া দেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে মৃত্তিকাভিমন্ত্রণ-প্রকরণে লিখিত আছে,

भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी। उद्धृतासि वराहेण* कृष्णेन शतबाहुना।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।১০।১।৮ ॥

(মৃত্তিকা)! তুমি পৃথিবী-স্বরূপা ও ধেনু (অর্থাৎ কামধেনু-সদৃশী) এবং সত্য ও প্রাণি-গণের ধারণকর্ত্রী। একটি কৃষ্ণবর্ণ শতবাহু বরাহ তোমাকে উদ্ধার করে।

---

* वराहावतारेण।—সায়নাচার্য্য।

রাত্রিকালে স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু একার্ণবে নষ্ট হইলে পর, ব্রহ্মা সলিলোপরি শয়ন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি নারায়ণ * বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাত্রি-শেষে ব্রহ্মবিত্তম ব্রহ্মা জাগরিত হইলেন এবং চরাচর জগৎ শূন্য দেখিয়া সৃষ্টি করিতে মানস করিলেন। ধরণীমণ্ডল জলে পরিপ্লুত ছিল; সনাতন ব্রহ্মা বরাহ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিলেন।

তৈত্তিরীয়সংহিতা, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ও রামায়ণোক্ত উল্লিখিত উপাখ্যান এবিষয়ের নানা পৌরাণিক উপাখ্যান অপেক্ষা প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। ঐ উভয়ে বরাহ প্রজাপতি ও ব্রহ্মার অবতার বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। লিঙ্গপুরাণ শিব-প্রধান; বিষ্ণু-মহিমা প্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য নয়; অতএব তাহাতে প্রাচীনতর উপাখ্যানানুসারে, বরাহ ব্রহ্মারই অবতার বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পশ্চাৎ বিষ্ণুপুরাণ, বহ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও হরিবংশে ঐ উপাখ্যান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিষ্ণুর মহিমা-প্রতিপাদন বিষয়ে নিয়োজিত করা হইয়াছে। এই সকল পুরাণ ও হরিবংশের মতে, বরাহ বিষ্ণুরই অবতার। মূলোপাখ্যান এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, অবতীর্ণ হইবার মূল উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত উপাখ্যান দুই প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে; এক প্রকার এই যে, বিষ্ণু রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশে বরাহ-রূপ ধারণ করেন, আর দ্বিতীয় এই যে, তিনি দৈত্যবধ দ্বারা ভূমণ্ডলের ভার মোচন করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণু ও পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে রসাতল হইতে পৃথিবী-উদ্ধারের বিবরণ আছে, আর মহাভারতে এবং লিঙ্গ, বহ্নি প্রভৃতি পুরাণে বরাহ দ্বারা দৈত্য-বধেরই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। হরিবংশে এবং মৎস্যপুরাণে ঐ উভয় প্রকার উপাখ্যানই কিয়দংশে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ঐ উভয়ে বরাহ দ্বারা রসাতল-মগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার আখ্যানও আছে এবং তন্মধ্যে পৃথিবী-কৃত বিষ্ণু-স্তবে এইরূপ উক্তিও

* ৭১ পৃষ্ঠায় এই শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখ।

আছে যে, "ভগবন্! আমি দানবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাকে পরিত্রাণ কর" *।

বিষ্ণুভাগবতাদি পুরাণে যজ্ঞবরাহ নামক একটি বরাহ-প্রসঙ্গ আছে। সেটি যজ্ঞের রূপক বই আর কিছুই নয়। তদীয় বর্ণনায় চারি বেদ তাঁহার চারি পাদ, যূপ তাঁহার দংষ্ট্রা, অগ্নি জিহ্বা, কুশ গাত্রলোম, অহোরাত্র নেত্র-যুগল, পরব্রহ্ম মস্তক, বৈদিক সূক্ত সমুদায় জটারাশি, বেদচ্ছন্দ গাত্র-ত্বক্, যজ্ঞ-ঘৃত নাসিকা, চমস-পাত্র কর্ণ-রন্ধ্র, সামগান গভীর নাদ, যজ্ঞসমূহ অঙ্গ-সন্ধি ইত্যাদি রূপক বর্ণনাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবিষয়ে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে পরস্পর কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় †।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বের ২০৯ অধ্যায়ে, ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ১৮ ও ১৯ অধ্যায়ে, লিঙ্গপুরাণের ১৭ অধ্যায়ে, অগ্নিপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণের সৃষ্টি-খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে, হরিবংশের ২২৪ অধ্যায়ে, কালিকা উপপুরাণের ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণের ২৪৬ ও ২৪৭ অধ্যায়ে এবং বহ্নি ও গরুড়পুরাণে বিষ্ণুর বরাহ-রূপ-ধারণ বিষয়ের নানাপ্রকার উপাখ্যান বিদ্যমান আছে।

বামন।—ঋগ্বেদের এক স্থলে লিখিত আছে, বিষ্ণু অর্থাৎ আদিত্যবিশেষ এই জগন্মণ্ডলে ত্রিপদ বিক্ষেপ করেন।

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুরে।

ঋ-সং। ১। ২২। ১৭॥

বিষ্ণু এই জগতে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন; সমুদায় জগৎ তাঁহার ধূলি যুক্ত পদ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।

ঋ সং। ১। ২২। ১৮॥

---

* দানবৈস্তৈরহমাক্রান্তা রসাতলতলং গতাম্।
ত্রায়স্ব মা সুরশ্রেষ্ঠ ত্বামেব শরণং গতাম্॥

হরিবংশ। ২২৪। ২৩॥

† বিষ্ণুপুরাণ, ১, ৪ এবং ভাগবত, ৩, ১৩ দেখ।

দুর্দ্ধর্ষ ও সকল জগতের রক্ষাকারী বিষ্ণু ধর্ম্মের পুষ্টি-সম্পাদন পূর্ব্বক পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

নিরুক্তকার যাস্ক ঋষি এই দুই ঋকের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

যদিদং কিঞ্চ তদ্বিচক্রমে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধা-ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণনাভঃ।

নিরুক্ত। ১২। ১৯॥

বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎ পরিক্রম করেন। তিনি তিন প্রকার ভাব গ্রহণার্থ তিনবার পদ-বিক্ষেপ করেন। শাকপূণি বলেন, (বিষ্ণু) ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকে পদ-বিক্ষেপ করেন। ঔর্ণনাভ কহেন, উদয়স্থানে, মধ্যাকাশে ও অস্ত-গমন-স্থলে পদার্পণ করেন।

অতএব ঔর্ণনাভের মতে, এই বিষ্ণু সূর্য্য ও তাঁহার ত্রিপাদ-বিক্ষেপ উদয়, অস্ত ও মধ্যাহ্নকালের গতি বই আর কিছুই নয়। দুর্গাচার্য্য নিরুক্তভাষ্যে এই কথাটি সুস্পষ্ট লিখিয়াছেন।

বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদম্। নিধত্তে পদম্। নিধানং পদৈঃ। ক্ব তত্র তাবৎ। পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ॥ পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা দিবি সূর্য্যাত্মনা॥ যদুক্তম্ "তমূ অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কম্"। (ঋ—সং। ১০। ৮৮। ১০।)

সমারোহণে উদয়গিরাবুদ্যন্ পদমেকন্নিধত্তে॥ বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরাবিত্যৌর্ণনাভ আচার্য্যো মন্যতে।

দুর্গাচার্য্য।

বিষ্ণু সূর্য্য, কেননা তিনি তিনবার পদ-নিক্ষেপ করেন। কোথায়?—শাকপূণি বলেন, ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষে। তিনি পার্থিব অগ্নিস্বরূপ হইয়া পৃথিবীতে যৎকিঞ্চিৎ গমন ও অধিষ্ঠান করেন। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ-স্বরূপ ও

দ্যুলোকে সূর্য্য-স্বরূপ হইয়া গমন ও অধিষ্ঠান করেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'দেবগণ সেই (সূর্য্য-স্বরূপ) অগ্নিকে তিন প্রকার ভাবে বিদ্যমান করিয়া দেন।' ঔর্ণনাভ আচার্য্য বিবেচনা করেন, উদয়কালে উদয়াচলে উদয়-স্থানে এক পাদ বিক্ষেপ করেন, মধ্যাহ্ন কালে বিষ্ণুপাদে অর্থাৎ মধ্যাকাশে অপর একপাদ এবং অস্তাচলে গয়শিরে * অর্থাৎ অস্তগমন-স্থলে অন্য একপাদ বিক্ষেপ করেন।

পুরাণে বামনাবতারের উপাখ্যান মধ্যে লিখিত আছে, বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক বলি রাজাকে ছলনা করিতে গিয়া ভূতলে একপাদ, অন্তরীক্ষে একপাদ ও অবশেষে বলির মস্তকোপরি একপাদ অর্পণ করেন। এই নিমিত্ত এই অবতারকে ত্রিবিক্রমাবতারও বলে। সায়নাচার্য্য উল্লিখিত দুই ঋকের ব্যাখ্যায় পৌরাণিক বিষ্ণুর ঐ অবতারের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু বেদোক্ত বিষ্ণু বলি-বঞ্চক পৌরাণিক বিষ্ণু নন, মূলেও কোন অবতারের প্রসঙ্গ নাই এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরাও তাহার সেরূপ অর্থ করেন নাই। বরং বেদোক্ত বিষ্ণু নামক আদিত্য-বিশেষের উল্লিখিত ত্রিপাদ-বিক্রমের প্রসঙ্গ হইতেই পৌরাণিক বিষ্ণুর বামনাবতারের উপাখ্যান উদ্ভাবিত হইয়াছে এই কথাই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব।

শতপথব্রাহ্মণে এক যজ্ঞ-বাচক বামন-রূপী বিষ্ণুর উপাখ্যান আছে; তিনি অসুরগণের নিকট হইতে কৌশলক্রমে সমস্ত ভূমণ্ডল অধিকার করিয়া লন। সেই উপাখ্যানটি এই স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে।

দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ পস্পৃধিরে। ততো দেবা অনুব্যমিবাসুরথহাসুরা মেনিরেঽস্মাকমেবেদং খলু ভুবনমিতি ॥ ১ ॥ তে হোচুর্হন্তেমাং পৃথিবীং বিভজামহৈ তাং বিভজ্যোপজীবামেতি। তামৌক্ষ্ণৈশ্চর্মভিঃ পশ্চাৎপ্রাঞ্চো বিভজমানা অভীয়ুঃ ॥ ২ ॥ তদ্বৈ দেবাঃ শুশ্রুবুর্বিভজন্তে হ বা ইমামসুরাঃ পৃথিবীং প্রেত তদেষ্যামো যত্রে-

---

* এই গয়শির শব্দ পাইয়াই কি গয়া-মাহাত্ম্য ও গয়াসুরের উপাখ্যান বিরচিত হইয়াছে? যখন বিষ্ণু নামক আদিত্য-বিশেষের অর্থাৎ সূর্য্যের গয়শিরে (অর্থাৎ অস্তগমন-স্থলে) পদ-বিক্ষেপের প্রসঙ্গ আছে এবং যখন পৌরাণিক বিষ্ণুরও গয়শিরে (অর্থাৎ গয়াসুরের মস্তকে) পদার্পণের কথা লিখিত রহিয়াছে, তখন এ অনুমান কোন রূপেই অসম্ভব ও অসঙ্গত নয়।

मामसुरा विभजन्ते। के ततः स्याम यदस्यै न भजेमहीति। ते यज्ञमेव विष्णुं पुरस्कृत्येयुः॥ ३॥ ते होचुः अनु नोऽस्यां पृथिव्यामाभजतास्त्वेव नोऽप्यस्यां भाग इति। तेऽसुरा असूयन्त इवोचुर्य्यावदेवैष विष्णुरभिशेते तावद्वोदद्म इति॥ ४॥ वामनो ह विष्णुरास। तद्देवा न जिहीडिरे महद्वै नोऽदुर्ये नो यज्ञसम्मितमदुरिति॥ ५॥ ते प्राञ्चं विष्णुं निपाद्य छन्दोभिरभितः पर्य्यगृह्णन् गायत्रेण त्वाच्छन्दसा परिगृह्णामीति दक्षिणतस्त्रैष्टुभेन त्वाच्छन्दसा परिगृह्णामीति पश्चाज्जागतेन त्वाच्छन्दसा परिगृह्णामीत्युत्तरतः॥ ६॥ तं छन्दोभिरभितः परिगृह्य अग्निं पुरस्तात् समाधाय तेनार्चन्तः श्राम्यन्तश्चेरुस्तेनेमां सर्व्वां पृथिवीं समविन्दन्त।

শতপথব্রাহ্মণ। ১। ২। ৫। ১—৭॥

দেবগণ ও অসুরগণ উভয়ে প্রজাপতির সন্তান। তাঁহারা পরস্পর বিরোধ করিয়াছিলেন; তাহাতে দেবতারা পরাস্ত হন। অসুরেরা বিবেচনা করিল, এই পৃথিবী নিশ্চয় আমাদেরই। তৎপরে তাহারা বলিল, এস আমরা এই পৃথিবী ভাগ করি; করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকি। তদনুসারে, তাহারা বৃষ-চর্ম্ম দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিভাগ করিতে লাগিল। দেবগণ শুনিয়া কহিলেন, অসুরেরা পৃথিবী বিভাগ করিতেছে, অতএব এস আমরা বিভাগ-স্থলে গমন করি। যদি আমরা উহার অংশ না পাই, তাহা হইলে, আমাদের কি হইবে? তাঁহারা যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তথায় চলিলেন এবং বলিলেন, আমাদিগকে পৃথিবীর অধিকারী কর; আমাদিগকেও ইহার অংশ দান কর। অসুরেরা অসূয়া-পরবশ হইয়া প্রত্যুত্তর করিল, বিষ্ণু যে প্রমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন, তাহাই দিব। বিষ্ণু বামন ছিলেন। দেবগণ তাহাতে অস্বীকার করিলেন না; কিন্তু আপনাদের মধ্যে এইকথা বলিলেন, অসুরেরা আমাদিগকে যজ্ঞ-পরিমিত স্থান দান করিয়াছে। তাহারা যথেষ্ট দিয়াছে। পরে তাঁহারা (অর্থাৎ দেবগণ) বিষ্ণুকে পূর্ব্বদিকে স্থাপিত করিয়া ছন্দসমূহে পরিবেষ্টিত করিলেন; বলিলেন, তোমাকে দক্ষিণ দিকে গায়ত্রীচ্ছন্দে পরিবেষ্টিত করি, পশ্চিম দিকে ত্রিষ্টুভচ্ছন্দে পরিবেষ্টিত করি এবং উত্তর দিকে জগতীচ্ছন্দে

পরিবেষ্টিত করি। এইরূপে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ছন্দে পরিবেষ্টিত করিয়া, তাঁহারা অগ্নিকে পূর্ব্ব দিকে স্থাপিত করিলেন, এবং অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা সমস্ত ভুবন প্রাপ্ত হইলেন।

এবিষয়ের বৈদিক প্রমাণ যাহা কিছু উদ্ধৃত হইল, তাহার ফলিতার্থ এই যে, ঋগ্বেদসংহিতানুসারে, আদিত্য বিশেষ বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য্য উদয়-কালে উদয় গিরিতে মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে, এবং অস্ত-কালে অস্ত-গমন স্থলে পদ-বিক্ষেপ করেন; আর শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে, যজ্ঞ-স্বরূপ বামন-রূপী বিষ্ণু কৌশলক্রমে অসুর গণকে ছলনা পূর্ব্বক অবনিমণ্ডল অধিকার করিয়া লন। এই সৌর-কীর্ত্তি ও যজ্ঞ মহিমা-প্রতিপাদক বৈদিক উপাখ্যান হইতে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বৈকুণ্ঠ-বাসী পৌরাণিক বিষ্ণুর বামনাবতার-বিষয়ক কি অদ্ভুত উপাখ্যানই উদ্ভাবিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজে তাহা সুপ্রসিদ্ধই আছে, অতএব বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে আর লিখিত হইল না। ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধের সপ্তদশ অবধি ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত, পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের আটচল্লিশ ও উনপঞ্চাশ অধ্যায় এবং বামনপুরাণের পঁচাত্তর অধ্যায় পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে। সেই উপাখ্যা-নের মধ্যে বৈদিক ও পৌরাণিক বিষ্ণুর অভেদ-প্রতিপাদন উদ্দেশে একটি কৌশ-লও প্রকাশ করা হইয়াছে। বৈদিক বিষ্ণু আদিত্য-বিশেষ। বামন-রূপী পৌরা-ণিক বিষ্ণু অদিতির পুত্র; সুতরাং তিনিও আদিত্য। ইহা হইলে, উভয় বিষ্ণুতে এ অংশে সুন্দর ঐক্য রহিয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত বিষ্ণুর বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, সমস্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীনতর শাস্ত্র-প্রমাণে, পুরুষ ও ব্রহ্মার নামই নারায়ণ, পশ্চাৎ অপ্রাচীনতর গ্রন্থে তাহা বিষ্ণুর নামাবলী মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে; প্রাচীনতর শাস্ত্রের মত এই যে, ব্রহ্মা ও প্রজাপতি-সংজ্ঞক পুরুষ জলশায়ী ছিলেন; তৎপরিবর্ত্তে অপ্রাচীনতর গ্রন্থে বিষ্ণুই সমুদ্রশায়ী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; প্রাচীনতর শাস্ত্রানুসারে, বেদ, বিরাট্ ও বর্ণের সৃষ্টি প্রভৃতি যে কতকগুলি বিষয় ব্রহ্মা ও পুরুষ দেবের ক্রিয়া বলিয়া হিন্দুমণ্ডলীর সংস্কার ছিল, অপ্রাচীনতর গ্রন্থে তাহাও বিষ্ণুর ক্রিয়া বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এবং প্রাচীনতর শাস্ত্র প্রমাণে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা মৎস্য কূর্ম্মাদি কতকগুলি দেবাবতারকে ব্রহ্মা ও প্রজাপতির অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, অপ্রাচীনতর শাস্ত্রানুসারে, ইদানীন্তন হিন্দুরা

সে সমুদায়কে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রত্যয় যাইতেছেন। ফলতঃ পূর্ব্বতন দেবতা বিশেষের অনেকানেক উপাখ্যান পশ্চাৎ রূপান্তরিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পৌরাণিক বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে ইহা হিন্দু শাস্ত্রের বহুতর স্থলে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত জনেরা অন্যদীয় সুশোভন অলঙ্কার অপহরণ করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের মনোমত সজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে 'উদোর পিণ্ড বুধোর স্কন্ধে' স্থাপন করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের অভিনব রূপ উৎপাদন করা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্র ক্রমশঃ কতই পরিবর্ত্তিত ও কি বিপর্য্যস্তই হইয়া গিয়াছে!

রাম-পরশুরামাদি।—বিষ্ণ্বতারের মধ্যে হিন্দুসমাজে এখন রাম ও কৃষ্ণের উপাসনাই প্রচলিত ও প্রবল। পূর্ব্ব কালে অসাধারণ বীর-পুরুষদের অর্চ্চনা নানাদেশে প্রচারিত হয়। সেইরূপ ভারতবর্ষেও রাম-পরশুরামাদি বীর-পুরুষ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত ও পূজিত হইয়া আসিয়াছেন। রামচন্দ্র দক্ষিণাপথে ও লঙ্কায় অর্থাৎ সিংহল দ্বীপে * গমন করিয়া শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ করেন ইহাই কীর্ত্তন করা রামায়ণ-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। পরশুরামও ঐ অঞ্চলে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কেরলরাজ্য সংস্থাপন ও তথায় বারংবার আর্য্য-বংশ ও আর্য্য-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন এইরূপ বর্ণিত আছে †। হয়ত, ইনি ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডে আর্য্য বাস ও আর্য্য ধর্ম্ম-সংস্থাপনের সূত্রপাত করিয়া যান। ফলতঃ রাম পরশুরাম উভয়েরই উল্লিখিত রূপ পরিকীর্ত্তিত বীরত্ব-গুণ-প্রচারেই তাঁহাদিগকে বিষ্ণ্বতার করিয়া তুলিয়াছে।

* পূর্ব্বে সিংহল দ্বীপেরই নাম লঙ্কা ছিল একথাটি নিতান্ত আধুনিক অনুমান নয়। পালিভাষায় বিরচিত একখানি পুরাতন গ্রন্থে এ বিষয়ের একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ আছে।

সীহবাহু নরিন্দোসো যেন সীহ সমাগতো। তেন নসসমজানন্তা সীহলাতিপবুত্তরে ॥
সীহলেন অযং লঙ্কা গহিতা তেন বাসিন্য। তেনেব সীহলন নাম সম্ভিতং সীহলন্তু না ॥

মহাবংশ। সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সীহবাহু রাজা সিংহ বধ করেন, এই হেতু তদীয় পুত্রগণ সীহল বলিয়া উল্লিখিত হয়। সেই সীহলেরা এই লঙ্কা অধিকার করিয়া তাহাতে অধিবাস করেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম সীহল।

পালিভাষার সীহল শব্দ সংস্কৃতভাষার সিংহল শব্দের রূপান্তর।

† পরশুরাম বারংবার ক্ষত্রিয়-কুলধ্বংস করেন এ প্রবাদ অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। তদ্ভিন্ন, তাঁহার দক্ষিণাপথ-সংক্রান্ত কীর্ত্তি বিষয়ক অন্য একটি কথাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি যে ঐ অঞ্চলে গিয়া অবস্থিতি করেন, মহাভারতের স্থল-বিশেষে তাহার সূচনা আছে।

কৃষ্ণ।—বেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রায়ই নাই ; কেবল উহার সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রাচীন অংশে অর্থাৎ উপনিষদ্-ভাগে তাঁহার নাম উল্লিখিত আছে *। তদ্ভিন্ন, ঐ শাস্ত্রের কোন স্থানে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা পরমেশ্বর অথবা একটি প্রধান দেবতা বলিয়া বর্ণিত হন নাই। রামায়ণের প্রথম প্রণয়ন-কালে রাম ও

গচ্ছ তীরং সমুদ্রস্য দক্ষিণস্য মহামুনে।

ন তে মদ্বিষয়ে রাম বস্তব্যমিহ কর্হিচিৎ॥

ততঃ শূর্পারকং দেশং সাগরস্তস্য নির্ম্মমে।

সহসা জামদগ্ন্যস্য সোঽপরান্তমহীতলং॥

শান্তিপর্ব্ব। রাজধর্ম্ম। ৪৯—৬৬—৬৮॥

মহামুনি রাম! আমার অধিকারে বাস করা কদাচ তোমার উচিত নয়। অতএব তুমি দক্ষিণসমুদ্র-তীরে গমন কর। তৎপরেই সাগর তাঁহার নিমিত্তে শূর্পারক দেশ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি পৃথিবীর অপরান্ত দেশে গমন করিলেন।

স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে লিখিত আছে,

অব্রাহ্মণে তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।

... ... যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ॥

স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে স ক্ষেত্রে বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্।

জামদগ্ন্যিস্তদোবাচ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥ ইত্যাদি।

স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডের উত্তর কাণ্ড

তখন পরশুরাম সেই ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত দেশে কৈবর্ত্তদিগকে দেখিয়া যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন এবং সেই কৃত-ব্রাহ্মণদিগকে নিজ ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়া সুপ্রীত মনে বলিলেন, (ইত্যাদি)।

কেরল-উৎপত্তি নামক গ্রন্থে পরশুরামের দক্ষিণাপথ-সংক্রান্ত কীর্ত্তি সমুদয় সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। Taylor's Oriental Manuscripts, Vol. 2. ও Wilson's Mackenzie Collection, Vol. 2. এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে এবিষয়ের অনেক কথা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

* তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি॥

ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৩ প্রপাঠক। ১৭ খণ্ড॥

অঙ্গিরার বংশোদ্ভব ঘোর ঋষি দেবকী-পুত্রকৃষ্ণকে তাহা উপদেশ দিয়া বলিলেন। তিনি (শ্রবণ করিয়া) তৃষ্ণা-রহিত অর্থাৎ কামনা-শূন্য হইলেন। তাহা এই, অন্ত-কালে অর্থাৎ মৃত্যু-সময়ে এই তিন বাক্য অবলম্বন করিবে. অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি ও প্রাণসংশিতমসি।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বাসুদেবের প্রসঙ্গ আছে বটে *, কিন্তু তাহাও কৃষ্ণবিষয়ের অধিক

তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ১০। ১। ৬॥

মহাভারতের * প্রথম রচনা-কালে কৃষ্ণ বিষ্ণু-অবতার বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না এই অনুমানের বিষয় ইতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে †। এক সময়ে যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল না, মহাভারতের মধ্যে তাহার বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি শ্রীকৃষ্ণকে

প্রাচীনত্বের পরিচায়ক নয়। একেতো, বেদের সমস্ত আরণ্যকভাগ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন *; তাহাতে আবার. যে কাল পর্য্যন্ত কেবল বৈদিক ধর্ম্মই ভারতবর্ষীয় আর্য্যবংশীয়দের জাতীয় ধর্ম্ম ছিল, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে তাহার উত্তরকালীন ধর্ম্ম-কথাদি বিনিবেশিত রহিয়াছে †। অতএব ঐ আরণ্যক সমধিক অপ্রাচীন। উহার যে অংশে বাসুদেবের নাম লিখিত আছে, তাহার নাম যাজ্ঞিকী উপনিষদ্। তাহা পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ দশোপনিষদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদ্ অপেক্ষা আধুনিক তাহার সন্দেহ নাই ‡।

* অর্থাৎ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের।

† ৯৮ ও ৯৯ পৃষ্ঠা।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদক অনেক স্থলই যে পশ্চাৎ বিনিবেশিত হয়, ইহা এক-রূপ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানের সহিত কৃষ্ণ-প্রধান ভগবদ্গীতার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঘোরতর যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে একখানি পরমার্থ-প্রধান সঙ্কলিত দর্শন-শাস্ত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রকৃত, "হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান"। ঐ প্রবন্ধ-রচনার উদ্দেশ্য কি জান? জীবাত্মার ধ্বংস হয় না, অতএব যত ইচ্ছা নর-হত্যা কর, তাহাতে কিছুমাত্র পাতক নাই। শান্তিপর্ব্বের ২০৭ অধ্যায়ের উপাখ্যানটি কেবলই বিষ্ণু-মহিমা-কীর্ত্তন, তাহার মধ্যে কয়েকটি স্থলে কৃষ্ণবাচক শব্দ বিদ্যমান আছে এবং সর্ব্বশেষের দুইটি শ্লোকে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের অভেদ বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠ করিলে, ঐ শেষ টুকু পশ্চাৎ সংযোজিত বলিয়া সহজেই অনুমান হয়। এই স্থল গুলি রহিত করিলে, উল্লিখিত উপাখ্যানের কিছুমাত্র অপচয় হয় না। শান্তিপর্ব্বের ২৮০ অধ্যায়ে বিষ্ণুর মহিমা-কীর্ত্তনই চলিতেছে; প্রথমে তাহার মধ্যে কোন স্থলে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ উপস্থিত নাই; সর্ব্বশেষে যুধিষ্ঠির কোন উপলক্ষ বা প্রয়োজন সূচনা ব্যতিরেকে ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান্ নারায়ণ? এই শেষ অংশ টুকু পরিত্যাগ করিলে ঐ উপাখ্যানের কিছুমাত্র হানি হয় না। ঐ উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশেই এই অংশ টুকু পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠক পাঠ করিলেই এরূপ অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

‡ যাজ্ঞিকী উপনিষদের নানাপ্রকার পাঠ আছে; দ্রাবিড়, আন্ধ্র, কার্ণাটক ইত্যাদি। ঐ কয়েকটি দেশ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত। অতএব এ বিষয়টিও ঐ উপনিষদের বা ঐ আরণ্যকের অতিমাত্র আধুনিকত্বের পরিচায়ক। বেদের প্রাচীনতর অংশ-সমুদায়-রচনার সময়ে দক্ষিণাপথে আর্য্যবংশীয়দের বাসবিস্তার হয় নাই। সেই সমস্ত অংশে ঐ দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত কোন স্থান ও কোন বস্তুর কিছুমাত্র নামগন্ধ নাই।——এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৭৩ পৃষ্ঠা।

বন্ধন করিতে কৃত-সংকল্প হন *। কর্ণ মদ্ররাজ শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষা গুণবান্, বলবান ও বীর্য্যবান বলিয়া বর্ণন করেন †। দুর্য্যোধন শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষা গুণশালী, বল-বীর্য্য-সম্পন্ন ও অশ্ববিদ্যায় নৈপুণ্যশালী বলিয়া প্রশংসা করেন‡। যুধিষ্ঠির রাজসূয় সভায় কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করাতে, শিশুপাল যুধিষ্ঠিরাদিকে যার পর নাই ভর্ৎসনা করেন এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণকে একটি নিতান্ত নিকৃষ্ট সামান্য লোক বলিয়া অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকেন ¶। এই সমস্ত বিষয় যে সময় প্রথম কথিত, রচিত বা প্রচারিত হয়, সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেবাবতার বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস থাকা কোনমতেই সঙ্গত নয়। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু অর্থাৎ পরাৎপর পরমেশ্বর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" §। এমন কি, তাঁহারে অবতারের মধ্যে গণ্য করিলে, তাঁহার অবমাননা করা হয়। এজন্য বিষ্ণ্বতারের চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিরূপ চিত্রিত হয় না। কিন্তু তিনি একেবারেই এরূপ উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। স্বয়ং বিষ্ণু দূরে থাকুক, প্রথমে তদীয় অংশ বলিয়াও পরিগৃহীত ছিলেন না। বিষ্ণু-প্রধান বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশের একটু অংশমাত্র।

मैत्रेय श्रूयतामेतद् यत् पृष्टोऽहमिदं त्वया।
विष्णोरंशांशसम्भूतिचरितं जगतो हितम्॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৫। ১। ৪॥

মৈত্রেয়! বিষ্ণুর অংশের অংশ স্বরূপ (শ্রীকৃষ্ণ) জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতের যে সমস্ত হিতকর কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তুমি আমার নিকট তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ; শ্রবণ কর।

মহাভারতের স্থল-বিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এক সময়ে বিষ্ণুর অষ্টমাংশ মাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।

---

* উদ্যোগ পর্ব্ব। ১২৯। ৫ ইত্যাদি।
† কর্ণপর্ব্ব। ৩১। ৬১—৬৬॥
‡ কর্ণপর্ব্ব। ৩২। ৬১—৬৪॥
¶ সভাপর্ব্ব। ৩৬॥
§ ভাগবত। ১ স্কন্ধ। ৩ অধ্যায়। ২৮ শ্লোক॥

তুরীয়ার্দ্ধেন তস্যেমং বিদ্ধি কেশবমচ্যুতম্।
তুরীয়ার্দ্ধেন লোকাংস্ত্রীন্ ভাবয়ত্যেব বুদ্ধিমান্॥

শান্তিপর্ব্ব। ২৮১। ৬৪॥

এই অবিনশ্বর কেশব তাঁহারই অষ্টম অংশ স্বরূপ জানিবে। সেই বুদ্ধিমান পুরুষের অষ্টমাংশ হইতে লোকত্রয় উৎপন্ন হয়।

শ্রীভাগবতের সমুদায় কথা কিছু তদীয় প্রণেতার স্বকপোল-কল্পিত নয়। অন্যান্য পুরাণকর্ত্তার ন্যায় তাঁহাকেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়া তাহার অভিনবরূপ বেশ-বিন্যাস করিতে হইয়াছে। অতএব, শ্রীকৃষ্ণকে পরাৎপর-পূর্ণস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রচার করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর অংশ মাত্র এই অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বতন কথাও ভাগবতের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥

ভাগবত। ১০। ৩৩। ২৭॥

অধর্ম্ম-দমন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন উদ্দেশে ভগবান্ পরমেশ্বর অংশাবতার (অর্থাৎ নিজ অংশস্বরূপ কৃষ্ণাবতার) হইয়াছেন।

স্থলান্তরে লিখিত আছে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর একগাছি কেশ মাত্র।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবোভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥
× × × × × ×
বসুদেবস্য যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যায়মষ্টমো গর্ভো মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ॥
অবতীর্য্য চ তত্রায়ং কংসং ঘাতয়িতা ভুবি।
কালনেমিং সমুদ্ভূতমিত্যুক্ত্বান্তর্দধে হরিঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৫। ১। ৫৯, ৬০, ৬৩ ও ৬৪॥

মহামুনি! ভগবান্ পরমেশ্বর (দেবগণ কর্তৃক) এইরূপ স্তূয়মান হইয়া আপনার শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইগাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং দেবগণকে বলিলেন, আমার এই কেশদ্বয় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভূলোকের ভার ও ক্লেশ মোচন করিবে। × × × × × × × দেবগণ! বসুদেবের দেবকী নামে দেবতা-সদৃশী যে এক ভার্য্যা আছে, আমার এই কেশ তাহার অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। এই কেশ তথায় অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে সমুৎপন্ন কালনেমিকে সংহার করিবে। এই কথা বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন।

এক সময়ে যিনি এইরূপ বিষ্ণুর অংশের অংশমাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন, পশ্চাৎ ভক্তগণের ভক্তি প্রভাবে উত্তরোত্তর তাঁহার অতিমাত্র উন্নত পদ প্রকল্পিত হইয়া আসিয়াছে। মহাভারতে তিনি সচরাচর রাজা ও বীর-পুরুষ, কুত্রাপি উপাস্য এবং কোথাও বা কঠোর তপস্যায় অনুরক্ত উপাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। উঁহার কোন স্থানে তাঁহা কর্তৃক শিবোপাসনা-বৃত্তান্ত *, কুত্রাপি শিব-কৃষ্ণের বিবাদ-প্রসঙ্গ †, এবং কোথাও বা ঐ উভয়ের অভেদ ভাব‡-বর্ণন সন্নিবেশিত আছে। নরনারায়ণের অবতার-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, নারায়ণ মহাদেবের গলা টিপিয়া ধরেন, ইহাতেই তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া যায়।

ততঃ এনং সমুদ্ভূতং কণ্ঠে জগ্রাহ পাণিনা।
নারায়ণঃ স বিশ্বাত্মা তেনাস্য শিতিকণ্ঠতা॥

শান্তিপর্ব্ব। ৩৪৪। ৮৬ ও ৮৭॥

পরে সেই বিশ্বের আত্মাস্বরূপ নারায়ণ এই অদ্ভুতস্বরূপ মহাদেবের কণ্ঠদেশ হস্ত দ্বারা ধারণ করেন, ইহাতে তাঁহার গলদেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

শান্তিপর্ব্বের উক্ত অধ্যায়েরই ১০৭ শ্লোকে লিখিত আছে, মহাদেব নারায়ণের বক্ষঃস্থলে শূল-প্রহার করেন, তাহাতে একটি চিহ্ন হয়, সেই চিহ্নের নাম শ্রীবৎস চিহ্ন। দেবতা-বিশেষের ভক্ত-বিশেষের ভক্তি-ভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই সমস্ত বিরচিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

---

* দ্রোণপর্ব্ব। ৮০। ৪৩॥ শান্তিপর্ব্ব। ৩৪৩। ২৪—২৯॥
† শান্তিপর্ব্ব। ৩৪৪। ৮৫—১০৭॥ হরিবংশ। ১৮৩। ১৭ ইত্যাদি।
‡ শান্তিপর্ব্ব। ৩৪৩। ২৬ ও ২৭॥ হরিবংশ। ১৮৪। ১১।

কৃষ্ণ বৈদিক দেবতা নন একথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণকর্ত্তার গুণের পরিসীমা নাই। তাঁহারা কৃষ্ণ দূরে থাকুক, রাধাকেও বৈদিক দেবতা এবং বেদ-শাস্ত্রকে ঐ উভয়ের মহিমা-বর্ণনায় পরিপূর্ণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। রাধার বিষয় বেদের মধ্যে থাকা দূরে থাকুক, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এই সমস্ত বিষ্ণু-প্রধান শ্রেষ্ঠ পুরাণাদিতেও বিদ্যমান নাই, বেদ-শাস্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রাচীন (উপনিষদ্) ভাগের মীমাংসাকারী শঙ্করাচার্য্য রাধার বিষয় জানিতেন না। ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর হইল, তদীয় শিষ্য আনন্দ-গিরি শঙ্করবিজয় নামে শঙ্করাচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্ত রচনা করেন; তাহাতে সে সময়ে প্রচলিত বলিয়া উল্লিখিত শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সমুদায় প্রকার উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আছে *; তন্মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি বিষ্ণু-শক্তি ও বাসুদেবের কথাও সন্নিবেশিত রহিয়াছে †, কিন্তু রাধার নাম-গন্ধ কিছুই নাই। যদি সে সময় রাধার বিষয় প্রচারিত থাকিত, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থে তাহার প্রসঙ্গ না থাকা কোন মতেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়। ফলতঃ রাধার উপাখ্যানটি নিতান্ত আধুনিক। অথচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের রচয়িতা মহাশয় লজ্জা-ভয় পরিত্যাগ করিয়া অম্লান বদনে বলিয়াছেন,

राधाशब्दस्य व्युत्पत्तिः सामवेदे निरूपिता।
× × × × × ×
रेफोहि कोटिजन्माघं कर्म्मभोगं शुभाशुभम्।
आकारो गर्भवासञ्च मृत्युञ्च रोगमुत्सृजेत्॥
धकारमायुषोहानिमाकारो भवबन्धनम्।
श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः॥
रेफोहि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजे।
सर्व्वेप्सितं सदानन्दं × × ×
धकारः सहवासञ्च तत्तुल्यकालमेव च।
ददाति सार्ष्टिं सारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेः स्वयम्॥

* শঙ্করবিজয়। ৪—৫১ প্রকরণ। † শ, বি, ৬, ২০ ও ২১ প্রকরণ।

आकारस्तेजसोराशिं दानशक्तिं हरौ यथा।
योगशक्तिं योगमतिं सर्व्वकालहरिस्मृतिम्॥
श्रुत्युक्तिः स्मरणाद्योगान्मोहजालञ्च किल्बिषम्।
रोगशोकमृत्युमया वेपन्ते नात्र संशयः॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১৩ অধ্যায়।

সামবেদে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপিত আছে। × × × × রাধা শব্দ উচ্চারণ, শ্রবণ ও স্মরণ করিলে, উহার অন্তর্গত রকারে কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ ও শুভাশুভ কর্ম্মভোগ নিবৃত্ত করে, আকারে গর্ভবাস অর্থাৎ পুনর্জন্ম এবং রোগ ও মৃত্যু নিবারণ করে এবং ধকারে আয়ুক্ষয় ও আকারে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রকারে শ্রীকৃষ্ণের পদ-কমলে নিশ্চলা ভক্তি, দাস্যভাব, সমস্ত অভীষ্ট বিষয় ও সদানন্দ × ×× প্রদান করে। ধকারে স্বয়ং হরির সহিত সহবাস সার্ষ্টি ও সারূপ্য মুক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে। আকারে হরিসদৃশ তেজোরাশি, দান-শক্তি, যোগ-শক্তি, যোগ-মতি ও নিরন্তর হরি-স্মরণ সম্পাদন করে। রাধা শব্দ স্মরণ ও মনন করিলে, মোহ, পাপ. রোগ. শোক ও মৃত্যু কম্পিত হইতে থাকে ইহাতে সংশয় নাই, এই বেদের উক্তি।

যে দেশ হইতে বেদ-বিদ্যা একেবারে অন্তর্হ্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য দেশে এরূপ অভিপ্রায় প্রচার করা কোন রূপেই সম্ভব নয়। কোন বেদ-বিদ্যা-বিশারদ নিরপেক্ষ পণ্ডিত এবিষয়টি পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রচয়িতাকে কি বিশেষণে বিশেষিত করিবেন বলিতে পারি না।

শঙ্করবিজয় খৃষ্টাব্দের নবম শতাব্দীতে বিরচিত হয়; তাহাতে বাসুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম ও তদীয় উপাসনা-প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট আছে। তিনি ভক্ত নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপাস্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

आदौ भक्ता इदमूचुः। स्वामिन् वासुदेवः परमपुरुषः सर्व्वदा जगदवनपरः सर्व्वज्ञः सर्व्वदेवकारणः सएव रामकृष्णाद्यवतारविभेदेन भूभारं निवर्त्तयितुं शिष्टावनमशिष्टसंहारं च कुर्व्वन् पुण्यस्थलेषु निजाविर्भूतमूर्त्तिप्रतिष्ठामाचकार। मूढ़ा वयं किल तदीयपादपङ्कजसेवया विगतपापास्तल्लोकवाधं प्राप्स्यामः।

শঙ্করবিজয়। ষষ্ঠপ্রকরণ।

বরাহমিহিরের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ অবস্থা ছিল, তিনি সে বিষয়ের একখানি গ্রন্থ লিখিয়া যান এবং একটি আরবী গ্রন্থকার আরবী ভাষায় তাহার অনুবাদ করেন। সেই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময়ে এক্ষণকার ন্যায় শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি সাকার দেবতার আরাধনা প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণোপাসনার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই *। অতএব এই প্রমাণানুসারে, সে সময় পর্য্যন্ত কোন কৃষ্ণোপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয় নাই বলিতে হয়। ফা-হিয়ন্ নামক চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া মথুরায় বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব দেখিতে পান †। তিনি স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, শাক্য মুনির মৃত্যু-ঘটনার পর বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিনা ব্যাঘাতে প্রবল হইয়া আসিয়াছে। ঐ নগরীতে বৌদ্ধদের বিরচিত কয়েকখানি খোদিত-লিপি পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ‡। অতএব যে মথুরা এখন কৃষ্ণোপাসনার আকর-ভূমি, সে সময়ে তাহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ও খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে তথায় বিংশতিটি বৌদ্ধ-বিহার ও দুই সহস্র বৌদ্ধ উদাসীন দর্শন করেন। এই সমস্ত কথা বরাহমিহিরের উক্ত গ্রন্থের পোষক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বে কৃষ্ণ হিন্দুদের দেবমণ্ডলী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। উক্ত জ্যোতির্ব্বিদের সমকালবর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত কবীন্দ্র কালিদাস দুই এক স্থলে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব-প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন। এই পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবে, ঐ কবি-কেশরী কখনই খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরকালীন লোক ছিলেন না।

रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेच्यमेतत् पुरस्ताद्
वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनु: खण्डमाखण्डलस्य।
येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णो: ॥

মেঘদূত। পূর্ব্বমেঘ। ১৫ শ্লোক॥

---

* Journal Asiatique, Tom. 8, IV. Seric, p. 305.
† Pilgrimage of Fa Hian, 1848, pp. 99 and 102.
‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal. for 1878, p. 130.

একত্র-মিলিত বহুবিধ রত্ন-প্রভার সদৃশ পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রধনুঃ-খণ্ড ঐ সম্মুখ-স্থিত বল্মীকের শিরোদেশ হইতে প্রকাশ পাইতেছে। গোপ-রূপধারী বিষ্ণু (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) যেমন উজ্জ্বল-কান্তি ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা সুশোভিত হন, সেইরূপ, তোমার কৃষ্ণবর্ণ শরীর সেই ইন্দ্রধনু দ্বারা সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইবে।

খ্রীষ্টাব্দের নানা শতাব্দীর খোদিতলিপিতে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আছে *, তন্মধ্যে চতুর্থ শতাব্দীতে খোদিত গুর্জ্জর-বংশীয় নৃপতি-বিশেষের একখানি দানপত্র অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। তাহাতে উপমাস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসংক্রান্ত লক্ষ্মী ও কৌস্তুভ মণির নাম উল্লিখিত রহিয়াছে †।

স্মীসহজন্মা কৃষ্ণহৃদয়াস্থিতাস্পদঃ কৌস্তুভমণিরিব।

লক্ষ্মীসহকারে উৎপন্ন ও কৃষ্ণ-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কৌস্তুভ মণির সদৃশ।

অতএব লিপিতে যখন লক্ষ্মী ও কৌস্তুভ মণির নাম সহকারে কৃষ্ণের নাম বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তিনি ঐ সময়ের পূর্ব্বে এক্ষণকার মত একটি প্রধান দেবতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন বলিতে হইবে। যত সময়ের খোদিত-লিপিতে কৃষ্ণনাম সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের খোদিতলিপি খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঐ লিপির তাৎপর্য্যার্থ-প্রকাশক উহাতে উল্লিখিত কৃষ্ণ শব্দটি ‡ হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণের নাম বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। ইহা হইলে, ঐ সময়ে হিন্দু সমাজে তাঁহার দেবত্ব-প্রবাদ প্রচলিত ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না।

বাসুদেব নামক একটি নৃপতি খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তাঁহার কতকগুলি মুদ্রাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ¶। বসুদেবপুত্র বাসুদেব দেবের উপাখ্যান পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তদনুসারে প্রচলিত রীতি ক্রমে ঐ রাজার নাম রাখা হয় ইহাই সম্ভব।

---

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV., pp. 376 and 377 Vol. V., p. 725; Vol. VI., p. 88 &ca.

† Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, 1865, Vol.I., Part 2., p. 273.

‡ "কৃষ্ণযসস আরাম" "কৃষ্ণযসস্য আরাম"—
Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1854, pp. 57 and 58.

¶ Indian Antiquary, August 1881, pp. 213—217.

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রদর্শন করিয়াছেন, খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে কৃষ্ণোপাখ্যান হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ ঐ সময়ে বিরচিত মহাভাষ্যের মধ্যে উদাহরণ-স্থলে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ সংক্রান্ত অক্রূর শঙ্কর্ষণাদির নাম এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক, কংস-বধের উপাখ্যান যেরূপ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে উল্লিখিত অভিপ্রায়ে সংশয় হইবার বিষয় থাকে না।

कंसवधमाचष्टे कंसं घातयति।

পাণিনি। ৩। ১। ২৬ সূত্রের ভাষ্য।

কংস বধ বর্ণন করিতেছে এই অর্থে 'কংসং ঘাতয়তি' হয়।

जघान कंसं किल वासुदेवः।

পাণিনি। ৩। ২। ১১১ সূত্রের ভাষ্য।

বাসুদেব কংসকে নিশ্চিত বধ করেন।

বক্তা যে ঘটনা দর্শন করেন নাই, উল্লিখিত বাক্যটি তাহারই উদাহরণ। অতএব পতঞ্জলির সময়ে উটি একটি প্রাচীন উপাখ্যান বলিয়া প্রচলিত ছিল।

असाधुर्मातुले कृष्णः।

পাণিনি। ২।৩। ৩৬ সূত্রের ভাষ্য।

কৃষ্ণ মাতুলের প্রতি বিরূপ ছিলেন।

सङ्कर्षणद्वितीयस्य बलं कृष्णस्य वर्द्धताम्।

পাণিনি। ২। ২। ২৩ সূত্রের ভাষ্য।

শঙ্কর্ষণ-সহকৃত কৃষ্ণের বল বৃদ্ধি হউক।

अक्रूरवर्ग्यः अक्रूरवर्गीणः।

वासुदेववर्ग्यः वासुदेववर्गीणः।

পাণিনি। ৪। ৩। ৬৪ সূত্রের ভাষ্য।

অক্রূর-পক্ষীয়। বাসুদেব-পক্ষীয়। ।

जनार्द्दनस्त्वात्मचतुर्थएव।

পাণিনি। ৬। ৩। ৬ সূত্রের ভাষ্য।

জনার্দ্দন (অর্থাৎ কৃষ্ণ) নিজে চতুর্থ ব্যক্তি। অর্থাৎ তাঁহার আর তিনটি সঙ্গী ছিল।

এই সমস্ত উদাহরণের কোনটি অনুষ্টুপ্ ও কোনটি উপেন্দ্রবজ্র ছন্দে বিরচিত। অতএব বলিতে হয়, পতঞ্জলি বিশেষ বিশেষ পদ্য গ্রন্থ হইতে ঐ সমস্ত উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, পতঞ্জলির সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দু-সমাজে কৃষ্ণোপাখ্যান সচরাচর প্রচলিত ছিল; এমন কি, ঐ সময়ের পূর্ব্বে কৃষ্ণ বিষয় অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাব্য গ্রন্থও প্রচারিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। কেবল উপাখ্যান ও গ্রন্থ প্রচলিত নয়, তাদৃশ সময়ে এবং তাহারও পূর্ব্বেই কৃষ্ণের উপাসনাও প্রচলিত ছিল বোধ হয়। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, * পাণিনি নিজেই একটি সূত্রে বাসুদেব ভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন †। যে পাণিনি-সূত্রে বাসুদেবভক্ত-বাচক বাসুদেবক পদ সিদ্ধ করা হয়, পতঞ্জলি তদীয় ভাষ্যের মধ্যে যুক্তি-প্রসঙ্গে বাসুদেব ভগবানের একটি নাম বলিয়া উল্লেখকরিয়াছেন।

অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা সংজ্ঞৈষা তত্রভগবতঃ।

অথবা ইহা ক্ষত্রিয়ের নাম নয়; ভগবানের নাম।

গ্রীক্ গ্রন্থকারেরা ভারতবর্ষীয় দেবতাগণকে গ্রীক্ দেবতার নাম দিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশে হেরাক্লিজ্ নামে একটি দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে মিগেস্থিনিজ্ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া যে সমস্ত বিষয় বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখেন, তাহার মধ্যে একটি ভারতবর্ষীয় প্রধান দেবতাকে সেই দেবতার নাম দিয়া তৎসংক্রান্ত কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বহুদারপরিগ্রহ পূর্ব্বক বহুপুত্র উৎপাদন করেন, বলবীর্য্য বিষয়ে সকল লোককে অতিক্রম পূর্ব্বক দৈত্য বধ করিয়া পৃথিবীর ভার মোচন করিয়া যান, মথুরা-প্রদেশীয় লোক কর্তৃক বিশেষ রূপ শ্রদ্ধা-ভাজন হন, সেই প্রদেশ দিয়া একটি প্রবল নদী প্রবাহিত হয়, মিগেস্থিনিজ কর্তৃক লিখিত এই সমস্ত কথা ‡ কৃষ্ণবিষয়ে যেমন সম্ভব ও সঙ্গত হয়, অন্য কোন দেবতার বিষয়ে সেরূপ হয় না।

* উপক্রমণিকা ১২৪ পৃষ্ঠা।

† ১ অ, ৪ পা, ৯২ ও ৪ অ, ১ পা, ১৪৪ সূত্রের উদাহরণে কৃষ্ণ এবং বৃষ্ণি-বংশীয় বাসুদেবের নাম উল্লিখিত আছে। আর ৫ অ, ৩ পা, ৯৯ সূত্রের উদাহরণে শিব ও আদিত্যের সহিত বাসুদেবের নাম উক্ত হইয়াছে।

‡ Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian, by J. W. McCrindle, 1877, pp. 39 and 201.

উল্লিখিত গ্রীক্ পণ্ডিত ঐ হেরাক্লিজ্ এবং পাণ্ডিয়া ও পাণ্ডিয়া রাজ্য সম্বন্ধীয় অপর কতকগুলি বিষয়ের বিবরণ করেন *। এরিয়ন্, প্লিনি, টলেমি প্রভৃতি গ্রীক্ গ্রন্থকারদের গ্রন্থে সেই সমুদায় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। শ্রীমান্ লেসেন্ সেই সমস্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক মহাভারতোক্ত কৃষ্ণ-পাণ্ডবের সম্বন্ধ-বিজ্ঞাপক বলিয়া অনুমান করেন ; সুতরাং মিগেস্থিনিজের সময়ে অর্থাৎ খৃ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে ঐ বিষয়ের সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত ছিল এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন †।

বৌদ্ধ-শাস্ত্র মধ্যে সুত্রপীটক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে কৃষ্ণ নামে অসুর বা দৈত্য-বিশেষের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ আছে ‡। বেদেতেও অসুর কৃষ্ণের নাম সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শ্রীমান্ বেবের্ বিবেচনা করেন, হয়তো ঐ অসুর কৃষ্ণই হিন্দু-সমাজের কৃষ্ণ-দেব ¶। কিন্তু অনেকে তাঁহার সে মতে অনুমোদন করেন না §। সেই বেদোক্ত অসুর কৃষ্ণ দশ সহস্র দল বল সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে ভয়ানক উপদ্রব করিতে থাকে, পরে ইন্দ্র তাহাকে পরাভব ও সংহার করেন। অন্যান্য সূক্তে লিখিত আছে, তাহার বংশ লোপ উদ্দেশে তদীয় গর্ভবতী স্ত্রীগণকেও নষ্ট করা হয়। অপর এক সূক্তে পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণের প্রাণ নাশ করিবার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী কৃষ্ণবর্ণ লোকই এই কৃষ্ণ শব্দের প্রতিপাদ্য বোধ হয়। বেদসংহিতায় কৃষ্ণ নামে একটি ঋষিরও প্রসঙ্গ আছে। তিনি বাসুদেব অর্থাৎ বসুদেব পুত্র নন ; আঙ্গিরস কুলে জন্ম গ্রহণ ‖ করিয়া ঋগ্বেদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৫—৮৭ ও দশম মণ্ডলের ৪২—৪৪ সূক্ত প্রণয়ন করেন। এসমুদায় কৃষ্ণের সহিত যদুপতি ও রাধাপতি কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ বহু কালাবধি বৌদ্ধ-শাস্ত্রে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ না দেখিয়া অনেকে বিবেচনা

* Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, by J. W. McCrindle. pp. 158 and 201—203.

† Lassen's Indischen Alterthumskunde i. 647 ff., alluded to and remarked on in Weber's History of Indian Literature, 1878, p. 136.

‡ ললিতবিস্তর। ২১ অধ্যায় (মু, পু, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)।

¶ Weber's History of Indian Literature, 1878, p, 304.

§ F. Max Muller in the Indian Antiquary, November 1880, p. 289.

‖ কৃষ্ণো নামাঙ্গিরসঋষি.।

(ঋ-সং, ৮ম, ৮৫ সূ, অনুক্রম)

করিয়াছেন, কৃষ্ণোপাসনাটি আধুনিক ধর্ম্ম। বিওর্ষ্ক স্পষ্টই লিখিয়াছেন, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে কৃষ্ণ-নাম না পাইলে, ঐ শাস্ত্র-প্রচারের উত্তর কালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্ত্তিত হয় বিবেচনা করিতে হইবে।

বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধ গ্রন্থে কণ্‌হ, মহাকণ্‌হ অর্থাৎ কংস, মহাকংস, কেশব প্রভৃতি নাম সন্নিবিষ্ট আছে *। পূর্ব্বজন্ম-বিশেষে বুদ্ধের নাম কণ্‌হ অর্থাৎ কংস ছিল এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। রথপালসুত্রসন্নে নামক এক খানি গ্রন্থে লিখিত আছে, রাজা কোরব্য ভিক্ষাশ্রম-প্রবেশোন্মুখ রথপালকে বলিতেছেন, তুমি প্রাচীন নও; আজিও তরুণবয়স্ক; তোমার কেশ কৃষ্ণের কেশ-সদৃশ †। কিন্তু শ্রীমান্ বেবের্ এই সমুদায় নামের সহিত হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে করেন না ‡। সে যাহা হউক, কিছু দিন হইল, এ বিষয়ের সমস্ত সংশয় দূরীকৃত হইয়াছে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ-শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম সুস্পষ্ট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ললিতবিস্তর নামক বুদ্ধ-চরিতে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের রুদ্রাদি দেবগণের সহিত কৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছে। সে স্থলে কৃষ্ণ দেবতা ভিন্ন কদাচ অসুর-বাচক হওয়া সম্ভব নয়। ললিতবিস্তরের অন্তর্গত গাথাগুলি সমধিক প্রাচীন। সেই গাথার মধ্যেই ঐ নাম সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

रूपं वैश्रवणातिरेकसदृशं व्यक्तं कुबेरो ह्ययम्‌
आहो वज्रधरस्य वैष प्रतिमा चन्द्रोऽथ सूर्य्यो ह्ययम्।
कामोऽङ्गाधिपतिश्च वा प्रतिकृती रुद्रस्य कृष्णस्य वा
श्रीमान् लक्षणचित्रिताङ्ग अनघो बुद्धोऽथवा स्यादयम्॥

ললিতবিস্তর। ১১ অধ্যায়।

ঐ গাথার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি মহোৎসাহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

अथ कृष्णमहोत्साहः।

এ বিশেষণটি কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অপেক্ষা মহাভারতোক্ত চরিতবর্ণনার-সহিতই সম্পূর্ণ সঙ্গত হয়। রাধা-ঘটিত উপাখ্যান ও বর্ত্তমান কৃষ্ণোপাসক-সম্প্র

* Westergaard's Catalogue of the Copenhagen Indian MSS. 1846, pp. 40 and 41.

† Hardy's Eastern Monachism, 1850, p. 41.

‡ Weber's History of Indian Literature, 1878, p. 304.

দায় সমুদায় তাদৃশ প্রাচীন নয় বটে, কিন্তু কৃষ্ণের দেবত্ব-কথা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ না দেখিয়া, অনেকে বিবেচনা করিতেন, মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্‌গীতাদি কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রণয়নের অর্থাৎ খৃ, পূ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তর-কালীন গ্রন্থ *। কিন্তু এখন আর উক্ত কারণে সেরূপ নিশ্চয় করিবার সম্ভাবনা রহিল না। †

কৃষ্ণ-বিষয় ভারতবর্ষীয়দের নানা অংশে একটি পরম সুখের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবন-লীলার উপাখ্যানটি ভারতবর্ষীয় কবিত্বরসের একটি অপূর্ব্ব প্রস্রবণ। উহা পুরাণ, সাহিত্য, কীর্ত্তন, কবি, যাত্রাদি নানারূপ ধারণ করিয়া সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্যাদি ভাবে ভারতভূমি মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ভূমণ্ডলের অন্য কোন দেশের কোন একটি উপাখ্যানে এরূপ বিভিন্ন ভাব-প্রবাহ ও বিচিত্র রস তরঙ্গিনী একত্র প্রবাহিত করিয়াছে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। রস-ভাব-পরিপূর্ণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে যাহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়া অশ্রুজলে পরিণত না হয়, তাহার চিত্ত পাষাণ অপেক্ষায় কঠিনতর পদার্থে বিনির্ম্মিত তাহার সন্দেহ নাই। ভাব-প্রবীণ পাঠকগণ! একটি সখ্যভাবের সঙ্গীত শ্রবণ কর। এইরূপ উপাখ্যান আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ একবার কালীয়দহে মগ্ন হন। ছিদাম তথায় দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে মৃত বা মুমূর্ষু জ্ঞান করিয়া বলিতেছেন,

"একবার আয়, ভাই! নফর ছিদাম ডাকে, দেখা দেরে, রাখালের জীবন কানাই!

নানাবন বুলে বুলে, বনফল এনেছি তুলে, রেখেছি ধড়ার অঞ্চলে, মেঠো বলি খাই নাই।"

কালিদাস-কৃত সুমধুর শ্লোকের শেষার্দ্ধ-সন্নিবিষ্ট উপমা-জ্যোতিতে যেমন পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্মান্ করিয়া দেয় উল্লিখিত সঙ্গীতটির অন্তর্গত 'মেঠো বলি খাই নাই" এই সদ্ভাব-পরিপূর্ণ সুমধুর পদ-চতুষ্টয়ে সমগ্র সঙ্গীতটি অতিমাত্র মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

* কিছু পরেই বুদ্ধাবতারের প্রসঙ্গ মধ্যে দেখিতে পাইবে, তাদৃশ সময়ে বৌদ্ধ-শাস্ত্র সঙ্কলিত হয়।

† Indian Antiquary, November 1880, pp, 288-290

বুদ্ধ। এখন হিন্দু-সমাজে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিষয় সবিশেষ প্রচারিত নাই। অতএব হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বুদ্ধাবতারের প্রস্তাব লিখিতে হইলে, প্রথমে উল্লিখিত বিষয় কিছু অবগত করা আবশ্যক

ভারতবর্ষীয় আর্য্য-বংশীয়দের ইতিহাস দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত; হিন্দু ও বৌদ্ধ। হিন্দুধর্ম্ম আবহমান কাল প্রচলিত ছিল, ইতিমধ্যে একটি মহার্থকরী মহীয়সী ঘটনা উপস্থিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়। তাহাতে ধর্ম্ম বিষয়ের একটি বিষম বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে বলিলে হয়। সেইটি বেদ ও বর্ণাভিমানের মস্তকোপরি পদাঘাতকারী বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রকাশ বই আর কিছু নয়। অসাধারণ মানসিক বীর্য্য কেবল ইয়ুরোপেই উৎপন্ন হয় এমন নয়; এক কালে ভারতভূমিতেও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় মানবীয় মনের অন্তর্ভূত প্রজ্বলিত অগ্নি-রাশি সতেজে বিনির্গমন পূর্ব্বক চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন করিয়াছিল। সেই মহাপ্রবল বৌদ্ধধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে কম্পিত করিয়া দেয়। বৌদ্ধ-বিহার, বৌদ্ধ-চৈত্য, বৌদ্ধ-স্তূপ, বৌদ্ধ-তীর্থ, বুদ্ধাদির প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ প্রভৃতি চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রীরা যে সময়ে এখানে আগমন ও পরিভ্রমণ করেন, সে সময়ের পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্মের অনেক হ্রাস হয়। তথাপি সে সময়েও তাঁহারা ভারতবর্ষের সকল খণ্ডেই বৌদ্ধতীর্থাদি-দর্শন করিয়া যান। অদ্যাপি বুদ্ধগয়াদি বৌদ্ধতীর্থ প্রভৃতির নষ্টাবশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃ, পূ, ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে নেপালের সমীপস্থ কপিলবস্তু-নিবাসী ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব শাক্য মুনি বৌদ্ধ-মত প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার অন্য একটি নাম গোতম। তিনি রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র, তাঁহার মাতা মায়াদেবী, ভার্য্যা যশোধরা ও পুত্র রাহুল। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও অনুধ্যানশীল ছিলেন। সংসার দুঃখময় ও এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-সাধন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এবং উদাসীনদিগের শান্তভাব ও বিষয়ে-বৈরাগ্য দৃষ্টি করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি প্রথমে মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে, পরে বুদ্ধগয়ায়, তদনন্তর বারাণসীতে গমন করিয়া সাধনা ও উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি প্রয়াগের পূর্ব্ব, গৌড়ের পশ্চিম হিমালয়ের দক্ষিণ ও গন্দোয়ানার উত্তর এই চারি সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থলে অর্থাৎ অযোধ্যা,

মিথিলা, বারাণসী, মগধ এই সমস্ত রাজ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক স্বমতানুযায়ী ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। তিনি পরমপুরুষার্থ-সাধনাকাঙ্ক্ষী একরূপ উদাসীন-সম্প্রদায় * প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাদের ও অপরাপর লোকের ধর্ম্মোপদেশার্থ ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকার ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন এবং সত্য, অস্তেয়, অহিংসাদি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মনীতির প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া দেন। পশ্চাৎ সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইবে। শাক্যমুনি বেদ শাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন ও তদ্বিরুদ্ধ মত প্রকটন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বসম্প্রদায় মধ্যে বর্ণ-বিচার প্রথা রহিত করেন এরূপ কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

* বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী উদাসীনের নাম ভিক্ষু। ইহারা দল-বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি করে। ইহাদের বাসগৃহের নাম বিহার; কিন্তু বৎসরে কয়েক মাস বনবাস করিয়া বৃক্ষ-তলে কাল যাপন করিতে হয়। ইহারা স্বহস্তে স্যূত চীর-পুঞ্জ পরিধান করিয়া তাহার আবরণস্বরূপ একটি পীতবর্ণ আল্‌খেল্লা ব্যবহার করে। শ্মশ্রু ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাখে। স্ত্রীসহবাস ও নৃত্য গীতাদি অন্য অন্য যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সুখ-ব্যাপার পরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হয়। ইহারা একাহারী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা-পর্য্যটন পূর্ব্বক আহার-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বাহ্ন কালেই এক স্থানে একত্র ভোজন করে ও একরূপ উপবিষ্ট হইয়াই নিদ্রা যায়। গৃহস্থ লোককে উপদেশ দান এবং মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করে। এই সম্প্রদায়ের মতে, অহিংসা পরম ধর্ম্ম। কি জানি কোন ক্ষুদ্র কীট উদরস্থ হয় এই আশঙ্কায় ইহারা সন্ধ্যার পর ভোজন করে না। কি জানি কোন ক্ষুদ্র জীবের প্রাণ নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় ইহারা উপবেশন-স্থল মার্জ্জিত করিয়া উপবেশন করে। কি জানি নিশ্বাস সহকারে কোন কীট পতঙ্গ উদরস্থ হয় এই আশঙ্কায় কেহ কেহ মুখে একরূপ বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখে। দান, ধ্যান, শীল, তিতিক্ষা, বীর্য্য, প্রজ্ঞা এই কয়েকটি পরমোৎকৃষ্ট প্রধান বিষয়ের অনুষ্ঠান করা ইহাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অন্য দুইটি নাম শ্রমণ ও শ্রাবক। গৃহীদের নাম উপাসক ও উপাসিকা।

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্ম-ব্রত পালন-উদ্দেশে ইচ্ছানুসারে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষ-সংসর্গে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে ভিক্ষুণী ও শ্রমণা বলে। রোমান্ কেথলিক নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের নন্ এবং বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কুমার শ্রমণা প্রায় তুল্যরূপ। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শাক্যমুনির সময়েই ঐ শ্রমণা-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রমণারা সর্ব্বতোভাবেই শ্রমণদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহাদিগকে সম্ভ্রম ও ভক্তি শ্রদ্ধা করা ও তাহাদের উপদেশ-গ্রহণ ও আদেশ-পালন করা শ্রমণাদের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। শ্রমণদিগকে উপদেশ দান, তাহাদের নিন্দা ও তাহাদিগের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ এবং স্বেচ্ছানুসারে কুত্রাপি গমনাগমন করা শ্রমণাদের পক্ষে বিধেয় নয়। তাহাদিগকে উপদেশ-গ্রহণ বা ধ্যানাদি-সাধনার্থ কুত্রাপি গমন করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়।—Transactions of the Royal Asiatic Society, Vol. ii., p. 491 and 495; Vol. iii., p. 273 and 277. Asiatic Researches, Vol. Vii., p. 42, Turner's Tibet. Hardy's Eastern Monachism. pp. 6-165. Chambers's Encyclopædia, Buddhism. পশ্চাৎ প্রসঙ্গক্রমে এই ভিক্ষু দলের সাধনাদি অন্য অন্য বিষয় প্রস্তাবিত হইবে।

তবে বর্ণাভিমান খর্ব্ব করিয়া কি ইতর, কি ভদ্র, কি ম্লেচ্ছ সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। এমন কি, অতীব অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের ন্যায় ভিক্ষু-দলে প্রবেশ করিতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যে জনসমাজে পূর্ব্বে বর্ণভেদ প্রচলিত ছিল, অদ্যাপি সেইরূপ আছে। কেবল ব্রাহ্মণবর্ণটি রহিত হইয়া গিয়াছে *। তিনি নিজে প্রথমে কঠোর তপস্যা ও কঠোর ব্যবহার অবলম্বন করেন, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে বিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার পাঁচটি পরম ভক্ত প্রিয় শিষ্য তাঁহাকে উদর-পরায়ণ বিবেচনা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হন †। শাক্যমুনি দীর্ঘজীবী হন ; অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময়েও উৎসাহ ও ওজস্বিতা-সহকারে অনর্গল উপদেশ প্রদান করিতেন। এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, তিনি অপরিমিত বরাহ-মাংস ভোজন করিয়া পাড়িত হন এবং সেই পীড়াতেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। ইহার পূর্ব্বেও তিনি শূকর-মাংস ভোজন করেন এরূপ লিখিত আছে। তিনি অনশন ব্রত পরিত্যাগ করিলে পর, কতকগুলি গ্রাম্য স্ত্রীলোক ভক্তিসহকারে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া তিল, তণ্ডুল ও শূকর-মাংস রন্ধন করিয়া দেয়।

एककोलतिलतण्डुलप्रदानेन च प्रतिपादितोऽभूत्॥

ললিতবিস্তর। অষ্টাদশ অধ্যায়।

গ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা একটি শূকর এবং তিল ও তণ্ডুল প্রদান দ্বারা তাঁহার পূজা করিল।

---

* Weber's History of Indian Literature, 1878, p. 306.

† अथ खलु भिक्षवः पञ्चकानां भद्रवर्गीयाणामेतदभूत्। तयापि तावच्चर्य्यया तयापि प्रतिपदा श्रमणेन गौतमेन न शक्तितं * किञ्चिदुत्तरिमनुष्यधर्म्मादलमार्य्यज्ञानदर्शनविशेषं साक्षात् कर्त्तुम्। किं पुनरेतर्ह्यौदारिकमाहारमुतखल्लिकायोगकायोगमनुयुक्तोविहरन्नव्यक्तो बालोऽयमिति च मन्यमाना बोधिसत्त्वस्यान्तिकात् प्रक्रामन्तस्ते वाराणसीं गत्वा ऋषिपतने मृगदावे व्याहार्षुः॥

ললিতবিস্তর। অষ্টাদশ অধ্যায়। মুদ্রিত পুস্তকের ৩৩১ পৃষ্ঠা।

* "न शक्तितं" न शक्तमित्यर्थः

আভি: ক্রমাবিক্রামিবীধিসত্ত্বায় সর্ব্বে তে যুষবিধয়: ক্রন্তীপনামিতা অভূবন্।
তাস্বাভ্যবহুত্য বোধিসত্ত্ব: ক্রমেণ গোচরগ্রামে পিণ্ডানভ্যাচরন্ বর্ণরূপবলবানভূত্।

ললিতবিস্তর। অষ্টাদশ অধ্যায়।

তাহারা অর্থাৎ গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সেই সমস্ত শূকর, তিল তণ্ডুলাদির যূষ প্রস্তুত করিয়া বোধিসত্ত্বের অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শাক্যমুনির সমীপে উপস্থিত করিল। বোধিসত্ত্ব সেই সমুদায় ভক্ষণ করিলেন এবং ক্রমে গোচর গ্রামে অবস্থিতি পূর্ব্বক অন্ন ভোজন করিয়া রূপবান্ ও বলবান্ হইলেন।

কিন্তু একথাগুলি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ অহিংসা-ধর্ম্মের বিপরীত কথা। অতএব, তাঁহার সময়ে ঐ অহিংসা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এখনও জৈনেরা যত অহিংসা পরায়ণ, বৌদ্ধেরা তত নয়। চীন-দেশীয় বৌদ্ধেরা সচরাচর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

শাক্য কোন লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভা হয়। খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে মগধরাজ্যাধিপতি অজাতশত্রু, উহার এক শতাব্দী পরে কালাশোক, খৃ পূ, ২৪৬ বা ২৪৭ অব্দে অশোক এবং খৃ, পূ, ১৪৩ অব্দে কাশ্মীরের তুরস্ক রাজা কনিষ্ক যথাক্রমে এক একটি সভা করেন *। ইহার প্রথম সভাতে বুদ্ধের উপদেশ ও কথাবার্ত্তা সঙ্কলিত হইয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রস্তুত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার; সূত্র-পিটক, বিনয়-পিটক ও অভিধর্ম্ম-পিটক। এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ইহাতে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত, নীতি, উপাখ্যান, আধ্যাত্মিকবিদ্যাদি বিনিবেশিত আছে। নেপালে এই সমস্ত পিটকের নানাবিধ ভাষ্য ও অন্যান্য ব্যাখ্যা-পুস্তক বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের দ্বাদশপ্রকার বিভাগ আছে, তাহার নাম অঙ্গ; যথা সুত্ত, গেয়, বেয়াকরণ, গাথ, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্ভুত, বেদল্ল, নিদান, অবদান ও উপদেস। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নয় অঙ্গ প্রাচীন। বৌদ্ধ-গ্রন্থকার বুদ্ধঘোষ ৪৫০ খৃষ্টাব্দে সুমঙ্গল-বিলাসিনী নামক গ্রন্থে ঐ নয় অঙ্গের প্রসঙ্গ করিয়া গিয়া-

* Turnour's Mohawanso, pp. 11, 19 and 42, Weber's History of Indian Literature, pp. 287—290 and Monier Williams's Indian Wisdom, p. 60 দেখ।

ছেন *। এই অঙ্গগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের নাম; যেমন ইতিবৃত্তের অর্থাৎ ইতিহাসের নাম ইতিবুত্তক, গাথার নাম গাথ, ব্যাকরণের নাম বেয়্যাকরণ ইত্যাদি। এই সমস্ত অঙ্গ স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়; পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিপিটকের মধ্যেই সন্নিবেশিত আছে †। তদ্ভিন্ন তন্ত্র নামে কতকগুলি শাস্ত্র আছে। হিন্দুদের তন্ত্রে যেমন হিন্দু-দেবতাগণের উদ্দেশে মন্ত্র সমস্ত বিরচিত হইয়াছে, বৌদ্ধদের তন্ত্রে সেইরূপ বিভিন্ন বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব তদীয় শক্তি সমূহ এবং সেই সঙ্গে কোন কোন হিন্দু-দেবতারও উদ্দেশে বহুতর মন্ত্র বিনিবেশিত রহিয়াছে। হিন্দু-তন্ত্রে যেমন দেবতাগণের মন্ত্র প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে, ঐ সমস্ত বৌদ্ধ-তন্ত্রে বুদ্ধাদিরও সেইরূপ আছে।

বৌদ্ধ-শাস্ত্র সমুদায় প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও পশ্চাৎ ভোটভাষায় অনুবাদিত হয় ‡। ঐ উভয়েই অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ঐ ভোট-শাস্ত্রের নাম কহ্-গ্যুর্ ও তন্-গ্যুর্। এই উভয়ই অতি প্রকাণ্ড। কহ্-গ্যুরের মধ্যে ১০৮৩ খানি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট আছে। সে সমুদায় কখন ১০০, কখন ১০২ ও কখন ১০৮ বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মুদ্রিত করা হয়। তন্-গ্যুর্ বৃহৎ বৃহৎ ২২৫ খণ্ডে বিভক্ত। তাহার এক একখণ্ড /২ দুই সের বা /২॥ আড়াই সের পরিমিত। তদ্ভিন্ন, বৌদ্ধ-শাস্ত্র চীন, মোগল, কালমুখ প্রভৃতি উত্তরদেশীয় অন্য অন্য ভাষাতেও অনুবাদিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধেরা উহা পালি ¶ ও সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পরে তাহা

* এই নামগুলি পালি। মহাজান নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গুণকরণ্ডব্যূহ নামক গ্রন্থে এই সমস্ত অঙ্গের সংস্কৃত নাম লিখিত আছে; যথা সূত্র গেয়. ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবৃত্তক, গাতক, অদ্ভুত, বৈপুল্য, নিদান, অবদান, উপদেশ।

† R. Morris and Max Muller, in the Indian Antiquary, November 1880, pp. 288 and 289.

‡ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সাতশত বৎসরে ঐ ভোটীয় অনুবাদ সম্পন্ন হয়।

¶ মহাবংস, জাতক, দশরথজাতক, ধর্ম্মপদ, অত্তনগলুবংস, পাটিমোকখসুত্ত, দহরসুত্ত, বুদ্ধোদয়, সুত্তনিপাত ইত্যাদি অনেকগুলি পালিগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি সমধিক প্রাচীন। শ্রীমান্ ম, মুলর সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়াছেন, বুদ্ধঘোষের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে * ঐ শাস্ত্রের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

* মহাবংসে লিখিত আছে, বুদ্ধঘোষ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর ৯৫৩ বৎসর হইতে ৯৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সিংহলীয় ভাষায়

ব্রহ্মদেশাদির ভাষাতে অনুবাদিত হয়। ললিতবিস্তর নামক বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্তে গাথা নামে কতকগুলি শ্লোক আছে, তাহা সংস্কৃতেরই অনুরূপ, কিন্তু কিছু কিছু ভিন্ন। কথোপকথন ক্রমে সংস্কৃত ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, গাথা তাহারই একটি প্রাচীনরূপ বোধ হয়।

প্রাচীনতম বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে, জড় পদার্থ নিত্য ও সেই জড় পদার্থের শক্তিতেই সমুদায় সৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে প্রলয় ঘটিলেও, ঐ জড়ের অন্তর্ভূত গুণপ্রভাবেই পুনরায় সৃষ্টি হয়।

উত্তরকালে নেপালপ্রদেশে এই ধর্ম্মের সম্প্রদায়-বিশেষ উৎপন্ন হয়; সেই সম্প্রদায়ীরা একটি আদি বুদ্ধের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন *। তিনি নিত্য, নিরাকার, জ্ঞানবান, ন্যায়বান ও দয়াবান। তিনি স্বতন্ত্র-স্বরূপ। স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়কে আস্তিক বৌদ্ধ বলিলে অসঙ্গত হয় না। ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক দলস্থ ব্যক্তিরা বলেন, প্রথমে কেবল একমাত্র তিনিই ছিলেন; অন্য বস্তু কিছুই ছিল না। অপর দলস্থেরা ঐ আদি বুদ্ধের সহিত নিত্য জড় পদার্থের সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন।

বিদ্যমান ছিল এবং রাজা বট্টগামনির * সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের ৮০ আশী বৎসর পূর্ব্বেও তাহা প্রচলিত ছিল; আর ধম্মপদের বচনগুলি যদিও বুদ্ধ-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রমাণ না পাওয়া যায়, কিন্তু অশোক রাজার অধিকার-কালে বৌদ্ধদিগের যে সভা হয়, তদীয় সভ্যেরা ঐ বচনগুলিকে বুদ্ধ-বাক্য বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; এবং খৃ, পূ ৩৭৭ অব্দে বেসালী নগরীতে বৌদ্ধদের যে সভা হয়, তাহার পূর্ব্বে যেরূপ বিনয়পিটক বিদ্যমান ছিল এখন তাহার সমগ্র সারাংশই বর্ত্তমান আছে। †

* Asiatic Researches, Vol, XVI. p. 441 and Burnouf, Buddhisme Indien I., p. 119.

বিরচিত অথকথ পালিভাষায় অনুবাদ করেন। পিতকত্তয় অর্থাৎ পিটকত্রয়ের ভাষা সংগ্রহ করেন এবং নানোদয়. অথশালিনি প্রভৃতি আর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।——মহাবংস, সাঁইত্রিশ, পরিচ্ছেদ। টর্ন্‌রকর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের ২৫০—২৫৩ পৃষ্ঠা।

মহাবংস-রচয়িতা মহানাম সিংহল রাজ্যের রাজা ধাতুসেনের পিতৃব্য। ঐ রাজা ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব বুদ্ধঘোষের কার্য্যগুলি মহানামের সময়েই সম্পন্ন হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। যে সমস্ত বিষয় গ্রন্থকর্ত্তার সময়ে সংঘটিত তাহার ইতিবৃত্ত অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।—Max Muller's Introduction to Buddhaghosha's Parables translated by Captain T. Rogers, pp. X—XXIV.

* বট্টগামনি পূ ৮৮ হইতে ৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।—মহাবংস।

† Indian Antiquary, December, 1181, p. 372.

এই আদি বুদ্ধ ইচ্ছানুসারে আত্ম-স্বরূপ হইতে অন্য পাঁচটি বা সাতটি বুদ্ধ উৎপাদন করেন, তাঁহাদের নাম ধ্যানীবুদ্ধ। এই সমস্ত ধ্যানীবুদ্ধ হইতে আর পাঁচটি বা সাতটি উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের নাম বোধিসত্ত্ব। ইহাঁরা প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এখন অবলোকিতেশ্বর নামক চতুর্থ বোধিসত্ত্বের অধিকার যাইতেছে। তিনি অমিতাভ নামক বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন *।

নেপালি বৌদ্ধেরা আস্তিক ও সিংহলস্থ বৌদ্ধেরা সর্ব্বতোভাবে নাস্তিক। নেপাল, ভোট ও চীন-দেশীয় বৌদ্ধেরা আদিবুদ্ধ, জ্ঞানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও অন্য অন্য বিবিধ সংজ্ঞাবিশিষ্ট দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; কেবল দেবদেবী কেন? তাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব্বাদি উৎকৃষ্ট জীবগণেরও অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। শাক্যমুনির জীবন-বৃত্তান্তে ও অন্য অন্য স্থলে পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ আছে। সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয়েরা তাহার কিছুই মানে না।

বৌদ্ধেরাও হিন্দুদের ন্যায় আপন আপন কর্ম্মানুসারে পুনঃ পুনঃ যোনি-ভ্রমণ ও স্বর্গ-নরক-ভোগ বিশ্বাস করেন। দুই প্রকার অনুষ্ঠান ক্রমে ইহাদের দুইটি বিভাগ ঘটিয়াছে; হীনযান ও মহাযান। হীনযান-সম্প্রদায়ীরা সাংসারিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অনুশীলন পূর্ব্বক স্বর্গকামনায় সংযম উপবাসাদির অনুষ্ঠান করে এবং মহাযানস্থ বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা নির্ব্বাণ-লাভ প্রত্যাশায় অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন ও ধ্যানযোগের†

* Asiatic Researches, Vol. XVI., pp 435—445.

† ইহাদের ভাবনা নামে একরূপ শুভচিন্তা করিবারও ব্যবস্থা আছে। সিংহল-দেশীয় একখানি গ্রন্থে ভিক্ষুদের পাঁচ প্রকার ভাবনার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়; মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ ও উপেক্ষা। কি মনুষ্য, কি দেবতা সকল জীবই সুখী হউক, সকলেই রোগ, শোক ও অসৎ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হউক, নরকবাসীরা পর্য্যন্ত ও সুখী হউক এই ভাবনাকে মৈত্রী ভাবনা বলে। দুঃখী লোকের দুঃখ-হরণ হউক, তাহাদের যথেষ্ট অন্ন-বস্ত্র লব্ধ হউক এইরূপ ভাবনার নাম করুণা ভাবনা। ভাগ্যবান ব্যক্তির সৌভাগ্য-সম্পন্ন স্থায়ী হউক, প্রত্যেকেই আপন আপন শুভ-কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হউক এইরূপ ভাবনাকে মুদিত ভাবনা কহে। শরীর বিদ্যুল্লতাদির ন্যায় অস্থায়ী, মরীচিকাদির ন্যায় অসৎস্বরূপ এবং মূত্র পুরীষে পরিপূর্ণ ঘৃণিত বস্তু এইরূপ ভাবনাকে অশুভ ভাবনা বলিয়া থাকে। এই ভাবনা নির্ব্বাণনগরীর দ্বারস্বরূপ। সকল জীবই সমান, কেহই কোন প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি বা অধিকতর ঘৃণার আস্পদ নয় এইরূপ ভাবনা উপেক্ষা ভাবনা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ভিক্ষুরা উষা ও সায়ং কালে নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া এই পাঁচপ্রকার ভাবনা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা আছে।—Hardy's Eastern Monachism, 1850, pp. 243—252. কেবল ভাবনা দ্বারা লোকের হিতসাধন হয় না সত্য বটে, তথাচ যে মন হইতে এই কয়েকটি ভাবনাবিধির অধিকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে মনটি নরলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর লোকের উপযুক্ত।

অনুষ্ঠান করে *। সংসার যন্ত্রণাময়; স্নেহ মমতাদি এই যন্ত্রণার মূল; অতএব ঐ দুঃখ-মূল স্নেহ-মমতা ধ্বংস করাই নিতান্ত আবশ্যক। ধ্যান দ্বারা ঐ সমস্ত বিনষ্ট হইতে পারে। হইলেই, নির্ব্বাণরূপ পরম পুরুষার্থ লব্ধ হয়। ইহাই মহাযানস্থ সাধুগণের পরমপুরুষার্থ। ইহাঁরাই এ সম্প্রদায়ের প্রধান লোক। বৌদ্ধ-মতে, ধ্যান-বল সকল বলের প্রধান বল। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, শাক্যমুনি নিজে এরূপ অত্যুৎকট ধ্যান-যোগে সমারূঢ় হন যে, কি দেবতা কি মনুষ্য, কেহ কখন সেরূপ ঘোরতর ধ্যান অর্থাৎ তপস্যা করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি সেই ধ্যানযোগে সিদ্ধ হইয়া অপার আনন্দ লাভ করেন।

* জীবাত্মার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-সাধনের সোপান-পরম্পরার নাম যান। চীন ভাষায় যানের নাম চিঙ্গ। চীন দেশীয় বৌদ্ধসমাজে সচরাচর তিন প্রকার যান গণিত হইয়া থাকে। শ্রাবকেরা প্রথম যানস্থ, প্রত্যেক বুদ্ধেরা দ্বিতীয় যানস্থ ও বোধিসত্ত্বেরা তৃতীয় যানস্থ। ইঁহারা এক এক যানোচিত সাধনা দ্বারা উত্তরোত্তর ঐ ঐ পদ প্রাপ্ত হন। মতান্তরে পঞ্চ যানের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যেরা প্রথম যানস্থ, দেবতারা দ্বিতীয় যানস্থ, শ্রাবকেরা তৃতীয় যানস্থ, প্রত্যেক, বুদ্ধেরা চতুর্থ যানস্থ এবং বোধিসত্ত্বেরা পঞ্চম যানস্থ। গ্রন্থবিশেষে ঐ পঞ্চম যানের কিঞ্চিৎ বিশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্য ও দেবতারা প্রথম অর্থাৎ হীনযানস্থ, শ্রাবকেরা দ্বিতীয় যানস্থ, প্রত্যেক বুদ্ধেরা তৃতীয় যানস্থ, বোধিসত্ত্বেরা চতুর্থ যানস্থ এবং বুদ্ধেরা পঞ্চম অর্থাৎ মহাযানস্থ।

দেবগণ ও মনুষ্যগণ উল্লিখিত হীনযান-সাধনা দ্বারা নরক-বাস এবং অসুর, দৈত্য ও ইতর জন্তুর যোনি-প্রাপ্তি-সম্ভাবনা হইতে উত্তীর্ণ হন। শ্রাবক, প্রত্যেক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরা নিজ নিজ পদোচিত বিশেষ বিশেষ সাধনা দ্বারা ত্রিলোক-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পান। চরম অর্থাৎ মহাযান দ্বারা জীবের আত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ-পদ লাভ করে। * বুদ্ধগণকেই এ সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা বলিতে হয়। হিন্দু-শাস্ত্রের মতে দেবগণ রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন; বৌদ্ধ-মতে মনুষ্যগণ সাধনাপ্রভাবে উত্তরোত্তর দেবত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যাঁহারা এরূপ সাধনা দ্বারা বুদ্ধ-পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম মানুষি-বুদ্ধ। সচরাচর সাত জন মানুষি-বুদ্ধ পরিগণিত হইয়া থাকে; বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভূ, ককুৎসন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ, শাক্যমুনি। কাশ্যপ নামটি হিন্দু শাস্ত্র হইতে গৃহীত স্পষ্টই বোধ হইতেছে। † সপ্তবুদ্ধস্তোত্র নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে এই সপ্ত মানুষি-বুদ্ধের স্তব আছে? বৌদ্ধেরা তাহা আবৃত্তি করিয়া থাকে। এক এক বুদ্ধের এক এক প্রকার মন্ত্র আছে। তাহা উচ্চারণ করিলে, রোগ, শোক, বিপদাদি খণ্ডন হয়। এস্থলে উল্লিখিত কাশ্যপ বুদ্ধের প্রকাশিত মন্ত্র উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

নমো বুদ্ধায়। নমো ধর্ম্মায়। নমো সঙ্ঘায়। নমো কাশ্যপায়। ওঁ। হুহ, হুহ, হুহ। হ্রী, হ্রী, হ্রী। নমো কাশ্যপায়। অর্হতে। সম্যক্ সম্বুদ্ধায় × × স্বাহা। ‡

* Pilgrimage of Fa Hian, 1848, pp. 9 and 11.

† Asiatic Researches, Vol. XVI., pp. 440 and 447.

‡ Pilgrimage of Fa Hi , 1848, p. 181

দেহ-ভঙ্গ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ইহ-লোকেও মানুষের একরূপ নির্ব্বাণ-লাভের অধিকার আছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রকারেরা বলেন, গৌতম নিজেই সেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেবল ধ্যানই এই অবস্থা-লাভের একমাত্র উপায়। এ অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, স্নেহ, মায়া প্রভৃতি সকলই নষ্ট হয়; মনের সকল ভাবই তিরোহিত হইয়া যায়; মনের কোন রূপ ভাব-জ্ঞানও থাকে না, সমস্ত ভাবের অভাব-জ্ঞানও থাকে না *।

হিন্দুধর্ম্মের মত এ ধর্ম্মে যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা নাই। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, বৌদ্ধ-মতে দান, দয়া, ন্যায়, সত্যাদি স্বভাব-সিদ্ধ হিত কার্য্যেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হয়। সেই সমুদায়ের পারিভাষিক নাম 'ধর্ম্ম'।

· হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নাম ত্রিমূর্ত্তি এবং খৃষ্টীয় শাস্ত্রানুসারে যেমন জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বরের নাম ত্রিমূর্ত্তি;

আর এক প্রকার বুদ্ধের নাম ধ্যানী; তাহার বিষয় পুর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সমুদায়ে কত বুদ্ধ, স্থির করা কঠিন। এক এক স্থলে সহস্র বুদ্ধের সংখ্যা লিখিত আছে। শ্রীমান্ হজসন্ ললিতবিস্তর, ক্রিয়াসংগ্রহ ও রক্ষাভগবতী গ্রন্থ হইতে উল্লিখিত সাত মানুষি-বুদ্ধ সম্বলিত ১৪৩ এক শত তেতাল্লিশ জন তথাগতের অর্থাৎ বুদ্ধের নাম সংগ্রহ করেন *।

* বেদান্ত মতানুসারে, পরমাত্মাতে জীবাত্মা লীন হওয়াকে নির্ব্বাণ মুক্তি বলে। বৌদ্ধেরা পরমাত্মার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না। সুতরাং তাহাদের মতানুযায়ী নির্ব্বাণের অর্থ সেরূপ হওয়া সম্ভব নয়। সে মতে, আত্মার অস্তিত্ব-ধ্বংসই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি তাহার সহিত বৌদ্ধমতানুযায়ী নির্ব্বাণই সঙ্গত হয়। কাশ্যপের মতোপদেশে ও বিশেষতঃ প্রজ্ঞা-পারমিতা গ্রন্থে নির্ব্বাণ-পদের ঐরূপ তাৎপর্য্যার্থই প্রদর্শিত হইয়াছে †। কিন্তু কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নিজের কল্যাণ-প্রত্যাশায় একেবারে আপনার ধ্বংস কামনা করিবেন ও জনসমাজে আত্ম-ধ্বংসই পরম পুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচারে কৃতকার্য্য হইবেন এটি কোন মতেই সম্ভব নয়। ধর্ম্মপদের নানা বচনে নির্ব্বাণ শব্দ-স্থলে শান্তম্ পদম্ ‡ অর্থাৎ শান্ত পদ, অচ্যুতম্ স্থানম ¶ অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় স্থান, অমৃতম্ পদম্ § অর্থাৎ অনশ্বর পদ ইত্যাদি পদের প্রয়োগ আছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীমান্ মক্ষমূলর্ বিবেচনা করিয়াছেন, জীবাত্মার শান্তি-প্রবেশ সমুদায় কামনা ও সমুদায় স্পৃহা পরাভব শুভাশুভ ও সুখ দুঃখে সমভাব, জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে পরিত্রাণ, আত্মাতে আত্মার লয়-প্রাপ্তি এই সমুদায় নির্ব্বাণের লক্ষণ। সাধারণ লোকে নির্ব্বাণকে নিরবচ্ছিন্ন সুখময় স্বর্গ-ভোগ বলিয়াই বিশ্বাস করে ‖।

* Asiatic Researches, Vol. XVI., pp 446—449.

† Max Muller's Chips from a German Workshop, Vol. I., p. 284.

‡ ধম্মপদ। ৩৬৮ ও ৩৮১। ¶ ২২৫ § ১১৪ ও ৩৭৪।

‖ Max Muller's Translation of Dhammapada, Introduction, p. xiv.

সেইরূপ, বৌদ্ধদের ত্রিমূর্ত্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্গ*। যদিও এই তিনটি আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ-বাচক, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা একই পদার্থ। তাহাদের প্রকৃতি ও এক; পরস্পর কোন অংশে ভিন্ন নয়।

বৌদ্ধ-মতানুযায়ী পশ্চাল্লিখিত চারিটি প্রধান তত্ত্ব বৌদ্ধ-সমাজে ধর্ম্ম চক্র † বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তাহাই বৌদ্ধ-মত-প্রণালীর মূলীভূত। তাহারই বিস্তার ও পর্য্যালোচনা দ্বারা নির্ব্বাণের উপায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

১।—জীবলোকে দুঃখ ও যন্ত্রণা সর্ব্বত্র ব্যাপী।

২।—স্নেহ, মমতা, কামনা, রাগ, দ্বেষাদি হইতে দুঃখ-যন্ত্রণার উৎপত্তি হয়। মনঃ-কল্পিত বিষয়-বাসনা সেই সমুদায়ের মূল।

৩।—দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ ধ্বংস হইলেই দুঃখ-যন্ত্রণার ধ্বংস হয়, অর্থাৎ স্নেহ, মমতাদির বন্ধন হইতে আত্মাকে মুক্ত করিলেই, দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান হইয়া যায়।

৪।—নির্ব্বাণ-লাভের যে চারিটি পথ আছে, তাহাতে প্রবেশ করিলে আত্মার মুক্তি-সাধন সম্পন্ন হইতে পারে। সে চারিটি এই; পূর্ণ শ্রদ্ধা, পূর্ণ চিন্তা, পূর্ণ বাক্য ও পূর্ণ ক্রিয়া।

গোতম বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বরূপ ন্যায় সত্যাদি স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্মনীতির

* সচরাচর সমাজ-বদ্ধ ভিক্ষু-দলকে সঙ্গ বলে। গ্রন্থ-বিশেষে চারি প্রকার সঙ্গ-শ্রেণীর প্রসঙ্গ আছে, ঐ ভিক্ষু-দল তাহার এক প্রকার। বুদ্ধ, বোধিসত্ব, প্রত্যেক বুদ্ধ ও শ্রাবক প্রথম শ্রেণী-ভুক্ত। উল্লিখিত ভিক্ষু দল দ্বিতীয় শ্রেণী। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম *-জ্ঞানবিবর্জ্জিত, তাহারা তৃতীয় শ্রেণী। যে সমুদায় নির্লজ্জ লোক ভিক্ষাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক তদুচিত বিধি নিষেধ পালন করিয়া চলে না এবং লজ্জা ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধর্ম্মের চিরদিন-ব্যাপী পরিণাম-ফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, তাহারাই চতুর্থ শ্রেণী।

† চক্র শব্দটি বৌদ্ধ-সমাজের বড় প্রিয়। ইহার একটি অর্থ ধর্ম্ম-প্রচার বিজ্ঞাপক। বুদ্ধ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-প্রচারের বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে হইলে, তদীয় শিষ্যেরা কহিত, তিনি ধর্ম্মচক্র ঘূর্ণিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উহার অপর একটি অর্থ, জীবের যোনিভ্রমণ-বিজ্ঞাপক; কেননা চক্রের ন্যায় তাহার আদি অন্ত নাই। বৌদ্ধেরা জপ-মন্ত্র লিখিয়া চক্র-বিশেষের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয় এবং তাহা অত্যন্ত বেগে ঘূর্ণায়মান করিতে থাকে। জপ-মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, উহার এক এক বার ঘূর্ণন দ্বারা সেইরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে সমস্ত নৃপতি সর্ব্বত্র আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাঁহাদের সেই সর্ব্ব-প্রধান রাজ-শক্তির নাম চক্র। এনিমিত্ত তাঁহাদের উপাধি চক্রবর্ত্তী।

* মিথ্যা, চৌর্য্য, ব্যভিচার, নরহত্যা এই চারিটি মূল অধর্ম্ম।

পাঁচটি মাত্র নীতি পাঠ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সম্পূ
এরূপ মনে করিও না। পশ্চাৎ অশোক রাজার অনুশাসনপত্রের বিবরণে অপেক্ষাকৃত বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে, প্রায়শ্চিত্ত ও যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপের বিমোচন হয়। কিন্তু শাক্য বুদ্ধ তাহা অস্বীকার করিয়া উপদেশ দেন, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বজীবে দয়া-প্রকাশ ও তদীয় হিতানুষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই সদ্গতি-লাভ হয় না।

ভারতবর্ষীয় ভূপতিগণের মধ্যে প্রথমে মগধাধিপতি অশোক রাজা খৃ পূ, তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ভূমণ্ডলে যে সমস্ত ব্যক্তি উত্তর কালে অসামান্য ক্ষমতাপন্ন হইয়া বা জগতের অসাধারণ হিত-সাধন করিয়া যশস্বী ও চিরস্মরণীয় হন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি প্রথম বয়সে সাতিশয় দুঃশীল ও নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-কুল তিলক অশোকও তাঁহাদের মধ্যে পরিগণিত। তিনি প্রথম বয়সে না সুদৃশ্য না সুশীল ছিলেন। প্রিয়-দর্শন ছিলেন না বলিয়াই পিতার স্নেহ-ভাজন হন নাই এইরূপ প্রবাদ আছে। এমন দুরন্ত ও অবাধ্য ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে চণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিত। এইরূপ লিখিত আছে যে, একটি পর্ব্বত-বাসী লোক সমুদ্র নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রাণ-বধার্থ নানাবিধ চেষ্টা পায়; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া এবিষয়টি অশোক রাজার কর্ণগোচর করে। তিনি ভিক্ষুর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ পর্ব্বত-বাসী ব্যক্তি
করেন এবং ঐ ভিক্ষুকে অসাধারণ দৈবশক্তি-

* এই পাঁচটি সাধারণ ধর্ম্মনীতি অপর সাধারণ সক
নিমিত্ত অপর পাঁচটি নিয়ম নিরূপিত আছে;
নাটকে প্রবৃত্ত হইও না, সুগন্ধি গ্রহণ ও অলঙ্কার ধ
এবং উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিও না।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বনে প্রবৃত্ত হন। * তাঁহার উৎসাহ-প্রভাবে ঐ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এত প্রাদুর্ভূত হয় ও তিনি এত চৈত্য, এত স্তূপ ও অন্য অন্য এত প্রকার কীর্ত্তি-নিকেতন প্রস্তুত করেন যে, লোকে তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত চণ্ড নামের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মাশোক বলিয়া বিখ্যাত করিল † তিনি কতকগুলি অনুশাসনপত্র খোদিত করিয়া 'ধর্ম্ম' প্রচার করিয়া দেন ‡। এই ধর্ম্মের অর্থ

* Dr. Rajendra Lal Mitra in the Proceedings, Asiatic Society of Bengal for January 1878.

† অশোক রাজার এত কীর্ত্তি ও এত নিদর্শন এত স্থানে বিদ্যমান আছে যে, বহুকালাবধি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাহার সমস্ত জানিতে পারা গিয়াছে কি না সন্দেহ। সম্প্রতি কিছু দিন হইল বুদ্ধগয়াতে অশোক রাজার সিংহাসন, তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি স্তূপ ও চৈত্য, বোধিবৃক্ষের বৃতি প্রভৃতি অশোক সংক্রান্ত বিবিধ প্রকার সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে স্থানে অশোক রাজার সিংহাসন সংস্থাপিত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, সেই স্থান খনন করিয়া ঐ সিংহাসনের ভগ্নাবশেষ স্বরূপ স্বর্ণ, রত্ন মুক্তাদি বহুমূল্য দ্রব্য সংযুক্ত নানাংশ শ্রীমান্ বেবর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে এদেশীয় এশিয়াটিক সোসাইটির একটি বিশেষ সভায় শ্রীমান্ অ, র, হর্‌নলি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়। তদনন্তর আরও অন্য অন্য অনেক বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সময়ে অশোক ও অন্য অন্য বিবিধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত সহস্র সহস্র পুরাতন বস্তু ঐ স্থানে একত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে, ঐ ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত-জিজ্ঞাসু পণ্ডিতগণের উৎসাহ নবীভূত ও কৌতূহল-শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রীরা বুদ্ধগয়ায় যে স্থানে যে বস্তুর অবস্থিতি প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন অবিকল সেই স্থানেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।—The Indian Daily News—May II & 26, 1881.

‡ কিন্তু সেই সমস্ত অনুশাসনপত্রের কোন স্থানে অশোকের নাম বিদ্যমান নাই, সেই সমুদায় পত্র রাজা পিয়দসি অর্থাৎ প্রিয়দর্শী কর্ত্তৃক প্রকাশিত বলিয়া লিখিত আছে। বৌদ্ধ সমাজে অশোক রাজার যেরূপ অসাধারণ খ্যাতি ও অপূর্ব্ব ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে, তাহার সহিত ঐ খোদিত পত্র সমুদায়ের ভাবার্থ যেরূপ সঙ্গত হয়, অন্য কোন রাজার বৃত্তান্তের সহিত সেরূপ সঙ্গত হয় না। অতএব সেগুলি ঐ বৌদ্ধ কুল-তিলক অশোকের অনুশাসন পত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ দীপবংস নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে পিয়দসন নামে একটি রাজার অভিষেক বৃত্তান্ত লিখিত আছে, ঐ পিয়দসন বিন্দুসরের পুত্র ও চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। তিনি বুদ্ধের নির্ব্বাণের ২১৮ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অশোকের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার সহিত দীপবংসের উল্লিখিত কথাগুলির কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এমন কি যদি সেই পালি-গ্রন্থে পিয়দসন নামটি না থাকিত, তাহা হইলে ঐগুলি অশোকেরই পরিচায়ক বলিয়া অবধারণ করিতে পারা যাইত। ঐ উভয় শাস্ত্রানুসারেও চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসর ও বিন্দুসরের পুত্র অশোক। দীপবংসে পিয়দসনের রাজ্যাভিষেকের সময় যেরূপ লিখিত আছে হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অশোকেরও সেইরূপ। কিন্তু ঐ সমস্ত খোদিতপত্রে অশোকের নাম একবারমাত্র ও লিখিত নাই বলিয়া, হ, হ, উইল্‌সন্ এ বিষয়ে কিছু সংশয় প্রকাশ করিয়া যান *। তাহার পরেও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্তবিদ পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই একবাক্যে অশোক ও প্রিয়দর্শী এক ব্যক্তির নাম বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

* Journal of the Royal Asiatic Society, Vol, VIII, p. 309.

বুদ্ধদেবের অর্চ্চনাও নয়। ব্রত, নিয়ম, উপবাসাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াও নয়। ইহা স্নেহ, বাৎসল্য, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য, অহিংসাদি ধর্ম্মনীতিমাত্র। কেবল এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা কি হিন্দু কি মোসলমান্, কি য়িহুদি কি খৃষ্টান্, কি জৈন কি পারসী, সকল ধর্ম্ম-সম্মত এবং সকল জাতির অভিমত ও সমাদৃত, তাহাই এই 'ধর্ম্ম'। এবিষয়ে নাস্তিকতাবাদী বৌদ্ধেরা আস্তিকতাবাদী হিন্দুদের অপেক্ষা মহত্তর মত প্রকাশ করিয়া জগতের শ্রদ্ধাস্পদ ও পূজাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন। অশোক রাজা পূর্ব্বোল্লিখিত অনুশাসনপত্রে পিতৃ-ভক্তি, মাতৃ-ভক্তি, গুরু-ভক্তি, জ্ঞাতি, প্রতিবাসী ও আত্মীয়গণকে দয়া ও আশ্রয় প্রদানকরা, ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান করা, ভৃত্য ও অধীনস্থ লোকদিগের প্রতি অনুকূলতা-প্রকাশ প্রভুর আজ্ঞাবহ ও তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ থাকা, মিতব্যয় ও হিতাচরণ, নিন্দা ও অসৎ কথা পরিবর্জ্জন ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ের ব্যবস্থা প্রচার করেন। মানুষ ও ইতর জন্তু উভয়ের প্রতি সদয় ও সানুকূল ভাব প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে, এ সমস্তই পরম পরিশুদ্ধ পারমার্থিক ক্রিয়া। তিনি কেবল মত প্রচার করিয়া নিরস্ত হন নাই, নিজে তদনুরূপ কার্য্য সাধন করিয়া প্রজাগণের কুশলোন্নতি চেষ্টা পান। তিনি পশুহিংসা নিবারণ করেন, পশু ও মনুষ্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসা-ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন এবং রাজ্য মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্ব্বজীব বিষয়েই অব্যভিচরিত অবারিত, অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কি হিন্দু, কি মোসল্মান কি খৃষ্টান, সকলকেই এবিষয়ে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক্ দূত মিগেস্থিনিজ লিখিয়া যান, কতকগুলি শ্রমণ অর্থাৎ বৌদ্ধ উদাসীন কেবল দয়া-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উদ্দেশে লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান; কাহার নিকট কিছু গ্রহণ করেন না। অপর কতকগুলি ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রমণ লোকদিগকে নরক-ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন *।

ভূমণ্ডলে স্বমত-পক্ষপাতী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বিদ্বেষপ্রভাবে অতীব ভয়ঙ্কর নৃশংস কাণ্ড সমুদায়, এমন কি সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ নরবধ পর্য্যন্ত

* অদ্যাপি এই দুই রীতি প্রচলিত আছে।—Hardy, p. 368.

ঘটিয়া গিয়াছে। অশোক রাজা এবিষয়েও অপার ঔদার্য্য ও অপরিসীম মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া যান।

পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনপত্রে তিনি কি গৃহী কি উদাসীন যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম পালন করুক না কেন, তাহাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রকাশ ও তাহাদের সকলেরই ধর্ম্ম-রক্ষায় যত্ন-প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দান ও অন্য অন্য সৎক্রিয়া সহকারে তাহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, ঐ সকল ক্রিয়া অপেক্ষায় তদীয় সার স্বরূপ ধর্ম্মনীতির প্রাদুর্ভাব-দৃষ্টির অভিলাষ অধিক গৌরবের বিষয়। তিনি সুস্পষ্ট প্রচার করিয়া দেন, মনুষ্যের নিজ ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করা উচিত, কিন্তু কদাচ পর-ধর্ম্মের নিন্দা ও অনিষ্টাচরণ কর্ত্তব্য নয়। সকল স্থলেই পরধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে উচিতমত শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। যে ধর্ম্মের যে রূপ নিয়ম, তাহার প্রতি তদনুযায়ী শ্রদ্ধা করা বিধেয়। এরূপ আচরণ করিলে, নিজ ধর্ম্মের উন্নতি ও পর-ধর্ম্মের হিত সাধন করা হয়। যে ইহার অন্যথাচরণ করে, সে আপন ও পর উভয় ধর্ম্মেরই অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম সম্প্রদায়ে অনুরাগ বশতঃ পর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিন্দা করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশ করে, তাহার এরূপ আচরণ দ্বারা নিজ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপরেই অতিমাত্র কঠিন আঘাত করা হয়। * অশোক রাজার এক খানি অনুশাসনপত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, যাহাদের বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, তাহারাও আমার রাজ্য মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে বাস করুক।

দেবানম্ পিয়ো পিয়দসি রাজা সবত ইছতি সবে পাষণ্ড বসেযু সবে তে সযমঞ্চ ভাব-শুদ্ধিঞ্চ ইছতি।

দেবগণ-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ইচ্ছা করিতেছেন, সমস্ত পাষণ্ড (অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মে আস্থাশূন্য ব্যক্তি সমুদায়) সর্ব্বত্র (নির্ব্বিঘ্নে) বাস করুক, কেন না তাহারাও ভাবশুদ্ধি ও ধর্ম্মশাসন ইচ্ছা করে †।

অবনিমণ্ডলের অপরাপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরা এ অংশে যদি অশোকের পদ-রেণু-

* Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. VII. pp. 240-241 and pp. 259-260. The Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. XII. pp. 215-222. The Indian Antiquary, 1876, p. 267 and 1881, p. 211.

† H. H. Wilson in the Journal of the Royal Asiatiy Society, Vol. VIII. pp. 306 and 314.

কণামাত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অসংখ্য লোকের ধর্ম্ম দ্বেষ নিবন্ধন অকালে কালগ্রাস প্রবেশ নিবারিত হইত। বৌদ্ধগণ-সংহারক * আস্তিকপ্রবর ব্রাহ্মণকুল! এই নাস্তিক নরপতির সুপবিত্র গুণগ্রাম শ্রবণ কর, আর লজ্জায় অধোমুখ হইয়া ধরণী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে থাক! উগ্র-মূর্ত্তি শৈব ও বৈষ্ণব জমাতের ভয়াবহ তীর্থস্নানে ধিক্! ধিক্ ধিক্। খ্রীষ্টানদিগের শোণিতাক্ত মুণ্ড-মালা-বিভূষিত ভয়ঙ্কর ক্রুসেড্ যুদ্ধের ক্রুশ্-চিহ্নেও ধিক্! স্বসম্প্রদায়ের পক্ষপাতমদে উন্মত্ত দুর্দ্দান্ত মোসলমান্ সম্প্রদায়ের কর-সঞ্চালিত চাকচিক্যশালী সুতীক্ষ্ণ তরবারেও † ধিক্!

অশোক প্রচারিত ধর্ম্মপ্রণালীর যৎকিঞ্চিৎ স্থূল তাৎপর্য্যমাত্র লিখিত হইল। ইহা মনুষ্য কুলের স্বভাব-সিদ্ধ সাধারণ ধর্ম্ম; মনঃকল্পিত নয়। জাতি-ভেদ ও বর্ণ-প্রভেদও ইহার বৈরী ও বিদ্বেষী নয়। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মোসলমান্ কেহই এ ধর্ম্মের বিরোধী নয়। বেদ, কোরান্ ও বাইবল্ এই ধর্ম্মকে যতদূর লালন-পালন ও পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছে, প্রধানতম বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের নিকট ততদূর আদরণীয় ও পূজনীয়। ঋষি, মুনি, পীর, পয়্গম্বর, সেণ্ট, সেবিয়র ইহাঁরা যে পরিমাণে এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেই পরিমাণে প্রকৃত-পুণ্য-কীর্ত্তি লাভে অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন। অধুনাতন মানব কুলের বুদ্ধি বিদ্যার পথপ্রদর্শক কোম্ত ও হিউম্, ডারুইন্ ও হক্স্লি, মিল ও স্পেন্সর্ ইহাঁদেরও এই ধর্ম্মকে ‡ আপনাদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয়-দান এবং তাহাতে উৎসাহ ও আহ্লাদ প্রকাশ না করিবার বিষয় নয়।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভূপতিগণ অকাতরে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যান। পশ্চাৎ তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। উত্তর কালে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ে যেরূপ গুরু-সন্নিধানে আত্ম-দোষ স্বীকারের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ সমাজে সেই প্রথাটি অবিকল প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক ভিক্ষুকে অর্থাৎ বৌদ্ধ উদাসীনকে প্রতি মাসে দুইবার অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিবসে আত্ম-পাপ অঙ্গীকার করিতে হইত। ক্রমশঃ গৃহী লোকের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত হয়, কিন্তু তাহার অসুবিধা সংঘটন প্রযুক্ত, অশোক রাজা

* উপক্রমণিকা ২২২ ও ২২৩ পৃষ্ঠা।
† এক হস্তে কোরান অপর হস্তে তরবার।
‡ অতিমাত্র অহিংসাটি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক।

[illegible] মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রথমে [illegible] ধর্ম্মের অনুষ্ঠান [illegible] প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরে [illegible] পর শীলাদিত্যের বিশেষত্বটী একেবারেই উঠিয়া যায়। ঐ দানোৎসবটি পাঁচ বৎসরান্তে সম্পন্ন হইত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে একবার ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়; চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউ এন্ থ্‌সঙ্গ্‌, তাহা দর্শন করিয়া যান।

ঐ সুবিস্তৃত উৎসব-ক্ষেত্র একটি আনন্দ-ক্ষেত্র ছিল; চারি দিকে সহস্র সহস্র গোলাব গাছের সুরম্য বৃতি, তাহাতে অপর্য্যাপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহ প্রস্ফুটিত এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণ, রজত, পট্টবস্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য দান-দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ সুসজ্জ গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে সারি সারি একশত এরূপ বিস্তৃত ভোজন-গৃহ ছিল যে, তাহার প্রত্যেকে একশত ব্যক্তি একত্র ভোজন করিতে পারিত। মহারাজ শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, দরিদ্র, পিতৃ-হীন, মাতৃ-হীন, বান্ধব-হীন প্রভৃতি পঞ্চাশ সহস্র লোক তথায় আগমন করে। সার্দ্ধ দুই মাস ব্যাপিয়া দান-ভোজনাদি সহকারে ঐ উৎসব-ব্যাপার সম্পন্ন হয়। উহাতে হিন্দু বৌদ্ধের বিদ্বেষ ভাব দূরে থাকুক, সমধিক সদ্ভাবই প্রদর্শিত দেখা যায়। তথায় বুদ্ধ, বিষ্ণু, শিব তিনেরই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তিদিগকে বহুমূল্য সামগ্রী দান করা এবং চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুস্বাদ সামগ্রী ভোজন করান হয়। উক্ত রাজা ঐ উৎসবে হস্তী, অশ্ব ও অপরাপর যুদ্ধ-সামগ্রী ব্যতিরেকে রাজকোষের সমস্ত ধনই বিতরণ করিতেন। এমন কি, তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ, কর্ণকুণ্ডল, রত্নমালা প্রভৃতি বেশভূষা সমুদায়ও শরীর হইতে উন্মোচন করিয়া দিতেন। অবশেষে পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে উচ্চৈঃস্বরে দানধর্ম্ম বিষয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।

বৌদ্ধেরাও হিন্দুদের ন্যায় মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি-ভ্রমণ স্বীকার করে। যিনি ইহকালে যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করেন, পরকালে তিনি তদনুরূপ যোনি-প্রাপ্ত হন। কেবল পশু পক্ষী কীটাদি নিকৃষ্ট জন্তু নয়, পাতকের পরিমাণানুসারে মৃৎপিণ্ডাদি জড়বস্তু হইয়াও জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি কেহ এরূপ ঘোরতর কুকর্ম্ম করে যে, উক্তরূপ নিকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিলেও তাহার উচিতমত শাস্তি

য় না, তাহা হইলে তাহাকে নরকস্থ হইতে হয়। বৌদ্ধ-মতে, ১৩৬ একশত ত্রিশটি নরক বিদ্যমান আছে। যে যেরূপ পাপ-কর্ম্ম করে, তাহাকে তদনুরূপ ঠিন নরকে তাদৃশ পরিমিত কাল বাস করিতে হয়। কাহার নরক-ভোগের ময় কোটি বৎসরের অপেক্ষা ন্যূন নয়। পুণ্য কর্ম্মেরও এইরূপ পুরস্কার আছে। ণ্যবান্ ব্যক্তি, হয় মর্ত্যলোকে উত্তম জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সুখ ভোগ করে, নয়, বিধপ্রকার স্বর্গলোকের কোন স্বর্গে দেবাদি-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সুখ-সম্ভোগ রিতে থাকে। কাহারও স্বর্গ-ভোগের সময় শত কোটি বৎসর অপেক্ষায় অল্প য়। বৌদ্ধেরা বলেন, শাক্যমুনি নিজে উল্লিখিত শুভাশুভ সমুদায়,জন্মেরই সুখ ঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পশুপক্ষ্যাদি কোন্ যোনিতে কিরূপ ার্য্য করিয়াছেন, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে।

অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধদিগেরও মতান্তর ঘটিয়া ক্রমে ক্রমে চারিটি র্শন উৎপন্ন হইয়াছে; মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। ধ্যমিক-মতে, কোন পদার্থই বাস্তবিক বিদ্যমান নাই; সকলই শূন্যময়। াগাচার-মতও ইহার অনুরূপ; এই মতস্থ ব্যক্তিরা অভ্যন্তরস্থ বিজ্ঞান ব্যতি-কে অপরাপর সমুদায় পদার্থেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে বল বিজ্ঞানই আছে; জল, বায়ু, পৃথিব্যাদি বাহ্য বস্তু কিছুই নাই। ইঁহারা বিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ও আলয়-বিজ্ঞান। গ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলে ও সুষুপ্তি দশায় জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয়-বিজ্ঞান। অপর দুই সম্প্রদায়ীরা বাহ্য পদার্থ অভ্যন্তরস্থ পদার্থ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। বাহ্য পদার্থ দুই ভাগে ভক্ত; ভূত ও ভৌতিক। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটির নাম ভূত ং চক্ষু শ্রোত্রাদি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহার জ্ঞেয় নদী, পর্ব্বতাদি বিষয় সমুদায়ের ম ভৌতিক। সেই সমুদায়ই পরমাণু-সমষ্টি। এই জগৎ ও জগতের সমুদায় ার্থই পরমাণুপুঞ্জ বই আর কিছুই নয়।

শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মতে পরস্পর কিছু বিশেষ আছে। এক সম্প্রদা-য়ী কহেন, বাহ্য বস্তু সমুদায় কেবল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তাঁহাদের নাম বৈভাষিক। ার সম্প্রদায়ীরা বলেন, বাহ্য বস্তু সত্য বটে, কিন্তু অনুমান-সিদ্ধ; একেবারেই

প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয় না। চিত্তমধ্যে বাহ্য বস্তু সমুদায়ের প্রতিরূপ উৎপন্ন হয়, এবং সেই প্রতিরূপ-জ্ঞান দ্বারাই তাহাদের জ্ঞান জন্মে। এই সম্প্রদায়ের নাম সৌত্রান্তিক। উভয় মতেই, যে সময়ে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়েই তাহার অস্তিত্ব থাকে। প্রত্যক্ষ না হইলেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় ধ্বংস হইয়া যায়। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে পূর্ণ বৈনাশিক অথবা সর্ব্ব বৈনাশিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বৌদ্ধেরা হিন্দুবৈদান্তিকের ন্যায় আকাশকে একটি ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না এবং চিত্ত ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন না।*

অন্য অন্য সমুদায় উপাসক-সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধেরাও ক্রমে ক্রমে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। বসুমিত্র একখানি গ্রন্থে সে সমুদায়ের বিবরণ করেন এবং চীন-দেশীয় তিন জন পণ্ডিত তাহা চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়া রাখেন। সেই সমুদায় সম্প্রদায়ের নাম মহাসাঙ্ঘিক, স্থবির, একব্যবহারিকা, কুকুলিকা, বাহুশ্রুতিয়, চৈতিয়বাদা, পূর্ব্বশৈলা, উত্তরশৈলা, সর্ব্বাস্তিবাদ, হৈমবতা, বাৎসিপুত্রীয়, ধর্ম্মোত্তরীয়, ভদ্রায়নীয়, সম্মতীয়, ষান্নগরিক, মহীশাসক, ধর্ম্মগুপ্তা, কাশ্যপীয় এবং সঙ্কান্তিকা বা সৌত্রান্তিকা। প্রথমোক্ত মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায় স্থবিরাদি সাত সম্প্রদায়ে এবং ঐ স্থবির সম্প্রদায় সর্ব্বাস্তিবাদ প্রভৃতি একাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। সমুদায়ে অষ্টাদশ সম্প্রদায়। †

বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারই করুন, আর অন্য অন্য নানা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধি-প্রাখর্য্যই প্রকাশ করুন, কিন্তু অনেকানেক নিকৃষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ন্যায় পৌত্তলিক হইয়া রহিয়াছেন বলিতে হইবে। প্রতিমা-পূজা, বুদ্ধপ্রভৃতির অস্থি দন্তাদির অর্চ্চনা এবং নানাবিধ যাত্রা মহোৎসব অবাধে চলিয়া আসিতেছে ‡। ফাহিয়ন্ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে অনেকানেক বুদ্ধ-

* Colebrooke's Miscellaneous Essays Vol, I., 1873, pp. 413—426 দেখিলে সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে।

† Indian Antiquary, December 1880, pp. 299-301.

‡ দেবার্চ্চনা সংক্রান্ত পশ্চাল্লিখিত বিবরণটিতে হিন্দু ও বৌদ্ধের পরস্পর বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু প্রভৃতির ন্যায় বৌদ্ধদের ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিত নাই। প্রত্যেক বৌদ্ধ আপনই আপনার পুরোহিত ও আপনিই আপনার যজমান।

প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া যান। কেবল শাক্যবুদ্ধ নয়, এক এক দেবালয়ে অন্য অন্য বৌদ্ধ দেবতার প্রতিমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে বুদ্ধগয়ায় তারা দেবী ও বাগীশ্বরী দেবী, বৈসালীতে অর্থাৎ বেসার্ গ্রামে ধ্যানী-বুদ্ধ অমিতাভ ও বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর, নলন্দবিহারে অবলোকিতেশ্বর, তারা বোধিসত্ব, ত্রিশিরা বজ্রবরাহী, বাগীশ্বরী, কপত্যদেবী ইত্যাদি অনেক স্থানে অনেকানেক বৌদ্ধ দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। * সিংহল দ্বীপের মহারাজবিহার নামক বিহারে পঞ্চাশৎ অপেক্ষায় অধিক বুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সেই সঙ্গে নাথ, বিষ্ণু ও সামনদেব, পত্তিনে দেবী এবং বলগম্বাহু ও কীর্ত্তিনিস্সঙ্গ নামক দুইটি নৃপতির প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। ঐ বলগম্বাহু খৃ, পূ. ৮৬ অব্দে ঐ বিহার প্রস্তুত করেন। †

অশিক্ষিত বৌদ্ধদের মধ্যে সাকার উপাসনা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু চীন-দেশীয় জ্ঞানাপন্ন বৌদ্ধেরা প্রতিমা-পূজা ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন দ্বারা বৌদ্ধ দেবগণের প্রসাদ লাভ প্রভৃতি চলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান সমুদায় স্বীকার করেন না। চুহি নামে একটি বৌদ্ধমত-প্রবর্ত্তক স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, বৌদ্ধেরা স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি বাহ্য বস্তু ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার সমস্ত গ্রাহ্য করেন না; আপনাপন আত্মাতেই অভিনিবেশ করেন; পারলৌকি সুখদুঃখ মনঃকল্পিত ও দোষাবহ। ‡

বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবাদির অস্থি, কেশ, দন্ত, বস্ত্র, যষ্টি প্রভৃতি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি পূর্ণ-গর্ভ ঘণ্টাকার বস্তু নির্ম্মাণ করে ও ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে বিহিত-বিধানে তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং তীর্থযাত্রীরা সেই সমস্তকে পবিত্র তীর্থ-ভূমি জ্ঞান করিয়া দর্শনাদি করিতে যায়। ন্যূনাধিক দুই শত খৃষ্টাব্দে এলেগ্জেণ্ড্রিয়া-নিবাসী ক্লেমেন্স্ নামক গ্রীক্ পণ্ডিত ¶ বৌদ্ধদের অস্থি-দন্তাদি-পূজার প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন. ফাহিয়ন্ যে সময়ে ভারতবর্ষ

* Cunningham's Archæological Survey of India, Vol. 1. pp. 11, 31-36, 58 &c.

† Forbes' Ceylon Almanac, 1834, extracted in R, Spence Hardy's Eastern Monachism, p. 203.

‡ Indian Antiquary, December 1880, pp. 316 and 317.

¶ তিনি ২০৬ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন।

পরিভ্রমণ করেন, সে সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে পঞ্জাবের অনেকানেক বৌদ্ধ-দেবালয়ে বুদ্ধদেবের ঐরূপ স্মরণ-চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, লোকে প্রতিদিন তাহার অর্চনা ও দর্শনাদি করিতে যাইত * । হিউএন্থ্সঙ্ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাংশে উত্তরে হিন্দুকুশ ও দক্ষিণে মলয়বর এই উভয় সীমার মধ্যস্থলে অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মাশোক-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ভূরি ভূরি স্তূপ সন্দর্শন করিয়া যান। কেবল বুদ্ধ নয়; তদীয় প্রধান প্রধান শিষ্য ও প্রধান প্রধান বৌদ্ধ রাজারও অস্থ্যাদি-পূজা ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

অন্য অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদেরও অনেকানেক উৎসব আছে। প্রয়াগের মহোৎসবের বিষয় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সিংহল দ্বীপে বর্ষাকালে একটি উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতে পালিভাষায় বিরচিত গ্রন্থ-বিশেষ পঠিত হয়। তাহাকে বনপাঠ বলে। ভিক্ষুরা একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বর্ষা তিন মাস তাহাতে অবস্থিতি করে এবং সেই সময়ে পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে বনপাঠ করিয়া থাকে। ঐ পাঠ শ্রবণোদ্দেশে মহা-সমারোহ হয়; মধ্যে মধ্যে বাদ্যোদ্যম হইতে থাকে, রাত্রিকালে দীপ-জ্যোতিতে সেইস্থান জ্যোতিষ্মান্ হইয়া যায় এবং বন্দুকের ধ্বনি ও অগ্নি-ক্রীড়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ বনপাঠের মধ্যে যখন বুদ্ধের নাম উচ্চারিত হয়, তখন শ্রোতৃগণ সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে †।

অপর একটি উৎসবের নাম পারিত্ত। এটি পালি শব্দ। দেশ-ভাষায় ইহাকে পিরিত বলে। সিংহলীদের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, মানব জাতির যাবতীয় দুঃখ দৈত্য-বিশেষের কোপ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্রোধ-শান্তির উদ্দেশে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহাতেও উল্লিখিতরূপ বনপাঠ হয়। বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবদের অষ্টপ্রহরী, চব্বিশপ্রহরী প্রভৃতির ন্যায় সাত দিন অবিচ্ছেদে ঐ বনপাঠ চলিতে থাকে। দুই দুইটি ভিক্ষু পর্য্যায়ক্রমে দুই ঘণ্টাকাল পাঠ করে। এই ক্রিয়াটি রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদোষ কালে শ্রোতৃগণ সেই স্থানে আগমন করে; তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক। তাহারা প্রত্যেকে

* The pilgrimage of Fa Hian, 1848, pp. 44—95.

† Hardy's Eastern Monachism, pp. 232—234.

এক একটি তৈল-পূর্ণ নারিকেল-মালা লইয়া আইসে এবং বিহারের চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে সেই সমস্ত মালা সংস্থাপিত করিয়া দীপ জ্বালাইয়া দেয়। *

ভোট দেশে তিনটি উৎসব প্রচলিত আছে। একটি গ্রীষ্মারম্ভে, অপর একটি শরতের প্রারম্ভে এবং তৃতীয়টি শীতান্তে সম্পন্ন হয়। প্রথমটি শাক্য মুনির জন্ম-গ্রহণের স্মরণ সূচক। তিনি ছয়টি পাষণ্ডকে পরাভব করেন ইহারই স্মরণার্থ তৃতীয়টি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক পক্ষ ব্যাপিয়া ইহার অনুষ্ঠান হয় এবং সে সময়ে নৃত্য, গীত, ভোজন, দীপদানাদি নানাবিধ অমোদ-আহ্লাদ-ব্যাপার চলিতে থাকে।

হিন্দুমতানুযায়ী সিদ্ধ যোগীরা যেমন অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করেন লিখিত আছে †, সেইরূপ, বৌদ্ধদিগেরও এই প্রকার বিশ্বাস আছে যে, ঐ সম্প্রদায়ী সিদ্ধ ব্যক্তিরা অশেষ রূপ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অতীব অদ্ভুত কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিতে সমর্থ হন; যেমন বায়ু-মধ্যে সঞ্চরণ, জলের উপর গমনাগমন, ইচ্ছানুসারে জল-বর্ষণ, নদী ও সমুদ্র সৃজন, গৃহ-সম্বলিত পর্ব্বত ও পৃথিবী প্রকম্পন, যখন ইচ্ছা বায়ু-প্রবাহ উৎপাদন, বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে গমন, প্রাচীর ও অন্য অন্য কঠিন দ্রব্যের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ, পর্ব্বত ও পৃথিবীর গর্ভ-দর্শন, নষ্ট বা গুপ্ত বিষয় উদ্ধার করণ, স্বর্গ হইতে অগ্নিধারা আনয়ন ইত্যাদি। বৌদ্ধদিগের এইরূপ সংস্কার আছে যে, সাধন সিদ্ধ প্রত্যেক ভিক্ষু আপনার এক শরীরকে অনেক করিতে পারেন, নিজ দেহের সর্ব্বস্থান হইতেই জল ও ধূম-রাশি নির্গত করিতে পারেন, কাষ্ঠ কার্পাস ও অন্য অন্য দাহ্যপদার্থ সংগ্রহ করিয়া ইচ্ছাবলে দগ্ধ করিতে পারেন, এমন একরূপ জ্যোতিঃপদার্থ উৎপাদন করিতে সমর্থ হন যে, তদ্দ্বারা দিব্য চক্ষুর ন্যায় সকল স্থানই অবলোকন করিতে পারেন এবং মুমূর্ষু কালে অগ্নি-সংযোগ ব্যতিরেকে নিজ শরীর দগ্ধ করিতে পারেন। ‡

---

* Hardy's Eastern Monachism. pp. 240—242.

† শৈবাদি সম্প্রদায় "যোগী"।

‡ Hardy's Eastern Monachism, pp. 260—261.

যে অধুনাতন পাশ্চাত্য যোগি-সম্প্রদায়ীরা এখন থিয়সোফিস্ট্ (Theosophist) বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধমতের অনুগামী শুনিতে পাই। তাঁহাদের সম্প্রদায়-স্বামীর নাম

যে সাধনা দ্বারা এই সমস্ত সম্পন্ন হয় লিখিত আছে, তাহার নাম কসিন। কসিন-সাধনায় এক এক করিয়া জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতির গুণাগুণ বিচার পূর্ব্বক বাহ্য ও শরীরস্থ জল, বায়ু প্রভৃতিকে অনিত্য ও পরিবর্ত্তনীয় বলিয়া স্থির করা হয় *। একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই সমস্ত অনিত্যত্ব-ভাবাদি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে। করিতে করিতে, তাহা মনোমধ্যে নিতান্ত পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইবে। পাইলে, মনের যেরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিমিত্ত বলে। নিমিত্ত মানসিক জ্যোতিঃস্বরূপ। ইহা অতি দুর্লভ পদার্থ। নিমিত্ত সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে প্রতিভাগ নিমিত্ত বলে। সমাধি ইহার উত্তরীয় অবস্থা। সমাধি সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে অর্পণ-সমাধি বলে। সে অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সমুদায় নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় নিশ্চল থাকে। ইহার সহিত ধ্যানের নৈকট্য-সম্বন্ধ। গোতম বুদ্ধ যে সমগ্র চারি প্রকার ধ্যানের অনুষ্ঠান করেন, তাহার দ্বিতীয় ধ্যানটি সমাধি-জাত বলিয়া লিখিত আছে।

একোতিভাবাদবিতর্কমবিচারং সমাধিজং প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতিস্ম।

ললিতবিস্তর। ২২ অধ্যায়।

বৌদ্ধ মতে, ধ্যান পরম পদার্থ; ধ্যান দ্বারাই নির্ব্বাণ লাভ হয় একথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের ন্যায় দেবলোক ব্রহ্মলোকাদির অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। ধ্যানস্থ ভিক্ষুরা ধ্যান-বলে ব্রহ্মলোক গমন করিতে সমর্থ হন এইরূপ লিখিত আছে। †

কুথুমিলাল্। তিনি কখন কাশ্মীরে ও কখন ভোট দেশে অবস্থিতি করেন। শাক্য ও শাক্য-সম্প্রদায়ী অন্যান্য মত-প্রবর্ত্তকেরা কি পরমাদ্ভুত পারমার্থিক অগ্নি-ক্রীড়াই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন! পৃথ্বীচূড়ামণি ইয়ুরোপ ও আমেরিকা-বাসীরাও অনেকে তাহার আকর্ষণী শক্তি ও গুরুতর প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

* এই সাধনায় প্রবৃত্ত ভিক্ষুগণ সম্মুখস্থিত মৃৎখণ্ডাদি লক্ষ্য করিয়া অনন্যমনে চিন্তা করিতে থাকেন। পথবি-কসিনে মণ্ডলাকার মৃৎখণ্ড-বিশেষ, আপ-কসিনে বৃষ্টি-লব্ধ বা অন্য কোনরূপ স্থির জল-রাশি, তেজঃ-কসিনে বৃক্ষতলস্থ বা বিহারের অঙ্গন-স্থিত অগ্নি-রাশি, বায়ু-কসিনে গবাক্ষ-গামী বায়ু-প্রবাহ, নীল-কসিনে নীলবর্ণ পুষ্প-রাশি ইত্যাদি, এক এক কসিনে এক এক বস্তু লক্ষ্য করিয়া ভাবনা করিতে হয়।

† Hardy's Eastern Monachism নামক পুস্তকের একবিংশ অধ্যায়ে এবিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবে।

বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ভূমণ্ডলের অপরাপর সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায় অপেক্ষা প্রবল ও বিস্তৃত। ঐ উভয়ের প্রত্যেকে যত সংখ্যক লোক বিনিবিষ্ট আছে, অন্য কোন সম্প্রদায়েই তত নাই। এই উভয়ের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, অনেক বিষয়েই সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধমতে ও ঈশুর উপদেশে দান, দয়া, ক্ষমা, সত্যাদি স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রাধান্য, এক এক প্রকার ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার গুরুসন্নিধানে আত্ম-পাপ অঙ্গীকার, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র কি ম্লেচ্ছ সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তদীয় ফল-ভোগে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন, ঘণ্টা ও জপ-মালা ব্যবহার, নিজ নিজ দেবালয়ে দীপদান, লোবানাদি দাহ্য গন্ধদ্রব্য প্রদান, ধর্ম্ম-সঙ্গীত গান, কি স্বদেশ, কি বিদেশ সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয়ে বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম * উভয়ের সাতিশয় সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীন; খৃষ্টীয় ধর্ম্ম তদপেক্ষা অনেক অপ্রাচীন। যদি গুরুশিষ্য সম্বন্ধাধীন ঐরূপ সৌসাদৃশ্য সংঘটিত হইয়া থাকে † তবে বৌদ্ধকে গুরু ও খৃষ্টীয়ধর্ম্মকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরা বহু পূর্ব্বে, এমন কি,বোধ হয় খৃষ্টাব্দ-প্রবর্ত্তনের দুই শতাব্দীর পূর্ব্বেও আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করেন এরূপ অবধারিত হইয়াছে, তখন উল্লিখিত অভিপ্রায়ই সম্ভব ও সঙ্গত বোধ হয়।

"So numerous and surprising are the analogies and coincidences, that Mrs. Speir, in her book on Life in Ancient India, 'could almost imagine that before God planted Christianity upon earth, he took a branch form the luxuriant tree, and threw it down to India."—*Chambers's Encyclopædia*, 1880, *Vol, II., p.* 409.

একটি খৃষ্টান বিশপ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"The Christian system and the Buddhistic one, though dif-

* এস্থলে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের যে সমুদয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের বিষয় লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশ রোমেন্ কেথলিক্ সম্প্রদায়েই প্রচলিত।

† অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের কার্য্যানুষ্ঠান দেখিয়া যদি অন্য সম্প্রদায়ীরা তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে।

fering from each other in their respective objects and ends as much as truth from error, have, it must be confessed, many striking features of an astonishing resemblance. There are many moral precepts equally commanded and enforced in common by both creeds. It will not be considered rash to assert that most of the moral truths prescribed by the gospel are to be met with in Buddhistic scriptures." "In reading the particulars of the life of the last Budha Gautamma, it is impossible not to feel reminded of many circumstances relating to our *Saviour's life, such as it has been sketched by the* Evangelists." "It may be said in favour of Buddhism," he writes (p. viii), "that no philosophico-religious system has ever upheld, to an equal degree, the notions of a saviour and deliverer, and the necessity of his mission for procuring the salvation, in a Buddhist sense, of man."*

লাবুলে ও লিএব্রেথ্ট্ নামে দুইটি ফরাশী ও জর্ম্মেন্ পণ্ডিতের অনুসন্ধানক্রমে একটি বড় অপূর্ব্ব গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রোমেন কেথলিক্ নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ীরা একটি সাধু জনকে স্বসম্প্রদায়ী সিদ্ধ পুরুষ (অথবা নরদেবতা) জ্ঞান পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। অবশেষে নিরূপিত হইল, তিনি বৌদ্ধদিগের বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ং বুদ্ধদেব বই আর কেহই নয়। এই খৃষ্টানেরা তাঁহাকে স্বসম্প্রদায়ী স্বর্গ-ভোগী সিদ্ধগণের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের মতে, ঐ সিদ্ধ পুরুষের নাম জোসফট্। প্রথমে ফরাসী লাবুলে, পরে জর্ম্মেন্ লিএবরেথ্ট্ তদনন্তর ইংলণ্ড-বাসী বীল্ নিজ নিজ ভাষায় এবিষয়টি প্রতিপাদন করেন। ম, মুলর্ ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছেন †। এই কৌতুকাবহ বিষয়টি পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার উদ্দেশে, এস্থলে ইহার তাৎপর্য্যার্থ সংক্ষেপে সংকলিত হইতেছে।

* Bishop Bigandet's Life and Legend of Gaudama, the Buddha of the Burmese' quoted in Max Muller's Introduction to Buddhaghosha's parables translated by Captain T. Rogers, pp XXV and XXVI.

† Chips from a German workshop by Max Muller, Vol, IV. pp. 176—189.

দমসক্ নিবাসী জোঅন্নস্ নামে একটি গ্রাক্ গ্রন্থকার বার্লাম্ ও জোঅসফ্ নামে দুই ব্যক্তির বিষয়ক এক খানি উপাখ্যান-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে উপাখ্যানটি বুদ্ধ-চরিতের অনুরূপ। বুদ্ধ একটি রাজপুত্র। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে পর, অসিত নামে এক জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলেন, রাজপুত্র মহামহিমান্বিত হইবেন। হয়, ভূমণ্ডলের চক্রবর্ত্তী রাজা, নয়, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লোক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হইবেন। রাজা শ্রবণ করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন এবং রাজকুমারের কিছু বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ নিবারণ-উদ্দেশে, নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিছু দিন পরে রাজকুমার বহির্গমনের অনুমতি পান এবং বারম্বার রথারোহণ পূর্ব্বক এক দিন একটি পীড়িত, অপর এক দিবস একটি জরাগ্রস্ত এবং তৃতীয় দিনে শোকার্ত্ত বন্ধু বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত একটি মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করেন ও তদ্দ্বারা সংসারে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব এবং পশ্চাৎ ভিক্ষুগণের শান্ত ও স্বচ্ছন্দ ভাব অবলোকন করিয়া ভিক্ষ্বাশ্রম-অবলম্বনে অনুরক্ত হন *। জোসফটের বৃত্তান্তও অবিকল এইরূপ। বুদ্ধের ন্যায় তিনিও রাজপুত্র। তাঁহার জন্ম গ্রহণ হইলে, একটি জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলেন জোসফট্ মহত্তর মহিমা লাভ করিবেন। সে মহিমা নিজ রাজ্যে নয়, তাহা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর সাম্রাজ্য মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ তিনি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অভিনব নিগৃহীত ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। এই বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ অশেষরূপ উপায়াবলম্বন করা হয়। তাঁহাকে সকল প্রকার সুখদ সামগ্রী-পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষা করা হইল এবং তিনি যাহাতে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে না পারেন, তদর্থ যথোচিত যত্ন করা হইল। কিছুকাল পরে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ-বহির্ভূত হইতে আদেশ দেন। তিনি রথারোহণ পূর্ব্বক এক দিবস একটি অন্ধ ও অপর দিবস একটি খঞ্জকে দর্শন করেন। অপর এক দিন ঐ রূপে বহির্গত হইয়া একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান; তাহার অঙ্গ গলিত, কেশ পলিত দন্ত স্খলিত এবং পদযুগল কম্পিত। তিনি এই সমস্ত দর্শন পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে একটি সন্ন্যাসী

* ললিতবিস্তর। ৭ অধ্যায়। (১২৬ ও ১২৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)।

তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঈশু-প্রচারিত উচ্চতম সুখ সম্পত্তির আশার বিষয় উপদেশ দেন। এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বুদ্ধ ও জোসফটের অন্য অন্য বিষয়েরও সুন্দর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েই পরিশেষে নিজ নিজ পিতাকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধ বা সেণ্ট বলিয়া পরিগণিত হন।

বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর মধ্যে যে যে স্থানে রথারোহণ করিয়া গমন করেন, তথায় এক একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। ফাহিয়ন্ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ও হিউ এন্ থ্ সঙ্ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সেই স্তম্ভগুলি দৃষ্টি করিয়া যান। কিন্তু উল্লিখিত গ্রীক্ গ্রন্থকার জোঅন্নস্ আরবসম্রাট্ অল্ মনসুরের একটি প্রধান অমাত্য ছিলেন, আর ন্যূনাধিক ৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিও ইসরিকস্ * নামক রুম্ † সম্রাটের স্থির-প্রতিজ্ঞ প্রতিপক্ষ বলিয়া বিখ্যাত হন। সুতরাং ফাহিয়নের ন্যূনাধিক ৩০০ তিন শত বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়। ললিতবিস্তর নামক যে সংস্কৃত গ্রন্থে বুদ্ধদেবের উল্লিখিত চরিত-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাতো জোঅন্নসের গ্রন্থ অপেক্ষায় বিস্তর প্রাচীন। অতএব তিনিই যে ভারতবর্ষীয় বুদ্ধ-চরিত্রের অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়া উক্ত উপাখ্যান রচনা করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীমান্, ম, মুলর্ বিবেচনা করেন, ললিতবিস্তর হইতেও উহার অনেক স্থল রচিত হওয়া সম্ভব। বুদ্ধ ও জোসফট্ যে প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রীক্ ও সংস্কৃত উভয় গ্রন্থে তাহাকে কতকগুলি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সেই বিশেষণ গুলির সাতিশয় সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মস্ সৌদি সেবিয়ন্ ধর্ম্ম ‡ প্রবর্ত্তকের নাম যূদস্ফ্ এবং কিতাব্ ফিহ্রিস্ত্

---

* তিনি আসিয়ার অন্তর্গত তুর্কী রাজ্যের মধ্যে টরস্ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ইসরিয়া দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। এই নিমিত্ত তাঁহার উপাধি ইসরিকস্ হয়। ইসরিয়াটি সেই দেশের প্রাচীন নাম। উহা সিলিশিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল।

† কনস্টেণ্টিনোপল্ (Constantinople) ইহার বর্ত্তমান নাম স্তম্বোল্। ইহা রোমক রাজ্যের পূর্ব্ব ভাগের রাজধানী ছিল। পূর্ব্বে নবরোম বলিয়াও উল্লিখিত হইত।

‡ কেল্ডিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ-প্রচলিত চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র এই সমস্ত জ্যোতিষ্কের উপাসনা। পশ্চাৎ মিশর্ ও গ্রীসেও এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়;—The faith of the world, Vol II. 1881, Sabians.

নামক আরবীয় গ্রন্থের রচয়িতা বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের নাম যূঅসফ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রিনো নামক সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ দুইটি নাম পার্সী বুদ্‌সৎফ্ অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসত্ত্ব শব্দেরই অপভ্রংশ *। শাক্য-মুনি ললিতবিস্তরের মধ্যে বারম্বার বোধিসত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীমান্ ম, মূলর্ রিনোর এই কথায় অনুমোদন করিয়াছেন এবং শ্রীমান্ বেবের্ বিবেচনা করেন, ঐ ফরাসী পণ্ডিতের এই সুকৌশল-সম্পন্ন অভিপ্রায়ই উপস্থিত বিষয় অর্থাৎ জোসফট্ ও বুদ্ধ দেবের অভেদ- প্রতিপাদনের মূল সূত্র। †

রোমেন্ কেথলিক্ সম্প্রদায়ীরা ঐ জোসফট্‌কে অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় বুদ্ধ দেবকে আপনাদের একটি সেণ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়া লন। তাঁহাদের প্রাচ্য সম্প্র-দায়ে ২৬এ আগষ্ট ও পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ে ২৭এ নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু-দিন বলিয়া পালিত হইয়া থাকে। তাঁহার এই উপাখ্যান এক সময়ে ইয়ুরোপ, আসিয়া এবং আফ্‌রিকারও মধ্যে মহাসমাদর সহকারে পরিগৃহীত হয়। ইহা আরবী, আর্ম্মানী হিব্রু, ইথিয়োপিক্, লাটিন্, ফরাসী, ইটালীয়, জর্মেন্, ইংরেজী, স্পেনিশ পোলিশ্ ও আইস্‌লণ্ডিক্ ভাষায় এবং ফিলিপাইন্ নামক দ্বীপ সমূহের প্রাচীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। অতএব অবনিমণ্ডলে বুদ্ধের মহিমা যেমন ব্যক্ত ভাবে, সেইরূপ অব্যক্ত ভাবেও পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত দেবতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস, শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে অশেষ প্রকার যোনি-ভ্রমণ, ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গ-নরকের সত্তা-স্বীকার ও পাপ-পুণ্যের পরিমাণানুসারে তাহাতে অধিবাস করিয়া সুখ দুঃখ-ভোগ, বুদ্ধ-বিশে-ষের কাশ্যপ, শ্বেতকেতু প্রভৃতি বেদোক্ত সংজ্ঞাধারণ ইত্যাদি বৌদ্ধ-মত ও বৌদ্ধ-কথা সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই ধর্ম্মটি হিন্দু-সমাজ হইতে বিনিঃসৃত হই-য়াছে বলিয়া স্বতই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। কপিল ও বুদ্ধ উভয়েই নাস্তিকতাবাদী। বৌদ্ধ ও সাঙ্খ্য উভয় মতেই, সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। সেই দুঃখ হইতে জীবের পরিত্রাণ-সাধন চেষ্টা ঐ উভয় মত-প্রবর্ত্তনেরই মূল সূত্র। এই দুইটি বিষয়ে উভয় মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিয়া, অনেকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাঙ্খ্য-মত হইতে উৎপন্ন বিবেচনা

* Memoire Sur I' Inde, par Reinaud p. 91.

† Weber's History of Indian Literature. p. 307.

করেন। বুদ্ধের জন্ম-স্থানের নাম কপিলবস্তু। বুদ্ধের মাতার নাম মায়া। * এ দুইটিও সাঙ্খ্য-মতের পরিচায়ক। একটি সাঙ্খ্য-গুরুর নাম পঞ্চশিখ; বৌদ্ধ-গ্রন্থে তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। বৌদ্ধদের এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, বুদ্ধ পূর্ব্ব জন্মে কপিল ছিলেন। শাক্য-বংশীয় নৃপতিরা আপনাদের নগর-নির্ম্মাণের স্থান নিরূপণ করিতে গিয়া কপিল ঋষির কুটীর দর্শন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। করিলে পর, তিনি তাঁহাদিগকে একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেই স্থানে নগর নির্ম্মিত হইলে, কপিলের নামানুসারে তাহার নাম কপিলবস্তু হইল †। এই উপাখ্যানে সাঙ্খ্য-মত-প্রবর্ত্তকের সহিত বৌদ্ধ-মত-প্রবর্ত্তকের বিশেষ রূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হইতেছে। সে যাহা হউক, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকে এক স্থানে অবস্থিত হইলে, এক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা অন্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ইহার কিছু কিছু উদাহরণ প্রসঙ্গাধীন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ‡। এদেশে সে বিষয়ের প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। হিন্দুরা যে মোসল্মান্ পীরের নিকট মানসিক করে এবং শীর্নি ও উপহার প্রদান করিয়া থাকে ইহা কাহারও অবিদিত নাই। মোসলমানেরাও সেইরূপ সভয় চিত্তে হিন্দুদের শীতলাদি দেবতার পূজা দিয়া থাকে ¶। পূর্ব্ব কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ-

---

* মায়া ও প্রকৃতি এক পর্য্যায়ের শব্দ, কিন্তু মায়াটি বৈদান্তিকদিগের মধ্যেই অধিক প্রচলিত।

† Buddhaghosha's Parables translated by Captain T. Rogers, 1870 p. 176 and Chips from a German Workshop by Max Muller, vol, I., p. 227

‡ উপক্রমণিকা। ২১১ ও ২২১ পৃষ্ঠা।

¶ পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে মোসল্মানের মহরমের সময়ে হিন্দুরা পূর্ব্ব-কৃত মানসিক অনুসারে ফকির হয়, ভিস্তি হয় ও মোসল্মান-ধর্ম্মোচিত অন্য অন্য প্রকার অনুষ্ঠান করে এ কথা পূর্ব্বে এক বার উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের কোন কোন স্থানে এক এক জাগ্রৎ পীরের আস্তানা আছে; হিন্দুরা তথায় আপনাদের ধর্ম্মক্ষেত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত বেরাইচ্ নগরে সৈদ্ সেলার্ নামে একটি পীরের স্থান আছে; তথায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম-কালে বহু দিন ব্যাপিয়া একটি মেলা হয়। হিন্দু মোসলমান্ উভয় জাতীয় লোকে সুদীর্ঘ রঞ্জিত ধ্বজা লইয়া সৈদ্ সেলারের সমাধিক্ষেত্রে আগমন করে। দূর দূরান্তর হইতে লোক-সমাগম দ্বারা ঐ সময়ে তথায় লোকারণ্য হয় এবং ঐ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই প্রদত্ত বাতাসা, কদ্‌মা, রেউড়ি, মিছরির বাতাসা প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও আতর, গোলাব, বস্ত্র প্রভৃতি সুপ্রচুর মানসিক সামগ্রীতে সেই পীর সাহেবের বহুবিস্তৃত আস্তানা-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। বাঙ্গালা, দেশেও এবিষয়ের দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। মুরশিদাবাদ অঞ্চলের কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র সকল প্রকার জাতীয় হিন্দুদের মধ্যেই এইরূপ একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কাহার পুত্র বা পুত্র সম প্রিয় পাত্র পীড়িত হইলে, মহরমের

সম্প্রদায়েরও পরস্পর এইরূপ অনুকরণ ও উপদেশ গ্রহণ সংঘটিত হয়। হিন্দুদিগের যে ধর্ম্ম-প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক, নেপালীয় বৌদ্ধেরা সেই তান্ত্রিক-পদ্ধতিকে নিজ ধর্ম্মমধ্যে পরিগৃহীত করিয়াছেন। ইঁহারা শিব, শক্তি, গণেশ, কুমার, ভৈরব, হনুমান্, রুদ্র, মহারুদ্র, মহাকাল, মহাকালী, অজিতা, অপরাজিতা

সময়ে "বধি"* ধারণ করাইবার মানসিক করে এবং সেই সময়ে তাহার গলদেশে যথানিয়মে "বধি" পরাইয়া দেয়। আরোগ্য লাভ হইলে পর, তদর্থ পূজা দেয় এবং পূজা দিবার সময়ে অনেকে মানসিক-করা কুক্কুটেরও মূল্য দিয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের কাশীমবাজার প্রভৃতির ভূস্বামীরা নিজে স্থান দিয়া পীরের আস্তানা প্রস্তুত করিয়া দেন এবং মহরমের সময়ে যথোচিত আনুকূল্যও করিয়া আইসেন। কেবল আনুকূল্য নয়; পুরুষানুক্রমে ঐ সময়ে গলদেশে "বধি" ধারণ পূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে মৎস্য-ভোজন ও গাত্রে তৈল-মর্দ্দন পরিবর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। মেদিনীপুর অঞ্চলের হিন্দু ভূস্বামীরাও যত্নপূর্ব্বক গোঁয়ারার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ঐ জেলার অন্তর্গত মৈনান গ্রামে একটি পীরের আস্তানা আছে; হিন্দু মোসল্‌মান্ উভয় জাতীয় বিস্তর লোক আরোগ্য-কামনায় তথায় উপস্থিত হয়। হইলে ঐ পীরের ফকির পীড়িত ব্যক্তির অঙ্গ-বিশেষ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দাগ দেয়, পশ্চাৎ তাহার হস্তে পীরের প্রসাদী কিঞ্চিৎ গুড় অর্পণ করে এবং অবশেষে "তুমি আরোগী হইলে" এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক গৃহমার্জ্জনী দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া বিদায় করে। ঐ জেলার গোপালপুর গ্রামে হাউড়া পীর নামে আর একটি পীরের স্থান আছে; হিন্দুরা আপনাদিগের প্রতিপর্ব্বাহে নানাপ্রকার উপকরণ-দ্রব্য সম্বলিত আতপ তণ্ডুল দিয়া তাহার পূজা দিয়া থাকে।

হিন্দু সমাজে প্রচলিত সত্যনারায়ণের শীর্নি এবিষয়ের একটি প্রধান উদাহরণ-স্থল। ইহাকে সত্যপীরের শীর্নিও বলে। সত্যটি সংস্কৃত এবং পীর ও শীর্নি পার্সী-শব্দ। ঐ ক্রিয়াতে তরবার ব্যবহার এবং শীর্নি, পীর, মোকাম প্রভৃতি পার্সী-শব্দ-প্রয়োগে উহা পার্সী ও উর্দ্দূভাষী মোসল্‌মান্-দের ধর্ম্ম-মূলক বলিয়া পরিচয় দিতেছে। বস্তুতঃ হিন্দুদের এই ধর্ম্ম কর্ম্মটি ভারতবর্ষীয় মোসল্‌মান্-রাজত্ব ও মোসল্‌মান্-ধর্ম্ম-প্রতাপের অনপনেয় পরিচায়ক চিহ্ন বই আর কিছুই নয়

এই অঞ্চলে হিন্দু সমাজে শাফরিদের মালার যেরূপ মহিমা তাহা প্রসিদ্ধই আছে। অনেক-হিন্দুতে রোগ-নিবারণ উদ্দেশে বেলুড় ও সুখচরের শাফরিদের মালা-ধারণ ও কুক্কুট পর্য্যন্ত মানসিক করিয়া থাকে। আমার পরিচিত একটি হিন্দু গৃহস্থের কন্যা শিরোদেশে কুক্কুট বহন পূর্ব্বক ঐ পীরের নিকট দিয়া আসিয়াছে। খোদার নূর্ ও পীরের নূর্ ও সেইরূপ †। একটি শিশুর শিরো-দেশে ঐরূপ কেশ-গুচ্ছ দেখিয়া, কোন পরিহাস-প্রিয় সুবক্তা পুরুষ তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, উটি কি? তদীয় পিতা বলেন, উটি পীরের নূর্। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই ভদ্র লোকটি বলিলেন তেত্রিশ কোটিতেও ‡ তোমার তৃপ্তি-লাভ হইল না? তাহার উপর আবার পীরের নূর্? বাঙ্গালা দেশের মধ্যে হুগলির সৈদচাঁদ, কলিকাতার শা জুর্দ্দ, ত্রিবেণীর দফ্‌রা গাজি হাবড়া জেলার অন্তঃপাতী কত্তে আলি গ্রামের কত্তে আলি, বারাশত জেলার অন্তর্গত বালেণ্ডা গ্রামের গোরাচাঁদ

---

* বধি একপ্রকার সূত্র; মহরমের সময় মোসল্‌মানেরা ধারণ করে।

† রোগ-শান্তির উদ্দেশে কোন পীরের নিকট মানসিক করিয়া মস্তকে যে কেশ-গুচ্ছ রাখা হয়, তাহাকেই নূর্ বলে।

‡ অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবতাতে।

উমা, জয়া, চণ্ডী, খড়্গহস্তা, ত্রিদশেশ্বরী, কপালিনী, ইন্দ্রী, কাম্বোজিনী, ঘোরী, ঘোররূপা, মহারূপা, কপালমালা, মালিনী, খট্টাঙ্গা, পরশুহস্তা, বজ্রহস্তা, যোগিনী, মাতৃকা, পঞ্চডাকিনী, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, গ্রহদেবতা, ভূত, পিশাচ, দৈত্য প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত দেবদেবীকে স্বসম্প্রদায়ে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তন্ত্রোক্ত দেবাদি গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তান্ত্রিক মতানুরূপ মন্ত্র সমুদায়ও রচনা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে

ইত্যাদি অনেক স্থানে অনেক জাগ্রৎ পীরের আস্তানা আছে; হিন্দু-মণ্ডলীর প্রদত্ত উপহারে তাহাদের (অর্থাৎ তদীয় ফকিরদের) দেহ-পুষ্টি হইয়া থাকে। উল্লিখিত ফতে আলি গ্রামে পৌষ মাসের সংক্রান্তির সময় বর্ষে বর্ষে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঐ পীরের একটি মেলা হয়। ফতেআলির নিকটে একটি বড় পুষ্করিণী আছে। হিন্দু ও মোসলমান উভয় জাতীয় স্ত্রীলোকই পুত্র-কামনায় ঐ মেলার সময়ে ও অন্য অন্য সময়েও বৃক্ষ-পত্রে শীনি-দ্রব্য বাঁধিয়া ঐ পুষ্করিণীতে ভাসাইয়া দেয়। পেঁড়ো ও গয়েশ-পুরের * পীর-পুষ্করিণীতেও ঐরূপ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত স্থানে শীনি দ্রব্য জলের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। উল্লিখিত গোরাচাঁদের মেলার মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১২ইও ১৩ই ফাল্গুনে ঐ মেলা হয়। তাহাতে হিন্দু ও মোসলমান-প্রদত্ত বাতাসা, পাটালি, সন্দেশ, কদ্‌মা প্রভৃতি বর্ষণ হইতে থাকে। হিন্দুদের মানসিক-করা কুক্কুট-ব্যঞ্জনও তথায় উপস্থিত করা হয়। তাহারা তাহা মোসলমানের দ্বারা রন্ধন ও ভক্তিভাবে পরমপূজ্য গোরাচাঁদের আস্তানায় নিবেদন করাইয়া দেয়। শেষ দিবসে সেই অঞ্চলের হিন্দু গোপদিগের প্রদত্ত দুগ্ধরাশিতে ঐ পীরের আস্তানা প্লাবিত হইয়া যায়।

আমি এখন যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, তথায় এ বিষয়ের বিশেষরূপ অনুষ্ঠান অহরহই দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। বালিগ্রামে দেওয়ান্ গাজি নামে একটি পীরের আস্তানা আছে; মোসলমান্ অপেক্ষা হিন্দুদের দানাদির দ্বারাই তাঁহার অর্থাৎ তদীয় সেবাতের অধিকতর আনুকূল্য হয়। হিন্দু ভুস্বামীর বাজারে দেওয়ান্ গাজির ফকির চিরদিন তোলা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ বাজারের স্বত্বাধিকারী ভুস্বামীর পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু দেওয়ান গাজির তোলার পরিবর্ত্তন হয় না। সমগ্র বৈশাখ মাস ব্যাপিয়া এই গ্রামে একটি উৎসব হয়। বালি ও তদীয় পার্শ্ববর্ত্তী অন্য অন্য গ্রাম-নিবাসী শত সহস্র স্ত্রীলোকে ঐ মাসে প্রতিদিন প্রাতে গঙ্গাজল-পরিপূর্ণ পাত্র লইয়া ও তন্মধ্যে অনেকে দক্ষিণ হস্তে ঘটি ও বাম কক্ষে পিত্তল-কলস গ্রহণ ও কেহবা মৃৎকলসের উপর তদীয় শিরোভূষণ স্বরূপ পিত্তল-ঘটি সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্ম-সাধন ও পুণ্য-সঞ্চয় উদ্দেশে কল্যাণেশ্বর মহাদেবকে জলদান করিতে আইসে। কিন্তু উক্ত প্রতাপান্বিত পীরকে সেই জলের কিয়দংশ অর্পণ না করিলে, সে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় না। তাহারা মহাদেবকে কিয়ৎপরিমাণে জল প্রদান করিয়া অবশিষ্ট জল পীরের নিমিত্ত রাখিয়া দেয়। দেওয়ান্ গাজির চত্বরের উপর তাহা সেচন ও সেলামের উপর সেলাম্ বা গললগ্নীকৃতবস্ত্রে ললাট-দেশে কর-স্পর্শ করিয়া, অথবা অবনত মস্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া, ভক্তি-শ্রদ্ধা সম্বলিত প্রণিপাত সহকারে পয়সা কড়ি অর্পণ পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করে। অন্য লোক দূরে থাকুক ঐ শিবের গাজনের সন্ন্যাসীরাও সেই উৎসবের সময়ে ঐ আস্তানার সম্মুখে দণ্ডায়মান ও উভয় জাতীয় দেবতার প্রতি ভক্তি-মদে মত্ত হইয়া, উৎকট ঢক্কা-রব সহ-

* হাবড়া জেলার অন্তর্গত বলুটির নিকটে গয়েশপুর। তথায় গয়েশ নামে এক পীরের আস্তানা আছে।

ওঁ, অঁ, হ্রিং, হুঁ, ফট্, স্বাহা প্রভৃতি তান্ত্রিক পদ ও তান্ত্রিক বীজ সন্নিবেশিত করিয়া লইয়াছেন। ক্রিয়াস্থলে তন্ত্রোক্ত যন্ত্রমণ্ডলও অঙ্কিত করিবার বিধান করিয়া লইয়াছেন। হিন্দুক্রিয়াতে হিন্দু-দেবতারই মণ্ডল করা হয়। বৌদ্ধ-ক্রিয়াতে বুদ্ধ-

---

কারে, চীৎকার পূর্ব্বক খর্ব্ব বা লম্বিত কেশ সম্বলিত মস্তক দোলায়মান ও ঘূর্ণায়মান করিতে ত্রুটি করে না। এ স্থানের রামনবমীর উৎসব একটি লোক-প্রসিদ্ধ বিষয়। ঐ দিবসে হিন্দু-মণ্ডলী কর্তৃক পর-ধর্ম্ম-যাজন বিষয়ক একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। সে দিবস তাহাদের কর্তৃক দেওয়ান্ গাজির সম্ভবাতীত আনুকূল্য হইয়া থাকে। ঐ দিন পীর সাহেবের সমধিক শোভা ও অঙ্গরাগ সম্পন্ন হয়। আস্তানা পরিমার্জ্জিত, বস্ত্রাবরণে আবৃত, তাহাতে বিস্তৃত আসন প্রসারিত এবং সম্মুখে চন্দ্রাতপ লম্বিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত হিন্দু-পর্ব্বাহে ঐ আস্তানার যেরূপ অঙ্গরাগ হয়, কি ইদ্, কি মহরম্ কোন মোসল্মান্-পর্ব্বাহে সেরূপ হয় না। মলগর্ভ ফকির জি ধৌত-বস্ত্র-পরিবৃত হইয়া গম্ভীর ভাবে উপবেশন করেন। সুপ্রচুর পয়সা কড়ি তণ্ডুলাদি হিন্দু-মণ্ডলীর ভক্তি-নীরে অভিষিক্ত হইয়া উপর্য্যুপরি বর্ষণ হইতে থাকে। হিন্দু-দেবতাগণ মর্ত্ত্যলোকে পূজা-গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিবার সময়ে* দেওয়ান গাজির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্মান করিয়া যান। বালিগ্রামের যে অংশে এই পীরের আস্তানা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা নানা মতের পরিচায়ক একটি চিহ্নিত স্থান হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে কল্যাণেশ্বর, অপর দিকে দেওয়ান্ গাজি এবং আমিও তাহার সম্মুখ ভাগে কৌতুকদর্শী স্বরূপে অবস্থিতি পূর্ব্বক হিন্দু ধর্ম্মের জীর্ণ-নিকেতনে মোসল্মান্-ধর্ম্মের পাণিগ্রহণ ব্যাপার দর্শন করিয়া কখন কৌতুকাবিষ্ট মনে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে থাকি ও কখন হা বুদ্ধি! তুমি কোথায় গেলে বলিয়া অশ্রু-সম্বরণে অসমর্থ হইয়া পড়ি।

বাউল, নেড়া ও দরবেশ্ নামক বৈষ্ণবেরা মোসল্মান্ ফকিরদের দৃষ্টে তস্বি-মালা-ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের এরূপ বচনই আছে যে,

"কেয়া হিন্দু কেয়া মুসল্মান্।
মিল্ জুল্ কে কর সাঁইজীকা কাম॥"

অনেক মোসল্মানে হিন্দু-দেবতার নামাদি-বিশিষ্ট মন্ত্রের শক্তি স্বীকার করে এবং নিজে তাহা শিক্ষা করিয়া প্রয়োজন-বিশেষে প্রয়োগ করিয়া থাকে। কোন কোন মোসলমানের নিকট নিম্ন-লিখিত মন্ত্র কয়েকটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার মন্ত্র-বিশেষে হিন্দু ও মোসলমান উভয় দেবতারই নাম ও অনুগ্রহ-প্রার্থনার কথা সন্নিবিষ্ট আছে।

চোর-বন্ধনের মন্ত্র।

১। মুরগির ডিম কটাসের ডিম, কাজির হাঁড়িয়ে জিওলের ডিম। দাঁড়িয়ে কোই গ্রাম রাখি, বোসে কোই বাড়ি রাখি, শুয়ে কোই ঘর রাখি, কালিকে লাগিল বজ্রের তাল্লা। কার আজ্ঞা মা কালীর আজ্ঞা শীঘ্র লাগগে।

---

* বিসর্জ্জন অর্থাৎ প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিবসে।

মণ্ডলও অঙ্কিত হইয়া থাকে। নেপালীয় বৌদ্ধেরা শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে অষ্টমী ব্রত নামে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে প্রথমে বুদ্ধ,

---

স্বপ্ন-ভঙ্গের মন্ত্র বা আত্ম-রক্ষার মন্ত্র।

২। কোথা গো মা কালি! ওমা চণ্ডি! বালগত রাখ মোরে। আঁচল দিয়া ছাপাইয়া যদি না রাখ মোরে, আল্লা মহম্মদের দিব্বি লাগে গো তোমারে।

ভূত-ছাড়াবার মন্ত্র।

৩। ওরেরে খবিশ! তোরে ডাকে ব্রহ্ম-দূত।
ও তোর মাতারি, তুই উহারি পুত॥
কুপি তোরে গিলাইব হারামের হাড়।
ফংমা বিবির আজ্ঞা ছাড়, ছাড়, ছাড়॥

পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবে, সিন্ধু প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশীয় খোজারা হিন্দু মোসলমান উভয় ধর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলে।

রোগ ও বিপদ-ভয়ে সকল সম্প্রদায়কেই অপরাপর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার পরাক্রম স্বীকার করিয়া তদীয় পদে অবনত হইতে হয়। হিন্দুরা যে অবিচলিত ভক্তি-ভাবে মোসল্মান্-দিগের প্রতিষ্ঠিত ওলাবিবির পূজা দেয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। মোসল্মানেরাও সেই রূপ হিন্দুদিগের শীতলা, মনসা এবং তারকেশ্বরকেও ব্যক্ত বা গুপ্ত ভাবে পূজা দিয়া থাকে। হুগলি-জেলার অন্তর্গত মহানাদ-গ্রামে ঘটেশ্বর নামে একটি শিবের মন্দির আছে; তাহারা রোগ-নিবারণাদি উদ্দেশে মানসিক করিয়া তদীয় পূজারী দ্বারা তাঁহার পূজা দেয়। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তালাও গ্রামে তালাওবাসিনী নামে এক শীতলা-মূর্ত্তি আছে। হিন্দুদিগের ন্যায় মোসল্মানেরাও আপৎকালে ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাহার সুস্পষ্ট পূজা দিতে ত্রুটি করে না। ছাপরা অঞ্চলের মোসল্মানেরা বিশেষতঃ তদীয় স্ত্রীলোকেরা, ছটুবরত্ * নামক সূর্য্যব্রত পালন করে। দরাফ খাঁর বিরচিত গঙ্গাস্তব এ বিষয়ের একটি প্রধান স্তোত্র বলিয়া পরিগণিত আছে। তাহাতে শেখ সাদির প্রণীত একটি ভক্তিভাব-পরিপূর্ণ বচনের সুসদৃশ অভিপ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তম্
স তরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

ঐহিক স্বার্থের এমনই প্রভাব যে, স্বধর্ম্ম-পক্ষপাতী আরঙ্গ্জেব প্রভৃতি যে হিন্দু ধর্ম্মের

* সৌর সম্প্রদায়-বিবরণের শেষ পৃষ্ঠায় হিন্দুদের এই ব্রতের বিষয় দেখ।

বোধিসত্ব, দিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা করিয়া পরে উল্লিখিত দেব দেবীর আহ্বান ও অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। *

বৌদ্ধ-সমাজে নরেন্দ্র নামক দুইটি ভূপতির উপাখ্যান প্রচলিত আছে। একটি খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে ও দ্বিতীয়টি উহার দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। হ, হ, উইল্‌সন্ তাঁহাদের সংক্রান্ত উপাখ্যান-বিশেষ অবলম্বন করিয়া অনুমান করেন, প্রথম নরেন্দ্রের সময়ে পাশুপত মত ও দ্বিতীয় নরেন্দ্রের সময়ে তান্ত্রিক-ধর্ম্ম-প্রণালী নেপালস্থ বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয় †। বুদ্ধগয়ায় তারা দেবীর মন্দির নামে একটি মন্দির আছে। তারাটি তন্ত্রোক্ত দেবতা-বিশেষ; পরে বৌদ্ধ-দেবতাগণের মধ্যে পরিগৃহীত হন। ঐ দেবালয়ে একটি পুরুষ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে ন্যূনাধিক সহস্র খৃষ্টাব্দে প্রচলিত অক্ষর-বিশেষে বিরচিত শ্রীবুদ্ধ দাসস্য এই কয়েকটি পদ খোদিত রহিয়াছে ‡।

উপর নৃশংস ভাবে অত্যাচার করিয়া যান, স্থল-বিশেষে ও বিষয়-বিশেষে তাঁহাদের স্ব-সম্প্রদায়ী লোকে তাহার শরণাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারিল না। কেবল হিন্দুধর্ম্মের জীর্ণ নিকেতনে মোসল্‌মান ধর্ম্ম-পুরুষের পাণিগ্রহণ ব্যাপার দর্শন করিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইতেছি এমন নয়। শ্রীরামপুর-সন্নিহিত গ্রাম-বিশেষ-বাসী একটি খৃষ্টানের গৃহিণী আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে মনসা-পূজা করিয়া দিবার নিমিত্ত বিস্তর জিদ্ করিয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের শালগ্রাম-পূজা ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ বিষয়ক প্রবাদও একটি মন্দ কথা নয় (১)। বাঙ্গালা দেশীয় কোন কোন দুঃখী খৃষ্টান্ ব্রাহ্মণদিগকে করপুটে প্রণিপাত করে দেখা গিয়াছে। হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর-সন্নিহিত জান্ নগর নিবাসী রামধন নামে একটি খৃষ্টান্ রক্ষাকালীর পূজায় যত্ন শ্রদ্ধা ও উৎসাহ পূর্ব্বক আনুকূল্য করিয়া আমোদ প্রমোদ করিত এবং হিন্দু-দেবতার নাম বিশিষ্ট ভূত প্রেত ও ডাইনের মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আণ্টনি নামে একটি ফিরিঙ্গীর কবির দল ছিল। তাহার কৃত সঙ্গীত-বিশেষে সমধিক দুর্গা-ভক্তি প্রকাশ রহিয়াছে।

"কৃপা করি তারো মাগো ও শিবে মাতঙ্গী॥
ভজন সাধন জানিনে মা জাতিতে ফিরিঙ্গী॥"

আণ্টনি।

* Asiatic Researches, Vol, XVI., pp. 450—478.
† Asiatic Researches, Vol, XVI., pp. 470—472.
‡ Archœological Survey of India, Vol. I., p. 11.

(১) শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু বাবু প্রণীত "সেকাল আর একাল"। ৪ পৃষ্ঠা।

ভোট-দেশীয় বৌদ্ধেরাও নিজ ধর্ম্মের * সহিত হিন্দু-ধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি, তাঁহারা ইন্দ্র, যম, যমান্তক অর্থাৎ শিব, বৈশ্রবণ অর্থাৎ কুবের প্রভৃতি হিন্দু-দেবগণকে আপনাদের দেব-মণ্ডলী মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মন্ত্র-পাঠ ও স্তব-পাঠ দ্বারা প্রতিদিন তিনবার তাঁহাদের অর্চ্চনা হয়। সে সময়ে ঢোল, ঢাক, শিঙ্গা, তুরীয় প্রভৃতি বাদ্যবাদন হয় এবং বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে আটা, দুগ্ধ, চা, নবনীত প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা সমধিক আড়ম্বর সহকারে পূজা হইয়া থাকে।

বৌদ্ধেরা এইরূপ মিশ্রিত ও অবিমিশ্রিত ধর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহুকাল ভারতবর্ষ ভোগ করিয়া যান। তাঁহারা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত এখানে বিদ্যমান ছিলেন ও কোন্ সময়েই বা এখান হইতে অন্তর্হিত হন, এ দেশীয় লোকের মধ্যে অনেকেরই সে বিষয়ে কৌতূহল হইতে পারে। খৃ, পূ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যমুনি এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন এবং খৃ. পূ, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে মগধ-রাজ্যাধিপতি অশোক রাজা ইহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করেন ইহা পূর্ব্বে সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। রাজগৃহ-নিবাসী শাণকবাস বা শাঙ্গনবাসু অথবা শাণবাসিক নামে একটি উৎসাহী বৌদ্ধ গ্রীক্ সম্রাট্ এলেগজেণ্ডরের দিগ্বিজয়ের ৮০ আশী বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃ. পূ, পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্দাহার প্রদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এইরূপ লিখিত আছে †। কনিষ্ক নামে সুবিখ্যাত শক সম্রাট্ খৃ,পূ, প্রথম শতাব্দীতে আফ্গানিস্থান, পঞ্জাব, রাজপুতানা, এবং গঙ্গা ও যমুনা নদীর তীর-স্থিত কতকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়া একটি বহু-বিস্তৃত রাজ্যপদ সংস্থাপন করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তরোত্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া যান। এলেগ্জেণ্ড্রিয়া নগর নিবাসী ক্লেমেন্স্ নামক গ্রীক্ পণ্ডিত ন্যূনাধিক দুই শত খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (অর্থাৎ বৌদ্ধ উদাসীন) উভয়েরই কিছু কিছু প্রসঙ্গ করিয়া যান। তিনি শ্রমণ ও শ্রমণার উল্লেখ করিয়া কহেন, ইহারা একরূপ পিরামিডের উপাসনা করে

---

* ভোট-দেশীয় ভাষায় দীক্ষা-গুরুদের নাম লামা। তদনুসারে ভোট ও মোঙ্গোল দেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মকে লামা-ধর্ম্ম বলে

† Chinese Buddhism, by Revd, Joseph Edkins, noticed in the Indian Antiquary, 1880, page 315.

ও তাহার মধ্যে দেবতা-বিশেষের অস্থি প্রোথিত আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই পিরামিড্ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্তূপ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। পর্ফিরি নামে অন্য একটি গ্রীক্ পণ্ডিত ন্যূনাধিক তিন শত খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি লিখেন, ব্রাহ্মণেরা একটি জাতি-বিশেষ এবং শ্রমণেরা একত্র বিমিশ্রিত নানা জাতীয় লোক। শ্রমণেরা মস্তক মুণ্ডন এবং বহির্বসনের অভ্যন্তরে একরূপ আল্খেল্লা ব্যবহার করে; গৃহ-সম্পত্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া নগরের বহির্ভাগে একত্র অবস্থিতি করে; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রালাপ করিয়া কালক্ষেপ করে এবং নিত্য নিত্য রাজসন্নিধানে তণ্ডুল-দান প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই শ্রমণ যে, বৌদ্ধ পরিব্রাজক * অর্থাৎ ভিক্ষু ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে †। যে শকাব্দের এখন ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে, শালিবাহন তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। শ্রীমান্ জ, এড্কিন্স কতক গুলি প্রধান প্রধান বৌদ্ধ-গুরুর মৃত্যু-কালাদি নিরূপণ করিয়া স্বপ্রণীত চীন দেশীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে ‡ তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্ঘয়েত বাগয়শাত খৃ, পূ, প্রথম শতাব্দীতে, কুমারদ ২৩ খৃষ্টাব্দে, ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ড-জাত জয়ত ৭৪ খৃষ্টাব্দে, বসুভণ্ড ১৭৫ খৃষ্টাব্দে, ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ খণ্ডে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকারী মনুর বা মনোরত খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে, পদ্মরত্ন ২০৯ খৃষ্টাব্দে, ভারতবর্ষের মধ্যখণ্ড-নিবাসী সিংহল-পুত্র খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে, নাশশত নামে কান্দাহার-নিবাসী একটি ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও মধ্য ভাগে ভ্রমণ পূর্ব্বক ৩২৮ খৃষ্টাব্দে, দক্ষিণাপথ-নিবাসী পুণ্যমিত্র নামে একটি ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ৩৮৮ খৃষ্টাব্দে এবং ভারতবর্ষের মধ্যখণ্ড-নিবাসী প্রজ্ঞাতর চিতারোহণ দ্বারা ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। বোধিধর্ম্ম ৫২৬ খৃষ্টাব্দে চীন দেশ গমনোদ্দেশে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যান।

* ভিক্ষু ও শ্রমণেরই অন্য একটি নাম পরিব্রাজক। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বয়স ও গুণানুসারে অন্যান্য উপাধিও প্রচলিত হয়। প্রবীণদিগের একটি উপাধি স্থবির। শ্রদ্ধাভাজন ও গুণবান্ ব্যক্তি বিশেষের উপাধি অর্হন্ত। বেদের ব্রাহ্মণভাগে ও কল্পসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু সমাজেও এই শেষোক্ত দুইটি উপাধি প্রচলিত ছিল।

† Wheeler's History of India, Vol, III, p. 240.

‡ Chinese Buddhism, Ch. V., pp. 60—86.

ফলতঃ যত দিন চীনদেশীয় তীর্থযাত্রীরা বিশেষতঃ ফাহিয়ন্ ও হিউএন্থ্সঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন না করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের তত দিনের সবিশেষ বৃত্তান্ত কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফাহিয়ন্ ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তীর্থ-ভ্রমণাদি করেন এবং হিউএন্থ্সঙ্গ ৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিবরণ করিয়া যান। তাঁহারা উভয়েই গান্ধার, উদ্যান বা উজ্জান, তক্ষশিলা ১, মথুরা, কান্যকুব্জ, শ্রাবস্তি ২, কপিলবস্তু ৩, বৈশালী ৪, মগধ, পাটলিপুত্র, নালন্দ ৫, রাজগৃহ ৬, গয়া, বারাণসী, কৌশাম্বি ৭, তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক, কোশল ৮, সাঙ্কাশ্য ৯, গৃধ্রকূট ১০, প্রভৃতি বিবিধ স্থান-স্থিত বিহার ও বিহার-বাসী শত শত ও কুত্রাপি সহস্র সহস্র ভিক্ষু দর্শন করেন। ফাহিয়ন বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুকে অর্ণবযান আরোহণ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হিউএন্থ্সঙ্গ তদতিরিক্ত প্রয়াগ, সার্নাথ্ ১১, চম্পা ১২, উৎকল, কোঙ্গোধ ১৩, কলিঙ্গ, অন্ধ্র ১৪, মহান্ধ্র ১৫, বরোচ, বল্লভি, মালব অর্থাৎ

সিন্ধু নদের পূর্ব্ব তিন দিনের পথ।

অযোধ্যার প্রায় ২৫ পঁচিশ ক্রোশ উত্তরে রাপ্তি নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত।

অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত। রাপ্তি নদীর কোহান নামক উপনদীর নিকটস্থ।

পাটনার প্রায় ৯ নয় ক্রোশ উত্তরে।

রাজগৃহের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে বরগাওঁ নামক গ্রামে ইহার ভগ্নাবশেষ আছে।

মগধের প্রাচীন রাজধানী। ইহার আধুনিক নাম রাজগির্

প্রয়াগের প্রায় ১৫ পোনর ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

অযোধ্যা প্রদেশ; সরযূ নদীর উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী। হিউএন্থ্সঙ্গ বাঙ্গালা উৎকল ও কলিঙ্গ ভ্রমণ করিয়া কোশল প্রবেশ করেন। সে কোশল দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভ অর্থাৎ বেরার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।—Cunningham's Ancient Geography of India p. 520.

৯। পিলোষণ ও কান্যকুব্জের অন্তর্ব্বর্ত্তী। গঙ্গা যমুনার অন্তর্ব্বর্ত্তী দোয়াবের মধ্যে কালী নদীর পশ্চিম পার্শ্বে পিলোষণ প্রদেশ। কালী নদী গঙ্গার একটি উপনদী।

১০। রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটি বিখ্যাত পর্ব্বত। ইহার ইদানীন্তন নাম শৈলগিরি।

১১। কাশীর সমীপস্থ।

১২। ভাগলপুর প্রদেশের প্রাচীন নাম। উহার রাজধানীর নামও চম্পা। তাহা ভাগলপুরের প্রায় ১১ এগার ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল।

১৩। হিউএন্থ্সঙ্গ উৎকলের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত চরিত্রপুর অর্থাৎ পুরী হইয়া কোঙ্গোধ কলিঙ্গাদি গমন করেন।

১৪। ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত তেলিঙ্গন্।

১৫। হিউএন্থ্সঙ্গ অন্ধ্র হইতে মহান্ধ্র হইয়া চোল রাজ্যে গমন করেন।

মালোয়া, উজ্জয়িনী, চোলিয় ৮, দ্রাবিড়, কাঞ্চীপুর, কোঙ্কন৯, মলয়, গুর্জ্জর অর্থাৎ গুজরাট্, অটলি ও কচ, বিচবপুর ১০, মূলতান, জঝোতি ১১, রামগ্রাম ১২, মতি-পুর, স্থানেশ্বর ১৩, অহিচ্ছত্র ১৪, ব্রহ্মপুর ১৫ প্রভৃতি বিবিধ স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রায় সমগ্র ভারত-ভূমিতেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত দেখেন। কিন্তু ফাহিয়নের সময় অপেক্ষা তাঁহার সময়ে ঐ ধর্ম্মের কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল দেখা যাইতেছে। ফাহিয়ন্ যে সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধদেবালয়ের কার্য্য সুন্দররূপ প্রচলিত দেখেন, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ তাহার মধ্যে অনেকানেক স্থান ও তদতিরিক্ত অন্য অন্য বহুতর বৌদ্ধ-ক্ষেত্র ভগ্ন, ভগ্নপ্রায় বা একেবারে শূন্য দেখিতে পান এবং কোন কোন স্থান ক্রমশঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্ধন হইতে নির্মুক্ত হইয়া প্রবলতর হিন্দু ধর্ম্মের অধীন হইতেছে দৃষ্টি করিয়া যান; যেমন গান্ধার, উদ্যান বা উজ্জান*, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তি, কপিলবস্তু, পাটলিপুত্র, চোল, মলয়, উজ্জয়িনী, মুল্তান, বরণ, রামগ্রাম, অটলি, কচ ও জঝোতি। তাদৃশ সময়ে যে এই ধর্ম্ম খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়, তাহার অন্য অন্য প্রমাণও অবিলম্বে প্রদর্শিত হইবে। উল্লিখিত দুই সুবিখ্যাত বৌদ্ধ যাত্রীর পরেও, চীন-দেশীয় অন্যান্য অনেক তীর্থযাত্রী তীর্থভ্রমণ-উদ্দেশে খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আগমন করেন। বুদ্ধগয়াতে তাঁহাদের খোদিতলিপিও বিদ্য-মান আছে এবং তাহার মধ্যে অনেকের নামও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে †। ই-ৎসিঙ্গ্

৮। দ্রাবিড়ের উত্তর।

৯। দ্রাবিড়ের উত্তর মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ। ধনককটের অর্থাৎ মহান্ধ্রের পশ্চিম ও সমুদ্রের পূর্ব্ব কোঙ্কন দেশ।

১০। সিন্ধুরাজ্যের রাজধানী।

১১। বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম জঝোতি। উহা উজ্জয়িনীর প্রায় ৭৪ চুয়াত্তর ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর অংশে অবস্থিত।

১২। কপিলবস্তু ও কুশি নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কুশি নগর গোরক্ষপুরের প্রায় ১৬ ষোল ক্রোশ পূর্ব্বে।

১৩। শতদ্রু ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। হিউএন্থ্সঙ্গের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে উহা এতই বিস্তৃত ছিল।

১৪। রোহিলখণ্ডের রাজধানী।

১৫। রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত মড়াবর্ নগরের প্রায় ২২ বাইশ ক্রোশ উত্তর।

* উদ্যান কাশ্মীরের সমীপস্থ সুবস্তু নদীর তীরস্থিত। ঐ নদীর বর্ত্তমান নাম শুয়াৎ।

† The Indian Antiquary, 1881, pp. 193 and 339.

নামে একটি চীন দেশীয় গ্রন্থকার একখানি চীন গ্রন্থে ৫৬ ছাপ্পান্নজন বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রীর বিবরণ লিখিয়া রাখেন। তাঁহারা খৃষ্টাব্দের ৬১৮ হইতে ৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধতীর্থ-দর্শন-উদ্দেশে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহাদের সময়ে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম একরূপ প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বিহার-বিশেষে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া যান। হুইলুন নামে একটি চীন ভিক্ষু অমরাবৎ (অমরাবাদ) দেশের একটি বিহারে দশ বৎসর কাল অধিবাস করেন *। খ্রী,পূ, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দের দশম ও একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা সময়ে ভারতবর্ষীয় ভাষায় ও ভারতবর্ষীয় অক্ষরে বিরচিত বহু-সংখ্যক খোদিত-লিপিতে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধেরা ঐ সমস্ত সময়ে ভারত ভূমিতে বিদ্যমান ছিলেন †। বিশেষতঃ হামিরপুরের প্রায় চব্বিশ ক্রোশ দক্ষিণে মহোব ‡ নগরের একখানি খোদিতলিপিতে একটি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্ত্র অঙ্কিত আছে; তাহা খৃষ্টাব্দের একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ভারতবর্ষীয় অক্ষর বিশেষে লিখিত হয়। ইহাতে নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাদৃশ সময়েও ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল¶। এইমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রীরা খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ ক্ষেত্র ভগ্নপ্রায় দেখিয়া যান। অতএব সে সময়ে ঐ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া আসিতেছিল বলিতে হয়। ঐ শতাব্দীতে হিন্দুরা বৌদ্ধদিগকে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিয়া দূরীকৃত করিবার চেষ্টা পান ইহাও একবার প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ শতাব্দীতে বিদ্যমান কান্যকুব্জা-

* The Indian Antiquary, 1881, pp. 109 and 110.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III., pp. 482, 488; 498 and 499; Vol. IV., pp. 125 and 135; Vol. V.,p, 348; Vol, VI., pp. 218, 454, 459, 566—609. 790—797, 1038, 1072 and 1085; Vol. VII.. pp. 219—262, 339, 442 and 565 Vol. IX., p. 617. A. Cunningham's Archæological Survey of India, Vol. I., pp. I, 6, 7, 11, 25, 37, 39, 45, 46, 47, 48, 298 and 238; Vol, II., p. 67; Vol. V., pp. 54, 57 58, and 177; Vol. VI., pp. 98, and 99; Vol. X., pp. 38. 56 and 82.

‡ যমুনা ও বেতোয়া নদীর সঙ্গম-স্থলে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নিকট মহোব নগর।

¶ Cunningham's Archæological Survey of India Vol. II., p., 445.

ধিপতি শ্রীহর্ষ পূর্ব্বাবলম্বিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ের পর যে, জৈনসম্প্রদায়ের প্রাচুর্ভাব হয়, মাইসোর, বিজয়নগর, আবু প্রভৃতি অনেক স্থানের খোদিতলিপিতে তাহা সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিয়া দিয়াছে*। তাহাদের যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সেইরূপ অবনতি হইয়া আসিল। দক্ষিণাপথের প্রচলিত অনেক কথাতেই ইহার নিদর্শন রহিয়াছে। খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে অকলঙ্ক নামে একটি জৈন যতি হেমশীতল নামক বৌদ্ধ রাজার সমক্ষে কাঞ্চী প্রদেশস্থ বৌদ্ধগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া দেন। ঐ রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধেরা তথা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া যায়†। মদুরাধিপতি বরপাণ্ড্য জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বৌদ্ধদিগকে যার পর নাই নিগ্রহ করিয়া দেশত্যাগ করাইয়া দেন‡। পাণ্ড্য রাজ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পতন হইয়া জৈন সম্প্রদায়ের প্রাচুর্ভাব হয় এবং ঐ রাজ্যের রাজা কুন পাণ্ড্যের সময়ে জৈনেরা অবসন্ন হইয়া যায়। এই ঘটনা খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে বা তাহার কিছু অগ্র-পশ্চাৎ সংঘটিত হয়। অতএব তাহারও পূর্ব্বে তথায় বৌদ্ধদের অবনতি হইয়াছিল বলিতে হইবে। দেবগোন্দ এবং বেল্লপলম্ এই দুই স্থানে পূর্ব্বে বৌদ্ধদেবালয় বিদ্যমান ছিল; খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে জৈন রাজারা তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে¶। পূর্ব্বে গুজরাটে বৌদ্ধ রাজাদের অধিকার ছিল; খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে তথায় জৈন-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এদ্রিসি নামক মোসলমান্ ভূগোল-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, গুজরাটের রাজা বুদ্ধের উপাসনা করিতেন; হেমচন্দ্র জৈন-ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ রাজ্যের রাজা কুমার পালকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই ঘটনাটি ন্যূনাধিক ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। তদবধি গুজরাট, মলয়বর ও দক্ষিণাপথের পশ্চিমভাগের অন্যান্য স্থানে

* Asiatic Researches, Vol. XVII, pp. 280—286,

† তুবতুরের সমীপস্থ পোনতগ নগরে তাহাদের বিদ্যালয় ও দেবালয়াদি ছিল; তথা হইতে তাহারা-নির্ব্বাসিত হইয়া কাণ্ডি অঞ্চলে গমন করে।—H. H. Wilson's Mackenzie Collection, Vol. I., p. LXV.

‡ Asiatic Researches. Vol. XVII.. p. 285.

¶ Mackenzie Collection, vol, I., p. LXVII.

§ Asiatic Researches, Vol. XVII., pp. 282 and 283.

জৈন ধর্ম্ম সমধিক প্রবল হইতে থাকে§। ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডেও তাদৃশ সময়ে ঐরূপ ধর্ম্মপরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছিল। কাশীর রাজারা খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিলেন। চন্দ্র কবির গ্রন্থে ও অনেকানেক খোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সময়ে দিল্লি ও কান্যকুব্জের নৃপতিরা হিন্দু-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন *। খৃষ্টাব্দের পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীতে যে মথুরায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল ছিল †, খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে মামুদ শা তাহা আক্রমণ করিতে গিয়া তথায় হিন্দু-ধর্ম্মের অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব দেখিতে পান। তিনি গজ্‌নির শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়া পাঠান, এই নগরীতে প্রস্তরাদি-নির্ম্মিত সহস্র অট্টালিকা ও অগণনীয় দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় ব্যতিরেকে ইহা প্রস্তুত হয় নাই এবং দুই শত বৎসর ব্যাপিয়া নির্ম্মাণ না করিলে, এরূপ একটি নগর নির্ম্মিত হইতে পারে না ‡। তিনি অন্য অন্য স্থানেও হিন্দু-ধর্ম্মই প্রচলিত ও হিন্দু-দেবালয়ই বিদ্যমান দেখেন। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, বৌদ্ধেরা খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ও তাহার পরেও কিছু দিন যদিও ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যান, তাহার সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে একেবারেই অন্তর্হিত বোধ হয়।

ভিন্ন ভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ীরা পরস্পর প্রতিবেশী হইলে, পরস্পর পরস্পরের অবলম্বিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অনুকরণ করে এবং তদনুসারে নেপালী বৌদ্ধেরা নিজ ধর্ম্মের সহিত হিন্দুদের তান্ত্রিক প্রণালী মিশ্রিত করিয়া লয়, একথা কিছু পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। হিন্দুরাও বৌদ্ধদের নিকট নানা বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক অধিকতর ঋণে ঋণী রহিয়াছেন। বৌদ্ধেরাই প্রথমে মায়াবাদ প্রচার করেন, বৌদ্ধেরাই নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রবর্ত্তিত করেন এবং বৌদ্ধেরাই ভারতভূমিতে অহিংসা ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া দেন। হিন্দুদিগের অশ্বত্থ বৃক্ষের পুণ্যত্ব-স্বীকারও বৌদ্ধ মতের অনুকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ¶। হিন্দুরা তাঁহাদের নিকট

* Asiatic Researches p. 282.

† The Pilgrimage of Fa Hian, Calcutta, pp. 99 and 102.

‡ Briggs's Ferishta, Vol. I., p. 58.

¶ R. L. Mittra's Antiquities of Orissa, Vol. II., p 107, and Buddha Gaya, p. 18.

ঐ সমস্ত বিষয় ঋণ-গ্রহণ করিয়া চিরদিনের মত ঋণ-বদ্ধ রহিয়াছেন। কেবল এইরূপ ধর্ম্ম-ঋণ গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হন নাই; তাঁহাদের প্রধান দেবতাটিকেও অর্থাৎ ঐ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শাক্য সিংহকেও আপনাদের দেব-মণ্ডলী মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া লইয়াছেন। হিন্দুরা কত কত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধ-ক্ষেত্র আপনাদের তীর্থ ও ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের যাত্রা মহোৎসবাদিরও অনুকরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

হিন্দুরা দেখিলেন, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, বুদ্ধের অসাধারণ প্রভাব আর অস্বীকার ও অপহ্নব করিতে পারা যায় না। এদিকে, স্থানে স্থানে শত শত ও সহস্র সহস্র স্বসম্প্রদায়ী লোকে, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঐ অভ্যুদয়বান্ অভিনব ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতে লাগিল ইহাও আর সহ্য হয় না। তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে, এক দিকে বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে যৎ-পরোনাস্তি নিগ্রহ করেন, অপর দিকে লোকদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ প্রচার করিয়া দেন যে, ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া অসুরগণকে বিমুগ্ধ ও বিপথগামী করিবার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন* ।

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নামাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

ভাগবত। ১। ৩। ২৫॥

পরে কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে অসুরদিগকে মোহনার্থ বিষ্ণু গয়া প্রদেশে অঞ্জন-পুত্র বুদ্ধরূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন।

এই নিমিত্তই, বুদ্ধ বেদাদি হিন্দু-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হইয়াও বিষ্ণ্বতারের মধ্যে পরিগণিত হন। ইদানী যাঁহারা মোসল্মান পীরকে

* বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই উপাখ্যান সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণের ১৭ অধ্যায়, কাশীখণ্ডের ৫৮ অধ্যায়, লিঙ্গপুরাণের ৭০ অধ্যায় এবং ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে বিষ্ণুর বুদ্ধরূপ-গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রসঙ্গ আছে।

নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাঁহারা বুদ্ধকে বিষ্ণ্বতার বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন ইহাতে অসম্ভাবনা কি?

দক্ষিণাপথস্থ বিথলভক্ত-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্ম মিশ্রিত তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদের বেদ ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাও নাই এবং বর্ণ-বিচারেও আস্থা নাই। এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ২৪৩—২৪৬ পৃষ্ঠায় ইহাদের কিছু কিছু বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবে। উত্তর কালে মোসলমানেরা যেমন অনেকানেক হিন্দু-দেবালয় অধিকার করিয়া নিজ দেবালয়ে পরিণত করে, সেইরূপ, পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি-সময়ে হিন্দুরা কোন কোন বৌদ্ধ-স্থানাদি অধিকার পূর্ব্বক আপনাদের দেবস্থান করিয়া লয় এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধদিগের কত কত ধর্ম্ম-ক্রিয়া ও আচার ব্যবহারেরও অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বুদ্ধগয়ার একটি দেবালয়ে একখানি গোলাকৃতি প্রস্তরে দুইটি পদ-চিহ্ন আছে। ঐ দেবালয়ের নাম বুদ্ধ-পদ। কনিংহেম্ দেখিয়াছেন, অমর দেবের খোদিতলিপিতে উহা বিষ্ণু-পদ বলিয়া লিখিত হয়। অতএব তিনি অনুমান করেন, প্রথমে উহা বুদ্ধ-পদ ছিল, পরে হিন্দুরা তাহা বিষ্ণু-পদ বলিয়া প্রচার করে*। গয়াও পূর্ব্বে বৌদ্ধ ক্ষেত্র ছিল; পরে একটি প্রধান হিন্দুতীর্থ হইয়া উঠিয়াছে†। এমন কি, তথাকার কত কত হিন্দু-দেবালয়ে বুদ্ধদেবের খোদিত-লিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। গয়ামাহাত্ম্যে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, তীর্থ-যাত্রীরা বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধগয়া গমন পূর্ব্বক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বোধি বৃক্ষকে ‡ প্রণাম করিবেন।

ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধিতরুং নমেত্।

জগন্নাথের ব্যাপারটিও বৌদ্ধধর্ম্ম-মূলক বা বৌদ্ধধর্ম্ম-মিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়-মান হয়। জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটি জনশ্রুতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।

---

* Cunningham's Archæological Survey of india Reports Vol. I I. pp. 9-10.

† পশ্চাৎ একটি টিপ্পনী করিয়া এবিষয়ের সমুচিত যুক্তি সমূহের বিবরণ করিবার অভিলাষ রহিল।

‡ বুদ্ধ যে অশ্বত্থ-মূলে উপবিষ্ট হইয়া সাধনা করেন, তাহার নাম বোধি বৃক্ষ। তিনি তথায়, "সম্যক্ সম্বোধি" অর্থাৎ সম্পূর্ণ বোধ প্রাপ্ত হন এই নিমিত্ত তাহার নাম বোধি।

চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী ফাহিয়ন্ ভারতবর্ষে বৌদ্ধতীর্থ-পর্য্যটনার্থ যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান্ নগরে একটি বৌদ্ধ-মহোৎসব সন্দর্শন করেন। তাহাতে জগন্নাথের রথযাত্রার ন্যায় অবিকল এক রথে তিনটি প্রতি-মূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া আইসেন। মধ্যস্থলে বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল*। খোটানের উৎসব যে সময়ে ও যত দিন ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইত, জগন্নাথের রথযাত্রাও প্রায় সেই সময়ে ও তত দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মেজর্ জেনেরেল্ কনিংহেম্ বিবেচনা করেন, ঐ তিনটি মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তির অনুকরণ বই আর কিছুই নয়। সেই তিনটি মূর্ত্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ†। বৌদ্ধেরা সচরাচর ঐ ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। তিনি জগন্নাথের সুভদ্রা ‡। শ্রীক্ষেত্রে বর্ণ-বিচার-পরিত্যাগ-প্রথা ¶ এবং জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণু-পঞ্জরের অবস্থিতি-প্রবাদ, এদুটি বিষয় হিন্দুধর্ম্মের অনুগত নয়; প্রত্যুত নিতান্ত বিরুদ্ধ। কিন্তু এই উভয়েই সাক্ষাৎ বৌদ্ধ মত বলিলে বলা যায়। দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাব-তার স্থলে জগন্নাথের প্রতিরূপ চিত্রিত হয়। কাশী এবং মথুরার পঞ্জিকাতেও বুদ্ধাবতার-স্থলে জগন্নাথের রূপ আলেখিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত পর্য্যালো-চনা করিতে করিতে, জগন্নাথের ব্যাপারটি বৌদ্ধ ধর্ম্মমূলক বলিয়া স্বতই বিশ্বাস হইয়া উঠে। জগন্নাথ-ক্ষেত্রটি পূর্ব্বে একটি বৌদ্ধ-ক্ষেত্রই ছিল এই অনুমানটি জগন্নাথ-বিগ্রহ-স্থিত উল্লিখিত বিষ্ণুপঞ্জর § বিষয়ক প্রবাদে একরূপ সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। যে সময়ে বৌদ্ধেরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে জগ-ন্নাথের মন্দির প্রস্তুত হয় ইহা পূর্ব্বে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে ‖। এই ঘটনা-

* Pilgrimage of Fa Hian, 1848, p 18,

† ২৭৮ পৃষ্ঠা।

‡ Cuningham's Ancient Geography of India 1871. pp. 510 and 511.

¶ বৈষ্ণবাদি কোন কোন প্রকার ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ীরা যে স্বসম্প্রদায় মধ্যে বর্ণাভি-মান পরিত্যাগ করিয়া চলেন, বৌদ্ধদিগের ব্যবহারই তাহার প্রথম আদর্শ।

§ ২৮৬-২৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।

‖ ২০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

টিতেও উল্লিখিত অনুমানের সুন্দররূপ পোষকতা করিতেছে। চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্‌থসঙ্গ্‌ উৎকলের পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র-তটে (অর্থাৎ উড়িষ্যার যে অংশে পুরী সেই অংশে) চরিত্রপুর নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। ঐ চরিত্রপুরই এক্ষণকার পুরী বোধ হয়। উহার নিকটে পাঁচটি অত্যুন্নত স্তূপ ছিল। শ্রীমান্‌ এ, কনিংহেম্‌ অনুমান করেন, তাহারই একটি অধুনাতন জগন্নাথের মন্দির *। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধাদির অস্থি কেশাদি সমাহিত থাকে†। এইনিমিত্তই, জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণু-পঞ্জরের অবস্থিতি বিষয়ক উল্লিখিত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে।

এবার এই পর্য্যন্ত। আর চলিয়া উঠিতেছে না। এখন হিন্দু নামে বিখ্যাত ও তদ্ভিন্ন দূর-দূরান্তর-বাসী ম্লেচ্ছ ‡ বলিয়া পরিগণিত বিভিন্ন জাতীয় লোকের যে অপরিজ্ঞেয়কল্প আর্য্য-বংশীয় আদিম পুরুষেরা পরস্পর একত্র সংসৃষ্ট থাকিয়া, দ্যৌ, বরুণ, উষা প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তু ও কাল-বিভাগ-বিশেষকে সচেতন দেবতা জ্ঞান পূর্ব্বক, তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন § ; যাঁহারা ¶ পূর্ব্ব নিবাস পরিত্যাগ ও ভারতবর্ষ প্রবেশ পূর্ব্বক অত্রত্য জল, বায়ু, সূর্য্য, নক্ষত্র-পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলাদির অসামান্য প্রভাব-শালিত্ব ও ঝঞ্ঝাবাত, শিলাবৃষ্টি, বজ্রধ্বনি, পর্ব্বতাকার সমুদ্র-তরঙ্গ, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্ন ইত্যাদি অত্যুৎকট নৈসর্গিক ব্যাপার সমুদায়-দর্শনে ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত হইয়া ঐ সমস্ত প্রভাবশালী অচেতন প্রাকৃতিক পদার্থকে সচেতন জ্ঞান করিয়া তাঁহাদেরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং তদীয় স্বরূপে স্বকীয় অর্থাৎ মানব-জাতীয় শারীরিক ও মানসিক গুণ আরোপণ করিয়া তাঁহাদিগকেই আপনাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ও দণ্ড পুরস্কারের বিধান-কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন; যাঁহারা ‖ পূর্ব্বকালীন আর্য্য-বংশীয় ভারত-

* Cunningham's Ancient Geography of India, p. 510.

† ২৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ গ্রীক্‌, ইটালীয়, পারসীক প্রভৃতি।

§ প্রথম ভাগের ৭৫ ও ৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

¶ সুপ্রাচীন বেদমন্ত্র-রচয়িতা ঋষিগণ।

‖ ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্র-রচয়িতারা।

বর্ষীয়দিগকে জটিল কর্ম্ম * জালে জড়িত ও দুশ্ছেদ্য কুসংস্কারপাশে বদ্ধ করিয়া তদীয় জ্ঞান-পদবীতে দুর্লঙ্ঘ্য কণ্টকাবলি রোপণ পূর্ব্বক উত্তরকালীন পণ্ডিত-গণের † তিরস্কার-ভাজন এবং বিশেষতঃ গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধাদি প্রচলিত করিয়া স্ব সম্প্রদায়ীদিগকে চার্ব্বাকগণের বিষাক্ত বাণ ও কঠিন কষাঘাত সহ্য করিবার ভার অর্পণ করিয়া যান ‡; যাঁহারা § সমাজ-বিরুদ্ধ নাস্তিকতাদি ¶ প্রবর্ত্তন বা প্রচার করিয়াও সেই সমাজের পূজাস্পদ ও শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন, ঈশ্বরের অধীনত্ব অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়াও কুহকময় বেদনিচয়ের চরণ-পাদুকার দাসানু-দাস বলিয়া আপনাদের পরিচয় দান করিয়াছেন এবং মানব-কুলের চিরাকা-ঙ্ক্ষিত অথচ মানব-বুদ্ধির নিতান্ত অগম্য বিষয়ের ‖ তত্ত্বানুসন্ধান অর্থাৎ সুখ-স্বর্গের প্রকৃত পথ অন্বেষণ করিতে গিয়া নানাপ্রকার কুটিল ও জটিল মার্গ অব-লম্বন পূর্ব্বক আপনাদের কল্পনা-শক্তি প্রসারণ করিয়া স্বভাব-লব্ধ বুদ্ধি-প্রভাবকে অনেকাংশে স্বপ্ন-কল্পিত বা মরীচিকা-দৃষ্ট পদার্থ-গ্রহণ-চেষ্টার ন্যায় বিফল করিয়া গিয়াছেন ও বিচার-বলে পরস্পর পরস্পরের মত অনেকাংশে অসিদ্ধ বা মিথ্যাভূত করিয়া তুলিয়াছেন; যাঁহারা * * অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক সদসৎ ও বাস্তবাবাস্তব অশেষবিধ উপাখ্যান সঙ্কলন এবং কাব্য, ইতিহাস ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র একত্র সম্মিলন করিয়া বহুবিধ বিজাতীয় বিষয়ের এক একটি সুচারু সুবৃহৎ বাক্য-স্তূপ প্রস্তুত করিয়া যান; যে সমস্ত কপট ব্যাস † † পুরাতন পুরাণ শব্দ অবলম্বন দ্বারা নূতন বিষয় কল্পনা বা পুরাতন বিষয়ের নূতন বেশ-বিন্যাস পূর্ব্বক উল্লিখিত কবিগণের ন্যায় একটি অবেদ-পরিচিত লোক-রঞ্জন ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রচা-রণ-উদ্দেশে পূর্ব্বপুরুষদের পূজিত প্রাচীন দেবগণকে তদীয় উচ্চ পদ হইতে

---

* যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

† উপনিষৎ-প্রণেতা পণ্ডিতগণের।

‡ ৫৩ ও ৫৪ পৃষ্ঠা দেখ।

§ সাংখ্য মীমাংসাদি কতকগুলি দর্শন-প্রবর্ত্তক।

¶ ১, ২১, ২৫, ২৬, ৪১ ও ৫৩ পৃষ্ঠা।

‖ ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞান ও জীবের মুক্তি-সাধন প্রভৃতি।

* * রামায়ণ ও মহাভারত-কর্ত্তারা।

† † প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণরচয়িতারা।

অবনত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আপনাদের অভিমত অভিনব দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করেন ও যাঁহাদের সম্প্রদায়-ভুক্ত শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা * ব্যাসাসনে উপবেশন ও বাক্‌পটুতা, স্বর-মাধুর্য্য ও সঙ্গীত-গুণ-প্রভাবে শ্রোতৃগণের অন্তঃকরণ হরণ করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রণয়াস্পদ এবং কেহ কথনও বা ব্যবহারদোষে অতিমাত্র অশ্রদ্ধারও আস্পদ হইয়া থাকেন ; যে সমস্ত চির-দূষিত অপবিত্র আমোদ-ব্যাপার জন-সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইয়া আসিয়াছে. যাঁহারা † ধর্ম্মচ্ছলে সেই সমস্ত অধর্ম্মময় আমোদ-তরঙ্গে শরীর ও মন সুখে সন্তরিত বা একেবারে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন ও বিশেষতঃ এদেশে বিলাতীয় পান-দোষ প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে, যাঁহারা বাঙ্গালা কবিগণের উপমা-সামগ্রী ফল্গু নদীর মত অন্তঃসলিল সুরাসরিৎ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন ; যে সমস্ত লোক-পূজ্য ভূদেব শিক্ষাগুরু ‡ বিচারস্থলে শিষ্টাচার-লঙ্ঘন বিষয়ে অশিক্ষিত দুর্নীত সম্প্রদায়কে পরাভব করেন, এমন কি, শিথিল বা স্খলিত-কচ্ছ হইয়া নিতম্ব-দেশ পরিঘর্ষণ বা কথন কথন হঠাৎ উল্লম্ফন, কটু কাটব্য উচ্চারণ ও হট্ট-কোলাহল অতিক্রম পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া মহাব্যাপকতা সহকারে মল্লযুদ্ধের ভাব প্রদর্শন করিতে থাকেন, ¶ সেই সমুদায়েরই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও মত-প্রণালী

* বাঙ্গালা-দেশীয় কথকেরা।

† কুলাচার-পরায়ণ শাক্তাদি-সম্প্রদায়ীরা।

‡ বাঙ্গালা-দেশীয় স্মৃতি-ন্যায়শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ।

¶ যাঁহারা বিচার-স্থলে এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে আস্ফালন ও সদর্প বাক্য বিস্তার করেন, তাঁহাদের উপাধি কি জান?—দাপাৎ। উটি কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সিংহের নাদ ও ব্যাঘ্রের গর্জ্জন বুঝি তত ভয়ানক নয়। এদেশে অধ্যাপকের দাপাতি ও ওস্তাদি কবিদলের গলাবাজি অতি প্রশংসনীয়। একবার একটি বড় কৌতুককর কথা শুনিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি বিচার-স্থলে আপনার উত্তরীয় বস্ত্রে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বা বন্ধন করিয়া লইয়া যান। উক্তরূপ আস্ফালন সহকারে অনেক কটু কাটব্য-প্রয়োগের পর বিচার করিতে করিতে সেই দুর্ব্বামুষ্টি হস্তে করিয়া প্রতিপক্ষকে বলিতে লাগিলেন, 'খা, খা, তুই গোরু, খা এই ঘাস খা, এই ঘাস খা।' যাহা হউক পূর্ব্বকালে দাপাতের ছাত্র না হয় দাপাৎই হইত ; কিন্তু এখন যে কত শত ইংরেজের শিষ্য আকালি হইতেছে ইহার উপায় কি ?

এবং তৎকর্ত্তৃক রচিত, সঙ্কলিত বা অবলম্বিত শাস্ত্রের সংক্ষেপে কিছু বি প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। উপক্রমণিকাংশের আরও কিছু অবশিষ্ট রহিল সম্প্রদায় বিবরণের মধ্যে প্রসিদ্ধ পঞ্চোপাসকের বৃত্তান্ত একরূপ লিখি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, নানকপন্থী, শিবনারায়ণী, জৈন প্রভৃতি যে সমস্ত উপাস সম্প্রদায় ঐ পঞ্চোপাসকের মধ্যে পরিগণিত নয়, সেই সমুদায়ের বিব এবং যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই তাহারও প্রসঙ্গ অবশিষ্ট রহিল। যদি কখন এই উপাসক-সম্প্রদায়ের তৃতী ভাগ প্রকাশিত হয়, তাহাতে সেই সমুদায়ের কিছু কিছু ইতিবৃত্ত বিনিবেশি হইবে। এখন শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এটি একটি দুরাশামাত্র কিন্তু আশা জগতের জীবন। আশা ইহলোক ও আকাশ-পথ অতিক্রম করিয় উড্ডীয়মান হয়।

শরীরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এত দূর চলিল তাহা কি বলিব না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থ-শ্রবণ কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নই। ইহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্রেই মানসিক ক হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় এভাগের কি রচনা, কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্কন যে কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটি বারও নেত্রপাত করিতে পারি নাই *। অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ় ভাব-সম্বলিত চিন্তা-প্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য-ক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া, অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তা-স্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদায় এবং যাহা কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপি-বদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ মস্তক মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে

* যখন কোন সময়ে একবার দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই, তখন তন্নিবন্ধন দোষোৎপত্তি না হইবে কেন? স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কন-দোষ সংঘটিত হওয়াতে, আমাকে অতিমাত্র দুঃখিত হইতে হইতেছে। পাঠকগণ! আমার সাতিশয় শারীরিক দুরবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া সে বিষয়ে উপেক্ষা করেন এই প্রার্থনা।

তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে, যান-বাহন দ্বারা দূর-স্থিত বন্ধু-বিশেষের সমীপে গমন পূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার যত্ব গত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অপার্য্যমাণে কখন কখন এরূপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অর্দ্ধরাত্রেও নিদ্রা-কাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া কতবার কত বিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবনা থাকিত না। মনোমধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিন্তন ও আন্দোলনেও কষ্ট, নিজে দূরে থাকুক, অন্য দ্বারা তাহা লিপি-বদ্ধ করাইতেও কষ্ট, এবং যে পর্য্যন্ত লিপি-বদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা নিবারণ-উদ্দেশেই লিপি-বদ্ধ করাইতে হইয়াছে এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তকখানি একরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে।

কোন বিষয়ের প্রমাণ-প্রয়োগ-উদ্দেশে কোন গ্রন্থার্থ অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি যে সে দিনে ও যে সে সময়ে শুনিতে পারি? না সমুচিত মনঃসংযোগ করিতেই সমর্থ হই? শরীরের অবস্থানুসারে দিন-বিশেষে ও সময়-বিশেষে ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে হইয়াছে। এই রূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পংক্তি, কখন দুই চারি পংক্তি, কখন দুই চারিটি বা দুই একটি শব্দমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়। সেই সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া, উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সমুদয় বাক্য যে প্রথমে যথাস্থানে পর পর লিখিত হয়, পাঠক-গণ এরূপ মনে করিবেন না। কোন্ বাক্যটি কোন্ স্থানে বা কোন্ বাক্যের পর বিনিবেশিত হইবে, উক্ত রূপে লিপি-বদ্ধ করাইবার সময় তাহা কিছুই স্থির থাকে না। সে সমুদায় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনই বিভ্রাট!! পূর্ব্বোক্তরূপে, শরীরের অবস্থানুসারে দিন-বিশেষে ও সময় বিশেষে তদর্থ ঔষধ বিশেষ সেবন ও অন্য অন্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া বহু কষ্টে সেটি কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি। এইরূপ বহু-কষ্ট-সাধ্য সঙ্কল্পেও আবার কতবার কত প্রতিবন্ধকই ঘটিয়াছে। বলিব কি? যেরূপ বিপদের দিবসে বিপদ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়

মনে স্থান পায় না, সেইরূপ দিবসে অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে এই পুস্তকের উপক্রমণিকাংশের অন্তর্গত রামমোহন রায় সংক্রান্ত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি শ্রবণ করি * এবং সেইরূপ বিপদের সময়েই ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থাবিষয়ক সন্দর্ভের † পূর্ব্ব-লিখিত বাক্যগুলি যথাস্থানে একত্র বিন্যস্ত করিয়া দিই।

এ অবস্থায় গ্রন্থ-প্রণয়নের অভিলাষ করা অনুচিত ও অসঙ্গত কার্য্য। ওদিকে চির জীবন নিশ্চেষ্ট মনে কাল হরণ করাও অসহ্য। তাহা স্থির ভাবে মনে করাও দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া এই গ্রন্থপ্রকাশের অভিলাষ করি এবং পূর্ব্ব-লিখিত কিয়দংশ বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই। যে শুভকর বিষয়ে একবার কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি, পার্য্যমানে দূরে থাকুক, অপার্য্যমানেও তাহা পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব কষ্টের বিষয়। এই নিমিত্তই এরূপ করিয়া কার্য্যসাধন করিতে হইয়াছে। যখন গুরুতর কার্য্যে মনঃ সংযোগ করিবার পথ একবারেই রুদ্ধ হইল, মনোহর পূর্ব্ব-বাসনা সমুদয় স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপার হইয়া গেল, এবং অনেক বৎসর একাদিক্রমে নানাপ্রকার চেষ্টা পাইয়াও যখন রোগের শান্তি না হইল, তখন কেবল ঔষধ-সেবন ও পথ্য গ্রহণ দ্বারা রোগের সেবায় জীবনক্ষেপ করা অপেক্ষায় এরূপ কষ্ট স্বীকারও তৃপ্তির বিষয়। আমার পূর্ব্ব অধ্যবসায়-বৃত্তির নষ্টাবশেষ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা যদি এইরূপে কিছু কার্য্যকর হইয়া থাকে, তবে গুরুতর কল্যাণকর কার্য্য-সাধনের নিতান্ত অনুপযুক্ত এই বিষম শারীরিক দুরবস্থায় তাহাও আমাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

এই ভাগের অন্তর্গত শৈবাদি-সম্প্রদায়-বিবরণের বহুতর অংশ নূতন সংগৃহীত। ঐ সমুদায় সম্প্রদায়ের অনেকগুলির একরূপ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার পরে এত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে, এখানি একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করিলে অন্যায় বলা হয় না।

---

* ৩০—৪০ পৃষ্ঠা। † ১৩১—১৬৪ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালা দেশের অধিক লোকই শাক্ত। এখানে তন্ত্র শাস্ত্রেরও অপ্রতুল নাই। অতএব শাক্ত-ধর্ম্মের বিবরণ সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। শৈব-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত-সংগ্রহ-উদ্দেশে ন্যূনসংখ্যা ১৪০০ চৌদ্দশত শৈব উদাসীনের ব্যবহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বহু শতের সহিত ব্যাপক কাল একত্র সহবাস করিয়া তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত নানা বিষয়ের কথোপ-কথন করিয়াছি এবং সজ্জন সরল-স্বভাব উদাসীন পাইলে নিজ গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় মতামত শিক্ষা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন করিয়াছি। ঐ উদ্দেশে তাদৃশ সংখ্যক বৈষ্ণব উদাসীনেরও আচার ব্যবহার অবলোকন ও তাহাদের সহিত সংসর্গ ও সদালাপ করিতেও ক্রটি করি নাই। এইরূপে, এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিবরণের অতিরিক্ত যাহা কিছু অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত পরিশিষ্টাংশে বিনিবেশিত হইল। *

সন্ন্যাসী, সৎনামী, বীজমার্গী, পল্টূদাসী, আপাপন্থী প্রভৃতির গূঢ় মন্ত্র ও গুহ্য ব্যাপার যেরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কি বলিব? এরূপ কার্য্য সাধন করিতে হইলে, সকলকেই বিশেষ যত্ন, সমধিক পরিশ্রম ও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আমাকে তদতিরিক্ত এই জীবন্মৃত শরীরেরও স্বাস্থ্য-ক্ষয় স্বীকার করিয়া আত্ম-সন্নিধানে অপরাধী হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত অঙ্গীকার করিয়াও, যদি জনসমাজ-বিশেষের কোন অন্তর্ভূত মানসিক রোগের বিষয় কিছু নূতন জানিতে পারিয়া থাকি, তবে সেটি, আমার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় কি কতদূর হইল কি বলিব? আমার আর বলিবার কথা নাই। সকলই শোচনার বিষয়। অন্তঃকরণ বার্দ্ধক্য-দশায়ও নানাপ্রকার শুভকর বিষয়ে যৌবনোচিত প্রবল অনুরাগ-প্রভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, কিন্তু শরীর যৌবনাবধিই বার্দ্ধক্যকাল অপেক্ষা নিস্তেজ হইয়া চিরদিন মৃতকল্প হইয়া রহিল! আমার জরাজীর্ণ কম্পমান লেখনীকে নিজ হস্তে আর একটিবারও ধারণ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিলাম না! আমার একটি পরম বন্ধু একবার আক্ষেপ করিয়া বলেন, যাহার হস্ত পুস্তকালঙ্কারে অলঙ্কৃত না হইয়া এক দণ্ড কাল অতীত হইত না, এখন বৎসর বৎসর ও যুগ যুগান্তর তদ্ব্যতি-

* দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ সমস্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রেকে অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে! ষোড়শ বা সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে রীতিমত শিক্ষারম্ভ* করিয়া, পঁইত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই, দুর্জ্জয় রোগপ্রভাবে চির দিনের মত অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম। যে সময়ে মনোমত কার্য্য-সাধনের কেবল উদ্যোগ পাইতেছিলাম, সেই সময়ে চিরজীবনের মত গুরু লঘু সকল কর্ম্মেই অক্ষম হইলাম। তদবধি আমার বাসনারূপ বৃক্ষ-বাটিকায় আর না পুষ্প না ফল কিছুই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিল না; শাখা পল্লবাদি সমস্ত শুষ্ক হইয়া গেল। কোথায় বা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান-বিশেষের বিশেষরূপ অনুশীলন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান-চেষ্টা †, কোথায় বা ভূমণ্ডল অথবা তদীয় ভূরি ভাগ সন্দর্শন-বাসনায় এক এক বারে বহুবিধ বর্ব্বর-নিবাস, সুপ্রাচীন মানব-কীর্ত্তি এবং অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সামগ্রী ও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারাদি-বিশিষ্ট বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিভ্রমণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকৃতির যুগপৎ সমোন্নতি-সাধন-ব্রতে ব্রতী স্বদেশীয় সম্প্রদায়বিশেষ-প্রবর্ত্তনের অভিলাষ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন, ও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন ও স্বদেশ-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার হিতানুষ্ঠান-কামনা রহিল! সকলই বাষ্পীভূত হইয়া গেল! সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল! অঙ্কুরেই আঘাত ঘটিল! আমার হৃদয়স্থ পুষ্পোদ্যানটি একবারেই শুষ্ক হইয়া গেল!

জো সব্জ হু'এ উগ্‌তেহি পৈরোঁ কে তলে হম্।
হস্‌ গর্দিশ্ অফ্‌লাক্ সে ফুলে ন ফলে হম্॥

একটি তৃণাঙ্কুর উত্থিত হইতে হইতে পদতলে পতিত হইলে যেরূপ হয়, আমি সেইরূপ হইয়াছি। এই দুর্দ্দৈববশতঃ না পুষ্পোদয় না ফলোদয় কিছুই হইল না।

---

* সে সময়ে নিজ নিজ শ্রেণীর উচ্চস্থানে উপবেশন ও বৎসরান্তে পারিতোষিক লাভ মাত্র যে রীতির উদ্দেশ্য ছিল, সেই রীতির অনুযায়ী শিক্ষারম্ভ।

† ভূতত্ত্ব বা উদ্ভিদ্-বিদ্যা অবলম্বন করিবার অভিলাষ ছিল। তাহার সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম মাত্র। একবারেই অপরাপর সকল বাসনার সহিত সে বাসনাও নির্ম্মূল হইয়া গেল।

অরমান্ বহুত্ রহে্ থে হম্ দিল্ কে চমন্ মেঁ।
বৈঠে ন খুশী সে কভু সায়ে কে তলে হম্॥

আমার হৃদয় রূপ উদ্যানে অনেকরূপ সুখ-বাসনা ছিল। কিন্তু আমি কখনও মনের আহ্লাদে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করি নাই।

অফসোস্ কে হম্ দিল্ কা কঁবল্ খিল্নে ন পায়া।
কোয়ি দিনকো চলে জাতেহেঁ মাটীকে তলে হম্॥

আমার এই হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হইতে পাইল না এইটি আক্ষেপের বিষয়! আমি কিছু দিনের মধ্যে ধূলিসার হইতে চলিয়াছি।

অব্ পৈহ্‌লেহি আগাজ্ মে পামাল্ হুয়ে হম্।
ফরয়াদ করেঁ কিস্‌সেতি কিস্মত্‌কে জলে হম্॥

আমি প্রথমেই বিনষ্ট হইলাম। কাহার নিকট আবেদন করিব? ভাগ্য-দোষেই দগ্ধ হইতেছি।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত না হইতে হইতেই ইহার একটি হর্ষ-বিষাদের ব্যাপার উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। ১৮০০ আঠারশ শকে ব্রাহ্মেরা রামমোহন রায়ের স্মরণ-উদ্দেশে একটি সভা করিবার বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া দেন। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তকের মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে, তাঁহার সংক্রান্ত কয়েক পৃষ্ঠা, লিখিত ও মুদ্রিত হয়। তাহাতে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন সহকারে তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-উদ্দেশে তদীয় প্রতিমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ও সবিশেষ জীবনবৃত্তান্ত-রচনার্থ অনুরোধ করা হয় *। মুদ্রিত হইবার সময়ে, আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল ও গিরিশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়েরা তাহা পাঠ করেন। † করিবার সময়ে তাঁহাদের অন্তঃকরণ

* ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠা।

† গিরিশ বাবু এই পুস্তকের প্রুফ-শোধনের সময় তাহা দৃষ্টি করেন। রামমোহন রায়ের প্রতি কৈলাস বাবুর সাতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে জানিয়া, আমি তাঁহাকে সেই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে দিই।

এরূপ আর্দ্র হয় যে, তাঁহারা অশ্রুজল সম্বরণ করিতে সমর্থ হন নাই। উক্ত সময়ে এই প্রবন্ধটি সর্ব্ব সাধারণের গোচর হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা ঐ শকের ১৬ই পৌষের সোমপ্রকাশে তাহা প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন। সেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল; পাঠ করিয়া জন-সমাজে তাঁহার গুণ-গ্রাম ও পুণ্য-কীর্ত্তির বিষয় সাতিশয় ঔৎসুক্য সহকারে আন্দোলিত হইতে লাগিল, উল্লিখিত বিষয়ে সমধিক উৎসাহ-বৃদ্ধি ও উক্ত সভায় অসাধারণ লোক-সমাগম হইল, রামমোহন রায়ের গুণ-কীর্ত্তন-উপলক্ষে ঐ প্রব-ন্ধটি অতিশয় আগ্রহ ও যথোচিত অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক পঠিত হইল, শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃগণের ভক্তি শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত ও অশ্রুজল অনিবার্য্য হইয়া পড়িল * এবং উক্ত প্রবন্ধে লিখিত অভিপ্রায়ানুসারে সভাস্থ ভদ্রলোক সকলে রামমোহন রায়ের প্রতিমূর্ত্তি-সংস্থাপন ও সবিশেষ জীবন বৃত্তান্ত-প্রকাশার্থ উৎসাহিত ও কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। হর্ষের বিষয় এই যে, কোন সদাশয় ব্যক্তি অনতি-বিলম্বে বাঙ্গালা ভাষায় উক্ত মহাত্মার চরিত-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং অপর কোন তাদৃশ হিতৈষী ব্যক্তি সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক ঐ মহানুভব ভারত-বন্ধুর সবিস্তর জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে সমধিক যত্নবান রহিয়াছেন। বিষাদের বিষয় এই যে, প্রতিমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। বহুদিন ব্যাপিয়া সে বিষয়ের অনুশীলন ও কল্পনা হয়। আমার পরমাত্মীয় কোন কোন ব্যক্তি আমাকে লিখিয়া পাঠান, "এ বিষয়ের নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের একটি সভা হইয়া রামমোহন রায়ের পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইবে।" † অনেকানেক উৎসাহী ব্যক্তি উৎসাহ সহকারে আমারে বলিয়া যান, রামমোহন রায়ের প্রতিমূর্ত্তি আপনার অভিপ্রায়ানুসারে বেন্‌টিঙ্ক্-মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকেই প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের সঙ্কল্প। কিছু দিন পরে ব্রহ্মসমাজ হইতে সংবাদ পাই, অবিলম্বেই এ বিষয়ের অনুষ্ঠান ও উদ্‌যোগ হইবে। একবার এই বিষয় সম্পাদনার্থ একটি সভা হয়, তাহার কার্য্য-প্রণালীর নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া এক এক জন তৎসংক্রান্ত এক এক বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং সভার বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণের গোচর-করণার্থ সংবাদ-

* সমালোচক। ১২৮৫ সাল ১২ই মাঘ।

† শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু বাবুর পত্রাদি।

পত্রে প্রকটিত হইয়া স্বদেশানুরাগী কৃতজ্ঞ লোকের অন্তঃকরণে আশা-প্রবাহের সঞ্চরণ হইতে থাকে। কিন্তু আর যত্নও নাই, চেষ্টাও নাই, বুঝি ইচ্ছাও নাই। সকলই স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপার হইল!—সকলই খপুষ্প হইয়া গেল!

এটি যদি একটি খ্যাত্যাপন্ন ইংরেজের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের সঙ্কল্প হইত, তাহা হইলে কত নানাপদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব, কত রাজ্য-শূন্য রাজোপাধিকের রাজস্ব-ভাগ, কত কর্ম্মচারিত্ব-পদের বেতন-মুদ্রা, কত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের লাভাংশ ও কত কত অন্যমত স্বাধীন বৃত্তির আয়-টঙ্ক মুহূর্ত্তমাত্রে দান-পুস্তকে অঙ্কিত ও অবিলম্বে একত্র রাশীকৃত হইয়া কার্য্য সাধন করিয়া দিত। অথবা রামমোহন রায়েরই স্মরণচিহ্ন-সংস্থাপনার্থ যদি একটি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ উদ্‌যোগী হইতেন, তাহা হইলেও কোন্ কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদ-লাভ-প্রার্থনাতেই অক্লেশে সমুদায় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিত। আমাদিগকে ধিক্!—শত ধিক্!—সহস্রবার ধিক্! এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও হিন্দু জাতির চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা আছে! যখন আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, তখন এরূপ ধিক্কার-উচ্চারণ ও আর্ত্তনাদ-প্রকাশ করা শোভা পায় না। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও জলন্ত দাবানলের সুদীর্ঘ শিখা-সমুদগম কে নিবারণ করিতে পারে? প্রচুর বারি-বর্ষণ না হইলে, দাবানল আপন আধারকে ভস্মীভূত না করিয়া নিরস্ত হয় না। ভিক্ষা দূরে থাকুক, চেষ্টা দূরে থাকুক, বাক্যস্ফুরণেরও শক্তি নাই! পূর্ব্বোক্ত পংক্তি গুলি আমার চিতা-ভস্মের অন্তর্গত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নয়। তাহাতে কুত্রাপি কিছু উৎসাহানল উদ্দীপন করিলে, সৌভাগ্যের বিষয় হইত। উৎসাহ প্রদীপ্ত হইল; ইতস্ততঃ তাহার উত্তাপও অনুভূত হইল; কিন্তু তাল-পত্রের অগ্নি; প্রদীপ্ত হইয়াই নির্ব্বাণ হইয়া গেল! সকলই আক্ষেপের বিষয়! মনস্তাপ! মনস্তাপ! মনস্তাপ! অনেকে শৃগাল-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবেন, তথাচ সিংহ-প্রতিমূর্ত্তি-দর্শনে অনুরাগী ও উদ্‌যোগী হইবেন না। এদেশে মানব-প্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে!—ও ইয়ুরোপ! ও আমেরিকা! একবার এদিকে নেত্রপাত কর! যদি রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়-বর্গের কতদূর অধঃপাত ঘটিতে পারে দেখিতে চাও, তবে আমাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর! উত্তম পদার্থ কিরূপে অধম হয়, উচ্চাশয় কিরূপে নীচাশয়

হয় ও মনুষ্য-দেহ কিরূপে অমানুষের আধার হয়, তাহা একবার আমাদের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর! পর্ব্বত কিরূপে গহ্বর হয়, হীরক কিরূপে অঙ্গার হয় ও লম্ব কাষ্ঠ কিরূপে ভস্ম-রাশিতে পরিণত হয়, তাহা একবার এই বর্ত্তমান অকৃতজ্ঞ নরাধম জাতির প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর!!!

বালিগ্রামের শোভনোদ্যান।
১৮০৪ শকাব্দ। ৮ই চৈত্র।

শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

শৈব-সম্প্রদায়।

এই পুস্তকের প্রথমভাগে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ঐ সম্প্রদায় অতাব প্রবল; কিন্তু শৈব-সম্প্রদায়ও সামান্য প্রবল ও তদপেক্ষায় অল্প প্রাচীনও নয়।

শৈব-ধর্ম্ম-প্রচারের যেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, শিবের উপাসনা বিষ্ণুর উপাসনার অপেক্ষায় কোন মতেই অপ্রাচীন হইবার বিষয় নয়। পৌরাণিক ধর্ম্মের সূত্রপাতেই শিব উপাসনার আরম্ভ হয়। বেদ ও বৈদিক-ধর্ম্মমাত্র-প্রতিপাদক শাস্ত্র ব্যতিরেকে রামায়ণ মহাভারতাদি অপরাপর সমুদায় শাস্ত্রেই শিব-প্রসঙ্গ এবং শিব ও শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণন আছে। শূদ্রকের কৃত মৃচ্ছকটিক এবং কবি কালিদাসের কৃত অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রায় প্রচলিত অন্য অন্য সমুদায় সাহিত্যের অপেক্ষা প্রাচীন। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের সময়ে শৈব-ধর্ম্ম-প্রচার থাকিবার বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি, প্রথমেই শিব-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ সহকারে ঐ সকল নাটকের আরম্ভ হয়, এবং ঐ সমুদায়ের কোন কোন গ্রন্থে শিবের অষ্টমূর্ত্তি ও তাঁহার বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনা আছে *।

---

* पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामाम्बुदोपमः।
गौरीभुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते॥

मृच्छकटिके नान्दी।

কালিদাস-প্রণীত কুমারসম্ভব কেবল শিব-দুর্গারই লীলা-কথন ও গুণ-কীর্ত্তন মাত্র।

প্রামাণিক ইতিহাস ও অন্য অন্য সম্ভবপর কথা-প্রমাণেও শিব-পূজার প্রাচীনত্ব সুন্দররূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। মুসলমানেরা যে সময়ে ভারতবর্ষ অধিকার করেন, সে সময়ের হিন্দুধর্ম্ম অনেকাংশে প্রায় এক্ষণকার মতই ছিল। ১০২৪ দশ শত চব্বিশ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ সোমনাথ নামক শিব ও তদীয় মন্দিরের যেরূপ বিষম দুরবস্থা উপস্থিত করেন, তাহা সুশিক্ষিত লোকের মধ্যে কাহারও

গৌরীর বিদ্যুল্লেখা সদৃশ ভুজ-লতায় শোভিত যে, মহাদেবের শ্যামবর্ণ জলদ তুল্য কণ্ঠদেশ, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

এশ্যাসি বাসু সিরসি গহীদা
কেশেসু বালেসু সিরোরুহেসু।
অক্কোশ বিক্কোশ লবাহ্নিচণ্ড
সম্ভুং সিবং সঙ্কলমীসলং বা (১)॥

মৃচ্ছকটিকং প্রথমাঙ্কঃ।

এই যে বালা! তোমাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ধৃত করা হইল। এখন রোদন কর, চীৎকার কর, এবং উচ্চৈস্বরে শম্ভু, শিব, শঙ্কর, বা ঈশ্বরকে আহ্বান কর।

---

(১) এই প্রাকৃত শ্লোকের সংস্কৃত অনুবাদ যথা—

এষাসি বালে শিরসি গৃহীতা
কেশেষু বালেষু শিরোরুহেষু।
আক্রোশ বিক্রোশ লপাধিবক্তং
শম্ভুং শিবং শঙ্করমীশ্বরং বা॥

অবিদিত নাই। উহারও কত শতাব্দী পূর্ব্বে যে শিবের উপাসনা বহুলরূপ প্রচলিত ছিল, সেই সেই সময়ের শিল্প-লিপি * ও প্রচলিত মুদ্রায় শিবনাম ও শিবরূপের সন্নিবেশে তাহা অসংশয়িতরূপে সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছে †। খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মত-প্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন। তাঁহার শিষ্য আনন্দগিরি স্বকৃত শঙ্করদিগ্বিজয়ে সে সময়ের প্রচলিত শিবাদি প্রায় সমুদায় পৌরাণিক দেবতার উপাসনার বিষয় সুস্পষ্ট বর্ণন করেন।

মেওয়ারের পশ্চিম ভাগে শিরোহি প্রদেশের অর্ব্বুদ-পর্ব্বত শিব-মন্দিরে খচিত রহিয়াছে। তাহাতে কতকগুলি শিল্প-লিপি খোদিত আছে। তন্মধ্যে সম্বৎ ৭২৭ সাত শত সাতাইশ অবধি ১৮৭৭ আঠার

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।
यामाहुः सर्व्ववीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रसन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः॥

अभिज्ञानशकुन्तलम्।

জল, অগ্নি, যজমান, সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, এবং বায়ু এই প্রত্যক্ষ অষ্ট-মূর্ত্তি-বিশিষ্ট মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

* অর্থাৎ খোদিত লিপি।

† H. H. Wilson's Ariana Antiqua, Asiatic Researches, Journals of the Asiatic Society of Bengal, Journals of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland ইত্যাদি গ্রন্থ দেখিলে এই বিষয়ের বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

শত সাতাত্তর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৬৭১ খৃষ্টাব্দ অবধি ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১১৫০ এগার শত পঞ্চাশ বৎসরের অনেক লিপিতে শৈবধর্ম্মাবলম্বী অনেকানেক নৃপতি প্রভৃতির বিবরণ আছে *।

---

* যে যে বৎসরে যে যে রাজাদির সময়ে ঐ শিলালিপি সমুদায় প্রস্তুত হয়, তাহার বিবরণ।

সম্বৎ	খৃষ্টাব্দ	যে যে রাজাদির সময়ে লেখা হয়।
৭২৭	৬৭১	
১২৬৫	১২০৯	ভীম
১৩৪২	১২৮৬	তেজসিংহ
১৩৪২	১২৮৬	সমর সিংহ
১৩৭৭	১৩২১	লুম্ভগর
১৩৮৭	১৩৩১	তেজসিংহ
১৩৯৪	১৩৩৮	কহ্বর দেব
১৪৬৪	১৪০৮	রবেল
১৪৬৮	১৪১২	
১৫২৩	১৪৬৭	
১৫২৪	১৪৬৮	
১৬৩৩	১৫৭৭	মানসিংহ
১৬৪৯	১৫৯৩	সুরতন
১৭৯২	১৭৩৬	
১৮১৯	১৭৫৩	ফতেহ সিংহ
১৮৬০	১৮০৪	
১৮৭৩	১৮১৭	
১৮৭৫	১৮১৯	সেওসিংহ
১৮৭৭	১৮২১	

চীন-দেশীয় তীর্থ যাত্রীরাও এবিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে * হিউএনথ্‌ সঙ্গ নামে একজন সুপণ্ডিত চীন, তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত চীন ভাষায় লিখিত আছে, এবং কিছুদিন হইল, ইয়ুরোপে নীত হইয়া স্তানিস্‌লা জুলিএঁ নামক ফরাসী পণ্ডিত কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। ঐ চীনদেশীয় যাত্রী কাশী, কান্যকুব্জ, করাচী, মালোয়ার, গান্ধার অর্থাৎ কান্দাহার প্রভৃতি বিবিধ স্থানে শিব ও শিব-মন্দির দর্শন করেন এবং তাহার মধ্যে কয়েক স্থানে পাশুপত নামক বিভূতি-সংযুক্ত শৈব-সম্প্রদায়ী লোক দেখিতে পান। তিনি কাশীধামে গিয়া সুন্দর সুন্দর কুড়িটি মন্দির ও একটি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন শিব-মূর্ত্তি দর্শন করেন। ঐ মূর্ত্তিটি পিত্তলময় ও ন্যূনাধিক ছয়ষট্টি হাত দীর্ঘ। চীন পণ্ডিত লেখেন, ঐ শিব-মূর্ত্তি দেখিতে অতীব গাম্ভীর্য্য-শালী এবং দেখিলে, অদ্যাপি জীবিত বোধ হইয়া যুগপৎ ভয় ও ভক্তি উপস্থিত হয়। তিনি তথায় ভস্মাবৃত-কলেবর পাশুপত, বিবস্ত্র জটাধারী নির্গ্রন্থ ও অন্য অন্য শৈব-সম্প্রদায় দৃষ্টি করেন। তিনি স্থান-বিশেষে শিব-শক্তির উপাসনাও প্রচলিত দেখিয়া যান। অযোধ্যা হইতে গঙ্গা দিয়া পূর্ব্বমুখে আসিতে আসিতে দুর্গাভক্ত-দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাহারা প্রতিবৎসর একটি করিয়া নরবলি দিত এবং সেবার ঐ চীন-দেশীয় বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীকে বলি দিবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু সহসা একটি ঝড় উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা ভীত হইয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে।

উল্লিখিত চীন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রীর ভারতবর্ষ-ভ্রমণের কিঞ্চিদধিক

* তিনি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ৬৪৫ ছয়শত পঁয়তাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যান।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির প্রাদুর্ভূত হন *। তিনি একখানি গ্রন্থে সে সময়ের হিন্দু ধর্ম্মের অবস্থা বর্ণন করিয়া যান এবং এক জন আরবীয় গ্রন্থকার সেই বিষয়টি অনুবাদ করিয়া রাখেন। তাহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কিছু উল্লেখ নাই, তদ্ভিন্ন শিবাদি ও অন্য অন্য পৌরাণিক দেবতার আরাধনা সে সময়ে প্রায় এক্ষণকার মতই প্রচলিত ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে †।

মৃচ্ছকটিক নাটকে যেরূপ প্রাচীন আচার ব্যবহার ও বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাতে ও খানি সাহিত্য-শাস্ত্রের মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন পুস্তক না হইয়া যায় না। উহার রচনা-কাল নিশ্চিত নিরূপণ করা সুকঠিন, তবে উহা খৃষ্টাব্দের প্রথম দুই তিন শতাব্দীর অপেক্ষায় যে ইদানীন্তন নয়, একথা অক্লেশেই বলিতে পারা যায় ‡। ঐ গ্রন্থে নানক নামে একরূপ স্বর্ণ-মুদ্রার উল্লেখ

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকার ৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

† Journal Asiatique, Tome VIII, IVe Serie, October 1846, p. 305.

‡ মৃচ্ছকটিক নাটক শূদ্রক রাজার প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু উহা তাঁহার নিজের কৃত কি তাঁহার অনুমত্যনুসারে কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত তাহা বলা যায় না (১)। যাহা হউক, উহার সময়-নিরূপণ-বিষয়ে উভয়েই তুল্য।

স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে, শূদ্রক রাজা কলিগতা-

(১) রাজা বা ধনাঢ্য লোকের সহায়তা ক্রমে পণ্ডিত বিশেষ কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তকের ঐ রাজাদির প্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব ও নিতান্ত বিরল নয়। সম্প্রতি ও মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহের ব্যয়ে ও যত্নে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত ঐ সিংহবাবুর অনুবাদিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

আছে; উহার টীকাকার ঐ মুদ্রাকে শিবরূপাঙ্কিত মুদ্রা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নানকমুদ্রিকামকুদ্রিকা।

প্রথমাঙ্ক:।

টীকা—মিবাঙ্কটঙ্কানাম্মোষিকামস্য নাড়নী।

শিবরূপাঙ্কিত মুদ্রাপহারী কামের তাড়নী।

কান্যকুব্জের গুপ্ত উপাধিধারী নৃপতি-বংশীয়েরা খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা শিব-ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রচলিত মুদ্রাসমূহে শিবের বৃষ, ত্রিশূল, শিব-শক্তি সিংহবাহিনী প্রভৃতির প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে এবং খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দী ও তাহার উত্তর কালে সৌরাষ্ট্রীয় রাজাদের মুদ্রাতেও বৃষাদি শিব-সংক্রান্ত বস্তুর আকার বিদ্যমান রহিয়াছে *।

ব্দের ৩২৯০ তিন হাজার দুই শত নব্বই অব্দে রাজ্য শাসন করেন। তাহা হইলে তাঁহার সময়ের মৃচ্ছকটিক ১৯০ এক শত নব্বই খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। দক্ষিণাপথে এরূপ আখ্যান বিদ্যমান আছে যে, তিনি চন্দ্রগুপ্তের পর ও বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে রাজত্ব লাভ করেন। কিন্তু খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে কেনরকী নামে একটি অসভ্য রাজা সিন্ধু নদের পশ্চিম প্রদেশের রাজা হন; তাঁহার প্রচলিত মুদ্রার উপর 'নানা' এই শব্দটি অঙ্কিত আছে। যদি ঐ পুস্তকে উল্লিখিত নানক ঐ নানাশব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বতন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারা যায় না।—H. H. Wilson's Theatre of the Hindus, vol I. The Mrichhakatika, Introduction, pp. 5 & 6; and Ariana Antiqua, p. 364.

* Ariana Antiqua, by H. H. Wilson. 1841, pp. 419, 422, 425, 427, 407, 410, 412, and 413.

খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এরিয়ান নামক এক জন গ্রীক গ্রন্থকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেকানেক বিষয়ের বিবরণ করেন। তিনি কন্যাকুমারীর নাম কুমার লিখিয়া কহিয়াছেন, এক দেবীর নামে এই স্থানের নাম-করণ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থকারের সময়ে সে স্থানে ঐ দেবীর এক খানি প্রতিমূর্ত্তি ছিল। দুর্গার একটি নাম কুমারী; তাঁহার মূর্ত্তিবিশেষ অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে *।

এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, অর্থাৎ যিনি খৃষ্টাব্দের ন্যূনাধিক ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে নিজ সম্বৎ প্রচলিত করেন, তাঁহার সংক্রান্ত সমুদয় আখ্যান মধ্যেই শিব ও শিব-শক্তির ভূরি ভূরি প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত আছে †।

---

* কিন্তু ঐ দেবী শিব-শক্তি কি বিষ্ণু-শক্তি, এরিয়ানের পুস্তকে তাহার কিছু নির্দ্দেশ নাই। তবে উহার বহুকাল পূর্ব্বাবধি যে ঐ অঞ্চলে শিবের উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহার অন্যান্য অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

† উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে অনেকগুলি রাজা হইয়া যায়। এক বিক্রমাদিত্যের গুণাগুণ ও কার্য্যাকার্য্য অপর বিক্রমাদিত্যে আরোপণ করা ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে কোনরূপেই অসম্ভব নয়। অতএব উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত ঐ নামধারী নৃপতি সংক্রান্ত কথাগুলির পরিবর্ত্তে নিম্ন-লিখিত কয়েক পঙ্ক্তি বিনিবেশিত করিতে হইবে।

পতঞ্জলি পাণিনি-ভাষ্যের মধ্যে শিব ও কার্ত্তিক-প্রতিমূর্ত্তির প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

জীবিকার্থে চাপণ্যে।

পাণিনিসূত্র। ৫। ৩। ৯৯॥

শক, জাট, হুণ প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়েরা খৃষ্টাব্দের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে ৫ পঞ্চম অথবা ৬ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত সিন্ধু নদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রথমকার কতকগুলি নৃপতি অগ্নি-উপাসনার সহিত হিন্দু-দেবতাদের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহাদের মুদ্রা-সমূহে শিবের বৃষ ও ত্রিশূল এবং অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতির আকার অঙ্কিত আছে। *

খৃষ্টাব্দ আরম্ভের পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক সম্রাট্ আলেকজণ্ডার দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও মিগাস্থিনীস † নামে একজন গ্রীক, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় দূত-স্বরূপে উপস্থিত হন। ঐ সময়ে তাঁহাদের সমভিব্যাহারী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা হিন্দুদের আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি যেরূপ দর্শন করেন, গ্রীসদেশীয়

অপণ্য ইত্যুচ্যতে তত্রেদং ন সিধ্যতি। শিবः স্কন্দः বিশাখ ইতি।
কিং কারণম্। মৌর্য্যৈর্হিরণ্যার্থিভিরর্চ্চাঃ প্রকল্পিতাঃ। ভবেৎ। তাসু
ন স্যাৎ। যাস্ত্বেতাঃ সংপ্রতি পূজার্থাঃ তাসু ভবিষ্যতি।

পতঞ্জলি।

পতঞ্জলি খৃ, পূ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাভাষ্য প্রস্তুত করেন (১)। অতএব ঐ সময়ে শিব ও কার্ত্তিকের উপাসনা প্রচলিত ছিল ইহাতে সন্দেহ রহিল না।

* Ariana Antiqua by H. H. Wilson, 1841, pp. 350, 351 352, 353, 354, 355, 356, 359, 361, 363, 365, 366, 371, 373, 377, 378, 379, 380, 439 and 440.

† আলেকজণ্ডার খৃষ্টাব্দের ৩২৭ তিন শত সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মিগাস্থিনীস সিলিউকস নাইকেটার নামক গ্রীক নরপতির দূত। ঐ রাজা খৃষ্টাব্দের ৩১২ তিন শত বার বৎসর পূর্ব্বে রাজ-পদে অধিরূঢ় হইয়া খৃষ্টাব্দের দুই শত আশী বৎসর পূর্ব্বে প্রাণ ত্যাগ করেন।

(১) উপক্রমণিকা, ১১—১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

বহুতর গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে তাহার সবিস্তর বৃত্তান্ত বিনিবেশিত আছে। তাঁহারা লিখেন; হিন্দুরা বেকস্ ও হর্কিউলিস্ নামক দুই দেবতার বহুপ্রকার উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুইটি দেবতা গ্রীকদের, উপাস্য, হিন্দুদের নয়। বোধ হয়, তাঁহারা হিন্দু-দিগের যে দুইটি দেবতাকে আপনাদের বেকস্ ও হর্কিউলিস্ দেবতার সদৃশ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই ঐ দুই নাম দিয়া গিয়াছেন *। ভারতবর্ষীয় মহাদেবের ন্যায় গ্রীসদেশীয় বেকস্-দেবেরও লিঙ্গ-পূজা বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল। অতএব গ্রীকেরা মহাদেবকেই বেকস্ দেব বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এ কথা সর্ব্বতোভাবে অনুমান-সিদ্ধ বা নিতান্ত সম্ভাবিত বলিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে পাণ্ড্য ও চোল নামে দুইটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য ছিল। স্ট্রেবো নামক গ্রীক গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন, পাণ্ড-রাজ্যের এক জন নৃপতি অগসটস নামক ভুবন-বিখ্যাত রোমক সম্রাটের সমীপে দূত প্রেরণ করেন। এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে যে, ঐ পাণ্ড্য রাজ্য খ্রী, পূ, ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে পাণ্ড্য নামক এক জন অযোধ্যা-নিবাসী কৃষি জীবী কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয় এবং খ্রী, পূ, ৩৫০ তিন শত পঞ্চাশ বৎসরের পরে ও ২১৪ দুইশত চৌদ্দ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চোল রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। ঐ উভয় রাজ্যের প্রথমকার ভূপতিরা শিব-স্থাপক ও অত্যন্ত শিব-ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন †।

* Transactions of the Royal Asiatic Society Vol, III. Article VI and Tod's Rajasthan Vol I, chap. II and V দেখ।

† W. Taylor's Examination and Analysis of the mackenzie

আলেক্জণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে * শাক্য মুনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রকাশ করেন। বৌদ্ধদিগের সূত্র নামক প্রাচীন শাস্ত্রে ও অন্য অন্য বিবিধ গ্রন্থে বুদ্ধদেবের চরিত বর্ণনার মধ্যে শিব, ব্রহ্মা, নারায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক দেবগণের নানাবিধ সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ আছে। বুদ্ধ দেবের সময়ে হিন্দু সমাজে ঐ সমস্ত দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, উক্ত গ্রন্থকারেরা ইহা বিশ্বাস করিতেন ও ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াও গিয়াছেন। শাক্যসিংহের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রধান প্রধান ব্যক্তির পর পর তিনটি সভা হয় এবং তাহাতে তিন প্রকার শাস্ত্র নিরূপিত হয়; সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম। তাঁহার প্রাণ-ত্যাগের অত্যল্প দিন পরেই প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া সূত্র নামক বৌদ্ধ শাস্ত্র সঙ্কলিত হয়। অতএব বৌদ্ধদিগের ঐ শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এমন কি তাঁহারা বিশ্বাস করেন, বুদ্ধ-দেবের নিজের কথাই তাহাতে সন্নিবেশিত আছে। ঐ শাস্ত্রের রচনা যেরূপ সরল ও তাৎপর্য্যার্থ যে প্রকার সহজ, তাহা কোন অংশেই ঐ অভিপ্রায়ের বিরোধী নহে। ইহা হইলে খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে শিবের উপাসনা প্রকাশিত ও প্রচলিত ছিল বলিতে হয় †।

Manuscripts, pp 19 131 &c. H. H. Wilson's Mackenzie collection, pp LXI and LXXVI-XCII and Royal Asiatic Society's Journal Vol. 3, pp. 202-213.

* শাক্য মুনি খ্রীষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণ ত্যাগ করেন এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে কিন্তু শ্রীমান্ ম, মূলারের মতে খৃ, পূ, ৪৭৭ বৎসরে ঐ ঘটনা হয়।——Ancient Sanskrit Literature, 1859, page 298.

† Introduction a l' Histoire du Buddhisme par E. Burnouf, pp. 131-132.

অশোক ও জলোক নামে কাশ্মীর-রাজ্যের দুইটি রাজা ছিলেন। শ্রীমান্ হ. হ. উইলসনের অবলম্বিত বিচারপদ্ধতি অনুসারে স্থূল রূপ গণনা করিয়া দেখিলে, তাঁহারা খ্রী, পূ, ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়। তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত শিব-ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

বিজয়েশ্বরনন্দীশক্ষেত্রজ্যেষ্ঠেশপূজনে।
তস্য সত্যগিরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদাভবৎ॥

রাজতরঙ্গিণী ১ তরঙ্গ।

বিজয়েশ্বর, নন্দীশ ও ক্ষেত্র জ্যেষ্ঠেশ শিবের অর্চনায় সেই সত্যবাদী (জলোক) রাজা সতত প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিলেন।

কেবল রাজতরঙ্গিণীর এই বচন এ বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু এ কথা বলিতে পারা যায় যে যদি ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে খ্রী, পূ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিবের আরাধনা প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার উত্তর খণ্ডে ঐ সময়ে ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত থাকা সর্ব্বতোভাবেই সঙ্গত, তাহার সন্দেহ নাই। উল্লিখিত গ্রন্থে উহারও পূর্ব্বে কাশ্মীর-প্রদেশে শৈব-ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ না হইলে নিশ্চিত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। ঐ ধর্ম্মের বয়ঃক্রমের বিষয় বিচার করিতে করিতে এত দূরে উপনীত হইব প্রথমে মনে করি নাই।

শৈব ধর্ম্ম যেমন হিন্দুদের প্রতিমূর্ত্তি-পূজার প্রারম্ভকালেই প্রকাশিত হয় তেমনি আবার ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াও যায়। বেলুচীস্থানের অন্তর্গত হিঙ্গলাজ হিন্দুদের একটি তীর্থ-স্থান; শৈব ও শাক্ত-সম্প্রদায়ী তীর্থযাত্রীরা অদ্যাপি তথায় গমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব-

কালে হিন্দুদের যে দেশ দেশান্তর গমনাগমনের প্রথা প্রচলিত ছিল, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় সমুদায় সংস্কৃত শাস্ত্রেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তাঁহারা ভারত সমুদ্র অতিক্রম পূর্ব্বক বালি ও যবদ্বীপে গিয়া হিন্দু-শাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্ম ও বিশেষতঃ শিবের উপাসনা প্রচার করেন।

ঐ যবদ্বীপে ইদানীং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যে তথায় হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি অখণ্ড নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় প্রম্বনন নামে একটি স্থান আছে, তাহার কোন কোন স্থলে দুই শত অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেব-মন্দির এবং শিব, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতির পাষাণময় ও পিত্তলময় প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান হইয়াও অনেকে সেই সকল দেব-প্রতিমূর্ত্তিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত শুনা গিয়াছে *। ঐ যবদ্বীপে যে সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, তখন তথাকার কতকগুলি হিন্দু বালি নামক একটি নিকটস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লয়। তাহারা আজ পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। তাহারা প্রাচীন হিন্দুদের ন্যায় চারি বর্ণে বিভক্ত; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভির অধোভাগ হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র বর্ণ

* এক ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করা অজ্ঞানীর পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। এ দেশস্থ অনেক ব্যক্তি শাক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া মুসলমানের দেবতাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া মানেন ও রোগ-শান্তি, ধন-প্রাপ্তি বা অন্য প্রকার শুভ লাভের উদ্দেশে মান্‌সিক করেন এবং মুসলমান-ধর্ম্মোচিত অন্য অন্য ব্যবহারও করিয়া থাকেন।

উৎপন্ন হইয়াছে এ কথাটিও তথায় প্রচলিত আছে। সেখানে চাণ্ডালবর্ণও * দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহারা গ্রামের প্রান্ত ভাগে বাস করে এবং চর্ম্ম ও মদিরা ব্যবসায় প্রভৃতি হীনবৃত্তি-দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ঐ বালি দ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু রাজারা রাজত্ব করেন এবং হিন্দুদিগের পূর্ব্বকালীন রাজনীতি অনুসারে ব্রাহ্মণেরা বিচারকের কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে ব্রাহ্মণ প্রাড়্বিবাকের সংখ্যা অধিক নয়; অন্য অন্য অনেক বর্ণকেও বিচারকের পদ দেওয়া হইয়া থাকে †।

তথাকার ব্রাহ্মণেরা নিরামিষ-ভোজী; মৎস্য মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল যব, তণ্ডুল ও ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিয়া শরীর রক্ষা করেন। তথায় শব-দাহ ও সহমরণের রীতিও প্রচলিত আছে। ভার্য্যা যদি স্বামীর চিতারোহণ করে, তবে সে দেশের ভাষায় তাহাকে 'সত্য' বলে। আর উপপত্নী বা দাসী অথবা পরিবারস্থ অন্য কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইলে তাহাকে 'বেল' বলিয়া থাকে। তথায় উদ্বাহ বিষয়ে এদেশীয় স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থানুগত অনুলোম ও বিলোমের বিষয় বিবেচনা করা প্রচলিত আছে। উৎকৃষ্ট বর্ণের লোকে নিকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু নিকৃষ্ট বর্ণের লোকে উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা-গ্রহণে অধিকারী নয়।

এ দেশের সংস্কৃত ভাষার ন্যায় তথাকার কবি নামক ভাষা অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয়; তাহাতেই তথাকার অধিকাংশ গ্রন্থ লিখিত হয়। দক্ষিণাপথের আদিম নিবাসীদিগের ভাষায় সংস্কৃত

* তাহারা সেখানে চাণ্ডাল নামেই খ্যাত আছে।

† বালির ন্যায় লম্বক দ্বীপও হিন্দু রাজার অধীন এবং সেখানেও প্রাড়্-বিবাকাদির ঐরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

শব্দ মিলিত হইয়া যেমন দ্রাবিড়াদি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই-রূপ, যবদ্বীপের ভাষায় বিভক্তি-শূন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া কবি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। তথাকার বর্ণাবলীও ভারতবর্ষীয় দেবনাগর অথবা বৌদ্ধদিগের প্রাচীন পালি অক্ষর হইতে উৎপন্ন। ফলতঃ কেবল বালিদ্বীপে কেন, ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপস্থ লোকেরও শিক্ষা ও সভ্যতা-সাধন বিষয়ে যে হিন্দুদিগের বিশেষরূপ কার্য্যকারিত্ব ছিল, তাহার সমূহ নিদর্শন নানা বিষয়েই লক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি, ভারতবর্ষীয় দ্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্গত সুমাত্রা, লেম্বা প্রভৃতি দ্বীপের বর্ণাবলীও দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের কবর্গ চবর্গাদি বর্গ-বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়।

ঐ বালিদ্বীপে বেদ পুরাণাদি অনেকানেক হিন্দুশাস্ত্রও বিদ্যমান আছে। ব্রতযুধ নামক এক গ্রন্থে মহাভারতের যুদ্ধ সকল বর্ণিত আছে। তদ্ব্যতীত রামায়ণ, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, কামন্দকীয় নীতি-শাস্ত্র, অর্জ্জুন-বিজয় এবং আগম, দেবগম, তত্ত্ব প্রভৃতি নামে অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে বেদ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণাদি কতক-গুলি সংস্কৃত শাস্ত্রের সহিত বালির দেশ-ভাষায় কৃত ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। আর রামায়ণ, অষ্টাদশপর্ব্ব, ব্রতযুধ প্রভৃতি অপর কতক-গুলি গ্রন্থ কবি-ভাষায় বিরচিত। যখন তথায় হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রতিপাদক উল্লিখিত গ্রন্থ সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের বিষয় এবং হিন্দুদের শিবদুর্গাদি দেবতার উপাখ্যান ও হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য অনেক প্রকার মত ও অভিপ্রায়ও যে প্রচলিত আছে এ কথা বলা বাহুল্য।

এই বালি-দ্বীপ ও যব-দ্বীপস্থ হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ একটি জন-শ্রুতি আছে এবং তাঁহাদিগের গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে যে তাঁহারা ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিঙ্গ দেশ হইতে তথায় গমন

করেন। শিবোপাসনাই ঐ বালি-দ্বীপের প্রচলিত ধর্ম্ম, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা প্রতিমূর্ত্তির পূজা করেন না। *

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গলাজ ও পূর্ব্বদিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিভূতি ও রুদ্রাক্ষবিভূষিত বিশাল শৈব-ধর্ম্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।

শিবারাধনা।

শৈবেরাও অন্যান্য উপাসকের ন্যায় বিশেষ বিশেষ বীজ-মন্ত্রে উপদিষ্ট হন। একাক্ষর মন্ত্র 'হৌঁ'। ত্র্যক্ষর মন্ত্র 'ওঁ জুঁ সঃ'; ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয়াত্মক মন্ত্র। চতুরক্ষর মন্ত্র 'উর্দ্ধফট্'; ইহার নাম চণ্ড মন্ত্র। পঞ্চাক্ষর মন্ত্র 'নমঃ শিবায়'। ষড়ক্ষর মন্ত্র 'ওঁ নমঃশিবায়'। অস্টাক্ষর মন্ত্র 'হ্রীঁ ওঁ নমঃশিবায় হ্রীঁ'। এইরূপ বিংশত্যক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্র আছে এবং মন্ত্র-বিশেষে বিশেষ বিশেষ ধ্যান ও পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ-কৃত তন্ত্রসারে ও অপরাপর উপাসনাতন্ত্র-সংগ্রহে সে সমুদায়ের বিস্তারিত বৃত্তান্ত বিনিবেশিত আছে। শিবারাধনায় শরীরে বিভূতি-লেপন † ও

---

* I. Crawford's History of the Indian archipelago, 1820, Vol. II. pp. 236-258 and Journal of the Indian archipelago, Vol. II. No. III. pp. 155—165, No. IV pp. 195—220 and No. XII. pp. 767—775 and Vol. III. No. II. pp. 123—137 and No. IV. pp. 244—250.

† ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে মাইশোর দেশের মধ্যে মলেশ্বরবেট্ট নামক পর্ব্বতে একরূপ শ্বেত বর্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায়। সে প্রদেশের শৈবেরা বিভূতির পরিবর্ত্তে সেই মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। Buchanan's Mysore, Vol. II. p. 4.

রুদ্রাক্ষ-ধারণ * নিতান্ত আবশ্যক। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে শৈবের বেশ-ভূষা সুন্দররূপ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমানসাবেতি জটালমৌলির্ব্যাঘ্রত্বগালম্বিতমধ্যভাগঃ।
বিভূতিসংভূষিতভাস্বদঙ্গোরুদ্রাক্ষমালাকলিতোর্দ্ধ্বদেহঃ॥

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী।

জটা-যুক্ত, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-পরিধান, বিভূতি-বিভূষিত উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্ট এবং শরীরের উর্দ্ধভাগে রুদ্রাক্ষ-মালায় শোভিত এই শ্রীমান্ পুরুষ আগমন করিতেছেন।

বীরাচারী শাক্ত-সম্প্রদায়ের সুরা-সেবনের ন্যায় শৈবদিগের সম্বিদা-সেবন ইষ্ট-সাধনার একটি অঙ্গ-বিশেষ। সাধকদের তাহা মন্ত্র-পূত করিয়া ধ্যান ও স্তুতিপূর্ব্বক পুলকিত-চিত্তে পান করিতে হয়।

কলয়তি কবিতাং মহতীং কুরুতে স্বার্থদর্শনং পুংসাং।
অপহরতি দুরিতনিলয়ং কিং কিং ন করোতি সম্বিদুল্লাসঃ॥

প্রাণতোষিণী।

সম্বিদুল্লাস দ্বারা মহতী কবিতার রচনা হয়, পুরুষদিগের স্বার্থ দর্শন হয়, ও পাপ-সমূহ নষ্ট হয়, অতএব তদ্দ্বারা কি না হইয়া থাকে?

শৈবেরা জল-মিশ্রিত বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধি-পানের ন্যায় বিজয়া† ধূম-পানও করিয়া থাকেন।

* শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যো নরঃ।
রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্ভক্ত্যা শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ॥

যোগসার।

শিখাতে, হস্ত-দ্বয়ে, কণ্ঠে এবং কর্ণ-যুগলে যে মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি শিব-লোক প্রাপ্ত হন।

† অর্থাৎ গাঁজা।

অনেন মনুনানেন বিজয়াধূমশোধনং।
শোধয়িত্বা পিবিদ্ধূমং ন দোষোবিদ্যতে হর॥
মন্ত্রস্তু ক্লৌঁ ক্লৌঁ ক্লৌঁ।

প্রাণতোষিণী।

ক্লৌঁ ক্লৌঁ ক্লৌঁ এই মন্ত্র দ্বারা বিজয়া-ধূম শোধন করিয়া পান করিবে, মহাদেব! তাহাতে দোষ নাই।

এদেশীয় লোকের মধ্যে, বিশেষতঃ গৃহস্থেতে, শিবোপাসক প্রায় দৃষ্ট হয় না। দক্ষিণে দ্রাবিড় ও পশ্চিমে রাজস্থান প্রভৃতি অনেক দেশের গৃহস্থেরা শিবের উপাসক। রাজস্থানের অন্তর্গত মেওয়ার প্রদেশের ইতিহাসমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, বহুকাল পূর্ব্বাবধি তদীয় রাজবংশীয়েরা শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। ঐ প্রদেশের মধ্যে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট শিব-মন্দির ও শিবলিঙ্গ সকল বিদ্যমান আছে। তথাকার একলিঙ্গ নামক শিবের মন্দিরটি অতি বৃহৎ। তাহা শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত ও নানারূপ চিত্র-কার্য্যে এরূপ পরিপূর্ণ যে, তাহার সবিশেষ বর্ণনা করা সুকঠিন। বহুশত বৎসর পূর্ব্বাবধি মেওয়ার অঞ্চলে যে শৈব-ধর্ম্ম প্রবলরূপ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বে এ বিষয়ের বিবরণ করা গিয়াছে। ঐ প্রদেশীয় অনেকানেক নৃপতি ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা বহুতর শিব-মন্দির নির্ম্মাণ ও সংস্কার করাইয়া যান *।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডেও যে অনেক কাল পূর্ব্বে শিবোপাসনার প্রচার ছিল, ইহা একবার উল্লিখিত হইয়াছে। এখনও তথায় গৃহস্থ ও উদাসীন বহুসংখ্যক শৈবের অবস্থিতি আছে। বাঙ্গলা-দেশীয় গৃহস্থ-দিগের মধ্যে পৃথক্ শিবোপাসক প্রায় নাই বটে, কিন্তু শাক্তেরা

* ৪ পৃষ্ঠা দেখ।

শক্তি-পতি শিবের অর্চ্চনা ও শিব-ব্রত সকল পালন করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আদৌ শিবং পূজয়িত্বা শক্তিপূজা ততঃ পরং।
নতুবা মূত্রবৎ সর্ব্বং গঙ্গাতোয়ং ভবেদ্ যদি।
অতএব মহেশানি আদৌ লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ॥

প্রাণতোষিণী-ধৃত তোড়লতন্ত্রবচন।

অগ্রে শিব-পূজা করিয়া পরে শক্তি পূজা করিবে, নতুবা সমুদায় পূজা-দ্রব্য গঙ্গা-জল হইলেও মূত্র-সদৃশ হয়। অতএব মহেশানি! অগ্রে শিব-পূজা করিবে।

শৈবদের মধ্যে উদাসীন-সম্প্রদায়ীই অধিক। তাহারা সচরাচর প্রায় সন্ন্যাসী ও গোসাঁই বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা-দেশীয় বৈষ্ণবদের প্রধান গুরুদের নাম গোসাঁই, কিন্তু পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে শৈব সন্ন্যাসীদিগকেই গোসাঁই বলিয়া থাকে। তথায় সাধু-লোক * বলিলে যেমন বৈষ্ণব উদাসীন বুঝায়, সেইরূপ, গোসাঁই-লোক বলিলে শৈব উদাসীন বুঝিতে হয়।

কোন উদাসীন শৈব কি বৈষ্ণব, তিলক দেখিলেই অক্লেশে জানিতে পারা যায়। বৈরাগীরা নাসা-মূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা করেন, আর শৈবেরা ললাটের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিভূতি দিয়া তিনটি রেখা করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত তিলককে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ও শেষোক্ত তিলককে ত্রিপুণ্ড্র বলে।

শৈব ও কয়েক প্রকার নির্গুণোপাসক উদাসীন পরস্পর এরূপ বিমিশ্রিত ও সুসম্বদ্ধ এবং কোন কোন অংশে ঐ উভয়ের ব্যবহার

---

* বৈরাগীদিগকে সাধু লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদলের মধ্যেই অধিক প্রচলিত।

এরূপ সুসদৃশ যে, উভয় দলেরই একত্র বিবরণ করা আবশ্যক হইতেছে।

দশনামী।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম বহুকাল প্রচলিত ছিল, মধ্যে রহিত বা দুর্ব্বল হইয়া যায়, পরে শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তাহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত বা প্রবল করেন। অতএব এস্থলে তাঁহার বিষয় কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপযুক্ত নয়। শঙ্কর-জয়, শঙ্কর-দিগ্বিজয়, শঙ্করবিজয়বিলাস, কেরল-উৎপত্তি প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থে তাঁহার চরিত-বর্ণনা আছে। শেষোক্ত পুস্তকখানি তেলুগু ভাষায় বিরচিত।

খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষ অথবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। মলয়বর দেশের নম্বুরি নামক ব্রাহ্মণ-কুলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন *। প্রচলিত প্রথানুসারে অষ্টম বর্ষে উপনয়ন-কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁহার এরূপ শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ হয় যে, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, কিন্তু তাহাতেও তিনি অধ্যয়ন বিষয়ে কিছুমাত্র বিমুখ হন নাই; বরং উত্তরোত্তর অধিকতর যত্নই প্রদর্শন করেন। অনধিককালের মধ্যেই তিনি একটি তেজীয়ান্ ক্ষমতাপন্ন লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এরূপ আখ্যান আছে যে, পূর্ব্বে মলয়বরে চারি বর্ণ ছিল, তিনি তাহা বিভাগ করিয়া বাহাত্তরটি

---

* অন্য একটি এরূপ আখ্যান আছে যে, তিনি চিদম্বরে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে তথা হইতে মলয়বরে উঠিয়া যান।

বর্ণ প্রবর্ত্তিত করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে সে বিষয়ে কিছুকাল নিবারিত করিয়া রাখেন। এ বিষয়ের পশ্চাল্লিখিত আখ্যানটি লিপি-বদ্ধ আছে। একদিন তিনি আপন মাতার সহিত একটি আত্মীয় লোকের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনকালে পথের মধ্যে দেখেন, যাইবার সময়ে যে নদী অক্লেশে পদ-ব্রজে পার হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা বৃষ্টির জলে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিয়া, জলের কিছু হ্রাস হইলে, তাঁহারা নদীতে অবতরণ করিলেন। চলিতে চলিতে ক্রমশঃ কণ্ঠ-দেশ পর্য্যন্ত জল-মগ্ন হইলে, শঙ্করাচার্য্য সুযোগ পাইয়া জননীকে কহিলেন, জননি! যদি আমাকে সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি প্রদান না কর, তাহা হইলে জল-মগ্ন হইয়া উভয়েরই প্রাণ নস্ট হইবে; আর যদি কৃপা করিয়া আমাকে সন্ন্যাসী হইতে দাও, তবে জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া উভয়েরই জীবন-রক্ষার উপায় সাধন করি। শঙ্করা-চার্য্যের মাতা বিষম সঙ্কট দেখিয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও তখন শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে পৃষ্ঠ-দেশে গ্রহণ করিয়া সন্তরণ দ্বারা নদী-পারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং জননীকে যথাবিধি প্রণাম প্রদক্ষিণাদি করিয়া প্রস্থান করিলেন *।

---

* কিন্তু অন্য একটি আখ্যানে উল্লিখিত আছে, তিনি স্বকীয় মাতার মৃত্যু-সময়ে গৃহাশ্রমেই অবস্থিত ছিলেন। মলয়বরে লোকে তাঁহার এরূপ বিদ্বেষ্টা ছিল যে, ঐ সময়ে তদীয় জননীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানার্থ অগ্নিদান করে নাই ও অন্য কোন ব্রাহ্মণেও সে বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। এইরূপ বিদ্বেষের কারণ কি স্থির বলা কঠিন। শঙ্করাচার্য্যের জন্ম-বৃত্তান্তের বিষয়ে কিছু সংশয় আছে। কেরল-উৎপত্তির রচয়িতা লিখেন, ঐ বিষয়ের কুখ্যাতি-প্রচার হওয়াতেই, তাঁহার মাতা শ্রীমহাদেবী জাতি-চ্যুত হন।

তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য ভারত-ভূমির অন্তর্গত নানা দেশ ভ্রমণ ও সে সময়ের প্রচলিত নানা মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করেন এইরূপ অনেক কথা তাঁহার চরিত-বিষয়ক সকল গ্রন্থে ও সকল জনশ্রুতিতেই সন্নিবেশিত আছে। বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার ও তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রচলন-উদ্দেশে তিনি চারি স্থানে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন; শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ ও বদরিকাশ্রমঅঞ্চলে জ্যোসী মঠ। *

নির্গুণ-উপাসনা প্রকাশ করা ঐ সমস্ত মঠ-স্থাপনের প্রধান প্রয়োজন তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু একটি বিশেষ দেখিতেছি, সগুণ অর্থাৎ সাকার দেবতার উপাসনায় তাঁহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। ঐ সমস্ত মঠ সাকার-বাদীদের তীর্থ-স্থানেই প্রস্তুত ও মঠ বিশেষে সাকার দেবতা-বিশেষের প্রতিমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

স্মৃঙ্গপুরসমীপে তুঙ্গভদ্রানদীতীরে চক্রং নির্ম্মায় তদগ্রে সরস্বতীং

* শঙ্করাচার্য্য যে চারিটি স্থানে মঠ-প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার তিনটির নাম ধাম। শাস্ত্রানুসারে, দ্বারকা, শ্রীক্ষেত্র, বদরিনারায়ণ, সেতুবন্ধরামেশ্বর এই চারিটি ধাম এবং অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (১) (অর্থাৎ হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, দ্বারকা, অবন্তী এই সপ্তপুরী পরম পবিত্র পুণ্যভূমি। কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব হিন্দু-মাত্রেই এই কয়েক স্থান বিশেষরূপ পুণ্যপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করে।

(১) চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ মদাবরের পশ্চিমোত্তর অংশে গঙ্গানদীর পূর্ব্ব তটে মায়ুর নামে একটি নগরের বর্ণন করিয়াছেন। ঐ নগর হইতে অনতিদূরে গঙ্গাদ্বার নামে একটি দেব-মন্দির ছিল। হরিদ্বারের প্রাচীন নাম গঙ্গাদ্বার; হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যবর্ত্তী একটি ভগ্ন নগরী অদ্যাপি মায়াপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তথায় মায়াদেবী নামে একটি দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। লোকে বলে, তদনুসারেই ঐ নগরের নাম মায়াপুর হইয়াছে।—Cunningham's Ancient Geography of India, pp. 351—355.

নিধায় এবমাকল্পং স্থিরা ভব মদাশ্রমে ইত্যাস্থাপ্য নিজমঠং কৃত্বা তত্র দেব্যাঃ পীঠনির্ম্মাণং কৃত্বা ভারতীসম্প্রদায়ং নিজশিষ্যস্যাকরোৎ।

শঙ্করদিগ্বিজয়।

তুঙ্গভদ্রা-নদী-তীরে শৃঙ্গপুরের নিকটে চক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে সরস্বতী-দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং বলিলেন, "কল্পান্ত পর্য্যন্ত আমার আশ্রমে অবস্থিতি কর।" পরে নিজ মঠ নির্ম্মাণ ও তাহাতে দেবীর পীঠ প্রস্তুত করিয়া ভারতী নামক শিষ্য-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিলেন।

বিদ্বেষ করা দূরে থাকুক, এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি আত্ম-জ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে শিবাদির উপাসনা-প্রচারেও উদ্যত ছিলেন।

নানাপাপধ্বস্তজ্ঞানাঙ্কুরেষু মর্ত্ত্যেষু শুদ্ধাদ্বৈতবিদ্যায়ামনধিকারিষু তেষাং বৃত্তিঃ পুনরপি যথেপ্সিতা ভবতীতি বিচার্য্য লোকরক্ষার্থং বর্ণা-শ্রমপালনার্থঞ্চ পরমতত্ত্বকল্পনাং জীবেশভেদাস্পদাঞ্চ রচয়িতুমুপক্রম্য নিজশিষ্যং পরমতকালানলং দৃষ্ট্বেদমাহ।

আনন্দগিরি-কৃত শঙ্করদিগ্বিজয়।

নানাপাপ দ্বারা জ্ঞানাঙ্কুর বিনষ্ট হওয়াতে, যাহারা নির্ম্মল অদ্বৈত ব্রহ্ম-জ্ঞানে অনধিকারী হইয়াছে, তাহারা যথেচ্ছাচারী হইবে এই বিবেচনায় তিনি লোক-যাত্রা-রক্ষা ও বর্ণাশ্রম-পালন উদ্দেশে জীবেশ্বরের প্রভেদ-বোধ কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়া পরমতকালানল নামক নিজ শিষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা কহিলেন।

লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা তদীয় আদেশানুসারে নানা দেশে ভ্রমণ ও তত্রস্থ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি সাকার দেবতার উপাসনা প্রচার করেন।

এবমশেষদিগ্বিজয়ং কৃত্বা তত্তদ্দেশস্থান্ কাংশ্চিৎ পণ্ডিতান্বিমত্যা-

মন্ত্ররাজোপদেশাদিনা তন্মতাবলম্বিনঃ করোতি পরমতকালানলঃ শঙ্করাচার্য্যশিষ্যঃ।

আনন্দগিরি-কৃত শঙ্করদিগ্বিজয়।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পরমতকালানল অশেষ রূপে দিগ্বিজয় করিয়া সেই সেই দেশের অনেক লোককে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের উপদেশ দ্বারা শৈবমতাবলম্বী করিতে থাকেন।

পূর্ব্বভাগে লক্ষ্মণাচার্য্যঃ কিল দিগ্বিজয়ং কৃত্বা কাংশ্চিদ্ব্রাহ্মণাদীন্ ছিদ্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারণশঙ্খচক্রাঙ্কিতভাসুরভুজযুগলান্ কৃত্বা বহুশিষ্যসমেতঃ পুনরাবৃত্য পরমগুরুচরণং নত্বা তদনুজ্ঞাবশাৎ মতবিজৃম্ভণহেতুকং ভাষ্যাদিগ্রন্থচয়মকরোৎ। হস্তামলকস্তু ভূমধ্যাৎ পশ্চিমখণ্ডদিগ্বিজয়ং কৃত্বা ভগবদষ্টাক্ষরমন্ত্রজপাসক্তান্ কৃত্বা স্বয়ং বিজ্ঞাপয়িতুং পরমগুরুং প্রাপ।

আনন্দগিরি-কৃত শঙ্করদিগ্বিজয়।

লক্ষ্মণাচার্য্য পূর্ব্বভাগে দিগ্বিজয় করিয়া ব্রাহ্মণ সমুদায়কে ছিদ্র-যুক্ত-ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র-ধারী ও শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্ন-যুক্ত-ভুজ-বিশিষ্ট বৈষ্ণব করিলেন এবং বহু শিষ্য সহিত প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরম গুরু শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে মত প্রকাশ জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন। হস্তামলক পশ্চিম খণ্ডে দিগ্বিজয় পূর্ব্বক লোক সকলকে বিষ্ণুর অষ্টাক্ষর মন্ত্রে উপদিষ্ট করিয়া পরম গুরুকে অবগত করিবার উদ্দেশে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন।

এইরূপে দিবাকর আচার্য্য দ্বারা সৌর-মত, ত্রিপুর-কুমার দ্বারা শাক্ত-মত, গিরিজাপুত্র দ্বারা গাণপত্য-মত ও বটুকনাথ দ্বারা ভৈরব-উপাসনা প্রচারিত হয় বলিয়া লিখিত আছে। ইঁহারা সকলেই পরম গুরু শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য।

শঙ্করাচার্য্য কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ-ভাগে কাশ্মীর-

রাজ্যে গমন করেন; এবং তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতী-পীঠে অধিষ্ঠিত হন। তথা হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও অবশেষে কেদারনাথে গিয়া ৩২ বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণত্যাগ করেন।

এবম্প্রকারৈঃ কিল কল্মষঘ্নৈঃ
শিবাবতারস্য শুভৈশ্চরিত্রৈঃ।
দ্বাত্রিংশদস্যোজ্জ্বলকীর্ত্তিরাশেঃ
সমা ব্যতীয়ুঃ কিল শঙ্করস্য॥

মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্করজয়।

উজ্জ্বল-কীর্ত্তি-রাশি-বিশিষ্ট শিবাবতার স্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ পাপ-নাশক শুভ চরিত্র দ্বারা ৩২ বত্রিশ বৎসর গত হইয়াছিল।

জন-প্রবাদে লোকের গুণাগুণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করিতে থাকে এবং শিষ্যেরা নিজ গুরুর দোষ পরিবর্জ্জন ও গুণ পরিবর্দ্ধন করিয়া চরিত বর্ণন করিতে সহজেই প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এ বিষয়ের উদাহরণস্থলের অপ্রতুল নাই। অতএব শঙ্কর স্বামীর যাবতীয় জীবন-বৃত্তান্তের ঐ উভয় দোষে দূষিত হওয়া কোনরূপেই অসম্ভব নয়; প্রত্যুত তাহাতে অনেকানেক কল্পিত কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। তথাচ হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার-সাধন বিষয়ে তাঁহার যে বিশেষরূপ কার্য্যকারিত্ব ছিল ইহা অক্লেশেই উল্লেখ করিতে পারা যায়। তাঁহার বিরচিত বহুতর পুস্তক ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিষ্য-সম্প্রদায় সমুদায়ই ইহার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দুই একটি প্রত্যক্ষ-গোচর বিষয়েও তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তের কোন কোন বিষয়ের পোষকতা করিতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জ্যোশী

মঠে মলয়বর-দেশীয় এক এক জন নম্বরী ব্রাহ্মণ বরাবর পূজারী হইয়া আসিতেছে। শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীরে গমন ও প্রতিপক্ষদিগকে পরাজয় করিয়া যে সরস্বতী-পীঠে উপবেশন করেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ও যাত্রি-গণও তথায় গিয়া ঐ নামের একটি পীঠ-স্থান দেখিতে পায়। তিনি শারীরক ভাষ্য*, দশোপনিষদ-ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য ও ভগবদ্গীতা ভাষ্য প্রস্তুত করেন। ভক্তমালে মোহমুদ্গরও তাঁহারই রচিত বলিয়া লিখিত আছে।

পূর্ব্বে এক বার লিখিত হইয়াছে, মধ্যে দণ্ড-গ্রহণ রহিত হইয়া যায়, পরে শঙ্করাচার্য্য তাহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার প্রধান চারি শিষ্য; পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। পদ্মপাদের দুই শিষ্য; তীর্থ ও আশ্রম, হস্তামলকের দুই শিষ্য; বন ও অরণ্য। মণ্ডনের তিন শিষ্য; গিরি, পর্ব্বত ও সাগর। তোটকের তিন শিষ্য; সরস্বতী, ভারতী ও পুরি। এই শব্দগুলি শুনিলেই অক্লেশে বোধ হইতে পারে, এ সমস্ত তাঁহাদের প্রকৃত নাম নয়, কল্পিত উপাধি-বিশেষ। লিখিত আছে, বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে এই দশ শিষ্যের তীর্থাদি দশটি নাম ও এই দশ জন হইতেই দশনামী সন্ন্যাসীদের তীর্থাদি দশ সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে।

* শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাস-কৃত বেদান্তসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন; তাহার নানাবিধ নাম প্রচলিত আছে, যথা সূত্রভাষ্য, শারীরকভাষ্য, শারীরক-মীমাংসা, উত্তরমীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শন।

त्रिवेणीसङ्गमे तीर्थे तत्त्वमस्यादिलक्षणे।
स्नायात्तत्त्वार्थभावेन तीर्थनामा स उच्यते॥
आश्रमग्रहणे प्रौढ़ आशापाशविवर्जितः।
यातायातविनिर्म्मुक्त एतदाश्रमलक्षणम्॥
सुरम्ये निर्झरे देशे वने वासं करोति यः।
आशापाशविनिर्म्मुक्तोवननामा स उच्यते॥
अरण्ये संस्थितोनित्यमानन्दनन्दने वने।
त्यक्त्वा सर्व्वमिदं विश्वमरण्यलक्षणं किल॥
वासोगिरिवरे नित्यं गीताभ्यासे हि तत्परः।
गम्भीराचलवुद्धिश्च गिरिनामा स उच्यते॥
वसेत् पर्व्वतमूलेषु प्रौढ़ो यो ध्यानधारणात्।
सारात्सारं विजानाति पर्व्वतः परिकीर्त्तितः॥
वसेत् सागरगम्भीरो वनरत्नपरिग्रहः।
मर्य्यादाश्च न लङ्घेयत सागरः परिकीर्त्तितः॥
स्वरज्ञानवशोनित्यं स्वरवादी कवीश्वरः।
संसारसागरे साराभिज्ञोयोहि सरस्वती॥
विद्याभारेण सम्पूर्णः सर्व्वभारं परित्यजेत्।
दुःखभारं न जानाति भारती परिकीर्त्तितः॥
ज्ञानतत्त्वेन सम्पूर्णः पूर्णतत्त्वपदे स्थितः।
परब्रह्मरतोनित्यं पुरिनामा स उच्यते॥

প্রাণতোষিণী। অবধূত-প্রকরণ।

তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণ-যুক্ত ত্রিবেণী-সঙ্গম-তীর্থে যিনি তত্ত্ব-ভাবে স্নান করেন, তাঁহার নাম তীর্থ। যিনি আশ্রম-গ্রহণে পারদর্শী এবং কামনা-বর্জ্জিত হইয়া জন্ম-মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হন, তাঁহাকে আশ্রম বলা যায়। যিনি কামনা

শূন্য হইয়া সুরম্য নির্ঝর-সন্নিহিত বন-স্থলে বাস করেন, তাঁহাকে বন বলে। যিনি আরণ্য-ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদায় সংসার পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ-দায়ক অরণ্য মধ্যে চিরদিন অবস্থিতি করেন, তিনিই অরণ্য। যিনি নিত্য গিরি-নিবাসী, গীতাভ্যাসে তৎপর, এবং গম্ভীর ও অবিচলিত বুদ্ধি-বিশিষ্ট, তাঁহাকে গিরি কহা যায়। যিনি পর্ব্বত-মূলে বাস করেন, ধ্যান ধারণা দ্বারা উন্নতি প্রাপ্ত হন, এবং সারাৎসার ব্রহ্মকে জানেন, তিনি পর্ব্বত নামে খ্যাত হন। যিনি সাগরের ন্যায় গম্ভীর হইয়া স্থিতি করেন, ফল-মূল রূপ বন-রত্ন পরিগ্রহ করেন ও আপন মর্য্যাদা-উল্লঙ্ঘনে বিরত থাকেন তাঁহাকে সাগর বলে। যিনি স্বর জ্ঞান-বিশিষ্ট, স্বর-বাদী, কবীশ্বর ও সংসার-সাগর মধ্যে সার-জ্ঞানী, তিনি সরস্বতী। যিনি বিদ্যা-ভারপরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ করেন, দুঃখ-ভার জানেন না, তিনিই ভারতী। যিনি জ্ঞান-তত্ত্বে পরিপূর্ণ ও পূর্ণ-তত্ত্ব-পদে অবস্থিত, এবং সতত পরব্রহ্মে অনুরক্ত, তাঁহার নাম পুরি।

শঙ্কর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত চারি মঠের মধ্যে শৃঙ্গগিরির মঠে পুরি, ভারতী ও সরস্বতীর, সারদা মঠে তীর্থ ও আশ্রমের, গোবর্দ্ধন মঠে বন ও অরণ্যের এবং জ্যোসী মঠে গিরি, পর্ব্বত ও সাগরের শিষ্য-প্রণালী প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। এখন অরণ্য, একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়; সাগর ও পর্ব্বতও অতি বিরল। প্রত্যেক দশনামী ইহার কোন না কোন মঠের ও কোন না কোন প্রণালীর অন্তর্গত। এই দশ প্রকার সন্ন্যাসীর শ্রেণীর মধ্যে যিনি যে শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তিনি সেই শ্রেণীর নাম প্রাপ্ত হন। দণ্ডী ও সন্ন্যাসীদের বিবরণ মধ্যে সে বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হইবে।

ঐ চারিটি প্রধান মঠ ভিন্ন স্থানে স্থানে অন্য লোকের প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মঠ বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক মঠের এক এক জন অধ্যক্ষ থাকে, তাহার নাম মহন্ত। তথায় শিবাদি দেবতার প্রতি-

মূর্ত্তি স্থাপিত দেখা যায় ও লোকে তথায় আসিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক মঠের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কিছু কিছু ভূ-সম্পত্তি দেওয়া থাকে। মঠ ও সেই সম্পত্তির উপর তদীয় মহন্তের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশে তারকেশ্বর ও ভোট-বাগানের দেবালয় এক একটি মঠ। তদ্ভিন্ন, ইহাদের আখাড়া নামে কতকগুলি স্থান আছে, যথাস্থানে তাহার বিষয় লিখিত হইবে *।

জিজ্ঞাসা করিলে, দশনামীরা অনেকে আপনাদিগকে নির্গুণ-উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু তাঁহাদের বিভূতি প্রভৃতি শৈব-চিহ্ন-ধারণ, শিবালয়ে অবস্থান, নিজ গুরু শঙ্কর স্বামীকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস †, অধিকাংশেরই প্রথমে শিব-মন্ত্র-গ্রহণ, মহিম্নঃ স্তব নামে প্রসিদ্ধ শিব-স্তোত্র-পাঠ মাত্রে অনেকানেক অশিক্ষিত সন্ন্যাসীর

---

* সন্ন্যাসীদের বিবরণ দেখ।

† तस्याहि दुःखशान्त्यर्थं शिवविष्णू च भूतले।
आचार्य्योपाधिगोत्रान्तु कुलाप्यवतरिष्यतः॥
विष्णोराचार्य्यरूपस्य सा च भार्य्या भविष्यति।
आचार्य्यः शङ्कराख्योऽपि कृत्वा सन्न्यासमाश्रमम्॥
उभयौ बौद्धसङ्घस्य नैयायिकमतेन हि।
निवारयिष्यतोबलात् ते मरिष्यन्ति दाहिताः॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তর খণ্ড।

সরস্বতীর দুঃখ নিবারণ উদ্দেশে শিব ও বিষ্ণু কোন আচার্য্য-কুলে অবতীর্ণ হইবেন। সরস্বতী আচার্য্য-রূপ বিষ্ণুর ভার্য্যা হইবেন। শঙ্কর নামক আচার্য্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়ে নৈয়ায়িক মত দ্বারা বৌদ্ধদিগকে নিবারণ করিবেন ও তাঁহাদিগের বল-প্রভাবে তাহারা দগ্ধ হইয়া মরিবে।

উপাসনা-কার্য্যের পর্য্যাপ্তি ইত্যাকার বিবিধ বিষয় তাঁহাদের শিবানু-রাগ ও শিব-পক্ষীয়তা বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। শাস্ত্রেও সুস্পষ্ট লিখিত আছে, মহাদেবই সন্ন্যাসীদের দেবতা।

যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ।

সূতসংহিতা।

মহাদেব সন্ন্যাসীদের দেবতা।

তাঁহাদের প্রতিপক্ষীয় বৈষ্ণবউদাসীনেরাও তাঁহাদিগকে শৈব-মতস্থ বলিয়া জানেন। শৈব-বৈষ্ণবের যে বদ্ধমূল বিরোধ ও যুদ্ধাদির বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বৈরাগীদের সহিত এই দশনামী সন্ন্যাসীদের বিরোধ বই আর কিছুই নয়। ইহাদের অন্তর্গত কতকগুলি লোক নিরবচ্ছিন্ন নির্গুণ-উপাসক অথবা আত্মজ্ঞানী তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের উত্তরোত্তর অংশ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যাইবে। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী বেদান্ত-চর্চ্চা ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান সাধনই তাঁহাদের মুখ্য ধর্ম্ম। ফলতঃ দশনামী-দের বিশ্বাস এই যে, যিনি ব্রহ্ম তিনিই শিব। শিবগীতাতে শিবের নিরাকার সাকার উভয় স্বরূপের একত্র বর্ণনা দ্বারা সে বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

অচিন্ত্যরূপমব্যক্তমনন্তমমৃতং শিবম্।
আদিমধ্যান্তরহিতং প্রশান্তং ব্রহ্ম কারণম্॥
একং বিভুং চিদানন্দমরূপমজমব্যয়ম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশমুমাদেহার্দ্ধধারিণম্॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্।
জটাধরং চন্দ্রমৌলিং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্॥

ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ঞ্চ বরেণ্যমভয়প্রদম্ ।
পরাভ্যামূর্দ্ধহস্তাভ্যাং বিভ্রাণং পরশুং মৃগম্ ॥
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নং স্মেরবক্ত্রসরোরুহম্ ।
ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ॥
এবমাত্মারণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্ ।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ সাক্ষাৎ পশ্যতি মাং জনঃ ॥

শিবগীতা।

অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, অমর, শিব-স্বরূপ, আদ্যন্ত-মধ্য-রহিত, প্রশান্ত, কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম, একমাত্র, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, রূপ-বর্জ্জিত, জন্ম রহিত, অদ্ভুত, শুদ্ধ-স্ফটিক-প্রভ, উমার অর্দ্ধ-দেহ-ধারী, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-পরিধান, নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটাধর, চন্দ্রমৌলি, নাগ-যজ্ঞোপবীত-ধারী, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-রচিত-উত্তরীয়-ধারী, বরণীয়, অভয়-প্রদাতা, দুই উৎকৃষ্ট ঊর্দ্ধহস্ত দ্বারা পরশু এবং মৃগ ধারী, মধ্যাহ্নকালীন কোটি সূর্য্যের ন্যায় আভা-যুক্ত, কোটি-চন্দ্র-তুল্য সুশীতল, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি এই ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট, ঈষৎ-হাস্য-যুক্ত-মুখ-পদ্ম-বিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি ভূষিত, এবং সর্ব্বাভরণ-সক্ত এইরূপ আত্মা যে আমি, আমাকে অরণি করিয়া ও প্রণবকে উত্তর অরণি করিয়া জ্ঞান-মন্থন পূর্ব্বক লোকে আমারে সাক্ষাৎ দেখিতে পায়।

উল্লিখিত দশ প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে অনেকেই কেবল আপন আপন শ্রেণীর নামমাত্র ধারণ করে; স্বধর্ম্মোচিত সাধন ও নিয়মানুষ্ঠান কিছুই করে না। তাহারা নিতান্ত মূর্খ; কেবল তীর্থভ্রমণ ও বিজয়া-ধূম পান করিয়া জীবন-ক্ষেপ করে। বেদান্তানুমত তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুশীলন ইহাদের আদি ধর্ম্ম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পরে ইহারা তন্ত্র ও যোগ-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তদনুসারে অনেকে যোগ সাধন ও অলৌকিক

ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা দৈব শক্তি প্রকাশ করিতেও চেষ্টা পায়। দাবিস্তানে লিখিত আছে, একটি দণ্ডী তিন ঘণ্টা কাল নিশ্বাস রোধ, শিরা হইতে দুগ্ধ নিঃসারণ, কেশ দ্বারা অস্থি-চ্ছেদন ও বোতলের মধ্যে অখণ্ড গণ্ড প্রবেশিত করিতে পারে।

যদিও ইহারা ভিক্ষোপজীবি, কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, ইহাদের অন্তর্গত সম্প্রদায়-বিশেষে সুবিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ইহারা বৈরাগীদের ন্যায় ডোর কৌপীন ধারণ করে ও মৃত্যু ঘটিলে শব দাহ না করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপন অথবা জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহাকেই মৃৎ-সমাধি ও জল-সমাধি বলে।

সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অষ্টমোল্লাস।

সন্ন্যাসীদের মৃত দেহ কদাচ দগ্ধ করিবে না; গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিবে অথবা জলে মগ্ন করিয়া দিবে।

কাশী, মৃজাপুর প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কেহ কেহ একটি প্রস্তরাধারে শব সংস্থাপন করিয়া সমাধি দেয়।

দশনামীদের মধ্যে উত্তম উত্তম পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান গ্রন্থকার হইয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য যে সমস্ত আত্মজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক করেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। আনন্দলহরী ও অমরুশতকও তাঁহার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তদীয় শিষ্য আনন্দগিরিও শঙ্কর দিগ্বিজয় নামে তাঁহার চরিত-গর্ভ একখানি গ্রন্থ রচনা করেন ও তাঁহার কৃত সূত্র-ভাষ্য ও উপনিষদ্ভাষ্য প্রভৃতি সমুদয় ভাষ্যের টীকা প্রস্তুত করিয়া যান। অমরকোষের একজন টীকাকারের নাম

রামাশ্রম। পঞ্চদশী গ্রন্থ ভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বেদ-ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলে বিদ্যারণ্য স্বামী নামে খ্যাত হন।

ইহাঁদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি অধ্যবসায়শালী ও উৎসাহবান্ দেশ-পর্য্যাটকও হইয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য নিজে শিষ্য-গণ সমভিব্যাহারে লইয়া ভারতভূমির দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তরাভিমুখে নানা দেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক উহার উত্তর সীমাবস্থ হিমালয় পর্ব্বত আরোহণ করিয়া কেদারনাথ পর্য্যন্ত গমন করেন। এখনও অনেকে দক্ষিণে সেতুবন্ধ, উত্তরে বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, কৈলাস-পর্ব্বত ও মানসসরোবর এবং পশ্চিমে বেলুচিস্থানের অন্তর্গত হিঙ্গলাজ * পর্য্যন্ত পর্য্যটন করেন ও কেহ বা ভ্রমণোৎসাহে সমধিক উৎসাহিত হইয়া তদপেক্ষায়ও দূর দূরান্তর যাত্রা করিয়া থাকেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভাগীরথভারতী নামে একটি পরমহংসের সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা ঘটে। তিনি স্থল-পথে দক্ষিণে সেতুবন্ধরামেশ্বর, পূর্ব্বদিকে অনেকানেক বন পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক বিবস্ত্র কুকিদের দেশ, পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাবুল, কান্দাহার, হিঙ্গলাজ ও খোরাশান এবং উত্তরে হিমালয়

---

* এই স্থানের সংস্কৃত নাম হিঙ্গলা। ইহা হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ-ভূমি।

ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহামায়া ত্রিগুণা যা দিগম্বরী॥

তন্ত্রচূড়ামণি।

সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র হিঙ্গলাতে পতিত হয়। সেখানে ভীমলোচন ভৈরব এবং কোট্টরীনাম্নী দিগম্বরী ত্রিগুণা মহামায়া বিদ্যমান আছেন।

উত্তরণ পূর্ব্বক ভোট-দেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চীনতাতারের অন্তর্গত ইয়ার্কন্দও পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি কয়েকবার সমুদ্র-পথেও যাত্রা করেন। আমার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিবার ন্যূনাধিক তিন বৎসর পূর্ব্বে এক বার করাচী বন্দরে একটি দঙ্গলী গোসাঁইয়ের অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন পূর্ব্বক আরবের অন্তঃপাতী মস্কট নগরে উপনীত হন এবং তথা হইতে ঐ জাহাজেই দক্ষিণ মুখে যাত্রা করিয়া মরীচ অর্থাৎ মরিশস্ দ্বীপে অবতরণ করেন। তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন ও আদেন নগর অতিক্রম ও লোহিত সাগর প্রবেশ পূর্ব্বক মক্কা নগর দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া ক্রমশঃ উত্তর মুখে চলিয়া যান। কিছু দূর গিয়া তদপেক্ষা একটি বৃহৎ সমুদ্রে পড়েন ও পশ্চিমোত্তর মুখে গমন করিয়া মক্কার পশ্চিমাংশ হইতে যাত্রা করিবার ১৭।১৮ দিবস পরে সমুদ্রতীরস্থ একটি পর্ব্বতের উপর জ্বালামুখী দেখিতে পান *।

খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পুরাণপুরি নামে একটি ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী বিদ্যমান ছিলেন। দেশপর্য্যটনে তাঁহার এরূপ উৎসাহ ছিল যে, তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি কান্যকুব্জ-নিবাসী একটি রাজপুত-জাতীয় ক্ষত্রি-

---

* ঐ জ্বালা-মুখী লিপারি-দ্বীপস্থ ষ্ট্রম্বলি নামক আগ্নেয়-গিরি বলিয়া সহসা বোধ হইতে পারে। পরমহংস বলেন, ঐ পর্ব্বত রুমশাম দেশের অন্তর্গত বা অতি নিকটস্থ। ইটালীর রাজধানী জগদ্বিখ্যাত রোমনগরও উল্লিখিত দ্বীপের সমীপস্থ বটে, অতএব এ অংশে ঐ অনুমানের সহিত তাঁহার কথার অসঙ্গতি হয় না। কিন্তু সে অঞ্চলে শাম নামে কোন দেশ বিদ্যমান নাই। পারসীক ভূগোলে তুর্কিদেশের এক প্রদেশের নাম রুম এবং সীরিয়া ও দমিস্ক নগরের নাম শাম বলিয়া লিখিত আছে।

য়ের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে অর্থাৎ ১৭৫২ অথবা ৫৩ খৃষ্টাব্দে পরিজনের অজ্ঞাতসারে গৃহ পরিত্যাগ



পুরাণপুরি।

পূর্ব্বক বিঠুরে আসিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। ঐ সময়ের পর ও ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে প্রয়াগে আগমন করিয়া

ঊর্দ্ধবাহু হন। তিনি উত্তরে ভোট * অর্থাৎ তিব্বৎ, দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ ও পূর্ব্বদিকে ব্রহ্ম-দেশ পর্য্যন্ত গমন করেন এবং পশ্চিমে সিন্ধু-নদাদি অতিক্রম করিয়া আফগানিস্থান, খোরাসান, কাস্পীয়ন্ সাগরের সমীপস্থ নানা স্থান ও রুশিয়ার অন্তর্গত আস্ত্রাকান প্রভৃতি বিবিধ দেশ, প্রদেশ, নগরাদি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আসিয়া-খণ্ডের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হন। তাহাতেও পরিতৃপ্ত ও প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া ইউরোপীয় রুশিয়ায় প্রবেশ পূর্ব্বক মস্ক-নগর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করেন। তিনি তথা হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমনের সময়ে ও তাহার পরে তুর্কি ইরান, খরক-দ্বীপ, বাহরিন্-দ্বীপ, মক্কা, বোখারা, সমরকন্দ, ভোট প্রভৃতি নানাবিধ দেশ, প্রদেশ, নগর ও গ্রাম ভ্রমণ করিয়া নেত্র-যুগলের তৃপ্তি সাধন করেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি তুর্কি-দেশীয় বস্‌রা নগরে গোবিন্দরাও ও কল্যাণরাও নামে দুইটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি দেখিয়াছি ও আরবদেশীয় মস্কট্ নগরে, তাতার-দেশীয় বাখ্‌নগরে ও খরকদ্বীপে অনেক হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। আর তিনি ইহাও কহিয়াছেন, আসিয়ার অন্তর্গত রুষ-দেশের আস্ত্রাকান-নগরে অনেকগুলি হিন্দুর অবস্থিতি আছে; তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট আদর অবেক্ষা করিয়াছিলেন। কত কত বন পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ও নানা প্রকার অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির মধ্য দিয়া পদ-ব্রজে এত দূর ভ্রমণ করা সাধারণ বীর্য্য ও সাধারণ উৎসাহের কর্ম্ম নয়।

আমাদের ঐ ঊর্দ্ধবাহু ঠাকুরটি অনুগ্রহ করিয়া দুই এক বার রাজ-কার্য্যও করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে সময়ে ভোটদেশের

---

* বাঙ্গালা ভূগোলে যে দেশের নাম তিব্বৎ বলিয়া লিখিত হয়, তাহার প্রকৃত নাম ভোট।

রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে সময়ে তথাকার রাজ-পুরুষেরা তাঁহার দ্বারা গবর্ণর জেনেরল হেস্টিংসের সমীপে রাজ-কার্য্য-সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি সেই সমস্ত লইয়া বারএল্ ও এলিয়ট্ সাহেবের সমক্ষে অর্পণ করিয়া যান। আর এক বার তাঁহাকে কাশী-নগরীতে রাজা চেত সিংহ ও তথাকার রেসিডেণ্ট গ্রেহাম সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর পরে গবর্ণর জেনারল তাঁহাকে আশাপুর নামক এক খানি গ্রাম জায়গীর দেন, এবং তিনি তাহা বরাবর নিষ্কর ভোগ করিয়া আইসেন।

তাঁহার বুদ্ধি, বীর্য্য, সাহস ও অধ্যবসায়ের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি ইউরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, হয় ত, দ্বিতীয় রামমোহন রায় হইয়া উঠিতেন *।—এদেশীয় সভ্যতর নব্য সম্প্রদায়! তোমরা কমলা-দেবীর প্রসাদ-লাভ উদ্দেশে ধূম-ধ্বজ সুচারু সমুদ্র-যানে সুখে শয়ান ও স্বচ্ছন্দে দোলায়মান হইয়া, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ ভোগ উপভোগ পূর্ব্বক, অক্লেশে কমলা-তীর্থ বিলাৎ-ক্ষেত্র দর্শন করিতে পার, ও তথাকার অসহ্য চাকচক্য দর্শনে চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়া, বিলাতীয় বেশ-ভূষাদি ভৌতিক বিষয় মাত্রের অনুকরণ পুরঃসর, আপনাদের অসারবত্তাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হও; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, এ অংশে অশিক্ষিত পুরাণ-

* পুরাণপুরির যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (১) হইতে এ বিষয়টি সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল তাহা ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সঙ্কলিত হয়; তখনও তিনি দেশ-পর্য্যটনে একবারে নিবৃত্ত হন নাই।

(১) Asiatic Researches, vol. v, pp 37-46.

পুরির উৎসাহ, অধ্যবসায়, কৌতূহল ও প্রতিবিধিৎসা অদ্যাপি তোমাদের আদর্শ-ভূমি হইয়া রহিয়াছে। তোমাদের শরীর গুলিই কেবল বামনরূপ ধারণ করিয়াছে এরূপ নহে, মনও তাহার অনুপযুক্ত হয় নাই। "আকারসদৃশী প্রজ্ঞা" কেবল দিলীপেরই হইতে হয় এমন নয়; তাদৃশ কবি উপস্থিত থাকিলে, ভাবান্তরে তোমাদেরও সেইরূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন। শরীর খর্ব্ব*, মন খর্ব্ব, আয়ু অল্প, ইহাতে আর শুভ প্রত্যাশার সম্ভাবনা কি? ভারত-ভূমির প্রকৃতি-সিদ্ধ বল-বীর্য্য দিন দিন ক্ষীণ ও বিলীন হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। শিক্ষায় স্বভাবের ক্ষয় কত পূরণ করিতে পারে? ধর্ম্মনীতির অনুশীলন ও অনুষ্ঠান-শিক্ষা এদেশীয় শিক্ষা-প্রণালীতে সন্নিবেশিত করা রাজপুরুষদের শ্রেয়ঃ বোধ হয় নাই। অতএব সে বিষয়ের ত কথাই নাই। একবারেই মরু-ভূমি! অতর্পণীয় ধন-লোভ ও শূন্য-গর্ভ অভিমান 'বিদ্যারণ্য' অধিকার করিয়াছে। অশেষ দোষাকর পানীয়-দোষে ঐ পূণ্য-ধামের সকল গুণ সংহার ও সকল অকল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছে। উচ্চতর ও মহত্তর গুণ সমুদায় তথায় স্থান পাইতেছে না†। অশি-

---

* পূর্ব্বকালীন গ্রীকেরা যে হিন্দুদিগকে দীর্ঘ-কায়, সাহসী ও আসিয়াখণ্ডের অন্য অন্য সকল জাতি অপেক্ষা রণ-পণ্ডিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহারা এখন ক্ষুদ্র-কায় হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গেল! হায়! দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকার বীরপুরুষদের কুলে কতকগুলি পিপীলিকা জন্মিলাম! এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই! আমাদের সে দিন কি আর ফিরে আস্‌বে না?

† সাধারণ বিষয় সম্বন্ধীয় সকল কথারই প্রায় ব্যভিচার-স্থল থাকে; অতএব এ সকল কথারও নাই এমন নয়। এখন প্রত্যেকে আপনাকে ব্যভিচার-স্থল মনে করিলেই আর প্রতীকার-চেষ্টার সম্ভাবনা থাকে না।

ক্ষিত লোকের কথাই বা কি কহিব? "————ততোঽধিকঃ ?।" উভয় দলের মধ্যেই বাক্য-নিষ্ঠার অসদ্ভাবে পরস্পরের মন পেষণ করিতেছে। মিথ্যা, শঠতা, প্রতারণা ও তন্নিবন্ধন মোকদ্দমায় দেশ-মধ্যে যে কিরূপ অনল জ্বালিয়া দিয়াছে, তা বলিবার নয়। পূর্ব্বকালে যে হিন্দুজাতির ন্যায়পরতা, সত্যবাদিতা, শান্তশীলতা, পান-দোষ-বিহীনতা, ব্যবহার-বিমুখতা * ও সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ-চরিত্রতা দেখিয়া বিদেশীয় লোকে বিস্ময়াপন্ন হইত, যাহাদের মধ্যে ঋণ-দান ও তাদৃশ অন্য অন্য অনেক বৈষয়িক ব্যবহার বিষয়ে খত পত্রাদি লিখন এক সময়ে অপ্রচলিত ছিল, যাহারা ধনাদি রক্ষার্থ কুলুপ দিয়া দ্বার রুদ্ধ করা অনাবশ্যক জানিত † ও শত বৎসর অপেক্ষাও অল্পকাল পূর্ব্বে যাহারা সূর্য্য-সাক্ষী ও ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া অকুণ্ঠিত হৃদয়ে ঋণ প্রদান করিত, এই সেই হিন্দুদের এখন এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল! হায়! কি ভারতভূমিই এ অংশে কি হইয়া গেল! অশিক্ষিত লোকের যতই দুর্গতি হউক না কেন, প্রীতি-নিকেতন শিক্ষিত-সম্প্রদায়! লোকে তোমাদেরই বিস্তর আশা ভরসা করিতে পারে এজন্য তোমাদিগকেই দু কথা বলিতে মন যায়। কিন্তু তোমাদেরই ভাই অপরাধ কি? অকারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কারণসঙ্কর

* মোকদ্দমায় বিমুখতা।

† ন্যূনাধিক দ্বাবিংশতি শতাব্দ পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার ও মিগাস্থিনীস এবং তাঁহাদের সহচর গ্রীকেরা ঐরূপ দেখিয়া চমৎকৃত হন। তাঁহারা ভারতবর্ষের একটি লোককেও মিথ্যা কথা কহিতে শুনেন নাই। এবং কখন যে কেহ কহিয়াছে এমনও জানিতে পারেন নাই। কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ শতাব্দ পূর্ব্বে চীনদেশীয় তীর্থ যাত্রী হিউএনথসঙ্গও হিন্দুদের ঐরূপ সুপবিত্র চরিত্র বর্ণন করিয়া যান।

উপস্থিত হইয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে।—ভাই হে! আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে ও স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে পারি, এদেশ সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের * বর্ত্তমান অবস্থা বিদ্যমান থাকিতে, বাঙ্গালায় পুনরায় আশানন্দের † অসম্ভাবিত উদ্ভব হওয়াও যদি কথঞ্চিৎ সম্ভব হয়, তথাচ একটি রামমোহন রায় আর এখানে জন্মগ্রহণ করিবেন না!! বিশুদ্ধ-বুদ্ধি রাজপুরুষেরা আমাদের প্রকৃত রূপ ব্যাথার ব্যথী হইলে যদিই কিছু প্রতীকার করিতে পারেন, তথাচ অনিবার্য্য নৈসর্গিক দোষ কে নিবারণ করিবে? ভারতবর্ষের ইঙ্গরাজ-রাজত্বের নিত্য সহচর-স্বরূপ স্বাস্থ্যক্ষয়, পাপ-বৃদ্ধি ও দুর্মূল্যতা দোষই বা কি প্রকারে দূরীকৃত হইবে? আবার সর্ব্বাংশে অতি-প্রবলের সহিত অতি দুর্ব্বলের শাস্তৃ-শাসিত সম্বন্ধের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যে সমস্ত কারণ-প্রভাবে আমাদের উল্লিখিত অকল্যাণ-রাশির সঙ্ঘটন হইয়াছে, সেই সমুদায়ের কার্য্য-প্রবাহ নিরন্তর চলিলে, আমাদের বিপৎ-প্রবাহ কোথায় গিয়া শেষ হইবে, কে বলিতে পারে? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! ভাল এক অপ্রাসঙ্গিক শোচনীয় ব্যাপার উত্থাপিত করিয়া অন্তঃকরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলাম। উপায় যে কিছুই দেখিনে। ভেবেও কুল পাই নে। এদেশের উত্তর কালীন অবস্থা পর পর কেবল ধূমাকীর্ণ দেখিতেছি। বিষাদ ও অবসাদ আসিয়া জীবন জড়ীভূত করিল। যেন কুজ্ঝটিকায় হৃদয়-ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।—

---

* জলবায়ু বাল্য-ব্যবহার, শিক্ষা-প্রণালী, অসময়ে ও অতিরিক্ত পরিমাণে পরিশ্রম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও বল-বৃদ্ধির চেষ্টা বিরহ, ধর্ম্মনীতির অনুশীলন ও অনুষ্ঠানে যত্নাভাব, সামাজিক ব্যবস্থা-প্রণালীর দোষসমূহ ইত্যাদি বিষয়ের।

† সুপ্রসিদ্ধ বলবান্ আশানন্দ ঢেঁকির।

—ঘোর দুর্দ্দিন!—অমাবস্যার নিশীথসময়!—বিদ্যুৎ-শূন্য মেঘাচ্ছন্ন তামসী বিভাবরী!!

প্রকৃত প্রস্তাব আর ভুলিয়া থাকা উচিত নয়। দশনামীরা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও সাধন অবলম্বন করিয়া দণ্ডী, পরমহংস, সন্ন্যাসী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। পশ্চাৎ যথাক্রমে সে সমস্ত লিখিত হইতেছে।

দণ্ডী।

যাঁহারা দণ্ড * কমণ্ডলু সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের নাম দণ্ডী। মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা ও ভার্য্যা-বিহীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহার দণ্ডী হইবার অধিকার নাই †। এই রূপ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম

---

* ত্রেটি বংশদণ্ড। সেই বংশের গ্রন্থি সমুদায় হইতে যে সকল শাখা নির্গত হয় তাহা কর্ত্তন করিয়া কিছু কিছু অবশিষ্ট রাখা হইয়া থাকে।

† পিতা, মাতা, শিশু-পুত্র ও যুবতী ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিতে দণ্ডগ্রহণ করিলে, তাহা বিফল হয় ও বিষম প্রত্যবায় জন্মে।

স্থিতায়াং যৌবনযুতকান্তায়াং পরমেশ্বরি।
সর্ব্বং হি বিফলং তস্য যঃ কুর্য্যাদ্দণ্ডধারণম্॥
বিদ্যেতে পিতরৌ দেবি! যঃ কুর্য্যাদ্দণ্ডধারণম্।
সন্ন্যাসং বিফলং তস্য রৌরবাখ্যং গমিষ্যতি॥
বিদ্যতে বালভাবেন যস্য কান্তা সুতস্তথা।
সন্ন্যাসধারণং তস্য বৃথা হি পরমেশ্বরি।
স গুরুশ্চাপি শিষ্যশ্চ রৌরবাখ্যে প্রপদ্যতে॥

নির্ব্বাণ তন্ত্র ত্রয়োদশ পটল।

অবলম্বনে কৃত-সঙ্কল্প হইলে, কোন ভক্তি-ভাজন দণ্ডি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আত্ম-বাসনা অবগত করেন। করিলে, সেই দণ্ডী গুরু প্রশ্নাদি দ্বারা তাঁহাকে সে বিষয়ে নিতান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও যথার্থই পিতা, মাতা, ভার্য্যা, পুত্রাদি-বিবর্জ্জিত জানিতে পারিলে *, যথাবিহিত উপদেশদান ও তদর্থ কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হন।

দণ্ড গ্রহণ ব্যাপারটি শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। গুরু তাঁহার শরীরে ফুৎকার দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, অন্নপ্রাশন ও পুনঃ সংস্কার করিয়া দেন এবং দশাক্ষর মন্ত্র নামে একটি মন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন। এইটি ইহাঁদের মূলমন্ত্র। ইহাঁরা এইটি জপ করিয়া অনেক কার্য্য সাধন করেন। দণ্ড-গ্রহণের সময়ে শিখা ও সূত্র অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে হয়। একটি গুবাকের সহিত সেই শিখা ও যজ্ঞোপবীত সংযোজিত এবং ঘৃত ও মৃত্তিকা দ্বারা বিলেপিত করিয়া যথাবিধানে অগ্নিকুণ্ডে নিঃক্ষেপ করা হয়। তাহা ভস্মীভূত হইলে, শিষ্য ভক্ষণ করেন। করিলে, তৎক্ষণাৎ নরনারায়ণ হইয়া উঠেন এই রূপ লিখিত আছে। এই নিমিত্তই লোকে বলে 'পৈতা পুড়াইয়া ভগবান্ হয়'।

গুরু যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া শিষ্যকে দণ্ড কমণ্ডলু ও গেরুয়া বস্ত্রের কৌপীন প্রদান করেন। ঐ দণ্ডের এক স্থান যজ্ঞোপবীত-জড়িত ও একটু গেরুয়া বস্ত্রে আবৃত থাকে। ঐ দণ্ড গাছটি দণ্ডীদের পরম পদার্থ। তাঁহারা উহার উপরিভাগে মহাকালীর

* উল্লিখিত দুইটি বিষয় জানিবার উদ্দেশে অনেক গুলি ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহার সবিস্তর বিবরণ করিতে গেলে সাতিশয় বাহুল্য হইয়া পড়ে।

পূজা করেন ও তথায় মহামায়া বিদ্যমান আছেন এইরূপ ভাবনা করিয়া থাকেন।

অদ্যাবধি মহামায়াং দণ্ডোপরি বিভাবয়।
কুরু পূজাং মহাকাল্যা দণ্ডোপরি হৃদা ততঃ॥
সাক্ষান্নারায়ণস্ত্বং হি ধর্ম্মাধর্ম্মপরোঽভবঃ।
তব মাতা পিতা স্বামী সর্ব্বং দণ্ডান্তিকে স্থিতম্॥

নির্ব্বাণ তন্ত্র।

অদ্যাবধি দণ্ডের উপরে মহামায়া বিদ্যমান বলিয়া ভাবনা কর ও ঐ দণ্ডের উপরি মহাকালীর মানসী পূজা করিতে থাক। তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত। তোমার মাতা, পিতা, স্বামী সকলই দণ্ড-সন্নিধানে অবস্থিত।

দণ্ডী ও পরমহংসেরা কহেন, দশনামীর মধ্যে তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী ও ভারতীর কিয়দংশ এই সাড়ে তিন শ্রেণী শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত শিষ্য সম্প্রদায়। তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত মতের অনুবর্ত্তী থাকিয়া যথাবিধি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। অবশিষ্ট সাড়ে ছয় শ্রেণী স্বধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া অনেক প্রকার অনুচিত আচরণে অনুরক্ত হইয়াছে। দণ্ডীরা দণ্ডগ্রহণের সময়ে পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ করিয়া একটি নূতন নাম ও উল্লিখিত তীর্থাদি চারি উপাধির একটি উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইহাঁরা নির্গুণোপাসনাই মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া জানেন ও অনেকে তদর্থ প্রণব জপ ও তদুপযুক্ত অন্য অন্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাহাতে অসমর্থ বা অনধিকারী, তাঁহারা শিবাদি কোন সগুণ দেবতার মন্ত্র লইয়া তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত হন।

ইহাঁদের মহাবাক্যগ্রহণ নামে একটি ক্রিয়া আছে। উপনিষদের মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক ও জীবব্রহ্মের অভেদ-বোধক কয়েকটি মহাবাক্য * আছে; ঐ ক্রিয়ায় তাহারই একটি অবলম্বন করিতে হয়।

ইহাঁরা মস্তক মুণ্ডন, শ্মশ্রু পরিত্যাগ ও গেরুয়া বস্ত্র পরিধান এবং বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করেন, ও পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, দণ্ড কমণ্ডলু সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহারা অপরাপর সমুদয় দশনামীর অপেক্ষা শুদ্ধাচারী। প্রতিদিন কমণ্ডলু ও পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করেন, সন্ধ্যাবন্দনাদি কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন এবং প্রতি অমাবস্যাতে অথবা দুই মাস অন্তরে ক্ষৌরী হইয়া থাকেন। ধাতু ও অগ্নি স্পর্শ করেন না, সুতরাং স্বয়ং পাক করিয়া খান না। কোন ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ অর্থাৎ প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণ করেন, অথবা সঙ্গে ব্রহ্মচারী থাকে তাঁহারই হস্তে ভোজন করিয়া থাকেন। দ্বি-ভোজন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অন্ন-গ্রহণ ও আঙ্গরাখা, খেলকা প্রভৃতি স্যূতবস্ত্র পরিধান ইহাঁদের পক্ষে বিধেয় নয়। নগরে বসতি করাও নিষিদ্ধ; উহার সমীপস্থ কোন স্থানে নির্জ্জনে একাকী অবস্থিতি করাই উচিত। কিন্তু ইহাঁদিগকে এই শেষোক্ত নিয়মটি সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে দেখা যায় না। পশ্চাল্লিখিত পরমহংস অবধূত প্রভৃতিকে উক্তরূপ শুদ্ধাচার অবলম্বন করিয়া চলিতে হয় না †।

---

* পরমহংসের প্রস্তাবে মহাবাক্যের বিষয় লিখিত হইবে।

† অধুনাতন দণ্ডি-সম্প্রদায়ের আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অনেকাংশে

দণ্ডীরা শুদ্ধাচারী হইলেও, তন্ত্রের মধ্যে ইঁহাদের গুপ্ত ভাবে মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চতত্ত্বং সদা সেব্যং গুপ্তভাবে জিতেন্দ্রিয়।

প্রাণতোষিণী দণ্ডি-প্রকরণ।

তুমি জিতেন্দ্রিয়; গোপনে মদ্যমাংসাদি পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করিবে।

পূর্ব্বকালীন চতুর্থ আশ্রমেরই অনুরূপ। তাঁহাদের যেরূপ নিয়মাদি লিখিত হইল, পশ্চাল্লিখিত মনু-বচন গুলিতে প্রায় সেই রূপই ব্যবস্থিত রহিয়াছে।

আগারাদভিনিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতোমুনিঃ।

সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥

মনু ৬। ৪১

কমণ্ডলু প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ও মৌনাবলম্বন পুরঃসর সমীপ-প্রাপ্ত সুখদ সামগ্রীতে নিস্পৃহ হইয়া পরিভ্রমণ করিবে।

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।

উপেক্ষকোঽসঙ্কসুকোমুনির্ভাবসমাহিতঃ॥

মনু ৬। ৪৩

অগ্নি-স্পর্শ-পরিত্যাগী, গৃহ-শূন্য, শারীরিক কষ্টাদিতে উপেক্ষাকারী; স্থির-চিত্ত ও পরব্রহ্মে একাগ্রমনা হইয়া অহোরাত্র অরণ্যে অবস্থিতি করিবে; কেবল ভিক্ষার্থ এক একবার গ্রামে যাইবে।

ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসুম্ভবান্।

বিচরেন্নিয়তোনিত্যং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥

মনু ৬। ৫২

ফলতঃ শাক্তদের যেমন পশ্বাচারী ও বীরাচারী নামে দুই সম্প্রদায় আছে, ইহাদেরও সেইরূপ দুই দল আছে শুনিতে পাই। কোন কোন দণ্ডী অতি সংগোপনে মদ্য মাংসাদি ব্যবহার করেন, অপর কেহ কেহ করেন না।

দণ্ডীতে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত উল্লিখিত নিয়ম সমুদায় পরিপালন পূর্ব্বক দণ্ড ত্যাগ করিয়া পরমহংস আশ্রম অবলম্বন করিবে এই রূপ বিধান আছে।

কেশ, নখ ও শ্মশ্রু পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কর্ত্তিত করিয়া রাখিবে এবং দণ্ড-কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে লইয়া ও কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া নিয়ত ভ্রমণ করিবে।

এককালঞ্চরেদ্ভৈক্ষং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষে প্রসক্তোহি যতির্বিষয়েষ্বপি সজ্জতি॥

মনু ৬। ৫৫

প্রাণ-ধারণার্থ দিনে একবার মাত্র ভিক্ষা করিবে, কিন্তু প্রচুর ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে না। যতি ভিক্ষাসক্ত হইলে পরে বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে।

বিধূমে সন্নমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
বৃত্তে শরাবসম্পাতে ভিক্ষা নিত্যং যতিশ্চরেৎ॥

মনু ৬। ৫৬

রন্ধনের ধূম রহিত হইলে, মুষলাঘাত (অর্থাৎ ধান ভানা) নিবৃত্ত হইলে, চুল্লীর অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, লোকের ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, এবং শরাব (অর্থাৎ ভোজন-পাত্র) পরিত্যক্ত হইলে, যতিতে প্রতিদিন ভিক্ষা করিবে।

দ্বাদশাব্দস্য মধ্যে তু যদি মৃত্যু র্ন জায়তে।
দণ্ডং তোয়ে বিনিঃক্ষিপ্য ভবেৎ পরমহংসকঃ॥

দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যদি মৃত্যু-ঘটনা না হয়, তাহা হইলে জলের মধ্যে দণ্ড নিঃক্ষেপ করিয়া পরমহংস হইবে।

কিন্তু অনেককে ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে দণ্ড ত্যাগ ও অন্য অন্য অনেককে উহার বহু দিন পরেও দণ্ডাশ্রমে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়।

দণ্ডীদিগের অগ্নি-স্পর্শ নিষিদ্ধ, অতএব তাঁহারা শবদাহ করিতে পারেন না। হয় মৃত্তিকাতে খনন করেন, নয় কোন দেব-নদীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

কাশী ইঁহাদের প্রধান স্থান। তাহার অন্তর্গত কোন কোন স্থানে শত শত দণ্ডী ও পরমহংস একত্র দেখিতে পাওয়া যায়।



অলাভে ন বিষাদী স্যাল্লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ॥

মনু ৬। ৫৭

ভিক্ষাদি না পাইলে বিষণ্ণ হইবে না, লাভ হইলেও হৃষ্ট হইবে না। প্রাণধারণ মাত্রের উপযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। দণ্ড কমণ্ডলু-রূপ সম্পত্তিতেও আসক্তি-শূন্য হইবে, অর্থাৎ তাহার মধ্যেও এই কুৎসিত বস্তুটি ত্যাগ করি অথবা এই মনোহর বস্তুটি গ্রহণ করি ইত্যাদি প্রসঙ্গও করিবে না।

ঘরবারী দণ্ডী।

ইহারা দণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ থাকিলেও, স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসার করে ও কৃষি-কর্ম্মাদি বিষয়-কর্ম্মও করিয়া থাকে। ইহারা পূর্ব্ব-লিখিত দশনামের অন্তর্গত তীর্থ আশ্রমাদি উপাধি ধারণ করে ও মধ্যে মধ্যে দণ্ড, কমণ্ডলু, গেরুয়া বস্ত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ ও ভিক্ষা পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ও বিশেষতঃ কাশী জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোকের বসতি আছে। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি চলিয়া থাকে। অপরাপর গৃহস্থ লোকের যেমন স্বগোত্রে বিবাহ করিতে নাই, ইহাদেরও সেইরূপ নিজ মঠের দণ্ডি-গৃহে পাণি গ্রহণ করা বিধেয় নয়। সারদা মঠের অন্তর্গত তীর্থ ও আশ্রমে শৃঙ্গগিরি মঠের ভারতী ও সরস্বতীর গৃহে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু আপন মঠের কোন দণ্ডি-কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে পারে না।

দণ্ডী অথচ গৃহস্থ এ কথাটি আপাততঃ সুবর্ণময় পাষাণ-পাত্রের মত অসঙ্গত ও কৌতুকাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বোধ হয়, কোন কোন সুরসিক দণ্ডী স্ত্রীলোকবিশেষের মধুর ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া এই কৌতুক ঘটাইয়াছেন। সন্ন্যাসীদের মুখেও এ বিষয়ের এইরূপ কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।

কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস।

সূতসংহিতার জ্ঞানযোগ-খণ্ডে চারি প্রকার সন্ন্যাসীর বিবরণ, সন্নি-বেশিত আছে; কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। যদিও পরমহংসেরা তত্ত্ব-জ্ঞানাবলম্বী, কিন্তু সূতসংহিতাতে মহাদেব পরমহংসাদি সমুদয় শৈব-সন্ন্যাসীর আশ্রম-দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত শৈব-সম্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে তাঁহাদেরও বৃত্তান্ত লিখিত হইল।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থানাং ব্রহ্মা দেবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে স্যুর্যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্থানামাদিত্যো দেবতা মতা।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু পূজ্যঃ সন্ন্যাসিনাং হরঃ॥

সূতসংহিতা জ্ঞানযোগ-খণ্ড।

ব্রহ্মচারীদিগের দেবতা ব্রহ্মা, গৃহস্থদিগের সকল দেবতাই পূজ্য, সন্ন্যাসী-দিগের দেবতা মহাদেব, এবং বানপ্রস্থদিগের দেবতা সূর্য্য। অতএব সন্ন্যাসীরা সর্ব্বকালে শিবের পূজা করিবেন।

কুটীচক ও হংসেরা শিব-লিঙ্গ অর্চ্চনা করেন, বহূদকেরা দেব-পূজায় প্রবৃত্ত হন, পরমহংসেরা কেবল প্রণব-জপ ও জ্ঞানানুশীলন করিয়া থাকেন। সূতসংহিতার জ্ঞান-যোগ-খণ্ড হইতে ইহাঁদের ক্রিয়ানুষ্ঠানের বৃত্তান্ত পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে।

কুটীচকস্য সন্ন্যাস্য স্বে স্বে বেশ্মনি নিত্যশঃ।
ভিক্ষামাদায় ভুঞ্জীত স্ববন্ধূনাং গৃহেঽথবা॥
শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥

सर्व्वाङ्गोद्धूलनं कुर्य्यात् त्रिपुण्ड्रञ्च त्रिसन्धिषु।
शिवलिङ्गार्च्चनं कुर्य्यात् श्रद्धयैव दिने दिने॥

কুটীচকে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে বা স্ববন্ধু-গৃহে অবস্থিতি করিবে, এবং ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে থাকিবে। শিখাবিশিষ্ট, যজ্ঞোপবীত-যুক্ত, ত্রিদণ্ড-কমণ্ডলুধারী, কাষায়-বস্ত্র-পরিধান ও শুদ্ধাচারী থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবে। ত্রিসন্ধ্যা সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন ও ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে এবং প্রতি দিবস শ্রদ্ধা-সহকারে শিব-লিঙ্গ অর্চ্চনা করিতে থাকিবে।

बहूदकस्य सन्न्यास्य बन्धुपुत्रादिवर्ज्जितः।
सप्तागारं चरेत् भैक्ष्यं एकान्नं परिवर्ज्जयेत्॥
गोवालरज्जु सम्बद्धं त्रिदण्डं शिक्यमद्भुतम्।
पात्रं जलपवित्रञ्च कौपीनञ्च कमण्डलुम्॥
आच्छादनं तथा कन्थां पादुकां छत्रमद्भुतम्।
पवित्रमजिनं सूचीं पक्षिणीमक्षसूत्रकम्॥
योगपट्टं वहिर्वस्त्रं मृत्खनित्रीं कृपाणिकाम्।
सर्व्वाङ्गोद्धूलनं तद्वत् त्रिपुण्ड्रञ्चैव धारयेत्॥
शिखी यज्ञोपवीती च देवताराधने रतः।
स्वाध्यायी सर्व्वदा वाचमुत्सृजेत् ध्यानतत्परः॥
सन्ध्याकालेषु सावित्रीं जपन् कर्म्म समाचरेत्॥

বহূদকে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ও বন্ধুপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সাত গৃহে ভিক্ষা করিবে; এক গৃহস্থের অন্ন-গ্রহণ করিবে না। গো-পুচ্ছ-লোমের রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিক্য, জল-পূত পাত্র, কৌপীন, কমণ্ডলু, গাত্রাচ্ছাদন, কন্থা, পাদুকা, ছত্র, পবিত্র চর্ম্ম, সূচী, পক্ষিণী, রুদ্রাক্ষমালা, যোগপট্ট, বহির্বাস, খনিত্রী ও কৃপাণ গ্রহণ করিবে। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন এবং ত্রিপুণ্ড্র, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় রত হইয়া ও সর্ব্বদা বাক্য

পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তনে তৎপর হইবে এবং সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী-জপ সহকারে স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবে।

हंस: कमण्डलुं शिक्यं भिक्षापात्रं तथैव च।
कन्थां कौपीनमाच्छाद्यमङ्गवस्त्रं बहि:पटम्॥
एकन्तु वैणवं दण्डं धारयेन्नित्यमादरात्।
त्रिपुण्ड्रोद्धूलनं कुर्य्यात् शिवलिङ्गं समर्च्चयेत्॥
अष्टग्रासं सकृन्नित्यमश्नीयात् सशिखं वपेत्।
सन्ध्याकालेषु सावित्रीजपमध्यात्मचिन्तनम्॥
तीर्थसेवां तथा कृच्छ्रं तथा चान्द्रायणादिकम्।
कुर्व्वन् ग्रामैकरात्रेण न्यायेनैव समाचरेत्॥

হংসে কমণ্ডলু, শিক্য, ভিক্ষা-পাত্র, কন্থা, কৌপীন, আচ্ছাদন, অঙ্গ-বস্ত্র, বহির্বাস, এবং বংশ-দণ্ড সতত যত্ন পূর্ব্বক ধারণ করিবে; অঙ্গেতে ভস্ম লেপন, ত্রিপুণ্ড্র ধারণ ও শিব-লিঙ্গ অর্চ্চনা করিবে; প্রতি দিবস একবার মাত্র আট গ্রাস ভোজন করিবে; শিখা সহিত সমুদয় কেশ মুণ্ডন করিবে; সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী-জপ ও অধ্যাত্ম-চিন্তন করিবে; এবং তীর্থ সেবা কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান সহকারে এক রাত্রি মাত্র গ্রামে অবস্থিতি করিবে ও ন্যায়-যুক্ত আচরণ করিতে থাকিবে।

परमहंसस्त्रिदण्डञ्च रज्जुं गोवालमिश्रितम्।
शिक्यं जलपवित्रञ्च पवित्रञ्च कमण्डलुम्॥
पच्छिणीमजिनं सूचीं मृत्खनित्रीं कृपाणिकाम्।
शिखां यज्ञोपवीतञ्च नित्यकर्म्म परित्यजेत्॥
कौपीनं छादनं वस्त्रं कन्थां शीतनिवारिकाम्।
योगपट्टं बहिर्वस्त्रं पादुकां छत्रमक्षतम्॥

অক্ষমালাঞ্চ গৃহ্ণীয়াৎ বৈণবং দণ্ডমব্রণম্।
অগ্নিরিত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাদুদ্ধূলনং মুদা॥
ওমিতি চ ত্রিভিঃ প্রোচ্য পরমহংসস্ত্রিপুণ্ড্রকম্॥

পরমহংসে ত্রিদণ্ড, গো-বাল-মিশ্রিত রজ্জু, জল-পবিত্র শিক্য, পবিত্র কমণ্ডলু, পক্ষিণী, অজিন, সূচী, মৃৎখনিত্রী, কৃপাণ, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও নিত্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। কৌপীন, আচ্ছাদন-বস্ত্র, শীত-নিবারিকা কন্থা, যোগপট্ট, বহির্ব্বাস, পাদুকা, ছত্র, অক্ষমালা ও বংশ-দণ্ড গ্রহণ করিবে, "অগ্নি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গে ভস্ম লেপন করিবে ও তিন বার "ওঁ" উচ্চারণ করিয়া ত্রিপুণ্ড্র করিবে *।

অতিভোজন করিলে ও রিপু-পরতন্ত্র হইলে, যোগাভ্যাসে মনঃসংযোগ হয় না, এজন্য পরমহংসদের অপরিমিত আহার এবং কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

মাধুকরমথৈকান্নং পরমহংসঃ সমাচরেৎ।
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ॥
তস্মাদ্যোগানুগুণ্যেন ভুঞ্জীত পরমহংসকঃ।
অভিশস্তং সমুৎসৃজ্য সার্ব্ববর্ণিকমাচরেৎ॥

---

* কিন্তু নির্ণয়সিন্ধুতে লিখিত আছে,

পরমহংসস্যৈকদণ্ড এব সোঽপ্যবিদুষঃ।
বিদুষান্তু সোঽপি নাস্তি।
ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংস ইতি।

নির্ণয়সিন্ধু।

পরমহংসে একটি দণ্ড ধারণ করিবে, কিন্তু জ্ঞানবান্ পরমহংসদের পক্ষে তাহাও বিধেয় নয়। পরমহংসে দণ্ড, শিখা ও আচ্ছাদন ধারণ করিবে না।

পরমহংসেরা নানা স্থান হইতে অল্প অল্প ভৈক্ষ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক একবারমাত্র আহার করিবে। অনাহারী এবং অত্যাহারী উভয়েরই যোগ সম্ভবে না, অতএব পরমহংসেরা যোগানুরূপ ভোজন করিবে এবং নিন্দিত আচরণ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-বর্ণোচিত ব্যবহার করিতে থাকিবে।

स्नानं शौचमभिध्यानं सत्यानृतविवर्ज्जनम्।
कामक्रोधपरित्यागं हर्षरोषविवर्ज्जनम्॥
लोभमोहपरित्यागं दम्भदर्पादिवर्ज्जनम्।
चातुर्म्मास्यञ्च सर्व्वेषां वदन्ति ब्रह्मवादिनः॥

ব্রহ্মবাদীরা বলেন, কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংসে স্নান, শৌচাচার ও অভিধ্যান করিবে এবং বাণিজ্য, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, রোষ, লোভ, মোহ, দম্ভ, দর্প প্রভৃতি পরিত্যাগ ও চাতুর্ম্মাস্যের অনুষ্ঠান করিবে।

এই চারি প্রকার সন্ন্যাসীই মোক্ষাভিলাষী। কুটীচক, বহূদক ও হংসেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় গায়ত্রী জপ করেন ; পরমহংসেরা কেবল প্রণব-জপে প্রবৃত্ত থাকেন।

कुटीचकाश्च हंसाश्च तथैव च बहूदकाः।
सावित्रीमात्रसम्पन्नाः भवेयुर्म्मोक्षकारणात्॥
प्रणवाद्यास्त्रयोवेदाः प्रणवे पर्य्यवस्थिताः।
तस्मात् प्रणवमेवैकं परमहंसः सदा जपेत्॥
विविक्तदेशमाश्रित्य सुखासीनः समाहितः।
यथाशक्ति समाधिस्थोभवेत् सन्न्यासिनां वरः॥

কুটীচক, হংস এবং বহূদক ইহাঁরা মোক্ষ-লাভ উদ্দেশে গায়ত্রীমাত্র উপাসনা করিবেন। বেদ-ত্রয় প্রণব-মূলক, এবং প্রণবেতেই তাহাদের পর্য্যবসান,

অতএব পরমহংসে সর্ব্বদা প্রণবমাত্র জপ করিবে। সন্ন্যাসি-প্রধান পরমহংসে নির্জ্জন দেশে সমাহিত ও মনের সুখে উপবিষ্ট থাকিয়া যথাশক্তি সমাধিস্থ হইবে।

উপনিষদের মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ-বোধক ও জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদক কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বাক্য আছে; তাহাকে মহাবাক্য বলে; যেমন

অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

এই জীবাত্মা ব্রহ্ম।

অহং ব্রহ্মাস্মি।

আমি ব্রহ্ম।

তত্ত্বমসি।

তুমি সেই ব্রহ্ম।

জ্ঞানাপন্ন পরমহংসেরা ইহার কোন না কোন মহা-বাক্য অবলম্বন ও তদর্থ-চিন্তন করিয়া আত্ম-জ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকেন। দ্বৈত-বাদীরা যেমন হরি হরি, রাধে রাধে বা দুর্গা তারা প্রভৃতি ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করেন, ইহাঁদের মধ্যেও অনেকে সেইরূপ মধ্যে মধ্যে জীবেশ্বরের অভেদ প্রতিপাদক সোঽহং শিবোঽহং ইত্যাদি বাক্য উল্লেখ করিয়া আপনাদের তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বনের পরিচয় প্রদান করিতে থাকেন।

পরমহংসদের এক একটি দল আছে, তাহাকে মণ্ডলী কহে। যেমন মঠের অধ্যক্ষকে মহন্ত বলে, সেইরূপ পরমহংস-মণ্ডলীরও এক জন অধ্যক্ষ বা কর্ত্তা থাকেন, তাঁহার নাম স্বামী। ঐরূপ মণ্ডলী বদ্ধ পরমহংসেরা কখন গৃহ-বিশেষে অবস্থিতি করেন, কখন বা তীর্থ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া থাকেন।

উক্ত চারি প্রকার উপাসকের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াও একরূপ নয়। নির্ণয়সিন্ধুতে কুটীচককে দাহ, বহূদককে জল-তারণ ও হংসকে জলে

নিক্ষেপ, এবং পরমহংসকে খনন করিবার ব্যবস্থা আছে*, কিন্তু বায়ুসংহিতাতে লিখিত আছে, পরমহংস ভিন্ন অন্য তিন প্রকার সন্ন্যাসীকে খনন করিয়া পরে দাহ করিবে।

मृते न दहनं कार्य्यं परमहंसस्य सर्व्वदा।
कर्त्तव्यं खननं तस्य नाशौचं नोदकक्रिया॥
अश्वत्थस्थापनं कार्य्यं तद्देशेऽध्वर्य्युना मुने।
अश्वत्थे स्थापिते तेन स्थापितो हि महेश्वरः॥
अन्येषामपि भिक्षूणां खननं पूर्व्वमाचरेत्।
पश्चाद्गृहीत्वा यथाशास्त्रं कुर्य्याद्दहनमुत्तमम्॥

পরমহংসের মৃত্যু হইলে, দাহ না করিয়া খনন করিবে। তাঁহার অশৌচ নাই, জল-ক্রিয়াও নাই। হে মুনি! অধ্বর্য্যু সেই স্থানে অশ্বত্থ রোপণ করিবেন। অশ্বত্থ স্থাপন করিলে তাঁহার শিব-স্থাপন করা হয়। অন্য অন্য সন্ন্যাসীকে প্রথমে খনন করিবে, পশ্চাৎ শব গ্রহণ করিয়া যথাশাস্ত্র দাহন করিবে।

এই চারি প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে পরমহংসকেই সচরাচর দৃষ্টি করা যায়। অপর তিন প্রকারকে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরমহংস দুই প্রকার; দণ্ডি-পরমহংস ও অবধূত-পরমহংস। যাঁহারা দণ্ড ত্যাগ করিয়া পরমহংসাশ্রম অবলম্বন করেন, তাঁহারা দণ্ডি-পরম-

---

* कुटीचकं च प्रदहेत् तारयेच्च बहूदकम्।
हंसं जले तु निःक्षिप्य परमहंसं प्रपूरयेत्॥
निर्णयसिन्धु।

কুটীচককে দাহ, বহূদককে জল-তারণ, হংসকে জলে নিক্ষেপ, এবং পরমহংসকে খনন করিবে।

হংস। আর যাঁহারা অবধূতী বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পরে পরমহংস হন, তাঁহাদের নাম অবধূত-পরমহংস। অবধূতী বৃত্তির বিষয় পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

যদিও ইহাঁরা ওঁকার-উপাসক ও তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বী, তথাচ প্রয়োজন হইলে, কেহ কেহ দেব-প্রতিমূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন, কিন্তু তাঁহাকে নমস্কার করেন না। ইহাঁদের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি বীরাচার অবলম্বন অর্থাৎ সুরা পান করিয়া থাকেন।

কুলাচার-পরায়ণ দণ্ডী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া সুরা-পানাদি করেন, তাহার নাম মহাবিদ্যা। কিন্তু সকল দণ্ডী ও পরমহংসে এরূপ আচরণ করেন না। সত্যানন্দ সরস্বতী নামে একটি পরমহংস আমার সম্মুখে ঐ মহাবিদ্যার যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন। দণ্ডী পরমহংস ব্যতিরেকে অন্য অন্য ব্যক্তি তাদৃশ মতাবলম্বী হইলে, ঐ চক্রে উপবেশন করিতে পায়।

কাশী ইহাঁদের প্রধান স্থান। তাহার অন্তর্গত কোন কোন স্থানে শত শত দণ্ডী ও পরমহংস একত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসী।

(অবধূত)

যে সমস্ত জটা ও শ্মশ্রু-ধারী শৈব উদাসীন সচরাচর সন্ন্যাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা আপনাদিগকে অবধূত ও আপনাদের বৃত্তিকে অবধূতী বৃত্তি বলিয়া পরিচয় দেয় *।

তন্ত্রকারেরা কহেন, কলিযুগে বেদোক্ত সন্ন্যাসাশ্রম নিষিদ্ধ। তন্ত্রোক্ত অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাসাশ্রম।

ভিক্ষুকেऽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তদণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তত্শ্রৌতসংস্কৃতিঃ॥

---

* যে সকল শৈব উদাসীন দণ্ডীদের ন্যায় অমাবস্যায় মস্তকাদি মুণ্ডন না করিয়া সচরাচর জটা ও শ্মশ্রু ধারণ করেন এবং এই প্রস্তাবের মধ্যে লিখিত নিয়মানুসারে যাঁহাদের সন্ন্যাস-গ্রহণ, ষট্‌কর্ম্ম-সাধন ও নানাবিধ বৃত্তি অবলম্বন করা হয়, তাঁহাদিগকেই অবধূত ও তাঁহাদের বৃত্তিকেই অবধূতী বৃত্তি বলে।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি অবধূতো যথা ভবেৎ।
বীরস্য মূর্ত্তিং জানীয়াৎ সদা তত্ত্বপরায়ণঃ॥
যদ্রূপং কথিতং সর্ব্বং সন্ন্যাসধারণং পরম্।
তদ্রূপং সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রকুর্য্যাৎ বীরবল্লভম্॥
দণ্ডিনো মুণ্ডনং চামাবস্যায়ামাচরেদ্ যথা।
তথা নৈব প্রকুর্য্যাত্তু বীরস্য মুণ্ডনং প্রিয়ে॥
অসংস্কৃতং কেশজালং মুক্তালম্বিকচোচ্চয়ম্।
অস্থিমালাবিভূষা বা রুদ্রাক্ষানপি ধারয়েৎ॥

শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র অষ্টমোল্লাস।

দিগম্বরী বা বীরেন্দ্রশ্বাথ বা কৌপিনী ভবেৎ।
রক্তচন্দনসিক্তাঙ্গং কুর্য্যাদ্ভস্মাঙ্গভূষণম্॥

নির্ব্বাণ তন্ত্র চতুর্দ্দশ পটল।

দেবি! যে রূপে অবধূত হয়, বলিতেছি শুন। তিনি সতত পঞ্চতত্ত্ব-সেবায় তৎপর থাকিয়া বীর * স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিবেন। সন্ন্যাস সংক্রান্ত সমস্ত উৎকৃষ্ট বিষয়ের যেরূপ বিবরণ করিয়াছি, তিনি সেই রূপ বীর-প্রিয় ভাবে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। দণ্ডী সকলে অমাবস্যার দিনে যেরূপ মস্তক মুণ্ডন করেন, প্রিয়ে! বীরাবধূতে সেরূপ করিবে না। অসংস্কৃত কুন্তল-রাশি ও লম্বমান মুক্ত-কেশ সমূহ ধারণ করিবে। অস্থি-মালায় শোভিত হইবে বা রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিবে। বীর-শ্রেষ্ঠ অবধূতে বিবস্ত্র থাকিবে বা কৌপীন ধারণ করিবে এবং শরীরে রক্তচন্দন ও ভস্ম লেপন করিতে থাকিবে।

শৈব-সম্প্রদায়ে রুদ্রাক্ষ মালার বড় গৌরব। অনেকে মস্তকে কর্ণ যুগলে, গল-দেশে, বাহুদ্বয়ে ও প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা ব্যবহার করে। কেহ কেহ রুদ্রাক্ষের মুকুট প্রস্তুত করিয়া মস্তকে ধারণ করিয়া থাকে।

তন্ত্রে চারি প্রকার অবধূতের বৃত্তান্ত আছে; ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, ভক্তাবধূত ও হংসাবধূত।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়:।
গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়: প্রিয়ে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র চতুর্দ্দশোল্লাস।

---

* এস্থলে বীর শব্দের অর্থ বীরাচার-বিশিষ্ট। শাক্ত সম্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে সে বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবে।

তত্ত্বজ্ঞে! কলিকালে সন্ন্যাসাশ্রমে বেদোক্ত দণ্ড ধারণের বিধান

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি যে সমস্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম-মন্ত্র গ্রহণ করে, তাহারা গৃহস্থ হইলেও যতি বলিয়া পরিগণিত হয়।

পূর্ণাভিষেকবিধিনা সংস্কৃতা যে চ মানবাঃ।
শৈবাবধূতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়াঃ কুলার্চ্চিতে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র চতুর্দ্দশোল্লাস।

যে সকল লোকে পূর্ণাভিষেকের নিয়মানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সেই সমস্ত শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির নাম শৈবাবধূত।

ভক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ স্মৃতঃ॥

প্রাণতোষিণী-ধৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্র-বচন।

ভক্তাবধূত দুই প্রকার; পূর্ণ ও অপূর্ণ। পূর্ণ ভক্তাবধূতকে পরমহংস ও অপূর্ণকে পরিব্রাজক বলে।

চতুর্থানবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।
ত্রয়োঽন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ॥
হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বিধত্তে পরিগ্রহম্।
প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেৎ নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ॥
ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ॥
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নির্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যান্নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ॥
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণা।
মুক্তোবিমুক্তোনির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ॥

প্রাণতোষিণী-ধৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্র-বচন।

চারি প্রকার অবধূতের মধ্যে চতুর্থকে তুরীয় বলে। অন্য তিন প্রকার অবধূত যোগ ভোগ উভয়েতেই রত। তাঁহারা মুক্ত ও শিবতুল্য। হংসাবধূতে

নাই *; কেন না তাহা শ্রৌত সংস্কার। শৈব সংস্কার দ্বারা যে অবধূতাশ্রমগ্রহণ, তাহাই কলিতে সন্ন্যাসগ্রহণ †।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সামান্য বর্ণ সকলেরই অবধূতাশ্রম অবলম্বনে অধিকার আছে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা॥

প্রাণতোষিণী-ধৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্র বচন।

স্ত্রীসঙ্গ ও দান গ্রহণ করিবে না; যদৃচ্ছা-ক্রমে যাহা কিছু পায় তাহাই ভক্ষণ করিবে; নিষেধ বিধি কিছুই মানিবে না। ঐ তুরীয়াবধূতে স্বজাতির চিহ্ন ও গৃহাশ্রমের ক্রিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিবে এবং সঙ্কল্প-বর্জ্জিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে থাকিবে। সর্ব্বদা আত্ম-ভাবেতে সন্তুষ্ট, শোক-মোহ-রহিত, গৃহশূন্য, তিতিক্ষা-যুক্ত, লোক-সংসর্গ-বর্জ্জিত ও নিরুপদ্রব হইবে। তাঁহার ধ্যান-ধারণাও নাই, ভক্ষ্য-পানীয় নিবেদন করাও নাই। তিনি মুক্ত, বিমুক্ত, নির্ব্বিবাদ হংসাচার-পরায়ণ ও যতি।

* কিন্তু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মলমাসতত্ত্বের মধ্যে লিখিয়াছেন, কলিতে যে সন্ন্যাস-গ্রহণের নিষেধ আছে তাহা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি, ব্রাহ্মণের প্রতি নয়।

† এ দিকে আবার গৃহাশ্রমী সাধক-বিশেষকেও অবধূত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

অবধূতশ্চ দ্বিবিধো গৃহস্থশ্চ চিরানুগঃ।
সচেলশ্চাপি দিগ্বাসাবিধিযোনিবিহারবান্॥
সদারঃ সর্ব্বদারস্থো অট্টহাসী দিগম্বরঃ।
গৃহাবধূতো দেবেশি দ্বিতীয়স্তু সদাশিবঃ॥

প্রাণতোষিণী-ধৃত মুণ্ডমালাতন্ত্র-বচন।

দেবেশি! অবধূত দুই প্রকার; গৃহস্থ ও উদাসীন। বস্ত্র-ধারী বা বিবস্ত্র, দার-পরিগ্রাহী, যথাবিধি সর্ব্ব-স্ত্রীগামী ও অট্টহাস-যুক্ত, গৃহস্থ অবধূত দ্বিতীয় সদাশিব-স্বরূপ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সামান্য এই পঞ্চ প্রকার বর্ণেরই কুলাবধূত হইবার অধিকার আছে।

বৃদ্ধ পিতা মাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশু পুত্র বিদ্যমান থাকিতে অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিতে নাই।

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র অষ্টম উল্লাস।

বৃদ্ধ পিতা মাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশু পুত্র পরিত্যাগ করিয়া অবধূতাশ্রম অবলম্বন করিবেনা।

নামসন্ন্যাস।

যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হন * প্রথমে তিনি গুরু-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করিয়া নমঃ শিবায় বা ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্র গ্রহণ করেন, এবং আপনার পূর্ব্ব নাম বিসর্জ্জন দিয়া একটি নূতন নাম ও গিরি, পুরি, ভারতী, বন,

---

* লোকে তিন প্রকারে সন্ন্যাসী হয়।

১—কেহবা কোন কারণে সংসারের উপর বিরক্ত ও গৃহ হইতে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বন করে।

২—কোন গৃহী ব্যক্তি নিঃসন্তান হইলে ভক্তি-ভাজন সন্ন্যাসিবিশেষের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া এইরূপে মানসিক করে যে, যদি আমার পুত্রসন্তান হয়, তাহা হইলে আপনার নিকট তাহাকে সমর্পণ করিব। সন্ন্যাসী এইরূপে যে বালকটি প্রাপ্ত হন, তাহাকে প্রতিপালন করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম উপদেশ দেন।

৩—কোন কোন সন্ন্যাসী কোন নির্দ্ধন গৃহস্থের নিকট হইতে বালক ক্রয় করিয়া নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই তিন প্রকারের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রকার সন্ন্যাসীই অধিক।

অরণ্য, পর্ব্বত, সাগর এই সাত উপাধির অন্তর্গত একটি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন *। ইহাকেই নামসন্ন্যাস কহে।

নামসন্ন্যাসী গুরু উপদেশ অনুসারে উপাসনা ও তীর্থ-ভ্রমণাদি করিতে প্রবৃত্ত হন ও কিছু দিন পরে পশ্চাল্লিখিত ছয় প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য একটি মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইহাকে কর্ম্মসন্ন্যাস বলে।

কর্ম্মসন্ন্যাস বা ষট্‌কর্ম্ম।

উহা গ্রহণ করিবার সময়ে দেব, ঋষি ও পিতৃ-লোকের অর্চ্চনা, আত্ম-শ্রাদ্ধ ও বীজহোম নামে একটি হোমের অনুষ্ঠান করিয়া শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিতে হয় †। শূদ্রের যজ্ঞোপবীত নাই, অতএব তাঁহার শিখা-ত্যাগ করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়।

ততঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ।
শিখাসূত্রপরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥

---

* ইহাদের এই সাত প্রকার নাম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে বটে, কিন্তু এখন গিরি, পুরি ও ভারতী ভিন্ন অন্য অন্য নামধারী সন্ন্যাসী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

† সন্ন্যাসীরা নামসন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে শিখা ও সূত্র পরিত্যাগ করেন। অতএব কর্ম্মসন্ন্যাসের সময়ে প্রথমে একবার যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহাঁরাও দণ্ডীদিগের ন্যায় ঐ সূত্র একটি গুপারিতে জড়াইয়া ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করেন। ষটকর্ম্ম-সাধনের সময়ে যদি মস্তকে জটা থাকে, তাহা হইলে সেই জটা কর্ত্তন করেন, নতুবা কুশের শিখা প্রস্তুত করিয়া ছেদন করিতে হয়।

যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাদ্দ্বিজন্মনাম্‌।
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র অষ্টম উল্লাস।

তদনন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃ-লোকের তৃপ্তি সাধন এবং শিখা ও যজ্ঞোপবীত রিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মময় হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে শিখা সূত্র ভয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে। শূদ্র ও অন্য অন্ত বর্ণের কেবল শিখা দগ্ধ ইলেই সন্ন্যাস সংস্কার সিদ্ধ হয়।

উল্লিখিত ছয় প্রকার কর্ম্মকে ষট্‌ কর্ম্ম কহে। যাবৎ ঐ সমুদয় সম্পন্ন ও নিম্ন-লিখিত মহামন্ত্র গৃহীত না হয়, তাবৎ সন্ন্যাসী পূর্ণ সন্ন্যাসী হন া *। ঐ ছয় প্রকার কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে, গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে জীব-ব্রহ্মের অভেদবোধক নিম্ন-লিখিত মন্ত্র উপদেশ দেন। ইহার নাম চ্চিদানন্দ মন্ত্র।

তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র অষ্টম উল্লাস।

মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি সেই ব্রহ্ম। আমি সেই ব্রহ্ম † এইরূপ ভাবনা কর। মতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া আত্মভাবে সুখে বিচরণ কর।

শিষ্য এইরূপ মহামন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গুরুকে প্রণাম করেন।

---

* ইঁহারাও ঐ ষটকর্ম্মানুষ্ঠানের সময়ে দণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু দণ্ডীদের ন্যায় তাহা ধারণ ও সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন না; ঐ সময়েই পুন-রায় গুরুকে অর্পণ করেন।

† হংস শব্দের নানা অর্থ; শিব, সূর্য্য, বিষ্ণু পরমাত্মা ইত্যাদি এই মন্ত্রে ও ইহার পশ্চাল্লিখিত কয়েক মন্ত্রে উহা পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বোধ হয়।

नमस्तुभ्यं नमोमह्यं तुभ्यं मह्यं नमोनमः।
त्वमेव तदहमेव विश्वरूप नमोऽस्तु ते॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র অষ্টম উল্লাস।

তোমাকে নমস্কার। আমাকে নমস্কার। তোমাকে ও আমাকে বার বার নমস্কার। তুমিই সুতরাং তুমি ও আমিই বিশ্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার করি।

তন্ত্রের মধ্যে উল্লিখিত ব্রহ্ম-মন্ত্র উপদেশ দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর ঐরূপ অর্থ-প্রতিপাদক নিম্ন-লিখিত সচ্চিদানন্দ মন্ত্রটি * গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ओम् सोऽहं हंसः परमहंसः परमात्मा देवता।
चिन्मयं सच्चिदानन्दस्वरूपं सोऽहं ब्रह्म॥

ওঁ। আমি সেই হংস, পরমহংস পরমাত্মাদেবতা। আমি সেই জ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম।

এই মন্ত্রের একটি গায়ত্রীও আছে, তাহা অভ্যাস করিয়া জপ করিতে হয়। সেটি এই,—

ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्।

ওঁ। হংসকে জ্ঞাত হই, পরমহংসকে চিন্তা করি, হংস আমাদিগকে তাহা প্রেরণ করুন।

এ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা যেমন উপনয়নকালে গায়ত্রী-উপদেশ গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার অর্থ-বোধ ও তাৎপর্য্যানুশীলনে অসমর্থ হইয়া তন্ত্রোক্ত একটি সাকার দেবতার আরাধনায় অনুরক্ত হন, সেইরূপ, সন্ন্যাসীরা শেষে সচ্চিদানন্দ মন্ত্র গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু অধিকাংশে তাহার ভাব-গ্রহ ও অর্থবোধে অসমর্থ হইয়া শিবের উপাসনাতেই

---

* ইহার অন্য একটি নাম পরমহংস মন্ত্র। এই পরমহংস মন্ত্র দ্বাদশ প্রকার।

প্রবৃত্ত থাকেন। তাঁহারা সচরাচর এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করেন,—

মহেশান্ন পরো দেবো মহিম্নো ন পরা স্তুতিঃ।
অঘোরান্ন পরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥

মহাদেবের পর আর দেবতা নাই, মহিম্নঃস্তবের পর আর স্তব নাই, অঘোর-মন্ত্রের পর আর মন্ত্র নাই, গুরু-তত্ত্বের পর আর তত্ত্ব নাই।

উল্লিখিত কর্ম্মসন্ন্যাসের অন্তর্গত উপনয়ন ক্রিয়াটি দিবাভাগে ও অপরাপর সমুদায় কর্ম্ম রাত্রিযোগে সম্পন্ন হয়। যেখানে ভারি ভারি জমাৎ * উপস্থিত হয়, তথায় একেবারে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীর ষট্‌কর্ম্ম হইয়া যায়।

যে গুরু ষট্‌কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া দেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলে। দণ্ডী আচার্য্যই প্রশস্ত; দণ্ডী উপস্থিত না থাকিলে কোন সন্ন্যাসীকে ঐ পদে অভিষিক্ত করা হয়।

সন্ন্যাসীদের অনেক প্রকার গুরু থাকে। নাম-সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে যিনি শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ দেন, তিনি মূল গুরু। যিনি শিষ্যের শিখাচ্ছেদন করেন, তাঁহার নাম শাখা-গুরু অর্থাৎ শিখা-গুরু। যিনি শিষ্যের শরীরে বিভূতি লেপন করেন, তাঁহার নাম বভূত্‌গুরু। যিনি লেঙ্গুটি অর্থাৎ কৌপীন পরিধান করান, তাঁহার নাম লেঙ্গট্‌-গুরু। ইচ্ছা করিলে, এক ব্যক্তি লেঙ্গট্‌-গুরু ও বভূৎ-গুরু উভয়ই হইতে পারেন। ষট্‌কর্ম্মের সময়ে যে ব্যক্তি আচার্য্য হন, তিনি আচার্য্য-গুরু। সন্ন্যাসীদের এইরূপ সাত প্রকার গুরু হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে দীক্ষা-গুরু ও মন্ত্র-শিষ্য ব্যতিরেকে অন্য একরূপ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। কোন কোন সন্ন্যাসী আপন অপেক্ষা

* কিছু পরেই জমাতের বিষয় দেখিতে পাইবে।

শ্রেষ্ঠ বা বয়োজ্যেষ্ঠ অন্য কোন সন্ন্যাসীকে গুরু-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্ম-বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন ও তাঁহার অনুগত হইয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকেন। এইরূপ গুরুকে সিদ্ধ ও শিষ্যকে সাধক বলে।

প্রাত্যহিক ক্রিয়া।

সন্ন্যাসীদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াতে শিব-পূজারই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা প্রতিদিন স্নানোত্তর কৌপীন পরিবর্ত্তন ও বিভূতি ধারণ করিয়া শিব-পূজা করেন। যদি সঙ্গে কোন শিব-মূর্ত্তি থাকে, তবে তাঁহারই আরাধনা করেন, নতুবা নিকটে শিবালয় থাকিলে, সেই স্থানে অর্চ্চনা করিতে যান। ঐ উভয়ের অসম্ভাব হইলে, বাম হস্তের অঙ্গুলি গুলির বিন্যাস-বিশেষ দ্বারা পঞ্চমুখী অথবা যোনি-বিশিষ্ট লিঙ্গরূপী মহাদেব করিয়া তাঁহারই পূজা করিয়া থাকেন। পরে সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে গৃহীত নমঃ শিবায় বা ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্র জপ করেন। অবশেষে মহিম্নঃস্তব ও তাদৃশ অন্য স্তোত্র ও কোন দেব নামাবলি অথবা ইহার মধ্যে কোন দুই একটি বিষয় পাঠ করেন এবং কেহ কেহ ভগবদ্গীতাদি তত্ত্ব-শাস্ত্রও আবৃত্তি করিয়া থাকেন *।

অন্য অন্য অনেক সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাঁদেরও গুরু-ভক্তি একটি প্রধান ধর্ম্ম। সায়ংকালে ইঁহারা মানসী পূজা করেন ; চক্ষু মুদিত করিয়া গুরু-মূর্ত্তি ধ্যান করেন, মনে মনে তাঁহাকে আসন দিয়া উপবেশন করান, পাদপ্রক্ষালন ও স্নানাদি করাইয়া তাঁহার শরীরে বিভূতি লেপন করেন, পুষ্প-চন্দনাদির দ্বারা অর্চ্চনা করেন, নানাবিধ সুরস সামগ্রী সংগ্রহ

* অনেকে ভগবদ্গীতা, নারায়ণোপনিষদ্, রুদ্রকালাগ্নি, বিষ্ণুপঞ্জর, গুরুগীতা, অবধূতগীতা, গুরুনমস্কার ও তাদৃশ অন্য অন্য গ্রন্থ সঙ্গে রাখেন ও অবসর ক্রমে মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া থাকেন।

করিয়া ভোজন করিতে দেন ও অন্যান্য নানাপ্রকারে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে থাকেন।

ইহাঁদের যেরূপ নিত্য-ক্রিয়া প্রশস্ত, তাহাই লিখিত হইল। ব্যক্তি-বিশেষের জ্ঞান ও স্বভাবের তারতম্য অনুসারে ইহার অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। গৃহীদের ন্যায় ইহাঁদের মধ্যেও অনেকেই যথাবিধানে কার্য্য করেন না; কেবল ভিক্ষা ও বিজয়া-ধূম-পান করিয়াই কাল ক্ষেপ করিয়া থাকেন।

বেশভূষা।

ইহাঁরা ডোর, কৌপীন *, বিভূতি † ও রুদ্রাক্ষ-মালা‡ ধারণ করেন-গেরুয়া বস্ত্র ¶ ও অন্য অন্য প্রকার বস্ত্রও ব্যবহার করিয়া থাকেন, ও

---

* প্রতিদিন নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ধৌত কৌপীন পরিধান করিতে হয়। ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া দেখিলে, ইন্দ্রিয়-সংযমই কৌপীন ধারণের উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে

ওম্ গুরুজী বন্ধকর বন্ধকর, বজ্রকর বজ্রকর, না মরে যোগী না পড়ে ফন্দ্, চৌষট্ যোগিনী খেলৈ ছন্দ্। সত্কা ধাগা সন্তোষকি কৌপীন, নাগা পহরে নাগফণী, হনুমান্ বাঁধে লেঙ্গোট্। বালগোপাল কৌপীন বাঁধে, অনন্ত কোট্ সিদ্ধাকি ওট্। বাঁধে চীর মনমে ধীর, সো প্রাণী জগত্কা পীর।

† বিভূতি-ধারণের মন্ত্র।

আদকা যোগী অনাদকী বিভূত। সত্কা নাতি ধরম্কা পুত। অম্বর বর্ষে, ধরতী ফরে। সো ফুল মাতা গায়ত্রী চরে। সূর্য্য-মুখ সুখৈ অগ্নিমুখ জ্বলৈ, চন্দ্র-মুখ শীতলৈ, সো ভস্মন্তী মায়ী অনন্ত কোট সিদ্ধোঁকে হলকলৈ মস্তক চঢ়ে। চঢ়ায় খাক হুয়া হৈলপাক, অলখ্ নিরঞ্জন আপহ আপ। ভস্মবন্তী মায়ী যাঁহা পায় তাঁহা রমায়।

‡ রুদ্রাক্ষ-ধারণের মন্ত্র।

ওঁ গুরুজী। রুদ্র রুদন্তি বিষ্ণু জপন্তি কায়া রখন্তি, মূলে ব্রহ্মা মধ্যে বিষ্ণু, লিঙ্গ লিঙ্গ সর্ব্বদেব লিঙ্গ, রুদ্রদেব নমস্কার।

¶ সন্ন্যাসীরা পরিধেয় বস্ত্র সমুদায়কেও দেবতা-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন ও

নানা তীর্থে গমন করিয়া নানা প্রকার তীর্থ-সামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক শরীরে সংযুক্ত করিয়া রাখেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে বাহু দেশে পিত্তলময়, তাম্রময় ও লৌহময় এক এক প্রকার বলয়াকার দ্রব্য ধারণ করেন। ঐ সমুদায়কে নেপাল, বদরিকা ও কেদারনাথের কঙ্কণ কহে। ঐ সকলের উপরে বিবিধ প্রকার দেব-মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। নেপালে অঙ্গুরীয়ের মত অথবা তদপেক্ষা কিছু বড় পিত্তলময় একরূপ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাকে নেপালের পবিত্রী বলে। তাহাতে শিব, বৃষ ও ত্রিশূলের প্রতি-মূর্ত্তি থাকে। সন্ন্যাসীরা কেহ কেহ তাহা রুদ্রাক্ষমালার সহিত গ্রথিত করিয়া গল-দেশে ধারণ করেন। তাঁহারা নেপালে পশুপতিনাথ, বদরিকা-শমে বদরিনারায়ণ ও কেদারনাথে কেদারনাথ দর্শন করিতে গিয়া ঐ সমস্ত ক্রয় করিয়া আনেন। কোন কোন সন্ন্যাসী নেপাল হইতে ঐরূপ আর একটি সামগ্রী আনিয়া ব্যবহার করেন, তাহাকে ঐ স্থানের গুহ্যেশ্বরী দেবীর চূড়ি বলে। অনেকে আবার হিঙ্গলাজে * গিয়া একরূপ

বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পরিধান করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায়ের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যেমন সাফা, ব্রহ্মশৃঙ্খলা ইত্যাদি। শিরোবস্ত্রের নাম সাফা। অনেকে সার্দ্ধ তিন হস্ত প্রমাণ একখানি বস্ত্র পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে বাঁধিয়া রাখেন, তাহার নাম ব্রহ্মশৃঙ্খলা।

সন্ন্যাসীদের ব্যবহার্য্য কয়েকটি দ্রব্যের সাঙ্কেতিক নাম ফুল। সমুদায়ে সাড়ে তিন ফুল। গেরুয়া, বিভূতি, কমণ্ডলু এই তিনটি ফুল। আর খর্পর অর্দ্ধ ফুল।

* হিঙ্গ্‌লাজ তীর্থ বেলোচিস্তানের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত। ঐ খণ্ডের নাম মেক্‌রান্‌। উহা সমুদ্র তীরবর্ত্তী।

হিন্দু জাতির অস্পৃশ্য মোসল্‌মান্‌দিগের দেশে হিন্দু-তীর্থ প্রতিষ্ঠিত শুনিয়া, অনেকে এখন আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন। কিন্তু বহুকালাবধি সিন্ধু নদের পশ্চিম ও উত্তরাংশে কিছুদূর পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের অধিবাস ছিল।

প্রস্তরময় শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালা পরিয়া আইসেন, তাহার নাম ঠুম্‌রা। কেহ বা তাহার সহিত প্রবালখণ্ড মিশ্রিত করিয়া গল-দেশ সুশোভিত করিয়া রাখেন। কেহ কেহ আবার হিঙ্গলাজেশ্বরীর প্রসাদী শুপারী ও

কান্দাহার দেশের নামটি সংস্কৃত গান্ধার শব্দেরই অপভ্রংশ। অধিক পূর্ব্বের কথা দূরে থাকুক, ইদানীও ঐ অঞ্চলে বিস্তর হিন্দুর আবাস দৃষ্ট হইয়াছে। কিছু কাল হইল, বোখারায় ন্যূনাধিক তিন শত হিন্দু এবং কাবুলেও ন্যূনাধিক তিন শত ঘর হিন্দুর বাস ও তদতিরিক্ত অনেক গুলি হিন্দু-বণিক্ দৃষ্ট হইয়াছিল *। মোসল্‌মান্‌দিগের ভারতবর্ষাধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বেও কাবুলে হিন্দু রাজার অধিকার ছিল †। অল্‌বীরূণী কর্ত্তৃক লিখিত কাবুল-রাজ্যাধিপতি স্যলপতিদেব, সমন্তদেব, ভীমদেব প্রভৃতির অনেকানেক মুদ্রাতেও সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল ‡। যদিও মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে তাহা পুনরায় আবার সংস্থাপিত হয় ¶। চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ থ্‌সঙ্গ্ খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিবার সময়ে হিন্দুকুশ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়াই ক্ষত্রিয় রাজার রাজ্য ও নানাবিধ হিন্দু উদাসীন সম্প্রদায় দৃষ্টি করেন §। মোসল্‌মান্-জাতীয় ইতিহাসবেত্তারা সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে কাবুল ও তাহার সমীপস্থ অনেক স্থানে হিন্দু নৃপতিগণের অধিকার ছিল। পঞ্জাবে, সিন্ধুতটে ও আফ্‌গানস্থানে যে সমুদায় ভারতবর্ষীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই সে কথা সপ্রমাণ

---

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II., p. 233 and Burnes's Travels into Bokhara in Edinburgh Review, Vol. 60.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1848, p. 488.

‡ Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. IX., pp. 177—198.

¶ Ariana Antiqua by H. H. Wilson, concluding Remarks.

§ Cowell's Elphinstone, 1866, p. 289.

স্বর্ণ-মক্ষী নামে এক প্রকার ধাতু-দ্রব্য জটায় বা অন্য কোন স্থানে ধারণ করেন। হিঙ্গলাজ-যাত্রীদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তথায় পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে একটি সুরঙ্গ আছে, তাহা ঐ দেবীর যোনি-স্বরূপ। তাহার মধ্য দিয়া ঐ সমস্ত বস্তু লইয়া গেলেই প্রসাদ হইয়া যায়। কোন সন্ন্যাসী বা প্রকোষ্ঠ-দেশে গণ্ডার-চর্ম্মের বলয় পরিধান করেন। কেহ কেহ সেতু-বন্ধরামেশ্বরে একরূপ মালা ও শঙ্খ-বলয় গ্রহণ করিয়া শরীরে ধারণ করেন। ঐ শঙ্খ-বলয়কে রামনাথের পবিত্রী বলে। কোন কোন ব্যক্তি আবার মণিকর্ণিকা বা মণিকরণ কুণ্ডের মণি বলিয়া একরূপ উপলখণ্ড গলদেশে ধারণ করেন। তাঁহারা বলেন, হিমালয়ের মধ্যে এক স্থানে ঐ নামে এমন একটি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে যে, অগ্নি-সংযোগ ব্যতিরেকে

করিয়া দিয়াছে *। এখনও ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া পরিগণিত অনেক অনেক স্থানে হিন্দুদের দেবালয় আছে †। রুশ্ দেশের মধ্যে কাস্পীয় সাগর হইতে অনতি-দূরে অদ্যাপি হিন্দু-দেবালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাতে গণপতির প্রতিরূপ এবং কতকগুলি অন্য অন্য গৃহ-দেবতার রৌপ্যময় প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং হিন্দু পূজারী তথায় অবস্থিতি করিয়া পরিচারণা করে। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল, জোন্স্ হেনোয়ে নামে এক ব্যক্তি কাস্পীয় সাগরের তীর-স্থিত বাকু নামক স্থানে ৪০।৫০ জন হিন্দু উদাসীন দৃষ্টি করেন ‡। কখন কখন হিন্দু গৃহস্থেও তীর্থ-দর্শনার্থ, বিশেষতঃ ঐ সাগরের তীরস্থিত জ্বালামুখী সমস্ত সন্দর্শন উদ্দেশে, ঐ অঞ্চলে গমনাগমন করে জানা গিয়াছে ¶। এই সমস্ত কথার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, বেলোচিস্তানে হিন্দুদের দেবালয় থাকাতে কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না।

---

* Ariana Antiqua, C. Remarks.

† শৈবাদি সম্প্রদায়ের ৩৪ পৃষ্ঠায় পুরাণ পুরীর বৃত্তান্ত দেখ।

‡ Indian Antiquary, April 1880, pp. 109-111.

¶ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II., p. 233.

তাহার জলে ভাত, ডাল প্রভৃতি রন্ধন করিয়া ভোজন করা যায়। সেই প্রস্রবণ একটি প্রধান তীর্থ; তাঁহারা তাহা দর্শন করিতে গিয়া ঐ উপল-খণ্ড আহরণ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে অন্য অন্য অপূর্ব্ব অলঙ্কারেও শরীর অলঙ্কৃত করিয়া রাখে; যথা স্থানে সে সমস্ত লিখিত হইবে।

পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, সন্ন্যাসীরা "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন করেন। গৃহী লোকে তাঁহাদিগকে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া নমস্কার করে এবং তাঁহারা "নারায়ণ" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া থাকেন।

মঠ আখাড়াদি পরিচায়ক বিষয়।

মঠ ও আখাড়ায় প্রভেদ এই যে, মঠের উপর তদীয় মহন্তের সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে; আখাড়ার ভাব সেরূপ নয়। অনেক দশনামী সন্ন্যাসী একত্র মিলিত হইয়া আখাড়া প্রস্তুত করে ও তাহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে। আখাড়ার মহন্ত তাহাদের মত-গ্রহণ ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারেন না।

দণ্ডীরা কেবল মঠের অন্তর্গত, কিন্তু সন্ন্যাসীরা মঠ ও আখাড়া উভয়েরই অন্তর্ভূত। হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদের ন্যায় ইহাঁদেরও সাতটি মূল আখাড়া আছে; নিরবাণী, নিরঞ্জনী, অটল, আহ্বান, যূনা, আনন্দ ও বড় আখাড়া *। প্রত্যেক সন্ন্যাসীই ইহার কোন না কোন আখাড়ার লোক।

---

* যূনা ও বড় আখাড়া দুইটি ভিন্ন ভিন্ন আখাড়া বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অনেকেরই মতে, ঐ উভয়ই এক আখাড়ারই নাম। তাহা হইলে সমুদায়ে ছয়টি আখাড়া হয়। অপর একটি আখাড়ার নাম অগন্। এই সাতটি আখাড়াই প্রসিদ্ধ। কিন্তু দশনামী ভাঁটদিগের গ্রন্থে আট আখাড়ার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে মঠ ও আখাড়া বিদ্যমান আছে। কোন কোন অংশে এই উভয়বিধ দেবালয়ের বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। মঠের মহন্তেরা মঠ-সংক্রান্ত সকল বিষয়েই একাধিপত্য করেন; ইচ্ছা হয়, সন্ন্যাসীদিগকে তথায় স্থান দেন, না ইচ্ছা হইলে, না দিতে পারেন। আখাড়ার মহন্তেরা সেরূপ নয়; তথায় সন্ন্যাসীদেরই প্রভুত্ব। লোকে মঠে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আখাড়ায় সে বিষয়ের ব্যবস্থা নাই।

মঠ ও আখাড়া ব্যতিরেকে ইহাঁদের পরিচায়ক আরও কতকগুলি বিষয় আছে; যেমন জাতি, বর্ণ, গোত্র, দেব, দেবী, মড়ী, পরিবার, চুলা, চক্কী ইত্যাদি। ইহাঁদের পরিচয় জানিতে হইলে, সেই সমুদয় জিজ্ঞাসা করিতে হয়। সেই সমস্ত যত দূর জানিতে পারিয়াছি, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করিতেছি।

ইহাঁদের সকলেরই এক জাতি, এক বর্ণ ও এক পরিবার। জাতির নাম বিহঙ্গম, বর্ণের নাম রুদ্র ও পরিবারের নাম অনন্ত। সম্প্রদায় গোত্রাদি অন্য অন্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। চারি মঠে চারি সম্প্রদায় ও চারি গোত্র চলিয়া আসিতেছে; প্রত্যেক সন্ন্যাসী তাহার কোন না কোন সম্প্রদায়ের ও কোন না কোন গোত্রের অন্তর্ভূত। যথাক্রমে সে সমুদায়ের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

দস নামকা বংস সবহী বাঁধাযা।
আট আখাড়া প্রগট বনাযা॥

অষ্টম আখাড়ার নাম ভূতনাথ আখাড়া। রুখড় সুখড় প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। সন্ন্যাসীদের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, সওয়া লক্ষ অর্থাৎ এক লক্ষ পঁচিশ সহস্র ভূত ইহাদের সঙ্গে অবস্থিতি করে।

মঠ	সম্প্রদায়	গোত্র
শৃঙ্গগিরি মঠ *	ভূর্বার †	ভবেশ্বর
জ্যোসী মঠ	আনন্দবার	লাতেশ্বর
সারদা মঠ	কীটবার	——
গোবর্দ্ধন মঠ	ভোগবার	——

প্রত্যেক মঠের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, দেব, দেবী, তীর্থ, বেদ ও মহাবাক্য নির্দ্দিষ্ট আছে; প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে আপন আপন মঠানুসারে তাহার এক একটি অবলম্বন করিতে হয়।

মঠ	ক্ষেত্র	দেব	দেবী	তীর্থ	বেদ	মহাবাক্য
শৃঙ্গগিরি	রামেশ্বর	আদিবরাহ	কামাখ্যা	তুঙ্গভদ্রা	যজুর্ব্বেদ	অহম্‌ব্রহ্মাস্মি
জ্যোসী	বদরিকাশ্রম	নারায়ণ	পুন্নাগরী	অলকনন্দা	অথর্ব্ববেদ	অয়মাত্মাব্রহ্ম
সারদা	দ্বারকা	সিদ্ধেশ্বর	ভদ্রকালী	গঙ্গাগোমতী	সামবেদ	তত্ত্বমসি
গোবর্দ্ধন	পুরুষোত্তম	জগন্নাথ	বিমলা	মহোদধি	ঋক্‌বেদ	প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম

এইরূপ, ঐ চারি মঠের ‡ প্রত্যেকের এক একটি আচার্য্য ও

* দশনামীরা সচরাচর এই মঠের নাম সিঙ্গ্‌রি বা সিঙ্গেরি বলিয়া উল্লেখ করে। উহা শৃঙ্গগিরি শব্দেরই অপভ্রংশ বোধ হয়। এই মঠটি দক্ষিণা-পথের অন্তর্গত তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরস্থ।

† সন্ন্যাসীদের পরিচায়ক এই সমস্ত বিষয়ের নাম তাঁহাদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি ও তাঁহাদের আম্নায়-শ্রবণ দ্বারা যেরূপ অবগত হইয়াছি, সেইরূপ লিখিলাম। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম এই চারি মঠের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবরণ আছে, তাহার নাম আম্নায়; যথা উত্তরাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, পূর্ব্বাম্নায় ও পশ্চিমাম্নায়।

‡ সন্ন্যাসীরা শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত চারি মঠ ব্যতিরেকে আর তিনটি মনঃ-কল্পিত গুপ্ত মঠ স্বীকার করেন। তাহার বিষয় যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে। পাঠ করিয়া দেখিলে, ঐ তিনটির কল্পনা তাঁহাদের ইষ্ট-সাধনার বিজ্ঞাপক ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হয় না।

ব্রহ্মচারী নির্দ্দিষ্ট আছেন। আচার্য্য-গণের নাম গুলিতে কিছু সংশয় বোধ হওয়াতে, বিশেষ করিয়া লিখিলাম না। ব্রহ্মচারীদের বিষয় তদীয় প্রকরণ মধ্যে প্রস্তাবিত হইবে।

মধ্যে মধ্যে এক একটি সন্ন্যাসী বিশেষরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়া এক একটি সন্ন্যাসি-দল প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারই নাম মড়ী; যেমন কেশব-পুরি মুলতানী, বৈকুণ্ঠা, ভগবান্ পুরি, ওঁকারী, বড় কেবল পুরি, ছোট কেবল পুরি, সৈজনাথী, গঙ্গাদরিয়া, অপারনাথী, মেঘনাথী, দুর্গানাথী, সৈজ-পুরি, পরমানন্দী, ব্রহ্মনাথী, বোধলা ইত্যাদি। এইরূপে সমুদায়ে ৫২ বায়ান্নটি মড়ী উৎপন্ন হইয়াছে।

দশনামী ভাঁটদের গ্রন্থ হইতে মড়ীর বৃত্তান্ত যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

গিরি সন্ন্যাসীর আটাশ মড়ী, তন্মধ্যে ছাব্বিশটির নাম পাওয়া গিয়াছে; পরমানন্দী, বোধলা, ওঁকারী, যতি, কুমস্তানাথী, সহজনাথী, রুদ্রনাথী, রতননাথী, নাগেন্দ্রনাথী, বোধনাথী, বিশ্বম্ভরনাথী, মান্‌নাথী, সাগরনাথী, ব্রহ্মনাথী, মেঘনাথী, ভিক্ষারীনাথী, জ্ঞাননাথী, বৈকুণ্ঠনাথী,

---

পঞ্চম মঠ।—কৈলাস ক্ষেত্র। কাশী সম্প্রদায়। নিরঞ্জন দেবতা। মানস-সরোবর তীর্থ। ঈশ্বর আচার্য্য। সনক সুনন্দন ও সনতকুমার ব্রহ্মচারা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বাক্য।

ষষ্ঠ মঠ।—নাভিকুণ্ডলিনী ক্ষেত্র। সত্য সম্প্রদায়। পরমহংস দেবতা। হংস দেবী। ত্রিকুটি তীর্থ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি ব্রহ্মচারী। অজপা মন্ত্র।

সপ্তম মঠ।—এই মঠের আম্নায়ে শুদ্ধাত্মা তীর্থ এবং অহমেব হংসঃ, নিত্যোঽহম্, নির্মলোঽহম্, শুদ্ধোঽহম্, নির্ব্বিকল্পোঽহম্ ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন বিমুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ-প্রতিপাদক কতকগুলি বাক্য সন্নিবেশিত আছে।

শীতলনাথী, মহেশনাথ টাটম্বরী, সাউলী সন্ধ্যানাথী, নীলাবিলাসনাথী, দুর্ভাষানাথী, দুর্গানাথী, অটলনাথী ও ব্রহ্মাণ্ডনাথী। ভারতীর চারি মড়ী ; বিশ্বনাথ ভারতী, নৃসিংহ ভারতী, মান্‌মুকুন্দ ভারতী ও পদ্মনাথ ভারতী। বনের চারি মড়ী ; গঙ্গাবন সিংহাসনী, প্রভাতবন শঙ্খধারী, আতম্ বন ফরারী ও শ্যামসুন্দর বন। বৈকুণ্ঠপুরীর চারি মড়ী। কেবল পুরী, মথুরা পুরী, অচিন্ত পুরী ও মণ্ডন্ পুরী। কেশব পুরী মুল্‌তানীর চারি মড়ী ; রামচন্দ্র পুরী, মাধব পুরী, সওয়া সহদেব পুরী ও ত্রিমুখত্রিয়া পুরী। গঙ্গাদরিয়ার চারি মড়ী , সমুদ্র দরিয়াও, খসত দরিয়াও, লহর দরিয়াও ও কহর দরিয়াও। দশনাম তিলক পুরীর চারি মড়ী ; ভগবান্ পুরী ভজনী, ভগবন্তপুরী নাগা, সহজ পুরী ভাণ্ডারী ও হনূমন্ত হোরদঙ্গা।

গিরি সন্ন্যাসীদের চূলা ও চক্কী প্রভৃতি নামে আর কতকগুলি বিভাগ আছে ; যেমন রামচূলা, জগন্নাথী চুলা, গঙ্গা চক্কী, পবন চক্কী, নিরঞ্জন চৌকা, যমুনা কড়াই ইত্যাদি। এ সমুদায় বিভাগও এক একটি তেজীয়ান্ ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। দশনামীর মধ্যে পুরী, ভারতী প্রভৃতি অন্য অন্য নামধারী সন্ন্যাসীর সহিত মঠ ও মড়ীর ন্যায় ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

গিরি সন্ন্যাসীদের পূর্ব্বোল্লিখিত ঋদ্ধিনাথী মড়ীর দুইটি বিভাগ আছে ; গাদি ও খাল্‌সা। ঋদ্ধিনাথের প্রধান শিষ্য তুলসীনাথ তেজীয়ান্ হইয়া যে আসন প্রাপ্ত হন, তাহার নাম গাদি ও পর্ব্বতনাথ নামে তাঁহার অন্য একটি শিষ্য যে আসনের অধিকারী হন, তাহার নাম খাল্‌সা। এই নিমিত্ত ঋদ্ধিনাথী মড়ীর সন্ন্যাসীরা কেহবা আপনাকে গাদির অন্তর্গত ও কেহবা খাল্‌সার অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দেয়।

জ্যোৎমার্গ।

সন্ন্যাসীরা অনেকেই কুলাচারী অর্থাৎ মদ্য মাংসাদি ব্যবহার করেন। নির্ব্বাণ তন্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে।

সম্বিদাসেবনং কুর্য্যাৎ সদা কারণসেবনম্।

প্রাণতোষিণী-ধৃত নির্ব্বাণতন্ত্রবচন।

সম্বিদা গ্রহণ ও সর্ব্বদা সুরা সেবন করিবে।

গুপ্তভাবেন দেবেশি শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
সন্ন্যাসিনাং সদা সেব্যং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে॥

নির্ব্বাণতন্ত্র।

প্রাণ-প্রিয়ে! বরাননে! দেবেশ্বরি! শ্রবণ কর। সন্ন্যাসীতে গুপ্তভাবে পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করিবে।

জ্যোৎমার্গপ্রবেশ নামে ইহাঁদের এক প্রকার সাধনা আছে, তাহা তন্ত্রোক্ত চক্র-সাধনা-বিশেষ বলিলে বলা যায়। তাহাতে যথেষ্ট মদ্য মাংস চলিয়া থাকে।

যে দেবীর উদ্দেশে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, তাঁহার নাম বালা-সুন্দরী। সন্ন্যাসীরা নিশা-যোগে কোন নিভৃত স্থানে * একত্র সমাগত হইয়া নিম্ন-লিখিত প্রকারে একরূপ জ্যোতি অর্থাৎ দীপ প্রজ্বলিত করেন

---

*নিভৃত স্থানের প্রয়োজন বলিয়া, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কখন কখন ত-খানার * মধ্যেও এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

---

* মৃত্তিকার নিম্নস্থ গৃহ-বিশেষের নাম ত-খানা।

এবং সেই জোতিতে ঐ দেবীর আবির্ভাব হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই নিমিত্তই ইহার নাম জ্যোৎমার্গ। তাঁহারা তথায় দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক হাত ছয় অঙ্গুলি প্রমাণ একটি মৃত্তিকাময় বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে ঐ পরিমাণের এক খণ্ড শ্বেতবর্ণ বস্ত্র স্থাপন করেন, ও তাহার উপর ঐ পরিমাণের আর এক খণ্ড রক্তবর্ণ বস্ত্র অর্থাৎ খেরো পাতিয়া থাকেন এবং ঐ রক্তবর্ণ বস্ত্রের মধ্যস্থলে একটি গ্লাস রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে তণ্ডুল দিয়া কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হনুমান্ ও ভৈরব প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। ঐ গ্লাস ঘৃত-পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে একটি কার্পাসের বাতি দেন ও সেই বাতির অগ্র-ভাগে একটু কর্পূর দিয়া রাখেন। সাধনার সময়ে সেই বাতি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতেই উল্লিখিত বালাসুন্দরী দেবীর অর্চ্চনা করেন এবং মদ্য, মাংস, লুচি প্রভৃতি ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতে থাকেন। ইহাঁরা ঐ দীপ-শিখাকে প্রকৃত জ্বালামুখীর শিখা বলিয়া বিশ্বাস যান এবং অনেকে ঐ জ্যোতবর্ত্তিকার ভস্ম একটি মাদুলির মধ্যে রাখিয়া গল-দেশে ধারণ করেন।

জ্যোৎমার্গে সুরাপানাদি গুহ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয় বলিয়া, সন্ন্যাসীরা সেই সমস্ত গোপন রাখিবার উদ্দেশে কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। জ্যোৎমার্গানুসারী সন্ন্যাসী ব্যতিরেকে অন্যে তাহা জানিতে পায় না। পশ্চাৎ তাহার কতকগুলি লিখিত হইতেছে।

দ্রব্য			সাঙ্কেতিক শব্দ
মদ্য	......	......	তীর্থ, প্রথমা, বিন্দু ও পদ্মাবতী।
মাংস	......	......	সিদ্ধি ও দ্বিতীয়া।
জীবিত ছাগ	......	......	ঝাড়ি।
মৎস্য	......	......	তৃতীয়া।
তামাক	......	......	ষষ্ঠী ও তমালপত্রী।
গাঁজা	......	......	সপ্তমী।

শুক্র	......	......	ধাতু।
জল	......	......	অলিল।
বোতল	......	......	কুণ্ড।
ভাত	......	......	মতি।
লুচি	......	... ..	চক্রী।

জ্যোৎমার্গ-প্রবিষ্ট সন্ন্যাসীরা চৈত্র ও আশ্বিন মাসে নবরাত্র নামে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। একটি সন্ন্যাসী কোন গৃহের মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটি প্রদীপ জ্বালিয়া উপবিষ্ট থাকেন। একটি প্রদীপ ঘৃত-পূর্ণ আর একটি তৈল-পূর্ণ। ঘৃতের প্রদীপটি মহাদেবের উদ্দেশে ও তৈলের প্রদীপটি কালীর উদ্দেশে প্রজ্বলিত হয়। সন্ধ্যার পরে জ্যোৎমার্গানুসারী অপরাপর সন্ন্যাসী আসিয়া শিব, শক্তি ও ভৈরবের অর্চ্চনা করেন ও ভোগ দিয়া প্রসাদি-সামগ্রী ভক্ষণ করিতে থাকেন। নবম দিবসে পূর্ব্বোক্তরূপে জ্যোৎমার্গের অনুষ্ঠান করেন ও সেই উপ-লক্ষে দূর দূরান্তরের জ্যোৎমার্গানুসারী সন্ন্যাসীদিগকে কোতোয়াল দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান্।

লোকের গুপ্ত আমোদ বিষয়ে সঙ্গি-লাভের ইচ্ছা এত প্রবল যে, সন্ন্যাসীরা গৃহীদিগকে ষট্‌কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দেখিতে দেন না, কিন্তু অক্লেশেই তাঁহাদিগকে প্রমোদময় জ্যোৎমার্গে প্রবেশিত করিয়া লন।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে অনেক সন্ন্যাসীতে এবং কখন কখন সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়ে মিলিত হইয়া উল্লিখিতরূপ নানাপ্রকার চক্র করিয়া থাকে। তাহার সকল প্রকারেই স্ত্রী পুরুষ উভয়েই প্রবেশপূর্ব্বক মদ্য মাংসাদি ব্যবহার করে। শুনিয়াছি, চক্র-বিশেষে একটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আবরণ-বিশেষের অন্তরালে একরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন এবং সেই চক্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া-লব্ধ পরম পদার্থটি, অর্থাৎ এই পুস্তকের প্রথম ভাগে বাউল-সম্প্রদায়ের বিবরণ

মধ্যে লিখিত চারি চন্দ্রের দ্বিতীয় চন্দ্রটি *, জল-মিশ্রিত করিয়া উদরস্থ করিয়া থাকেন। ঐ ক্রিয়ার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে অত্যন্ত অশ্লীল হইয়া উঠে।

আহার ব্যবহার।

সন্ন্যাসীদিগকে সচরাচর ব্রাহ্মণ ও স্বসম্প্রদায়ী লোকের অন্নই গ্রহণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারা মুখে বলেন আমাদের সকল জাতির অন্ন ভোজনেই অধিকার আছে; চুরী, নারী, মিথ্যা এই তিনটি ব্যতিরেকে আর কিছুই আমাদের পরিত্যাজ্য নয়। শাস্ত্রেও ইহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশং কালং তথা চান্নমশ্নীয়াদবিচারয়ন্॥

প্রাণতোষিণী-ধৃত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র-বচন।

সন্ন্যাসীরা যে স্থান সে স্থান হইতে কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল যে কোন জাতির অন্ন প্রাপ্ত হউক না কেন, দেশ কালের বিচার না করিয়া তাহা ভোজন করিবেন।

ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

ধাতু-প্রতিগ্রহ, নিন্দা, মিথ্যা কথন, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, রেতস্ত্যাগ এবং অসূয়া এই সমস্ত কার্য্য সন্ন্যাসীতে পরিত্যাগ করিবে।

এইরূপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু কয় ব্যক্তি ব্যবস্থানুরূপ কার্য্য করিতে পারে?

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগের ১৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।

জমাৎ।

স্থানে স্থানে অনেক সন্ন্যাসী একত্র দল-বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করেন, অথবা তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ঐ দলকে জমাৎ বলে। ঐ জমাতের কার্য্য-নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত নিতান্ত সামান্য নয়। তদর্থ অনেক গুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে; মহন্ত, পূজারী, কুঠারী, ভাণ্ডারী, কারবারী, হিসাবী, কোতোয়াল, পাহারাদার ও তূরহীওয়ালা। মহন্ত প্রধান অধ্যক্ষ; তিনি জমাতের সকল বিষয়ের অধ্যক্ষতা ও সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। পূজারী যথানিয়মে ও যথাসময়ে চরণপাদুকা পূজা করেন। কুঠারী প্রকৃত ভাণ্ডারী; তিনি আহার-দ্রব্যাদি সমস্ত বস্তু রক্ষা করিয়া থাকেন। পাচকের নাম ভাণ্ডারী; তিনি রন্ধন করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করান। বড় বড় জমাতে বহুসংখ্যক ভাণ্ডারী থাকে। কারবারী প্রকৃত ধনরক্ষক; তিনি ধন রক্ষা করেন ও প্রয়োজন মতে ব্যয়ার্থ অর্থ দিয়া থাকেন। মুহুরিকে হিসাবী বলে; তিনি আয় ব্যয় লিখিয়া রাখেন। কোতোয়াল মহন্তের আদেশানুসারে অন্য অন্য কর্ম্মচারীকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করেন ও তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। দেব-স্থান এবং ডঙ্কা, নিশান, ঝাঁজ, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজার দ্রব্য রক্ষার্থ চৌকী দেওয়া পাহারাদারের কার্য্য। সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্র ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। তূরহীওয়ালা তূরীবাদন করিয়া জমাতের গৌরব বৃদ্ধি করেন। কেবল তূরী নয়, ডঙ্কা ও পতাকাতেও জমাতের শোভা ও মহিমা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সন্ন্যাসীরাই ঐ সমুদয় কর্ম্মচারীর পদে অভিষিক্ত হন। কেবল সন্ন্যাসী নয়, যোগী, পরমহংস প্রভৃতি অন্য অন্য শৈব উদাসীনেও জমাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হরিদ্বারাদি তীর্থ-স্থানে এক এক সময়ে ভারী ভারী জমাৎ উপস্থিত

হয়। এ প্রদেশের মধ্যে ভোটবাগানে * ও কার্ত্তিক মাসে ও কোন কোন বৎসর কার্ত্তিক ও পৌষ উভয় মাসে গঙ্গাসাগর-গমন উদ্দেশে মন্দ জমাৎ হয় না। সেই সেই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, পতাকা উড়িতেছে, তুরী ও ডঙ্কা বাজিতেছে, চন্দ্রাতপের নিম্ন দেশে দত্তাত্রেয়ের চরণপাদুকা স্থাপিত হইয়াছে, প্রতিদিন ঐ চরণপাদুকার পূজা ও ভোগ † দেওয়া যাইতেছে, পঞ্চাইতের দ্বারা কাজ কর্ম্মের বন্দোবস্ত হইতেছে, দিন দিন নূতন নূতন সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া দল-পুষ্টি করিতেছে, ন্যূনাধিক শত সংখ্যক সন্ন্যাসী একত্র ভোজনে বসিয়া গিয়াছে, প্রায় সর্ব্বক্ষণই গাঞ্জা ও সুখার ধূম চতুর্দ্দিক ব্যাপিতেছে; ধূমের আর সীমা নাই।

হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, গোদাবরী এই চারি স্থানের মেলায় তীর্থ-স্নান উপলক্ষে যে সমস্ত ভারী ভারী জমাৎ উপস্থিত হয়, তাহার নিকট ভোটবাগানের জমাৎ কিছুই নয় বলিলে বলা যায়। ঐ চারি স্থানে বহু সহস্র সন্ন্যাসী এক এক জমাতের অন্তর্ভূত থাকে ও শত শত

---

* বৎসর বৎসর দেখিতেছি, এ অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের সমাগম উত্তরোত্তর অল্পই হইয়া আসিতেছে। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, কি এদেশে সমাদরের ত্রুটি দেখিয়া তাহাদের আসিতে প্রবৃত্তি হয় না, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে ভোট বাগানের জমাতের বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া স্বরূপ বর্ণন করিয়াছি, এখন তাহার অনেক খর্ব্বতা হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরই পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা হ্রাস দেখিতে পাই। পার্শ্ববর্ত্তী লোকে বলে, ঐ মঠের দুরবস্থা তাহার একটি প্রধান কারণ। ফলতঃ আমরা বাল্যকালে যেরূপ পরমার্থ-পরায়ণ জ্ঞানাপন্ন ব্রহ্মচারী পরমহংস প্রভৃতির সমাগম সচরাচর দর্শন করিতাম, এখন তাহা অতীব বিরল।

† ঘৃত, আটা ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এক রূপ চূর্ণ পদার্থ প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে রোঠ বলে। এক এক দিন অপরাহ্ণে ঐ রোঠ ভোগ দেওয়া হয়; হইলে, প্রত্যেক সন্ন্যাসী প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

ভাণ্ডারী রন্ধন-কার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত রহে। তথায় সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের এক এক পতাকা উড্ডীয়মান হয়।

বারদা, নাগর প্রভৃতি কয়েক স্থানে কয়েকটি প্রধান জমাৎ বিদ্যমান আছে। ঐ ঐ স্থানের হিন্দু রাজারা তাহাদের সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিয়া থাকেন।

মরণোত্তর ক্রিয়া।

কোন সন্ন্যাসীর মৃত্যু ঘটিলে, পূর্ব্বোক্তরূপে* মৃৎসমাধি বা জল সমাধি দেওয়া হয়, এবং তিন দিনের দিন রোঠ ভোগ ও তের দিনের দিন পঙ্গত্ ও শঙ্খঢাল নামে একটি ক্রিয়া হইয়া থাকে। শঙ্খঢালটি কিছু গুরুতর ক্রিয়া; অধিক ব্যয় হয় বলিয়া, অনেকেরই তাহা সম্পন্ন হয় না†। দিবাভাগে পঙ্গত্ ও রোঠ ভোগ হয়, কিন্তু শঙ্খঢালটি রাত্রি যোগে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মৃত্যু স্থানে অন্য অন্য সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকিলে ও ব্যয়োপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে, সেই স্থানেই ঐ সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হয় নতুবা তাঁহার গুরুর গাদিতে সংবাদ পঁহুছিলে, তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুযোগ ও সুপ্রতুল না থাকাতে, উল্লিখিত মৃৎ-সমাধি বা জল-সমাধি মাত্রেই কত ব্যক্তির মরণোত্তর ক্রিয়ার পর্য্যবসান হয়।

---

* ৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

† জ্যোৎমার্গানুসারী সন্ন্যাসীদেরই শঙ্খঢাল হয়, অন্যের হয় না। মৃত ব্যক্তির শিষ্য বা শিষ্যানুশিষ্যাদি কোন সন্ন্যাসী কুশপুত্তল প্রস্তুত করিয়া এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন এবং সেই ক্রিয়াকারক ও ক্রিয়া-ভূমিস্থ অন্য অন্য সমস্ত সন্ন্যাসী মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সেই পুত্তলের উপরে জল ঢালিতে থাকেন।

নাগা।

যে সমস্ত সন্ন্যাসী মস্তকের জটাগুলি রজ্জুর ন্যায় পাক দিয়া উষ্ণীষের মত বন্ধ করিয়া রাখে *, তাহারাই নাগা। নঙ্গা শব্দের অর্থ উলঙ্গ। ইহারা সচরাচর বিবস্ত্র থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে নাগা বলে। এক্ষণে রাজ-শাসনের ভয়ে সর্ব্বত্র উলঙ্গ থাকিতে পায় না; একরূপ কৌপীন ধারণ ও অন্য অন্য প্রকার বস্ত্র পরিধান করে, ঐ কৌপীনের নাম নাগফণী।

নাগা পন্থ্ই নাগফণী।

অপরাপর সন্ন্যাসীদের ডোর ও কৌপীন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; ইহাদের ঐ এক নাগফণীতেই উভয়ের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ইহারা বিভূতির উপাসক। বিভূতি-রাশিকে একত্রীভূত করিয়া জমাইয়া রাখে, এবং গিরি-মৃত্তিকায় চিত্রিত ও চন্দনাদি দ্বারা বিলেপিত করিয়া থাকে। এইরূপ প্রস্তুত করা বিভূতি-পুঞ্জকে গোলা বলে। ভিন্ন ভিন্ন আখাড়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ গোলা; নিরঞ্জনী আখাড়ায় গোল অর্থাৎ চক্রাকার ও নির্ব্বাণী আখাড়ায় চতুষ্কোণ। ইহারা প্রতিদিন পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা উহার অর্চ্চনা করে ও উহাই হস্তে লইয়া মঠ-ধারী প্রভৃ-

---

* জটা তিন প্রকার। নাগজটা, শম্ভুজটা ও বাব্রান্ জটা। নাগারা যেরূপ রজ্জুর মত পাকান জটা ধারণ করে, তাহার নাম নাগজটা। যে জটা ঐরূপ পাকান নয়, তাহাকে শম্ভুজটা বলে। শম্ভুজটা ছোট হইলে বাবরান্ বলিয়া উল্লিখিত হয়।

তির নিকটে ভিক্ষা করিয়া থাকে। যিনি যে কিছু মুদ্রা ভিক্ষা দেন, তাহা ঐ বিভূতি-গোলার উপরেই গ্রহণ করে *।

নাগারা নিজে শিষ্য করে না ; যাহারা অন্যত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে আসিয়া ইহাদের দল-ভুক্ত হয়। এই রূপেই ইহাদের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। ইহাদিগকে দীক্ষা-গুরুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া নাগা-দল প্রবেশ করিতে হয়, এই নিমিত্ত এই ব্যাপার-টিকে গুরু-পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেব-পক্ষ অবলম্বন বলিয়া থাকে। ঐ সময়ে ইহারা কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নানাবিধ কঠোর ব্যব-হার করিতে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বকার গুরু-দত্ত কৌপীন পরিত্যাগ করিয়া একবারে বিবস্ত্র হইয়া থাকে ; এমন কি, এক খাই সূতা পর্য্যন্ত শরীরে ধারণ করিতে পায় না। এই অবস্থায় প্রান্তরে অথবা তাদৃশ আশ্রয়-শূন্য স্থানে একমাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে ; গৃহ-মধ্যে কদাচ অধিবাস করিতে পারে না। প্রগাঢ় শীতের সময় হইলেও, ইহার অন্যথাচরণ করিবার সম্ভাবনা নাই।

সন্ন্যাসীদিগকে নাগা-দল-ভুক্ত করিবার সময়ে নাগা মহন্তের বিস্তর ব্যয় হয়, এই নিমিত্ত তিনি একেবারে বহু-সংখ্যক ব্যক্তিকে ঐ দলে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইহারা অত্যন্ত উগ্র-শীল ও কলহ-প্রিয়। পূর্ব্বে ইহাদের উপদ্রবে লোকে অস্থির হইত ; এক্ষণে রাজশাসন দ্বারা তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে। কবীর নিজ গ্রন্থে নাগাদির প্রতি যে সমস্ত পশ্চাল্লিখিত ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের দুঃশীলতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

---

* ইহারা ঐ বিভূতি-গোলার উপর রজত-মুদ্রা ভিন্ন অপর নিকৃষ্টতর মুদ্রা গ্রহণ করে না, এইরূপ ব্যক্ত করিয়া থাকে।

"ভাই হে! আমি এরূপ যোগী কোন কালে দেখি নাই যে, নিজের ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া বৃথা পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। মুখে বলেন, আমি শিব-ভক্ত ও প্রধান গুরু, কিন্তু হট্ট-ভূমি তাঁহার যোগ-সাধনের স্থান। মায়া ভণ্ড তপস্বীর দেবতা। কোন্ কালে দত্তাত্রেয় গৃহ নষ্ট করিয়াছিলেন? কোন্ কালে শুকদেব সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন? কোন্ কালে নারদ মুনি বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিলেন? কোন্ কালেই বা ব্যাসদেব তূরী-যন্ত্র বাদন করিয়াছিলেন? যুদ্ধেতে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হয়। যিনি ধনুকধারী, তিনি কি প্রকারে অতীৎ *? যাঁহার লোভ আছে, তিনি কি প্রকারে বিরক্ত? কি লজ্জার বিষয়! তিনি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করেন। তিনি অশ্ব সকল সংগ্রহ করিয়াছেন, গ্রাম সমুদায় অধিকার করিয়াছেন ও ধনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। সুন্দরী স্ত্রী কদাচ সনক ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের ভূষণ ছিল না। সঙ্গেতে মসীপাত্র থাকিলে, সে মসীতে সহজেই বস্ত্র মলিন হয় †।"

নাগাদের উদ্ধত স্বভাব ও বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের সহিত ইহাদের বিষম বিসংবাদিতা সুপ্রসিদ্ধ আছে। হরিদ্বারে মধ্যে মধ্যে কুম্ভমেলা নামে একটি মেলা হয়, তাহাতে গঙ্গা-স্নান উদ্দেশে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে শৈব নাগাদিগের সহিত বৈরাগীদিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়া এক এক বারে সহস্র সহস্র মনুষ্য মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। পারসীক ভাষায় প্রণীত দাবিস্তান নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে, ১০৫০ এক হাজার পঞ্চাশ হিজরা শকে হরিদ্বারে মুণ্ডিদের ‡ সহিত সন্ন্যাসীদিগের তুমুল সংগ্রাম

* সন্ন্যাসীরা সচরাচর আপনাদিগকে অতীৎ বলিয়া উল্লেখ করে। ইহার অর্থ অতিথি বোধ হয়।

† ৬৯ রেখৈনি।

‡ অর্থাৎ বৈরাগীদের।

উপস্থিত হয়, তাহাতে সন্ন্যাসীরা জয়-লাভ করিয়া বহু সংখ্যক মুণ্ডির প্রাণ বধ করে। মুণ্ডিরা প্রাণ-ভয়ে তুলসী মালা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কণ্ ফট্ যোগীদিগের ন্যায় কর্ণ-যুগলে কুণ্ডল ধারণ করে। ঐ দাবিস্তানের দ্বিতীয় ভাগের দ্বাদশ অধ্যায় জলালি ও মদারি নামক দুই মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত সন্ন্যাসীদিগের যুদ্ধ-ঘটনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতেও সন্ন্যাসীরা জয় প্রাপ্ত হইয়া জলালি ও মদারিদিগের * মধ্যে সাত শত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করে ও তাহাদের পুত্রদিগকে শৈব-ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়। ১৭২৯ সতর শ উনত্রিশ বা ৩০ ত্রিশ শকে হরিদ্বারে ঐরূপ একটি যুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতেও যুদ্ধজয়ী শৈব সন্ন্যাসীরা ১৮০০০ অষ্টাদশ সহস্র বৈরাগীকে রণ-ভূমিতে নিপাত করে †। ১৭১৭ সতের শ সতের শকে ঐ হরিদ্বারে তীর্থ-স্নান উপলক্ষে শাক, সন্ন্যাসী, বৈরাগী এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে অশ্বারূঢ় শীক-সম্প্রদায়ীরা অপর দুই দলস্থ সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বহু-ব্যক্তিকে রণ-ক্ষেত্রে বিনাশ করে, এবং অবশিষ্ট সকলকে বন, পর্ব্বত ও নদীতে তাড়িত করিয়া দেয় ‡।

---

* দাবিস্তানে মদারি ও জলালিদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান অনেক অংশে শৈব সন্ন্যাসীদিগের তুল্য-রূপ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মদারি-সম্প্রদায়ী লোকে জটাধারণ, ভস্ম-লেপন, অগ্নি-সেবন ও প্রচুর পরিমাণে সম্বিদা পান করিত এবং তন্মধ্যে প্রধান সাধকেরা একেবারে বিবস্ত্র থাকিত। জলালিরাও সেইরূপ অনুষ্ঠান করিত; কেবল জটা ধারণ করিত না। কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়েই গোবধে নিবৃত্ত হয় নাই। জলালি-সম্প্রদায়ী গুরুদিগের এই একটি কুৎসিত ব্যবহার ছিল যে, তাহারা শিষ্যদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে কোন কুলস্ত্রীর সহিত সহবাস করিত এবং সময়ে সময়ে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া রাখিত।

† Asiatic Researches. Vol. II. P. 455.

‡ A. R. Vol. VI. P. 317.

হিন্দু রাজারা ইহাদিগকে এইরূপ উগ্র-শীল ও কলহপ্রিয় দেখিয়া অনেক দিন অবধি সেনা-পদে নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছেন। জয়পুরে অদ্যাপি নাগা-সৈন্য বিদ্যমান আছে *।

নির্ব্বাণী ও নিরঞ্জনী আখাড়ার নাগাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের কোন কোন স্থানে অটল আখাড়ার নাগা বিদ্যমান আছে,কিন্তু তাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই †।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে যেমন উল্লিখিত রূপ বৃত্তি-বিশেষ অবলম্বন করিয়া নাগা নামে খ্যাত হয়, সেই রূপ অন্যে আবার অন্য অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আলেখিয়া, দঙ্গলী, ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

---

* কিন্তু তাহারা শৈব নাগা নয়;দাদূ পন্থী।

† অটল প্রভৃতি কয়েক আখাড়ার সন্ন্যাসীরা রাজস্থানের রাজাদিগের নিকট বেতন গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করে; সচরাচর কুত্রাপি গমনাগমন করে না। কিন্তু সকলেই যে, একেবারে নিশ্চল তাও নয়, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা দেশেও তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৯৭ শকের ২৩ কার্ত্তিকে যোধপুরস্থিত কয়েকজন অটল আখাড়ার সন্ন্যাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় ও কয় দিবস সহবাসও ঘটে।

আলেখিয়া।

ইহারা অলখ্ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়, এই নিমিত্তই ইহাদের নাম আলেখিয়া। এইরূপ বারম্বার অলখ্ শব্দ উচ্চারণ করাকে অলখ্ জাগান কহে। ইহাই ইহাদের প্রধান বৃত্তি।

ইহারা ভক্ষ্য-সংগ্রহার্থ সঙ্গে ঝুলী রাখে ও সেই ঝুলী পরম পবিত্র মহিমান্বিত বলিয়া বিশ্বাস করে। কেহ কেহ চাল, ডাল, লবণ, আটা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু রাখিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঝুলী গ্রহণ করে ও বাম স্কন্ধ হইতে প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত সমস্ত বাম ভুজে সেই সমুদায় সজ্জীভূত করিয়া রাখে। অপর অনেকে এক ঝুলীর মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ কোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভক্ষ্য বস্তু গ্রহণ করে।

ইহাদের ঐ ঝুলী ভৈরব, গণেশ বা কালীদেবীর উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত ও তদনুসারে আলেখিয়েরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; ভৈরব-ঝুলী-ধারী গণেশ-ঝুলী-ধারী ও কালী-ঝুলী-ধারী। গণেশ-ঝুলী-ধারীরা পূর্ব্বাহ্লে, ভৈরব-ঝুলী-ধারীরা বৈকালে ও সায়ংকালে এবং কালী-ঝুলী-ধারীরা অধিক রাত্রে ভিক্ষাচরণ করিতে যায়। ভৈরব-ঝুলী-ধারী ও কালী-ঝুলী-ধারীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ দেবতার সাক্ষাৎকার লাভের উদ্দেশে সঙ্গে মদ্য, মাংস * ও ছুরিকা রাখিয়া দেয়। কুকুর ভৈরবের বাহন, এই নিমিত্ত ভৈরব-ঝুলী-ধারীরা ঝুলীর মধ্যে রুটী লইয়া যায় ও কুকুর দেখিলেই তাহার এক এক খণ্ড অর্পণ করিয়া থাকে।

---

* ছাগলের মেটে ভাজা।

এই ত্রিবিধ আলেখিয়ার মধ্যে গণেশ-ঝুলী-ধারীরা ভিক্ষার্থ গৃহে গৃহে গমন করে ও ইচ্ছা হইলে, তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেও পারে। কিন্তু কালী-ঝুলী-ধারীরা ও ভৈরব-ঝুলী-ধারীরা কাহারও দ্বারস্থ হয় না; পথ দিয়া অলখ্ অলখ্ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে যায়, যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষা দান করেন।

আলেখিয়ারা কেবল ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া নিবৃত্ত হয় না; নিজে রন্ধন করিয়া ভোজন করায়। এই নিমিত্ত কোন কোন ব্যক্তিকে বৃহৎ তামার হাঁড়ী, ঘড়া প্রভৃতি ধাতু-পাত্র সঙ্গে রাখিতে দেখা যায়। সন্ন্যাসীরা যে সময়ে একত্র তীর্থ-যাত্রা করে অথবা কুত্রাপি অবস্থিতি করিয়া থাকে, তখন তাহার অন্তর্গত আলেখিয়ারাই, যত জমকে পারে, ভোজন করায় দেখিতে পাই। সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহাদের বৃত্তি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। এ বৃত্তিটি ভূলোকের অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর লোকের উপযুক্ত।

ইহারা গাত্রে একরূপ খেল্‌কা ও কতকগুলি অলঙ্কার ব্যবহার করে। অনেকে রৌপ্য, পিত্তল অথবা তাম্রনির্ম্মিত চারি পাঁচ হারা জিজিরের মত একরূপ অলঙ্কার পায়ে পরে, তাহার নাম গির্নার হাল। তাহার মধ্য-স্থলে একরূপ সামুদ্রিক বস্তু সন্নিবেশিত হয়, তাহাকে ইহারা সাধন-যন্ত্র-বিশেষ বলিয়া থাকে। ইহারা জিজিরের সদৃশ কিন্তু তদপেক্ষা স্থূল আর এক প্রকার অলঙ্কার ধারণ করে তাহার নাম তোড়া। তদ্ভিন্ন কেহ কেহ হস্তে ও বাহু-দেশে ছল্লা, অঙ্গুরী প্রভৃতি স্বর্ণ ও রৌপ্য রচিত অন্য অন্য প্রকার ভূষণও ব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপ বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া, উদর ও বক্ষঃস্থল

মতঙ্গা * নামক ঔর্ণ রশ্মিতে পরিবেষ্টিত করিয়া, বাম হস্তে ঝুলী ও খর্পর ও দক্ষিণ হস্তে চিমটা লইয়া এবং সন্ন্যাসী মাত্রের ব্যবহার্য্য বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি অপরাপর উপকরণ গ্রহণ করিয়া, ঘুঙ্গুরের শব্দ করিতে করিতে, যখন ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করে, তখন বড় মন্দ দেখায় না।

আলেখিয়ারা গির্নার, পুনা প্রভৃতি অনেক স্থানে অবস্থিতি করে ও মধ্যে মধ্যে তীর্থ-পর্য্যটন করিতে যায়।

দঙ্গলী।

সংসারে অর্থের বল অত্যন্ত অধিক। সন্ন্যাসীদেরও এক সম্প্রদায়ে ভিক্ষা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের নাম দঙ্গলী। হায়দারাবাদ, পুনা, সেতারা প্রভৃতি অনেকানেক প্রসিদ্ধ নগরে ইহাদের মঠ ও কুঠি বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে কলিকাতার মধ্যেও ইহাদের কুঠি ছিল শুনিয়াছি; এক্ষণে উহার পূর্ব্ব দিকে বেলেঘাটায় একটি চূর্ণ-ব্যবসায়ী দঙ্গলী সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিয়া থাকে।

এই সম্প্রদায়ী এক এক মঠাধ্যক্ষ অর্থাৎ মহন্ত বহু-বিস্তৃত বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। এমন কি, কোন কোন মহন্তের কোটি কোটি টাকার বিষয় ও নিজের জাহাজও আছে; সেই জাহাজে দেশ বিদেশে পণ্য সামগ্রী প্রেরিত হয়। তিনি স্বয়ং মঠে অবস্থিতি করিয়া মঠের কার্য্য সম্পাদন করেন; শিষ্যেরা

---

* ইহারা ৪০। ৫০ হস্ত পরিমিত একগাছি ঔর্ণ রজ্জু কৌপীনের উপর হইতে কক্ষ দেশ পর্য্যন্ত বেষ্টন করে ও সেই রজ্জুর দুইপ্রান্তে ঘুঙ্গুর বান্ধিয়া রাখে; ইহাকেই মতঙ্গা বলে।

ও অন্য অন্য কর্ম্মচারীরা দেশদেশান্তর গমনাগমন পূর্ব্বক বাণিজ্য-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে থাকে। উহার দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহা সন্ন্যাসীদের ভোজন, দেব-মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা এবং তাদৃশ অন্যান্য ক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া থাকে।

দঙ্গলী মহন্তেরা বালক ক্রয় করিয়া শিষ্য অর্থাৎ চেলা করেন ও যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে প্রতিপালন ও শিক্ষা-দান করিয়া থাকেন। কিছু দিন এইরূপ পরিপালন করিয়া যদি মঠাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে বরাবর রাখিয়া দেন, নতুবা অন্য কোন দশনামী সন্ন্যাসীকে সমর্পণ করেন।

অঘোরী।

তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বী পরমহংসেরা সমুদয় ব্রহ্মময় বোধ করিয়া মনে মনেই সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি অভ্যাস করেন; অধুনাতন অঘোরীরা সেই বোধ ও সেই দৃষ্টিটি কার্য্যে পরিণত করিয়া বিষ্ঠা চন্দন সমান জ্ঞান করে এইরূপ দেখাইয়া থাকে। তদনুসারে তাহারা নানারূপ বীভৎস ব্যবহার সহকারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহারা সকল বস্তুতে সমভাব, ও সমদর্শিতা জানাইবার উদ্দেশে শরীরে বিষ্ঠা মূত্রাদি লেপন করে, এবং করোটি বা কাষ্ঠপাত্রে রাখিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। ঐ সমস্ত ঘৃণিত বস্তু ভক্ষণ করে, অথবা গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা না পাইলে, তাহার গৃহে ক্ষেপণ করিয়া থাকে। গৃহস্থকে ভয় প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে আপনার অঙ্গ-বিশেষে আঘাত করিয়াও শোণিত নিঃসারণ করে, অপরাপর বহু প্রকার কুৎসিত আচরণ দ্বারা গৃহস্থকে উত্ত্যক্ত করিয়া থাকে।

অঘোরী হইতে হইলে, প্রথমে যথানিয়মে সন্ন্যাস লইয়া পশ্চাৎ অঘোর-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। সন্ন্যাসীরা ঐ মন্ত্রকে অতীব প্রভাববান্ এবং অঘোরীদিগকে দৈব-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

অঘোরাৎ পরো মন্ত্রঃ

অঘোর-মন্ত্রের পর আর মন্ত্র নাই।

হিন্দুমাত্রেই যেমন সচরাচর প্রত্যয় যান, পূর্ব্বতন ঋষি মুনিরা গো-বধ করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিতেন, সেইরূপ; শৈব উদাসীনেরা বলেন, অঘোরীরা এখনও নর-বধ ও নর-মাংস ভোজন পূর্ব্বক মন্ত্র-বলে পুনর্ব্বার জীবিত করিয়া দেয়।

পূর্ব্বকালীন অঘোরীরা উৎকট নিয়মানুসারে ঘোররূপা শৈব-শক্তি-বিশেষের অর্চ্চনা করিত। তাহারা অস্থিসহকৃত ও নর-কপাল-যুক্ত এক গাছি যষ্টি দণ্ড-কমণ্ডলু স্বরূপ ব্যবহার করিত এবং মদ্য মাংস ভক্ষণ ও নর-বলি দান প্রভৃতি ঘোরতর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নর-বলি দান প্রচলিত ছিল ইহা একরূপ প্রসিদ্ধই আছে। বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে, বৃহৎকথাদি উপাখ্যান-পুস্তকে ও অপরাপর কাব্য ও নাটকে এ বিষয়ের বিস্তর বর্ণন আছে। ভবভূতি-প্রণীত মালতীমাধব নাটকে লিখিত আছে, অঘোরঘণ্টা চামুণ্ডার উদ্দেশে মালতীকে বলিদান দিতে উদ্যত হয় এমন সময়ে মাধব আসিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। ঐ অঘোরঘণ্টা পূর্ব্বকালীন অঘোরীই বোধ হয়।

---

* যদস্তু তদস্তু আপাদয়ামি। ভগবতি চামুণ্ডে মন্ত্রসাধনাদাবুদ্দিষ্টোপনিহিতাং ভজস্ব পূজাম্।

মালতীমাধব পঞ্চমাঙ্ক।

যাহা হউক, তাহা হউক, আমি ছেদন করি। ভগবতি চামুণ্ডে! তুমি এই মন্ত্র-সাধনাদি বিষয়ে উদ্দিষ্ট পূজা গ্রহণ কর।

অঘোরীদের সংখ্যা এখন অল্প হইয়া গিয়াছে, এই নিমিত্ত এ অঞ্চলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঊর্দ্ধবাহু, আকাশমুখী, নখী, ঠাড়েশ্বরী, ঊর্দ্ধমুখী, পঞ্চধূনী, মৌন-ব্রতী, জলশয্যী ও জলধারা-তপস্বী।

শারীরিক কষ্ট স্বীকার দ্বারা দেবতা বিশেষের তুষ্টি সাধন করা হিন্দু-ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। সন্ন্যাসীদের মধ্যে, অনেকে ঐরূপ কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধবাহু, আকাশমুখী, পঞ্চধূনী প্রভৃতি বিবিধ উপাধি গ্রহণ করেন। যাঁহারা এক বা উভয় বাহুকে ঊর্দ্ধদিকে উন্নত করিয়া রাখেন, তাঁহাদের নাম ঊর্দ্ধবাহু। যে সকল সন্ন্যাসী সতত ঊর্দ্ধমুখে থাকেন, তাঁহাদের নাম আকাশমুখী। নখরক্ষা করা যে সকল সন্ন্যাসীর বিশেষ ব্রত, তাঁহাদের নাম নখী।

ঠাড়েশ্বরী সন্ন্যাসীরা দিবা-রাত্র দণ্ডায়মান থাকেন। এইরূপ অবস্থাতেই ভোজনাদি সকল কর্ম্ম সমাধা করেন ও সম্মুখে একটা কিছু অবলম্বন করিয়া ঐরূপ অবস্থাতেই নিদ্রা যান।

কোন কোন সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধ-পাদ ও নিম্ন-মস্তক হইয়া তপস্যা করেন। ইহাঁরা ঊর্দ্ধদিকে বৃক্ষ-শাখাদি কোন বস্তুতে পা দুটি বন্ধন পূর্ব্বক অধো-মস্তক হইয়া ঝুলিতে থাকেন ও মস্তকের নিম্নদেশে অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখেন। ঐরূপ অবস্থায় মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে মুখ থাকে বলিয়া ইহাঁদিগকে ঊর্দ্ধমুখী অথবা ঊর্দ্ধমুখ তপস্বী বলে *।

---

* রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি বৈরাগীদের মধ্যেও ঠাড়েশ্বরী ও ঊর্দ্ধমুখী আছে।

পঞ্চধূনী সন্ন্যাসীরা আপনার চারি দিকে চারি স্থানে ও সম্মুখে অন্য এক স্থানে অগ্নি স্থাপন করিয়া তপস্যা করেন এবং সেই সম্মুখস্থ অগ্নিতে হোম ও ভোগ দিয়া থাকেন। ইহাঁরা এইরূপ পাঁচ স্থানে ধূনী অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তপস্যা করেন, এই নিমিত্ত ইহাঁদের নাম পঞ্চধূনী হইয়াছে।

যাঁহারা পরমার্থ-সাধনোদ্দেশে লোকের সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধানে মৌন-ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে মৌনী বা মৌন-ব্রতী বলে। তাঁহারা অশেষ রূপ অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা, এবং কেহ কেহ সেই সঙ্গে 'উঁ আঁ' প্রভৃতি অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক, মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কোন কোন সন্ন্যাসী সায়ংকাল অবধি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জল-মধ্যে শরীর মগ্ন রাখিয়া তপস্যা করেন। এই রূপ তপস্যাকে জলশয্যা বলে এবং ঐ সমস্ত তপস্বীকে জলশয্যী বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

আর একরূপ জল-তপস্যা আছে, তাহার নাম জল ধারা। নির্দ্দিষ্ট স্থানে, বসিবার উপযুক্ত একটি খাত খনন করিয়া, তাহার উপরে মঞ্চ প্রস্তুত করিতে হয়; সেই মঞ্চের উপর একটি বহু-ছিদ্র-যুক্ত জল-পাত্র থাকে। তপস্বী ঐ খাতের মধ্যে উপবেশন করেন এবং তাঁহার কোন শিষ্যে উল্লিখিত জল-পাত্রে নিরন্তর জল সেচন করিতে থাকে। এ তপস্যাটিও রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রগাঢ় শীতের সময়ে জলধারা ও জলশয্যার অনুষ্ঠান প্রখর গ্রীষ্ম-কালীন পঞ্চধূনীর তপস্যা অপেক্ষাও ভয়ানক। ঐ দুই জলতপস্বীরা যখন তপস্যা ভঙ্গ করিয়া উঠেন, তখন তাঁহাদের শরীরে আর কিছু থাকে না। এই শেষোক্ত দুইপ্রকার তপস্বী ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতির ন্যায় লোক-প্রসিদ্ধ নয়। ইহাঁদের সংখ্যা অতি অল্প।

কড়ালিঙ্গী।

অন্য এক রূপ সন্ন্যাসীর নাম কড়ালিঙ্গী। তাঁহারা উলঙ্গ থাকেন, এবং আপনাদিগকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া প্রকাশ করিবার উদ্দেশে নিরন্তর শিশ্ন দেশে একটি লৌহ-কুণ্ডল দিয়া রাখেন। নানকপন্থীদের মধ্যেও এই তপস্যা বিদ্যমান আছে।

ফরারী, দুধাধারী ও অলূনা।

আহার-সংযমও হিন্দু-ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে আপন আপন ভোজন-ক্রিয়ার নিয়মানুসারে এক একটি উপাধি প্রাপ্ত হন; যেমন ফরারী, দুধাধারী ও অলূনা। যাঁহারা, যব, গম, তণ্ডুল, দ্বিদল প্রভৃতি অন্ন ভোজনে বিরত থাকেন ও কেবল ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া দিন-পাত করেন, তাঁহাদের নাম ফরারী বা ফলহারী। যাঁহারা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া শরীর রক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে দুধাধারী বলে। যাঁহারা লবণবর্জ্জিত ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে সচরাচর অলূনা বলিয়া থাকে।

রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদের মধ্যেও ফরারী দুধাধারী এই দুইটি শ্রেণী বিদ্যমান আছে।

অওঘড়, গুদড়, সুখড়, রূখড়, ভূখড়, কুকড় ও উখড়।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ব্রহ্মগিরি নামে একটি দশনামী সন্ন্যাসী যোগি-গুরু গোরক্ষনাথের প্রসাদ লাভ করিয়া অওঘড় নামে একটি

মত প্রবর্ত্তিত করেন। সন্ন্যাসীরা বলেন, গুজরাট অঞ্চলে তাঁহার গাদি আছে, কিন্তু শিষ্য-প্রণালী নাই। ঐ গাদির মহন্তের মৃত্যু ঘটিলে, তত্রস্থ সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজনকে প্রকরণ-বিশেষ দ্বারা ঐ অওঘড় গাদির অধিকারী করা হয়।

ঐ অওঘড়-মত-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মগিরির সহিত রুখড় সুখড় প্রভৃতি নিম্ন-লিখিত কয়েকটি মতের সবিশেষ সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়া থাকে। জনশ্রুতি আছে, গোরক্ষনাথ তাঁহাকে মন্ত্রদান না করিয়া কর্ণকুণ্ডলাদি কয়েকটি নিজ চিহ্ন প্রদান করেন; ব্রহ্মগিরি তাহা ঐ রুখড় সুখড় প্রভৃতিকে অর্পণ করিয়া যান।

কোন সন্ন্যাসীর মৃত্যু ঘটিলে, সুখড়, রুখড়, গুদড় এই তিন সম্প্র-দায়ীরা তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে; তাহাকে স্নান করায়, বিভূতি মাখায়, বস্ত্র পরিধান করায় ও সমাধি দিয়া তাহার সমুদয় সামগ্রী অধিকার করিয়া লয়। ইহাই ইহাদের প্রধান বৃত্তি।

গুদড়, রুখড়, সুখড় এই তিনেই এক একটি কষায়-বর্ণ খেল্‌কা পরিধান করে। রুখড় ও সুখড়েরা দুই কর্ণে তাম্র বা পিত্তল-নির্ম্মিত কুণ্ডল ধারণ করে, আর গুদড়েরা এক কর্ণে কুণ্ডল আর এক কর্ণে অওঘড়ের পদ চিহ্ন যুক্ত তামার তক্তি রাখে। ঐ কুণ্ডলাদিকে খেচরী মুদ্রা বলে।

উল্লিখিত তিন সম্প্রদায়ে পাত্র বিশেষে ধূপ জ্বালাইয়া ভিক্ষা করে। গুদড়েরা ধুনচীতে এবং রুখড় ও সুখড়েরা খর্পরে অর্থাৎ নারিকেলের মালাতে ঐ ধূপাগ্নি রাখে এবং যে যাহা কিছু ভিক্ষা দেয় তাহাও উহা-তেই গ্রহণ করিয়া থাকে। এদিকে ভূখড় ও কুকড়দিগকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনিয়াছি, ভূখড়েরা ঐরূপ খর্পর লইয়া

ভিক্ষা করে কিন্তু ধূপ জ্বালায় না। কুকড়েরা একটি নূতন হাঁড়ীতে ভিক্ষা করে ও তাহাতেই পাক করিয়া খায়। সেই হাঁড়ীকে কালী হাঁড়ী কহে।

রুখড় ও সুখড়েরা গুদড়কে আপনাদের অপেক্ষা প্রধান পদস্থ বলিয়া স্বীকার করে। গুদড় নিকটে না থাকিলে, তাহারা খর্পরে ধূপ জ্বালাইয়া ভিক্ষা করে, নতুবা খর্পরে দ্রব্য-বিশেষ রক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী ও মহন্তের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই তিন প্রকার সন্ন্যাসী ইচ্ছানুসারে আলেখিয়াদের মত আলেখ্ জাগাইয়া ভিক্ষা করিতেও যায়। ভূখড় ও কুকড় অতি বিরল। এ প্রদেশে তাহাদিগকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কুকড়দের বৃত্তির বিষয় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ দেখি নাই এবং পূর্ব্বে অন্য অন্য রূপে সে বিষয় যেরূপ অবগত হইয়াছিলাম, তাহাও সুনিশ্চিত প্রমাণ-সিদ্ধ বোধ হয় না।

দশনামী ভাঁটদিগের একখানি গ্রন্থে দেখিলাম, ধূখড় নামে আর এক রূপ সন্ন্যাসি-দল বিদ্যমান আছে।

কহি কুকড় ভূখড় যাপ যাপে।
কহি সুখড় ধুখড় আয় মিলায়ে॥

যে দুই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তাহাতে উখড় নামে একরূপ সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাদের অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে পারি নাই। তাহাতে লিখিত আছে, সুখড়, রুখড়, গুদড় এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা মদ্য, মাংস ব্যবহার করে, তাহাদের নাম উখড়।

অবধূতানী।

(অবধূতী)

এদেশীয় স্ত্রীলোক-বিশেষে যেমন ভেক লইয়া বৈষ্ণবী হয়, সেইরূপ, পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় কোন কোন স্ত্রীলোকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অবধূতানী নাম প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে অবধূতী বলে।

অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাদবধূতঃ সদাশিবঃ।
অবধূতী শিবা দেবি অবধূতাশ্রমং শৃণু॥

মুণ্ডমালাতন্ত্র ২য় পটল।

অবধূত সাক্ষাৎ সদাশিব-স্বরূপ ও অবধূতী শিবা-রূপিণী। অতএব দেবি! অবধূতাশ্রমের বিষয় শ্রবণ কর।

ইহারা সন্ন্যাসীদের ন্যায় বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি শৈব-চিহ্ন ধারণ করে, মধ্যে মধ্যে তীর্থ পর্য্যটন করিতে যায় ও ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে, কিন্তু তাহাদের পঙ্গতে উপবেশন করিতে পায় না।

গঙ্গাগিরি নামে একটি স্ত্রীলোক প্রথম অবধূতানী হয় এইরূপ প্রবাদ আছে। সন্ন্যাসীই যেমন সন্ন্যাসীর গুরু, সেইরূপ, অবধূতানীর গুরু অবধূতানী; সন্ন্যাসীরা স্ত্রীলোককে সন্ন্যাস-মন্ত্র উপদেশ দেন না।

ইহাদের মধ্যেও সাত্ত্বিক ভাবের লোক অতি অল্প; তবে কদাচিৎ দুই একটিকে দেখিয়া বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্ম-পরায়ণা বোধ হয়। যতগুলি অবধূতীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহার মধ্যে হিমালয়ের অন্তর্গত ও কাশ্মীরের পূর্ব্বদক্ষিণস্থ কোন নগরের একটি অবধূতানীকে

তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী দেখিয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় হিন্দী শ্লোক পাঠ করেন ও অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে আপন ধর্ম্মের পরিচয় দিয়া থাকেন।

ঘরবারী সন্ন্যাসী।

যে সমস্ত সন্ন্যাসী স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসার করে, তাহাদের নাম ঘরবারী সন্ন্যাসী। মুণ্ডমালা তন্ত্রে যে গৃহাবধূতের বৃত্তান্ত আছে *, তাহা সেই ঘরবারীদেরই বিবরণ বোধ হয়। অপরাপর সন্ন্যাসীরা তাহাদিগকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলিয়া জানেন; তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার করা দূরে থাকুক, তাহাদের স্পৃষ্ট অন্নও ভক্ষণ করেন না।

নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে। ঘরবারী দণ্ডীদের ন্যায় তাহাদেরও স্বমঠে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। শৃঙ্গগিরি মঠের অন্তর্গত পুরি গোসাঁইয়ে জ্যোসী মঠের গিরি গোসাঁইয়ের গৃহে বিবাহ করিতে পারে, নিজ মঠের পুরি বা ভারতী কন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে পারে না।

ঠিকরনাথ।

ইহারা ভৈরবের উপাসক। বহু-ছিদ্র-যুক্ত একরূপ মৃৎপাত্রের নাম ঠিকরা; ইহারা সেই ঠিকরা হস্তে করিয়া ভিক্ষা করে এই নিমিত্ত ঠিকরনাথ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ইহারা ললাটে মসী ও সিন্দূর লেপন পূর্ব্বক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভিক্ষায় যায়। হস্তে একপ্রকার বৃক্ষ-

---

* ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

পত্র রাখিয়া তাহার উপরে ঠিকরা স্থাপন করে ও তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঘৃত ও তৈল অর্পণ করিতে থাকে। শিকল, চিম্‌টা ও লৌহ-শলাকা সঙ্গে রাখে, ও সেই সমুদয় ঐ অগ্নিতে উত্তপ্ত করে। যদি কেহ ভিক্ষা দিতে বিলম্ব বা অস্বীকার করে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত নিজ শরীরে আঘাত করিয়া রক্ত-পাত করিতে থাকে।

ইহারা মদ্য মাংস ব্যবহার করে ও ইতর ভদ্র সমুদয় জাতিরই অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। অপরাপর দশনামীরা ইহাদের সহিত কোনরূপ ভোজ্যান্নতা-সম্বন্ধ রাখেন না।

এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাগিরি অবধূতানী হইতেই ঠিকরনাথ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা এদেশে অতি বিরল। আবু, গিনার, কচ ও গুজরাট অঞ্চলে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বর্ভঙ্গী।

ইহারা বর্ণ-বিচার একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে; নীচ ও উচ্চ সকল জাতির গৃহেই অন্ন ভিক্ষা করিয়া ভোজন করে। কোন দেশের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত ও অলৌকিক উপাখ্যানের অসদ্ভাব নাই। দশনামীদেরও মধ্যে এইরূপ একটি কথা প্রচলিত আছে যে, যিনি এই সম্প্রদায়টি প্রবর্ত্তিত করেন, তিনি ব্রাহ্মণ অবধি অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকল জাতির অন্ন একত্র ভিক্ষা করিয়া তদুপরি মন্ত্র-পূত জল নিক্ষেপ করিতেন। করিলে, সকল জাতির অন্ন পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যাইত ও তাহা হইতে তিনি ব্রাহ্মণের অন্ন-মাত্র গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিতেন।

ইহারাও পূর্ব্বোক্ত অঘোরীদের ন্যায় অস্থি, নর-কপাল ও মল-মূত্র

ব্যবহার করে এবং শুনিতে পাই, অনেকে আপনাদিগকে ঐ অঘোরী বলিয়াই পরিচয় দেয়।

অন্য অন্য দশনামীরা ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করে; এমন কি, ইহাদের সহিত সহবাস ও আহার ব্যবহার করিতেও অসম্মত হয়।

ত্যাগসন্ন্যাসী।

ত্যাগসন্ন্যাসী সর্ব্ব-ত্যাগী ও নিতান্ত অযাচক; আহার-দ্রব্য দাও আহার করিবেন, না দাও উপবাসী থাকিবেন; পরিধেয় দাও পরিধান করিবেন, না দাও বিবস্ত্র রহিবেন। এরূপ মহাপুরুষ বলিয়া যাঁহাদের সম্ভ্রম জন্মিয়াছে, তাঁহাদের আর ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকে না এবং জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহেরও কোন অংশে অপ্রতুল হইবার বিষয় নাই। লোকে তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তদীয় পদ-যুগলে অপর্য্যাপ্ত পূজা-দ্রব্য অর্পণ করিতে থাকে।

যে সকল সন্ন্যাসী ও পরমহংস আপনাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চতর সোপানে সমারূঢ় বোধ করেন, তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ তৈলঙ্গস্বামী এই অবস্থার লোক ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

আতুর-সন্ন্যাসী, মানস-সন্ন্যাসী ও অন্ত-সন্ন্যাসী।

এপর্য্যন্ত যত প্রকার সন্ন্যাসীর বিবরণ লিখিত হইল, তাহারা দশনামীর অন্তর্গত। তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি উদাসীন সন্ন্যাসী

বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ; যেমন আতুর-সন্ন্যাসী, মানস-সন্ন্যাসী ও অন্ত-সন্ন্যাসী।

দাক্ষিণাত্য লোকের মধ্যে মুমূর্ষু ব্যক্তি-বিশেষকে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নির্গুণ মন্ত্রোপদেশ করাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। এইরূপ সন্ন্যাসকে আতুর-সন্ন্যাস বলে। পরকালে সদগতি-লাভই এইরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশ্য।

আতুর-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যাঁহার মৃত্যু না ঘটে, তিনি পুনরায় গৃহ-প্রবেশ করিতে পান না ; যাবজ্জীবন উদাসীন-ভাবেই কাল-হরণ করেন। তুলসীদাস নামে একটি দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ঐরূপ সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিবার পর রোগ হইতে মুক্ত হন, ও কাশী-বাস করিয়া বেদান্ত-মতানুসারে তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষরূপ অনুশীলন করেন। তিনি একটি প্রধান বৈদান্তিক ও তেজীয়ান্ লোক ছিলেন। তাঁহাকে একবার চর্ম্মপাদুকা পায়ে পঞ্চ-ক্রোশী কাশী পরিক্রম করিতে দেখিয়া, কোন কোন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিল, স্বামী ! আপনি কোন্ শাস্ত্রের বিধানক্রমে চর্ম্মপাদুকা পায়ে কাশী পরিক্রম করিতেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি চর্ম্মপাদুকা কোথায় পাইব ? আমার একখানি পাদুকা কর্ম্মীদের মস্তকে ও অপর খানি উপাসকদিগের শিরোদেশে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

যিনি মনে মনে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন ও তদুচিত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, অথচ গেরুয়া-বস্ত্রাদি সন্ন্যাস-চিহ্ন ধারণ করেন না, তাঁহার নাম মানস-সন্ন্যাসী।

যিনি এক স্থানে উপবেশন ও অনশন পূর্ব্বক পরমব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন,তাঁহার নাম অন্ত সন্ন্যাসী। এখন এরূপ সন্ন্যাসী অতি বিরল, কিন্তু একজন পরমহংস আমাকে বলেন, আমি হরিদ্বারে এইরূপ একজন সন্ন্যাসী দেখিয়াছি।

ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারীরা গিরি পুরি প্রভৃতি দশনামের কোন উপাধি প্রাপ্ত হন না, সুতরাং তাহার অন্তর্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারি মঠের চারি প্রকার ব্রহ্মচারী নির্দ্দিষ্ট আছে; উত্তর মঠের আনন্দ, দক্ষিণ মঠের চৈতন্য, পূর্ব্ব মঠের প্রকাশ ও পশ্চিম মঠের স্বরূপ ব্রহ্মচারী। তদনুসারে ব্রহ্মচারীরা ইহারই কোন না কোন উপাধি ধারণ করেন।

ব্রাহ্মণের প্রথম আশ্রম যে স্মৃত্যুক্ত ব্রহ্মচর্য্য, তাহা এ ব্রহ্মচর্য্য নয়, বরং একালে সেই দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় *।

অধুনাতন ব্রহ্মচারীতে গেরুয়া বস্ত্র পরিধান ও ফল-মূলাদি আহার করিবে, নখ-লোমাদি রক্ষা করিবে, এবং হস্তে ত্রিশূল ও কর্ণযুগলে তাম্র-যুক্ত রুদ্রাক্ষ-মালা ধারণ করিবে এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

---

* दीर्घकालं ब्रह्मचर्य्यं धारणञ्च कमण्डलोः।
देवरेण सुतोत्पत्तिर्दत्तकन्या प्रदीयते॥
कन्यानामसवर्णानां विवाहश्च द्विजातिभिः।
आततायिद्विजाग्र्याणां धर्म्मयुद्धे निर्हिंसनम्॥
वानप्रस्थाश्रमस्यापि प्रवेशो विधिदेशितः।
वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसङ्कोचनं तथा॥
प्रायश्चित्तविधानञ्च विप्राणां मरणान्तिकम्।
संसर्गदोषः पापेषु मधुपर्के पशोर्वधः॥
दत्तौरसेतरेषान्तु पुत्रत्वेन परिग्रहः।
शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्रार्द्धसीरिणाम्॥
भोज्यान्नता गृहस्थस्य तीर्थसेवातिदूरतः।
ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पक्वतादिक्रियापि च॥

গৈরিকং বসনং কুর্য্যাদ্দেবতাধ্যানতৎপরঃ।
ফলমূলাহারবতো দুগ্ধং গব্যং সমাহরেৎ॥

নির্ব্বাণ-তন্ত্র।

ব্রহ্মচারীতে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিবে, দেবতা-ধ্যানে অনুরক্ত হইবে, এবং ফল মূল ভক্ষণ ও গো-দুগ্ধ পান করিতে থাকিবে।

নখলোমাদিকং দেবি ন ত্যাজ্যং ব্রহ্মচারিণা।
সদৈব তু সদাভাবং সদৈব ধ্যানতৎপরঃ॥

ভৃগ্বগ্নিমরণঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণং তথা।
এতানি লোকগুপ্তার্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

উদ্বাহতত্ত্ব-ধৃত আদিত্যপুরাণীয় বচন।

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু-ধারণ, দেবরের দ্বারা পুত্র উৎপাদন, বাগ্দত্তা কন্যার সম্প্রদান, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের অসবর্ণা কন্যা-গ্রহণ, ধর্ম্ম-যুদ্ধে আততায়ী ব্রাহ্মণের হিংসা, যথাবিধি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন, বৃত্ত এবং স্বাধ্যায় দ্বারা অশৌচ-সঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সংসর্গ-জন্য পাপ, মধুপর্ক-প্রদানে পশু-বধ, দত্তক-পুত্র ও ঔরস পুত্র ভিন্ন অপর পুত্র স্বীকার, শূদ্রের মধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী * ব্যক্তির সহিত গৃহস্থের ভোজ্যান্নতা, অতি দূরে তীর্থ-সেবা, শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের অন্ন-পাক, অগ্নি দ্বারা ও উচ্চ স্থান হইতে পতন দ্বারা ইচ্ছা-মৃত্যু, বৃদ্ধ-ব্যক্তি প্রভৃতির ইচ্ছা-মৃত্যু এই সকল কর্ম্মকে মহাত্মা পণ্ডিতেরা লোক-রক্ষার্থ ব্যবস্থা করিয়া নিষেধ করিয়াছেন।

এই কয়েকটি বচনে পূর্ব্ব-কালের অনেক প্রকার আচার ব্যবহার অবগত হওয়া যাইতেছে। এই নিমিত্ত সমুদায় বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়া রাখিলাম।

---

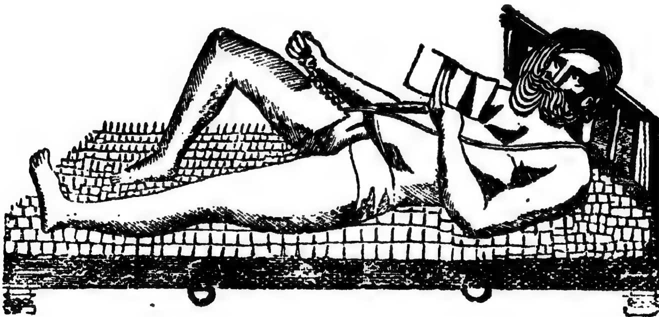
* যে কৃষকের সহিত ক্ষেত্র উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশ ভাগ করিয়া লইবার বন্দোবস্ত থাকে, তাহাকে অর্দ্ধসীরী বলে।

ত্রিশূলং ধারয়েন্নিত্যং ত্রিশিখাং বাপি ধারয়েৎ।
তাম্রযুক্তস্য রুদ্রাক্ষং কর্ণযুগ্মে নিবেশয়েৎ॥
নির্ব্বাণ-তন্ত্র।

ব্রহ্মচারীতে নখ-লোমাদি রক্ষা করিবে, সর্ব্বদা ভাব-যুক্ত হইয়া ইষ্ট-চিন্তায় তৎপর থাকিবে, ত্রিশূল বা ত্রিশিখা ধারণ করিবে এবং কর্ণ-যুগলে তাম্র-যুক্ত রুদ্রাক্ষ-বীজ বিনিবেশিত করিয়া রাখিবে।

তন্ত্রের মতে গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েই ব্রহ্মচারী হইতে পারে, তম্মধ্যে গৃহস্থ ব্রহ্মচারীর প্রতি কাল-বিশেষে স্ত্রী-সঙ্গ করিবারও আদেশ আছে *।

কোন কোন ব্রহ্মচারীও সন্ন্যাসীদের মত কঠোর তপস্যা অবলম্বন করেন। আসিয়াটিক্ রিসর্চ্চ নামক পুস্তকাবলির পঞ্চম খণ্ডে পরমস্বতন্ত্র প্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী নামে একটি ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত ও চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকটিত আছে; তিনি কঙ্করময় ও কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন।



পরম-স্বতন্ত্র প্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী।

* ঋতুকালং বিনা নৈব স্বদারাগমনং চরেৎ।
প্রাণতোষিণী-ধৃত নির্ব্বাণ-তন্ত্র-বচন।
গৃহস্থ ব্রহ্মচারীতে ঋতু-কাল ব্যতিরেকে স্বস্ত্রী-সংসর্গ করিবে না।

ইনি পাঞ্জাব-দেশীয় একটি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামাতা জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়া ঐ অঞ্চলে গুপিগা নামক গ্রামে বাস করিয়া থাকেন; সেইস্থানে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি দশ বৎসর বয়সেই কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন এবং বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হন। নেপাল, ভোট, কাশ্মীর, জ্বালামুখী, পেশোয়ার, হিঙ্গলাজ, প্রয়াগ, কাশী, জগন্নাথ-ক্ষেত্র, রামেশ্বর, সৌরাষ্ট্র ও মস্কট প্রভৃতি অনেক দেশ, প্রদেশ ও নগর পরিভ্রমণ করেন। যে সময়ে ইনি কাশীতে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে একটি ইংরেজ ইহাঁর চিত্রময় প্রতিরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারীদের মধ্যেও কুলাচারী ও পশ্বাচারী দুই দল আছে, অর্থাৎ কেহ কেহ তন্ত্র-মতানুসারে সুরাপান করেন, অপর কেহ উহা স্পর্শও করেন না। কিছু কাল হইল, কালীঘাটে আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামে একটি কুলাচার-পরায়ণ ব্রহ্মচারী অবস্থিতি করিতেন। লোকে তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস যাইত। তাঁহার সহিত আমাদের অতিশয় আত্মীয়তা ও বিশেষরূপ বাধ্যবাধকতা ছিল। তিনি সময় ক্রমে কখন কখন আমাদের আলয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতেন ও এক এক দিন ইষ্টসাধন উদ্দেশে রাত্রি-কালে সুরাপান করিয়া শক্তি-বিষয় ও শিব-বিষয়াদি পরমার্থ বিষয় যখন বংশীতে গান করিতেন, শুনিয়া লোকের অন্তঃকরণ একেবারে উদাস হইয়া যাইত। আমি সে সময়ে বালক ছিলাম; তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও কথা-প্রসঙ্গে নানাবিধ হিত-গর্ভ সংস্কৃত বচন শিক্ষা দিতেন।

যোগী।

অধুনাতন যোগীরাও শৈব-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত। যোগ-প্রতিপাদক পাতঞ্জল একটি প্রাচীন দর্শন। পুরাণ ও মহাভারতে এবং মালতীমাধব প্রভৃতি সাহিত্যে যোগের প্রসঙ্গ আছে। অতএব যোগধর্ম্ম নিতান্ত অপ্রাচীন বলা যায় না। তবে কিছু পরেই কণ্ফট্ প্রভৃতি যে সমস্ত ইদানীন্তন যোগি-সম্প্রদায়ের প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, সে সমুদায় তাদৃশ প্রাচীন নয় বটে।

হঠপ্রদীপিকা, দত্তাত্রেয়সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা এই তিন গ্রন্থে ঐ সমস্ত যোগি-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় যোগপ্রণালীর আসন প্রাণায়ামাদি সমুদায় অঙ্গের সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থ, সহজানন্দ চিন্তামণি স্বাত্মারাম যোগীন্দ্রের কৃত, তাহাতে চারি উপদেশ আছে। প্রথম উপদেশে প্রধান প্রধান হঠযোগীর নাম, যোগ-সাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল ক্রিয়াসমূহের বিবরণ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, এই চারি প্রকার যোগাঙ্গ এবং যোগাধিকারের লক্ষণ ও যোগীদিগের ভোজনের নিয়ম লিখিত আছে। দ্বিতীয় উপদেশে ধৌতী, বস্তী প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম ও কয়েক প্রকার কুম্ভকের লক্ষণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তৃতীয় উপদেশে দশ প্রকার মুদ্রা-সাধনের বিবরণ এবং চতুর্থ উপদেশে সমাধির বিষয় ও নানারূপ সিদ্ধাবস্থার বৃত্তান্ত প্রভৃতি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দত্তাত্রেয়সংহিতা দত্তাত্রেয়-কথিত বলিয়া লিখিত আছে। ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে, দত্তাত্রেয় অত্রি ও অনসূয়ার পুত্র এবং বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ। লিখিত আছে, তিনি নিজে পরম যোগী ছিলেন ও যোগ-ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া প্রহ্লাদাদিকে উপদেশ দেন *। যে

---

* ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্॥
ভাগবত। ১ম স্কন্ধ। ৩য় অধ্যায়।

সংহিতাখানি তাঁহার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে মন্ত্রযোগের লক্ষণাদি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহার নিকৃষ্টত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে †, লয়যোগের সূচনা পূর্ব্বক নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি, ভূমিতে শয়ন, মৃত্যুঞ্জয় ধ্যান প্রভৃতি তাহার অঙ্গ সমুদায় বর্ণন করা হইয়াছে ও প্রণালীক্রমে অষ্টাঙ্গ হঠযোগের সবিস্তর বিবরণ করা হইয়াছে। গোরক্ষসংহিতায় গুরু গোরক্ষের উপদিষ্ট যোগ-প্রকরণ বর্ণিত আছে। তাহাতে হঠপ্রদীপিকা ও দত্তাত্রেয়সংহিতার প্রণালীক্রমে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি যোগাঙ্গের বিবরণ ও ষট্‌চক্র-সাধনের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যোগের ছয় অঙ্গ মাত্র নির্দ্দেশিত আছে ‡; যম ও নিয়ম এই দুইটি অঙ্গের প্রসঙ্গ নাই। দত্তাত্রেয়সংহিতায় সমুদয় আট অঙ্গই কথিত হইয়াছে।

অত্রি ও অনসূয়ার পুত্র দত্তাত্রেয় ভগবানের ষষ্ঠ অবতার। তিনি অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আত্মবিদ্যা দিয়াছিলেন।

मुनिपुत्रवृतो योगी दत्तात्रेयोऽप्यसङ्गताम्।
अभीप्समानः सरसि निममज्ज चिरं विभुः॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

মুনি-পুত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত বিভু দত্তাত্রেয় লোক-সংসর্গ পরিত্যাগ ইচ্ছা করিয়া বহুকাল সরোবরে মগ্ন হইয়া ছিলেন।

* মাতৃকা ন্যাসাদি পূর্ব্বক কেবল মন্ত্র-জপ দ্বারা যে যোগ কৃত হয় তাহাকে মন্ত্রযোগ বলে।

† मन्त्रयोगोहि यः प्रोक्तो योगानामधमः स्मृतः।

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

এই যে মন্ত্রযোগের বিষয় বলিলাম, তাহা সকল যোগের অধম।

‡ आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा।
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि वदन्ति षट्॥

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই ছয়টি বিষয় যোগের অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরম্।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ॥
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ॥

যম প্রথম, নিয়ম দ্বিতীয়, তৎপরে আসন তৃতীয়, প্রাণায়াম চতুর্থ, প্রত্যাহার পঞ্চম, ধারণা ষষ্ঠ, ধ্যান সপ্তম, এবং সমস্ত পুণ্য-ফল-দায়ক সমাধি অষ্টম অঙ্গ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, ক্ষমা, ধৃতি,সারল্য, পরিমিত আহার, শৌচাচার এই দশের নাম যম। তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিকতা, দান, দেব-পূজা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ, হোম এই দশের নাম নিয়ম *।

কেবল পরিমিত আহার নয়, ভোজন বিষয়ে যোগীদের অন্য অন্য কঠোর নিয়ম পালন করিবারও ব্যবস্থা আছে। অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত এই চারি প্রকার রস ও মৎস্য, মাংস মদ্য প্রভৃতি ইহাঁদের অভক্ষ্য †।

---

* অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচঞ্চেতি যমা দশ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রী মতিশ্চ জপোহুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥
হঠপ্রদীপিকা প্রথম উপদেশ।

† কট্বম্লতিক্তলবণোষ্ণহরীতশাক-
সৌবীরতৈলতিলসর্ষপমৎস্যমদ্যম্।
অজাদিমাংসদধিতক্রকুলত্থকোল-
পিণ্যাকহিঙ্গুলশুনাদ্যমপথ্যমাহুঃ॥
হঠপ্রদীপিকা।

কটু, অম্ল, তিক্ত, লবণ, উষ্ণ দ্রব্য, হরীত শাক, বদরী ফল, তৈল, তিল, সর্ষপ, মৎস্য, মদ্য, ছাগলাদির মাংস, দধি, তক্র, কুলত্থ কলায়, বরাহমাংস, পিণ্যাক, হিঙ্গু, লশুনাদি দ্রব্য যোগীদিগের অপথ্য।

যব, গোধূম, ধান্য, দুগ্ধ ও মধু প্রভৃতি ইহাঁদিগের সুপথ্য *। স্ত্রী-সংসর্গ কোনরূপেই কর্ত্তব্য নয়।

যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আয়ুঃক্ষয়োবিন্দুহানাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে॥
তস্মাৎ স্ত্রীণাং সঙ্গবর্জ্জং কুর্য্যাদভ্যাসমাদরাৎ।
যোগিনোঽঙ্গস্য সিদ্ধিঃস্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

স্ত্রী-সঙ্গ করিলে বিন্দু-ক্ষয় হয় এবং বিন্দু-ক্ষয় হইলে আয়ু-নাশ ও বল-বিনাশ হয়, অতএব যত্ন পূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সঙ্গ ত্যাগ অভ্যাস করিবে। বিন্দু-ধারণ দ্বারা যোগীদের যোগাঙ্গ সমুদায় সতত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপ বিধান আছে যে, হঠযোগীরা উপদ্রব-শূন্য নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক যোগ-মঠে উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করিবেন। এই মঠ যে স্থানে যেরূপ নির্ম্মাণ করিতে হইবে ও যে প্রকার করিয়া পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে তাহাও সবিশেষ লিখিত আছে।

সুরাজ্যে ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
একান্তমাঠকামধ্যে স্থাতব্যং হঠযোগিনাম্॥

হঠপ্রদীপিকা।

---

* গোধূমশালিযবষষ্টিকশোভনান্নং
ক্ষীরাজ্যখণ্ডনবনীতসিতামধূনি।
শুণ্ঠীপটোলকফলাদিকপঞ্চশাকং
মুদ্গাদিদিব্যমুদকঞ্চ যমীন্দ্রপথ্যম্॥

হঠপ্রদীপিকা।

গোধূম, শালিধান্য, যব, ষষ্টিক ধান্যরূপ সুচারু অন্ন, ক্ষীর, অখণ্ড নবনীত, চিনি, মধু, শুণ্ঠী, পটোলক ফল, পঞ্চশাক, মুদ্গ প্রভৃতি এবং উত্তম জল এই সকল সামগ্রী যোগীর পথ্য।

যেখানে বহু সংখ্যক ধার্ম্মিক লোকের বাস আছে ও সুন্দররূপ ভিক্ষা পাওয়া যায় এইরূপ উপদ্রব-শূন্য উত্তম রাজ্য-স্থিত যোগ-মঠে হঠযোগীরা নির্জ্জনে বাস করিবেন।

स्वल्पद्वारमरन्ध्रगर्त्तपिटकं नात्युच्चनीचायतं
सम्यग्गोमयसान्द्रलिप्तममलं निःशेषबाधोज्झितम्।
बाह्ये मण्डपकूपवेदिरचितं प्राकारसम्वेष्टितं
प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यासिभिः॥

হঠপ্রদীপিকা।

যোগ-মঠ ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট, রন্ধ্র-হীন, না অতি উচ্চ না নিম্ন, সম্যক্‌রূপে গোময়-লিপ্ত, পরিষ্কৃত ও নিঃশেষরূপে যোগ-বাধক দ্রব্য-বিহীন হইবে, বাহিরে মণ্ডপ, কূপ ও বেদি প্রস্তুত হইবে, এবং সমগ্র মঠ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। হঠযোগীরা যোগমঠের এইরূপ লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন।

এই প্রকার যোগ-মঠ সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিয়া এবং সুগন্ধ দ্বারা সুবাসিত* করিয়া তাহার মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবে। উপবেশনের নানা প্রকার কৌশল আছে, তাহাকে আসন বলে। এই আসন চৌরাশি প্রকার, তন্মধ্যে পদ্মাসনই সচরাচর প্রচলিত। দত্তাত্রেয়-সংহিতাতে ঐ আসনই শ্রেষ্ঠ আসন বলিয়া উক্ত হইয়াছে †। কিরূপে এই আসনের অনুষ্ঠান করিতে হয়, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

वामोरूपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वामं तथा-
प्यन्योरुपरि तस्य बन्धनविधौ धृत्वा कराभ्यां दृढम्।

---

* दिने दिने सुसंमृष्टं सम्मार्ज्जन्याप्यतन्द्रिणः।
वासितञ्च सुगन्धेन धूपितं गुग्गुलादिभिः॥

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিদিন সম্মার্জনী দ্বারা মঠ পরিষ্কৃত করিবে, এবং ধূপ, গুগ্গুল ও অন্য অন্য সুগন্ধ দ্রব্য দিয়া সুবাসিত করিতে থাকিবে।

† কিন্তু হঠপ্রদীপিকায় সিদ্ধাসন সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া লিখিত আছে।

अङ्गुष्ठौ हृदये निधाय चिवुकं नासाग्रमालोकये-
देतद्व्याधिविनाशकारि यमिनां पद्मासनं प्रोच्यते ॥

গোরক্ষসংহিতা।

বাম ঊরূপরি দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ ঊরূপরি বাম পদ সংস্থাপন করিবে, ও যেরূপ করিয়া কোন বস্তু বন্ধন করিতে হয় সেইরূপে পশ্চাৎ ভাগ দিয়া দুই হস্ত দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে এবং চিবুক বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে। যতিদিগের এই আসনকে পদ্মাসন বলে। ইহা ব্যাধি-নাশক।

এইরূপ আসন-বদ্ধ হইয়া প্রাণায়াম করিবে অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা শরীর-মধ্যে বায়ু পূরণ ও ধারণ করিয়া পশ্চাৎ রেচন করিবে। ইহার বিশেষ বিশেষ কাল, সংখ্যা এবং প্রকার উল্লিখিত যোগ শাস্ত্র-সমুদায়ে সবিস্তর বর্ণিত আছে। ইহার প্রথম অভ্যাস-কালে কেবল দুগ্ধ ও জল পান করিয়া থাকিতে হয়।

अभ्यासकाले प्रथमे शस्तं क्षीराम्बुभोजनम् ।
ततोऽभ्यासे दृढीभूते न तादृङ्नियमग्रहः ॥

হঠপ্রদীপিকা ·দ্বিতীয় উপদেশ।

প্রথম অভ্যাস-কালে দুগ্ধ ও জল পান প্রশস্ত। উত্তমরূপ অভ্যাস হইলে আর এ নিয়ম পালন করিতে হয় না।

যোগ-শাস্ত্রের বিধান ক্রমে শরীর-মধ্যে বায়ু-স্তম্ভন অর্থাৎ নিশ্বাস অবরোধ করাকে কুম্ভক বলে *। উহা প্রাণায়ামেরই অঙ্গ-বিশেষ। উহা নানাপ্রকার। যে কুম্ভকের দ্বারা বিজৃম্ভণ এবং মুখ ও নাসিকার শীৎকার হয়, তাহার নাম শীৎকার-কুম্ভক। যে কুম্ভক দ্বারা বায়ু-পূরণ-কালে ভৃঙ্গ-নাদ এবং রেচন-কালে ভৃঙ্গী-নাদ হয়, তাহার নাম ভ্রমরী-

---

* स्वविधबन्धेन नासापुटद्वयं धृत्वा प्राणायामाङ्गं वायुस्तम्भनमिति लक्षणम् ।

शब्दकल्पद्रुमः ।

কুম্ভক। হঠপ্রদীপিকা-রচয়িতা এই রূপ নানা কুম্ভকের বিবরণ করিয়া পরে লিখিয়াছেন, যোগীরা অভ্যাস-বলে রেচন ও পূরণ না করিয়াও কুম্ভকসাধন করিতে সমর্থ হন। এ অবস্থায় তাঁহাদের কিছুই দুর্লভ থাকে না। এইরূপ লিখিত আছে যে, ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা সাধকেরা আসন হইতে শূন্যে উত্থিত হইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন।

ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্ভূমিত্যাগশ্চ জায়তে।
পদ্মাসনস্থ এবাসৌ ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে॥
নিরাধারোবিচিত্রং স্থি তদা সামর্থ্যমুদ্ভবেৎ।
অল্পং বা বহু বা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে ক্বচিৎ॥

দত্তাত্রেয়-সংহিতা।

তদপেক্ষা অধিকতর অভ্যাস করিলে ভূমি-ত্যাগ হয়। যোগীরা পদ্মাসন করিয়া ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্যে অবস্থিতি করেন। তখন নিরাধার হইয়া বিচিত্র শক্তি লাভ করিতে থাকেন; অল্প বা বহু ভোজন করিলেও পীড়িত হন না।

কুম্ভক দ্বারা আসন-সমুত্থান-বিষয়ের অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। একবার মান্দ্রাজে শিশাল নামক এক জন দক্ষিণ-দেশীয় যোগীকে হিন্দু ও ইংরেজ অনেকেই দৃষ্টি করিয়াছিলেন। পর পৃষ্ঠায় তাঁহার চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশ করা যাইতেছে, তাহাতেই তাঁহার আসনাদি দৃষ্ট হইবে।

তিনি সমুদায় শরীর শূন্যে তুলিতেন, কিন্তু তাঁহার একটি অঙ্গ দ্রব্য-বিশেষ অবলম্বন করিয়া থাকিত। একখানি কাষ্ঠের চৌকিতে একটি পিত্তল-দণ্ড নিবদ্ধ ছিল, দণ্ডের ন্যায় জড়ান এক খণ্ড মৃগ-চর্ম্ম তাহার সহিত সংযুক্ত থাকিত; যোগিবর সেই অজিন-দণ্ডের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া দিতেন। তিনি এইরূপে আসনারূঢ় হইয়া ও উভয় নেত্রকে

অর্দ্ধ-মুদিত করিয়া জপ করিতেন। আসন আরোহণ ও পরিত্যাগ কালে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কম্বল দিয়া আবরণ করিত। *



মান্দ্রাজ-স্থিত যোগী।

যখন কাষ্ঠাসন ও চর্ম্মাদি উপকরণ আবশ্যক হইত, তখন ইহাতে

* The Saturday Magazine, Vol. I. P. 28.

কিছু কৃত্রিমতা ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কোন কোন বাজিকরকেও এরূপ করিতে দেখা গিয়াছে।

যোগীদের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে, দেহের লঘুতা, দীপ্তি ও অগ্নি-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শরীরলঘুতা দীপ্তির্জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
কৃশত্বঞ্চ শরীরস্য তস্য জায়েত নিশ্চিতম্॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

তাঁহার শরীরের লঘুতা ও দীপ্তি এবং জঠরাগ্নি-বৃদ্ধি ও দেহের কৃশতা অবশ্যই হয়।

এরূপে শরীর শুদ্ধ না হইয়া শ্লেষ্মাদি-ঘটিত পীড়া জন্মিলে, ধৌতী নতী প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা লিখিত আছে।

চতুরঙ্গুলবিস্তারং হস্তপঞ্চদশেন তু।
গুরূপদিষ্টমার্গেণ সিক্তবস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ।
ততঃ প্রত্যাহরেচ্চৈতৎ ক্ষালনং বস্তিকর্ম তৎ॥
কাসশ্বাসপ্লীহকুষ্ঠকফরোগাশ্চ বিংশতিঃ।
ধৌতীকর্মপ্রসাদেন শুধ্যন্তে ন চ সংশয়ঃ॥

হঠপ্রদীপিকা।

দৈর্ঘ্যে ১৫ পোনের হাত ও প্রস্থে ৪ চারি অঙ্গুলি প্রমাণ এক খণ্ড জল-সিক্ত বস্ত্র গুরূপদিষ্ট পথ দ্বারা ক্রমশঃ গ্রাস করিবে এবং পরে তাহা নির্গত করিয়া ফেলিবে। ইহাকে বস্তি-কর্ম্ম কহে। এই ধৌতী-কর্ম্ম দ্বারা কাস, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, কফ-রোগ প্রভৃতি বিংশতি প্রকার রোগের শান্তি হয়।

এইরূপ, নাসিকা দ্বারা সূত্র প্রবেশ করাইয়া মুখ দ্বারা নির্গত করণের নাম নতী কর্ম্ম। নেত্র-যুগল স্থির করিয়া, যে পর্য্যন্ত অশ্রু-পাত না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নাম

ত্রাটক কর্ম্ম। এইরূপ, শরীর-মধ্যে জল-পূরণ, বায়ু-পূরণ ও ঐ উভয়ের নির্গমন প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের আদেশ আছে। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে যোগীরা কয়েক প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী প্রভৃতি অভ্যাস করিয়া থাকেন, তাহার নাম মুদ্রা।

अन्तःकपालविवरे जिह्वां व्यावृत्य बन्धयेत्।
भ्रूमध्ये दृष्टिरप्येषा मुद्रा भवति खेचरी॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

কপাল-বিবরের অভ্যন্তরে জিহ্বাকে ব্যাবৃত্ত ও বদ্ধ করিয়া ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টি রাখিবে। ইহার নাম খেচরী মুদ্রা।

अधःशिरश्चोर्द्ध्वपादः क्षणं स्यात् प्रथमे दिने।
क्षणाच्च किञ्चिदधिकमभ्यसेत्तु दिने दिने॥
वलितं पलितं चैव षण्मासात्तु विनाशयेत्।
याममात्रन्तु यो नित्यमभ्यसेत् स तु कालजित्॥

হঠপ্রদীপিকা তৃতীয় উপদেশ।

অধোভাগে মস্তক, এবং ঊর্দ্ধ দিকে পদ রাখিবে। প্রথম দিনে এইরূপ ক্ষণকাল সাধন করিবে এবং পরে দিন দিন অধিককাল ব্যাপিয়া অভ্যাস করিতে থাকিবে। এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা শুক্ল কেশ ও মাংস-কুঞ্চন রূপ বার্দ্ধক্যের চিহ্ন ছয় মাস মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। প্রতিদিন এক প্রহর ব্যাপিয়া যিনি এইরূপ অভ্যাস করেন, তিনি মৃত্যু-জয়ী হন।

কুম্ভক করিবার সময়ে ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিরস্ত করার নাম প্রত্যাহার।

एकवारं प्रतिदिनं कुर्य्यात् केवलकुम्भकम्।
प्रत्याहारोहि एवं स्यात् एवं कुर्य्युर्हि योगिनः॥
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो यत् प्रत्याहरते स्फुटम्।
योगी कुम्भकमास्थाय प्रत्याहारः स उच्यते॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

প্রতিদিন একবার করিয়া কেবল কুম্ভক করিবে। এইরূপেই প্রত্যাহার হইবে। যোগীরা এই রূপই অনুষ্ঠান করিবেন। যোগীতে কুম্ভকের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক.ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে সম্যক্‌রূপ প্রত্যাহার করে, এই নিমিত্ত ইহা প্রত্যাহার বলিয়া উল্লিখিত হয়।

ষট্‌চক্রভেদ যোগীদিগের একটি প্রধান সাধন* এবং হংস মন্ত্র জপ অতি অলৌকিক ব্যাপার। হংস মন্ত্র জপ কি প্রকার, তাহা লিখিত হইতেছে।

हंकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत् पुनः।
हंसहंसेत्यमुं मन्त्रं जीवो जपति सर्व्वदा॥
षट् शतानि दिवारात्री सहस्राण्येकविंशतिः।
एतत् संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा॥
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी।
तस्याः स्मरणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

গোরক্ষসংহিতা।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময়ে 'হং' শব্দ করিয়া বায়ু বহির্গত হয়, এবং 'স' শব্দ করিয়া শরীর-মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে। জীবে এই হংস মন্ত্র নিরন্তর জপ করে। দিবা রাত্রে ২১৬০০ বার এই মন্ত্র জপ হয়। এই অজপা নামক গায়ত্রী যোগী-দিগের মোক্ষ-দায়িনী; ইহার স্মরণ মাত্রে সমস্ত পাপের মোচন হয়।

শরীর-মধ্যে স্থান-বিশেষে বায়ু-ধারণের নাম ধারণা। এই ধারণা পঞ্চ প্রকার; পৃথিবী ধারণা, আম্ভসী ধারণা, আগ্নেয়ী ধারণা, বায়বী ধারণা এবং নভোধারণা। পায়ু-দেশের ঊর্দ্ধে এবং নাভির অধোভাগে পাঁচ দণ্ডকাল বায়ু-ধারণের নাম পৃথিবী ধারণা। নাভি-স্থলে বায়ু-ধারণকে আম্ভসী, নাভির ঊর্দ্ধ মণ্ডলে বায়ু-ধারণকে আগ্নেয়ী, হৃদয়ে বায়ু-ধারণকে বায়বী এবং ভ্রূ-মধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মস্তকের সমুদায়

* শাক্ত সম্প্রদায়ের বিবরণ-মধ্যে ষট্‌চক্রের বিষয় দেখিতে পাইবে।

স্থানে বায়ু-ধারণ করাকে নভো-ধারণা কহে। যোগীদের বিশ্বাস এই যে, পৃথিবী ধারণা করিলে পৃথিবীতে মৃত্যু হয় না, আম্ভসী ধারণা করিলে জলে মৃত্যু হয় না, আগ্নেয়ী ধারণা করিলে অগ্নিতে শরীর দগ্ধ হয় না, বায়বী ধারণা করিলে কোন ভয় থাকে না এবং নভোধারণা করিলে কোন রূপে মৃত্যু হয় না। শরীরের মধ্যে বায়ু-সঞ্চালন এবং বায়ু-ধারণাই হঠযোগের প্রধান অনুষ্ঠান। গোরক্ষনাথ বলেন, বায়ু স্থির না হইলে কিছুই স্থির হয় না, সুতরাং সিদ্ধি লাভও হয় না।

मनथीरिते पवनथीर पवनथीरिते विन्दुथीर।
विन्दुथीरिते कन्दथीर बले गोरखदेव सकलथीर॥

হঠপ্রদীপিকা-ধৃত গোরক্ষ-বাক্য।

গোরক্ষদেব বলেন মন স্থির হইলে বায়ু স্থির হয়, বায়ু স্থির হইলে বিন্দু স্থির হয়; বিন্দু স্থির হইলে কন্দ স্থির হয়, এবং তাহা হইলেই সকল স্থির হয়।

गज बाधिया राजा पवन बाधिया योगी।
धान्य बाधिया गृहस्थ विन्दु बाधिया भोगी॥

হঠপ্রদীপিকা-ধৃত নাথ-ব্যক্য।

রাজা গজের বাধ্য, যোগী বায়ুর বাধ্য, গৃহস্থ ধান্যের বাধ্য, ভোগী বিন্দুর বাধ্য।

যোগ-শাস্ত্রের মতে ধ্যান দুই প্রকার; সগুণ অর্থাৎ সাকার দেবতার ধ্যান, এবং নির্গুণ অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান। যোগীরা সগুণ ধ্যান দ্বারা অনিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন আর নির্গুণ ধ্যান দ্বারা সমাধি-যুক্ত হইয়া ইচ্ছানুরূপ সকল শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন।

समभ्यसेत्तदा ध्यानं घटिकाषष्टिमेवच।
वायुं निरुध्य तां ध्यायेत् देवतामिष्टदायिनीम्॥
सगुणध्यानमेतत् स्यादणिमादिसुखप्रदम्।
निर्गुणं खमिव ध्यायन्मोक्षमार्गे प्रवर्त्तते॥

निर्गुणध्यानसम्पन्नः समाधिञ्च समभ्यसेत्।
दिनद्वादशकेनैव समाधिं समवाप्नुयात्॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

তখন ষাট দণ্ড কালই ধ্যান অভ্যাস করিবে, বায়ু নিরোধ করিয়া ইষ্ট-দায়িনী দেবতার ধ্যান করিবে। এই সগুণ ধ্যানে অণিমাদি সুখ লাভ হয়। আর আকাশের ন্যায় ব্যাপন-শীল নির্গুণ দেবতার ধ্যান করিলে, মোক্ষ-পথে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। নির্গুণ-ধ্যান-সম্পন্ন হইয়া সমাধি অভ্যাস করিবে। করিলে, দ্বাদশ দিনে সমাধি প্রাপ্ত হইবে।

যোগীরা বিশ্বাস করেন, সমাধি সিদ্ধ হইলে, ইচ্ছানুসারে দেহ ত্যাগ বা দেহ রক্ষা করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হন। যদি দেহ-ত্যাগের ইচ্ছা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন, নতুবা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সকল লোকে অশেষবিধ সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে পারেন।

सर्व्वलोकेषु विचरेदणिमादिगुणान्वितः।
कदाचित् स्वेच्छया देवोभूत्वा स्वर्गेऽपि सञ्चरेत्॥
मनुष्योवापि यक्षोवा स्वेच्छयापि क्षणाद्भवेत्।
सिंहोव्याघ्रोगजोवापि स्यादिच्छातोऽन्यजन्मतः॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

অণিমাদি*ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্ব লোকে বিচরণ করেন, কদাচিৎ ইচ্ছাধীন

---

* যোগীদের বিশ্বাস এই যে মহাদেব স্বীয় সাধককে পশ্চাল্লিখিত অষ্ট ঐশ্বর্য্য দান করেন।

अणिमा लघिमा व्याप्तिः प्राकाम्यं महिमेशिता।
वशित्वकामावसायित्वे ऐश्वर्य्यमष्टधा स्मृतम्॥

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত শব্দমালা-বচন।

সূক্ষ্মতা অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ স্বীয় শরীর সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা, লঘুতা অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে নিজ দেহ লঘু করিবার ক্ষমতা, ব্যাপ্তি অর্থাৎ সর্ব্বত্র গমন করিবার

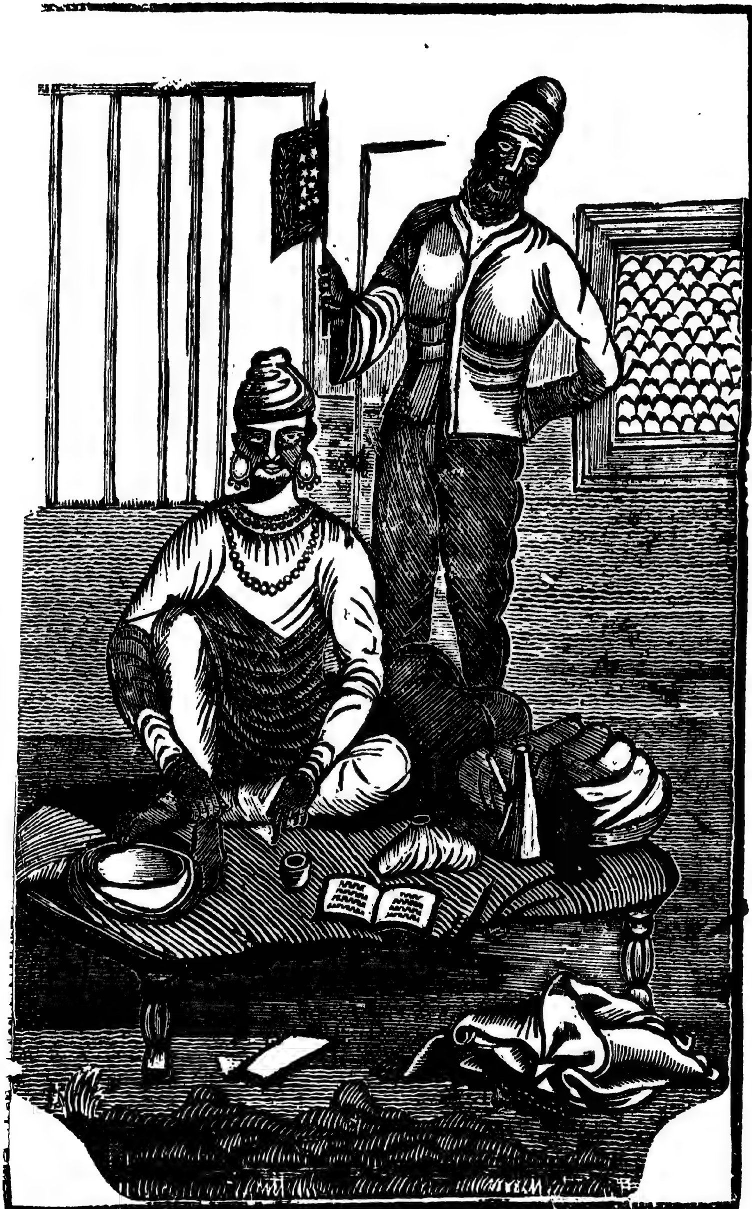
দেব-রূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ-লোকে ভ্রমণ করেন এবং জন্মান্তরে ইচ্ছামত ক্ষণমাত্রে মনুষ্য, যক্ষ, সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তী হইয়া থাকেন।

যোগীদিগের অলৌকিক ক্রিয়া সাধনের অনেকানেক বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের অধীশ্বর রণজিৎ সিংহের রাজ্যে একবার এক-জন যোগী উপস্থিত হন। তিনি বলিতেন, আমি যত দিন ইচ্ছা মৃত্তি-কার মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারি। জেনেরল্ বেঞ্চুরা নামে একজন ফরাশি তাঁহার কথায় সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপিত করেন। যে সময়ে তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে উঠান যায়, তখন ঐ জেনেরল্ বেঞ্চুরা ও কাপ্তেন্ ওয়েড্ সাহেব উভয়ে তথায় উপস্থিত থাকিয়া সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করেন। অস্-বোরন্ সাহেবের পুস্তকে ঐ বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, পশ্চাৎ তাহা সংক্ষেপে সংগৃহীত হইতেছে।

ঐ যোগিবর মহারাজ রণজিৎ সিংহের আদেশ ক্রমে তাঁহার সমী-পস্থ হইয়া যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। কর্ণ ও নাসিকা-রন্ধ্র এবং মুখ ভিন্ন অন্য অন্য সমস্ত শরীর-দ্বারে মধূচ্ছিষ্ট দিয়া এবং জিহ্বা ব্যাবর্ত্তন ও নয়ন-যুগল নিমীলন করিয়া একটি 'থলে'র মধ্যে প্রবেশ করেন। তদ-নন্তর সেই থলের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে রণজিৎ সিংহের নাম মুদ্রিত করা হয় এবং তাহা একটি সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। সেই সিন্দুক মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক, তদুপরি যব বপন করিয়া, তাহার রক্ষণাবেক্ষণার্থ কয়েক জন প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। দশ মাসকাল সেই

ক্ষমতা, প্রাকাম্য অর্থাৎ ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, মহিমা অর্থাৎ শরীরকে ইচ্ছামত স্থূল করিবার ক্ষমতা, ঈশিত্ব অর্থাৎ সকলকে শাসন করিবার ক্ষমতা, বশিত্ব অর্থাৎ সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা, এবং কামাবসায়িতা অর্থাৎ আপনার সর্ব্ব কামনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা। এই আট প্রকার ক্ষমতার নাম অষ্ট ঐশ্বর্য্য।

যোগী।



যোগী ঐ অবস্থায় মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে রণজিৎ সিংহ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ উদ্দেশে দুইবার সেই স্থান খনন করিতে অনুমতি করেন, এবং দুইবারই তাঁহাকে সমানরূপ অচেতন অথচ জীবিত দেখিয়া চমৎকৃত হন। দশ মাস পূর্ণ হইলে, তাঁহাকে মৃত্তিকার মধ্য হইতে উত্তোলন করিয়া দেখা গেল, তিনি মৃত প্রায় হইয়াছেন। তাঁহার সমুদয় শরীর শীতল, কেবল ব্রহ্মরন্ধ্র অতিশয় উত্তপ্ত ছিল। তাঁহার জিহ্বাকে আকৃষ্ট করিয়া সহজ অবস্থাতে আনয়ন করিলে এবং তাঁহাকে উষ্ণ জলে স্নান করাইলে, তিনি দুই ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব্বের মত সুস্থ হইলেন। যে সময়ে তিনি মৃত্তিকার মধ্যে অধিবাস করেন, তখন তাঁহার নখ, কেশ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয় না। তিনি নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি যদবধি মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিতি করি, তদবধি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রস অনুভব করিতে থাকি। *

কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুরের অন্তর্গত ভূকৈলাস নামক স্থানে একটি মহাপুরুষ আনীত হন; তাঁহার অসাধারণ যোগ সাধনের বিষয় অদ্যাপি অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। ১৭৫৪ সতরশ চুয়ান্ন শকের আষাঢ় মাসে শিবপুর-স্থিত শ্রীমান্ জুন্ সাহেবের দ্বারবান্ হরি সিংহের নিকট হইতে তাঁহাকে ভূকৈলাসে আনয়ন করা হয়। তথায় তিনি প্রথমে একেবারে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য ছিলেন। কয়েক দিবস নেত্রযুগল মুদিত করিয়া ও পান-ভোজন-বর্জ্জিত হইয়া থাকেন; পরে অনেক আয়াসে ও বহু চেষ্টায় কিছু দুগ্ধমাত্র গলাধঃকরণ করান হয়। তিনি অন্য লোকের উদ্যোগ ব্যতিরেকে কদাচ স্বেচ্ছাধীন কোন দ্রব্য ভোজন করিতেন না। তাঁহার যোগ-ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ডাক্তার গ্রেহাম্ তাঁহার নাসিকা-রন্ধ্রের নিকট এমোনিয়া নামক অত্যুৎকট ইংরেজী

---

* W. G. Osborne's Court and Camp of Runjeet Sing p.124.

ঔষধ ধারণ করেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার যোগ-ভঙ্গ হয় নাই ; শরীরের স্পন্দনমাত্র হইয়াছিল। প্রথমে তিনি কথা কহিতেন না, পরে তিন চারি দিবস নানাবিধ চেষ্টা করাতে, দুই একটি বাক্য বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার নাম দুল্লান্‌বাব। বিরক্ত হইলে, "হাঁড়েদী হাঁড়েদী" বলিয়া উঠিতেন। এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে পাঞ্জাবী লোক বলিয়া অনুমান করেন। তিনি একবার বাত-রোগে আক্রান্ত হন ; উল্লিখিত গ্রেহাম সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করেন। তিনি খাদ্য পেয় কোনরূপ ঔষধ-সেবনে স্বীকার পান নাই, তথাপি কেবল লেপন মর্দ্দনাদি দ্বারা সে বার উক্ত পীড়া হইতে মুক্ত হন। পরে ১৭৫৫ সতরশ পঞ্চান্ন শকের চৈত্রমাসে উদর-ভঙ্গ হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন। *

হঠ-যোগের বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি উল্লিখিত গ্রন্থ সমুদয়ে ইহার সবিশেষ বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। অধুনাতন যোগীরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ; যেমন কণ্‌ফট্-যোগী, অও-

---

* মহাপুরুষের এই যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত যাহা লিখিত হইল, তাহা ভূকৈলাস-স্বামী মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। আমিও ঐ মহাপুরুষকে দৃষ্টি করিয়াছি ও তাঁহার উক্তরূপ যোগ-ব্যাপার সমুদায়ও কিছু কিছু স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যে সময়ে তিনি যোগারূঢ় ছিলেন, তখন তাঁহাকে দুইবার দেখিতে যাই। সে সময়ে তাঁহার শরীর তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় ছিল : দেখিলে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইত। যোগ-ভঙ্গ হইবার কয়েক মাস পরে গিয়া দেখি, সে রূপ নাই, লাবণ্য নাই, মুখশ্রী নাই, শার্ণ জীর্ণ ও মলিন হইয়া একটি অপরিষ্কৃত অস্বাস্থ্যকর গৃহে পতিত রহিয়াছেন। বল-প্রয়োগ পূর্ব্বক বিবিধ চেষ্টা দ্বারা তাঁহার যোগ-ভঙ্গ করা শারীরবিধান-বিৎ পণ্ডিত-গণের তদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান-পক্ষে ও সুতরাং সাধারণ লোকের জ্ঞানোন্নতি অংশে একটি অসামান্য ক্ষতির বিষয় হইয়াছে বলিতে হইবে।

ঘড়্-যোগী, মচ্ছেন্দ্রি-যোগী, ভর্ত্তৃহরি-যোগী, শারঙ্গীহার-যোগী ইত্যাদি। যথাক্রমে তাহাদের বিষয় প্রস্তাবিত হইতেছে।

কণ্‌ফট্-যোগী।

কণ্‌ফট্-যোগীরা শিবের উপাসক। গুরু গোরক্ষনাথ ইহাঁদের প্রবর্ত্তক। ইহাঁরা তাঁহাকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত হঠযোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। হিন্দী-ভাষায় কবীরও গোরক্ষনাথের কথোপকথনাত্মক একটি প্রবন্ধে লিখিত আছে, গোরক্ষনাথ কহিতেছেন;

आदिनाथके नाती मच्छन्दनाथके पूत।
मैं योगी गोरख् अवधूत॥

আমি গোরক্ষ নামক অবধূত যোগী। আমি মচ্ছন্দ্রনাথের পুত্র ও আদিনাথের পৌত্র।

আবুল্‌ফজল্ কৃত আইন আকবরি গ্রন্থে অযোধ্যার বিবরণ মধ্যে লিখিত আছে, দিল্লীর বাদসাহ সুল্‌তান্ সেকেন্দর লোদির রাজত্ব-কালে কবীর বর্ত্তমান ছিলেন। ভক্তমালেও সুল্‌তান্ সেকেন্দরের সহিত কবীরের সাক্ষাৎকার ঘটনার বৃত্তান্ত আছে। ঐ বাদসাহ ১৪৮৮ চৌদ্দশত অষ্টাশী খ্রীষ্টাব্দ অবধি ১৫১৭। ১৮ পনর শত সতের বা আঠার খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য-ভোগ করেন। অতএব কবীর ও তাঁহার সমকালবর্ত্তী গুরু গোরক্ষনাথও ঐ সময়ে অথবা উহার কিছু অগ্র পশ্চাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠেন। কবীর-কৃত বীজেক নামক পুস্তকের নানাস্থানে এইরূপ কোন কোন কথার প্রসঙ্গ আছে, পড়িলে বোধ হয়, যেন অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে গোরক্ষনাথের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

পূর্ব্ব-কথিত হিন্দীবচনে দৃষ্ট হইতেছে, গোরক্ষনাথের পিতার নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ। শ্রীমান্ হ হ্ উইল্ সন্ লিখিয়া গিয়াছেন, হঠপ্রদীপিকায় লিখিত মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে গোরক্ষনাথ পঞ্চম ছিলেন। কিন্তু তিনি যে বচনগুলি অনুসারে একথা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এরূপ নয়; তাহাতে কেবল কয়েক জন প্রধান যোগীর নামমাত্র উক্ত হইয়াছে। তাঁহারা পরম্পরাক্রমে শিষ্য ছিলেন কিনা, তাহার বাষ্পমাত্রও তাহাতে নাই। পশ্চাৎ সেই সমস্ত বচন উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र सारदानन्द भैरवाः।
चौरङ्गी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशयाः॥
मन्थानभैरवोयोगी सिद्धबोधश्च कन्थड़ी।
कोरण्टकः सुरानन्दः सिद्धपादश्च चर्पटी॥
कणेरिः पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरञ्जनः।
कापालि बिन्दुनाथश्च काकचण्डीश्वरोमयः॥
अक्षयः प्रभुदेवश्च घोड़ाचूली च टिण्टिनी।
भल्लटिर्नागबोधश्च खण्डकापालिकस्तथा॥
इत्यादयो महासिद्धा हठयोगप्रभावतः।
खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ये॥

হঠপ্রদীপিকা প্রথম উপদেশ।

আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্র, সারদানন্দ, ভৈরব, চৌরঙ্গী, মীন, গোরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থানভৈরব, সিদ্ধবোধ, কন্থড়ী, কোরণ্টক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কণেরি, পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, ময়, অক্ষয়, প্রভুদেব, ঘোড়াচূলী, টিণ্টিনী, ভল্লটি, নাগবোধ, খণ্ডকাপালিক ইত্যাদি মহাসিদ্ধ ব্যক্তি সকল হঠযোগ-প্রভাবে যম-দণ্ডকে খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

এই সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে, গোরক্ষনাথ নয় নাথের এক নাথ, অর্থাৎ নয়জন প্রধান গুরুর একটি গুরু। ইনি একটি সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। গোরক্ষসংহিতা ব্যতিরেকে গোরক্ষশতক ও গোরক্ষকল্প নামে তাঁহার দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। গোরক্ষসহস্র নামক গ্রন্থও তাঁহারই কৃত বোধ হয়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, গুরু গোরক্ষনাথ ইহাঁদের প্রবর্ত্তক। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে তাঁহার নামে নানাস্থানের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। পেসোয়ারে গোরক্ষক্ষেত্রনামে একটি স্থান আছে; আবুল্ ফজল্ নিজের গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করিয়া যান। দ্বারকা-সন্নিধানে অন্য একটি গোরক্ষ ক্ষেত্র ও হরিদ্বারে ইহাঁদের একটি অতিশ্রদ্ধেয় সুড়ঙ্গ বিদ্যমান আছে; এই উভয়ই এই সম্প্রদায়ের তীর্থ-স্থানবিশেষ। আর নেপালের পশুপতিনাথ প্রভৃতির মন্দিরসমুদায়ও এই সম্প্রদায়-সংক্রান্ত। কলিকাতার এদিকে দমদমার সন্নিকট গোরখ্বাসূলী নামে একটি স্থান আছে, তথায় তিনটি মানুষের মূর্ত্তি ও শিব, কালী, হনূমান্ প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমোক্ত তিনটি নর-মূর্ত্তি দত্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। গোরক্ষপুর ইহাঁদের প্রধান স্থান। ঐ স্থানে পূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ীদিগের একটি মন্দির ছিল, আলাউদ্দীন তাহা ভ্রষ্ট করিয়া মসিদ্ করেন। কিছু কাল পরে উহার নিকটবর্ত্তী অন্য এক স্থানে অপর একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়; আরঙ্গজেব বাদশাহ তাহাও নষ্ট করিয়া মুসলমান্দের ভজনালয় করিয়া ফেলেন। অনন্তর বুদ্ধনাথ নামে একটি যোগী পুনরায় অন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার দক্ষিণ ভাগে হনূমান ও পশুপতি নাথ নামক মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান আছে।

ইহাঁদের দুই কর্ণে দুইটি বৃহৎ ছিদ্র থাকে। হিন্দী ভাষাতে কাণ্

ব্দে কর্ণ এবং ফট্ শব্দে ছিদ্র বুঝায় এই নিমিত্ত ইহাঁদের নাম কণ্ ফট্-যোগী। ঐ ছিদ্র-যুগলের মধ্যে এক একটি কুণ্ডল সন্নিবেশিত য়, তাহা প্রস্তর, বেলোয়ার, বা গণ্ডারের শৃঙ্গে প্রস্তুত। ইহাঁরা দীক্ষার সময়ে উহা গ্রহণ করেন এবং উহাকে শিবের কুণ্ডল বলিয়া বিশ্বাস যান। উহাকে মুদ্রা বলে। উহার অন্য একটি নাম দর্শন, এই নিমিত্তে কণ্ ফট্-যোগীদের অপর এক নাম দর্শনী-যোগী।

ঐ কুণ্ডল ব্যতিরেকে ইহাঁরা দুই তিন অঙ্গুলি-প্রমাণ একটি কৃষ্ণবর্ণ সামগ্রী একরূপ ঔর্ণসূত্রের মালায় বন্ধন করিয়া গল-দেশে ধারণ করেন। ঐ বস্তুটিকে নাদ বলে ও যে সূত্র-মালায় উহা গ্রথিত থাকে, তাহা সেলি বলিয়া উল্লিখিত হয়। কোন উদাসীনের গল-দেশে ঐ উভয় লম্বিত দেখিলেই তাঁহাকে যোগী বলিয়া জানিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন, ইহাঁরা শৈব ধর্ম্মের নিয়মানুসারে গেরুয়া-বস্ত্র পরিধান, মস্তকে জটা ধারণ, শরীরে ভস্ম-লেপন ও ললাটে বিভূতি দিয়া ত্রিপুণ্ড্র করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসীদের ন্যায় ইহাঁদিগকেও নানা গুরু স্বীকার করিতে হয়। কেহ শিষ্যের মস্তক মুণ্ডন করেন, কেহবা তাহার কর্ণ-যুগলে ছিদ্র করিয়া মুদ্রা পরাইয়া দেন, অপর কেহ তাহাকে জ্যোৎমার্গে প্রবেশিত করিয়া থাকেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন গুরু শিষ্যের দীক্ষা ও সাধনসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন। দশনামীদের ন্যায় ইহাঁদেরও জ্যোৎমার্গ প্রবেশ পূর্ব্বক মদ্যমাংস ব্যবহার করিবার রীতি আছে।

ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর খণ্ডে নানা স্থানে বহু সংখ্যক কণ্ ফট্-যোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা শিব-মন্দির-বিশেষে শিব-পূজার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, বা স্থান-বিশেষে একত্র অবস্থিতি পূর্ব্বক ভিক্ষাদি করিয়া কাল-ক্ষেপ করেন, অথবা তীর্থ-পর্য্যটন উদ্দেশে দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

উদাসীন-যোগী সমুদায় দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হন না বটে, কিন্তু অনেকেই বিস্তৃত বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন। ত্রিবেণীর প্রায় চারি ক্রোশ পশ্চিমে মহানাদ নামক গ্রামে এই সম্প্রদায়ী একটি যোগি রাজার নিবাস আছে। তিনি বিস্তর ভূমি ও অন্য অন্য নানা সম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার অনেক গুলি শিষ্য থাকে, মৃত্যু-কালে তাহার মধ্যে এক জনকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। এইরূপে ঐ যোগি রাজার প্রণালী চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা সেই স্থলের জটেশ্বর নামক শিবের পূজা করেন, এবং বশিষ্ঠগঙ্গা নামে একটি জলাশয় আছে, তাহাকেও প্রকৃত গঙ্গার ন্যায় মান্য করিয়া থাকেন *। রাজস্থানের অন্তঃপাতী মেওয়ার দেশস্থ একলিঙ্গ নামক শিবের গোস্বামীরা দার পরিগ্রহ করেন না, অথচ বাণিজ্যাদি বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত হইতেও বিমুখ হন না। তাঁহাদের অধীনস্থ শত শত কণ্‌ফট্‌-যোগী কখন কখন একত্র দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন †।

গিরি, পুরী প্রভৃতি যেমন দশনামী সন্ন্যাসীদের উপাধি, সেই রূপ কণ্‌ফট্‌ প্রভৃতি যোগীদের উপাধি নাথ; যেমন আদিনাথ, মচ্ছেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ইত্যাদি।

যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে যোগ-সিদ্ধ হন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধ যোগী বলে। সমুদায়ে চৌরাশি জন সিদ্ধ যোগীর নাম পরিগণিত হয়, কিন্তু

---

* এই বশিষ্ঠগঙ্গা ও শিব-স্থাপনাদি বিষয়ের একটি অদ্ভুত উপাখ্যান প্রচলিত আছে। মহানাদ গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত ছিল, বায়ু লাগিয়া তাহা হইতে মহানাদ অর্থাৎ প্রচণ্ড শব্দ উৎপন্ন হয়। সেই নাদ শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ তথায় উপস্থিত হন ও জটেশ্বর শিব এবং বশিষ্ঠগঙ্গা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মহানাদ হইয়াছে বলিয়া সে স্থানের নাম মহানাদ রাখেন।

† Tod's Rajasthan Vol. I.

যোগীরা বলেন, তদতিরিক্ত আরও বহু ব্যক্তি ঐ রূপ যোগ-সিদ্ধ হইয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকে অদ্যাপি অবনী-মণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন।

অওঘড়-যোগী।

ইতি পূর্ব্বে রুখড় সুখড়াদির প্রসঙ্গে যে ব্রহ্মাগিরির কথা লিখিত হইয়াছে, তিনিই ইহাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রবাদ আছে।

ইহারাও কণ্‌ফট্‌-যোগীদের ন্যায় শিবারাধনা করে ও গল-দেশে নাদ ও সেলিও লম্বিত করিয়া রাখে, কিন্তু তাহাদের মত কর্ণ-যুগলে ছিদ্র করিয়া মুদ্রা ব্যবহার করে না।

মচ্ছেন্দ্রী, শারঙ্গীহার, ডুরীহার, ভর্তৃহরি, ও কাণিপা যোগী।

কণ্‌ফট্‌ ও অওঘড় যোগী ভিন্ন অন্য বহু প্রকার শৈব যোগী আছে। মচ্ছেন্দ্রীযোগীরা গোরক্ষের পিতা মৎস্যেন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করে। অন্য এক যোগিসম্প্রদায়ের নাম ভর্তৃহরি। তাহারা ভর্তৃহরিকে স্বীয় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া অঙ্গীকার করে। শারঙ্গীহার-যোগীরা শারঙ্গ লইয়া গান করিতে করিতে ভ্রমণ করে; এই হেতু তাহাদের নাম শারঙ্গীহার। তাহাদের পদগুলি দেশ-ভাষায় রচিত এবং অধিকাংশই শিব ও শক্তিবিষয়ক। তাহারা ভৈরবের নাম করিয়া ভিক্ষা করে।

অন্য এক সম্প্রদায়ের নাম ডুরীহার। ইহারা ডুরী অর্থাৎ কার্পাস-সূত্রের ও পট্ট-সূত্রের প্রস্তুত বস্ত্র সকল বিক্রয় করে এই; নিমিত্ত ইহা-দিগকে ডুরীহার বলে।

যাহারা ডুবড়ী বাজাইয়া ও সর্প ধরিয়া ভিক্ষা করে, তাহারাও এক প্রকার যোগী। তাহাদের নাম কাণিপা-যোগী। তাহারাও গোরক্ষ-নাথকেই আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করে ও কর্ণ-যুগলে ছিদ্র করিয়া পিত্তল, রৌপ্য, দস্তা প্রভৃতি-নির্ম্মিত একরূপ কুণ্ডল পরিয়া থাকে, তাহার নাম দর্শন। কিন্তু তাহাদের কর্ণের ছিদ্র কণ্‌ফট্‌-যোগীদের মত বৃহৎ নয়। তাহারা শ্মশ্রু রাখে, গেরুয়া-বস্ত্র পরিধান করে এবং কণ্‌ফট্‌-যোগী প্রভৃতির মত গল-দেশে সেলি লম্বিত করিয়া রাখে কিন্তু নাদ ব্যবহার করে না।

ইহারা কহে আমরা গোরক্ষপুরে গিয়া গোরক্ষনাথের স্থানে দীক্ষিত হই ও তথা হইতেই কর্ণ-যুগলে কুণ্ডল পরিয়া আসি।

এই কাণিপা-যোগীরা পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় লোক। বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে বিশেষতঃ শীতকালে গৃহের বহির্ভূত হইয়া ভিক্ষায় গমন করে ও নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারে তদ্দারা সংসার নির্ব্বাহ করিতে থাকে। দেখিতে পাই, কোন কোন দল স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন ও অশ্বাদি পশু-গণ সঙ্গে লইয়া প্রবাসে যায় এবং যথা তথা তাঁবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করে ও দিবা-ভাগে গ্রাম ও নগরের মধ্যে গিয়া উক্তরূপে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

অঘোরপন্থী-যোগী।

ইহারা সর্ব্বাংশে পূর্ব্ব-লিখিত অঘোরীদের * ন্যায় আচরণ করে; মদ্য মাংস ভক্ষণ, সর্পাদির অস্থি ও পশ্বাদির কপাল ধারণ ও অন্য অন্য নানাবিধ ঘৃণিত ও কুৎসিত ব্যবহার করে। বিশেষ এই যে, ইহারা যোগী এই জন্য কণ্‌ফট্‌-যোগীদের মত কর্ণ-যুগলে একরূপ দর্শন অর্থাৎ কুণ্ডল পরিয়া থাকে।

ইহারা শিবের উপাসক, এ নিমিত্ত অস্থি-মালা ও করোটি-মালার সহিত রুদ্রাক্ষ-মালা ও ঠুম্‌রা প্রভৃতি তীর্থ-চিহ্ন ধারণ করে। ক্ষৌরী হয় না; কেশ ও শ্মশ্রু রাখিয়া দেয়।

পূর্ব্বে স্বর্ভঙ্গী নামে এক সম্প্রদায়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে। অঘোরপন্থী-যোগীরাও আপনাদের অপর একটি নাম স্বর্ভঙ্গী বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহা হইলে, এরূপ স্বর্ভঙ্গীরা সন্ন্যাসী না হইয়া যোগি-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত হয়।

---

* অঘোরী সন্ন্যাসীদের বিষয় মুদ্রিত হইবার পর তাহাদের সংক্রান্ত একটি অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার জানিতে পারিলাম। কোন কোন অঘোরী এক একটি অঘোরিণী সঙ্গে রাখে ও তাহাকে লইয়া যার পর নাই অকথ্য ও অশ্রাব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। আমার সুপরিচিত একটি ভদ্র লোক এক বার গয়াধামে গমন করেন। তিনি এক দিবস একটি অঘোরী ও অঘোরিণীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা মদ্য পান করিতে করিতে তাঁহার সমীপস্থ হইল ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষার লোভে অনতিবিলম্বেই দিবা-ভাগে সকলের সাক্ষাতেই স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিল। তিনি দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন ও অতি সত্বরেই ভিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। সর্ব্বাংশে উচ্ছৃঙ্খল হওয়াই বুঝি তাহাদের ধর্ম্ম।

ইহা ভিন্ন অন্য অন্য নামের অন্য অন্য প্রকার যোগী * নানা বেশ ধারণ করিয়া পর্য্যটন করে। এক্ষণে অপরাপর অনেক ধর্ম্মের ন্যায় যোগ-ধর্ম্মও এক রূপ প্রবঞ্চনার উপায় হইয়া উঠিয়াছে। যোগীদের মধ্যে অধিকাংশেই অনেক সন্ন্যাসীর ন্যায় আপন কর্ত্তব্যের কিছু মাত্র অনুষ্ঠান করে না; কেবল ধর্ম্মচ্ছলে ভিক্ষা করিয়া পর্য্যটন করে। ইহারা লোকের নিকট গিয়া মন্ত্র বা ঔষধ-বিশেষ দ্বারা রোগ নিবারণ, দৈব-বলে অন্য অন্য মনস্কামনা পূরণ ও ভবিষ্যৎ ঘটনাদির বিবরণ করিতে আপনা-দিগকে সমর্থ জানায়, এবং তদ্দ্বারা অজ্ঞব্যক্তিদের নিকট হইতে নানাচ্ছলে অর্থ আহরণ করিয়া থাকে। বোধ হয়, ইহাদিগকেই উদ্দেশ করিয়া পশ্চাল্লিখিত বচন সমুদায় বিরচিত হইয়াছে।

मुण्डी च दण्डधारी वा काषायवसनोऽपिवा।
नारायणवदीवापि जटिलोभस्मलेपनः॥
नमः शिवायवाच्योवा बह्वर्च्चापूजकोऽपिवा।
क्रियाहीनोऽथवा क्रूरः कथं सिद्धिमवाप्नुयात्॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

মুণ্ডিত-কমেস্তক, দণ্ড-ধারী, কষায়-বর্ণ বস্ত্র, 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণকারী জটা-যুক্ত, ভস্ম-লিপ্ত, 'নমঃ শিবায়' এই শব্দ উচ্চারণ-কারী, বহু-মূর্ত্তি-পূজক এই সকল

---

* পূর্ব্বে যে স... তদন্ত যোগি-দলের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, তদতিরিক্ত আরও কয়েক প্রকার অ...গরেছে; যেমন রামপন্থী যোগী, সিদ্ধি কেরাণি যোগী ইত্যাদি। সচরাচর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ প্রকার যোগী গণিত হইয়া থাকে।

গোরক্ষপুর, ...সোয়ার, দ্বারকা, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কাজলি এই চারি স্থানে যোগীদের চারিটি ও প্রধান স্থান আছে। সন্ন্যাসীদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও আলে-খিয়া, মৌনী, ঠা...ড়েশ্বরী, করারী ও দুধাধারী প্রভৃতি নানাবিধ বৃত্তিধারী যোগী দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষণ-যুক্ত হইয়াও যদি ক্রূর হয়, অথবা যথাবিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান না করে, তবে কিরূপে সিদ্ধি লাভ করিবে ?

ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতত্তু সাঙ্কৃতে।
শিশ্নোদরার্থং যোগস্য কথং বা বেষধারিণঃ॥
অন্নপানবিহীনাস্তু বঞ্চয়ন্তি জনান্ কিল।
ভক্ষ্যাবদ্ধৈর্বিপ্রলম্ভৈর্যতস্তে অন্নলালসাঃ॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

সাঙ্কৃতি! যোগ-ক্রিয়াই যোগ-সিদ্ধির কারণ ইহা সত্য জানিবে। যাহারা শিশ্নোদরের তৃপ্তি সাধন উদ্দেশে যোগীর বেশ ধারণ করে, তাহাদের কিরূপে যোগ-সিদ্ধি হইবে ? এইরূপ বেশ-ধারী ব্যক্তিরা ভোজনাসক্ত; তাহারা অন্ন-পান-বিহীন লোক সকলকে নানাপ্রকারে প্রবঞ্চনা করে।

কাশীখণ্ডে একালে যোগানুষ্ঠানের স্পষ্ট নিষেধই দেখা যাইতেছে।

ন সিধ্যতি কলৌ যোগো ন সিধ্যতি কলৌ তপঃ।

কাশীখণ্ড দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

কলিতে যোগ সিদ্ধ হয় না; কলিতে তপস্যাও সিদ্ধ হয় না।

চঞ্চলেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ স্যাৎ কলিকল্মষজ্ঞাদঘাৎ।
অল্পায়ুঃ স্যাত্তথা নৃণাং ক্বেহ যোগমহোদয়ঃ॥

কাশীখণ্ড দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

কলি-কাল-সম্ভব পাপ দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল চঞ্চল হয়, এবং মনুষ্যদিগের আয়ু অল্প হয়, এখন যোগোৎপত্তি কোথায় ?

যোগিনী ও সংযোগী।

স্ত্রীলোকে যেমন সন্ন্যাস-মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া অবধূতানী হয়, সেইরূপ আবার যোগ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যোগিনী হইয়া থাকে। ইহাদিগকে চরাচর নাথিনী বলে। কণ্‌ফট্-সম্প্রদায়ী যোগিনী সকলে যোগী-

দের ন্যায় গেরুয়া বস্ত্রাদি শৈব চিহ্ন ধারণ করে ও দুই কর্ণে দুই মুদ্রাও ব্যবহার করিয়া থাকে। দেখিতে পাই, অনেকে অনেক প্রকার অলঙ্কার ধারণ করিয়া শরীর অলঙ্কৃত করিতেও ত্রুটি করেন না।

দশনামীদের ঘরবারী সন্ন্যাসীদের মত ইহাদেরও ঘরবারী অর্থাৎ গৃহস্থ যোগী আছে। তাহারাও স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সংসার করে ও নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহাদিগকে সংযোগী বলে।

লিঙ্গোপাসনা ও লিঙ্গায়ৎ।

(জঙ্গম।)

শিবের সহিত অন্য অন্য দেবতার একটি বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সর্ব্বাবয়বের প্রতিমূর্ত্তি অতীব বিরল; ভারতবর্ষের সকল অংশেই তদীয় লিঙ্গ-মূর্ত্তিতেই তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। উহা সর্ব্বত্র এরূপ প্রচলিত যে, শিবের উপাসনা বলিলে শিবের লিঙ্গ-মূর্ত্তির উপাসনাই বুঝিতে হয়। শিবালয় ও শিব-মন্দির সমুদায় কেবল ঐ মূর্ত্তিরই আলয়। শৈবতীর্থে কেবল ঐ মূর্ত্তিরই মহিমা প্রকাশিত আছে। স্বতন্ত্র একখানি বৃহৎ পুরাণ ঐ মূর্ত্তিরই গুণ-কীর্ত্তন উদ্দেশে বিরচিত হইয়াছে।

সাধারণ-মতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা ও শিব সংহারকর্ত্তা; কিন্তু ঐ সকল দেবতার উপাসকেরা প্রত্যেকেই আপন আপন উপাস্য দেবতাকে সৃজন পালন সংহার এই ত্রিগুণেরই আশ্রয় বলিয়া অঙ্গীকার ও প্রচার করিয়াছেন। তদনুসারে শিবও সৃজনকর্ত্তা ও তদীয় লিঙ্গ-মূর্ত্তি সেই সৃজন-শক্তির পরিচায়ক।

লিঙ্গপুরাণে দুইপ্রকার শিবের বিষয় লিখিত আছে; অলিঙ্গ ও লিঙ্গ। অলিঙ্গ শিব নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ-স্বরূপ, আর লিঙ্গ-শিব জগতের কারণ।

জগদ্যোনি মহাভূতং স্থূলং সূক্ষ্মমজং বিভুম্।
বিগ্রহং জগতাং লিঙ্গং অলিঙ্গাদভবৎ স্বয়ম্॥

লিঙ্গপুরাণ তৃতীয় অধ্যায়।

স্থূল, সূক্ষ্ম, জন্ম-রহিত ও সর্ব্ব-ব্যাপী মহাভূত-স্বরূপ লিঙ্গশিব জগতের কারণ ও বিশ্ব-রূপ। তিনি অলিঙ্গ-শিব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

ঐ পুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, মহাদেবের সৃজন-শক্তিই লিঙ্গ।

প্রধানং লিঙ্গমাখ্যাতং লিঙ্গী চ পরমেশ্বরঃ।

লিঙ্গপুরাণ সপ্তদশ অধ্যায়।

মহেশ্বরকে লিঙ্গী ও তাঁহার প্রকৃতি অর্থাৎ সৃজন-শক্তিকে লিঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঐ লিঙ্গপুরাণে এ বিষয়ের অনেকগুলি অদ্ভুত উপাখ্যান বিনিবেশিত আছে। উহার সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুতে একবার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মা বলেন, "আমি বিশ্বের কর্ত্তা।" বিষ্ণু বলেন, "আমি বিশ্বের কর্ত্তা।" এই বিরোধ-ভঞ্জন অভিপ্রায়ে দেদীপ্যমান লিঙ্গরূপী মহাদেব আবির্ভূত হইলেন।

প্রলয়ার্ণবমধ্যে তু রজসা বদ্ধবৈরয়োঃ।
এতস্মিন্নন্তরে লিঙ্গমভবদ্বাবয়োঃ সুরাঃ॥
বিবাদশমনার্থং প্রবোধার্থঞ্চ ভাস্বরম্।
জ্বালামালাসহস্রাভং কালানলশতোপমম্॥

লিঙ্গপুরাণ সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রলয়-সমুদ্রের মধ্যে রজোগুণ-প্রভাবে আমাতে * ও বিষ্ণুতে বিরোধ হইতেছিল, এমন সময়ে সেই বিরোধ-ভঞ্জন ও প্রবোধ-প্রদান জন্য শত-সংখ্যক কালাগ্নি স্বরূপ ও সহস্র অগ্নিশিখা তুল্য দীপ্তিমান্ লিঙ্গ উৎপন্ন হইল।

ঐ লিঙ্গ-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার আদি ও অন্ত অন্বেষণ উদ্দেশে বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধারণ করিয়া অধোদিকে গমন করিলেন, এবং ব্রহ্মা হংস-রূপ পরিগ্রহ করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কি অধঃ কি ঊর্দ্ধ কোন দিকে আদি অন্ত কিছুই না পাওয়াতে তাঁহারা উভয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও প্রত্যাগত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ 'ওঁ ওঁ' এইরূপ আকাশবাণী হইল, এবং সেই লিঙ্গের পার্শ্ব-দেশে ওঁকারের পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ অকার, উকার, মকার, এই তিনটি অক্ষর দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই ওঁকারের তাৎপর্য্যার্থ-স্বরূপ এইরূপ লিখিত আছে যে,

অস্য লিঙ্গাদভূদ্বীজমকারং বীজিনঃ প্রভোঃ।
উকারযোনৌ বৈ ক্ষিপ্তমবর্দ্ধত সমন্ততঃ॥

লিঙ্গপুরাণ সপ্তদশ অধ্যায়।

বীজি-স্বরূপ মহেশ্বরের লিঙ্গ হইতে অকার-স্বরূপ বীজ উৎপন্ন হইল, এবং তাহা উকার-স্বরূপ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

লিঙ্গ যে মহাদেবের সৃজন-শক্তির পরিচায়ক, তাহা এই শ্লোকে স্পষ্টই বোধ হইতেছে। তদনুসারে শিববোধক লিঙ্গ মূর্ত্তিতে যেমন শিব-পূজার বিধি আছে, সেইরূপ শক্তি-বোধক যোনি-মূর্ত্তিতে শক্তি-পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
তয়োঃ সংপূজনান্নিত্যং দেবী দেবশ্চ পূজিতৌ॥

প্রাণতোষিণী-ধৃত লিঙ্গপুরাণ-বচন।

---

* অর্থাৎ ব্রহ্মাতে।

লিঙ্গ-বেদী মহাদেবী ভগবতী-স্বরূপ। আর লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহাদেব-স্বরূপ। এই লিঙ্গ ও বেদীর পূজাতে শিব ও শক্তি উভয়ের পূজা হয়।

शक्तिं विना महेशानि प्रेतत्वं तस्य निश्चितम् ।
शक्तिसंयोगमात्रेण कर्म्मकर्त्ता सदाशिवः ।
अतएव महेशानि पूजयेच्छिवलिङ्गकम् ॥ লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র।

মহেশানি! শক্তি-সংযুক্ত না থাকিলে শিব নিশ্চিত শব-স্বরূপ হন, এবং শক্তি-যুক্ত হইলেই কর্ম্ম-ক্ষম হইয়া উঠেন, অতএব শক্তির সহিত শিব-লিঙ্গের পূজা করিবে।

যোনি ও লিঙ্গ পূজা-প্রবর্ত্তন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা আছে*।

---

* বামনপুরাণ শিবপুরাণ প্রভৃতিতে এ বিষয়ের অনেক অপরূপ উপাখ্যান আছে, তাহা এস্থলে কীর্ত্তন করিয়া পুস্তকের অশ্লীলতা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ দুই পুরাণে এবং লিঙ্গপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে শিব-লিঙ্গের সবিস্তর মহিমাবর্ণন ও তদীয় পূজার সবিশেষ ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। এ দিকে আবার পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, কোন্ দেবতা ব্রাহ্মণের পূজ্য ইহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে, ঋষিগণ ভৃগু মুনিকে মহাদেবের আচরণ জানিতে পাঠাইয়া দেন। তিনি মহাদেবের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। ভৃগুমুনি বহুদিবস পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন, তথাচ শিবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তখন মুনি এই অভিসম্পাত করিলেন,

नारीसङ्गमदत्तोऽसौ यस्मान्मामवमन्यते ।
योनिलिङ्गस्वरूपं वै रूपं तस्माद्भविष्यति ॥
ब्राह्मणं मां न जानाति तमसा चाप्युपागतः ।
अब्राह्मणत्वमापन्नो न पूज्योऽसौ द्विजन्मनाम् ॥
रुद्रभक्ताश्च ये लोके भस्मलिङ्गास्थिधारिणः ।
ते पाषण्डत्वमापन्ना वेदबाह्या भवन्ति वै ॥ পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড।

স্ত্রী-সংসর্গে মত্ত হইয়া মহাদেব আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে, অতএব তাহা-

তন্মধ্যে বামনপুরাণে লিঙ্গোৎপত্তির প্রকরণে লিখিত আছে, ব্রহ্মা শিব-লিঙ্গ ধারণ করিয়া তদীয় উপাসনা প্রচার উদ্দেশে চারিপ্রকার শৈবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন।

ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ জগ্রাহ লিঙ্গং কণকপিঙ্গলম্।
ততশ্চকার ভগবাংশ্চাতুর্বর্ণ্যং হরার্চ্চনে।
শাস্ত্রাণি চৈষাং মুখ্যানি নানোক্তিবিদিতানি চ॥
আদ্যং শৈবং পরিখ্যাতমন্যত্ পাশুপতং মুনে।
তৃতীয়ং কালবদনং চতুর্থঞ্চ কপালিনং॥
শৈব আসীত্ স্বয়ং শক্তির্ব্বশিষ্ঠস্য প্রিয়: সুত:।
তস্য শিষ্যোবভূবাথ গোপায়ন ইতি শ্রুত:॥
মহাপাশুপতশ্চাসীত্ ভারদ্বাজস্তপোধন:।
তস্য শিষ্যোঽপ্যভূদ্রাজা ঋষভ: সোমকেশ্বর:॥
কালাস্যো ভগবন্নাসীদাপস্তম্বস্তপোধন:।
তস্য শিষ্যো বকো বৈশ্যো নাম্না ক্রাথেশ্বরো মুনে॥
মহাব্রতী চ ধনদস্তস্য শিষ্যশ্চ বীর্য্যবান্।
কুন্দোদর ইতি খ্যাতো জাত্যা শূদ্রো মহাতপা:॥
এবং স ভগবান্ ব্রহ্মা পূজনায় শিবস্য চ।
কৃত্বা তু চাতুরাশ্রম্যং স্বমেব ভবনং গত:॥

বামনপুরাণ ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রহ্মা নিজে স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গল-বর্ণ শিব-লিঙ্গ গ্রহণ করিলেন, ও তদবধি চারি-বর্ণকেই শিবপূজার ব্যবস্থা দিলেন, এবং ইহাদের জন্য বিবিধ কথা-বিজ্ঞাপক প্রধান প্রধান শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। প্রথম শৈব, দ্বিতীয় পাশুপত, তৃতীয় কালবদন, চতুর্থ কপালী। বশিষ্ঠের প্রিয় পুত্র শক্তি এবং তাঁহার শিষ্য গোপায়ন

দের উভয়ের শরীর যোনি ও লিঙ্গরূপ হইবে। আমি ব্রাহ্মণ; শিব পাপাচ্ছন্ন হইয়া আমাকে জানিতে পারিলে না। অতএব সে অব্রাহ্মণ হইয়া দ্বিজগণের অপূজ্য হইবে। আর যাহারা শিব-ভক্ত হইয়া অস্থি, ভস্ম ও লিঙ্গ-মূর্ত্তি ধারণ করিবে তাহারা পাষণ্ড হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইবে।

শৈব হইয়াছিলেন। তপস্বী ভারদ্বাজ ও তাঁহার শিষ্য সোমকাধিপতি রাজা ঋষভ পাশুপত হইয়াছিলেন। আপস্তম্ব নামক তপস্বী এবং বক নামে এক জন বৈশ্য কালবদন হইয়াছিলেন। ঐ বকের অন্য এক নাম ক্রাথেশ্বর। মহাব্রতী ধনদ এবং কুন্দোদর নামে তাঁহার একটি শূদ্র-বংশোদ্ভব মহাতপস্বী বীর্য্যবান্ শিষ্য কপালী হইয়াছিলেন। এইরূপে শিব-পূজা প্রচার উদ্দেশে চারি আশ্রমের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা গৃহে গমন করিলেন।

শঙ্করদিগ্বিজয়ে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ছয় প্রকার শৈব-সম্প্রদায় ছিল, তাহার মধ্যে চারি সম্প্রদায় লিঙ্গ উপাসক। অতএব এ বিষয়ে উল্লিখিত পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত এই শেষ উক্ত গ্রন্থের ঐক্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু শঙ্করদিগ্বিজয়ে দুই প্রকার লিঙ্গোপাসকের নাম ভাক্ত ও জঙ্গম বলিয়া লিখিত আছে। পুরাণে তাহার পরিবর্ত্তে কপালী এবং কালবদন এই দুই নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

লিঙ্গ দুই প্রকার; অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ ও বাণ-লিঙ্গ প্রভৃতির নাম অকৃত্রিম। *

শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত আছে, যে সকল লিঙ্গ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় নাই এবং যাহার মূল দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাকে স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ বলে †। ভারতবর্ষের সকল অংশেই অনেকানেক স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ বিদ্যমান

---

* লিঙ্গং হি দ্বিবিধমকৃত্রিমং কৃত্রিমঞ্চ। অকৃত্রিমং স্বয়ম্ভূতং স্বয়ম্ভূবাণলিঙ্গাদি।
প্রাণতোষিণী।

লিঙ্গ দুই প্রকার, অকৃত্রিম ও কৃত্রিম; স্বয়ম্ভূ ও বাণ-লিঙ্গ প্রভৃতি যে সকল লিঙ্গ মনুষ্য দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই, তাহার নাম অকৃত্রিম লিঙ্গ।

† নানাছিদ্রসমাযুক্তং নানাবর্ণসমন্বিতম্।
অদৃষ্টমূলং যল্লিঙ্গং কর্কশং ভুবি দৃশ্যতে॥ প্রাণতোষিণী।

যে সকল লিঙ্গ নানা-ছিদ্র-যুক্ত ও নানা-বর্ণ-বিশিষ্ট ও যাহার অঙ্গ কর্কশ এবং যাহার মূল দৃষ্ট হয় না, তাহার নাম স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ।

আছে। শিবপুরাণ ও স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ড-রচনার পূর্ব্বে যে সমস্ত লিঙ্গ বিদ্যমান ছিল, ঐ দুই গ্রন্থে তাহার নাম নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সোমনাথ প্রভৃতি দ্বাদশ প্রধান লিঙ্গের নাম জ্যোতির্লিঙ্গ। তাঁহারা সর্ব্বোপরি পূজনীয়।

लिङ्गानि ज्योतिषाख्यानि विद्यन्ते ऋषिसत्तमाः।
तान्यहं कथयाम्यद्य श्रुत्वा पापं व्यपोहति॥
सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैले मल्लिकार्ज्जुनम्।
उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममरेश्वरम्॥
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम्।
वाराणस्याञ्च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे॥
वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने।
सेतुबन्धे तु रामेशं घुश्मेशञ्च शिवालये॥

শিবপুরাণ অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

সাধুত্তম ঋষি-সকল! পৃথিবীতে যে সকল জ্যোতির্লিঙ্গ আছে, তাহার বিবরণ বলি; শ্রবণ করিলে পাপ-নাশ হয়। সৌরাষ্ট্র-দেশে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন, উজ্জয়িনীতে মহাকাল ও ওঙ্কার নামক শিব, হিমালয়ের পৃষ্ঠ-দেশে কেদার, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর, গৌতমী-তীরে ত্র্যম্বক, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ, দারুকাবনে নাগেশ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর এবং শিবালয়ে ঘুশ্মেশ *।

* এই সকল শিব-লিঙ্গের মধ্যে কতক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, আর কতক গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গিজনি-বাসী মামুদ্ নামক মুসল্মান্ বাদশাহ ১০২৪ দশ শত চব্বিশ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের সোমনাথ শিবকে ভগ্ন করিয়া তাঁহার মন্দির মুসল্মান্ দেবালয় করেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। পুরাণে যখন ঐ সোমনাথ সৌরাষ্ট্র-দেশ-স্থিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন বোধ হয় পূর্ব্বকালে গুজরাটের কিয়দংশ সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ-তটের নিকটস্থ শ্রীশৈল পর্ব্বতে মল্লিকার্জ্জুন শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১১৫২ এগারশ বায়ান্ন শকে

নর্ম্মদা নদীর তীরে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণ-খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম বাণ-লিঙ্গ। অনেকে অনুমান করেন, প্রথমে বাণ রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হওয়াতে, ঐ সমুদয় প্রস্তর-খণ্ড বাণ-লিঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। পুরাণে ইহার অনুকূল অনেকানেক কথা ও উপাখ্যান বিদ্যমান আছে। নানা পুরাণে ও নানা মুনি-প্রণীত গ্রন্থে বাণ রাজা অত্যন্ত শিব-ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, এবং তাঁহা কর্ত্তৃক বাণ-লিঙ্গ-স্থাপনার বিষয়ও কথিত হইয়াছে।

पुरा बाणासुरेणाहं प्रार्थितो नर्म्मदातटे ।
आविरासं गिरौ तत्र लिङ्गरूपी महेश्वरः ।
बाणलिङ्गमपि ख्यातमतोऽर्थाज्जगतीतले ॥

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত বচন।

অল্‌তমশ্‌ নামে একটি মুসল্‌মান্‌ বাদশাহ্‌ উজ্জয়িনীর মহাকালকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলেন। তাহার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ শিব-মন্দির নির্ম্মিত হয়। অতএব বলিতে হয়, শকাব্দের নবম শতাব্দীতে ঐ মহাকালের মন্দির-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তীর্থ-যাত্রীরা অদ্যাপি হিমালয়স্থ কেদারনাথ দর্শন করিতে যায়। দক্ষিণে রাজমহেন্দ্রির অন্তঃপাতী ব্রচরম নামক স্থানে ভীমেশ্বর নামক শিব আছেন; সেই প্রদেশের লোকেরা তাঁহাকে প্রধান দ্বাদশ লিঙ্গের এক লিঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব বোধ হয়, এই লিঙ্গ শিবপুরাণোক্ত ডাকিনী-স্থিত ভীমশঙ্কর লিঙ্গ হইবে। ওঙ্কার শিব নর্ম্মদা নদীর তীরে ওঁকার-মন্দত্ত নামক স্থানে বিদ্যমান আছেন। কাশীর বিশ্বেশ্বর, বৈদ্যনাথের বৈদ্যনাথ এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরের রামেশ্বর এই তিনটি শিব-লিঙ্গ প্রসিদ্ধই আছে। ত্র্যম্বক ঘুশ্মেশ প্রভৃতি অপর তিনটি লিঙ্গ এখন বিদ্যমান আছে কি না বলা যায় না।

খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর অথবা নবম শতাব্দীর রচিত বিবিধ গ্রন্থে ঐ দ্বাদশ লিঙ্গের অন্তর্গত অনেকটির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। অতএব ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সকল স্থানে লিঙ্গ-উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে নর্ম্মাদা-নদীর তীরে বাণাসুরের প্রার্থনাক্রমে তত্রস্থ পর্ব্বতে আমি লিঙ্গরূপী শিব হইয়া বাস করি এ নিমিত্ত ভূমণ্ডলে বাণ-লিঙ্গ বলিয়া আমার খ্যাতি রহিয়াছে।

बाण: सदाशिवो देवो बाणो बाणान्तरोऽपि च ।
तेन यस्मात् कृतं तस्माद्बाणलिङ्गमुदाहृतम् ॥

বীরমিত্রোদয়।

স্বয়ং সদাশিবের নাম বাণ। বাণ শব্দে বাণ রাজাও বুঝায়। সেই বাণ রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়াতে, বাণ-লিঙ্গ বলিয়া খ্যাতি হইয়াছে।

এই বাণ-লিঙ্গ বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে ইন্দ্রলিঙ্গ, আগ্নেয়লিঙ্গ, যাম্যলিঙ্গ, বারুণলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, বৈষ্ণবলিঙ্গ প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হয়।

মনুষ্য কর্ত্তৃক দ্রব্য-বিশেষ দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গের নাম কৃত্রিম লিঙ্গ। স্বর্ণ, রজত, কাংস্য, পিত্তল, পারদ, তাম্র, স্ফাটিক, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কুঙ্কুম, কস্তূরি, চন্দন, যব, গোধূম, ধান্য, তিল, লবণ, ঘৃত, দধি, গোময়, কেশ, অস্থি প্রভৃতি উত্তম অধম বিবিধ দ্রব্যে গঠিত নানাবিধ লিঙ্গ-পূজার ব্যবস্থা আছে। এ দেশীয় লোকেরা প্রাত্যহিক শিব-পূজা সচরাচর পার্থিব লিঙ্গতেই করেন, ও কেহ কেহ বা বাণ-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যদিও লিঙ্গ-নির্ম্মাণ বিষয়ে মৃত্তিকার পরিমাণ ও শ্বেত-রক্তাদি* বর্ণের বিশেষ-বিষয়ক বিধান আছে, কিন্তু এইক্ষণে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান হইয়া উঠে না। এই পূজাতে ব্রাহ্মণ অবধি শূদ্র পর্য্যন্ত সকল

---

* शुक्लन्तु ब्राह्मणे शस्तं क्षत्रिये रक्तमिष्यते ।
पीतन्तु वैश्यजातौ स्यात् कृष्णं शूद्रे प्रकीर्त्तितम् ॥

প্রাণতোষিণী।

বর্ণেরই অধিকার আছে, শিবের অর্চ্চনা না করিলে অশেষ অনিষ্টের উৎপত্তি হয়।

শিবার্চ্চনন্তু দেবেশি যস্মিন্ গেহে বিবর্জ্জিতম্।
বিষ্ঠাগর্ত্তসমং দেবি তদ্গৃহং বিদ্ধি পার্ব্বতি॥
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্ব্বরাননে॥
পশ্চাদন্যং মহেশানি লিঙ্গং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ।
অন্যথা মূত্রবৎ সর্ব্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে॥

প্রাণতোষিণী।

পার্ব্বতি! দেবেশি! যে গৃহে শিবের পূজা হয় না, তাহা বিষ্ঠা-গর্ত্তের তুল্য জানিবে। পরমেশ্বরি! শাক্ত, বৈষ্ণব বা শৈবই হউক, অগ্রে বিল্ব-পত্র দ্বারা শিব-লিঙ্গের পূজা করিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা পূর্ব্বক অন্য দেবতার পূজা করিবে *। শিব-পূজা না করিলে, পূজার সামগ্রী সমুদয় মূত্রবৎ হয়।

পূর্ব্বকালে লিঙ্গ-উপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে বদ্ধ ছিল না। এখানকার প্রায় অষ্টাদশ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিশর দেশে অসীরিস্ নামক প্রধান দেবের লিঙ্গপূজা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল। এই অসীরিস্ ও তদীয় ভার্য্যা আইসীস্ দেবীর সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্ব-রূপা, আইসীস্ দেবীও সেইরূপ পৃথিবী-রূপা। তন্ত্রোক্ত শক্তি-যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি, সেইরূপ ত্রিকোণ-যন্ত্র আইসীস্ দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন সংহারকর্ত্তা,

---

ব্রাহ্মণে শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়তে রক্তবর্ণ, বৈশ্যে পীতবর্ণ এবং শূদ্রে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার শিব-লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে ইহাই প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

*এস্থলে বৈষ্ণব প্রভৃতি অপরাপর উপাসকের প্রতিও শিব-পূজার ব্যবস্থা দেখিতেছি, কিন্তু গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ী ও অন্য অন্য অনেক-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা শিব-পূজা করেন না, বরং শৈবদের প্রতি বিদ্বেষই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অসীরিস্ সেইরূপ প্রাণ-সংহারক যম-স্বরূপ। শিবের বাহন বৃষ যেমন পূজনীয়, অসীরিস্ দেবের এপিস নামক বৃষ ও তাঁহার অংশ-স্বরূপ বলিয়া পূজিত হইত।

এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, বেকস্ দেব ভারতবর্ষ হইতে দুইটী বৃষকে মিশর দেশে লইয়া যান, তাহারই একটির নাম এপিস্। শিব ও অসীরিস্ উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, অসীরিস্ দেবের হস্তে সেইরূপ একটি দণ্ড দেখা যায়। মিশর দেশের অসীরিস্ দেবের অনেক পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তির সহিত শিব-পরিধান ব্যাঘ্র-চর্ম্মের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের কৃত প্রাচীন মিশর লোকের ইতিহাস-সহকৃত চিত্র-গ্রন্থের তেত্রিশ সংখ্যক চিত্রফলকে অসীরিস্ দেবের চর্ম্ম-পরিধান-বিশিষ্ট চিত্রময় প্রতিরূপ বিদ্যমান আছে। তাঁহার একটি প্রিয় বৃক্ষ ছিল, তাহার পত্র শিব-প্রিয় বিল্ব-পত্রের মত ত্রিভাগে বিভক্ত। কাশী-ধাম যেমন মহাদেবের প্রধান তীর্থ, মেম্ফিস্ নগর সেইরূপ অসীরিস্ দেবের সর্ব্বোপরি মাহাত্ম্য-ভূমি বলিয়া পরিগণিত ছিল। দুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক করা হয়, ফিলিদ্বীপে অসীরিস্ দেবের পীঠস্থানে সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের সহিত অসীরিস্ দেবের বিভিন্নতা এই যে, শিব শ্বেতবর্ণ, অসীরিস্ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিব-মূর্ত্তি-বিশেষেরও কৃষ্ণবর্ণ লিখিত আছে।

মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্॥

তন্ত্রসার।

দেবীর দক্ষিণ ভাগে ধূম্র-বর্ণ, বিকট-দর্শন, ভীষণ-বদন, দণ্ড ও খট্টাঙ্গধারী শিশু মহাকালের পূজা করিবে।

ভারতবর্ষের শিব-লিঙ্গ-পূজার ন্যায় মিশর দেশে অসীরিস্ দেবের লিঙ্গ-পূজা অত্যন্ত প্রবল ছিল। এ বিষয়ের এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে যে, টাইফন্ নামক দেবতা মন্ত্রণা পূর্ব্বক অসীরিস্‌কে নষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভার্য্যা আইসীস্ দেবী সেই সমস্ত দেহ-খণ্ড সংগ্রহ পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করিয়া রাখেন। কিন্তু লিঙ্গ-দেশ পাইলেন না এই নিমিত্ত উহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত করেন। মিশর দেশের স্থানে স্থানে তও নামে এইরূপ একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা এ দেশীয় যোনি-লিঙ্গের প্রতিরূপ। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা যেমন শিব-লিঙ্গকে শিবের সৃজন শক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মিশর-দেশীয় ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা অসীরিস্ দেবের লিঙ্গ-পূজার বিষয়েও অবিকল সেইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন *।


"তও"

শ্রীযুক্ত বান্স্ কেনেডি এ দেশীয় শিব-লিঙ্গ উপাসনার সহিত মিশর-দেশীয় লিঙ্গ-পূজার দুইটি বিষয়ে বিভিন্নতা লিখিয়াছেন †। তিনি বলেন, মিশর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে লিঙ্গ-মূর্ত্তির গ্রাম-যাত্রা বা নগর-যাত্রা প্রচলিত নাই। তাঁহার একথাটি নিতান্ত অমূলক। বাঙ্গালা দেশে চৈত্র-উৎসবের সময়ে সন্ন্যাসীরা সমারোহ পূর্ব্বক জলাশয় হইতে শিব-লিঙ্গকে পূজার স্থলে আনয়ন করে, পরে মস্তকে করিয়া গ্রামস্থ লোকের

* প্লুটার্ক-লিখিত অসীরিস্ ও আইসীস্ দেবীর বৃত্তান্ত এবং শ্রীযুত উইল্‌কিন্স্ সাহেব-কৃত প্রাচীন মিশর লোকের ইতিহাস এই দুই গ্রন্থের এই বিষয়ের প্রস্তাব দেখ।

† Vans Kennedey's Researches into the nature and affinity of Ancient and Hindoo Mythology, p. 305.

গৃহে লইয়া যায় ও তথায় স্থাপন পূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে। চৈত্রমাসে নবদ্বীপে শিবের বিবাহ নামে একরূপ মহোৎসব হয়, তাহাতে মহাদেব বাদ্যভাণ্ডাদি সহকারে মহাসমারোহ পূর্ব্বক ভগবতীর বাটীতে যাত্রা করেন, এবং বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, তথা হইতে স্বীয় মন্দিরে প্রত্যাগত হইয়া থাকেন। এই উপলক্ষে সাত আট ক্রোশ হইতে অনেক লোক নবদ্বীপে আগমন করে। উক্ত সাহেব আর এই এক কথা কহেন যে, অসীরিসের লিঙ্গ-পূজার ন্যায় শিব-লিঙ্গের অর্চ্চনায় মদ্যপানাদি প্রচলিত নাই। প্রকাশ্য-রূপে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু বীরাচারীরা অপ্রকাশ্যভাবে কুলাচারের অনুষ্ঠান সহকারে শিব-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যোগসারে এবিষয়ের প্রতিপোষক সুস্পষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান আছে।

बाणलिङ्गं सदाराध्यं योगिनां योगसाधने।
कौलिकानां कुलाचारे पश्वूनां मलनिग्रहे॥

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত বচন।

যোগীদিগের যোগ সাধনে, কৌলিকদিগের কুলাচারে এবং পশ্বাচারীদিগের শত্রু-নিগ্রহে অর্থাৎ অভিচার-ক্রিয়ায় সর্ব্বদা বাণলিঙ্গের আরাধনা করিবে।

বাণ-লিঙ্গের স্তবেতেও এ বিষয়ের প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

परित्राणाय योगिनां कौलिकानां प्रियाय च।
कुलाङ्गनानां भक्ताय कुलाचाररताय च॥
कुलभक्ताय योगाय नमोनारायणाय च।
मधुपानप्रमत्ताय योगेशाय नमोनमः॥

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত যোগসার-বচন।

তুমি যোগীদের ত্রাণকর্ত্তা, কুলাচারীদের প্রিয়, কুল-স্ত্রী-রত, কুলাচারে প্রবৃত্ত ও মধু-পানে প্রমত্ত। তুমি যোগেশ্বর নারায়ণ-স্বরূপ; তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি।

গ্রীশ দেশেও লিঙ্গ-পূজা অতিমাত্র প্রবল হইয়াছিল। অনেক নগরেরই প্রত্যেক পথে বহুতর মন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল * ও সময়ে সময়ে নানাবিধ ব্যাপার সহকারে লিঙ্গোৎসব সম্পন্ন হইত। ফেলিফোরিয়া নামে বেকস্ দেবের একটি মহোৎসব ছিল, তাহাতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা মেষ-চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে মসী লেপন করিয়া নৃত্য করিত†, এবং এক একটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠ-দণ্ডে চর্ম্ম-লিঙ্গ বন্ধন করিয়া পথে পথে লইয়া যাইত ‡। তাহারা এইরূপ স্তব করিত যে, "হে বেকস্! আমরা তোমার গুণ কীর্ত্তন করি, হে উল্লাসের আশ্রয়! তোমার গুণ-কীর্ত্তন সতী স্ত্রীলোকের শ্রবণীয় নয় §।"

এই বেকস্ দেবের পুত্র প্রায়েপস্ নামক দেবতার বিষয়ে এই প্রকরণ-সম্বন্ধীয় যে সমুদায় কুৎসিত বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা স্মরণ করিলেও লজ্জা উপস্থিত হয়। তাঁহার প্রধান প্রধান মহোৎসব কেবল স্ত্রীলোক কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইত। তাহারা গর্দ্দভ বলিদান ও মদ্যাদি বিবিধ উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া ¶ নৃত্য গীত বাদ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিত **। এথিনিয়স্ নামক একজন গ্রীক গ্রন্থ-কর্ত্তা লিখেন, গ্রীকেরা বেকস্ দেবের মহোৎসব-বিশেষে একশত

---

* G. A. St. John's History of the Manners and Customs of ancient Greece, Vol. I., p. 411.

† এদেশীয় চড়ক-পূজার ধূলি-ক্রীড়ায় সন্ন্যাসী এবং গ্রামস্থ অপরাপর লোকেরা গাত্রে ধূলি, কর্দ্দম, মসী, চূর্ণ প্রভৃতি লেপন করিয়া গ্রামের মধ্যে নানা কুৎসিত ব্যবহার করে।

‡ Cyclopœdia Britannica, Vol. 27.

$ J. A. St. John's Ancient Greece, Vol. II. p. 240.

¶ অতএব তন্ত্রোক্ত বীরাচারের অনুরূপ ব্যবহার ইউরোপে ব্যাপ্ত ছিল।

** Cyclopœdia Britannica, Vol. 28. Part 2.

বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি স্বর্ণময় লিঙ্গ-মূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত।

কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যেরূপ লজ্জাকর অবয়বাদির প্রতিমূর্ত্তি-প্রকাশ অধুনা রাজ-শাসন দ্বারা বিশেষ রূপে নিষেধিত হইয়াছে, তাহার পূজা-পদ্ধতি এক সময়ে এত দূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল! পূর্ব্বতন অথুরা অর্থাৎ এসীরিয়া এবং বাবিরুষ্ অর্থাৎ বেবিলন্ দেশীয় লোকে তিন শত হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিত। বেবিলন্ দেশে যে সমস্ত পিত্তল-রচিত পুরাতন লিঙ্গ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় শিব-লিঙ্গ-মূর্ত্তির অবিকল প্রতিরূপ *। রোমক জাতীয়দের মধ্যেও এ উপাসনা প্রচলিত ছিল †। কোন কোন পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিত বহুতর প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে লিখিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বে খৃষ্টানদের মধ্যেও একরূপ লিঙ্গ-পূজার প্রথা বিদ্যমান ছিল, এবং ইটালি দেশীয় রোমান্ কেথোলিক্ নামক সম্প্রদায়ে অদ্যাপি প্রচলিত থাকিতে পারে।

This last lingering relic of a very ancient rite—Phallic, Lingaic, or Ionian, as one may be differently disposed to view it—in Christendom, has been thought to deserve a separate and somewhat lengthy dissertation. I have compiled such a one, from sources not mentionable, with a running commentary showing its close correspondence with existing Hindu rites.—Moor's Oriental Fragments, p. 147.

এই প্রাচীন ক্রিয়াটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ফেলিক্, আয়োনিয়ান্ বা লৈঙ্গ উপাসনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহার লুপ্তাবশিষ্ট কিয়দংশ অদ্যাপি

---

* The Journal of the Royal Asiatic Society of Grea Britain and Ireland, Vol. I., pp. 91 and 92.

† Tod's Rajasthan, Vol. I., p. 599.

খৃষ্টান্-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই বিষয়ের বিচারার্থ একটি স্বতন্ত্র সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা আবশ্যক। আমি কোন কোন অবক্তব্য স্থল হইতে এই বিষয়ের ঐ রূপ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহার যে স্থলে যাহা বক্তব্য সমস্ত লিখিয়া গিয়া হিন্দুদিগের প্রচলিত লিঙ্গোপাসনার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছি।

মিশর দেশীয় প্রথমকার খৃষ্টানেরা লিঙ্গ-মূর্ত্তি-সদৃশ পূর্ব্বোক্ত তও নামক বস্তুটি ধারণ করিতেন। পূর্ব্বতন খৃষ্টানদের অনেকানেক সমাধি-মন্দিরে সেই তও-মূর্ত্তির প্রতিরূপ অদ্যাপি অঙ্কিত আছে *।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে শিব-লিঙ্গের উপাসনা অত্যন্ত প্রচলিত। তথায় স্বতন্ত্র একটি লিঙ্গোপাসক-সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, তাহার নাম লিঙ্গায়ৎ, লিঙ্গবন্ত ও জঙ্গম। এইরূপ লিখিত আছে যে, কিছুকাল পূর্ব্বে ও বিশেষতঃ কল্যাণপত্তনের অধিপতি বিজল রাজার সময়ে ঐ অঞ্চলে জৈন ধর্ম্মের সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়। ১১৬০ খৃষ্টাব্দের পর বাসব নামে একটি ব্রাহ্মণ-পুত্র ঐ ধর্ম্মের নিবারণ ও শিবারাধনা প্রচার উদ্দেশে উল্লিখিত জঙ্গম-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত বেলগম প্রদেশের মধ্যে ভাগোয়ান-গ্রামনিবাসী একটি শৈব ব্রাহ্মণের বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ঐ সম্প্রদায় সংস্থাপন ও তৎসংক্রান্ত নানা কার্য্য সাধন করিয়া ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন। বাসবপুরাণ নামে এক খানি পুরাণে তাঁহার চরিত্র-বর্ণনা আছে। জঙ্গমেরা সেই পুরাণ ও অন্য অন্য সাম্প্রদায়িক গ্রন্থানুসারে তাঁহাকে শিব-বাহন নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন †।

---

* Wilkinson, Vol. II. p. 283.

† দক্ষিণাপথে শিব-বাহন বৃষের অন্য একটি নাম নন্দী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

তস্যাং বৃষভং দেবি নাম্না নন্দী প্রকীর্ত্তিতম্।

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র দ্বিতীয় পটল।

এইরূপ লিখিত আছে যে, উপনয়নের সময়ে সূর্য্যোপাসনা করিতে হয় বলিয়া, বাসব বাল্যকালে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি শিব ভিন্ন অন্য গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিব না। পশ্চাৎ তিনি একটি অভিনব উপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হন।

বাসব হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত অনেকানেক বিষয় নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক জানিয়া একবারে পরিত্যাগ করেন। সূর্য্য, অগ্নি ও অন্য অন্য দেব দেবীর পূজা, জাতি-ভেদ, মরণোত্তর যোনি-ভ্রমণ, ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্ম-সন্তান ও শুদ্ধাত্মা এই দুইটি কথা, অভিসম্পাতের আশঙ্কা, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থ-ভ্রমণ, স্থান-বিশেষের মাহাত্ম্য, স্ত্রীলোকদের অপ্রাধান্য ও অপ-দস্থতা, নিকট-সম্পর্কীয় কন্যার পাণিগ্রহণ-প্রতিষেধ, গঙ্গাদি তীর্থ-জল সেবন, ব্রাহ্মণ-ভোজন ও উপবাস, শৌচাশৌচ, সুলক্ষণ, কুলক্ষণ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার অত্যাবশ্যকতা এসমস্তই তিনি ভ্রমাত্মক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন।

বাসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গ-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় শিষ্য-গণের হস্তে ও গল-দেশে ধারণ করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার মতে, গুরু, লিঙ্গ, জঙ্গম * এই তিনটি মাত্র পরমেশ্বর-কৃত পবিত্র পদার্থ। ঐ লিঙ্গ ব্যতিরেকে ইহারা বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ এই দুইটি শৈব-চিহ্ন ও ব্যবহার করিয়া থাকে।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই গুরুত্ব-পদ গ্রহণের অধিকার আছে। দীক্ষা-কালে গুরু শিষ্যের কর্ণ-কুহরে মন্ত্রোপদেশ করেন এবং তাহার গল-দেশে কিম্বা হস্তে লিঙ্গ-মূর্ত্তি বান্ধিয়া দেন। গুরুর পক্ষে মদ্য মাংস ও তাম্বূল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করেন। এ

* স্বসম্প্রদায়ী লোক।

বিষয়টি ভাল বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অন্য একটি জঘন্য রীতি চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণাপথের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে উদ্বাহ-বিষয়ে একটি কুপ্রথা প্রচলিত আছে। তথায় বিবাহের পর স্ত্রী নিজ পতির সহিত সহবাস না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অন্যান্য পুরুষে অনুরক্ত হয়। সেই সেই অঞ্চলের জঙ্গমেরাও হিন্দু ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিবার উদ্দেশে এই কৌতুকাবহ ঘৃণিত রীতির অনুকরণ করিয়াছে।

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শব-দাহ-প্রথা পরিত্যাগ করিয়া শব-খননের প্রথা প্রচলিত করিয়া দেন। সহমরণের রীতি অনুসারে বিধবা-দিগকে জীবিত দগ্ধ করিবার নিয়ম ছিল, তিনি তাহার পরিবর্ত্তে তাহা-দিগকে জীবিত খনন করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

এক্ষণে জঙ্গমেরা সর্ব্বাংশে বাসবের নিয়মানুসারে চলে না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, তিনি তীর্থ-ভ্রমণ অনাবশ্যক বলিয়া উপদেশ দেন, কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ী লোকে শিবরাত্রি-ব্রত পালন করে ও সচরাচর শ্রীশৈলে ও কালহস্তী প্রভৃতি শৈব-তীর্থে যাত্রা করিয়া থাকে।

ইহারা দক্ষিণাপথের কোন কোন শিব-মন্দিরের পূজারীর পদে নিযুক্ত থাকে। অনেকে কেবল ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কতক লোকে হস্তে ও পদে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া ভ্রমণ করে; গৃহস্থ লোকে তাহার ধ্বনি শুনিয়া তাহাদিগকে নিজ গৃহে অহ্বান করে, অথবা পথের মধ্যে আসিয়াই ভিক্ষা দিয়া যায়। আবার, স্থানে স্থানে ইহাদের মঠ বিদ্যমান আছে; অনেকে তথায় পরিচারক-স্বরূপ অবস্থিতি করে। মঠ-স্বামীরা কতকগুলি শিষ্য রাখেন ও মৃত্যু-কালে তাহার মধ্যে এক ব্যক্তিকে আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যান। *

* দাক্ষিণাত্য লিঙ্গায়ৎ জঙ্গম সম্প্রদায় সংক্রান্ত অনেক কথাই শ্রীমান্ বকানন্-প্রণীত মাইসোর্ দেশের বৃত্তান্তের প্রথম খণ্ড এবং রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটির জর্ণেলের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম-স্থিত কর্ণাট প্রদেশে এই সম্প্রদায় ক্রমশ: প্রাদুর্ভূত হইয়া মহারাষ্ট্র, গুজরাট্, তামিল ও তেলিগু দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডে এ সম্প্রদায়ের লোক অতি বিরল। কাশীর কেদারনাথের পাণ্ডারা জঙ্গম। উহার অন্তর্গত একটি স্থানে তাহাদের বাস আছে বলিয়া সেই স্থানের নাম জঙ্গমবারী হইয়া গিয়াছে।

তেলুগু, কনর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য ভাষায় ইহাদের অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। মেকেপ্তী সাহেব ঐ অঞ্চল হইতে যে সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে বাসবেশ্বর পুরাণ, পণ্ডিতারাধ্যচরিত্র, বাস্বনা পুরাণ, চেন্নবাসব পুরাণ, প্রভুলিঙ্গলীলা, সরন্নুলীলামৃত, বিরক্তরু কাব্য প্রভৃতি এ সম্প্রদায়ের অনেক পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে দেশ-ভাষায় ইহাদের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ঐ প্রদেশে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের নীলকণ্ঠ-রচিত ভাষ্যই এই সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

যাহারা কপর্দকাদি দ্বারা সজ্জীভূত বৃষ-বিশেষকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহারাও অন্য এক প্রকার জঙ্গম। এদেশের লোকে ঐ বৃষকে বৈদ্যনাথের গরু বলিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকে বৈদ্যনাথ অঞ্চলে অবস্থিতি করে।

ভোপা।

ইহারা ভৈরবের উপাসক; তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখে ও অহরহ অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ইহারা কেশ ও শ্মশ্রু রাখে, ললাটে সিন্দূর ধারণ করে এবং কোমরে বড় বড় ঘুঙ্গুর বাঁধিয়া ও কেহ কেহ পায়ে লোহার জিঞ্জির দিয়া নৃত্য ও ভৈরবের গুণ-কীর্ত্তন পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

ইহারা পশ্চিমোত্তর প্রদেশেই অবস্থিতি করে, কখন কখন কলিকাতার মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়ই আছে।

দশনামী-ভাঁট।

ইহারা দশনামীর অন্তর্গত নয়, কিন্তু তাহাদেরই নিকট ভিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। দশনামী ভিন্ন অন্যের দান গ্রহণ করে না। এই-রূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে ইহারা সকলের নিকটেই ধন পরিগ্রহ করিত, পরে বেতাল ভাঁট নামে একটি ভাঁট হইতে তাহা রহিত হইয়া যায়।

এদেশীয় ঘটকেরা যেমন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বংশ-পরম্পরাদির বিবরণ রাখে, ইহারা সেই রূপ দশনামী সন্ন্যাসীদের শিষ্য-পরম্পরাদির বৃত্তান্ত রাখিয়া থাকে ও প্রয়োজন হইলে প্রকাশ করিয়া দেয়। ইহাই ইহাদের প্রধান বৃত্তি। ইহারা মদ্য-পায়ী; এক এক সময়ে অতিরিক্ত পান করিয়া থাকে। ইহারা গৃহস্থ; পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাস করে এবং মধ্যে মধ্যে অশ্বাদি সঙ্গে লইয়া তীর্থ-ভ্রমণ করিতে থাকে। কার্ত্তিক ও

পৌষ মাসের শেষে গঙ্গাসাগর-যাত্রার সময়ে কলিকাতায় ও ভোটবাগা প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহারা শিব-ভক্ত বটে, কিন্তু সরস্বতীকে সমধিক মান্য করিয় থাকে। অগ্রে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ শিব-পূজা করে।

চন্দ্র-ভাঁট।

দশনামী ভাঁটের বিষয় লিখিতে গিয়া আর এক প্রকার ভাঁটের কথা স্মরণ হইল। তাহাদের নাম চন্দ্র-ভাঁট। তাহারা ভিক্ষুক-বিশেষ বই আর কিছুই নয়; তবে যখন কাণিপা প্রভৃতি ভিক্ষুকের বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র লেখা হইয়াছে, তখন এই ভাঁটদের প্রসঙ্গ করাও অসঙ্গত না হইতে পারে।

ইহারাও শিব-ভক্ত; উপস্থিত মতে শিব ও কালীর পূজা দিয়া থাকে। ইহারা গৃহস্থ; কাশী জেলা, পাটনা জেলা প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর অঞ্চলের নানা স্থানে বাস করিয়া থাকে। শীতকালে পরিবার সঙ্গে করিয়া ও গো, মেষ, ছাগল, বানর, কুকুর, গর্দ্দভ এবং কেহ কেহ অশ্ব সমভিব্যাহারে লইয়া দেশ দেশান্তর ভিক্ষায় গমন করে। এই রূপে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে, তদ্দারা সংসার নির্ব্বাহ করে। অনেকে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কৃষি-কার্য্যাদিও করিয়া থাকে।

ইহারা প্রবাসে গিয়া যেদিন যে স্থানে অবস্থিতি করে, তথায় টোল অর্থাৎ কুটীর প্রস্তুত করিবার মত সামগ্রী সকল সঙ্গে সঙ্গে রাখে। গরুগুলিতে দ্রব্য-জাত লইয়া যায়, এবং কুকুরে রাত্রি-কালে চৌকি দেয়। ইহারা যখন ভিক্ষায় যায়, বানর ও ছাগলকে লোকের নিকটে নৃত্যাদি করাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করে। ইহারা অতিশয় নিকৃষ্ট লোক; সচরাচর মদ্য মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে।

শাক্ত।

শক্তির অর্থাৎ শিব-ভার্য্যার উপাসকদের নাম শাক্ত। তন্ত্র-শাস্ত্র এই সম্প্রদায়ের বিধি-নিষেধ-বিস্তারে পরিপূর্ণ। তন্ত্রোক্ত উপাসনা বৈদিক উপাসনার মত নয়। তান্ত্রিক উপাসকেরা দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাঁহাকে সজীব সাক্ষাৎ দেবতা-জ্ঞানে আহ্বান করেন,ও পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, গন্ধ, নৈবেদ্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রদান করেন, ও অধিকারি-বিশেষে মদ্য, মাংসাদি নিবেদন দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

শক্তি অর্থাৎ কালী তারা প্রভৃতি শিব-শক্তিই শাক্ত-সম্প্রদায়ের উপাস্য। কিন্তু সকলের ইষ্ট-দেবতা এক নয়; গুরু-শিষ্য-প্রণালী ক্রমে বিশেষ বিশেষ দেবতা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ইষ্ট-দেবতা বলিয়া উপদিষ্ট হন। কেহ কালী, কেহ বা তারা, কেহ বা জগদ্ধাত্রী, কেহ বা অন্য দেবতার থাকেন।

তান্ত্রিক উপাসনায় গুরু-শিষ্য-প্রণালী একটি পরম প্রয়োজনীয় পবিত্র বিষয়। অতএব কিরূপ লোকে গুরু ও শিষ্য হইবার অধিকারী, তাহা সকলের অবগত হওয়া মন্দ নয়।

যস্য বক্ত্রাত্তু মহামন্ত্রঃ শ্রূয়তেঽভ্যস্যতেঽপি বা।
স গুরুঃ পরমো জ্ঞেয়স্তদাজ্ঞা সিদ্ধিদায়িনী॥

পিচ্ছিলা তন্ত্র।

যাঁহার মুখে মহামন্ত্র শুনিতে পাওয়া যায় ও শুনিয়া অভ্যাস করা হয়, তিনি পরম গুরু জানিবে। তিনি যাহা আজ্ঞা করেন তাহাই সিদ্ধি-দায়ক।

সর্ব্বশাস্ত্রপরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ স্বাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ॥

জিতেন্দ্রিয়: সত্যবাদী ব্রাহ্মণ: শান্তমানস: ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্ত: সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণ: ।
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে ॥

বিশ্বসারতন্ত্র দ্বিতীয় পটল।

যিনি সর্ব্ব-শাস্ত্র-পরায়ণ, নিপুণ, সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ, মিষ্টভাষী, সুন্দর, সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন, কুলাচার-বিশিষ্ট, সুদৃশ্য, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, যথা-লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ, শান্ত, পিতৃ-মাতৃ-হিতকারী, সর্ব্ব-কর্ম্ম-পরায়ণ, আশ্রমী এবং স্বদেশ-স্থায়ী, তাঁহাকেই গুরু করিবে।

অতোহি মনুজং লুব্ধং দুষ্টং শিষ্যোহি সংত্যজেত্ ।
সর্ব্বেষাং ভুবনে সত্যং জ্ঞানায় গুরুরেব হি ॥
জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্‌জ্ঞানং পরাত্ পরম্ ।
অতোযোজ্ঞানদানং হি ন সমর্থস্তং ত্যজেত্ গুরুম্ ॥
মধুলুব্ধোযথা ভৃঙ্গ: পুষ্পাত্ পুষ্পান্তরং ব্রজেত্ ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যোগুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেত্ ॥

কামাখ্যাতন্ত্র তৃতীয় পটল।

লোভাদি-দোষ-যুক্ত গুরুকে ত্যাগ করিবে। ভূমণ্ডলে জ্ঞানলাভার্থেই সকলের গুরুর প্রয়োজন হয়, জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়, এই হেতু জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব যে গুরু জ্ঞান-দানে অশক্ত, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। ভ্রমর যেরূপ মধু-লোভে পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করে, শিষ্য সেইরূপ জ্ঞান-লুব্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গুরুকে অবলম্বন করিবে।

কিরূপ লোকে শিষ্য হইবার অধিকারী তাহাও লিখিত আছে।

শিষ্য: কুলীন: শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণ: ।
অধীতবেদ: কুশলোদূরমুক্তমনোভব: ॥
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যমাস্তিকস্ত্যক্তনাস্তিক: ।
স্বধর্ম্মনিরতোভক্ত্যা পিতৃমাতৃহিতোদ্যত: ॥

বাঙ্মনঃকায়বসুভির্গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
এতাদৃগ্গুণোপেতঃ শিষ্যোভবতি নাপরঃ॥

সারদাতিলক দ্বিতীয় পটল।

যে ব্যক্তি সদ্বংশ-জাত,শুদ্ধ-চিত্ত, পুরুষার্থ-পরায়ণ, বেদ-পারগ, নিপুণ, জিত-কাম, সর্ব্ব প্রাণীর নিত্য হিতৈষী, আস্তিক, নাস্তিক-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত, স্বধর্ম্মে রত, ভক্তি পূর্ব্বক পিতামাতার হিতানুরক্ত, কায়,মন, বাক্য ও ধন দ্বারা গুরু-শুশ্রূষাতে নিযুক্ত, সেই ব্যক্তি শিষ্য হইবার অধিকারী ; অন্য কেহ নয়।

চতুর্ভিরাদ্যৈঃ সংযুক্তঃ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয়ঃ।
অলুব্ধঃ স্থিরগাত্রশ্চ প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
আস্তিকোদৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রে চ দৈবতে।
এবম্বিধোভবেৎ শিষ্যস্তিতরোদুঃখকৃদ্গুরোঃ॥

কুলমূলাবতারকল্পসূত্র-টীকা।

যে ব্যক্তি শমদমাদি-যুক্ত, শ্রদ্ধাবান্, স্থিরাশয়, লোভ-রহিত, স্থির-স্বভাব, দূর-দর্শী, জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক, গুরু, মন্ত্র ও দেবতাতে দৃঢ়-ভক্তি-বিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি শিষ্য হইবার অধিকারী ; অন্যরূপ শিষ্য গুরুর ক্লেশ-দায়ক।

উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া গুরু-শিষ্য-গ্রহণ করা যত হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রত্যুত, শাস্ত্রানুসারে যেরূপ লোকে গুরু ও শিষ্য হইবার নিতান্ত অনধিকারী তাহাই অধিক। তাহা না হইলেই বা কি হয়? যথোক্ত লক্ষণ অনুসন্ধান করিলে গুরু ও শিষ্যের পদ এক বারে লোপ পাইয়া যায়।

গুরুরা শিষ্যের দীক্ষা-কালে তাহার ইষ্ট-দেবতার বিজ্ঞাপক স্বরূপ বীজ-মন্ত্র উপদেশ দেন। ঐ অসাধারণ মন্ত্রগুলি অতীব গুহ্য, এই নিমিত্ত তন্ত্রকারেরা তাহা গোপন রাখিবার উদ্দেশে কতকগুলি নূতন শব্দ ও অন্য কতকগুলি শব্দের নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সেই শব্দের

সেইরূপ অর্থ তন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ স্থলে তাহার দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কালীবীজ।

বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম্।

বর্গাদ্য শব্দে 'ক্', বহ্নি শব্দে 'র্', রতি শব্দে 'ঈ', এবং তাহাতে বিন্দু সংযুক্ত। এই সমুদয়ের উদ্ধার দ্বারা 'ক্রীঁ' এই মন্ত্রটি নিষ্পন্ন হয়।

ভুবনেশ্বরীবীজ।

নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়োবামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।

নকুলীশ শব্দে 'হ্', অগ্নি শব্দে 'র্', বামনেত্র শব্দে 'ঈ', এবং অর্দ্ধ চন্দ্র শব্দে 'ঁ', এই সমুদয়ের উদ্ধার দ্বারা হ্রীঁ এই মন্ত্রটি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই রূপে সমস্ত তান্ত্রিক দেবতার অতি দুর্ব্বোধ গুহ্য মন্ত্র সমুদায় উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি লিখিত হইতেছে। যেমন লক্ষ্মীবীজ 'শ্রীঁ'। তারাবীজ 'হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্'। দুর্গাবীজ 'ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'। বাগীশ্বরীবীজ 'বদ বদ বাগ্বাদিনী স্বাহা'। পারিজাতসরস্বতীবীজ 'ওঁ হ্রীঁ হস্ৌঁ ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। মহালক্ষ্মী-বীজ 'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হস্ৌঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ'। শ্মশানকালিকা-বীজ 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ'। শ্যামাবীজ 'ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা'। ভদ্রকালীবীজ 'হৌঁ কালি মহাকালি কিলি কিলি ফট্ স্বাহা'। মহাকালীবীজ 'ওঁ ফ্রেঁ ফ্রেঁ ক্রোঁ ক্রোঁ পশূন্ গৃহাণ হুঁ খট্ স্বাহা'। ত্রিপুরাবীজ 'হসরৈঁ' হসকলরীঁ' 'হসরৌঃ'। নিত্যাভৈরবী বীজ 'হসকলরডৈঁ' 'হসকলরডীং' 'হসকলরডৌঁ'। রুদ্রভৈরবীবীজ 'হসখফরেঁ' 'হসকলরীঁ' 'হসৌঃ'। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীবীজ 'উচ্ছিষ্ট-

চাণ্ডালিনী সুমুখী দেবী মহাপিশাচিনী হ্রীঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ'। চিটী দেবতার বীজ 'ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা'।

বিশেষ বিশেষ দেবতার যেমন বিশেষ বিশেষ বীজ লিখিত আছে, সেইরূপ ক্রিয়া-বিশেষে ঐরূপ নানাবিধ ভয়ানক মন্ত্রও উক্ত হইয়াছে; যেমন পূর্ণাভিষেকে স্বয়ম্ভূ কুসুমাদির * শুদ্ধি-মন্ত্র 'প্লূঁ স্লূঁ ম্লূঁ শ্লূঁ স্বাহা' মদ্যের প্রতি ব্রহ্মশাপ-বিমোচন-মন্ত্র 'ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ', মদ্যের প্রতি শুক্রশাপ-বিমোচন-মন্ত্র 'ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ', মদ্যের প্রতি কৃষ্ণশাপ-বিমোচন-মন্ত্র 'ঐঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ, ইত্যাদি।

তন্ত্রের মধ্যে সমুদয় দেবতার বীজ বিস্তারিত-রূপে লিখিত আছে, কিন্তু এদেশীয় শাক্ত-সম্প্রদায়ীদের অধিকাংশেই জগদ্ধাত্রী মন্ত্রে উপদিষ্ট হন। আর তারা, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুরা, এবং ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রেও কতক লোকে দীক্ষিত হয়। এক এক দেবতার বিবিধ প্রকার বীজ, তন্মধ্যে অধিক লোকে একাক্ষর মন্ত্রেই উপদিষ্ট হইয়া থাকে।

---

* কোন কোন গুপ্ত বিষয় বিজ্ঞাপনার্থ তন্ত্রে কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পশ্চাৎ কয়েকটি লিখিত হইতেছে, স্বয়ম্ভূ কুসুম তাহারই একটি।

শব্দ	অর্থ
খপুষ্প	রজস্বলা স্ত্রীলোকের রজ।
স্বয়ম্ভূ পুষ্প বা স্বয়ম্ভূ কুসুম	ঐ প্রথম রজ।
কুণ্ড পুষ্প	সধবা স্ত্রীলোকের রজ।
গোলক পুষ্প	বিধবা স্ত্রীলোকের রজ।
বজ্রপুষ্প	চণ্ডালীর রজ।

পশ্বাচারী ও বীরাচারী।

শক্তি-উপাসকেরা পশুভাব ও বীরভাব ক্রমে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত, পশ্বাচারী ও বীরাচারী। পশুভাব ও পশ্বাচারের সহিত বীরভাব ও বীরাচারের বিশেষ এই যে, বীরভাবে ও বীরাচারে মদ্য-মাংসের ব্যবহার আছে, পশুভাবে ও পশ্বাচারে তাহা নিষিদ্ধ।

কুলার্ণবে ঐ দুই প্রধান আচারকে বিভাগ করিয়া সাত প্রকার আচার নিষ্পন্ন করা হইয়াছে।

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি॥

কুলার্ণব পঞ্চম খণ্ড।

সর্ব্বাপেক্ষা বেদাচার * উত্তম, বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম, বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার অপেক্ষা দক্ষিণাচার উত্তম, দক্ষিণাচার

---

* বেদাচার শব্দে এখানে বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান নয়; তন্ত্রে আচার-বিশেষ বেদাচার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ॥
আনন্দনাথশব্দান্তৈঃ পূজয়েদথ সাধকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ।
প্রজপ্য বাগ্ভবম্বীজং চিন্তয়েৎ পরমাত্মকম্॥ ইত্যাদি।

নিত্যাতন্ত্র।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বেদাচার প্রকাশ করি, শ্রবণ কর। সাধক ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, গুরুর নামান্তে আনন্দনাথ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে

অপেক্ষা বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার উত্তম, সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম, কৌলাচারের পর আর নাই।

এই সকল আচার কিরূপ, তন্ত্রে তাহা সবিশেষ লিখিত আছে; ক্রমশঃ বিবরণ করা যাইতেছে।

বৈষ্ণবাচার।

वेदाचारक्रमेणैव सदा नियमतत्परः।
मैथुनं तत्कथालापं कदाचिन्नैव कारयेत्॥
हिंसां निन्दाञ्च कौटिल्यं वर्ज्जयेन्मांसभोजनम्।
रात्रौ मालाञ्च यन्त्रञ्च स्पृशेन्नैव कदाचन॥

নিত্যাতন্ত্র; প্রথম পটল।

বেদাচারের ব্যবস্থানুসারে সর্ব্বদা নিয়মিত কার্য্য করিতে তৎপর থাকিবে। কদাচ মৈথুন ও তৎসংক্রান্ত কথার জল্পনাও করিবে না। হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মাংস-ভোজন, রাত্রিতে মালা ও যন্ত্রস্পর্শ এই সমুদায় পরিত্যাগ করিবে।

শৈবাচার।

वेदाचारक्रमेणैव शैवे शाक्ते व्यवस्थितम्।
तद्विशेषं महादेवि केवलं पशुघातनम्॥

নিত্যাতন্ত্র; প্রথম পটল।

বেদাচারের নিয়মানুসারে শৈব ও শক্ত্যাচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মহাদেবি! শাক্তের বিশেষ এই যে, তাহাতে পশু-হত্যার বিধান আছে।

দক্ষিণাচার।

वेदाचारक्रमेणैव पूजयेत् परमेश्वरीम्।
स्वीकृत्य विजयां रात्रौ जपेन्मन्त्रमनन्यधीः॥

নিত্যাতন্ত্র; প্রথম পটল।

প্রণাম করিবে, সহস্রারপদ্মেতে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচার দ্বারা পূজা করিবে এবং বাগ্ভব বীজ অর্থাৎ ঐ মন্ত্র জপ করিয়া পরম কলা শক্তিকে চিন্তা করিবে। ইত্যাদি।

বেদাচারের নিয়মানুসারে ভগবতীর পূজা করিবে এবং রাত্রিযোগে বিজয়া গ্রহণ করিয়া তদ্গত-চিত্তে মন্ত্র জপ করিবে।

বামাচার।

পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারোভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্॥

আচারভেদ; তন্ত্র।

কুলস্ত্রীর পূজা করিবে; তাহাতে মদ্য-মাংসাদি পঞ্চতত্ত্ব * ও খপুষ্প † ব্যবহার করিতে হইবে ইহা হইলে বামাচার হইবে। বামা-স্বরূপা হইয়া পরমা শক্তির পূজা করিবে।

সিদ্ধান্তাচার।

শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎ শুদ্ধং শোধনাদেব পার্ব্বতি।
এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্॥

নিত্যাতন্ত্রং; প্রথম পটল।

পার্ব্বতি! শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল দ্রব্যই শোধন দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। মহেশানি! সিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ।

দেবপূজারতোনিত্যং তথা বিষ্ণুপরোদিবা।
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্ব্বং যথালাভেন চোত্তমম্॥
বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব্বস্য ফলং লভেৎ॥

সময়াচারতন্ত্র; দ্বিতীয় পটল।

যে ব্যক্তি অহরহ দেব-পূজায় অনুরক্ত থাকিয়া এবং দিবা-ভাগে বিষ্ণু-পরায়ণ হইয়া রাত্রি-কালে সাধ্যানুসারেও ভক্তি-সহকারে যথাবিধি মদ্যাদি দান ও সেবন করে, সেই সিদ্ধান্তাচারী সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

---

* মদ্য, মাংস, মৎস্য মুদ্রা, মৈথুন এই পাঁচকে পঞ্চতত্ত্ব বলে। কিছু পরেই এ বিষয় লিখিত হইবে।

† ১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

কৌলাচার।

কৌলাচারের কোন নিয়ম নাই। স্থানাস্থান, কালাকাল, ও কর্ম্মাকর্ম্মের কিছুমাত্র বিচার নাই।

দিক্কালনিয়মোনাস্তি তিথ্যাদিনিয়মোন চ।
নিয়মোনাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্বচিৎ শিষ্টঃ ক্বচিৎ ভ্রষ্টঃ ক্বচিৎ ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে।
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

নিত্যাতন্ত্র; তৃতীয় পটল।

মহামন্ত্র-সাধনে দিক্‌ও কালের নিয়ম নাই; তিথি ও নক্ষত্রাদিরও নিয়ম নাই। কোন স্থানে শিষ্ট, কুত্রাপি ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূত-পিশাচ-তুল্য এই প্রকার নানা বেশধারী কৌল সমুদায় পৃথিবীতে বিচরণ করেন। প্রিয়ে! কর্দ্দম ও চন্দনে এবং পুত্র ও শত্রুতে যাহার ভেদ-জ্ঞান নাই, আর দেবী! শ্মশান ও গৃহে এবং কাঞ্চন ও তৃণে যাহার প্রভেদবোধ নাই, সেই ব্যক্তি কৌল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, বীরাচারীদের সহিত পশ্বাচারীদের বিশেষ এই যে, বীরাচারে মদ্য-মাংসের ব্যবহার আছে, পশ্বাচারে তাহা নিষিদ্ধ। কিন্তু উভয় আচারেই পশু-বলির বিধান আছে *। ফলতঃ

---

* বলি দুই প্রকার, রাজসিক ও সাত্বিক। মাংস-রক্তাদি-বিশিষ্ট বলিকে রাজসিক আর মুদ্গ, পায়স, ঘৃত, মধু ও শর্করা-যুক্ত রক্ত-মাংসাদি-বর্জ্জিত বলিকে সাত্বিক বলি বলে।

সাত্বিকোবলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদিবর্জ্জিতঃ।

সময়াচারতন্ত্র।

রক্তমাংসাদি-বর্জ্জিত বলি সাত্বিক বলি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পশু বলিদান, তন্ত্রোক্ত শক্তি উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ। তদনুসারে গো, ব্যাঘ্র, মনুষ্য প্রভৃতি কোন জীবই পশু-বলির অযোগ্য নয়।

পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহা মৎস্যা নববিধা মৃগাঃ।
মহিষোগোধিকা গাবশ্ছাগোবভ্রশ্চ শূকরঃ॥
খড়্গশ্চ কৃষ্ণসারশ্চ গোধিকা সরভো হরিঃ।
শার্দ্দূলশ্চ নরশ্চৈব স্বগাত্ররুধিরন্তথা।
চণ্ডিকাভৈরবাদীনাং বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বলিভিঃ সাধ্যতে মুক্তির্ব্বলিভিঃ সাধ্যতে দিবম্॥

কালিকা পুরাণ।

পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, গোধিকা, গো, ছাগ, নকুল, শূকর, গণ্ডার, কৃষ্ণসার, সরভ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মনুষ্য, স্বীয় শরীরের রক্ত এই সমুদায় বস্তু, চণ্ডিকা-ভৈরবাদির বলি। বলি দ্বারা মুক্তি-সাধন হয়, এবং বলি দ্বারা স্বর্গ-সাধন হয়।

কালিকাদি পুরাণে ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থে দেবাদির উদ্দেশে প্রাণি-বধের সবিশেষ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রে ইহা নরক-সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনম্।
আকল্পকোটি নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥

পদ্ম পুরাণ।

পার্ব্বতী কহিলেন, শিব! যে সমস্ত তামস-গুণাবলম্বী ব্যক্তি আমার নিমিত্তে জীব-হত্যা করে, কোটিকল্প পর্য্যন্ত তাহাদের নরকবাস হয় তাহার সংশয় নাই।

উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তা চ বিক্রয়ী।
উৎসর্গকর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকং ভবেৎ॥

পদ্ম পুরাণ।

পশু-বলির উপদেষ্টা, হন্তা, কর্ত্তা ও ধারণ-কর্ত্তা, এবং পশুবিক্রেতা ও উৎ-সর্গ কর্ত্তা এই সকলেরই নরক-বাস হয়।

দক্ষিণাচারী।

যদিও তন্ত্রে উল্লিখিত সাত প্রকার আচারের লক্ষণ ও ব্যবস্থা নিরূপিত আছে, কিন্তু শাক্তদিগের সচরাচর দুইটি মাত্র সম্প্রদায় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় দক্ষিণাচারী ও বামাচারী। যাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে বেদাচারের নিয়মক্রমে ভগবতীর অর্চ্চনা করেন ও বামাচারীদের অনুষ্ঠেয় মদ্য-ব্যবহার ও শক্তি-সাধনাদি না করেন, তাঁহাদের নাম দক্ষিণাচারী *। তাঁহারা সুরা গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু ইতি পূর্ব্বে পশ্বাচারের বিষয় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে ইচ্ছা ক্রমে অল্প বা বহু সংখ্যক বলিদান† করিয়া থাকেন। কাশীনাথ-প্রণীত দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজে তাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সবিশেষ বিবরণ আছে।

দক্ষিণাচারতন্ত্রোক্তং কর্ম্ম তচ্ছুদ্ধবৈদিকম্।

দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজ।

দক্ষিণাচারতন্ত্রে যে ক্রিয়া-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ ও বেদ-সম্মত।

বামাচারী।

মদ্যাদি দান ও সেবন বামাচারীদের অবশ্যকর্ত্তব্য‡, তাহা না করিলে কোন প্রকারে সিদ্ধি-লাভ হয় না।

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনম্॥

শ্যামারহস্য।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা § মৈথুন এই পঞ্চ মকারে মহাপাতক বিনাশ করে।

---

* ১৬১ পৃষ্ঠা দেখ।

† ইতি পূর্ব্বে রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই দুই প্রকার বলির বিষয় লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রক্ত-মাংসাদি বর্জ্জিত সাত্ত্বিক বলি দেওয়াই দক্ষিণাচারতন্ত্রের মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধেয়।

‡ ১৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

§ লোকে মদ্যের সহিত যে উপকরণ-সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার নাম মুদ্রা।

দিবসে এরূপ ব্যবহার করিলে উপহাসের আস্পদ হইতে হয়, এ নিমিত্ত রাত্রি-যোগে তাহার অনুষ্ঠান করিবার আদেশ আছে এবং তাহা গোপন রাখিবার উদ্দেশে কৌলদিগকে কপট ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

রাত্রৌ কুলক্রিয়াং কুর্য্যাৎ দিবা কুর্য্যাচ্চ বৈদিকীম্।

দিবারাত্রৌ যজেৎ দেবীং যোগী যোগপ্রভেদতঃ॥

নিরুত্তর তন্ত্র, প্রথম পটল।

রাত্রি-যোগে কুলক্রিয়া এবং দিবাভাগে বৈদিক ক্রিয়া করিবে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগ করিয়া যোগী ব্যক্তি দিবারাত্র দেবীর অর্চ্চনা করিবে।

অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।

নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে *॥

অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভা-মধ্যে বৈষ্ণব এইরূপ নানাবেশধারী কৌল সমুদায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন।

পূজা দুই প্রকার; বাহ্য পূজা এবং অন্তর্যাগ। গন্ধ, পুষ্প, ভক্ষ্য, পানীয় প্রদানাদি দ্বারা যে পূজা হয়, তাহাই বাহ্য পূজা, এবং চিৎরূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ, তেজোরূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি কল্পিত উপচারাদি দ্বারা যে আন্তরিক সাধন, তাহার নাম অন্তর্যাগ। ষট্‌চক্র-ভেদ এই অন্তর্যাগের প্রধান অঙ্গ।

---

* কাশীনাথতর্কপঞ্চানন-প্রণীত শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থে দুই প্রকার গৃহস্থ অবধূতের বিষয় লিখিত আছে; অব্যক্ত ও ব্যক্ত। তন্মধ্যে অব্যক্তাবধূতের লক্ষণ উল্লিখিত শ্যামারহস্যের মতই লিখিত আছে, আর ব্যক্ত গৃহস্থাবধূতের লক্ষণ এই-রূপ বর্ণিত হইয়াছে; যথা।

ব্যক্তোঽব্যক্তোদ্বিধার্য্যোভুবি অবনি মুদা রক্তবস্ত্রাবৃতাঙ্গঃ।

সিন্দূরীয়ল্ললাটঃ শিবইব মহসা রক্তমাল্যানুলিপঃ॥

গৃহস্থাবধূত দুই প্রকার; ব্যক্ত আর অব্যক্ত। তন্মধ্যে ব্যক্ত অবধূত হর্ষ-যুক্ত, রক্ত বস্ত্রে আবৃত, ললাটে সিন্দুর-যুক্ত, তেজে শিব-স্বরূপ, রক্তবর্ণ-মালা-বিশিষ্ট ও রক্তচন্দনাদি-সংযুক্ত।

তন্ত্রে ষট্‌চক্রের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে। মেরুদণ্ডের দুই দিকে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী আছে। ঐ ইড়ার দক্ষিণে এবং পিঙ্গলার বামভাগে সুসুম্না নাড়ী মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই সুসুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রাখ্যা নাড়ী ও তাহার অভ্যন্তরে চিত্রিণী নামে একটি নাড়ী অবস্থিত আছে। শরীরের মধ্যে স্থান-বিশেষে সুসুম্না নাড়ীতে গ্রথিত সাতটি পদ্ম কল্পনা করা হইয়াছে; আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রদল। আধার-পদ্ম পায়ু-দেশের কিছু ঊর্দ্ধে সুসুম্না নাড়ীতে সংলগ্ন। তাহার চারিটি দল; সেই চারি দলে বং শং ষং সং এই চারিটি বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে ধরাচক্র নামে একটি চতুষ্কোণ চক্র আছে, তাহার আট দিকে আটটি শূল। মধ্যস্থলে পৃথিবীবীজ লং এবং কর্ণিকামধ্যে একটি ত্রিকোণ যন্ত্র চিহ্নিত রহিয়াছে। এই পদ্মের মধ্যে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিতি করেন, এবং তাঁহার অমৃত-নির্গমন-স্থানে মুখ লগ্ন করিয়া সর্পরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি বাস করিয়া থাকেন; স্বাধিষ্ঠান পদ্ম লিঙ্গ-মূলে অবস্থিত। তাহার ছয়টি দল; সেই ছয়টি দলে বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টি বর্ণ আছে। ঐ পদ্মের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি বরুণমণ্ডল ও সেই মণ্ডলের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র; তাহাতে বং এই বর্ণ অঙ্কিত আছে। ঐ পদ্মের মধ্যে বারুণী শক্তি স্থিতি করেন। মণিপুর পদ্ম নাভিমূলে অধিষ্ঠিত। তাহার দশটি দল; সেই দশ দলে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই দশটি বর্ণ লিখিত আছে। ঐ পদ্মের মধ্যস্থলে ত্রিকোণ অগ্নি-মণ্ডল। সেই ত্রিকোণের তিন পার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিনটি ভূপুর এবং মধ্যস্থলে রং এই বর্ণটি চিহ্নিত রহিয়াছে। এই পদ্মের মধ্যে লাকিনী শক্তি অবস্থিতি করেন। অনাহত নামক পদ্ম হৃদয়ে অবস্থিত। তাহার দ্বাদশটি দল; সেই দ্বাদশ দলে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশটি বর্ণ অঙ্কিত আছে। সেই

পদ্মের মধ্যে ছয় কোণ বিশিষ্ট বায়ু মণ্ডল এবং তন্মধ্যে যং বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই পদ্মে শিব ও কাকিনী শক্তি বাস করেন। বিশুদ্ধ নামক পদ্ম কণ্ঠ-দেশে অবস্থিত। উহার ষোড়শ দল; সেই ষোড়শ দলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণ লিখিত আছে। সেই পদ্মের মধ্যস্থলে গোলাকার চন্দ্র-মণ্ডল, এবং তাহার অভ্যন্তরে গোলাকৃতি নভোমণ্ডল ও হং বীজ বর্ত্ত-মান আছে। সেই পদ্মে শাকিনী শক্তি অধিবাস করেন। ভ্রূ-মধ্যে আজ্ঞা নামক দ্বিদল পদ্ম, তাহার দুই দলে হং ক্ষং এই দুই বর্ণ, তাহার মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি ও সেই শক্তির মধ্যে শিব অবস্থিতি করেন। এই পদ্মে হাকিনী শক্তি বাস করিয়া থাকেন। ইহার কিছু ঊর্দ্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা আছেন। তাহার উপরিভাগে চন্দ্রবিন্দু, তদুপরি শঙ্খিনী নাড়ী, এবং সর্ব্বোপরি সহস্র দল পদ্ম। তাহার পঞ্চাশৎ দলে আকার পর্য্যন্ত সবিন্দু পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্র-মণ্ডল, তন্মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র, এবং সর্ব্ব-মধ্যে শিব-স্থানে পরম শিব অবস্থিতি করেন।

এইরূপ লিখিত আছে যে, সাধকে নিজ গুরুর উপদেশানুসারে শরীরস্থ বায়ুর যোগে অগ্নির গতি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্তেজিত করিবে। পরে 'হুঁ' এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে চেতন করিয়া চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যগত পথ দিয়া মূলাধার অবধি আজ্ঞা পর্য্যন্ত ছয় পদ্মকে এবং মূলাধার, অনাহত, আজ্ঞা এই তিন পদ্মে অবস্থিত তিন শিবকে ভেদ করিবে। অনন্তর কুণ্ডলিনীকে সহস্র-দল কমলে স্থাপন করিয়া তত্র-স্থিত পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করিবে। তাহার পর উভয়ের সহযোগ দ্বারা যে পরমামৃত গলিত হইবে, তাহা পান করিয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত কুল-পথ দ্বারা কুণ্ডলিনীকে মূলাধার পদ্মে আনায়ন করিবে।

এইরূপ অন্তর্যাগ-সাধনে প্রবৃত্ত যে সমস্ত বীরাচারী ব্যক্তি মদ্য-

মাংসাদি দ্বারা ভগবতীর অর্চ্চনা করে, কুলতন্ত্রের মতে তাহারাই তাঁহার প্রিয় সাধক।

তথান্তর্যাগনিষ্ঠা যে তে প্রিয়া দেবি নাপরে।
সমর্পয়ন্তি যে ভক্ত্যা করাভ্যাং পিশিতাসবম্॥

কুলার্ণব।

সেইরূপ, যে সকল অন্তর্যাগ-নিষ্ঠ ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক স্বহস্তে মদ্য-মাংস অর্পণ করেন, তাঁহারাই প্রিয়; দেবি! তদ্ভিন্ন কেহ প্রিয় নয় *।

সুরা শক্তিঃ শিবোমাংসং তদ্ভক্তোভৈরবঃ স্বয়ম্।
তয়োরৈক্যাৎ সমুৎপন্ন আনন্দোমোক্ষ এব চ॥

কুলার্ণব।

সুরা শক্তি-স্বরূপ, মাংস শিব-স্বরূপ এবং ঐ শিব-শক্তির ভক্ত লোক স্বয়ং ভৈরব-স্বরূপ। এই তিনের একত্র সংযোগ হইলে, আনন্দস্বরূপ মোক্ষের উৎপত্তি হয় †।

---

* কৌল-শাস্ত্রকারেরা নিজে মদ্যাদি গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন নাই। অন্য অন্য সকল প্রকার উপাসককেই তাহা ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

শৈবে চ বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে চ গণদর্শনে।
বৌদ্ধে পাশুপতে সাংখ্যে ব্রতে কলামুখে তথা॥
দক্ষবামসিদ্ধান্তবৈদিকাদিষু পার্ব্বতি।
বিনালিপিশিতাভ্যাঞ্চ পূজনং বিফলং ভবেৎ॥

কুলার্ণব।

শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, বৌদ্ধ, পাশুপত, সাংখ্য, কলামুখ ব্রত, দক্ষিণাচার, দার্শনিক, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং বেদাচারাদি সমুদয় মতে মদ্য-মাংস ব্যতিরেকে পূজা করিলে সে পূজা নিষ্ফল হয়।

† মনুষ্যের মনের ভাব সর্ব্বত্রই সমান। এই বিধি অনুসারে শাক্তেরা যেরূপ মাংসকে শিব এবং মদ্যকে শক্তি মনে করিয়া ভোজন পান করেন সেইরূপ রোমান কেথোলিক নামক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ীরা পিষ্টককে খ্রীষ্টের মাংস এবং মদ্যকে তাঁহার রক্ত বোধ করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বীরাচারীরা মধ্যে মধ্যে চক্র করিয়া দেব-দেবীর সাধনা করেন, এ-প্রদেশে ইহা প্রসিদ্ধই আছে। এস্থানে স্ত্রী-চক্রের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইতেছে, পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে। এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, সাধকেরা চক্রাকারে বা শ্রেণী ক্রমে আপন আপন শক্তির সহিত ললাটে চন্দন প্রলেপ করিয়া যুগ যুগ ক্রমে ভৈরব-ভৈরবী-ভাবে উপবেশন করিবে, এবং মধ্যস্থিত কোন স্ত্রীকে সাক্ষাৎ কালী বোধ করিয়া মদ্যমাংসাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে থাকিবে। কিরূপ স্ত্রী-লোককে ঐরূপ পূজা করিতে হয়, শাস্ত্রে তাহার বিবরণ আছে।

নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা॥
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিশেষবৈদগ্ধযুতা সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনা॥
রূপযৌবনসম্পন্না শীলসৌভাগ্যশালিনী।
পূজনীয়া প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥

গুপ্তসাধন তন্ত্র, প্রথম পটল।

নটস্ত্রী, কাপালী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতের ভার্য্যা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপ-কন্যা, মালাকার-কন্যা এই নয় প্রকার স্ত্রীলোক কুলকন্যা। বিশেষতঃ পর-পুরুষ-গামিনী বিদগ্ধা হইলে, সকল স্ত্রীই কুলস্ত্রী হয়। রূপবতী, যুবতী সুশীলা ও ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের যত্ন পূর্ব্বক পূজা করিবে, তাহা হইলে নিশ্চিত সিদ্ধি-লাভ হইবে *।

---

*রেবতীতন্ত্রে চণ্ডালী, যবনী, বৌদ্ধা, রজকী প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার কুল-স্ত্রীর বিবরণ আছে। নিরুত্তরতন্ত্রকার বলেন, ঐ সকল চণ্ডালী রজকী প্রভৃতি শব্দ বর্ণ বা বর্ণসঙ্কর-বোধক নয়; কার্য্য বা গুণের বিজ্ঞাপক। বিশেষ বিশেষ

ঐ চক্র-গত পর পুরুষেরাই ঐ সমস্ত কুলস্ত্রীর প্রকৃত পতি ; কুল-ধর্ম্মে বিবাহিত পতি পতি নয়।

পূজাকালং বিনা নান্যং পুরুষং মনসা স্পৃশেৎ।
পূজাকালে চ দেবেশি বেশ্যেব পরিতোষয়েৎ॥

উত্তর তন্ত্র।

পূজা-কাল ভিন্ন অন্য সময়ে পর পুরুষকে মনেতেও স্পর্শ করিবে না। দেবেশি ! পূজা-কালে বেশ্যার ন্যায় সকলের পরিতোষ করিবে।

আগমোক্তপতিঃ শম্ভুরাগমোক্তপতির্গুরুঃ।
স পতিঃ কুলজায়াস্থ ন পতিস্থ বিবাহিতঃ॥
বিবাহিতপতিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চ্চনে।
বিবাহিতং পতিং নৈব ত্যজেদ্বেদোক্তকর্ম্মণি॥

নিরুত্তর তন্ত্র।

আগমোক্ত পতি শিব-স্বরূপ; তিনিই গুরু। সেই পতি কুলস্ত্রীদিগের প্রকৃত পতি ; বিবাহিত পতি পতি নয় : কুল-পূজায় বিবাহিত পতি ত্যাগ করিলে দোষ হয় না। কেবল বেদোক্ত কর্ম্মে বিবাহিত পতিকে পরিত্যাগ করিবে না।

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সকল-বর্ণোদ্ভব কন্যাই ঐ সমস্ত বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যেমন

পূজাদ্রব্যং সমালোক্য রজোঽবস্থা প্রকাশয়েৎ।
সর্ব্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
আত্মানং গোপয়েদ্ যা চ সর্ব্বদা পশুসঙ্কটে।
সর্ব্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা গোপিনী সা প্রকীর্ত্তিতা॥

পূজা-দ্রব্য দেখিয়া যে কোন বর্ণোদ্ভবা কন্যা রজোঽবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে রজকী বলে। যে কোন বর্ণোদ্ভবা রমণী পশ্বাচারীর নিকটে আপনাকে গোপন করে, তাহাকে গোপিনী বলা যায়।

সাক্ষাৎ কালী-স্বরূপা উক্ত কুলনারীর পূজা করিয়া মন্ত্র-শোধনাদি পূর্ব্বক পান করিতে হয়।

सिन्दूरतिलकं भाले पाणौ च मदिरासवम्।
ध्यात्वा पिवेद्गुरुं ध्यायंस्तथा देवीञ्च चिन्मयीम्॥

প্রাণতোষিণী-ধৃত বচন।

ললাটে সিন্দুর-চিহ্ন এবং হস্তে মদিরাসব ধারণ করিয়া গুরু ও দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক পান করিবে।

হস্তে সুরা-পাত্র ধারণ করিয়া তদ্গত ভাবে এইরূপ বন্দনা করিতে হয়।

श्रीमद्भैरवशेखरप्रविलसच्चन्द्रामृतप्लावितं
क्षेत्राधीश्वरयोगिनीसुरगणैः सिद्धैः समाराधितम्।
आनन्दार्णवकं महात्मकमिदं साक्षात् त्रिखण्डामृतं
वन्दे श्रीप्रथमं कराम्बुजगतं पात्रं विशुद्धिप्रदम्॥

শ্যামারহস্য।

মহাদেবের শির-স্থিত, চন্দ্রের অমৃত দ্বারা প্লাবিত, এবং ক্ষেত্রপাল, যোগিনী-গণ, দেবগণ ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক আরাধিত, এবং মহাত্ম-স্বরূপ,আনন্দ-সাগর, সাক্ষাৎ ত্রিখণ্ডামৃত, শুদ্ধি-প্রদায়ক ও হস্ত-কমল-স্থিত এই প্রথম পাত্রের বন্দনা করি।

এইরূপ বিশেষ বিশেষ মন্ত্র দ্বারা পাঁচবার পাত্রের বন্দনা করিয়া পাঁচ পাত্র গ্রহণ করিবে, পরে যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল না হয়, সে পর্য্যন্ত পান করিতে থাকিবে।

यावन्न चलते दृष्टिर्य्यावन्न चलते मनः।
तावत् पानं प्रकर्त्तव्यं पशुपानमतः परम्॥

প্রাণতোষিণী-ধৃত বচন।

যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি চঞ্চল ও মন বিচলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত পান করিবে। তাহার পর পান করিলে পশু-পান করা হয় জানিবে।

ইহার পর, চক্রীদের কল্যাণ ও তদীয় বিপক্ষদের বিনাশ উদ্দেশে শান্তি-স্তোত্র পাঠ করিবে, এবং তদনন্তর আনন্দ-স্তোত্র পাঠ করিয়া অন্য অন্য কুল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

পীত্বা মদ্যং পঠেৎ স্তোত্রং সাধকঃ কুলভৈরবঃ।
কুলস্ত্রীসঙ্গনিরতঃ কুলকার্য্যং সমাচরেৎ॥

কুলার্ণব।

কুলভৈরব-স্বরূপ সাধকে মদ্য পান করিয়া স্তব পাঠ করিবে, এবং কুল-স্ত্রী-সংসর্গে প্রবৃত্ত হইয়া কুল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে।

তাহার পরে আনন্দোল্লাসের আরম্ভ হয়। এ ব্যাপারের সবিশেষ বর্ণনা করিতে হইলে অত্যন্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে এ নিমিত্ত তন্ত্র-শাস্ত্র হইতে তাহার কিছু মূল বৃত্তান্তমাত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

তদারূঢ়েষু বীরেষু কার্য্যাকার্য্যং ন বিদ্যতে।
স্বেচ্ছৈব শাস্ত্রসম্পত্তিরিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি॥
তত্র যদ্যৎ কৃতং কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্।
তৎ সর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ জায়তে সুরসুন্দরি॥
জল্পোজপফলং তন্দ্রা সমাধিরভিধীয়তে।
বিক্রিয়া পূজনং দেবি ছর্দ্দনং ভৈরবো বলিঃ॥
মুদ্রাঃস্যাৎ শক্তিসংযোগঃস্তোত্রং তৎকালভাষণম্।
ন্যাসোঽবয়বসংস্পর্শঃ কণ্ডূতির্হবনক্রিয়া॥
বীক্ষণং ধ্যানমীশানি শয়নং বন্দনং ভবেৎ।
তত্ত্বন্যাসে কৃতা নানা যা চেষ্টা সা চ তৎক্রিয়া॥
রোদনং ভাষসংপাতঃ সমুত্থানং বিজৃম্ভনম্।
গমনং বিক্রিয়া দেবি যোগহত্যভিধীয়তে॥
চক্রেঽস্মিন্ যোগিনো বীরযোগিন্যো মদমন্থরাঃ।
সমাচরন্তি দেবেশি যথোল্লাসং মনোগতম্॥

शनैः पृच्छन्ति पार्श्वस्थानाविस्मृत्यात्मवीक्षितम्।
निधाय वदने पात्रं निर्व्वाणा निवसन्ति च॥
मत्ता स्वपुरुषं मत्वा कान्तान्यमवलम्बते।
तथैव पुरुषस्यापि प्रौढ़ोऽन्तोल्लाससंयुतः॥
पुरुषः पुरुषं मोहादालिङ्गत्यङ्गनाङ्गनाम्।
पृच्छन्ति स्वपतिं मुग्धा कस्त्वं का त्वमिहागता।
उद्यानं किमिदं हन्त गृहं किंवागतं किमु।
मुखे संपूर्य्य मदिरां पाययन्ति स्त्रियः पुमान्॥
उपदंशं मुखे क्षिप्त्वा निक्षिपन्ति प्रियानने।
गृह्णन्त्यन्यस्य पात्राणि व्यञ्जनानि च शाम्भवि॥
धृत्वा शिरसि नृत्यन्ति मद्यभाण्डानि योगिनः।
अज्ञानात् करतालान्तमस्पष्टाक्षरगीतकम्।
प्रस्खलत्पदविन्यासं नृत्यन्ति कुलयन्नयः॥
योगिनोमदमत्ताश्च पतन्ति प्रमदोरसि।
मदाकुलाश्च योगिन्यः पतन्ति पुरुषोपरि।
मनोरथसुखं पूर्णं कुर्व्वन्ति च परस्परम्॥

কুলার্ণব, পঞ্চম খণ্ড।

শাস্ত্রে যত দূর ব্যবস্থা আছে, মানুষে কি তত দূর নির্লজ্জ হইয়া ব্যবহার করিতে পারে? এক বার কিছু গলাধঃকরণ হইলে না পারিবারই বা বিষয় কি?

মনুষ্যের মন যত বিকৃত হউক না কেন, তথাপি লোকের সাক্ষাতে এরূপ কর্ম্ম করিতে লজ্জা বোধ হয়, অতএব তন্ত্রকর্ত্তারা অতি সংগোপনে ইহার অনুষ্ঠান করিতে আদেশ দিয়াছেন।

न निन्देन्न हसेन्नापि चक्रमध्ये मदाकुलान्।
एतच्चक्रगतां वार्त्तां बहिर्नैव प्रकाशयेत्॥
तैर्थोभोजनं कुर्व्वीत नाहितञ्च समाचरेत्।
भक्त्या संरक्षयेदेतान् गोपयेच्च प्रयत्नतः॥

প্রাণতোষিণী।

চক্র-মধ্যে মদিরা-মুগ্ধ ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া হাস্য ও নিন্দা করিবে না, এবং এই চক্রের বার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত থাকিবে, ভক্তি পূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে।

তন্ত্রের মধ্যে লতাসাধনাদি অধিকতর লজ্জাকর ও ঘৃণাকর যে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা আছে, পাঠকগণের সমক্ষে তাহা উপস্থিত করা কোন রূপেই শোভা পায় না। যাঁহাদের জানিতে ইচ্ছা হয় কুলার্ণব, গুপ্তসাধন তন্ত্র, নিরুত্তর তন্ত্র, শ্যামারহস্য, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি দেখিলেই জানিতে পারিবেন। লতাসাধনে একটি স্ত্রীলোককে ভগবতী জ্ঞান করিয়া মদ্য-পানাদি সহকারে তাহার সাধন করিতে হয়। উহাতে তাহার শরীরের গুহ্যাগুহ্য নানাস্থানে মন্ত্র-জপ এবং আপনার ও তাহার অঙ্গ-বিশেষের পূজা বন্দনাদি পুরঃসর স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত ব্যাপারানুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তন্ত্র-বিহিত সুরাপান ও পরস্ত্রী-গমন প্রভৃতির ন্যায় মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি নর-হত্যা ও পর-পীড়াও শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटने तथा।
मारणं परमेशानि षट् कर्म्मेदं प्रकीर्त्तितम्॥

যোগিনীতন্ত্র, পূর্ব্ব খণ্ড।

পরমেশানি! শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রায়শ্চিত্তং ভৃগোঃ পাতং সন্ন্যাসং ব্রতধারণম্।
তীর্থযাত্রাভিগমনং কৌলঃ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥

প্রাণতোষিণী-ধৃত বচন।

কৌলদের প্রায়শ্চিত্ত, ভৃগুপাত, সন্ন্যাস, ব্রত-ধারণ, তীর্থ-যাত্রা এই পাঁচটি বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই; তাহা একবারে পরিত্যাগ করাই তাহাদের পক্ষে বিধেয়।

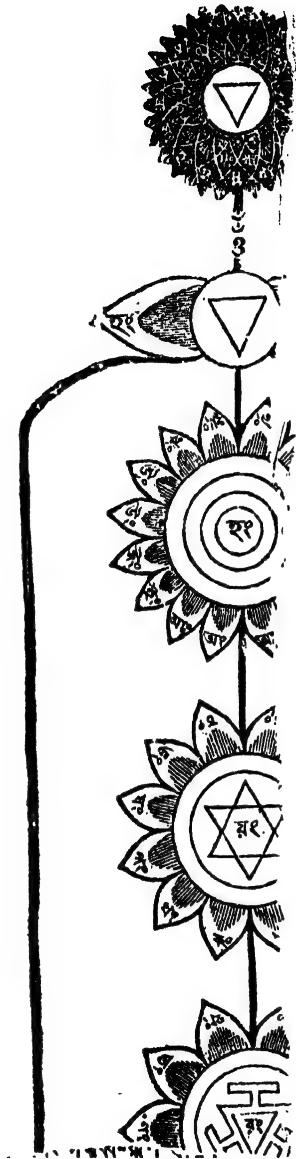
নানাপ্রকার সাধনের মধ্যে শবসাধন বীরাচারীদের একটি প্রধান সাধন। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণ-পক্ষীয় মঙ্গলবারে শূন্য গৃহে, নদী-তীরে, পর্ব্বতে, নির্জ্জন স্থানে, বিল্ব-বৃক্ষ-মূলে বা শ্মশান-ভূমিতে অথবা তাহার সমীপ-বর্ত্তী বন-স্থলে সাধনা করিতে হয়। সাধকে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে মদ্যাদি উপচার লইয়া সাধনার স্থলে উপস্থিত হয় এবং তথায় গুরু, গণেশ, যোগিনী প্রভৃতির পূজা করিয়া বলিদানাদি সাধন পূর্ব্বক শব আনয়ন করে। কিরূপ শব প্রশস্ত, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং পয়োমৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্॥
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিমুখস্য সম্মুখে রণবর্ত্তিনম্॥

তন্ত্রসার-ধৃত ভাবচূড়ামণি-বচন।

যে চণ্ডাল যষ্টি, শূল, খড়্গ বা বজ্রের আঘাতে কিম্বা সর্প-দংশনে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, অথবা অভিভূত, জল-মগ্ন বা সম্মুখ-যুদ্ধে পলায়ন-পরাঙ্মুখ হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দর কান্তি-বিশিষ্ট শৌর্য্যবান ও তরুণ-বয়স্ক হয় তাহা হইলে শবসাধনার্থ তাহার শব আনয়ন করিবে।

সাধকে শব আনয়ন পূর্ব্বক তাহার পূজা করিবে এবং পরে সেই শবের পৃষ্ঠ-দেশে চন্দন লেপন পূর্ব্বক হরিণ-চর্ম্ম ও কম্বল স্থাপন করিয়া



তে পাওয়া যায়, অনেকে কালিকার সাক্ষাৎকার-লাভ-প্রত্যাশায় শব-

মুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দর

হয় তাহা হইলে শবসাধনার্থ তাহার শব আনয়ন করিবে

সাধকে শব আনয়ন পূর্ব্বক তাহার পূজা করিবে ৯

শবের পৃষ্ঠ-দেশে চন্দন লেপন পূর্ব্বক হরিণ-চর্ম্ম ও কম্বল স্থ।

রাখিবে। অনন্তর ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতির পূজা করিয়া ও কিছু দূরে এক জন উত্তরসাধক রাখিয়া পূজার সামগ্রী সম্বলিত শবারোহণ করিবে, এবং দেবতার অর্চ্চনাদি করিয়া জপ করিতে থাকিবে।

শবসাধনের সময়ে এরূপ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে যে, তাহা করা দূরে থাকুক, পাঠ করিলেও ভয় পাইতে হয়।

करकाञ्चीं समादाय मुण्डमालाविभूषित:।
तेनैव तिलकं दत्वा तत्तद्भस्मविभूषित:।
श्मशाने चासकृज्जप्त्वा सर्व्वसिद्धीश्वरोभवेत्॥

শ্যামারহস্য।

কর-কাঞ্চী গ্রহণ করিয়া মুণ্ডমালায় বিভূষিত হইবে, এবং তদীয় রক্তের তিলক ধারণ ও শরীরে তাহার ভস্ম লেপন পূর্ব্বক শ্মশানভূমিতে পুনঃ পুনঃ জপ করিয়া সর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

महाष्टमीनवम्योस्तु संयोगे पुरत: स्थित:।
छागमहिषमेषाणां चतुर्हिक्षु शवान् क्षिपेत्॥
कवन्धान्मुण्डपुञ्जांश्च दीपादिभिरलङ्कृतान्।
मध्ये कवन्धमास्तीर्य्य तत्र गन्धर्व्वरूपधृक्॥
ताम्बूलपूरितमुखोमञ्जनाञ्चितलोचन:।
कृत्वा तावन्मनुं जप्त्वा सर्व्वसिद्धीश्वरोभवेत्॥

শ্যামারহস্য।

মহা অষ্টমী এবং নবমীর সন্ধি-কালে গ্রামের বাহিরে ছাগ, মহিষ ও মেষের শব, এবং দীপ-সংযুক্ত কবন্ধ ও মুণ্ড সমুদয় চারি দিকে ক্ষেপণ করিবে, মধ্যস্থলে একটি কবন্ধ রাখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিবে, এবং গন্ধর্ব্ব-রূপ ধারণ পূর্ব্বক মুখেতে তাম্বূল পূর্ণ ও চক্ষুতে অঞ্জন-বিশেষ লিপ্ত করিয়া মন্ত্র জপ পূর্ব্বক সর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে *।

* শুনিতে পাওয়া যায়, অনেকে কালিকার সাক্ষাৎকার-লাভ-প্রত্যাশায় শব-

শক্তি-উপাসনা নিতান্ত অপ্রাচীন নয়। সাত আট শত বৎসরে পূর্ব্বের গ্রন্থে কোন কোন শক্তি-তীর্থের প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে বিরচিত বৃহৎকথার * মধ্যে মৃজাপুরের সমীপস্থ বিন্ধ্যবাসিনীর নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। প্রথমকার মুসলমান্ বাদসাহেরা নাগরকোটস্থ জ্বালামুখীর প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করিতে বিমুখ হন নাই। ফিরোজ নামে একটি বাদসাহ ১৩৬০ তের শত ষাট খৃষ্টাব্দে যখন নাগরকোট অধিকার করেন, তখন তথায় জ্বালামুখীর বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। ঐ ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষে শক্তি-উপাসনার প্রচার ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই †।

যদিও দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজে গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর দেশীয় লোক শুদ্ধাচারী শক্তি-উপাসক বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশেই এ ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এখানে যেমন দুর্গা, কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নানাবিধ শক্তি-মূর্ত্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনা করা হয় এবং বিশেষতঃ আশ্বিন মাসে যেরূপ উৎসাহ ও সমারোহ পূর্ব্বক দুর্গোৎসবের

সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াতে, নানা বিভীষিকা-দর্শনে ভীত হইয়া একবারে ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে।

* বৃহৎ কথা-প্রণেতা সোমদেব গ্রন্থের উপসংহার-কালে লিখিয়াছেন, কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহীর শ্রবণ-সুখার্থ এই পুস্তক বিরচিত হইল। তাহাতে ঐ হর্ষদেব কলসের পুত্র, অনন্তের পৌত্র ও সংগ্রামরাজের প্রপৌত্র বলিয়া লিখিত আছে। রাজতরঙ্গিণী ও আইন আকবরির সহিত ঐক্য করিয়া হর্ষদেবের এইরূপ বংশাবলী সপ্রমাণ হইয়াছে। ঐ রাজা ১০৫৯ দশ শত উনষাট খ্রীষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব বৃহৎকথা ঐ সময়ে অথবা তাহার কিছু অগ্রপশ্চাৎ লিখিত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই।——Quarterly Oriental Magazine, No. I.,p.64.

† ৮ ও ৯ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেরূপ আর কুত্রাপি হয় না। ফলতঃ বঙ্গভূমি বামাচারী ও দক্ষিণাচারী উভয় প্রকার শাক্ত-সম্প্রদায়েরই প্রধান স্থান।

চলিয়াপন্থী।

রাজস্থানের অন্তঃপাতী জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি নানা স্থানে এই সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। ইহারা শক্তি উপাসক এবং অনেকাংশে বামাচারী শাক্তদের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের গুরুদের নাম চক্রেশ্বর। প্রত্যেক গুরুর একজন কোতোয়াল ও একজন সহকারী কোতোয়াল এবং কতকগুলি শিষ্য থাকে। ইহারা মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে কৌলদিগের ন্যায় চক্র করে। চক্র-সাধনার নিমিত্ত কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই; যখন যে স্থানে সুবিধা বোধ হয়, তখন সেই স্থানই মনোনীত করিয়া লয়। চক্র আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ঐ স্থানের এক পার্শ্বে গুরুর আসন ও তাহার দক্ষিণে কোতোয়াল ও সহকারী কোতোয়ালের দুই খানি আসন প্রস্তুত থাকে, এবং তাহার সম্মুখে সুরা-পরিপূর্ণ একটা বড় পাত্র আর একটি শূন্য কুম্ভ স্থাপিত করা হয়। গুরুর আসনের বাম দিক্ হইতে সহকারী কোতোয়ালের আসনের দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত ঐ সুরা-পাত্র ও শূন্য কুম্ভ বেষ্টন পূর্ব্বক চক্রাকৃতি করিয়া দুই দুই জনের বসিবার উপযুক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন পাতিয়া রাখা হয়। চক্রের সময় উপস্থিত হইলে চক্রেশ্বর অর্থাৎ গুরু, কোতোয়াল ও সহকারী কোতোয়াল তথায় অসিয়া আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হন ও শিষ্যেরাও স্বীয় স্বীয় ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে আগমন করে। স্ত্রীলোকেরা সকলেই আপন কাঁচলিগুলি এক স্থানে একত্র রাখিয়া স্বতন্ত্র এক দিকে উপবেশন করে, এবং পুরুষেরাও সেইরূপ অন্য এক স্থানে

একসঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। পরে ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ কাঁচলিগুলি লইয়া উল্লিখিত শূন্যকুম্ভের মধ্যে রাখিয়া দেয়, পশ্চাৎ কোতোয়াল আপন আসন হইতে উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত সুরা-পাত্র হইতে এক পাত্র সুরা উত্তোলন করে; করিবামাত্র, চক্রেশ্বর শিষ্যদের পুরুষ-দল হইতে ইচ্ছামতে যে সে এক জনকে আপনার নিকটে আহ্বান করেন, এবং সেই আহূত ব্যক্তি নিকটে আসিলে, তাহাকে বাম-পার্শ্ব-স্থিত আসনে বসিতে আদেশ করেন। পরে সহকারী কোতোয়াল উত্থিত হইয়া উল্লিখিত কুম্ভ হইতে একটি কাঁচলি উত্তোলন করে। করিলে শিষ্যারা সকলে ঐ কাঁচলির প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টি-পাত করে, এবং উহা যে ব্যক্তির কাঁচলি, সে চিনিতে পারিলেই, অবিলম্বে সেই আহূত পুরুষের বাম ভাগে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া থাকে। পরে সহকারী কোতোয়াল নিজ হস্ত-স্থিত কাঁচলি এবং কোতোয়াল নিজ হস্ত স্থিত সুরাপাত্র ঐ স্ত্রীলোকটিকে অর্পণ করে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় শিষ্য শিষ্যা, স্ত্রী পুরুষে দুই দুই জনে এক এক আসনে চক্রাকৃতি করিয়া বসিয়া যায়।

এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে যে পুরুষ যে স্ত্রীলোককে নিজ আসনে প্রাপ্ত হয়, সাধনার সময়ে সেই স্ত্রীলোক সেই পুরুষের ভার্য্যা এবং সেই পুরুষ সেই স্ত্রীলোকের স্বামী-স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হয়। ঐ সময়ে তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে উভয়ে একত্র সুরা-পান ও অন্য অন্য ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ইহারা কাঁচলি শব্দের বিকৃতি করিয়াই হউক অথবা " কাঁ " এই অংশটি বাদ দিয়াই হউক আপনাদের নাম চলিয়াপন্থী রাখিয়াছে।*

---

* আগরা-নগর-স্থিত একটি বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর নিকট এই সম্প্রদায়ের যেরূপ বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, সেইরূপ লিখিত হইল।

করারী।

ইহারা ভগবতীর কালী, চামুণ্ডা প্রভৃতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির উপাসক। ইহাদিগকে পূর্ব্বকালীন কাপালিক ও অঘোরঘণ্টার * প্রতিরূপ বলিলে বলা যায়। তবে ঐ দুই পূর্ব্বতন সম্প্রদায়ীরা নরবলি দিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিত, এখন রাজ-শাসনাদির ভয়ে সেরূপ অনুষ্ঠান করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে এ সম্প্রদায় ইদানীং বিদ্যমান

---

* অঘোরঘণ্টার বিষয় ৯২ পৃষ্ঠা দেখ। শঙ্করবিজয়ে ও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে কাপালিকের রূপ বর্ণিত আছে।

चितिभस्मपूर्णकलेवरः नरकपालमालावृतगलः भालदेशरचितकज्जलरेखः सकलकेशरचितजटाधारिः व्याघ्रचर्मरचितकटिसूत्रकौपीनः कपालशोभितवामकरः सघनादघण्टाधृतदक्षिणकरः शम्भो भैरव अहो कालीश इति मुहुर्मुहुर्जपन्।

शङ्करविजय।

চিতা-ভস্মে আচ্ছাদিত-কলেবর, গল-দেশ নর-কপাল-মালায় আবৃত, কপালে কজ্জল-রেখা, সমুদায় কেশ জটা-ভূত, ব্যাঘ্র-চর্ম্মের কৌপীন ও কটি-সূত্র, বাম হস্ত করোটি-সুশোভিত, দক্ষিণ হস্তে শব্দায়মান ঘণ্টা এই প্রকার বেশ-ধারী এবং মুহুর্মুহু "শম্ভু, ভৈরব, অহো কালীশ" নাম জপকারী কাপালিক।

मस्तिष्कान्त्रवसाभिघारितमहामांसाहुतीर्जुह्वता
वह्नौ ब्रह्मकपालकल्पितसुरापानेन नः पारणा।
सद्यः कृत्तकठोरकण्ठविगलत्कीलालधारोज्ज्वलै
रर्च्यो नः पुरुषोपहारबलिभि र्देवो महाभैरवः॥

প্রবোধচন্দ্রোদয়, তৃতীয়াঙ্ক।

আমরা মস্তিষ্ক ও বসা-ধাতুতে অভিষিক্ত মহামাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করি, ব্রাহ্মণের কপাল-স্থিত মদ্য-পান দ্বারা পারণা করি, এবং সদ্যশ্ছিন্ন মনুষ্যের কঠোর কণ্ঠ-দেশ হইতে নিঃসৃত রুধির-ধারা-প্রভাবে উগ্রভূত নর-বলি দ্বারা মহাভৈরবের অর্চ্চনা করি।

আছে কি না সন্দেহ-স্থল। ভারতবর্ষের নানা স্থানে কতকগুলি লোকে আপন শরীরে নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া ভিক্ষা করে, কেহ কেহ তাহাদিগকেই এই সম্প্রদায়ী বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহারা লৌহ-শলাকাদি দ্বারা শরীরের মাংস বেধ করে, জিহ্বা ও গণ্ডদেশ দিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রবেশ করায়। লৌহময় কণ্টক-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে ও অঙ্গ-বিশেষে ছুরিকা বসাইয়া দেয়। বাঙ্গালা দেশে চড়ক-পূজার সময়েও অনেক ইতর লোককে এইরূপ আচরণ করিতে দেখা যায়।

ভৈরবী ও ভৈরব।

ভৈরবীরা শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হয় এবং কুলাচার অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব-লিখিত মদ্য-মাংসাদি পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ ধারণ ও ললাটে সিন্দুর লেপন করে এবং হস্তে ত্রিশূল গ্রহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ভৈরবীচক্র প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত কুলচক্রেও প্রবেশ করে ও তথায় বীরাচারী পুরুষদের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া সর্ব্বতোভাবে কুলাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতায়, কালীঘাটে ও অন্য অন্য অনেক স্থানেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীতেও কতকগুলি অবস্থিতি করে। শুনিতে পাই, ইহাদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত কামাসক্ত ও ইন্দ্রিয়-সুখে অনুরক্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করে; কোন কোন ভৈরবী একএকটি ভৈরব সঙ্গে রাখে; তাহার সহিত মিলিত হইয়া তীর্থ-ভ্রমণ করে ও কুলাচারের নিয়মক্রমে কার্য্য করিয়া থাকে।

শীতলা-পণ্ডিত।

শীতলা বসন্ত, বিস্ফোটক, গলগণ্ড প্রভৃতি রোগের দেবতা। ইনি গর্দ্দভারূঢ় ও বিবস্ত্র থাকেন, এবং বামকক্ষে কলস, দক্ষিণ হস্তে মার্জ্জনী ও মস্তকোপরি শূর্প ধারণ করেন।

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত স্কন্দপুরাণীয় বচন।

শীতলা দেবী বিবস্ত্র ও গর্দ্দভারূঢ়, তিনি মার্জ্জনী কলস ও মস্তকে শূর্প ধারণ করিয়া থাকেন; আমি তাঁকে নমস্কার করি।

ইনি শিব-শক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইঁহার কবচের মধ্যেও মুণ্ডমালিনী কালীর স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

শীতলা পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে আগ্নেয্যাং রোগনাশিনী।
দক্ষিণে দক্ষিণাকালী মুণ্ডমালাবিধারিণী।
নৈঋত্যাং পাতু মাং নিত্যং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকা।
পশ্চিমে পাতু মাং নিত্যং সম্মার্জ্জনীধরা তথা।
বায়ব্যাং পাতু মাং দেবী সদা কলসধারিণী।
দিগম্বরী সদা পাতু উত্তরস্যাং সনাতনী।
ঐশান্যাং দিশি মাং পাতু সততং ঘোরদর্শনী॥

পূর্ব্বদিকে শীতলা, অগ্নি-কোণে রোগ-নাশিনী, দক্ষিণে মুণ্ডমালাধারিণী দক্ষিণাকালী, নৈঋত-কোণে শূর্পালঙ্কৃত-মস্তকা, পশ্চিমে সম্মার্জ্জনী-ধরা, বায়ু-কোণে কলস-ধারিণী দেবী, উত্তরে সনাতনী দিগম্বরী এবং ঈশান-কোণে ঘোরদর্শনী আমায় রক্ষা করুন।

শীতলার মন্ত্র ওঁ ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ। কিন্তু অনেকে কেবল শ্রীঁ বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমস্ত নীচ জাতীয় লোকে শীতলা

সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে পণ্ডিত বলে। তাহারা কহে, শীতলা দেবী স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া এইরূপ প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমারে অনুগ্রহ করিলাম, তুমি আমাকে গৃহে স্থাপনা করিয়া পূজাদি কর।' যাহার প্রতি এই রূপ অনুগ্রহ হয়, সেই ব্যক্তি পণ্ডিত নাম * প্রাপ্ত হইয়া তামা গ্রহণ করে, অর্থাৎ তামার অঙ্গুরীয় অথবা বলয় প্রস্তুত করিয়া হস্তে ধারণ করিতে থাকে।

তাহারা নীচ জাতি, তথাচ নিজেই শীতলার অর্চ্চনা করে। স্বয়ং শীতলার গুণ কীর্ত্তন করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ও অন্য লোকেও তাহাদের বাটীতে আসিয়া পূজা দেয়। ইহাতে তাহাদের সংসার-নির্ব্বাহের আর অপ্রতুল থাকে না।

---

* যাহারা গৃহে ধর্ম্ম দেবতা স্থাপন করিয়া পূজা করে, তাহাদিগকেও পণ্ডিত বলে। তাহারাও শীতলা-পণ্ডিতদিগের মত হস্তে তাম্র-বলয় গ্রহণ করে এবং নীচ জাতি হইলেও নিজেই ধর্ম্ম দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশের রাঢ় অঞ্চলে এই দেবতার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এক এক স্থানে প্রতিবৎসর তাঁহার ভারি ভারি উৎসব হয় ও তদুপলক্ষে তথায় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ধর্ম্ম দেবতা অত্যন্ত মদ্য-মাংস-প্রিয়।

সৌর।

পঞ্চপ্রকার উপাসকের মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব এই তিন প্রকার উপাসকের বিষয় লিখিত হইল; অবশিষ্ট দুই প্রকারের নাম সৌর ও গাণপত্য *। এই উভয়ের সংখ্যা অতি অল্প। ব্যবহার-বিষয়েও অন্যান্য হিন্দুদিগের সহিত ইহাদের বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

সূর্য্য আর্য্য-কুলের একটি প্রধান আদিম দেবতা। ইদানী ঐ সূর্য্য যাঁহাদের ইষ্ট দেবতা, তাঁহাদের নাম সৌর। তাঁহারা গল-দেশে স্ফাটিক-মালা ধারণ করেন ও ললাটে একরূপ রক্ত-চন্দনের তিলক করিয়া থাকেন। তাঁহারা রবিবারে ও সংক্রান্তির দিবসে লবণ-বর্জ্জিত একাহার করেন। কোনদিন সূর্য্য দর্শন না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। এই কঠিন নিয়মটি প্রচলিত থাকাতে, তাঁহাদিগকে বর্ষাকালে এক এক দিবস সমধিক কষ্ট পাইতে হয়। পৃথিবীর যে খণ্ডে সূর্য্য অত্যন্ত প্রতাপ-বিশিষ্ট এবং প্রায় প্রত্যহই লোকের দৃষ্টি-গোচর হয়, সেইখণ্ডে যে, সৌরদিগের বাস, ইহা তাঁহাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। ফলতঃ তাহা না হইলেও এরূপ ধর্ম্মের সৃষ্টি হইত না।

সূর্য্য বলিলে সচরাচর দৃশ্যমান সূর্য্য-মণ্ডলই বোধ হয়, কিন্তু শাস্ত্রে তদীয় হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট একটি রূপ বর্ণিত আছে।

রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।

---

* শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ।
সাধনানি চ সৌরাণি চান্যানি যানি কানিচিৎ।
শ্রুতানি তানি দেবেশ ত্বদ্বক্ত্রান্নিঃসৃতানি চ॥
তন্ত্রসার। তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈ
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥

শব্দকল্পদ্রুম। সূর্য্যশব্দ ॥

রক্ত-পদ্মোপরি উপবিষ্ট, অশেষ-গুণ-সাগর, সমস্ত জগতের অধীশ্বর, চারি হস্তে বর, অভয় ও কমল-দ্বয়-ধারী মস্তকে মণিক্য-বিশিষ্ট, অরুণ-বর্ণ এবং ত্রিনেত্র দিবাকরের বন্দনা করি।

পূর্ব্বকালে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা হইত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে চীনদেশীয় তীর্থ-যাত্রী হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ মূলতানে একটি সূর্য্যমন্দির ও সূর্য্য-প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করেন *। যে সময়ে আরবেরা ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করে, সে সময়েও উহা বিদ্যমান ছিল; মুসল্‌মানেরা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া ঐ বিগ্রহের গ্রীবা-দেশে গোমাংস সংযুক্ত করিয়া দেয়।†

উৎকলে এক সময়ে সূর্য্যোপাসনার সমধিক প্রচার ছিল; ব্রাহ্ম-পুরাণে সে বিষয়ের বিস্তর প্রসঙ্গ আছে। কনার্ক নামক স্থানে যে ভগ্নাবস্থ পুরাতন সূর্য্য-মন্দিরটি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

---

* ঐ সময়ে ও উহার অগ্র পশ্চাৎ যে সূর্য্যোপাসক-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, তাহার অন্য অন্য অনেক নিদর্শনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান আনন্দগিরি শঙ্কর-বিজয়ের ত্রয়োদশ প্রকরণে সূর্য্যোপাসকের বিবরণ লিখিয়াছেন এবং ঐ অব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিরচিত হর্ষ-চরিতে লিখিত আছে, শ্রীহর্ষের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন সূর্য্য-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। শ্রীহর্ষ খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হন *। সুতরাং তাঁহার পিতা উহার ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

† Journal Asiatique, Tom 8th, Octr. 1846, pp. 298—299.

---

* এই ভাগের উপক্রমণিকাংশের ১৮১ পৃষ্ঠা দেখ।

১২৪১ বার শত একচল্লিশ খৃষ্টাব্দে রাজা লঙ্গোর নর্সিংহ্ দেও কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। *

যবদ্বীপে হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত শিবাদি দেবগণের ভূরি ভূরি প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানের এসিস্‌টেণ্ট্ রেসিডেণ্ট্ সাহেবের উদ্যানে তাহার অনেকগুলি একবার সংগৃহীত হয়, তাহার মধ্যে সূর্য্য দেবের সপ্তাশ্বযোজিত কয়েক খানি রথও বিনিবেশিত ছিল। †

ইদানী রোগ-নিবারণ, নবগ্রহ-যাগ, নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি কয়েকটি স্থলে সূর্য্য-পূজা বা সূর্য্যার্ঘ-দান প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা দেশে স্বতন্ত্র সূর্য্যোপাসক নাই বলিলেই হয়।

সূর্য্যের বীজ হং সঃ, ও তাঁহার গায়ত্রী—

ওম্ আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

আদিত্যের জ্ঞান লাভ করি; মার্ত্তণ্ডকে চিন্তা করি; সূর্য্য আমাদিগকে তাহা প্রেরণ করুন।

মুঙ্গের, গয়া, পাটনা জেলা প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নানা স্থানে কার্ত্তিক মাসে ছট্‌বরত্ নামে একটি ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তাহা সূর্য্য-ব্রত বই আর কিছুই নয়। যে দিবসে ঐ ব্রত সম্পন্ন হয়, তাহার ছয় দিন পূর্ব্বাবধি ব্রত-ধারী ব্যক্তিমাত্রেই হবিষ্যান্ন ভোজন করে। পরে নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্তের প্রায় চারি দণ্ড পূর্ব্বে নানাবিধ পূজার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া নদী-তীরে উপস্থিত হয় ও তথায় যথাবিধানে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে ঐ সকল সামগ্রী নিবেদনাদি দ্বারা সূর্য্য-পূজা সম্পাদনপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। কলিকাতায়ও

---

* Asiatic Researches, Vol. XV, p. 327.

† Journal of the Indian Archipelego, Vol III, No IX.*

---

* এখন পুস্তক নিকটে নাই বলিয়া পৃষ্ঠার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম না।

ঐ সময়ে চাঁদপাল ও মল্লিকের ঘাটে হিন্দুস্থানীদিগকে মহাসমারোহ পূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়।

গাণপত্য।

গণপতির অর্থাৎ গণেশের উপাসকদিগের নাম গাণপত্য। শৈব-শাক্তাদির ন্যায় ইহাদিগকে একটি পৃথক্ সম্প্রদায় বলা যায় কি না সন্দেহ। হিন্দুমাত্রেই গণেশকে সিদ্ধি-দাতা জ্ঞান করিয়া বিঘ্ন-নিরাকরণ প্রার্থনায় তাঁহার উপাসনা করে। শিব-দুর্গাদি অন্য অন্য দেবতার পূজা করিতে হইলে, অগ্রে গণেশের অর্চ্চনা করিতে হয়। কিন্তু কতকগুলি লোকে অন্য দেবতা অপেক্ষায় তাঁহার বিশিষ্ট রূপ উপাসনা করিয়া থাকে। এইরূপ উপাসকদিগকে গাণপত্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইঁহারা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় অন্য দেবতার উপাসনা এক কালে পরিত্যাগ করেন না।

গণেশ অনেক প্রকার, লোকে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ গণেশের নাম ধরিয়া পূজা করে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বক্রতুণ্ড ও ঢুণ্‌ঢিরাজ এই দুই গণেশ অতি প্রসিদ্ধ, এবং তাঁহাদেরই উপাসনা অধিক প্রচলিত।

গণেশের বীজ গৌঁ, ও তাঁহার গায়ত্রী—

एकदंष्ट्राय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विघ्नः प्रचोदयात्।

প্রাণতোষিণী, ১২৬৬ সাল, ৩৫৫ পৃষ্ঠা।

একদন্তের জ্ঞান লাভ করি; বক্রতুণ্ডকে চিন্তা করি; বিঘ্নরাজ তাহা আমাদিগকে প্রেরণ করুন।

পরিশিষ্ট।

নিরঞ্জনী সাধু।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক নিরানন্দ স্বামী নিরঞ্জন-ভজনা অর্থাৎ নিরাকার স্বরূপ ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত ইহাদের নাম নিরঞ্জনী হইয়াছে। কিন্তু ইহারা রামানন্দী বৈরাগীদের মত সাকার-উপাসক উদাসীন বৈষ্ণব-বিশেষ। তাহাদের ন্যায় কৌপীন ধারণ, কণ্ঠী ব্যবহার, রক্তবর্ণ শ্রী-যুক্ত তিলকসেবা ও অন্যান্য অনেকরূপ বৈষ্ণব-ধর্ম্মোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মাড়ওয়ার প্রদেশে ইহাদের অনেকানেক আস্থান অর্থাৎ দেবালয় আছে। রামানন্দী বৈষ্ণবদের আস্থানের ন্যায় তাহাতেও রাম-সীতার প্রতিমূর্ত্তি, শালগ্রাম-শিলা, গোমতীচক্র * প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং অহরহ ভোগ-রাগ ও বৈষ্ণব-সেবা হইয়া থাকে। বিশেষ এই যে, ইহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ভদ্র-জাতীয় গৃহস্থদের অন্ন ভোজন করে, কিন্তু রামানন্দীদের মতে, সেটি একটি দূষণীয় ব্যবহার। এই নিমিত্ত অন্যান্য সাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ বৈরাগীরা ইহাদের হস্তে ভোজন করে না ও ইহাদের সহিত পংক্তি-ভোজনেও উপবিষ্ট হয় না।

মানভাব †।

ইহারা কৃষ্ণোপাসক। কৃষ্ণভট্ট জোষি নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়

---

* দ্বারকার অন্তর্গত গোমতীকুণ্ডের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। গণ্ডকী নদীতে যেমন শালগ্রাম-শিলা পাওয়া যায়, সেইরূপ দ্বারকার সমুদ্র-তটে গোমতীচক্রপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ চক্র হিন্দুস্থানী বৈরাগীদের আস্থানে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা বলে, গোমতীচক্রের পূজা না হইলে শালগ্রাম-শিলার পূজা সম্পূর্ণ হয় না। বাঙ্গালা দেশে গোমতীচক্রের বিষয় বুঝি তাদৃশ প্রচারিত নাই।

† Indian Antiquary, January 1882, pp. 22-24.

প্রবর্ত্তিত করেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত উপাখ্যানটি প্রচলিত আছে। কৃষ্ণভট্ট বেতালের উপাসক ছিলেন। বেতাল তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বর প্রার্থনা কর; আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। কৃষ্ণভট্ট বলিলেন, আমার নাম কৃষ্ণ, তদনুসারে আমি কৃষ্ণ-রূপ প্রাপ্ত হই এই আমার প্রার্থনা। বেতাল এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে একটি মুকুট প্রদান করিয়া বলিলেন, যতক্ষণ তুমি এই মুকুট ধারণ করিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণের ন্যায় দৃশ্যমান হইবে। কিন্তু যদি কোন দুরভিসন্ধি-সাধনার্থ ইহা ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার অধঃপতন ও বিনাশ-প্রাপ্তি হইবে। কৃষ্ণভট্ট বেতালের নিষেধ-বাক্য পালন না করিয়া বিপরীতাচরণ আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এই কথা প্রচারিত হইল এবং রিপু-পরতন্ত্র কৃষ্ণভট্ট গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে কুপথ-গামী করিয়া আপনার অসৎপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। এই ব্যাপারটি ক্রমশঃ দেবগিরির রাজমন্ত্রীর কর্ণ-গোচর হইল। তিনি সমস্ত গুপ্ত কথা জানিতে পারিলেন এবং কৃষ্ণভট্টের নিকট লোক প্রেরণ পূর্ব্বক প্রলোভন বাক্য দ্বারা তাহাকে লুব্ধ করাইয়া কৌশল ক্রমে নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন এবং আপনার অনুচরবিশেষ দ্বারা তাহার মুকুট উন্মোচন করিয়া লইলেন। লইবা-মাত্র কৃষ্ণভট্টের কৃষ্ণ-রূপ তিরোহিত হইয়া নিজ রূপ প্রকাশ পাইল। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাহাকে ও তদীয় শিষ্যগণকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং অপমান-চিহ্ন স্বরূপ মস্তক মুণ্ডন ও কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইয়া পরিশেষে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। মানভাবেরা একথা অস্বীকার যায় এবং বলে, আমরা বলরামের সম্প্রদায়ী লোক। বলরাম কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতেন এই নিমিত্ত আমরা উহা ব্যবহার করি; উহা কলঙ্কের চিহ্ন নয় ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ উদাসীন দুই প্রকার লোকই আছে; গৃহস্থেরা মস্তক মুণ্ডন করে না।

যে সময়ে রামচন্দ্র দেবগিরির রাজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১১২৫ শকাব্দে এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয় এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। বিরার প্রদেশে ইহাদের পাঁচটি প্রধান মঠ বিদ্যমান রহিয়াছে। নরমঠ, নারায়ণ-মঠ, রেবিমঠ, প্রবরমঠ এবং প্রকাশমঠ। এই পাঁচের অন্তঃপাতী অন্য অন্য অনেক মঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপরাপর অনেক সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদেরও

মঠ-স্বামীকে মহন্ত বলে। মহন্তের কতকগুলি শিষ্য থাকে; তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে তাঁহার পদে অভিষিক্ত হয়। ইহারা আপনাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তককে বিষ্ণু-অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে ও ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। গুরু দত্তাত্রেয়েরও পূজা করে এবং তাঁহার কৃত বলিয়া প্রচলিত কৃষ্ণচরিতামৃত নামক একখানি পুস্তকে অতিমাত্র শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ভূমিতে বা বৃক্ষ-তলে গ্রাম্য দেবতা বলিয়া বিখ্যাত যে সমস্ত সিন্দূর-লিপ্ত প্রস্তর ও কাষ্ঠ-খণ্ড প্রতিষ্ঠিত থাকে সে সমুদায়কে যার পর নাই ঘৃণা করে। মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ইহাদের পুণ্য মাস এবং কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও গোকলাষ্টমীতে ইহাদিগের উৎসব হয়। ভগবদ্‌গীতা, সিমনিধি, লীলামৃতসিন্ধু এই তিন খানি সংস্কৃত পুস্তক এবং বাললীলা, গোপীবিলাস, রুক্মিণীস্বয়ম্বর প্রভৃতি পুস্তক ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। ইহারা বলে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা রুদ্ধ করিয়া সাধনা করিলে একরূপ জ্যোতিঃ পদার্থ দৃষ্ট হয়। অনেকে তাহার মহিমা বর্ণন করিয়া শ্লোকাবলি রচনা করিয়াছেন।

ইহারা আপনাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম গোপন রাখে; স্বসম্প্রদায়ী ভিন্ন অন্য কাহার নিকট ব্যক্ত করে না। ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সমুদায় একরূপ অপরিচিত অক্ষরে লিখিত; তাহাও অন্য কাহাকেও শিক্ষা দেয় না। সকলে একত্র ভোজন করে। একবারেই সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশিত হয় এবং ভোজনারম্ভে সকলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

ইহারা অতিমাত্র অহিংসা-পরায়ণ। এমন কি, জীবহিংসা-ভয়ে বস্ত্রপূত না করিয়া জলগ্রহণ করে না। সে বস্ত্রে যদি কীট পতঙ্গ পড়ে, সে সমুদায়ের প্রাণরক্ষা-উদ্দেশে তাহাদিগকে স্রোতোজলে ভাসাইয়া দেয়। হিন্দুসমাজে দশহরা-পর্ব্বাহে ছাগ, মেষ, মহিষাদি বলিদান হয়; সেই সমুদায় দর্শন ও তাহাদের চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ আশঙ্কায় ইহারা দুই তিন দিবস গৃহত্যাগ পূর্ব্বক জঙ্গলে গিয়া বাস করে।

ইহারা এক হস্তে একরূপ ঝুলি ও অপর হস্তে এক গাছি যষ্টি লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়। ইহাদের হস্তে না দিলে, কোন দ্রব্য গ্রহণ করে না। এমন কি, কোন বৃক্ষ হইতে ফল লইতে কহিলেও, নিজ হস্তে পাড়িয়া লয় না।

কাহারও মৃত্যু হইলে, ইহারা শব দাহ করে না; শ্মশান-ভূমি হইতে কিছু অন্তরে মৃত্তিকার মধ্যে সমাহিত করে। করিবার সময়ে মৃত-দেহের চতুর্দ্দিকে লবণ রাশীকৃত করিয়া দেয়।

কিশোরী ভজনী।

কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেরূপ মধুর লীলা প্রকাশ করেন, তাহার অনুকরণ করিয়া মুক্তিলাভ করা এই সম্প্রদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুত কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার ইহার প্রবর্ত্তক। তাঁহার মতে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির একত্র সংযোগ দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এইকথা বলিয়া তিনি পশ্চাল্লিখিত পারমার্থিক মতটি প্রকাশ করেন। ব্রহ্মাণ্ড দুই প্রকার; বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। চন্দ্র, সূর্য্যাদি গ্রহগণ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। আর পঞ্চভূত-নির্ম্মিত মানব-শরীর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। এই শরীরেই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব পরমার্থ-সাধন ও তীর্থ-ভ্রমণ-উদ্দেশে অন্যত্র গমনের প্রয়োজন নাই। শরীর মধ্যেই গোলোক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদনুসারে, পুরুষেরা আপনাকে গোলোক ও বৈকুণ্ঠ-বাসী শ্রীকৃষ্ণ ও স্ত্রীলোকেরা আপনাকে শ্রীরাধিকা বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু "আদ্যাশক্তিময়ী রাধা" এই প্রমাণানুসারে, পুরুষেরা প্রকৃতির ভজনা করে। কৃষ্ণপ্রকৃতির নাম কিশোরী এই নিমিত্ত ইহাদের উপাসনাকে কিশোরী-ভজন বলে।

"দিন গেল মন, বসে কেন অকারণ, কর কিশোরী-ভজন। অনায়াসে মুক্তি হবে, পাবে হরি দরশন॥"

অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদেরও গুরুকরণ আছে। তিনিই সর্ব্ব-প্রধান। সম্প্রদায়-ভুক্ত হইতে ইচ্ছা হইলে, তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হইতে হয়। দীক্ষিত হইলেই, যুগলরূপ হইতে হয়। অর্থাৎ পুরুষ শিষ্যের একটি প্রকৃতি এবং স্ত্রীলোক শিষ্যার একটি পুরুষ গ্রহণ করা আবশ্যক। গুরুই তাহা সংঘটন করাইয়া দেন। ত্বং কৃষ্ণোঽহং রাধা ও অহং কৃষ্ণত্বং রাধা এই দুইটি ইহাদের সার মন্ত্র। ইহারা এই মন্ত্রে দীক্ষিত ও প্রণয়-সূত্রে বদ্ধ হইয়া যুগলরূপে অবস্থিতি করে।

ইহাদের উপাসনার সভার নাম মেলা। দিন-বিশেষে নিশাযোগে অতি সংগোপনে ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এটি একটি চক্রস্বরূপ। এই মেলায় একটি স্ত্রীলোক কিশোরী হয়। সেটি প্রায়ই গুরু-প্রণয়িনী শুনিতে পাই। সকলে তাহাকে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা সজ্জীভূত করিয়া দেয় এবং একটি পাত্র নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য-পূর্ণ করিয়া তাহার সম্মুখে আনিয়া রাখে। সেইগুলি তাহার ভোগের সামগ্রী। কিশোরী তাহার কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করে; পরে অপর সকলে সেই সমস্ত প্রসাদ-সামগ্রী ভোজন করিয়া থাকে। সেস্থলে জাতি-বিচার থাকে না। এমন কি, পরস্পর পরস্পরের মুখোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে। ইহারা অহিংসা-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে; মৎস্য মাংস ব্যবহার করে না। কিন্তু মেলার মধ্যে অপর্য্যাপ্ত গাঁজা চলিয়া থাকে। এইরূপ ভোগের পূর্ব্বে গান হইয়া থাকে। পশ্চাৎ উদাহরণ স্বরূপ তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত হইতেছে।

১।—সুধু গৌর বলে ডাকুরে রসনা। যারে ডাকলে অঙ্গ শীতল হবে, দূরে যাবে যম-যাতনা।

গৌর নামটী রসনায় বল, এসেছিলাম ভবের হাটে বৃথা দিন গেল, ভোজের বাজি, হয় না রাজি, কাজের কাজি কেউ হবে না।

তোরে রবি-সুতে বাঁধ্‌বে রে যখন, কোথায় রবে ঘর দরজা, কোথায় রবে ধন, তোরে বন্ধুজনা বিদায় দিবে রে, সাথের সাথি কেউ হবে না।

২।—আর আমার কেহ নাই গৌরহরি। পার কর ভবসিন্ধু, দীনবন্ধু, দিয়ে রাঙ্গা চরণ-তরী।

সহায় নাই সম্পত্তি বিনে, কি দিব পারের দক্ষিণে, ভাবি তাই মনে মনে উপায় কি করি।

তোমার দীনদয়াময় নাম শুনেছি, ও চরণ আশ্রয় করেছি, কূলে দাঁড়িয়ে আছি, ওহে গৌর নেও আমাকে নায়ে করি।

৩।—সুধু মুখের কথায় গৌর চাঁদ কি মিলে। দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে না ভাবিলে।

গৌর-প্রেমের প্রেমিক যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা, তারা জানে গৌর-চাঁদের লীলে। তারা গৌর-কথা বিনে কথা কয় না এ প্রাণ গেলে।

রে মন গুরু-মুখপদ্ম বাক্য, হৃদয়ে করিয়ে ঐক্য, দাস্যভাবে থেক চরণতলে।

ইহাদের মেলায় দিন-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন লীলার অনুকরণ হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি ইহাদের এই বিষয় প্রচার করিয়া দিবার উদ্দেশে একখানি নাটক * লিখেন, তাহাতে রাস-কেলির প্রসঙ্গ আছে। গুরু শিষ্যগণকে ঐ লীলার অনুষ্ঠান করিবার আদেশ দিলে, সভাস্থ একটি স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল,

"প্রভু! রাস-কেলি হবে বটে; কিন্তু আপনার ন্যায় অষ্ট কৃষ্ণ পাব কোথায়?

প্রভু। প্রিয়ে! তজ্জন্য আবার ভাবনা? আমি যেমন একটি কৃষ্ণ, এই যে আমার ভক্তবৃন্দ বসে আছেন, ইহারা আংশিক কৃষ্ণস্বরূপ। তোমরা সকলে একত্র হয়ে, ভক্তিভাবে মালা চন্দন দিয়ে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের বামে দাঁড়াও, তবেইতো রাস-কেলি সমাধা হয়।"

কিশোরী-ভজন বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বখণ্ডের অনেক স্থানেই প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে ভদ্রলোক অতি অল্প। কামার, কুমার, তেলি, সাহা, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি ইতর লোকই অধিক। যাঁহার নিকট এই বিষয় অবগত হইয়াছি, তাঁহাদের নিজ গ্রামেই ঐরূপ কিশোরী চক্র বিদ্যমান আছে। তিনি বলেন, ইহাদের চক্রের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাগম নিবন্ধন নানাবিধ কুৎসিত ব্যবহার চলিয়া থাকে। সেইটি আকার ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়া দিবার উদ্দেশে উল্লিখিত নাটিকাখানি বিরচিত হয়।

কুলিগায়েন।

রাতভিখারির ন্যায় আর এক প্রকার ভিক্ষুক আছে, তাহাদের নাম কুলি-গায়েন। নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহাদের প্রবর্ত্তক। তাহারাও কাহার দ্বারস্থ হয় না। তিন, চারি বা পাঁচ, ছয় জন একত্র মিলিত হইয়া পথে পথে গান করিতে করিতে গমন করে; গৃহস্থেরা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষা দেয়।

ইহাদের ভিক্ষার সময় নিরূপিত নাই। কি দিবাভাগে কি রাত্রিযোগে, যে সময়ে সুবিধা হয় সেই সময়েই ঐরূপ ভিক্ষা করিতে যায়। কলিকাতার সমীপস্থ বালিগ্রামে চৈত্র মাসে মহাসমারোহ পূর্ব্বক রামনবমীর উৎসব হয়।

* শশিভূষণ কর-প্রণীত "মজার কিশোরী-ভজন"।

প্রতি বর্ষেই দেখিতে পাই তিন চারি জন কুলিগায়েন পথে পথে গান করে ও যাত্রীরা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষা দান করিয়া থাকে।

টহলিয়া বা নেমো বৈষ্ণব।

বৈষ্ণবেরা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে অন্য একরূপ ভিক্ষুকের নাম টহলিয়া বা নেমো বৈষ্ণব। তাহারা বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে প্রাতঃকালে দ্বারে দ্বারে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়ায় তাহারা প্রতি দিন কিছু না লইয়া সংক্রান্তির দিবসে একেবারে সমগ্র মাসের ভিক্ষা সংগ্রহ করে।

দশামার্গী।—(মায়িকা পন্থী।)

এই সম্প্রদায়ীরা যোগিগুরু গোরক্ষনাথকে নিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করে। ইহারা যোগমায়ারূপিনী হিঙ্গ্‌লাজেশ্বরীর উপাসক। উপাসনা-স্থানের নাম সমাজ। স্থানে স্থানে ইহাদের সমাজ-গৃহ আছে। চৈত্র মাসের রামনবমীতে ও আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথিতে তথায় ভজনা হইয়া থাকে। প্রত্যেক সমাজ-গৃহে এক একটি বেদী আছে; ইহারা সেই বেদীর উপর হিঙ্গ্‌লাজমায়ী নামে শিব-শক্তির অর্চ্চনা করে। পূজায় ছাগ বলিদান করে ও মদ্যও নিবেদন করিয়া দেয়। দিয়া, সকলেই মদ্য মাংস প্রসাদ পায়।

ইহারা গৃহস্থ; স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করে। উল্লিখিত সমাজ-গৃহে এক একটি মহন্ত থাকে; শুনিয়াছি, সেই মহন্ত ইচ্ছানুসারে, কোন শিষ্যের ভার্য্যার সহিত সহবাস করে এবং তদ্দারা যে বীজ নির্গত হয়, তাহা জ্যোৎস্বরূপ জ্ঞান করিয়া বেদীর উপর স্থাপন পূর্ব্বক মদ্য মাংসাদি উপকরণ দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ইহারা হিঙ্গ্‌লাজেশ্বরীর নিদর্শন স্বরূপ গল-দেশে ঠুমরা ধারণ করে ও আলেখিয়া সন্ন্যাসীদের মত * আলেখ্ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করে। অন্য অন্য হিন্দু সম্প্রদায়ীরা শরীরের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি নয়টি দ্বার স্বীকার করে; ইহারা তদতিরিক্ত অপর একটি দশম দ্বার অঙ্গীকার করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ইহাদের নাম দশামার্গী অর্থাৎ দশম মার্গী। ইহারা বলে,

---

* শৈবাদি সম্প্রদায়। ৮৮ পৃষ্ঠা।

শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা যে সোঽহং শব্দ উৎপন্ন হয়, ঐ দশম দ্বার দ্বারাই তাহা নির্গত হইয়া থাকে।

জোগ্নি * ও শাঙ্খী।

এই উভয়ই ভবানীর উপাসক। নবরাত্রে ও তাহার পর দিবসে বোম্বাই-প্রদেশীয় বাদ্‌বল-জাতীয় বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা ঐ দেবতার নামে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহাদের দক্ষিণ বাহুতে একটি শূন্য-গর্ভ অলাবু-পাত্র লম্বিত থাকে। তাহারা প্রতি দিনই তণ্ডুল ভিক্ষা পায় এবং নবরাত্রের কোন দিবসে প্রত্যেক গৃহের গৃহিণী বা অন্য কোন বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোক ঐ অলাবু পাত্রের পূজা দেয়। তাহারা একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনের উপর ঐ শূন্য পাত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে তণ্ডুল, হরিদ্রা ও রক্তবর্ণ চূর্ণ দ্রব্যবিশেষ দ্বারা রেখা করে। তাহার উপর চুম্‌কি লাগাইয়া দেয় এবং তাহা তণ্ডুলে পূর্ণ করিয়া দীপ দ্বারা আরতি করে। জোগ্নিরা নিজ হস্তে হরিদ্রা লেপন করে এবং ভ্রূদেশে রক্তবর্ণ চূর্ণ বস্তু-বিশেষ ও চাকচক্যময় অন্য ধাতু-দ্রব্য-বিশেষ লাগাইয়া দেয়। উল্লিখিত গৃহিণীরা জোগ্নি এবং ঐ ফলের সম্মুখে আরতি করিয়া থাকে। শাঙ্খীরা শঙ্খ লইয়া ভিক্ষা করে। এই নিমিত্তই তাহাদের নাম শাঙ্খী। তাহারা গৃহস্থের নিকট তণ্ডুল ও তৈল ভিক্ষা গ্রহণ করে এবং শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়। †

নরেশপন্থী ‡।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত জামদো গ্রামের অধিবাসী নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই পন্থী প্রবর্ত্তিত করেন; এই নিমিত্ত তাঁহার মতাবলম্বীরা নরেশপন্থী বলিয়া প্রসিদ্ধ

---

* এটি যোগিনী শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়।

† Indian Antiquary, March, 1881, p. 73.

‡ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত বাবু অনুগ্রহ করিয়া নরেশপন্থী ও কেউড়দাস নামক দুইটি উপাসক-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আমার নিকট প্রেরণ করেন। আমি তদ্দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত ও আহ্লাদিত হইয়া যত্ন সহকারে এস্থলে নরেশপন্থীর বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি। রাজেন্দ্র বাবু লিখেন কেউড়দাসেরা নিতান্ত নির্গুণ উপাসক। ইহা হইলে তাহাদের বিবরণ এই পুস্তকের তৃতীয় ভাগে সন্নিবেশ করাই সঙ্গত হয়। কিন্তু সে ভাগ প্রকাশের এখন

হইয়াছে। শুনা গিয়াছে, ন্যূনাধিক ৭০ সত্তর বৎসর হইল, তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হলধর ভট্টাচার্য্য। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও সঙ্গীত-বিদ্যায় নিপুণতা প্রযুক্ত বর্দ্ধমানের রাজার সভাসদ হন। তদীয় পুত্র নরেশচন্দ্র পিতার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন এবং অল্প বয়সে ধর্ম্ম-বিষয়ে অনুরক্ত হন। কতকগুলি শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত তাঁহার বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু পরে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগসঞ্চার হয়। তিনি কিছুকাল প্রবল উৎসাহ সহকারে ধর্ম্ম বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং অনেকানেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক পণ্ডিতের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। অবশেষে এইরূপ স্থির করেন যে জগৎ ব্রহ্মময়; প্রত্যেক জীবেরই আত্মাতে কিয়ৎ পরিমাণে ব্রহ্মের শক্তি বিদ্যমান আছে; মানুষে ব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিমান হইলে অচিরাৎ পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারে; মনুষ্য ব্রহ্মের প্রতিরূপ স্বরূপ; এই নিমিত্ত ব্রহ্ম-বলে বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে জীব মুক্তি-পদ প্রাপ্ত হয়। যে সময়ে তিনি এই সমস্ত মত অবধারণ করেন, সেই সময়েই মহাভারতের নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়া জাতি-ভেদ প্রথায় আস্থা-শূন্য হন।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

মোক্ষধর্ম্ম। ১৮৮ অধ্যায়। ১০ শ্লোক।

এই ব্রহ্মময় সমগ্র জগতে বর্ণের বিশেষ নাই। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্যগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নানা বর্ণে বিভক্ত হইয়া যায়।

পরে তিনি নিজেই আপনাকে মানব-গুরু বলিয়া প্রচার করেন এবং জামদো গ্রামে আপনার পিতৃব্য অতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের বৈঠকখানাবাটীতে দেবতা-বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া রাখেন। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে তথায়

কত বিলম্ব আছে কিছু বলা যায় না। এই জন্য পরিশিষ্টের শেষের দিকে ঐ কেউড়দাস ও তাদৃশ অন্য দুই একটি সম্প্রদায়ের কথা বিনিবেশিত হইল।

সংকীর্ত্তন হইত। সেই সংকীর্ত্তনের অন্তর্গত জাতি-ভেদ-বিরোধী একটি গীত পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে।

"জেতের গৌরব কোথায় রবে, যখন এসব ফেলে যেতে হবে। বামন, কায়েত, কামার, কলু ভিন্ন ভিন্ন ভাবছ সবে। এ সব ঘুচ্‌বে সে দিন, তোমায় যে দিন, রাজাধিরাজ তলব দিবে।

গোড়েছে এক কারিকরে, স্ত্রী আর পুরুষ ভঙ্গীভাবে; তাদের চাল চলনে সবাই চিনে, ঢাকিলে না ঢাকা রবে।"

ঐ সময় অবধি তাঁহার মত-প্রণালী প্রচারিত হইতে লাগিল। কবি নরেশ-চন্দ্র আপনার শিষ্যদিগকে নরেশপন্থী বলিয়া আহ্বান করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার সম্প্রদায়ীরা ঐ নামেই বিখ্যাত হইয়াছে।

নরেশপন্থীদের নিষেধবিধি।

প্রথম। জামদো-নিবাসী কবি নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেবানুগৃহীত ও মনুষ্য-গুরু বলিয়া বিশ্বাস না করিলে, নরেশপন্থীদিগের ও তদীয় অধঃস্তন পুরুষ-পরম্পরার মুক্তি হইবে না।

দ্বিতীয়। বিবাহের সভায় নরেশচন্দ্র প্রভুর নামে বরমাল্য অর্পণ করিতে হয় এবং বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, নরেশচন্দ্রকে প্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিতে হয়।

তৃতীয়। সপ্তাহে দুইবার, অন্ততঃ একবারও সায়াহ্নে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিতে হয়।

চতুর্থ। নরেশপন্থীরা মদ্য-পান ও ছাগ-মাংস ভোজন করিতে পারিবে, কিন্তু বর্ণ-বিচার স্বীকার করিবে না; কেবল মোসল্‌মান, মুচী, হাড়ী, মুদ্দফরাস এবং মেথরেরা পংক্তি-ভোজনে উপবিষ্ট হইতে পারিবে না।

পঞ্চম। শাক্ত ও শৈব-সম্প্রদায়ীরা পরস্পর বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া অভিন্ন ভাব অবলম্বন না করিলে, নরেশপন্থী হইতে পারিবে না।

ষষ্ঠ। সামাজিক উপাসনার সময়ে স্ত্রীলোকে অবগুণ্ঠন অর্থাৎ ঘোমটা ব্যব-হার করিতে পারিবে না।

উপাসনার নিয়ম।

ইহারা অনেকে একত্র মিলিত হইয়া উপাসনা করে। ইহাদের উপাসনা গৃহের নাম সমাজ। অমাবস্যার দিবসে উপাসনা করা বিধেয় নয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ঐরূপ উপাসনা-স্থলে উপস্থিত থাকা বিহিত নয়। উপাসনার সময় বিধবা স্ত্রীলোকেরও ললাটে সিন্দূর দিবার নিষেধ নাই। উপাসনার সময় সকলে নিম্ন-স্থলে একত্র উপবিষ্ট হয়; কেবল নরেশচন্দ্র প্রভুর উদ্দেশে লোহিত-বসনাবৃত স্বতন্ত্র একখানি উচ্চ আসন শূন্য থাকে। তাহারই পার্শ্ব-স্থিত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত উন্নত আসনে গাঁই অর্থাৎ আচার্য্য মহাশয় উপবেশন করেন। সকলে একত্র মিলিত হইয়া নরেশ প্রভুর গুণ গান করিলে পর, উক্ত গাঁই মহাশয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। উপাসনা-কার্য্য সমাপ্ত হইলে সকলে একত্রে ভোজন করে এবং সেই সময়ে স্ত্রীলোকের নিকট হইতে মাসিক অন্ততঃ ⁄১০ দেড় আনা ও পুরুষের নিকট মাসিক অন্ততঃ ৵০ দুই আনা হিসাবে চাঁদা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে জাতি-ভেদ নাই; ইহারা বলে,

"একে সব, সবে এক।
চেয়ে নরেশ প্রভু দেখ॥"

ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সন্ধ্যা আহ্নিকের সময়ে নরেশ প্রভুর নাম গ্রহণ না করিলে, পূর্ব্ব উপবীত পরিত্যাগ করিয়া নূতন উপবীত ধারণ করিতে হয়। উপাসনার সময়ে সকলে একবার বাম বাহু ও একবার দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করে এবং মধ্যে মধ্যে শিরোদেশও সঞ্চালন করিয়া থাকে। কেহ কেহ নরেশ প্রভুর উদ্দেশে টাকা, পয়সা, তণ্ডুল, ফল, মূল প্রভৃতি প্রদান করে। ইহাদের আখ্ড়ায় দুই মাসান্তে এক একবার ভোজ হয়। জাম্‌দো গ্রামে অদ্যাপি বৈশাখ মাসে নরেশচন্দ্রের স্মরণার্থ ঝাঁপান হইয়া থাকে। নরেশপন্থীরা বাল্য-বিবাহের বিরোধী কিন্তু বিধবাবিবাহের নিতান্ত বিরোধী নয়। ইহারা হিন্দু মতাবলম্বী অন্য কোনরূপ উপাসক-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষী নয়; বরং সকলকেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু মোসল্‌মানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করে।

নরেশচন্দ্র এই অভিনব মত প্রবর্ত্তন করায় তে আত্ম-জনের উৎপীড়নবশতঃ

গৃহ হইতে বহির্গত ও পলায়িত হইয়া কুমারপুর গ্রামে অবস্থিতি করেন এই স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর, বর্দ্ধমানের দক্ষিণ খণ্ডের বহু সংখ্যক লোক তাঁহার মত অবলম্বন করে ও স্থানে স্থানে উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছু কালের মধ্যে তাঁহার মতানুযায়ী ধর্ম্মসম্প্রদায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হরিচরণবাটী, শুড়ে ও রশুইখণ্ড, হুগলি জেলার অন্তর্গত কল্যাণ-পুর ও কালীপুর এবং কলিকাতার অন্তর্গত বাগবাজার-সন্নিহিত লালবাগানে ইহাদের এক একটি সমাজ আছে। দ্বাবিংশতি বৎসর হইল, উক্ত হরিচরণবাটীর সমাজ নবীনদাস বৈরাগী নামক একটি নরেশপন্থী কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। প্রতি মঙ্গলবারে তথায় উপাসনা হইয়া থাকে। সেই স্থানে সপ্তাহে সপ্তাহে এত লোকের সমাগম হয় যে, ইহাকে অপর একটি তারকেশ্বর বলিলেও বলা যায়। ইহার আচার্য্য নবীনদাস বৈরাগী এবং বাদ্যকর অধরলাল বৈরাগী। প্রায় ৫। ৬ ক্রোশ হইতে তথায় নিয়ত লোক আসিয়া ঐ নবীনদাস আচার্য্যের পূজা দেয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেই সমাজে ভয়ানক ঘৃণিত ব্যাপার সমূহ সম্পাদিত হইত। তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশে বর্দ্ধমানের তদানীন্তন মাজিস্ট্রেট্ মেট্কাফ্ সাহেব বিস্তর যত্ন করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে অনেক পরিমাণে সে সকল ব্যাপার রহিত হইয়া গিয়াছে। এই সমাজের নরেশপন্থীরা নিরামিষ-ভোজী।

বহুকালাবধি শৈব-বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ প্রসিদ্ধই আছে। নরেশচন্দ্র কৌশল ও উপদেশ প্রদান দ্বারা ঐ প্রদেশীয় অনেকগুলি শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দেন। তিনি এই উপদেশ দেন যে, যিনি শ্যামা, তিনিই রাধা; ভেদ জ্ঞান করা অনর্থের মূল। তাহারা তাঁহার দল ভুক্ত হইল ও তদবধি আপনাদিগকে নরেশপন্থী বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। এমন কি, বৈষ্ণবেও শৈব শাক্তের সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক অম্লান বদনে ও অকুতোভয়ে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

নরেশপন্থীরা উপাসনার সময় যেরূপ গান করিয়া থাকে, পশ্চাৎ উদাহরণ স্বরূপ তাহার দুই তিনটি লিখিত হইতেছে। গান গুলির ভাব অনেকাংশে নেড়া, বাউল ও কর্ত্তাভজাদের গানের অনুরূপ।

উপাসনা—সঙ্গীত।

প্রভু দীনে দেহ পদ-ছায়া। আছে তোমার ভরসায় জায়া॥
ভবের ভাবে মেতে আছি, বল্‌বো কি ভবের মায়া।
নহিলে প্রভু ভেরিয়ে যেতাম, লাগিয়ে লগা লাখের কায়া॥

সায়াহ্নের গীত।

ভবের দেখে হোলাম্ ভেকা, আর যায় না কো এ কুল রাখা। মরি, দুঃখের কথা বল্‌বো কি, হারিয়ে গেলে পাই না খি, দেখে শুনে হোলাম্ বোকা।

ভগ্ন ঘরে প্রাচীর পড়ে, শিরে জল রোখা চোখা, তা দেখে বুড়ো কাঁদে, চেঁচিয়ে উঠে কচি খোঁকা।

কুশো বলে, চোর পালালে, প্রাণটি করে ধোকা ধোকা; নাই কো নরেশ বিনে এ বিপিনে, বিষেতে আর মধু মাখা।

তৃতীয় গীত।

চেয়ে দেখ্, সড়ক্ পানে। ফুটেছে সোণার কমল, চাঁদ চেয়ে সে নিরমল, মলাতে তার কর্ব্বে কি, আপ্‌নি আলোক ঐ বিমানে॥

নরের গুরু নরেশ এসে, ভূ-সার জামদোয় বোসে, হাসিয়ে, সব আপন দাসে, মজিয়ে গেছেন কাঁগাল জনে।*

---

* রায়না-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত নিজে আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক নরেশ পন্থী ও কেউড় দাস নামক দুইটি সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আমার নিকট প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সন্নিবেশ করিতে অনুরোধ করেন। আমি তাদৃশ বিষয় সকল সংগ্রহ করিতে-ছিলাম, সুতরাং উহা পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। তিনি একটি ভদ্রসন্তান; কয়েক খানি বাঙ্গালা গ্রন্থও রচনা করেন; আমাকে তাহা উপহারও দেন। সহসা তাঁহার কথায় সন্দেহই বা কেন উপ-স্থিত হইবে? নরেশচন্দ্র * একটি দেবতা-ভক্ত লোক ছিলেন, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত জামদো গ্রামে বাস করিতেন, অনেকগুলি শ্যামাবিষয়ক গীতও রচনা করেন, রাজেন্দ্রনাথের লিখিত এই কথাগুলি পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম। তাঁহার পত্রে উল্লিখিত শোভাবাজারের রাজ-বাটীর কুটুম্ব

---

* ইনি নরচন্দ্র বলিয়াও বিখ্যাত।

পাঙ্গুল।

বোম্বাই প্রদেশেও একরূপ প্রাতঃ-ভিক্ষুক আছে, তাহাদের নাম পাঙ্গুল। তাহারা প্রত্যুষে দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ভবানী, মহাদেব, গণপতি প্রভৃতি নানা গ্রাম্য দেবতার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করে এবং একটী পয়সা পাইলেই গৃহস্থদিগকে বিশেষতঃ তদীয় মৃত পূর্ব্বপুরুষকে, আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করে। তাহারা কখন কখন পথের নিকটস্থ বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক দেবতাবিশেষের নাম সংকীর্ত্তন করিয়া পথিকদিগের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা করে।

কেউড়দাস।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব কেউড়দাস নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন এই নিমিত্ত ইহার নাম কেউড়দাস। কিন্তু এটি তাঁহার প্রকৃত নাম। তাঁহার এই কৃত্রিম নাম গ্রহণ বিষয়ের একটি প্রবাদ আছে; পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে। কার্ত্তিকদাস নামে কোন ভদ্রসন্তান বীরভূম জেলার বিচারালয়ে হত্যাপরাধে নীত হন। বিচারপতি তাঁহার নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ দেন। কার্ত্তিকদাস কোন রূপ কৌশলক্রমে পলায়ন পূর্ব্বক আপনাকে কেউড়দাস বলিয়া পরিচয় দেন। প্রথমে বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত উচানল গ্রামে ও পরে সুযোগ ক্রমে নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া স্বনাম-প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়-মত প্রচার করেন। শুনা গিয়াছে, ন্যূনাধিক বিংশতি বৎসর হইল, এই সম্প্রদায় সুস্পষ্ট প্রচলিত হইয়াছে; ইতি মধ্যেই বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ খণ্ড ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নানা স্থানের অধিবাসী অনেক লোক এই মত অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা আপনাদিগকে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সম্প্রদায়গুরু কেউড়দাসের প্রতি অতিমাত্র

শ্রীনাথ সিংহ, বর্দ্ধমানের রাজ-বাটীর কর্ম্মচারী বিপ্রদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি নাম বাস্তবিক লোকের নামও বটে। অতএব এস্থলে কোন মিথ্যা-প্রবঞ্চনার আশঙ্কা মনে হয় নাই। সম্প্রতি কিছু দিন হইল, কোন কারণে সংশয় উপস্থিত হওয়াতে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তগুলির অধিকাংশ অমূলক। তিনি যে যে স্থলে নরেশপন্থীদিগের সমাজ আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ কর্ত্তাভজাদিগের বৈঠক-স্থান। কেউড়দাসের কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অতএব তাঁহার প্রেরিত ঐ দুইটি সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত প্রমাণ-সিদ্ধ বোধ হইতেছে না; প্রত্যুত, অপ্রামাণিক বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অপর কোন দেবতাকে গ্রাহ্য করে না এবং স্বসম্প্রদায় মধ্যে বর্ণবিচারও স্বীকার করে না। ইহারা কেউড়দাসকে পুরাণ-প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়া স্বসম্প্রদায়ের খ্যাতি ও গৌরব প্রকাশ করে।

ফকির-সম্প্রদায়।

কিছু দিন হইল, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ফকির নামে একটি উপাসক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু মোসলমান্ উভয় জাতীয় লোকই আছে। অধিকাংশই মোসলমান্; হিন্দুর ভাগ অতি অল্প। হিন্দু ফকিরেরা সকলেই গৃহী; মোসলমান্দিগেরও মধ্যে উদাসীনের ভাগ অতি অল্প।

ইহারা ঘোষপাড়ার মতের অনুরূপ মতাবলম্বী। যাঁহার নিকট এই সম্প্রদায়ের সম্বাদ প্রাপ্ত হই, তিনি * বলেন, বোধ হয় ইহারা † ছদ্মবেশী কর্ত্তাভজা; সজাতীয় লোকের মনোরঞ্জনার্থে ফকিরের বেশ ধারণ করিয়াছে। ইহারা পীর পয়গম্বর্ কিছু মানে না। 'নয়নে দেখিনে যারে, কিরূপে সাধিব তারে' এই কথা কথায় কথায় বলে। ইহাদের আরও একটি সাম্প্রদায়িক সতর্কতার কথা আছে। 'আপন ধরম কথা না কহিবে যথাতথা আপনারে হইবে সাবধান।' ইহাদের তিনটি গীতের প্রথমাংশের কয়েকটি চরণ পশ্চাৎ লিখিত হইল।

১। আগে সত্য ধর্ম্ম যাজন কর আমার মন। ওরে সত্য মানুষ দেখ্‌বি যদি, সত্য বল মন্ নিরবধি, ত্যজ্য কর অসত্যবাদী, তবে মিল্‌বে প্রেম-রতন। দিনে দিনে দিন ফুরাল এলো কাল। কোন্ দিন তোরে হবে যেতে, বল্ দেখি কে যাবে সাথে, তখন ঘট্‌বে রে বিষম জঞ্জাল। তখন জান্‌তে পার্‌বি তোর কর্ম্ম-ফল। ও তোর কোন্ দিন্ দেহ যাবে পড়ে, তীর্থ-যাত্রা সকল ছেড়ে, ঠিক্ দিয়ে থাক্ বসে পিঁড়েয়, মিথ্যা তোর তীর্থ ভ্রমণ।

২। কর গুরু-তত্ত্ব সার, ওরে মন আমার, গুরু বিনে পারে যেতে

* আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় বাবু।

† অর্থাৎ এই সম্প্রদায়ী মোসলমান্-জাতীয় লোক।

পার্বে না। ভাবিয়ে অন্তরে, খাট গুরু-দ্বারে, লয়ে যাবে পারে, ফেলে যাবে না। যদি এসেছ এ পারে, যেতে হবে পারে, ভাব মন তারে, যদি যাবে পারে। সুমতি হইয়া, গুরুকে লইয়া, আনন্দিত হয়ে থাক রসনা। গুরু-বাক্য ঐক্য কর, সাধু শাস্ত্র ধর, তবে যাবে পার, ভাব কি অসার, গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য, হৃদয়েতে কর ঐক্য, সূক্ষ্ম ভাবে শান্ত হয়ে থাক না।

৩। মানুষ এই সত্য মানুষ মানুষ বই আর কিছু নাইরে মানুষ। মনের মন মনস্থ প্রাপ্তি বস্তু পাওয়া যায় এই মানুষের ঠাঁই। অনেক চিন্তনের সে ধন, তারে কর সমূহ যতন, তবে সে মিলিবে রতন, ওহে সাধু ভাই।

কুম্ভুপাতিয়া।

কিছু দিন হইল, সম্বাদপত্রে কুম্ভুপাতিয়া নামে একটি অভিনব সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহারা নিরাকারবাদী; দেবদেবীর উপাসনার অত্যন্ত বিদ্বেষী। গত বৎসর তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দগ্ধ করিবার উদ্দেশে পুরী মধ্যে প্রবেশ করে। বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্রে মধ্য-বিভাগের কমিশনরের লিপিপ্রমাণে তাহাদের মতামতের বিষয় যেরূপ লিখিত হয়, পশ্চাৎ অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে।

"ইহারা হিন্দু, কিন্তু দেবদেবী মানে না, এক নিরাকার আলেখ্ পুরুষকে মানে। তাহারা বলে, তাঁহার কথা কেহ লিখিয়া শেষ করিতে পারে না। আলেখ্ স্বামী নামে এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়া ১৮৬৪ আঠারশ চৌষট্টি সালে এই ধর্ম্ম সংস্থাপিত করেন। উড়িষ্যা ও মধ্য-ভারতবর্ষে এই ধর্ম্ম খুব প্রচারিত হইয়াছে। প্রায় ত্রিশটি পল্লীর লোক এই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে। ইহারা কুম্ভু নামে এক প্রকার গাছের ডোর প্রস্তুত করিয়া কোমরে পরিধান করে বলিয়া কুম্ভুপাতিয়া নাম পাইয়াছে। গৃহী ও উদাসীন দুই শ্রেণীর লোকই ইহাদের মধ্যে আছে। ইহাদের উদাসীনেরা সকল বর্ণের লোকের অন্ন আহার করে। কেবল প্রজা-পীড়ন করেন বলিয়া রাজার অন্ন, শ্রাদ্ধের দান লয় বলিয়া ব্রাহ্মণের অন্ন, বস্ত্র পরিষ্কার করে বলিয়া

রজকের অন্ন ও অপবিত্র কার্য্য করে বলিয়া হাড়ির অন্ন গ্রহণ করে না। সত্য-কথন, বিশ্বাস, গুরুর সম্পূর্ণ অধীনতা এই দলের লোকেদের বিশেষ লক্ষণ। তাহারা প্রতিদিন সূর্য্যের দিকে মুখ ও নাকের নিকট হাত জোড় করিয়া উপাসনা করে। তাহারা কখন কখন তিন চারি জনে একত্র এক রকম সকরুণ সমস্বরে উপাসনা করে এবং চৌষট্টি বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। তাহাদের ব্যবহার অত্যন্ত অপরিষ্কার। পীড়া হইলে তাহারা ঔষধ খায় না। কেবল আলেখ্ পুরুষের কৃপার উপর নির্ভর করে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ তত বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা দৈববাণী প্রাপ্ত হয় এরূপ বিশ্বাস করে। জগন্নাথকে ধ্বংস করিতে পারিলে দেবদেবীর পূজা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে ও সকলে তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এই জন্য তাহারা জগন্নাথের উপর আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। সম্প্রতি একব্যক্তি জগন্নাথের মন্দিরে মারা যাওয়ায়, তাহারা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।”—সুলভ সমাচার, ১২৮৮ সাল, ২১ কার্ত্তিক।

খোজা।

সিন্ধু, মস্কট্, জেন্‌জিবর্, ভাওনগর প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশে নানা স্থানে খোজা নামে একটি সম্প্রদায় আছে। যদিও তাহারা আপনাদিগকে মোসল্‌মান্ বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের আচার,ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দু ও মোসল্‌মান্ উভয় ধর্ম্ম-মিশ্রিত। মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট কোরাণের কিয়দংশ ও দশাবতারের উপাখ্যান উভয়ই পঠিত হয়, মৃত্যু ঘটিলে পর, হিন্দু ও মোসল্‌মান্ উভয় শাস্ত্রানুযায়ী অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সম্পাদিত হইয়া থাকে। কাজিরা তাহাদের উদ্বাহ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। খোজারা হিন্দু ও মোসল্‌মান্ উভয় তীর্থই পর্য্যটন করে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর, হিন্দু মতানুসারে নানা দিন নানাপ্রকার জাত-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত সুপ্রাচীন ব্যবহার-প্রণালী-বিশেষ অবলম্বন করিয়া চলে। *

---

* Englishman, 18th August, 1847.

টিপ্পনি।

(প্রথম ভাগ। উপক্রমণিকা। ৭৮ পৃষ্ঠা—বেদ-শাস্ত্র বহু দেবতার উপাসনা-প্রতিপাদক কি না ?)

বেদ-বিদ্যা-পারদর্শী সুবিখ্যাত শ্রীমান্ ম. মূলর্ বলেন, বৈদিক ঋষিগণ যখন যে দেবতার স্তুতি করেন, তখন তাঁহাকে পরাৎপর পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া যান; উপাসক যখন এক দেবতার উপাসনা করেন, তখন অন্য কোন দেবতা তাঁহার স্মৃতি-পথে উপস্থিত থাকেন না; ঋগ্বেদের বচনানুসারে, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নন, এক দেবতারই সংজ্ঞামাত্র; অর্থাৎ বেদাবলম্বী হিন্দুরা অন্যান্য জাতির ন্যায় বহু দেব-বাদী ছিলেন না। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে উল্লিখিত পৃষ্ঠায় এই মতের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। সম্প্রতি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি শ্রীমান্ হুইট্‌নিও তাঁহার এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন *। বেদমাত্রাবলম্বী প্রাচীন হিন্দুরা যে এক কালে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করিতেন, ঋগ্বেদসংহিতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইন্দ্র ও অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ, মিত্র ও বরুণ, দ্যৌ ও পৃথিবী, উষা ও রাত্রি প্রভৃতি দুই দুই দেবতার একত্র স্তুতি ঐ সংহিতার অনেক স্থানেই সন্নিবিষ্ট আছে। কেবল দুই দুই দেবতা নয়, নানা স্থানে আদিত্যগণ, মরুৎগণ প্রভৃতি বহু দেবতার একত্র সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ উল্লিখিত পূর্ব্ব-কালীন হিন্দুরা বহু দেবতার উপাসক ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

(দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা ; ১১১ পৃষ্ঠা।—নবরত্ন।)

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

জ্যোতির্ব্বিদাভরণের শেষাংশ।

---

* Indian Antiquary, May, 1882. pp. 146—148, extracted from a paper read before the American Oriental Society, at New Haven, Oct, 26th 1881.

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস বিখ্যাত রাহমিহির, বররুচি এই নয় জন বিক্রম নামক নরপতির সভাসদ ছিলেন।

(দ্বি, ভাগ ; উপ ; ১২০ পৃষ্ঠা।)

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এক কালিদাসেরই বিরচিত এই বিষয় সংক্রান্ত প্রবাদটি কত প্রাচীন ?

মল্লিনাথ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতির টীকা করেন। এখনও তাঁহার কৃত তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বের হস্ত-লিখিত পুরাতন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি রঘুবংশের টীকার প্রথমে কালিদাস-কৃত তিন খানি কাব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যাচষ্টে কালিদাসীয়ং কাব্যত্রয়ম্।

এই তিন খানি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত বই আর কিছুই নয়। অতএব ন্যূনাধিক চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই তিন খানি কাব্য এক কালিদাসের কৃত বলিয়া পণ্ডিতগণের সংস্কার ছিল ইহাতে আর সংশয় রহিল না।

দিনকর, চরিত্রবর্দ্ধন, বিস্তরকর, কৃষ্ণভট্ট প্রভৃতি অনেকানেক প্রাচীন পণ্ডিত রঘুবংশের টীকা করিয়া যান। ইহাঁদের মধ্যে দিনকর নিজ টীকারচনার সময় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে,

বর্ষেঽস্মিন্‌বিক্রমার্কে শশিযুগমনুভিশ্চিহ্নিতে সূক্তিমুক্তা টীকামেতাং সুবোধাং ব্যতনুত কমলাকুক্ষিজন্মা দিনেশঃ॥

বিক্রমাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত সম্বতের ১৪৪১ চৌদ্দ শত একচল্লিশ অব্দে কমলা-পুত্র দিনকর এই শুক্তিমুক্তা স্বরূপ সুবোধ টীকা রচনা করেন।

তিনি ১৪৪১ চৌদ্দ শত একচল্লিশ সম্বতে অর্থাৎ ১৩৮৫ তের শত পঁচাশি খৃষ্টাব্দে ঐ টীকা রচনা করেন। চরিত্রবর্দ্ধন তাঁহার পূর্ব্বতন লোক। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত দেখিয়াছেন, দিনকর অনেক স্থলে চরিত্রবর্দ্ধনের গ্রন্থের অনুকরণ করিয়াছেন। অতএব চরিত্রবর্দ্ধন খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বকালীন লোক হওয়া সম্ভব। ঐ উভয়েই রঘুবংশের সপ্তম সর্গের টীকা-রচনার সময়ে বলেন, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বের একাদশটি শ্লোক কুমারসম্ভবের মধ্যেও অবিকল দেখিতে

পাওয়া যায়। কিন্তু যখন এই উভয় কাব্যই এক কবির বিরচিত, তখন তাহাতে কিছু দোষ-স্পর্শ হইতে পারে না।

यद्यप्येते श्लोकाः कुमारसंभवेऽपि सन्ति तथाप्येककर्तृत्वयोगितायोग्यत्वान्न दोषः।

দিনকর।

यद्यप्येते श्लोकाः कुमारोत्पत्तावपि विद्यन्ते तथाप्येककर्तृकत्वान्न दोषः।

চরিত্রবর্দ্ধন।

অতএব ন্যূনাধিক ৬০০ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এক কালিদাসের কৃত বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।—Transactions of the International Congress of Orientalists for 1874, pp. 227—230.

পণ্ডিতপ্রবর ইহার পর রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রভৃতির ভাবার্থ ও পদ-বিন্যাসাদির সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া ঐ তিনেই এক গ্রন্থকারের কর্তৃত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা পাইয়াছেন।

(দ্বিতীয় ভাগ। উপক্রমণিকা। ১৬০ ও ১৬১ পৃষ্ঠা—
ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা।)

কেবল আরবে নয়, বহু পূর্ব্বে গ্রীস্ দেশেও ভারতবর্ষীয় ঔষধাদি প্রচলিত হয়। হিপক্রেটিজ্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ চিকিৎসক খৃ. পূ, পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি খৃ. পূ, ৩৬১ অব্দে ৯৯ নিরনব্বই বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গ্রন্থে কৃষ্ণতিল, শোভাঞ্জন (অর্থাৎ শজিনা), এলাচী, দারুচিনি, জটামাংসী, লোবান, বিরেজা হিঙ্গু, চিরতা এই সমস্ত দ্রব্য রোগ-বিশেষে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। এ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয় ঔষধ-দ্রব্য। এ সমস্ত বস্তু ভারতবর্ষ হইতে গ্রীস্ দেশে নীত ও বিক্রীত হইত; ইহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাদৃশ পূর্ব্ব কালেও ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা ইয়ুরোপ খণ্ডের উল্লিখিত অংশে প্রচলিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রীক্ চিকিৎসকের সাম্প্রদায়িক বৈদ্যক গ্রন্থ সমুদায় পর্য্যালোচনা দ্বারা এইটি অবধারিত হইয়াছে যে অস্ত্র-চিকিৎসা বিষয়ে গ্রীকদিগের অপেক্ষা নিপুণতর চিকিৎসক-দিগের চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে সে সমুদায়ের কিয়দংশ সঙ্কলিত হয়। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন চিকিৎসকেরা মৃত-দেহ ছেদন করিয়া তাহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, শিরাদির

ঐ শিবক্ষেত্রের নাম একাম্রকানন। এক্ষণে উহা ভুবনেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উৎকলাধিপতি ললিত ইন্দ্র কেশরী ৬৫৭ ছয় শত সাতান্ন খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানের বৃহৎ শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথের মন্দির ১১৯৮ এগারশ আটানব্বই খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। উৎকলের অন্তঃপাতী কনার্ক নামক স্থানে একটি সূর্য্যমন্দির বিদ্যমান আছে; লঙ্গোর নরসিংহ দেও ১২৪১ বার শত একচল্লিশ খৃষ্টাব্দে তাহা নির্ম্মাণ করান। অতএব যখন ব্রাহ্মপুরাণে ঐ সকল দেবালয়ের প্রসঙ্গ ও বৃত্তান্ত রহিয়াছে, তখন এই পুরাণ খৃষ্টীয় অব্দের ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রস্তুত হয় নাই ইহা সহজেই জানিতে পারা যাইতেছে।

পদ্মপুরাণ।—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গ ও বেঙ্কটাদ্রি নামক দুই স্থানের বিষ্ণু-মন্দির* ও তুঙ্গভদ্রা নদী-তীরস্থ হরিপুর নগরের প্রসঙ্গ আছে। এই পুরাণে বেঙ্কটাদ্রির তিলক-মৃত্তিকা অতিমাত্র প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

আদায় পরয়া ভক্ত্যা বেঙ্কটাদ্রৌ হ্রদে মৃদম্।
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে॥

উত্তরখণ্ড।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিবরণ-মধ্যে দেখিতে পাইবে, ঐ বেঙ্কটাদ্রির মন্দির প্রথমে শিবালয় ছিল, রামানুজ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহাতে বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন†। নানাপ্রমাণানুসারে, হরিপুরের অন্য একটি নাম বিজয়নগর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। চিত্রদুর্গের পিত্তলপত্রে এই প্রকার খোদিত আছে ও এরূপ প্রবাদও প্রচলিত রহিয়াছে যে, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত রাজ্য-বিশেষের অধীশ্বর হরিহর ও বুকরায় খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই নগর পত্তন করেন। হরিহরেরই নামানুসারে হরিপুর নামটি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে‡। অতএব এই পুরাণের অনেক অংশ ঐ

---

* মান্দ্রাজের প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে বেঙ্কটগিরি এবং শ্রীরঙ্গ ত্রিচীনপলির অন্তর্গত তীর্থ-স্থান-বিশেষ।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিবরণের ৮ পৃষ্ঠা।

‡ Asiatic Researches, Vol, IX. PP. 413—423. H. H. Wilson's Sanskrit and English Dictionary, 1819, Preface, P. XVII.

সময়ের পরে বিরচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। ইহার উত্তরখণ্ডের মধ্যে রামানুজ প্রভৃতি চারিটি প্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নামও উল্লিখিত আছে।

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীমাধ্বী রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

শব্দকল্পদ্রুমের সম্প্রদায় শব্দে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচন।

এই চারিটি সম্প্রদায় রামানুজ* বল্লভাচারী, নিমাৎ ও মধ্বাচারী †। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে দেখিতে পাইবে, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামানুজ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে, মধ্বাচারী উহার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং বল্লভাচারী উহার ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন ‡। তদনুসারে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর পরে বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ঐ খণ্ডে শৈব বৈষ্ণবের বিবাদ-সূচক বিস্তর কথা আছে। দক্ষিণাপথে প্রচলিত নানা বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টাব্দের একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে অথবা তাহার কিছু অগ্র পশ্চাৎ এই বিষময় বিসম্বাদ সংঘটিত হয় §। এই সমস্ত যুক্তি অনুসারেও, এই পুরাণের অথবা ইহার এই খণ্ডের পূর্ব্বোক্ত রচনা-কালই নির্দ্ধারিত হইতেছে। শ্রীমান্ হ, হ, উইল্‌সন্ লিখিয়া গিয়াছেন, এই পুরাণের কোন স্থল খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীন নয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।—পূর্ব্বে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে একখানি পুরাণ প্রচলিত ছিল; মৎস্যপুরাণে তাহার নিম্নলিখিত লক্ষণ লিখিত আছে।

রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যত্।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্।

---

* শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচন-বিশেষে রামানুজের নাম স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, ৪ পৃষ্ঠা।

‡ এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, ৬, ১১৬ ও ১২৭ পৃষ্ঠা।

§ Mackenzie Collection, Introduction, pp. LXII and LXIII. H. H. Wilson's Essays, vol. I., 1864. pp. 80 and 81.

যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥

যে পুরাণ সাবর্ণি নারদ-সমীপে কীর্ত্তন করেন এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, রথন্তর কল্পের বৃত্তান্ত ও বারম্বার ব্রহ্মবরাহের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট পুরাণকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলে।

কিন্তু এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বিদ্যমান আছে, তাহাতে না রথন্তর কল্পই আছে, না ব্রহ্মবরাহের বৃত্তান্তই দৃষ্ট হয়, না তাহা সাবর্ণি ঋষি কর্ত্তৃকই কথিত হইয়াছে। এখানি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ; রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা ও তদীয় যুগলরূপের উপাসনা-বৃত্তান্তেই পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম্মের এই অঙ্গটি অত্যন্ত আধুনিক ও সুতরাং এই পুরাণের বয়ঃক্রমও সেইরূপ। ভাগবতে রাধার নাম গন্ধ কিছুই নাই। এই কৃষ্ণলীলা-প্রধান বৈষ্ণব-পুরাণ রচনার সময়ে তাঁহার উপাখ্যান প্রচারিত থাকিলে, ইহাতে তাহা সন্নিবেশিত না হওয়া কোন মতেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়। অতএব রাধা-সংক্রান্ত কথা গুলি এই পুরাণ অপেক্ষা আধুনিক। কিছু পরেই দৃষ্ট হইবে, ভাগবতের বয়ঃক্রম এখন ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তদপেক্ষা অপ্রাচীন। বল্লভাচারী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতেই রাধাকৃষ্ণের এইরূপ উপাসনা প্রচারিত হয়। বল্লভাচার্য্য শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সবিশেষ যত্ন-সহকারে ঐ মত প্রচার করেন।* অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ তদপেক্ষা অপ্রাচীন। এই পুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১২৭ অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ-কথন-চ্ছলে ম্লেচ্ছ রাজার অধিকার †, লোকের ম্লেচ্ছাচার-অবলম্বন ‡, দেবতা ও বর্ণ-বিচারে অনাস্থা ও হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অন্য অন্য কতকগুলি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি মোসলমানদের ভারতবর্ষাধিকার-প্রবর্ত্তন ও তাহার উত্তরকালীন হিন্দু-

---

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত বল্লভাচারি-সম্প্রদায়-বিবরণের ১২৭ পৃষ্ঠা।

† জাতিহীনা জনাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছা ভূপা ভবিষ্যন্তি।
কৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১২৭। ২৫।

‡ শালগ্রামঞ্চ তুলসীং কুশং গঙ্গোদকং তথা।
ন স্প্রক্ষ্যন্তি নরা ধূর্ত্তা ম্লেচ্ছাচাররতাঃ সদা॥
কৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১২৭। ২৪॥

সমাজের বর্ণনা বই আর কিছু বোধ হয় না। ঐ সময়ে ভারতবর্ষীয় অনেক লোকে মোসলমান্ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় ও প্রদেশ-বিশেষে বর্ণবিচার-বিরুদ্ধ আচার ব্যবহারও প্রচলিত হইয়া যায়। ঐ সময়ে প্রবর্ত্তিত অনেকানেক উপাসক-সম্প্রদায়েও বর্ণভেদ-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের দিল্লি প্রভৃতি নানাস্থানে অদ্যাপি "পানপানির বিচার নাই" একথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা নিজ বাটিতে তাজিয়া অর্থাৎ গোয়ারা করে, পূর্ব্বকৃত মানসিক অনুসারে মহরমের সময় ফকির হয় ও মোসলমান্ ধর্ম্মোচিত অন্য অন্যরূপ অনুষ্ঠানও করিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উল্লিখিত অধ্যায়ে হিন্দুদের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পিতা, মাতা ও গুরুর প্রতি অসদ্-ব্যবহার ইত্যাদি কতকগুলি দুর্নীতির বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। তাদৃশ অধর্ম্মাচরণ ভারতবর্ষে মোসলমান্ রাজাদের অধিকার-সময়ে সমধিক প্রচলিত হয় *। কবীর খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি নিজ সময়ে বিদ্যমান কত লোকের অবিকল ঐরূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।	কবীর-কৃত ভজন।
भृत्यवत्ताड़यैत्तातं पुत्र: शिष्यस्तथा गुरुम्।	काइ सतावे माता पिता गुरु तिया बुलायकी।
পুত্র পিতাকে এবং শিষ্য গুরুকে ভৃত্যের ন্যায় তাড়না করিবে।	কেহবা দার পরিগ্রহ করিয়া পিতা মাতা ও গুরুকে পীড়ন করে।

কৃষ্ণজন্মখণ্ডের উল্লিখিত অধ্যায় ও কবীরের গ্রন্থে † ভারতবর্ষীয় লোকের এইরূপ নানাপ্রকার কুচরিত্র-বর্ণনার অতিমাত্র সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত ম্লেচ্ছ রাজা মোসলমান্ রাজা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইহা হইলে, ভারতবর্ষে মোসলমান্-অধিকার

---

* এই পুস্তকের দশনামি-সম্প্রদায়-বিবরণে অধিকতর পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয় লোকের চরিত্র বিষয় দেখ।

† এই পুস্তকের প্রথম ভাগের কবীরপন্থি-বিবরণের ৫৫ ও পরিশিষ্টের ২০৭ ও ২০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

ৃত ও বদ্ধমূল হইবার পর, বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বিরচিত ও সঙ্কলিত য়াছে বলিতে হইবে।

স্কন্দপুরাণ।—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ ন্দপুরাণের খণ্ড-বিশেষ বলিয়া প্রচলিত আছে; যেমন কাশিখণ্ড, উৎকলখণ্ড, রবাখণ্ড, ব্রহ্মোত্তরখণ্ড ইত্যাদি। উৎকলখণ্ডে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ও ভুবনেশ্বর শবের মন্দিরাদির বর্ণন আছে। ঐ দুই মন্দির খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ ও সপ্তম তাব্দীতে প্রস্তুত হয় ইহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে *। অতএব ঐ খণ্ড ৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দী অপেক্ষাও আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

কূর্ম্মপুরাণ।—কূর্ম্মপুরাণে ভৈরব, বাম, যামল প্রভৃতি তন্ত্র-শাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

एवं सम्बोधितो रुद्रो माधवेन मुरारिणा।
चकार मोहशास्त्राणि केशवोऽपि शिवेरितः॥
कापालं नाकुलं वामं भैरवं पूर्व्वपश्चिमम्।
पञ्चरात्रं पाशुपतं तथान्यानि सहस्रशः॥

কূর্ম্মপুরাণ। ১৪ অধ্যায়।

শিব বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপ সম্বোধিত ও বিষ্ণু শিব কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্ব্ব পশ্চিম ভৈরব, পঞ্চরাত্র, পাশুপত এবং অন্য সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র রচনা করেন।

এই পুরাণের বচনান্তরেও যামল, করাল, ভৈরব প্রভৃতি তন্ত্রের নাম আছে। তন্ত্র-শাস্ত্র সমধিক প্রাচীন নয়। ঐ শাস্ত্রের মধ্যেই উহা যে কলিযুগের শাস্ত্র বলিয়া লিখিত আছে † এ কথাটিও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহার আধুনিকত্বের পরিচায়ক বিবেচনা করিতে পারেন। অমরসিংহ স্বর্গবর্গের মধ্যে যে স্থলে ভিন্ন

* ২০৯ পৃষ্ঠা।

† निर्वीर्य्याः श्रौतजातीया विषहीनोरगा इव।
सत्यादौ सफला आसन् कलौ ते मृतका इव॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

तन्त्रोक्तं ध्यानमन्त्रस्य प्रशस्तं भारते कलौ।

পুরশ্চরণরসোল্লাসতন্ত্র। ৩ পটল।

ভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তথায় তন্ত্রের নাম সন্নিবেশিত নাই *। ঐ শাস্ত্র সে সময়ে প্রচলিত থাকিলে, তাহা না থাকা কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত হইত না। তিনি খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব উল্লিখিত যামল ভৈরবাদি তন্ত্র-শাস্ত্র তদপেক্ষা অনেক অপ্রাচীন। সুতরাং কূর্ম্মপুরাণও সেইরূপ নব্য গ্রন্থ বলিতে হয়। খৃষ্টাব্দের অষ্টম বা নবম শতাব্দীর পর বিরচিত বা সঙ্কলিত বিষ্ণুপুরাণের † তৃতীয় অংশের ষষ্ঠাধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্রের নাম নির্দ্দেশিত আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে তন্ত্রের নাম বিদ্যমান নাই। এই সমস্ত যুক্তি অনুসারে, তন্ত্রের বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অপেক্ষা বড় অধিক হওয়া সম্ভব নয়। অনেক তন্ত্র যে বাঙ্গালা দেশেই প্রবর্ত্তিত হয়, উহার মধ্যেই সে বিষয়ের বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। কামধেনু ও বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে বর্ণ সমুদায়ের যেরূপ বর্ণন আছে, তাহা বাঙ্গালা অক্ষরের বিষয়েই অধিক সঙ্গত হয়। কেবল বর্ণনা কেন? তন্ত্র-বিশেষে বর্ণোচ্চারণের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা বাঙ্গালা-দেশীয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালা-দেশীয় অর্থাৎ বাঙ্গালার পূর্ব্ব-খণ্ডবাসী পণ্ডিতেরা যেরূপ উচ্চারণ করেন, উহাতে সেইরূপই ব্যবস্থিত হইয়াছে।

ह्युतूर्य्यंध्वनितामिति यादिस्थे परमेश्वरि ।
ह्वतूर्य्यंध्वनितामिति वादिस्थे तु विशेषत: ॥

বরদাতন্ত্র। দশম পটল।

হকার যদি যকারের পূর্ব্বে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণ ঝকারের সদৃশ হইবে, (যেমন উহ্য, বাহ্য ইত্যাদি)। আর বকারের পূর্ব্বস্থিত হইলে, ভকারের ন্যায় উচ্চারিত হইবে; (যেমন আহ্বান)।

---

* অমরকোষের অন্তর্গত নানার্থের মধ্যে তন্ত্র শব্দ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু তাহার অর্থ তন্ত্র-শাস্ত্র নয়; প্রধান, সিদ্ধান্ত, পরিচ্ছদ ও সূত্রবাপ অর্থাৎ তাঁত।

"तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवापे परिच्छदे।"

যদি গ্রন্থকারের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহা অবশ্যই অবশ্য লিখিতেন তাহার সন্দেহ নাই। অতএব অমর সিংহের সময় পর্য্যন্ত ঐ শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় নাই ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইল।

† কিছু পরেই বিষ্ণুপুরাণ-রচনার সময়-নিরূপণ বিষয়কে প্রস্তাব দেখিবে।

যকারস্য তৃতীয়ত্বং পদাদৌ সর্ব্বদা ব্রজেৎ।
কেয়ূরাদাবপি তথা অন্যত্র কণ্ঠমাত্রগঃ॥

বরদাতন্ত্র, দশম পটল ও প্রপঞ্চসার, তৃতীয় পটল।

পদের প্রথমে যকার থাকিলে, জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; (যেমন যদি, ইত্যাদি)। কেয়ূরাদি শব্দস্থিত যকারেরও ঐরূপ উচ্চারণ হয়। অন্য স্থলে ইহা কণ্ঠদেশ হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

যে প্রিন্সেপ সাহেব অতি প্রাচীন অপ্রচলিত অক্ষরে খোদিত অশোকরাজার অনুশাসন-পত্রের অর্থোদ্ভেদ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া যান, তিনি নানা সময়ের খোদিত লিপির বর্ণাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করেন, খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত হয়*। অতএব কামধেনু, বর্ণোদ্ধার, বরদা, প্রপঞ্চসার ও সেই সমুদায়ের সমকালবর্ত্তী ও তাহার উত্তরকালে বিরচিত অন্য অন্য বহুতর তন্ত্রশাস্ত্র ঐ সময়ের পর প্রস্তুত হয় তাহার সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতেরা কেয়ূরকে কেজুর এবং আহ্বানকে আভ্ভান বলিয়া উচ্চারণ করেন। অতএব এইরূপ উচ্চারণ-বিধায়ক বরদাতন্ত্র, প্রপঞ্চসার ও তাদৃশ অন্য অন্য তন্ত্র বাঙ্গালার পূর্ব্ব-খণ্ডে বিরচিত হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। ঐ অঞ্চলে তান্ত্রিক ক্রিয়ারও অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ অনেক অনেক তন্ত্র যে ঐ প্রদেশে বিরচিত হয় ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব ও সঙ্গত। বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংস্কৃত-বিভক্তি সংযোগ করিলে যেরূপ হয়, তন্ত্রের কোন কোন স্থলের ভাষা প্রায় সেইরূপ। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ইহার কোন নিদর্শনই লক্ষিত হয় না। অতএব বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত ঐ সমস্ত তন্ত্র-গ্রন্থ ঐ সময়ের অপেক্ষা প্রাচীনতর হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু উহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে ঐ শাস্ত্র একেবারে প্রচারিত ছিল না এরূপও বলিতে পারা যায় না। নবদ্বীপ-নিবাসী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিদুন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তিথিতত্ত্বের অন্তর্গত দুর্গোৎসব-প্রকরণে ও মলমাস-তত্ত্বের অন্তর্ভূত দীক্ষা-প্রকরণে মৎস্যসূক্ত, বারাহীতন্ত্র, করাল, ভৈরব, যামল ও

* Useful tables by James Prinsep or Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol VII., part I., pp VIII and XIV.

বীরতন্ত্র এবং জ্ঞানমালা, তত্ত্বসার, সারসংগ্রহ, প্রয়োগসার, মন্ত্রমুক্তাবলী প্রভৃতি বিবিধ তন্ত্র-সংগ্রহের নামোল্লেখ বা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন *। অতএব ন্যূন কল্পে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি তন্ত্র-গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। গাজিপুরের কীর্ত্তিস্তম্ভে ন্যূনাধিক আট শত বৎসর পূর্ব্বে অথবা তাহারও পরে খোদিত লিপি-বিশেষে তন্ত্রের নাম বিনিবেশিত আছে †। ঐ শব্দটি তন্ত্র-শাস্ত্র-বাচক হইলে, সে প্রদেশে ঐ শাস্ত্র ঐ সময়ে প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। কিন্তু কোন কোন তন্ত্র আবার অতীব আধুনিক; এমন কি, এক শতাব্দী অপেক্ষা অধিক প্রাচীন নয়। একখানি তন্ত্রে ভবিষ্যৎ-কথা কীর্ত্তন-চ্ছলে লণ্ডন নগর ও লণ্ডন-বাসী ইংরেজদের নাম পর্য্যন্ত বিনিবেশিত হইয়াছে ‡। পাঠ করিলে অক্লেশেই বুঝিতে পারা যায়, ঐ তন্ত্র ইংরেজদের ভারতবর্ষাধিকার-প্রবর্ত্তনের উত্তরকালে বিরচিত হয়।

পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরিঙ্গিভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাত্ কলৌ॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নবষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥

শব্দকল্পদ্রুমের হিন্দু শব্দে ধৃত মেরু তন্ত্রের ত্রয়োবিংশ প্রকাশের বচন।

পূর্ব্বাম্নায়ে ফিরিঙ্গি-ভাষায় বিরচিত নয় শত ছিয়াশীটি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। লণ্ডন-নগর-জাত পাঁচশত উনসত্তর জন ইংরেজ সেই সমস্ত মন্ত্র সাধন পূর্ব্বক যুদ্ধজয়ী হইয়া বহু রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।

যাহা হউক, যখন অমরকোষ ও বিষ্ণুপুরাণে সংস্কৃত শাস্ত্রের নামাবলির মধ্যে তন্ত্র-শাস্ত্রের নাম সন্নিবিষ্ট নাই, তখন উহার বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অপেক্ষা

---

* ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের প্রথম ভাগের ৪৪, ৪৫ ও ৪৫৩—৪৫৫ পৃষ্ঠা।

† ঐ লিপির মধ্যে স্কন্দগুপ্ত তন্ত্রবিদ্যাদর্শী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।
"তান্ত্রধীর্দর্শিকীর্ত্তিঃ।"—The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI, p. 5.

‡ লণ্ডন নগরের ফরাসী নাম (Londres) লন্দ্র্ বা লঁদ্র। তন্ত্রকার তদনুসারেই পশ্চাল্লিখিত বচনে ঐ নামের বর্ণ-বিন্যাস করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। উচ্চারণ জানিতেন না বোধ হয়।

হিন্দুদিগের গয়ামাহাত্ম্যে গয়া-যাত্রীদিগের প্রতি বৌদ্ধদের বোধিবৃক্ষকে * প্রণাম করিবার ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে যে স্থানকে বুদ্ধগয়া বলে, তাহারই মধ্যে বোধিবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। সুতরাং গয়ামাহাত্ম্যে যে গয়ার বিষয় বর্ণিত আছে, ঐ বোধিবৃক্ষ সেই গয়ারই মধ্য-স্থিত। অতএব পূর্ব্বে এক গয়াই ছিল; এক্ষণকার গয়া ও বুদ্ধগয়া তাহারই অন্তর্গত।

উল্লিখিত ব্যবস্থার মধ্যে ধর্ম্মকে প্রণাম করিবারও বিধান আছে†। বৌদ্ধদের মতে ধর্ম্ম কিরূপ পদার্থ, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। ধর্ম্ম তাহাদের ত্রিমূর্ত্তির একটি মূর্ত্তি। বিশেষতঃ যখন ঐ বিধানটি বৌদ্ধদিগের বোধিবৃক্ষের প্রণাম-ব্যবস্থার মধ্যে বিনিবিষ্ট হইয়াছে, তখন উহা বৌদ্ধ-মতানুযায়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উহার একটি শ্লোকের পরেই ঐ বৃক্ষের গুণ-প্রতিপাদন-স্থলে উহা বৌদ্ধ-সমাজে প্রচলিত একটি প্রধান বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব শব্দটি বৌদ্ধদিগের একটি অতি প্রধান উপাধি ‡। বুদ্ধ স্বয়ংই ভূরি ভূরি স্থলে বোধিসত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ বচনে উল্লিখিত বোধি-বৃক্ষকেও বোধিসত্ত্ব বলিয়া স্তব করা হইয়াছে।

চলদ্দলায় বৃক্ষায় অশ্বত্থায় নমোনমঃ।
বোধিসত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমোনমঃ॥

গয়ামাহাত্ম্য। ৭। ৩২।

চঞ্চল-দল অশ্বত্থ বৃক্ষকে বার বার নমস্কার করি। যজ্ঞ-স্বরূপ ও বোধিসত্ত্ব-স্বরূপ অশ্বত্থকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

ধর্ম্ম, বোধিবৃক্ষ, বোধিসত্ত্ব এই তিনটি বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক বিষয়ের একত্র সংঘটন হওয়াতে, গয়ামাহাত্ম্যের এই স্থলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৌদ্ধমতের নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে।

---

* উপক্রমণিকায় ৩০৮ পৃষ্ঠায় যে "অশ্বত্থ বৃক্ষের পূণ্যত্ব স্বীকার" লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ বৌদ্ধদিগের এই বোধি নামক অশ্বত্থ বৃক্ষের দেবত্ব-স্বীকার জানিতে হইবে। খৃষ্টাব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বুদ্ধগয়ায় যে বোধিবৃক্ষ বিদ্যমান ছিল, তাহার কিয়দংশ ইণ্ডিয়েন্ মিউ জিয়মের দক্ষিণ দিকের নিম্নতলস্থ গৃহে দেখিতে পাইবে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যে পুরাতন বোধিবৃক্ষ পড়িয়া যায়, তাহারও শাখার কাষ্ঠ তথায় রক্ষিত হইয়াছে।

† উপক্রমণিকা। ৩১১ পৃষ্ঠা।

‡ উপক্রমণিকা। ২৭৫ পৃষ্ঠা।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, গয়াটি এক সময়ে বৌদ্ধদিগেরই তীর্থ-বিশেষ ছিল; পরে হিন্দুরা তাহা অধিকার পূর্ব্বক আপনাদের তীর্থ-বিশেষ করিয়া লন এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন, হিন্দু-গয়ার দেবালয় সমুদায়ের নিতান্ত আধুনিকত্ব, পুরাতন দেবালয়াদির উপকরণে সেই সমুদায় নির্ম্মাণ, হিন্দু দেবালয়ে বৌদ্ধ-প্রতিমা ও বৌদ্ধ-খোদিতলিপির অস্তিত্ব ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ বিষয় সমুদায়ের অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভব ও সঙ্গত হয় না। বৌদ্ধদিগের দেবালয়-বিশেষে বুদ্ধপদ অর্থাৎ বুদ্ধের পদ-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত থাকে ইহা পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে *। তাহাদিগের শাখা স্বরূপ জৈন-সম্প্রদায়ের অনেক দেবালয়ে পদ-চিহ্ন ও তাহার পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগোলপুরের পশ্চিমাংশে নাথনগরের সুপ্রসিদ্ধ জৈন-মন্দিরের মধ্যস্থলে বাসু পূজ্য নামক দ্বাদশ তীর্থঙ্করের পদ-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। ললিতবিস্তরে বুদ্ধ-পদের চিহ্ন ও লক্ষণাদি বর্ণিত আছে।

दीर्घाङ्गुलिः। आयतपाणिपादः। मृदुतरुणहस्तपादः। जाङ्गुलिकहस्तपादः। दीर्घाङ्गुलिधरः। पादतलयोर्महाराजसर्व्वार्थसिद्धस्य कुमारस्य चक्रे जाते चित्रेऽर्चिष्मति प्रभास्वरे सिते सहस्रारनेमिके सनाभिके। सुप्रतिष्ठितसमपादो महाराजसर्व्वार्थसिद्धः कुमारः।

ললিতবিস্তর। ৭ অধ্যায়। মুদ্রিত পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠা।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ রাজকুমার শাক্যের হস্তের অঙ্গুলি দীর্ঘ; হস্ত ও পদ বিস্তৃত, কোমল ও তরুণ; জালুলিকের মত লঘু হস্ত-পদ; পদযুগলের অঙ্গুলিও দীর্ঘ; পদতলে শুক্লবর্ণ দুইটি চক্র আছে, তাহা বহু বর্ণে চিত্রিত, উজ্জ্বল ও প্রভাযুক্ত; তাহাতে সহস্র অর এবং একটি নেমি ও নাভি বিদ্যমান আছে।

অতি পূর্ব্বে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রায় প্রথমাবস্থাতেই বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক-ভজনা প্রবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সকল দেশীয় লোকের মধ্যেই সমধিক ভক্তি সহকারে বুদ্ধ-পদ পূজা প্রচলিত আছে। ব্রহ্ম-দেশ হইতে দৈর্ঘ্যে সাত ফুট্ ছয় বুরুল এবং প্রস্থে তিন ফুট্ ছয় বুরুল পরিমিত একখানি বুদ্ধ-পদ-চিহ্ন-বিশিষ্ট প্রস্তর আনয়ন পূর্ব্বক কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়েন্ মিউ্জিয়মের অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারের দক্ষিণ দিকের নিম্ন-তলস্থ গৃহে সংস্থাপিত হয়। ঐ পদ-চিহ্নটি

* উপক্রমণিকা। ৩১১ পৃষ্ঠা।

দুইটি অজগর-মূর্ত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই দেশীয় বৌদ্ধেরা তাহার পূজা করিত। পা খানি প্রায়ই সমস্ত প্রস্তর ব্যাপিয়া আছে। কেবল নিতান্ত প্রান্তে সর্প দুইটি শয়িত রহিয়াছে। উহার কিছু পশ্চিমাংশে দৈর্ঘ্যে ১॥০ দেড় হস্ত ও প্রস্থে ১৫ পোনর অঙ্গুলি পরিমিত আর দুইটি বুদ্ধ-পদ-চিহ্ন বুদ্ধগয়া হইতে আনীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। তাহার পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে বৌদ্ধদিগের পূজনীয় অপর এক পদ-যুগল প্রস্তরের উপর অঙ্কিত দেখিতে পাইবে। তাহা মথুরা হইতে আনীত *; একটি পদাঙ্ক সম্পূর্ণ এবং অপর একটির যৎকিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। বৌদ্ধদিগের অনেক দেবালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান স্থানে বুদ্ধ পদাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে। বুদ্ধগয়ার মহাবোধে অর্থাৎ প্রধান মন্দিরে সুবিখ্যাত বুদ্ধ-পদ-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত আছে। বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধ-পদ নামেই একটি মন্দির ছিল, তাহার মধ্যে একখানি প্রস্তর দুইটি পদ-চিহ্নে চিহ্নিত। সে দুইটিও বুদ্ধ-পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হিন্দুদিগের দেবালয়ে, বিশেষতঃ তাহার প্রধান স্থানে, দেব-প্রতিমূর্ত্তি শাল-গ্রাম গোমতীচক্র প্রভৃতিই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদিও কোন কোন স্থানে পদ-চিহ্ন আছে †, কিন্তু তন্মধ্যে গয়ার বিষ্ণু-পদ ব্যতিরেকে অপর কোন পদাঙ্ক তাদৃশ প্রচারিত ও বিখ্যাত নয় এবং বুদ্ধ ও জৈন গুরুদের পদ-চিহ্নের ন্যায় প্রধান প্রধান মন্দিরেও সংস্থাপিত দৃষ্ট হয় না। গয়াতে বিষ্ণুপদ-পূজা যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেরূপ আর কোথাও হয় নাই। বুদ্ধ-গয়ায় অদ্যাপি

---

* উপক্রমণিকা। ২৬২ পৃষ্ঠায় অধুনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রধান মথুরাপুরীতে যে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচলনের বিষয় লিখিত হইয়াছে এটিও তাহার একটি সামান্য প্রমাণ নয়।

† দশনামী সন্ন্যাসীদিগের কোন কোন মঠে মহাজন-বিশেষের পদ-চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গার পশ্চিম কূলে ভোটবাগানে দুই খানি প্রস্তরে দুই পদ-যুগল অঙ্কিত আছে; তাহার একটি পদ-যুগলের চারি দিকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের চিহ্ন রহিয়াছে। সন্ন্যাসী-দিগের গঙ্গাসাগর-যাত্রার সময়ে তাহার পূজা হইয়া থাকে দেখিতে পাই। ঐ স্থানের উত্তরাংশে লালা বাবুর সায়েরের ঠাকুরবাড়ীতেও হনুমানের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখ-স্থিত দুই খানি প্রস্তরে দুইটি পদ-যুগল খোদিত আছে। তাহাকে মাধবজির পদ-যুগল বলে। একটি পদে শঙ্খের চিহ্ন ও অপর একটি পদে চক্রের চিহ্ন। কিন্তু ঐ সকল পদাঙ্ক ঐ ঐ স্থানের প্রধান উপাস্য বস্তু নয়। দশনামী সন্ন্যাসীদের আখাড়ায় গুরু দত্তাত্রেয়ের পদ-চিহ্ন থাকে শুনিয়াছি। কিন্তু তাহাও তাদৃশ প্রচারিত, বিখ্যাত এবং হিন্দুমণ্ডলীর সর্ব্বসাধারণ লোকের প্রধান উপাস্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত নয়।

পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধ-পদ-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। অতএব যখন এরূপ সন্নিকটে পদ-চিহ্ন-পূজা প্রচলিত ছিল, তখন গয়ার বিষ্ণু-পদ বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ-পদ-পূজা দৃষ্টে প্রকল্পিত হওয়াই সম্ভব। যখন বুদ্ধ, বুদ্ধের অস্থি বৌদ্ধদের অন্য অন্য দেব-প্রতিমূর্ত্তি, বোধিবৃক্ষ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত বিবিধ বস্তু হিন্দুগণের উপাস্য পদার্থাদির মধ্যে পরিগৃহীত হয়, তখন অক্লেশেই এইরূপ মনে করিতে পারা যায়, বিষ্ণু-পদ পূর্ব্বে বুদ্ধ-পদ ছিল, পরে হিন্দুরা তাহা বিষ্ণু-পদ বলিয়া প্রচার পূর্ব্বক তাহার প্রতি লোকের বদ্ধমূল ভক্তি শ্রদ্ধা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

হিন্দুরা অন্য অন্য অনেক স্থানেও এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। পাটনা জেলার অন্তর্গত রাজগৃহ * পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান স্থান ছিল; পরে হিন্দু ও মুসল্‌মানেরা তাহা অধিকার করেন এবং তত্রস্থ স্তূপাদির ইষ্টকাদি লইয়া আপনাপন দেবালয় প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যান। ঐ স্থানের মধ্যে বৈভার ও বিপুল নামে দুইটি পর্ব্বত আছে। বৈভার পর্ব্বতের পূর্ব্ব পাদে ও বিপুল পর্ব্বতের পশ্চিম পাদে অনন্ত ঋষি, সপ্ত ঋষি, কশ্যপ ঋষি, ব্রহ্মকুণ্ড, মার্কণ্ডকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, গণেশকুণ্ড প্রভৃতি অনেকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ বিদ্যমান আছে। সেই সমুদায় উষ্ণপ্রস্রবণের সমীপে হিন্দুদিগের যে সমস্ত দেবালয় রহিয়াছে, তাহা বৌদ্ধদিগের স্তূপাদির পুরাতন ইষ্টক লইয়া নির্ম্মাণ করা হয়। তাহার একটি স্তূপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্তূপ খনন পূর্ব্বক ইষ্টকাদি গ্রহণ করাতে, এখন তাহা শূন্যগর্ভ হইয়া রহিয়াছে। হিউএন্ থ্‌সঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তানুসারে জানা যাইতেছে, ঐস্থানে ৪০ চল্লিশ হস্ত উচ্চ একটি স্তূপ ছিল; অশোক রাজা তাহা নির্ম্মাণ করেন †। রাজগিরের কিছু পূর্ব্ব গিরিএক নামক পর্ব্বতে "জরাসন্ধকা বৈঠক।" সেটিও বৌদ্ধদিগের একটি স্তূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ‡। বর্ত্তমান শ্রীক্ষেত্র যে পূর্ব্বে বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ¶। জগন্নাথের রথযাত্রা খোটান্‌স্থ বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার

* রাজগৃহের বর্ত্তমান নাম রাজগির্।

† A. Cunningham's Archæological Survey of India, Vol. I., p. 24 and 27.

‡ A Cunningham's Archæological Survey of India, Vol. I, pp. 16—19.

¶ উপক্রমণিকা। ৩১১ ও ৩১২ পৃষ্ঠা।

অনুকরণ * এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, এই তিনটি বৌদ্ধদের বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম এই মতের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে †। ভূপালের প্রায় নয় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর বেত্তোয়া নদীর তীরস্থ সাঞ্চি গ্রামে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অনেকগুলি স্তূপাদি আছে। সেই স্থানের দক্ষিণ-দ্বারে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী তিনটি ধর্ম্ম-যন্ত্র অর্থাৎ ধর্ম্মের নিদর্শনাত্মক আকৃতি-বিশেষ একত্র খোদিত রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রচলিত মুদ্রা-বিশেষে যেরূপ ধর্ম্ম-যন্ত্র খোদিত থাকে, উহা তাহারই অনুরূপ। এক বস্তুর অবিকল এক প্রকার প্রতিরূপ এক স্থানে থাকা কেনই সম্ভব হইবে? জেনেরেল্ কনিংহেম্ ঐ তিনটি বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এই ত্রিমূর্ত্তিরই বিজ্ঞাপক হওয়াই অতিমাত্র সম্ভাবিত বলিয়া বিবেচনা করেন ‡। তিনি সাঞ্চি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানাস্থান হইতে, এমন কি, শক রাজাদিগের মুদ্রা হইতেও ঐ ধর্ম্ম-যন্ত্র অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন §। ঐ দ্বারের শিরোদেশে তাহার এক একটি আবার বুদ্ধদেবের চক্র-চিহ্নের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ¶। ঐ ধর্ম্ম-যন্ত্র বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ-বীজ স্বরূপ য, র, ল, ব, ন এই পাঁচটি পালি অক্ষরের সমষ্টি-স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ‖। উল্লিখিত তিনটি ধর্ম্ম-যন্ত্রের সহিত জগন্নাথাদি তিন মূর্ত্তির অভেদ বা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জেনেরেল্ কনিংহেম্ ভিল্সা-স্তূপ-বিষয়ক বত্রিশ সংখ্যক চিত্রপটে ঐ উভয়কেই পার্শ্বাপার্শি করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। এই পুস্তকের শেষ ভাগে প্রকাশিত চিত্রপটে তাহার প্রতিরূপ প্রকটিত হইল; দেখিলেই, শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণব-ত্রিমূর্ত্তি উল্লিখিত তিনটি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-যন্ত্রের অনুকরণ বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইতে থাকে। ঐ তিনটি যন্ত্র সমগ্র বৌদ্ধ-ত্রিমূর্ত্তির পরিচায়ক হউক বা না হউক, যখন জগন্নাথপুরীর তিন মূর্ত্তি কোনরূপ পরিজ্ঞাত দেবাকৃতি, পশ্বাকৃতি বা প্রকৃত মনুষ্যাকৃতি নয়, এবং যখন ঐ তিন ধর্ম্ম-যন্ত্রের

* Journal of the Royal Asiatic Society; Vol. VII., pp. 1—8 and Vol. VI., p. 420 note 3. পাঠ করিও।

† উপক্রমণিকা। ৩১১ পৃষ্ঠা।

‡ Bhilsa Topes, 1854, by A. Cunningham, p. 358. Plate XXXII. Fig.22.

§ Ibid, pp. 353—358. Plate XXXII.

¶ Ibid. Fig. 10.

‖ Ibid, pp. 355 and 356 and Antiquities of Orissa, Vol. II., p. 126.

সহিত তাহার অত্যন্ত সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন উল্লিখিত অনুমানটি সর্ব্বতোভাবেই সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

বৌদ্ধ-সমাজে চক্র শব্দ যেরূপ প্রচলিত এবং তাহাদিগের মূল মতপ্রতিপাদক ধর্ম্ম-চক্র যেরূপ মহিমান্বিত, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে *। চক্র-চিহ্নটি একটি বুদ্ধ-যন্ত্র-বিশেষ। বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধ-পদের চক্র চিহ্ন সবিশেষ বর্ণিত আছে। বৌদ্ধেরা বহু পূর্ব্বাবধি তাহার একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত থাকে। তাহাদের অনেকানেক মুদ্রাও ঐ চিহ্নে চিহ্নিত দেখা যায়। জেনেরেল্ কনিংহেম্ সাঞ্চিস্তূপ ও নানা মুদ্রা হইতে উহার অনেকগুলি প্রতিরূপ সংগ্রহ করিয়া একটি চিত্রপটে প্রকাশ করিয়াছেন †। শ্রীক্ষেত্রে বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র খোদিত আছে। শঙ্খ-চক্রাদি যেমন বিষ্ণুর পদ-চিহ্নমাত্র, সুদর্শন সেরূপ সামান্য বস্তু নয়। পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যে সুদর্শনের অপার মহিমা পরিকীর্ত্তিত হয়। এমন কি, তাহা সুভদ্রা ও বলরামের সহিত সমান পদস্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ‡। রাজেন্দ্রলাল বাবু সেই বিষ্ণু চক্রকে বৌদ্ধদিগের ঐ বুদ্ধচক্র বলিয়া অনুমান করেন §। এ অনুমানটি প্রমাণসিদ্ধ হইলে উপস্থিত প্রস্তাবের বিশেষরূপ পোষক হয় তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত লালাবাবুর সায়েরে যে জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার বাম পার্শ্বে একটি কাষ্ঠখণ্ডে অঙ্কিত সুদর্শন-চক্র নামে এক রূপ চক্রের প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। জগন্নাথ ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট সুদর্শনের প্রতিরূপ দেখিতে পাই নাই। যদি বৌদ্ধধর্ম্ম-মূলক জগন্নাথ-মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন দেবতার সমীপে সুদর্শন চিহ্ন দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে উল্লিখিত

---

* উপক্রমণিকা। ২১৮ পৃষ্ঠা।

† Bhilsa Topes by A Cunningham, p. 353 and Plate XXXI.

‡ तादृगाविर्भूवासौ युष्माकं वर्णित: पुरा ।
दिव्यसिंहासनगतौ वलभद्रासुदर्शनै: ॥
शङ्खचक्रगदापद्मलसद्बाहुर्जनार्दन: ।
गदामुषलचक्राब्जं धारयन् पन्नगाकृति: ॥
छत्राकृतिफणासप्तमुकुटोज्ज्वलकुण्डल: ।
सुभद्रा चारुवदना वराब्जाभयधारिणी ॥
পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য। ১০ অধ্যায়। ৮—১০ শ্লোক।

¶ Antiquities of Orissa, Vol. II. p. 126.

অভিপ্রায়ই সমধিক সম্ভাবিত বলিতে হয়। আরঙ্গাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত ইলো-রার নিকটস্থ একটি বৌদ্ধ-দেবালয় অদ্যাপি জগন্নাথের মন্দির বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে, হিন্দু-দেবতার 'জগন্নাথ' এই নামটিও বৌদ্ধের নিকট হইতে গৃহীত এইরূপ অক্লেশেই মনে হইতে পারে *।

জগন্নাথক্ষেত্রের কিছু উত্তরে অবস্থিত ভুবনেশ্বর তীর্থে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় প্রবল ছিল। তথাকার কেশরী নামক যে নৃপতিবংশীয়েরা ৪৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করেন, তাঁহারা শিবোপাসক ও শৈব-সম্প্রদায়ের সহায়ভূত ছিলেন। দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত শৈব বৌদ্ধে বিবাদ বিস-ম্বাদ চলে; অবশেষে শৈবেরা জয়ী হইয়া বৌদ্ধদিগকে পরাভব করেন। শৈব রাজারা ভুবনেশ্বরে সহস্র সহস্র দেব-মন্দির প্রস্তুত করিয়া শৈব-ধর্ম্মের সমধিক প্রাদুর্ভাব সাধন করেন। তাঁহারা বৌদ্ধদেবাদির প্রতিমূর্ত্তির অনুকরণ করিয়া বিস্তর দেব-প্রতিমাদি নির্ম্মাণ করেন এবং বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী ধ্যানারূঢ় ভিক্ষু-মূর্ত্তিকে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অনেক স্থানে অনেক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যান। সেই সকল মন্দিরাদির অধিকাংশ ভগ্ন ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। †

তথাকার ভাস্করেশ্বর, কোটিতীর্থেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি কোন কোন স্থান বৌদ্ধ-লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কোটি-তীর্থেশ্বরের মন্দির পূর্ব্ব-কার, কোন প্রাচীনতর গৃহের প্রস্তরাদি লইয়া প্রস্তুত করা হয়। তাহাতে যে সকল বিষয় খোদিত আছে তাহার কতকগুলি বৌদ্ধদিগের খোদিত প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির অনুরূপ। বৌদ্ধদেব চৈত্যাদি হইতেই সে সমুদায় সংগৃহীত হওয়াই সম্ভা-বিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ভাস্করেশ্বরের মন্দিরও পুরাতন গৃহ বিশেষের প্রস্তরাদিতে প্রস্তুত। তাহা দেখিতে দ্বিতল। ঐ মন্দিরের চারিদিকে যে চত্বর আছে, তাহাই প্রথম তল। তাহার উপরের তলটি প্রকৃত মন্দির। সেই মন্দিরে নয় ফুট্ তিন বুরুল্ দীর্ঘ একটি লিঙ্গ আছে। অশোকের শিলাস্তম্ভের সহিত ইহার আকার প্রকারের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, এটি বৌদ্ধ রাজা অশোকের শিলাস্তম্ভ ছিল; সময় ক্রমে ভগ্ন হইয়া যায়; হিন্দুরা

---

* Bhilsa Topes, p. 360

† Asiatic Researches, Vol. XV., pp. 264—267 and Hunter's Statistical Account of Bengal Vol, XIX., pp. 80—83.

তাহা অধিকার পূর্ব্বক ঐ স্তম্ভের নিম্ন-ভাগের উপর একটি মন্দির প্রস্তুত করে এবং সেই স্তম্ভের অবশিষ্ট ভাগকে শিব-লিঙ্গ বলিয়া প্রচার করে *। যখন অন্যান্য স্থানে হিন্দুদের এইরূপ ব্যবহার দেখিতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তখন ভুবনেশ্বরেও সেইরূপ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়।

অতএব হিন্দুরা যখন বৌদ্ধদের অন্যান্য স্থান অধিকার করিয়া আপনাদের দেব-স্থান করিয়াছেন, তখন তাহাদের গয়াও সেইরূপ করিবেন ইহাতে অসম্ভাবনা কি? প্রত্যুত: যখন সে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তখন গয়া যে বহু পূর্ব্বাবধি বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম ক্ষেত্র ছিল; পরে হিন্দুরা উহা অধিকার পূর্ব্বক আপনাদের একটি প্রধান তীর্থস্থান করিয়া লন তাহাতে আর সন্দেহ করিবার বিষয় নাই।

ফাহিয়ন্ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখেন, লোকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে †। হিউএনথ্‌সঙ্গ্ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উহাতে বিস্তর হিন্দুর বসতি দৃষ্টি করেন এবং তন্মধ্যে একরূপ সহস্র ঘর ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়া যান ‡। অতএব সে সময়ে হিন্দুরা গয়ায় প্রাদুর্ভূত হইতেছিলেন বলিতে হয়। তাঁহারা ঐরূপ প্রবল হইলে পর যে অংশ বৌদ্ধদিগের অধিকৃত রহিল তাহাই বুদ্ধগয়া নামে অভিহিত করিলেন এই অনুমানটিই ¶ সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। শ্রীমান্ কনিংহেম্ বলেন, বুদ্ধগয়াকে সচরাচর বোধগয়া বলে; উহা বৌদ্ধদিগের বোধিবৃক্ষের নাম অনুসারে উৎপন্ন হইয়াছে §। ফলতঃ এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুদ্ধগয়াটি আধুনিক নামই বোধ হয়।

(শৈ, স, ১৩ ও ১৪ পৃষ্ঠা।)

যবদ্বীপে যে পূর্ব্বে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এখন এখানেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথা হইতে সংগৃহীত শিব, পার্ব্বতী, গণেশ প্রভৃতির

* Dr. Rajendra lala Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. II., pp. 87—89.

† The Pilgrimage of Fa Hian, Calcutta. 1848 p. 280.

‡ Histoire de la Vie de Hiouen-thsang et de ses Voyages dans L'inde Traduite du Chinois par Stanislas Julien. p 455.

¶ Buddha Gays by Rajendra Lala Mitra, p. 9.

§ Archæolgical Survey of India. Vol. I., p. 4.

পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতাস্থ ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারের * দক্ষিণ দিকের নিম্ন-তলস্থ একটি প্রকোষ্ঠে দেখিতে পাইবে।

(শৈ, স, ৩৮ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি অতর্পণীয় ধন-লোভ ও অভিচার মন্ত্রাদি-জপ।)

এদেশীয় লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু অনেকে চির-জীবন কেবল অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক তাহা সঞ্চয়, ব্যয় বা অপব্যয় করিয়া আয়ুঃশেষ করেন। তাঁহারা এই রূপ ব্যবহার করাই জীবনের একমাত্র সার কার্য্য জানেন; মনুষ্য-পদের উপযুক্ত কোন হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, এক বার চিন্তাও করেন না। আত্ম ও জনসমাজ সম্বন্ধীয় লঘু গুরু কত প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, সে বিষয় একবার মনেও করেন না। নিজ নিজ লেখনীকে রঙ্গভূমির অসুন্দর-রূপ নৃত্যকরী বিকলাঙ্গী নর্ত্তকীর সজ্জায় সজ্জিত এবং পিতামহী ও মাতামহীর নিকট শিক্ষিতরূপ উপন্যাস-অনুবাদাদি অর্থকরী বিদ্যার অনুপযুক্ত দাসীত্ব-পদে নিযুক্ত করিবার প্রথা এদেশীয় বিদ্যাভিমানী অনেক গ্রন্থকারেরই বিদ্যা-ফলোৎপত্তির পরিসীমা হইয়া রহিল। নানা কারণ বশতঃ ভূলোকের কল্যাণকর ও নর-কুলের উন্নতি-সাধক গুরুতর বিষয়ে আমাদের আর মতি গতি হইল না। এদেশীয় কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি বিজ্ঞান-বিশেষের অনুশীলন-ব্রতে ব্রতী হইয়া তৎসংক্রান্ত অভিনব তত্ত্ব নিরূপণ চেষ্টায় কালাতিপাত পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিতেছেন এই চিরাভিলষিত বিষয়টি দর্শন ও শ্রবণ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না।

সম্প্রতি আত্মশাসন-ব্যবস্থার সূচনা হইবার পর, কোন কোন গ্রামে গ্রামস্থ লোকের তৎসম্বন্ধীয় আত্ম-হিত-কল্পনায় জল্পনাদি শুনিতে পাওয়া যায়। এটি একটি ভাল কথা তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সাধারণ হিতকল্পেও শক্রতা-

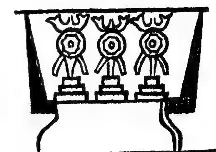
* কৌতুক শব্দের অর্থ কৌতূহল অর্থাৎ অপূর্ব্ব বস্তু দর্শনাদির অভিলাষ। যে গৃহে সেই কৌতুক-বিষয় সমুদায় অর্থাৎ অপূর্ব্ব দুর্লভ সামগ্রী সকল বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম কৌতুকাগার।

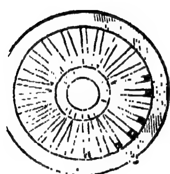
সাধন ও বিদ্বেষ-বচন রূপ অভিচার-মন্ত্রজপের অসদ্ভাব নাই। রাজপুরুষেরা * এ দেশীয় কল্যাণ-বৃক্ষের কোন কোন শুষ্কপ্রায়-শাখা পল্লবে জল সেচন বা সে বিষয়ের আশাদান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র করিতেছেন; কিন্তু উহার মূল-ক্ষয়নিবারণের উপায় কি? তাঁহারা সবিশেষ যত্ন করিলেও এদেশীয়-দিগের স্বাস্থ্য-ক্ষয় ও ধর্ম্ম-ক্ষয়-প্রবাহের কত দূর প্রতিরোধ করিতে পারেন বলিতে পারি না। অপরাপর বিষয়ও সুসিদ্ধ হওয়া রাজা প্রজা উভয়ের অবিচলিত সদ্ভাব ও অপ্রতিহত শুভ-চেষ্টার উপর নির্ভর করে।

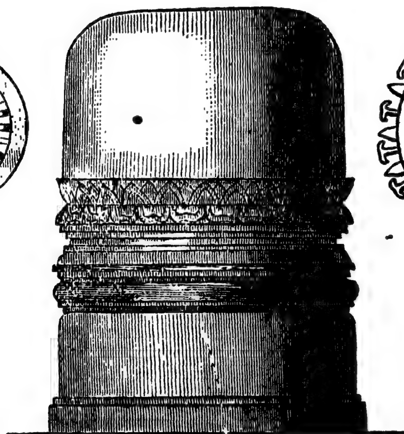
* এ পদটি আপাততঃ বহুবচনান্ত না হইয়া একবচনান্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। প্রজা-বৎসল ভক্তিভাজন লর্ড্ রিপন্ এক বই দুই ব্যক্তি নন। কিন্তু আমরা তাঁহার উপযুক্ত প্রজা নই। এদেশীয় অধুনাতন ধনিগণ! তোমরা কিছু মনুষ্যত্ব-ভাবাপন্ন হইলে, এ সময়ে অনেক বিষয়ে বিশেষ রূপ উপকার দর্শিত তাহার সন্দেহ নাই। দেশের লোক কি ভাবিতেছেন? নির্দ্দিষ্ট পাঁচ বৎসর অতীত হইলেই কি তাঁহাকে বিদায় দিয়া অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে হইবে? এই অবধি সে বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-অবধারণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। রাম-রাজ্যের কাল দীর্ঘ হওয়াই প্রার্থনীয়। তদর্থ প্রাণপণে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

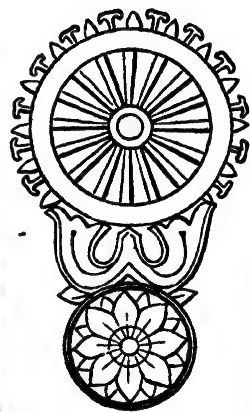
দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।











১ জগন্নাথাদি। ২ তিনটি ধর্ম্ম-যন্ত্র। ৩ বুদ্ধ-যন্ত্র।
৪ এক প্রকার স্তূপ। ৫ সঙ্ঘ-যন্ত্র।